ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)

মুসনাদে আহমদ

অষ্টম খণ্ড

অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

মুসনাদে আহমদ

অষ্টম খণ্ড

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)

অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

www.waytojannah.com

মুসনাদে আহমদ, অষ্টম খণ্ড
সংকলক : **ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)**
অনুবাদ : **ড. মোঃ আবুল কালাম পাটোয়ারী, ড. এ. কে. এম নুরুল ইসলাম**
ড. সৈয়দ মোহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন
[ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৭৬
ইফা অনুবাদ ও সংকলন : ৪২২
ইফা প্রকাশনা : ২৯২৭
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪
ISBN : 978-984-06-1726-5

প্রথম প্রকাশ (উন্নয়ন)
মার্চ ২০২০
চৈত্র ১৪২৬
শাবান ১৪৪১

মহাপরিচালক
আনিস মাহমুদ

প্রকাশক
ড. সৈয়দ শাহ্ এমরান
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ০২-৮১৮১১৯১

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ আবুল কালাম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ০২-৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৪৫২.০০ (চারশত বায়ান্ন) টাকা

MUSNAD-E AHMAD (8th Volume) : Compiled by Imam Ahmad Ibn Hambal (Rh.) in Arabic. Translated & Edited by a Board, Sponsored by Islamic Foundation into Bangla and published by Dr. Syed Shah Amran, Project Director, Islamic Books Publication Project-2nd Phase, Islamic Foundation, Agargaon Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-120
Phone: 02-8181191. March 202
Email: ifapublicationproject@gmail.com
Website: www.islamicfoundation.gov.bd

Price : Tk. 452.00; US Dollar : 18.00

www.waytojannah.com

মহাপরিচালকের কথা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থার দিক-নির্দেশক হিসেবে পবিত্র কুরআনের পরই হাদীসের অবস্থান। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাতকে, তথা তাঁর বাণী, কাজ ও অনুমোদনকে সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য হাদীস বিশারদ শ্রদ্ধেয় ইমামগণ প্রাণান্ত পরিশ্রম করে গেছেন, যার ফলশ্রুতিতে আজ আমরা গর্বের সাথে সহীহ হাদীসসমূহের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হচ্ছি।

হাদীসে রাসূল (সা) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য যে সকল শ্রদ্ধেয় ইমামগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন, ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) (মৃ. ৮৫৫ খ্রি.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ২৮,০০০ থেকে ২৯,০০০ হাদীসের বিশাল সংগ্রহ তাঁর অমূল্য অবদান। 'মুসনাদে আহমদ' শীর্ষক তাঁর এ সংকলনকে 'হাদীসশাস্ত্রের বিশ্বকোষ' নামেও অভিহিত করা হয়। হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে তিনি বিষয়ের ভিত্তিতে বিন্যস্ত না করে বর্ণনাকারী তথা সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর নামানুসারে হাদীস সন্নিবেশ করেছেন। ফলে একই সাহাবী বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ক হাদীস সংশ্লিষ্ট সাহাবী (রা)-এর শিরোনামেই সংকলিত হয়েছে এবং এর বিপরীতে একই বিষয়ের হাদীস বিভিন্ন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামের অধীনেও বিন্যস্ত করেন।

পরবর্তীতে আহমদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ আল-বান্না (র) এ মুসনাদকে অপরাপর সহীহ হাদীস সংকলনের ন্যায় বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করেন এবং এর নামকরণ করেন 'আল-ফাতহুর রাব্বানী ফী তারতীবি মুসনাদি আল-ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল আশ-শায়বানী'। তবে হাদীস চর্চাকারীদের নিকট মুসনাদে আহমদের এ সংস্করণটি 'আল-ফাতহুর রাব্বানী' নামেই সমধিক পরিচিত।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইতিমধ্যে সিহাহ সিত্তাহভুক্ত হাদীসগ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ করে সুধী পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় 'মুসনাদে আহমদ'-এর মত বিশাল হাদীস সংকলন অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের চাহিদার কথা বিবেচনায় এনে আমরা 'ফাতহুর রাব্বানী' শীর্ষক গ্রন্থটিকেই বেছে নিয়েছি– যাতে পাঠক ও গবেষকগণ এর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন।

মহান আল্লাহ এ হাদীস গ্রন্থটির বিজ্ঞ অনুবাদক ও সম্পাদকবৃন্দসহ প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সবাইকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমাদের প্রকাশিত অপরাপর হাদীস গ্রন্থগুলোর মত 'মুসনাদে আহমদ'-ও সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমরা আশাবাদী।

মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রয়াস কবূল করুন। আমীন!

আনিস মাহমুদ
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

www.waytojannah.com

প্রকাশকের কথা

হাদীসে রাসূল (সা) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য যে সকল শ্রদ্ধেয় ইমাম প্রাণান্ত পরিশ্রম করে গেছেন, ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) (মৃ. ৮৫৫ খ্রি.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। হাদীসের এই মুজতাহিদ হাদীসের শরীআতী মাসআলা-মাসায়েল সংগ্রহ অপেক্ষা প্রিয় রাসূল (সা)-এর হাদীস যাতে সঠিক অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়, এ ব্যাপারে অধিক দৃষ্টি দেন। সুতরাং হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে তিনি বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস না করে বরং বর্ণনাকারী তথা সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর নামানুসারে হাদীস সন্নিবেশ করেছেন। ফলে একই সাহাবী বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ক হাদীস সংশ্লিষ্ট সাহাবী (রা)-এর শিরোনামেই সংকলন করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে একই বিষয়ের হাদীস বিভিন্ন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে সংকলিত হয়েছে। আটাশ কিংবা ঊনত্রিশ হাজার হাদীসের বিশাল এক সংকলন 'মুসনাদে আহমদ'–যাকে ইলমে হাদীসের বিশ্বকোষও বলা হয়।

পরবর্তীতে আহমদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ আল-বান্না (র) আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর মুসনাদকে অপরাপর সহীহ হাদীস সংকলনের ন্যায় বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করেন এবং এর নামকরণ করেন 'আল-ফাতহুর রাব্বানী ফী তারতীবি মুসনাদি আল-ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল আশ-শায়বানী'। মুসনাদে আহমদের এ সংস্করণটি 'আল-ফাতহুর রাব্বানী' নামে সমধিক পরিচিত।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইতিমধ্যে সিহাহ সিত্তাহভুক্ত হাদীসগ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ করে সুধী পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় 'মুসনাদে আহমদ' অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের চাহিদার কথা বিবেচনায় এনে 'ফাতহুর রাব্বানী'-কেই বেছে নেয়া হয়– যাতে পাঠক ও গবেষকগণ এর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন।

'মুসনাদে আহমদ'-এর অষ্টম খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন ড. মোঃ আবুল কালাম পাটোয়ারী, ড. এ. কে. এম নুরুল ইসলাম ও ড. সৈয়দ মোহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন। সম্পাদনা করেছেন ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক, মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম ও ড. মোহাম্মদ ইউছুফ এবং প্রুফ দেখেছেন মাওলানা জুনাইদ আহমাদ ও মাওলানা আবুল বাশার। মহান আল্লাহ তাঁদের সকলকে এবং অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ এ হাদীস গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। গ্রন্থটির অষ্টম খণ্ড 'ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়' প্রকল্পের আওতায় প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং বাকী খণ্ডগুলোও দ্রুত প্রকাশ করার তাওফীক প্রার্থনা করছি।

যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও প্রথম প্রকাশহেতু এতে কিছু মুদ্রণজনিত ভুল থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। এ ধরনের কোন ভুল-ত্রুটি চোখে পড়লে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের স্বার্থে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিজ্ঞ পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইল।

প্রিয় রাসূল (সা)-এর এ হাদীস গ্রন্থটি সুধী পাঠকমহল কর্তৃক সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

ড. সৈয়দ শাহ্ এমরান
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

www.waytojannah.com

অনুবাদকমণ্ডলী

- ড. মোঃ আবুল কালাম পাটোয়ারী
- ড. এ. কে. এম নুরুল ইসলাম
- ড. সৈয়দ মোহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন

সম্পাদকমণ্ডলী

- ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
- মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম
- ড. মোহাম্মদ ইউছুফ

www.waytojannah.com

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়	
শিষ্টাচার, নসীহত, হিকমত এবং কম কথায় অধিক অর্থ পূর্ণ বিষয়ের বর্ণনায় উৎসাহ প্রদান	
প্রথম পরিচ্ছেদ : একক বিষয় সম্পর্কে যা এসেছে	২১
পরিচ্ছেদ : দ্বৈত বিষয় সম্পর্কে যা এসেছে	২২
পরিচ্ছেদ : এমন দ্বৈত বিষয় যেখানে প্রথমে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে	২৪
পরিচ্ছেদ : তিনটি বিষয় উল্লেখ করে যা এসেছে	২৪
পরিচ্ছেদ : তিন সংখ্যা উল্লেখ করে যা এসেছে	২৯
পরিচ্ছেদ : চারটি বিষয় সম্পর্কে যা এসেছে	৩৩
পরিচ্ছেদ : চারটি বিষয়ে সংখ্যা উল্লেখ করে যা এসেছে	৩৬
পরিচ্ছেদ : পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে	৩৮
পরিচ্ছেদ : পঞ্চম শব্দের সংখ্যা দিয়ে যা আরম্ভ করা হয়েছে	৩৯
পরিচ্ছেদ : ছয়টি বিষয় সম্পর্কে যা এসেছে	৪২
পরিচ্ছেদ : ছয়টি গুণের সংখ্যা দিয়ে আরম্ভ বিষয়াদি প্রসঙ্গে	৪৩
পরিচ্ছেদ : সাতটি বিষয় সম্পর্কে যা এসেছে	৪৪
পরিচ্ছেদ : আটটি বিষয় সম্পর্কে যা এসেছে	৪৬
পরিচ্ছেদ : দশটি বিষয় ও এর অতিরিক্ত যা এসেছে	৪৭
পরিচ্ছেদ : নারীদের সম্পর্কে যা এসেছে এবং যে কাজে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তার বর্ণনা	৪৯
শেষ হাদীস যা উদাহরণ হিসাবে প্রচলিত ছিল	৫৩
কিতাবের পঞ্চম ভাগ ভীতি প্রদর্শনের অংশ	
অধ্যায়	
কবীরা ও অন্যান্য গুনাহের বর্ণনা	
পরিচ্ছেদ : সাধারণ গুনাহ ও কবীরা গুনাহকারীর উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ	৫৫
পরিচ্ছেদ : কবিরা গুনাহ সংক্রান্ত স্বভাব থেকে ভীতি প্রদর্শন এবং তাদের কাজের শাস্তি সম্পর্কে যা এসেছে	৬২
পরিচ্ছেদ : পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার প্রতি ভয় প্রদর্শন	৬৪
পরিচ্ছেদ : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে ভীতি প্রদর্শন	৬৫
পরিচ্ছেদ : প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া ও কঠোরতা করা থেকে সতর্ক করা	৬৭
পরিচ্ছেদ : 'রিয়া' থেকে ভয় দেখানো আর তা হলো গোপন শিরক	৬৯
পরিচ্ছেদ : গর্ব ও অহংকার বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন প্রসঙ্গ	৭৪
পরিচ্ছেদ : পূর্বপুরুষদের ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে গর্ব করা থেকে ভীতি প্রদর্শন করা সম্পর্কে যা এসেছে	৭৭

www.waytojannah.com

পরিচ্ছেদ : নিফাকী ও মুনাফিকী এবং দ্বিমুখী নীতির প্রতি ভীতি প্রদর্শন ৮০
পরিচ্ছেদ : বিশ্বাসঘাতকতা, চুক্তিভংগ করা এবং ওয়াদা পূর্ণ না করার প্রতি ভীতি প্রদর্শন ৮৪
পরিচ্ছেদ : যুলুম ও অন্যায় করা থেকে ভীতি প্রদর্শন এবং এর উপর সাহার্য করা প্রসঙ্গে ৮৬
পরিচ্ছেদ : হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, ছিদ্রান্বেষণ ও প্রতারণা থেকে ভয় প্রদর্শন সম্পর্কে ৮৮
পরিচ্ছেদ : কোন মুসলমানকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা, তার ক্ষতিসাধন ও তাকে ভীতি প্রদর্শন করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ৯০
পরিচ্ছেদ : কু-ধারণা ও গুপ্তচরবৃত্তি না করার প্রতি ভীতি প্রদর্শন ৯৪
পরিচ্ছেদ : সম্পদশালী হওয়ার লালসা থেকে ভীতি প্রদর্শন ৯৫
পরিচ্ছেদ : সম্পদের লালসা না করা প্রসঙ্গ ৯৮
পরিচ্ছেদ : মৃত্যু ও আশা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়ছে ১০১
পরিচ্ছেদ : উম্মতে মুহাম্মাদীর বয়স হায়াত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে ১০২
পরিচ্ছেদ : কৃপণতার প্রতি ভীতি প্রদর্শন ১০৩
পরিচ্ছেদ : ছোট গুনাহকে অবজ্ঞা করার প্রতি ভীতি প্রদর্শন ১০৫
পরিচ্ছেদ : স্বামী-স্ত্রী মনীব ও খাদেমের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করার প্রতি ভীতি প্রদর্শন ১০৭
পরিচ্ছেদ : সন্দেহ সংশয় স্থানে পতিত হওয়া থেকে ভীতি প্রদর্শন ১০৭
পরিচ্ছেদ : গোত্র থেকে তাড়িয়ে দেয়ার ভয়ে দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত থাকার প্রতি ভীতি প্রদর্শন ১০৯

অধ্যায়

রসনার ক্ষতি সম্পর্কে

পরিচ্ছেদ : অধিক কথা বলা থেকে ভীতি প্রদর্শন এবং চুপ থাকা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে ১১০
পরিচ্ছেদ : চুপ থাকা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে ১১৩
পরিচ্ছেদ : গীত ও অপবাদ সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন ১১৪
পরিচ্ছেদ : চোগলখুরী করা থেকে ভীতি প্রদর্শন ১১৬
পরিচ্ছেদ : মিথ্যা বলার প্রতি ভীতি প্রদর্শন ১১৭
পরিচ্ছেদ : মিথ্যাবাদী হিসাবে বিশেষিত মানুষের উল্লেখ ১১৯
অনুচ্ছেদ : মিথ্যা বলা বৈধ হওয়া সম্পর্কে ১১৯
পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা এবং এ ব্যাপারে কঠোরতা সম্পর্কে ১২০
পরিচ্ছেদ : মিথ্যা ঠাট্টা, তামাশা থেকে ভীতি প্রদর্শন ১২১
পরিচ্ছেদ : তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া বিবাদ সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন ১২৪
পরিচ্ছেদ : ফাটলযুক্ত ও দ্বিধাসহকারে কথা বলা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে ১২৫
পরিচ্ছেদ : অশ্লীল, মিথ্যা অথবা আল্লাহ্‌র থেকে দূরে রাখে এমন বিষয় নিয়ে কবিতা থেকে ভীতি প্রদর্শন করা ১২৮
পরিচ্ছেদ : শরীয়তের কল্যাণে কবিতা জায়েয ১২৯
পরিচ্ছেদ : লবীদ ও উমাইয়া ইব্‌ন আবু সালাতের কবিতা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে ১৩০
পরিচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহ ও হাসসান ইব্‌ন ছাবিতের কবিতা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে ১৩১

www.waytojannah.com

পরিচ্ছেদ : এককভাবে যা এসেছে ১৩২
পরিচ্ছেদ : দুই অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ দিয়ে যা এসেছে ১৩৩
পরিচ্ছেদ : তিনটি বিষয় উল্লেখ করে যা বর্ণিত হয়েছে ১৩৩
পরিচ্ছেদ : চারটি বিষয় সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে ১৪০
পরিচ্ছেদ : চার সংখ্যা বিশিষ্ট শব্দ দিয়ে যা বর্ণিত হয়েছে ১৪১
পরিচ্ছেদ : পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করে যা বর্ণিত হয়েছে ১৪৩
অনুচ্ছেদ : পঞ্চম শব্দ দিয়ে শুরু ১৪৫
পরিচ্ছেদ : ছয় বাক্য বিশিষ্ট বিষয় সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে ১৪৬
পরিচ্ছেদ : সাতটি বিষয় উল্লেখ করে যা বর্ণিত হয়েছে ১৪৮
অনুচ্ছেদ : সাতটি সংখ্যা উল্লেখ করে যা এসেছে ১৪৮
পরিচ্ছেদ : আটটি বিষয় উল্লেখ করে যা বর্ণিত হয়েছে ১৪৯
পরিচ্ছেদ : দশটি বিষয় সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে ১৫০
অনুচ্ছেদ : দশটি সংখ্যা উল্লেখ করে যা এসেছে ১৫১

অধ্যায়
প্রশংসা ও ভর্ৎসনা সম্পর্কে

পরিচ্ছেদ : কি ধরনের প্রশংসা জায়েয ১৫৩
পরিচ্ছেদ : যে ধরনের প্রশংসা করা জায়েয নেই ১৫৪
পরিচ্ছেদ : মহিলাদেরকে নিন্দা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে ১৫৭
অনুচ্ছেদ : আ'শার কাহিনী ১৫৯
পরিচ্ছেদ : রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নারীদেরকে নিযুক্ত করা অকল্যাণকর ১৬০
পরিচ্ছেদ : মাল-সম্পদের প্রতি নিন্দা সম্পর্কে ১৬১
পরিচ্ছেদ : দুনিয়ার নিন্দা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে ১৬৫
অনুচ্ছেদ : আল্লাহর নিকট দুনিয়া মূল্যহীন ও তুচ্ছ হওয়ার উদাহরণ ১৬৮
পরিচ্ছেদ : অট্টালিকা নির্মাণ করার নিন্দা সম্পর্কে ১৭০
পরিচ্ছেদ : বাজার ও অন্যান্য স্থানের নিন্দা সম্পর্কে ১৭১
পরিচ্ছেদ : অভিশাপ দেয়া নিষেধ এবং এ থেকে ভীতি প্রদর্শন ১৭২
পরিচ্ছেদ : যাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) অভিশাপ দিয়েছেন ১৭৩
পরিচ্ছেদ : যাকে নবী করিম (সা) অভিশাপ অথবা গালি দেন, অথবা তার জন্য বদদু'আ করেন, সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য না হওয়া সম্পর্কে ১৭৭
পরিচ্ছেদ : উট ও মোরগের উপর অভিসম্পাত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে ১৮০
পরিচ্ছেদ : কোন মুসলমানকে গালি দেয়া, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন এবং যে গালি দিয়েছে সে অপরাধী, আর নির্যাতিত ব্যক্তি যে সীমা অতিক্রম না করে ১৮২
পরিচ্ছেদ : কাল, বাতাস ও মোরগকে গালি দেওয়া নিষেধ ১৮৪
পরিচ্ছেদ : চেহারায় আঘাত করা এবং একে কুৎসিত বলা ও তাতে দাগ দেয়া নিষেধ ১৮৪
পরিচ্ছেদ : নিতম্বে হাত দিয়ে মারা পশু ও খাদিমের গালে চড় মারা এবং তীব্রভাবে আঘাত করা নিষেধ ১৮৬

www.waytojannah.com

অধ্যায়
তাওবা

পরিচ্ছেদ : তাওবার নির্দেশ এবং তওবা করার দরুণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দার উপর খুশি হন ১৮৭
পরিচ্ছেদ : তাওবা কবুল হওয়ার সময় সম্পর্কে ১৯১
পরিচ্ছেদ : তাওবার ধরণ এবং যে ব্যক্তি তাওবা করবে, কিভাবে করবে? ১৯৩
পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী থাকা অবস্থায় অধিক গুনাহ করেও গুনাহগার ব্যক্তির আল্লাহ্‌র ক্ষমা থেকে নিরাশ না হওয়া সম্পর্কে ১৯৫
অনুচ্ছেদ : এক ব্যক্তি বিরানব্বইজন লোককে হত্যা করে তারপর একজনকে হত্যা করে একশত পূর্ণ করলো ১৯৬

তাওহীদবাদী বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌র রহমত সম্পর্কিত

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র রহমত তাঁর ক্রোধ থেকে অগ্রবর্তী থাকে ১৯৭
পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্ তাঁর রহমতের একশত ভাগের এক ভাগ তাঁর সৃষ্টিকুলের অন্তরে ন্যস্ত করেছেন ১৯৮
পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী শুধু আমল দিয়ে তোমাদের কেউ মুক্তি পাবে না ২০০
পরিচ্ছেদ : তাওহীদবাদীগণ আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া এবং উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য সুসংবাদ প্রসঙ্গ ২০২

ষষ্ঠ ভাগ
সৃষ্টির কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক ইতিহাস
অধ্যায়
বিশ্ব-সৃষ্টি প্রসংগ

পরিচ্ছেদ : প্রথম দিককার সৃষ্ট বস্তুসমূহ : এতে পানি, আরশ, লাওহ ও কলম এর উল্লেখ রয়েছে ২০৪
পরিচ্ছেদ : জান্নাত ও জাহান্নাম প্রসংগ। উভয়টি এখনও বিদ্যমান ২০৭
পরিচ্ছেদ : সপ্ত আকাশ ও সপ্ত যমীন এবং এসবের মধ্যস্থিত যা কিছু রয়েছে সেসবের সৃষ্টি প্রসংগ ২০৮
পরিচ্ছেদ : পাহাড়-পর্বত, লোহা, আগুন, পানি, বাতাস, যুগ, রাত ও দিন সৃষ্টি প্রসংগ ২১১
পরিচ্ছেদ : সমুদ্র ও নদ-নদী প্রসঙ্গ ২১২
পরিচ্ছেদ : তারকারাজি চন্দ্র ও সূর্য প্রসংগ ২১৩
পরিচ্ছেদ : বায়ু, বজ্র ও মেঘমালা প্রসংগ ২১৫
পরিচ্ছেদ : মেঘ, বৃষ্টি, শিলা ও শীতকাল প্রসংগ ২১৮
পরিচ্ছেদ : ফেরেশতা সৃষ্টি প্রসংগ ২১৯
পরিচ্ছেদ : জিন সৃষ্টি ও তাদের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলী ২২৬
পরিচ্ছেদ : একদল জিনের ইসলাম গ্রহণ, রাসূলের (সা) সাথে তাদের সাক্ষাত ও তাঁর কাছ থেকে তাদের কুরআন শ্রবণ ২২৯
পরিচ্ছেদ : হাওয়া (আ)-এর সৃষ্টি প্রসংগ ২৩৫
পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বাণী সর্বপ্রথম যিনি নিজ কথা অস্বীকার করেন তিনি হচ্ছেন আদম ২৩৫

www.waytojannah.com

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র বাণী "স্মরণ কর যখন তোমার প্রভু আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরকে বের করেন।" ২৩৬
পরিচ্ছেদ : গর্ভে শিশুর সৃষ্টি ও গঠন ২৩৮
পরিচ্ছেদ : আদমের (আ) ভুলের কারণ, জান্নাত থেকে তাঁর নিষ্ক্রান্ত হওয়া এবং তাঁর নবুয়তের দলীল ২৩৯
পরিচ্ছেদ : আদম ও মূসার (আ) বিতর্ক ২৪০
পরিচ্ছেদ : আদম (আ) এর সন্তান কাবীল, হাবীল ও অন্যান্য ২৪১
পরিচ্ছেদ : আদম (আ)-এর ওফাত, গোসল, কাফন, জানাযা ও দাফন ২৪২

অধ্যায়
নবীগণ (আ) সম্পর্কিত তথ্যাবলী

পরিচ্ছেদ : নবী ও রাসূলগণের সংখ্যা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী ২৪৩
পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী ইদ্রিস (আ) ও আল্লাহ্‌র বাণী "তাঁকে সুউচ্চ স্থানে আসীন করেছি" ২৪৩
পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী নূহ (আ) ও আল্লাহ্‌র বাণী "এইভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মতে পরিণত করেছি" প্রসংগ ২৪৪
পরিচ্ছেদ : নূহ (আ)-এর সন্তান ও তাদের উদ্দেশ্যে তাঁর মৃত্যুকালীন অসিয়ত ২৪৫
পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী হূদ (আ)-এর আলোচনা শীর্ষক পরিচ্ছেদ ২৪৬
পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী সালিহ (আ) ২৪৮
পরিচ্ছেদ : তাবুকের যুদ্ধের বছর রাসূল (সা) কর্তৃক ছামূদ সম্প্রদায়ের এলাকায় অবস্থিত আল-হিজ্‌র উপত্যকা পার হওয়া ২৫০
পরিচ্ছেদ : ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর উল্লেখ ও তাঁর মর্যাদা ২৫১
পরিচ্ছেদ : ইব্রাহীম (আ)-এর সিরিয়ায় হিজরত, তাঁর মিশর প্রবেশ এবং সারার সাথে মিশরের বাদশাহর ঘটনা ২৫২
পরিচ্ছেদ : ইসমাঈল (আ) ও তাঁর জননী হাজেরা সমেত ইব্রাহীমের (আ) ফারান পর্বতমালা তথা মক্কাভূমিতে হিজরত, যমযমের অস্তিত্বের কারণ ও ইব্রাহীম (আ) কর্তৃক বাইতুল 'আতীক নির্মাণ ২৫৪
পরিচ্ছেদ : ইব্রাহীম (আ)-এর গুণ-বৈশিষ্ট্য ২৫৭
পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী লূত (আ)-এর উল্লেখ ও আল্লাহ্‌র বাণী "যদি তোমাদের উপর আমার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকত কিংবা আমি কোন শক্ত স্তম্ভের আশ্রয় নিতে পারতাম" – প্রসংগ ২৫৭

ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর বংশধরগণের উল্লেখ ও আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : "এবং আমি তাঁর বংশধরগণের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব দান করেছি" প্রসংগ

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী ইসমাঈল (আ) ও তাঁর মর্যাদা প্রসংগ ২৫৯
পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী ইউসুফ (আ) ২৫৯
পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী আইয়ূব (আ) ২৬০
পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী ইউনুস (আ) প্রসঙ্গ ২৬০
পরিচ্ছেদ : যুন্নুন তথা ইউনুস (আ)-এর দা'ওয়াত ও হজ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ২৬১

www.waytojannah.com

আল্লাহ্‌র নবী মূসা ইব্‌ন ইমরান (আ) সম্পর্কিত পরিচ্ছেদসমূহ

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী মূসা (আ) এর মর্যাদা এবং খানিকটা আমাদের প্রিয় নবীর (সা) এর মর্যাদা ২৬৩
পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী মূসার (আ) গুণাগুণ, তাঁর হজ্জ ও সওম প্রসংগ ২৬৬
পরিচ্ছেদ : প্রস্তরখণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত মূসার (আ) ঘটনা ২৬৭
পরিচ্ছেদ : ফিরআউন ও তার সৈন্য-সামন্তের ধ্বংস ও জিব্রাইল (আ) কর্তৃক তার মুখে মাটি ছিটিয়ে দেওয়া ২৬৮
পরিচ্ছেদ : বনী ইসরাইল যখন বলেছিল, "হে মূসা, আমাদের জন্য ইলাহ সাব্যস্ত করুন–ওদের যেমন অনেক ইলাহ রয়েছে" সেই ঘটনা প্রসংগ ২৬৯
পরিচ্ছেদ : মুসা কালীমূল্লাহর (আ) অনুপস্থিতিতে তাদের বাছুর পুজা ও এতদ্দর্শনে মূসা কর্তৃক তাওরাতের তক্তাসমূহ ফেলে দেওয়া ও তা ভেঙ্গে যাওয়া ২৭০
পরিচ্ছেদ : বনী ইসরাইলের কাপুরুষতা ও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় তাদের ভয়-ভীতি ২৭০
পরিচ্ছেদ : খিযির (আ)-এর সাথে মূসা (আ)-এর ঘটনা ২৭১
পরিচ্ছেদ : কারূনের মাটিতে ধ্বসে যাওয়া এবং আল্লাহ্‌র নবী মূসা (আ)-এর সাথে তার ঘটনা ২৭৪
পরিচ্ছেদ : কারূন, ফিরআউন ও হামানের নিন্দা ২৭৪
পরিচ্ছেদ : মালাকুল মউতের সাথে মূসা (আ), তাঁর ওফাত ও কবর সম্পর্কিত ঘটনা ২৭৪
পরিচ্ছেদ : ইউশা ইব্‌ন নূন-এর নবুওয়াত এবং মূসা ও হারূন (আ)-এর ওফাতের পর বনী ইসরাঈলের দায়দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হওয়া ও তাঁর মু'জিযা ২৭৬
পরিচ্ছেদ : বনী ইসরাঈলের বাইতুল মাক্‌দিসে প্রবেশ ও এতদসংক্রান্ত আল্লাহ্‌র বাণী "তোমরা অবনত মস্তকে দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং বল, মাফ করে দিন" প্রসংগ ২৭৭
পরিচ্ছেদ : খিযির ও ইলিয়াস (আ)-এর আলোচনা ২৭৮
পরিচ্ছেদ : তালূতের সাথে নদী অতিক্রমকারীগণের সংখ্যা ২৭৮
পরিচ্ছেদ : দাউদ (আ)-এর মর্যাদা, তাঁর কিরাআত ও মধুর কণ্ঠস্বর ২৭৮
পরিচ্ছেদ : দাউদের (আ) সওম ও সালাত ২৭৯
পরিচ্ছেদ : দাউদ (আ)-এর মৃত্যু, মৃত্যুপদ্ধতি ও তাঁর বয়স ২৭৯
পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী সুলায়মান (আ) ও তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ২৮০
পরিচ্ছেদ : মামলা-মোকদ্দমায় সুলায়মানের (আ) প্রজ্ঞা ২৮১
পরিচ্ছেদ : সুলায়মানের (আ) এর স্ত্রী ও বাঁদীগণের আধিক্য ২৮২
পরিচ্ছেদ : 'উযাইর (আ)-এর ঘটনা ২৮২

আল্লাহ্‌র নবী যাকারিয়্যা, ইয়াহইয়া, 'ঈসা ও তাঁর জননী মারয়াম (আ) সম্পর্কিত পরিচ্ছেদসমূহ

পরিচ্ছেদ : যাকারিয়্যা ও ইয়াহইয়া (আ)-এর মর্যাদা ২৮৩
পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী ইয়াহ্‌ইয়া (আ) কর্তৃক বনী ইসরাঈলকে উপদেশ ২৮৩

www.waytojannah.com

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী, বান্দা ও রাসূল 'ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম বিনতু 'ইমরান (আ) ২৮৫
পরিচ্ছেদ : মারইয়াম বিনতু ইমরান (আ)-এর মর্যাদা ২৮৫
পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী 'ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-এর মর্যাদা ২৮৬
পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী ও বান্দা 'ঈসা (আ)-এর গুণ-বৈশিষ্ট্য, শেষ যামানায় তাঁর অবতরণ, তাঁর নির্দেশ, তাঁর অবস্থানের সময়কাল, তাঁর হজ্জ পালন, ইসলাম ভিন্ন অন্যসব ধর্মের বিলুপ্তি ও তাঁর ওফাত ২৮৭

অধ্যায়
বনী ইসরাঈল ও অতীতের অন্যান্য জাতিসমূহের ঘটনাবলী, আইয়্যামুল আরব তথা আরবদের ইতিহাস ও তাঁদের জাহিলিয়াত সংক্রান্ত ঘটনাবলী

পরিচ্ছেদ : কিস্‌সা-কাহিনী বর্ণনাকারী (ওয়াজ-নসীহতকারী) প্রসংগ ২৮৯
পরিচ্ছেদ : বনী ইসরাঈলের সংবাদাদি সম্পর্কিত বর্ণনা ২৯১
পরিচ্ছেদ : ফিরআউন তনয়ার সেবিকা এবং কোলের শিশুর কথা বলা বিষয়ক ২৯২
পরিচ্ছেদ : আস্‌হাবুল উখ্‌দূদ এর ঘটনা এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা বলা ২৯৩
পরিচ্ছেদ : বনী ইসরাঈলের জুরাইজ নামক জনৈক আবিদ ব্যক্তির ঘটনা ও কোলের শিশুর কথা বলা ২৯৬
পরিচ্ছেদ : সেই তিন ব্যক্তির ঘটনা যাঁরা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং গুহার প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ৩৯৮
পরিচ্ছেদ : কিফ্‌ল ও যুল কিফ্‌ল-এর ঘটনা ৩০২
পরিচ্ছেদ : দুই বাদশাহর কাহিনী যাঁরা দুনিয়া ও দুনিয়ার সাজসজ্জা থেকে বিমুখ হয়ে গিয়েছিলেন ৩০৩
পরিচ্ছেদ : সাবা' ও তার সাথে সম্পৃক্ত বংশাবলী ৩০৪
পরিচ্ছেদ : ইয়ামনের বাদশাহ তুব্বা' ও মদীনাবাসীদের সাথে তাঁর ঘটনা প্রসঙ্গ ৩০৫
পরিচ্ছেদ : উমর ইব্‌ন লুহাই-এর খবর ও মূর্তিপূজার প্রচলন ৩০৫

জাহেলী যুগে কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদসমূহ

পরিচ্ছেদ : হাতিম তাঈ ৩০৭
পরিচ্ছেদ : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাদ'আন ৩০৭
পরিচ্ছেদ : প্রসিদ্ধ কবি ইমরুল কায়স ইব্‌ন হাজ্‌র ৩০৭
পরিচ্ছেদ : উমাইয়্যা ইব্‌ন আবীস সালত ও তাঁর কিছু কবিতা ৩০৮
পরিচ্ছেদ : যায়দ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন নুফাইল ৩০৮
পরিচ্ছেদ : রাসূলের (সা) স্ত্রী হযরত খাদিজার চাচাতো ভাই ওয়ারকা ইব্‌ন নাওফাল ৩০৯

সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (সা) এর জীবনচরিত

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর বংশ-পরিচয় ও কুল মর্যাদা ৩১০
পরিচ্ছেদ : রাসূলের (সা) মর্যাদা এবং তাঁর সর্বশেষ নবী হওয়া প্রসংগ ৩১১

www.waytojannah.com

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কতিপয় মোবারক নাম এবং তিনিই নবীগণের (আ) মধ্যে সর্বপ্রথম, সর্বশেষ ও সর্বোত্তম ৩১২

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্র (সা) এর জন্ম ৩১৩

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুগ্ধপান ও দুধ মা, লালন-পালনকারিণীগণ ৩১৪

পরিচ্ছেদ : রাসূল (সা) কর্তৃক হালিমা সা'দিয়্যা (রা)-এর দুগ্ধপান এবং তাঁর থেকে শৈশবে নবুয়তের আলামত প্রকাশ পাওয়া ৩১৪

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্র (সা) শৈশবে ছাগল চরানো এবং আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁকে জাহেলিয়াতের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে সুরক্ষা ৩১৬

পরিচ্ছেদ : দশ বছর কয়েকমাস বয়সে দ্বিতীয়বার রাসূলের (সা) বক্ষ বিদারণ ৩১৭

পরিচ্ছেদ : খাদীজা বিনতু খুয়াইলদের (রা) সাথে রাসূলুল্লাহ্র (সা) বিবাহ ৩১৮

পরিচ্ছেদ : নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে কুরাইশ কর্তৃক কাবা গৃহ পুনঃনির্মাণ, হাজরে আসওয়াদ উত্তোলন নিয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য, এই বিষয়ে রাসূলকে (সা) শালিস মানা এবং জাহেলিয়াত যুগে তাঁকে আল-আমীন খেতাব দান ৩১৮

পরিচ্ছেদ : রাসূলের (সা) আগমনের সুসংবাদ, তাওরাতে বর্ণিত তাঁর বৈশিষ্ট্য ও নবুওয়াতের নিদর্শনাবলী ৩২০

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্র (সা) আগমন সম্পর্কে গণকদের ভবিষ্যদ্বাণী ৩২৪

পরিচ্ছেদ : ওহীর সূচনা ও কীভাবে জিব্রাইল (আ) রাসূলের (সা) কাছে আসতেন এবং কীরূপে তিনি তাঁকে দেখতেন? ৩২৪

পরিচ্ছেদ : প্রকাশ্য দা'ওয়াতের পূর্বে রাসূলের (সা) প্রতি যাঁরা ঈমান এনেছিলেন ৩৩১

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তাঁর নবীকে (সা) প্রকাশ্য দা'ওয়াতের নির্দেশ দান এবং এর ফলশ্রুতিতে কুরাইশ বংশীয় কাফিরদের পক্ষ থেকে তাঁর কষ্টভোগ এবং তাঁর সাথে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে দুর্বলদের উপর কাফিরদের কঠোর নির্যাতন ৩৩৩

প্রকাশ্য দা'ওয়াতের নির্দেশ প্রাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উৎপীড়নে যারা নেতৃত্বদান করেছিল– এ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদসমূহ

পরিচ্ছেদ : উৎপীড়ন-নির্যাতনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল চাচা আবূ লাহাব ৩৩৫

পরিচ্ছেদ : আবূ জাহ্লও উৎপীড়নে অন্যতম ভূমিকা পালনকারী ৩৩৭

পরিচ্ছেদ : 'উক্বা ইব্ন আবু মু'আয়তও উৎপীড়নকারীদের অন্যত ৩৩৮

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্র নবীকে (সা) কুরাইশ কর্তৃক গালি ও আঘাত প্রদান এবং দুর্বল মুসলিমদের প্রতি তাদের উৎপীড়ন ৩৪১

পরিচ্ছেদ : কুরাইশদের একগুঁয়েমী, নিদর্শন দাবী, বিদ্বেষ ও মানবতার নেতা (সা)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ৩৪৪

www.waytojannah.com

পরিচ্ছেদ : রাসূল (সা) কর্তৃক বনূ আবদুল মুত্তালিবকে বিশেষভাবে দা'ওয়াত দেওয়া এবং তাদের প্রতি বিশেষ করুণাবশত নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ কিছু নিদর্শন প্রদর্শন। কেননা তারাই ছিল তাঁর সবচেয়ে আপনজন। কিন্তু তারা তাঁর দাওয়াত কবুল করেনি ৩৪৬

পরিচ্ছেদ : আলী (রা) সহ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক সত্যের আনুকূল্য ও মিথ্যার অপনোদন কল্পে কা'বা শরীফে রক্ষিত কুরাইশদের মূর্তিসমূহ ভাংচুর করা ৩৪৬

পরিচ্ছেদ : রাসূলের (সা) কতিপয় সাহাবী (রা) কর্তৃক ফিতনা হতে নিজ দ্বীন রক্ষার্থে হাবশায় হিজরত ৩৪৭

পরিচ্ছেদ : উমর ইব্নল খাত্তাবের (রা) ইসলাম গ্রহণ ও এর কারণ ৩৫৫

পরিচ্ছেদ : বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিবের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও বেচাকেনা করবে না এই মর্মে বনু কিনানা ও কুরায়শের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা ও তাদেরকে শিআবে আবূ তালিবে অবরোধ করে রাখা ৩৫৬

পরিচ্ছেদ : আবূ তালিবের পীড়া, মৃত্যু, দাফন ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি ৩৫৭

পরিচ্ছেদ : খাদীজার (রা) ওফাতের তারিখ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক আয়েশা (রা) ও সাওদাকে (রা) বিবাহকরণ ৩৫৯

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্র নবীর (সা) উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারীনি ও তাকে সত্য বলে প্রতিপন্নকারিণী উম্মুল মু'মিনীন খাদিজা বিনতি খুয়াইলাদ (রা)-এর মর্যাদা ৩৬২

পরিচ্ছেদ : চাচা আবূ তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশদের নির্যাতনের ভয়াবহতায় অতিষ্ঠ হয়ে রাসূল (সা)-এর তায়েফ যাত্রা এবং সেখানে তাঁর প্রতি তায়েফবাসীদের জঘন্যতম আচরণ ৩৬৫

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্রা ও মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদসমূহ

পরিচ্ছেদ : এ সম্পর্কে আনাস ইব্ন মালিক ইব্ন সা'সা'আ (রা)-এর বর্ণিত ঘটনাসংক্রান্ত বর্ণনা ৩৬৬

পরিচ্ছেদ : এ প্রসঙ্গে উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে আনাস ইব্ন মালিক (রা) এর বর্ণনা ৩৭২

পরিচ্ছেদ : আনাস ইব্ন মালিকের (রা) বর্ণনায় এ বিষয়ে আরো যা উল্লেখিত হয়েছে ৩৭৪

পরিচ্ছেদ : ইস্রার রজনীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক বাইতুল মাকদিসে সালাত আদায়কে হুযাইফা ইব্নুল ইয়ামান কর্তৃক অস্বীকার ৩৭৭

পরিচ্ছেদ : যারা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইস্রা ও মি'রাজ রজনীতে বাইতুল মাক্দিসে সমস্ত নবীগণ সমেত (আ) সালাত আদায় করেছেন ৩৭৯

পরিচ্ছেদ : ইস্রা ও মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফেরেশতা, নবীকুল (আ) ও অন্যান্য কাফির-পাপিষ্ঠদের পরিদর্শন এবং তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য ৩৮১

পরিচ্ছেদ : ইসরা ও মি'রাজ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি ৩৮৪

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক জিব্রীলকে (আ) তাঁর প্রকৃত সৃষ্টিগত আকৃতিতে দর্শন এবং রাসূল (সা) কি মি'রাজ রজনীতে তাঁর রবের দর্শন লাভ করেছিলেন? ৩৮৫

পরিচ্ছেদ : ইস্রা ও মি'রাজ শেষে রাসূলুল্লাহ্র (সা) মক্কায় প্রত্যাবর্তন, কুরাইশদেরকে তাঁর দেখা বিষয়সমূহের সংবাদ প্রদান ও কুরাইশ কর্তৃক তাঁকে মিথ্যা প্রতিপাদন ৩৮৮

www.waytojannah.com

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক হজ্জের মওসুমে মীনায় তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে আরব গোত্রসমূহের কাছে স্বীয় অবস্থান তুলে ধরে তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করার এবং যারা তাঁকে মিথ্যার অপবাদ দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাদেরকে প্রতিহত করার অনুরোধ ৩৯০

পরিচ্ছেদ : বনূ আশ্হাল গোত্রীয় লোকজন মক্কার কুরাইশদের সাথে মৈত্রীচুক্তির মাধ্যমে খাযরাজ গোত্রের সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকাতে মক্কায় আগমন করলে পর রাসূল (সা) কর্তৃক তাদের কাছে স্বীয় অবস্থান তুলে ধরা, ইয়াস ইব্ন মু'আযের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও বু'আস যুদ্ধ প্রসংগ ৩৯২

পরিচ্ছেদ : আন্সারীগণের মধ্য থেকে বারজন লোকের মদীনা থেকে আগমন এবং 'আকাবার প্রথম বাই'য়াত ৩৯৩

পরিচ্ছেদ : প্রথম 'আকাবার বায়'আতের পর আনসারীগণের মধ্য থেকে সত্তরজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার আগমন যা দ্বিতীয় আক্বাবার বায়'আত নামে পরিচিত ৩৯৪

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ কর্তৃক মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্র রাসূল (সা) কর্তৃক তাঁর সাহাবীগণকে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি প্রদান ৪০৪

পরিচ্ছেদ : কুরাইশ গোত্রীয় কাফির সম্প্রদায় কর্তৃক রাসূল (সা) কে হত্যার ষড়যন্ত্র এবং আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু কর্তৃক হিজরতের নির্দেশ ৪০৪

পরিচ্ছেদ : নবী (সা) এর হিজরত। হিজরতে তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে আবু বকর (রা)-কে নির্বাচন, সফরের প্রস্তুতি এবং তাঁদের মক্কা থেকে গারে-ছওরে প্রবেশ ৪০৬

পরিচ্ছেদ : সুরাকা ইব্ন মালিকের সাথে রাসূল (সা) ও আবূ বকরের ঘটনা এবং মদীনায় যাওয়ার পথে তাঁদের সাথে তার কথোপকথন ৪০৯

পরিচ্ছেদ : হিজরতের পথপ্রদর্শক সা'দ এর হাদীস, আসলাম গোত্রীয় দুই চোরের ইসলাম গ্রহণ এবং কুবায় বনূ আমর ইবন 'আউফের বাড়ীতে রাসূলের (সা) মেহমান হওয়া ৪১৪

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মদীনায় আগমন, মদীনাবাসী স্ত্রী পুরুষগণ সবাই মিলে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন এবং আবূ আইয়ুব আল-আন্সারী (রা)-এর গৃহে তাঁর অবস্থান ৪১৬

হিজরতের বিধানাবলী সম্পর্কিত পরিচ্ছেদসমূহ

পরিচ্ছেদ : হিজরতের ফযীলত ও কোন ধরনের হিজরত উত্তম ৪২০

পরিচ্ছেদ : যতক্ষণ শত্রুরা যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হিজরত বন্ধ না হওয়া ৪২১

পরিচ্ছেদ : রাসূল (সা) এর বাণী : '(মক্কা) বিজয়ের পর কোন হিজরত নেই' ৪২৩

পরিচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের পূর্বে যাঁরা মদীনায় হিজরত করেছেন, তাঁরা পরবর্তীতে অন্যত্র বসবাস করলেও তাঁদের হিজরতের ছাওয়াব অব্যাহত থাকা প্রসংগ ৪২৬

www.waytojannah.com

২য় পর্ব : সীরাতুন-নবী (সা)

রাসূলুল্লাহ (সা) এর হিজরত থেকে সর্বোত্তম বন্ধু আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ

১ম হিজরী সনে সংঘটিত ঘটনাবলীর অনুচ্ছেদসমূহ

পরিচ্ছেদ : হিজরী সন গণনার সূচনা– এ বিষয়ে সাহাবীগণের (রা) সাথে হযরত ওমর (রা)-এর পরামর্শ ৪২৯

পরিচ্ছেদ : হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ৪৩০

অনুচ্ছেদ : মদীনায় নবী (সা)-এর মসজিদ নির্মাণ ৪৩১

পরিচ্ছেদ : মুহাজির এবং আনসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ও চুক্তি সম্পাদন ৪৩২

পরিচ্ছেদ : মদীনার মহিলাদের শপথ গ্রহণ ৪৩৫

পরিচ্ছেদ : মুহাজিরগণের মদীনাতে জ্বর-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া ৪৩৬

পরিচ্ছেদ : হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর জন্ম এবং হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বাসর রাত্রি উদযাপন ৪৩৮

পরিচ্ছেদ : শরীআতে আযানের প্রচলন এবং মুকীম বা স্থানীয় ব্যক্তির জন্যে নামাযে দু'রাকআত বর্ধিতকরণ ৪৪০

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (সা) এর বিরুদ্ধে মদীনার ইয়াহূদী ও মুনাফিকদের শত্রুতার বিবরণ ৪৪১

২য় হিজরী সনে সংঘটিত ঘটনাবলীর পরিচ্ছেদসমূহ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুদ্ধের সংখ্যা এবং সমরনীতি ৪৪৬

পরিচ্ছেদ : উশায়রার যুদ্ধ ৪৪৭

পরিচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশের নেতৃত্বে সেনা-অভিযান, তিনি ইসলামিক যুগের প্রথম সেনাপতি ৪৪৭

পরিচ্ছেদ : ২য় হিজরীতে কা'বাগৃহের প্রতি কিবলা পরিবর্তন ৪৪৮

পরিচ্ছেদ : দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের পূর্বে রমাদানের রোযা ফরয হয় ৪৪৯

রামাদান মাসে বৃহৎ বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদসমূহ

পরিচ্ছেদ : বদর যুদ্ধ বিষয়ে সাহাবীগণের (রা) সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) এর পরামর্শ ৪৫১

পরিচ্ছেদ : আবূ সুফয়ানের বাণিজ্য দলের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক বাসবাসাহ (রা) কে গোয়েন্দারূপে প্রেরণ এবং যুদ্ধের অনুমতি প্রদান ৪৫১

পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে উৎসাহ প্রদান ও তার প্রেক্ষাপট ৪৫২

পরিচ্ছেদ : বদর যুদ্ধকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুরুত্বের সাথে গ্রহণ, মহান আল্লাহ্র নিকট তাঁর ফরিয়াদ সশরীরে তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ, তাঁর বীরত্ব তাঁকে পেয়ে যোদ্ধাদের সাহস বৃদ্ধি এবং মহান আল্লাহ্র পথে ফিরিশতা দ্বারা তাঁকে সাহায্য করা ৪৫৯

পরিচ্ছেদ : এই উম্মতের ফিরআওন অভিশপ্ত আবূ জাহেলের নিহত হওয়া এবং তাতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর আনন্দিত হওয়া ৪৬০

www.waytojannah.com

পরিচ্ছেদ : কুরায়শ নেতাদের মৃত্যুর পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক তাদের মৃত্যুস্থল জানিয়ে দেয়া, তাদের মরদেহ কূপে ফেলে দেয়া এবং ধমক ও তিরস্কারের সাথে তাদের সাথে কথা বলা ৪৬২

পরিচ্ছেদ : বদর যুদ্ধে উমাইয়ার নিহত হওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পূর্ব ঘোষণা এবং তা ঘটবার পূর্বে উমাইয়া কর্তৃক তা প্রচার করা ৪৬৫

পরিচ্ছেদ : বদর যুদ্ধের তারিখ, মুহাজির ও আনসার যোদ্ধাদের সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় ৪৬৬

পরিচ্ছেদ : হযরত আলী (রা) এর সাথে হযরত ফাতিমা যাহরা (রা) এর বিবাহ ৪৬৮

পরিচ্ছেদ : কা'ব ইব্ন আশরাফ-এর হত্যাকাণ্ড ৪৭১

উহুদ যুদ্ধ

পরিচ্ছেদ : উহুদ যুদ্ধের পূর্বক্ষণে দেখা রাসূলুল্লাহ (সা) এর স্বপ্ন ৪৭২

পরিচ্ছেদ : উহুদ যুদ্ধের ঘটনা, সৈন্যদের সারিবদ্ধতা, নেতৃত্ব, নেতার আনুগত্য এবং তার বিরোধিতার কুফল ৪৭৩

পরিচ্ছেদ : উহুদ দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সম্মুখের দাঁত শহীদ হওয়া, মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হওয়া, মহান আল্লাহ্ কর্তৃক ফেরেশতা দ্বারা তাঁকে রক্ষা করা এবং যারা তাঁকে আহত করেছে তাদের প্রতি মহান আল্লাহ্র কঠোর গযব ও অসন্তোষ নাযিল হওয়া ৪৭৯

পরিচ্ছেদ : উহুদ যুদ্ধ, যোদ্ধাগণ এবং তাতে শহীদ হওয়া ব্যক্তিগণ প্রসঙ্গে ৪৮০

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (সা) এর চাচা হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের শাহাদাত বরণ, তাঁর হত্যাকারী এবং হত্যার কারণ ৪৮১

৪র্থ হিজরীর ঘটনাবলী

পরিচ্ছেদ : আসিম ইব্ন ছাবিতের নেতৃত্বে প্রেরিত অভিযান এবং খুবায়েব (রা) এর সাথে তাঁর শাহাদাত বরণ ৪৮৩

পরিচ্ছেদ : মাউনা-কূপ কেন্দ্রিক অভিযান। এতে কতক বিশিষ্ট কুরআন পাঠকারী শহীদ হয়েছিলেন ৪৮৬

পরিচ্ছেদ : বানূ নাদীর গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান এবং তাদেরকে মদীনা থেকে বিতাড়ন ৪৮৮

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (সা) ও উম্মু সালামা (রা)-এর বিয়ে ৪৮৯

৫ম হিজরী সনের ঘটনাবলী

পরিচ্ছেদ : বানূ মুসতালিক / মুরায়সী-এর যুদ্ধ ৪৯৪

পরিচ্ছেদ : বানূ মুসতালিক যুদ্ধ অভিযানে রাসূলুল্লাহ (সা) জুওয়াইরিয়াহ বিন্ত হারিছ (রা)-কে বিয়ে করেন ৪৯৫

পরিচ্ছেদ : বানূ মুসতালিক যুদ্ধ অভিযানে অপবাদ আরোপের কারণে হযরত আয়েশা (রা) এর মনোকষ্ট ৪৯৬

www.waytojannah.com

পরিচ্ছেদ : খন্দক বা আহযাবের যুদ্ধ এবং বনূ কুরায়যার যুদ্ধ ৫০২
পরিচ্ছেদ : আহযাবের যুদ্ধে মুজাহিদগণের বীরত্বও সাহসিকতা প্রদর্শন : একপর্যায়ে তাঁদের নামায ছুটে যায় এবং এই যুদ্ধে শত্রুসেনাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বদ দু'আ ৫০৫
পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর নবী (সা) এর দুআ কবুল করা এবং শত্রুদলের সাহসহারা হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং ব্যর্থ ও লজ্জিত হয়ে ফিরে যাওয়া ৫০৭
পরিচ্ছেদ : খন্দক ও বানূ কুরায়যার যুদ্ধ এবং সা'দ ইব্ন মুআয (রা)-এর আহত হওয়া ৫০৯
পরিচ্ছেদ : বানূ কুরায়যার যুদ্ধ ৫১৪
পরিচ্ছেদ : যায়নাব বিন্ত জাহাশের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বিয়ে এবং পর্দার আয়াত নাযিল হওয়া ৫১৫

৬ষ্ঠ হিজরীর ঘটনাবলী

পরিচ্ছেদ : নাজদ অভিমুখে মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামাহ্-এর সেনা অভিযান, ছুমামা ইব্ন আছালের বন্দী হওয়া এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণ ৫১৮
পরিচ্ছেদ : উসফান অঞ্চলে অনুষ্ঠিত বানূ লিহ্য়ানের যুদ্ধ – এখানে রাসূলুল্লাহ (সা) ভয়কালীন নামায আদায় করেছেন ৫২০
পরিচ্ছেদ : যাতুর রিকা যুদ্ধ–এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) ভয়কালীন নামায আদায় করেছেন ৫২১
পরিচ্ছেদ : হুদায়বিয়ার উমরাহ, রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবীদের মক্কা প্রবেশে কুরায়শদের বাধাদান ও সন্ধিচুক্তি সম্পাদন ৫২৪
পরিচ্ছেদ : হুদায়বিয়ার সন্ধির বিবরণ ও শর্তসমূহ ৫৪০
পরিচ্ছেদ : বায়'আত-ই-রিদওয়ান ৫৪২
পরিচ্ছেদ : সালামাহ ইব্ন আকওয়া'হ এর হাদীস তাতে পূর্ববর্তী দুই অধ্যায়ের সারাংশ রয়েছে ৫৪৬

৭ম হিজরীর ঘটনাবলী

পরিচ্ছেদ : যূ কারাদ যুদ্ধ– এটিকে গাবাহ্ যুদ্ধও বলা হয় ৫৪৯

খায়বারের যুদ্ধ প্রসঙ্গ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (সা) এর খায়বার অঞ্চলে প্রবেশ, শক্তি প্রয়োগে খায়বার বিজয় এবং বানূ নাদীর ও বানূ কুরায়যা গোত্রের নেতা হুয়্যাই ইব্ন আখতারের কন্যা সাফিয়্যাহ্ এর সাথে তাঁর বিবাহ ৫৫৫
পরিচ্ছেদ : ইয়াহূদী নেতা মারহাবের হত্যাকাণ্ড ও তার হত্যাকারী। এতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর মু'জিযা রয়েছে। এতে হযরত আলী ইব্ন আবূ তালেবেরও গৌরবজনক কীর্তি রয়েছে ৫৫৬
পরিচ্ছেদ : খায়বার বিজয়ের পর হাজ্জাজ ইব্ন ইলাতের মক্কা গমন তার মালামাল আনয়নের জন্যে এবং এক্ষেত্রে কাফিরদের বিরুদ্ধে তার কূটকৌশল ৫৬১
পরিচ্ছেদ : ইয়াহূদী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বিষমিশ্রিত বকরী খেতে দেয়া এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মু'জিযা প্রকাশ ৫৬৪

www.waytojannah.com

পরিচ্ছেদ : মদীনার অবশিষ্ট ইয়াহূদীদেরকে বহিষ্কার এবং খায়বার বিজয়ের পর বিশেষ কল্যাণের প্রত্যাশায় তাদেরকে সেখানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বসবাস করতে দেয়া ৫৬৫

পরিচ্ছেদ : খায়বারের ভূমি ও সম্পদ ইয়াহূদী ও মুসলমানদের মাঝে বণ্টন ৫৬৬

পরিচ্ছেদ : খায়বারের লব্ধ সম্পদ বণ্টন এবং তা ছিল মূলত হুদায়বিয়া অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের জন্যে ৫৬৭

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারে অবস্থানকালে কতক গোত্রীয় লোক নিয়ে আবূ হুরায়রা (রা)-এর তথায় আগমন এবং হাবশায় হিজরতকারী মুহাজিরগণকে নিয়ে আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ৫৬৯

পরিচ্ছেদ : বানূ ফাযারাহ গোত্রের প্রতি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর অভিযান ৫৭০

পরিচ্ছেদ : কাদীদে অবস্থানকারী বানূ মাল্লূহ গোত্রের উদ্দেশ্যে গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর অভিযান ৫৭১

পরিচ্ছেদ : কাযা উমরা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) মায়মূনা বিনত হারিছকে বিয়ে করা ৫৭৩

পরিচ্ছেদ : ইবন আব্বাসের খালা মায়মূনা বিনতি হারিস (রা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিবাহ ৫৭৫

www.waytojannah.com

كتاب جامع للادب والمواعظ والحكم وجوامع الكلم فى الترغيبات

অধ্যায়

শিষ্টাচার, নসীহত, হিকমত এবং কম কথায় অধিক অর্থ পূর্ণ বিষয়ের বর্ণনায় উৎসাহ প্রদান

প্রথম পরিচ্ছেদ : একক কর্ম দিয়ে; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে : দ্বৈত কর্ম দিয়ে এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে : তিনটি কাজে উৎসাহ প্রদানের উল্লেখ করা হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ : একক বিষয় সম্পর্কে যা এসেছে

(١) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ شَيْخًا مِنْ بَنِيْ سَلِيْطٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُكَلِّمُهُ فِيْ سَبْيٍ أُصِيْبَ لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ وَعَلَيْهِ حَلْقَةٌ قَدْ أَطَافَتْ بِهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ عَلَيْهِ إِزَارُ قِطْرٍ لَهُ غَلِيظٌ فَأَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَهُوَ يُشِيْرُ بِإِصْبَعَيْهِ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ التَّقْوٰى هَاهُنَا التَّقْوٰى هَاهُنَا يَقُوْلُ أَنِّيْ فِي الْقَلْبِ.

১. আবূ নদর (র) হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বনি সলীতের একজন বৃদ্ধ সাহাবী তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমি জাহিলিয়াতের সময় আমাদের বিপদগ্রস্থ হওয়ার একটি বিষয়ে কথা বলার জন্য রাসূল (সা)-এর নিকট গিয়েছিলাম। তিনি তখন দাঁড়ানো ছিলেন এবং সেখানে একটি মজলিস চলছিল। লোকেরা তার চারিদিকে বসা ছিল, আর তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। এ সময় তাঁর শরীরে মোটা সুতির একটি লুঙ্গি ছিল, তারপর আমি প্রথম তাকে সে কথা বলতে শুনলাম। তিনি হাতের আঙ্গুলের ইশারায় বলছিলেন, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই, সে না তার উপর জুলুম করতে পারে, আর না তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে। তাক্ওয়া এখানে আছে। তিনি বললেন, অন্তরে। (মুসলিম শরীফে বলা হয়েছে : তিনি তিনবার তার অন্তরের দিকে ইংগিত করেন।)

(٢) عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.

২. আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) বলেছেন, কোন কিছু দান করাকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না, এমনকি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাকেও।

(٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

www.waytojannah.com

৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কখনো কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তঃকরণ কখনো কল্পনাও করেনি।

(٤) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا يُوجَدُ فِيْهَا رَاحِلَةٌ.

৪. সালিম ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিশ্চয়ই মানুষ একশত উটের সমতুল্য, যাকে আরোহণের মাঝে পাওয়া য ায় না, (অর্থাৎ সে উত্তম চরিত্রের দিক থেকে শক্তিশালী।)

(٥) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيْبٍ مِنَ النَّاسِ.

৫. ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দোযখের আগুন প্রত্যেক কোমল মতি, নরম মেযাজ, বিনম্র স্বভাব বিশিষ্ট এবং যে মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকে, তার জন্য হারাম।

(٦) وعنه ايضا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

৬. ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) বলেন, কোন ব্যক্তির হাশর হবে সে ব্যক্তির সাথে, যাকে সে পছন্দ করে।

(٧) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا فِي الدِّيْنِ.

৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মানুষ (সোনা রূপার মত) খনি। তোমাদের মধ্যে যারা জাহেলী যুগে শ্রেষ্ঠ ছিল, ইসলামী যুগে ও তারাই হবে শ্রেষ্ঠ, যখন তারা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করবে।

وعنه ايضا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ.

৮. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে একথা বলতে শুনবে, 'মানুষ ধ্বংস হোক।' তখন সে সর্বাপেক্ষা অধিক ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

باب: ما جاء في الثانيات

পরিচ্ছেদ : দ্বৈত বিষয় সম্পর্কে যা এসেছে

(٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ لَهُ إِنْ أَرَدْتَ يَلِيْنَ قَلْبُكَ فَأَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ.

৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে তার অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করলো। তখন রাসূল (সা) তাকে বললেন, তুমি যদি তোমার অন্তরে কোমলতার প্রত্যাশা কর, তাহলে তুমি মিসকিনের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা কর এবং য়াতীমের মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।

www.waytojannah.com

(١٠) وعنه ايضا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ مِنَ النَّاسِ النَّارَ الْأَجْوَفَانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْأَجْوَفَانِ؟ قَالَ الْفَرْجُ وَالْفَمُ قَالَ أَتَدْرُونَ أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ؟ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ.

১০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে কাজটি সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোককে দোযখে নিয়ে যাবে, সেটি হলো দু'টি পেট। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সা) পেট দুটি কি? তিনি বললেন, মুখ ও লজ্জাস্থান, তিনি বললেন, তোমরা কি জান, কোন জিনিস লোকরেদ সর্বাধিক পরিমাণে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তাহলো– তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি ও সচ্চরিত্রতা।

(١١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.

১১. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল : কোন ব্যক্তি উত্তম? তিনি জবাব দেন, সে মু'মিন উত্তম, যে আল্লাহ্র পথে জান মাল দিয়ে জিহাদ করে। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কে? তিনি জবাব দিলেন, এমন মুমিন, যে কোন গিরিপথে বসে আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং নিজের অনিষ্টকারিতা থেকে লোকদেরকে সংরক্ষিত রাখে।

(١٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصِّحَّةَ وَالْفَرَاغَ نِعْمَتَانِ مِنْ نِعَمِ اللهِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ.

১২. ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, এমন দুটি নিয়ামত আছে, যে ব্যাপারে অধিকাংশ লোক ধোঁকায় পতিত তাহলো সুস্বাস্থ্য ও সুসময়।

(١٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ جَسَدِي فَقَالَ اعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَكُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ.

১৩. 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমার কাঁধ ধরে বললেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে, যেন তুমি তাকে দেখতে পাও। আর দুনিয়াতে তুমি মুসাফির অথবা পথচারী হয়ে থাকো। অন্য বর্ণনায় আছে, তুমি কবরবাসী হওয়ার জন্য নিজেকে তৈরী রাখ।

(١٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ.

১৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী করিম (সা) লোকদের একটি মজলিসে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি কি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দ মানুষের সংবাদ দেব না? লোকেরা চুপ থাকলো, তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন। তখন তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি

www.waytojannah.com

বলুন। তখন রাসূল (সা) বললেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে তার কল্যাণ চায়। আর তোমাদের অধম ঐ ব্যক্তি, যে তার কল্যাণ চায় না, এবং যার অন্যায় থেকে লোকেরা নিরাপদ নয়।

(١٥) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَلِيْمَ إِلَّا ذُو عَثْرَةٍ وَلَا حَكِيْمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ.

১৫. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অন্তরের পরীক্ষা ছাড়া সহনশীল হওয়া যায় না। অভিজ্ঞতা ছাড়া বিজ্ঞ হওয়া যায় না।

(١٥) عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى.

১৬. সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সম্পদ মানুষকে মানুষের নিকট সম্মানিত করে; আর তাক্ওয়া মানুষকে আল্লাহ্র নিকট সম্মানিত করে।

(١٧) عَنْ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيْلَ لَمْ يُخَنَّزِ اللَّحْمُ وَلَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا.

১৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বনি ইসরাঈল জাতি যদি 'সাল্ওয়া' মজুদ করে না রাখতো, তাহলে গোশ্তে কখনও পচন ধরতো না এবং বিবি হাওয়া যদি শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে বৃক্ষের ফল না খেত, তাহলে কোন মহিলা স্বামীর অবাধ্য হতো না।

باب: الثنائيات المبدوءة بعدد

পরিচ্ছেদ : এমন দ্বৈত বিষয় যেখানে প্রথমে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে

(١٨) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَتَانِ إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا اللهُ وَالْأُخْرَى يُبْغِضُهَا اللهُ وَمَخِيْلَتَانِ إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْأُخْرَى يُبْغِضُهَا اللهُ الْغَيْرَةُ فِي الرِّيْبَةِ يُحِبُّهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِهِ يُبْغِضُهَا اللهُ وَالْمَخِيْلَةُ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ يُحِبُّهَا اللهُ وَالْمَخِيْلَةُ فِي الْكِبْرِ يُبْغِضُهَا اللهُ.

১৮. 'উকবা ইবন 'আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, দু'টি আত্মমর্যাদাবোধ জনিত ক্রোধ, যার এটিকে আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন এবং অন্যটিকে অপছন্দ করেন। আর দুটি অহংকার, যার একটিকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন এবং অন্যটিকে আল্লাহ্ অপছন্দ করেন। সন্দেহস্থলে আত্মমর্যাদাবোধ রাগকে আল্লাহ পছন্দ করেন, এ ছাড়া অন্য যে কোন রাগকে আল্লাহ্ অপছন্দ করেন অহংকার যদি দানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, আল্লাহ্ সেটা পছন্দ করেন, আর যদি তা গর্ব প্রকাশের অহংকারের জন্য হয়, তবে আল্লাহ তা অপছন্দ করেন।

باب: ما جاء في الثلاثيات

পরিচ্ছেদ : তিনটি বিষয় উল্লেখ করে যা এসেছে

(١٩) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَابُوْسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زُهَيْرٌ لَا شَكَّ فِيْهِ قَالَ إِنَّ الْهَدْيَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالاقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

www.waytojannah.com

১৯. ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, যুহায়র বলেন; এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূল (সা) বলেছেন, সৎপথে চলা, উত্তম আচরণ, আর মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ।

(٢٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ الْمُسْلِمُ وَقَارَبَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالشُّحُّ.

২০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, এমন দু' ব্যক্তি জাহান্নামে একত্রিত হবে না যে, একের উপস্থিতি অন্যকে বিব্রত করে। তাদের মধ্যে একজন মুসলমান কাফিরকে হত্যা করেছে, তার মৃত্যুর পর সে সঠিক পথে চলেছে, অথবা আল্লাহর আনুগত্য করেছে। কোন ব্যক্তির পেটে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের ধুলাবালি ও জাহান্নামের ধুঁয়া একত্রিত হবে না। তেমনি কোন বান্দার অন্তরে ঈমান ও কৃপণতা একত্রিত হবে না।

(٢١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجِيبُوا الدَّاعِيَ وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ.

২১. ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, বিবাহের ওলীমার দাওয়াত কবুল করবে, হাদীয়া ফেরৎ দেবে না এবং মুসলমানদেরকে মারধর করবে না।

(٢٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ مُحْتَسِبًا وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

২২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে যে, সে আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক করেনি, তার মালের যাকাত আদায় করেছে এবং তা দ্বারা তার অন্তরকে পবিত্র করেছে, হিসাব করেছে এবং শ্রবণ করেছে ও আনুগত্য করেছে, তার জন্য জান্নাত অথবা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(٢٣) وعنه ايضا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

২৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দানে সম্পদ কমে না, আল্লাহ যাকে ক্ষমা গুণে সমৃদ্ধ করেন, তাকে অবশ্যই সম্মান দ্বারা ধন্য করেন। আর যে লোক শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়-নম্রতার নীতি অবলম্বন করে, মহান আল্লাহ্ তার মর্যাদা উন্নত করে দেন।

(٢٤) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا شَرْبَةً عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِنًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ.

২৪. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেন, যে কোন মু'মিন অন্য কোন পিপাসার্ত মুমিনকে পানি পান করাবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে সুমধুর

www.waytojannah.com

সীলমোহরকৃত পানি থেকে পান করাবেন। যে কোন মু'মিন অন্য কোন ক্ষুধার্ত মুমিনের খাওয়ার ব্যবস্থা করবে, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন, যে কোন মু'মিন বস্ত্রহীন মু'মিনকে পরিধানের ব্যবস্থা করবে, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের সবুজ কাপড় পরিধান করাবেন।

(٢٥) عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ.

২৫. নাফে' ইবন আবদুল হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তির জন্য সৌভাগ্য হলো উত্তম প্রতিবেশী আরামদায়ক যানবাহন ও প্রশস্ত বাসস্থান।

(٢٦) عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَفْضَلُ الْفَضَائِلِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ مَنَعَكَ وَتَصْفَحَ عَمَّنْ شَتَمَكَ.

২৬. সাহাল ইব্ন মা'য়ায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন, সবচেয়ে বড় মর্যাদা হলো, যে ব্যক্তি তোমার সাথ সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক গড়, যে ব্যক্তি তোমাকে দান করতে অস্বীকার করে তুমি তাকে দান কর, যে ব্যক্তি তোমাকে গালি দিয়েছে তুমি তাকে ক্ষমা কর।

(٢٧) وعنه ايضا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ صَائِمًا وَعَادَ مَرِيضًا وَشَهِدَ جَنَازَةً غُفِرَ لَهُ مِنْ بَأْسٍ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ مِنْ بَعْدُ.

২৭. সাহাল ইবন মা'য়ায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি রোযা রাখে, রোগীর সেবা করে ও জানাযায় অংশগ্রহণ করে, তার গুনাহের আংশিক ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যদি এরপর সে গুনাহের কাজ না করে।

(٢٨) عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

২৮. সাহাল ইবন হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় কোন মুজাহিদকে সাহার্য করবে, অথবা দরিদ্রকে ঋণ দেবে, অথবা কোন গোলামকে মুক্তি দেবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার 'আরশের ছায়ার নীচে তাকে স্থান দেবেন, যেদিন আল্লাহ্র ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না।

(٢٩) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَرْضَى.

২৯. আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করবে, বন্দীদেরকে মুক্তি দেবে, এবং রোগীর সেবা করবে। আবদুর রহমান 'মারিদের' স্থানে 'মারদা' বলেছেন। (অর্থাৎ রোগীর স্থানে রোগ বলেছেন)

(٣٠) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا قَالَ عَبْدُ اللهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ.

www.waytojannah.com

৩০. 'উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দের সম্মান করে না, ছোটদের স্নেহ করে না এবং আলিমদের মর্যাদা প্রদান ও তাদের আনুগত্য করে না, সে আমার সুন্নতের অনুসরণ করে না।

(٣١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ تَدْخُلُونَ الْجِنَانَ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ.

৩১. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, রাহমানের ইবাদাত কর, সালামের প্রচলন কর, দরিদ্রের খাওয়ার ব্যবস্থা কর। তাহলে বাগানে প্রবেশ করতে পারবে। আবদুস সামাদ বলেন, জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

(٣٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كَرَمُ الرَّجُلِ دِينُهُ وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ.

৩২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তির মর্যাদা তার দীনদারী, বদান্যতায়, জ্ঞানে বংশে ও উত্তম চরিত্রের মধ্যে বিদ্যমান।

(٣٣) وعنه ايضا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَفْضَلُ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَلَا تَعْجِزْ فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ وَإِيَّاكَ وَاللَّوْ فَإِنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

৩৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, শক্তিশালী মুমিন দুর্বলের তুলনায় আল্লাহর কাছে উত্তম ও অতীব প্রিয়। প্রত্যেক কল্যাণকর বস্তুর মধ্যে লাভের আকাংখা কর, যাতে তোমার উপকার হবে এবং দ্বীন ও দুনিয়ার কোন আকাংখা ছেড়ে দিও না। যদি তোমার আকাংখা বেড়ে যায়, তাহলে বল : আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন, তাই করেছেন। তোমরা "لو" অর্থাৎ 'যদি' কথাটি বলা থেকে সাবধান থাক; কেননা এ শব্দটি শয়তানের আমলের দুয়ার খুলে দেয়।

(٣٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

৩৪. আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, কোন বান্দার অন্তর যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিক না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ঈমান সঠিক হবে না। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার জিহ্বা সঠিক না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তর সঠিক হবে না। আর যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

(٣٥) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْتَدَأْتُهُ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَجَاةُ الْمُؤْمِنِ؟ قَالَ يَا عُقْبَةُ أَمْلِكْ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ قَالَ ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْتَدَأَنِي فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ يَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ أَلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ ثَلَاثِ سُوَرٍ أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ الْعَظِيمِ؟ قَالَ قُلْتُ بَلَى جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ قَالَ فَأَقْرَأَنِي قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ يَا عُقْبَةُ لَا تَنْسَاهُنَّ وَلَا تَبِتْ لَيْلَةً حَتَّى

www.waytojannah.com

تَقْرَأَهُنَّ قَالَ فَمَا نَسِيتُهُنَّ قَطُّ مُنْذُ قَالَ لَا تَنْسَاهُنَّ وَمَا بِتُّ لَيْلَةً قَطُّ حَتَّى أَقْرَأَهُنَّ قَالَ عُقْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْتَدَأْتُهُ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِفَوَاضِلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ.

৩৫. 'উক্‌বা ইবন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং প্রথমে আমি সূচনা করি; তারপর তাঁর হাত ধরে জিজ্ঞেস করি : হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! মুমিনের মুক্তি কিসে? রাসূল (সা) বললেন, হে 'উক্‌বা! তোমার জবান সংযত রাখবে, তোমার বাসস্থান প্রশস্ত রাখবে, (অর্থাৎ মেহমানদারীর ব্যবস্থা রাখবে) এবং তোমার গুনাহের জন্য ক্রন্দন করবে। 'উকবা (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমার সাথে মিলিত হলেন এবং আমার হাত ধরে বললেন, হে 'উক্‌বা ইব্‌ন আমর! তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও ফুরকানে উত্তম তিনটি সুরা অবতীর্ণ করা হয়েছে আমি কি তোমাকে তা শিক্ষা দিব? 'উক্‌বা বলেন, তখন আমি বললাম, হ্যাঁ, আপনার জন্য আল্লাহ আমাকে কুরবান করুন। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ালেন, এরপর বললেন, হে 'উক্‌বা! সুরাগুলো ভুলে যাবে না। এগুলো না পড়ে রাত যাপন করবে না। 'উকবা (রা) বলেন, এরপর থেকে আমি সুরাগুলো ভুলিনি এবং সুরাগুলো পড়া ব্যতিত একটি রাত ও যাপন করিনি, 'উকবা (রা) বলেন, এরপর আমি রাসূলের (সা) সাথে সাক্ষাৎ করি, প্রথমে সূচনা করি এবং তাঁর হাত ধরি। তারপর বলি : হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমাকে উত্তম আমলসমূহের সংবাদ দিন। তখন রাসূল (সা) বললেন, হে উক্‌বা! যে ব্যক্তি সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক গড়বে; যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান করবে, আর যে তোমার উপর জুলুম করে, তুমি তাকে ক্ষমা করবে।

(٣٦) عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي قَالَ اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ أَوْ أَيْنَمَا كُنْتَ قَالَ زِدْنِي قَالَ أَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا قَالَ زِدْنِي قَالَ خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

৩৬. মু'য়ায ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমাকে উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। অথবা তুমি যে কোন ভাবেই থাক। তিনি বলেন, আরো অধিক বলুন। তখন রাসূল (সা) বললেন, কোন অসৎ কাজ করলে, পরে সৎ কাজ করবে; তাহলে ভাল কাজ মন্দ কাজকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আরো অধিক বলুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করবে।

(٣٧) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِظْنِي وَأَوْجِزْ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا وَاجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي يَدَيِ النَّاسِ.

৩৭. আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর নিকট এসে বললো, আমাকে উপদেশ দিন এবং সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। তখন রাসূল (সা) বলেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে, তখন বিদায়ী নামায পড়বে, (অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামায পড়বে।) কাউকে এমন কথা বলবে না, যাতে আগামী দিন তিরস্কৃত হয়ে তার থেকে ক্ষমা চাইতে হয় এবং অন্যের নিকট কিছু প্রত্যাশা করা থেকে সুদৃঢ় থাকবে।

www.waytojannah.com

باب : الثلاثيات المبدو بعدد۔

পরিচ্ছেদ : তিন সংখ্যা উল্লেখ করে যা এসেছে

(٣٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ وَرَجُلٌ يُؤَذِّنُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ تَعَالَى وَحَقَّ مَوَالِيهِ۔

৩৮. ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তিন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মিশকের টিলায় অবস্থান করবে, যে ব্যক্তি কোন জাতির ইমাম ছিল এবং জাতির লোকেরা তার উপর সন্তুষ্ট ছিল; যে ব্যক্তি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান দিয়েছে, আর যে গোলাম আল্লাহর ও মনিবের হক আদায় করেছে।

(٣٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالنَّاكِحُ الْمُسْتَعْفِفُ وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ۔

৩৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, তিন ব্যক্তির প্রত্যেককে সাহায্য করা আল্লাহ্‌র কর্তব্য : আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী, বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে পবিত্র জীবন যাপনকারী এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পরিশোধের ভিত্তিতে মুক্তিলাভের চুক্তিতে আবদ্ধ দাস।

(٤٠) وعنه ايضا قَالَ ثَلَاثٌ أَوْصَانِي بِهِنَّ خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدَعُهُنَّ أَبَدًا الْوَتْرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔

৪০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু মুহাম্মদ (সা) আমাকে তিনটি কাজের উপদেশ দেন, আমি কখনও সে আমল ছেড়ে দেব না। (অন্য বর্ণনায় : মৃত্যু পর্যন্ত আমি সে আমল ছেড়ে দেব না:) রাতে ঘুমানোর পূর্বে বিতরের নামায পড়া, প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা এবং জুমার দিন গোসল করা।

(٤١) وعنه ايضا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا وَرَضِيَ لَكُمْ ثَلَاثًا رَضِيَ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَأَنْ تَنْصَحُوا لِوُلَاةِ الْأَمْرِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ۔

৪১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের তিনটি কাজ অপছন্দ করেন, আর তিনটি কাজ পছন্দ করেন। আল্লাহ্ পছন্দ করেন যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন শরীক করবেন না, তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং তোমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উপদেশ দেবে। আর আল্লাহ্ অপছন্দ করেন যে, তোমরা কোন বৈঠকে বসে পারস্পরিক তর্ক বিতর্ক করবে সম্পদের অপচয় করবে এবং অধিক প্রশ্ন করবে।

(٤٢) وعنه ايضا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ۔

www.waytojannah.com

৪২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তিনটি জিনিসে সকল মুসলমানের হক রয়েছে তাহলো– রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, হাঁচিদানকারীর 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার জবাবে 'ইয়ারহামু কুমুল্লাহ' বলা।

(٤٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثٌ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.

৪৩. আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তিনটি জিনিস অনুসরণ করে : তার পরিবার, তার মাল এবং তার আমল। তারপর দুটি ফিরে আসে, আর একটি সাথে রয়ে যায়। ফিরে আসে তার পরিবার ও মাল, আর রয়ে যায় তার আমল।

(٤٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ فَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَالشَّهِيدُ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ وَذُو ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُعْطِي حَقَّ مَالِهِ وَفَقِيرٌ فَخُورٌ.

৪৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার সামনে প্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী তিন ব্যক্তি ও প্রথম জাহান্নামে প্রবেশকারী তিন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হয়। প্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী তিনজন হলো, শহীদ, এমন মালিকের গোলাম, যে তার রবের ইবাদত উত্তমভাবে পালন করেছে এবং তার মনিবকে উপদেশ দিয়েছে এবং সচ্চরিত্র ব্যক্তি পরিবারের জন্য মানুষের কাছে চাওয়ার অভ্যাস থেকে বিরত থেকেছে। আর প্রথম তিনজন জাহান্নামে প্রবেশকারী হলো, স্বৈরাচারী বাদশাহ, যে তার প্রজাদের উপর জুলুম অত্যাচার করে, সম্পদশালী ব্যক্তি, যে তার মালের হক আদায় করেনি এবং অহংকারী দরিদ্র ব্যক্তি।

(٤٥) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ ثَلَاثَةٌ وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ اٰدَمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ اٰدَمَ الْمَرْأَةُ السُّوءُ وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ.

৪৫. সা'য়াদ ইবন আবু ওককাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আদম সন্তানের জন্য তিনটি জিনিস কল্যাণকর এবং আদম সন্তানের জন্য তিনটি জিনিস কষ্টকর। আদম সন্তানের কল্যাণকর জিনিস হলো, নেককার সতী নারী, উত্তম বাসস্থান ও উত্তম যানবাহন। আর আদম সন্তানের জন্য দুঃখকর জিনিস হলো, অসৎ নারী, খারাপ বাড়ী এবং খারাপ যানবাহন।

(٤٦) عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ قَالَ أَنْتَ رَسُولِي إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ قُلْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَنِي يَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ لَا تَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللهِ وَإِذَا تَخَلَّيْتُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَا تَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ وَلَا بِبَعْرَةٍ.

৪৬. সাহাল ইবন হুনায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) তাকে পাঠালেন এবং বললেন, তুমি আমার পক্ষ থেকে মক্কাবাসীদের জন্য সংবাদ বাহক, তুমি মক্কাবাসীদের বলবে : রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে

www.waytojannah.com

পাঠিয়েছেন তোমাদেরকে সালাম দিয়ে তিনটি কাজের নির্দেশ দেওয়ার জন্য। তাহলো তোমরা আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কারো নামে শপথ করবে না, কিবলাকে সামনে ও পেছনে রেখে পায়খানা করতে বসবে না এবং মলমূত্র ত্যাগের পর হাড় ও পশুমল দিয়ে পবিত্র হবে না।

(٤٧) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مُسْتَجَابٌ لَهُمْ دَعْوَتُهُمْ الْمُسَافِرُ وَالْوَالِدُ وَالْمَظْلُومُ.

৪৭. 'উক্‌বা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তিন ব্যক্তির দু'আ আল্লাহ্ কবুল করেন, মুসাফির পিতামাতা ও মজলুমের দু'আ।

(٤٨) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالسِّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ وَجَدَ

৪৮. মুহাম্মদ ইবন 'আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আনসারদের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একজন সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তিনটি কাজ প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্যই করা উচিত। তাহলো– জুমু'য়ার দিন গোসল করা, মিসওয়াক করা এবং সম্ভব হলে সুগন্ধি শাখা।

(٤٩) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِمْ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ وَالنَّصِيحَةُ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تَكُونُ مِنْ وَرَائِهِ.

৪৯. মুহাম্মদ ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তিনটি বিষয়ে মুমিনদের অন্তর খিয়ানত করতে পারে না তাহলো– আল্লাহ্‌র জন্য নিষ্ঠাবান আমল, মুসলমানদের নেতৃবর্গকে সদুপদেশ দান করা এবং মুসলমানদের সাথে জামাত বদ্ধভাবে জীবন যাপন করা। কেননা, তাদের দু'আ তাদের পরবর্তীদেরকেও পরিবেষ্টন করে।

(٥٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدْ نَجَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَوْتِي وَالدَّجَّالُ وَقَتْلُ خَلِيفَةٍ مُصْطَبِرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ.

৫০. 'আবদুল্লাহ ইবন হাওয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি জিনিস থেকে মুক্তি পায়, সে অবশ্যই মুক্তি পেয়েছে। একথা তিনি তিনবার বলেন মৃত্যুর পর ফিতনা দাজ্জালের বড় ফিতনা, এমন একজন খলিফার হত্যার ফিত্‌না থেকে যিনি হকের উপর ধৈর্যধারণ করে আছেন, উসমান (রা)।

(٥١) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَفِيهِ وَسُبْحَةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ.

৫১. আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার হাবীব আমাকে তিনটি কাজের উপদেশ দিয়েছেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমি তা কখনও ত্যাগ করবো না। তিনি আমাকে উপদশ দিয়েছেন, পূর্বাহ্নে নামায পড়তে। নিদ্রার পূর্বে বিতরের নামায পড়তে এবং প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখতে।

(٥٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ وَنَهَانِي عَنْ ثَلَاثٍ أَوْصَانِي بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى قَالَ وَنَهَانِي عَنِ الِالْتِفَاتِ وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْقِرْدِ وَنَقْرٍ كَنَقْرِ الدِّيكِ.

www.waytojannah.com

Contents

৫২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে তিনটি কাজের আদেশ দিয়েছেন এবং তিনটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। আমাকে প্রত্যেক দিন দুপুরের সময় দু'রাকাত নামায পড়তে, নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে বিতরের নামায পড়তে এবং প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখতে আদেশ দিয়েছেন, আর তিনি নামাযে মোরগের মত ঠোকর দিয়ে সিজদা করতে, কুফুরের বসার মত হাত পা ছেড়ে বসতে এবং শৃগালের মত এদিক সেদিক তাকাতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

(٥٣) عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ قَالَ بَلَغَنِيْ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ حَدِيْثٌ فَكُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَلْقَاهُ فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا ذَرٍّ بَلَغَنِي عَنْكَ حَدِيْثٌ فَكُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَلْقَاكَ فَأَسْأَلَكَ عَنْهُ فَقَالَ قَدْ لَقِيْتَ فَاسْأَلْ قَالَ قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ نَعَمْ فَمَا أَخَالُنِي أَكْذِبُ عَلَى خَلِيْلِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا يَقُوْلُهَا قَالَ قُلْتُ مَنِ الثَّلَاثَةُ الَّذِيْنَ يُحِبُّهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ رَجُلٌ غَزَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ مُجَاهِدًا مُحْتَسِبًا فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ وَأَنْتُمْ تَجِدُوْنَ فِيْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًّا} وَرَجُلٌ لَهُ جَارٌ يُؤْذِيْهِ فَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُ وَيَحْتَسِبُهُ حَتَّى يَكْفِيَهُ اللهُ إِيَّاهُ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ وَرَجُلٌ يَكُوْنُ مَعَ قَوْمٍ فَيَسِيْرُوْنَ حَتَّى يَشُقَّ عَلَيْهِمُ الْكَرَى وَالنُّعَاسُ فَيَنْزِلُوْنَ فِيْ آخِرِ اللَّيْلِ فَيَقُوْمُ إِلَى وُضُوْئِهِ وَصَلَاتِهِ (وفي لفظ فيعلى حتى يو قظهم لرحيلهم) قَالَ قُلْتُ مَنِ الثَّلَاثَةُ الَّذِيْنَ يُبْغِضُهُمُ اللهُ؟ قَالَ الْفَخُوْرُ الْمُخْتَالُ وَأَنْتُمْ تَجِدُوْنَ فِيْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ} وَالْبَخِيْلُ الْمَنَّانُ وَالتَّاجِرُ أَوِ الْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا الْمَالُ؟ قَالَ فِرْقٌ لَنَا وَذَوْدٌ يَعْنِيْ بِالْفِرْقِ غَنَمًا يَسِيْرَةً قَالَ قُلْتُ لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُ إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنْ صَامِتِ الْمَالِ؟ قَالَ مَا أَصْبَحَ لَا أَمْسَى وَمَا أَمْسَى لَا أَصْبَحَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا لَكَ وَلِإِخْوَتِكَ قُرَيْشٍ؟ قَالَ وَاللهِ لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِيْنِ اللهِ حَتَّى أَلْقَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ ثَلَاثًا يَقُوْلُهَا.

৫৩. মুতাররফ ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যরের (রা) নিকট থেকে আমার নিকট একটি হাদীস পৌঁছেছে। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করেছিলাম এরপর তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাকে বললাম, হে আবু যর! তোমার নিকট থেকে আমার কাছে একটি হাদীস পৌঁছেছে। আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে জানতে ইচ্ছে করলাম, তিনি বললেন, সাক্ষাৎ তো তোমার হয়েছে, এখন প্রশ্ন কর। তখন আমি বললাম, আমার নিকট এ কথা পৌঁছেছে যে, আপনি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালবাসেন এবং তিনি ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন। আবূ যর (রা) বললেন, হ্যাঁ। আমার বন্ধু মুহাম্মদ (সা) তিনটি কথা বলেছেন এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, আমি মিথ্যা বলবো। বর্ণনাকারী বলেন আমি বললাম, সে তিন ব্যক্তি কে, যাদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন? যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে এবং শত্রুর সাথে ছওয়াবের প্রত্যাশায় জিহাদ করে, এরপর যুদ্ধ করে সে মৃত্যুবরণ করে, যেমন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে দেখতে পাও, আল্লাহ্ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًّا

"নিশ্চয় যারা কাতার বন্দী হয়ে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।"

www.waytojannah.com

আর এক ব্যক্তি, যার তার প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দেয়, আর সে তার কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করে এবং সওয়াবের প্রত্যাশা করে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে মৃত্যু বা জীবনদানের মাধ্যমে যথেষ্ট তা প্রদান করেন। আর এক ব্যক্তি, যে একটি জাতির সাথে বসবাস করে এবং তাদের সাথে চলতে থাকে, অতঃপর তাদের উপর নিদ্রা আসে এরপর তারা রাতের শেষ ভাগ অতিক্রম করে, আর সে ব্যক্তি অযু করে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকে (অন্য বর্ণনায়, সে নামায পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরকে জাগ্রত করে।) আমি বললাম, সে তিন ব্যক্তিকে, যাদেরকে আল্লাহ্ অপছন্দ করেন?

তিনি বলেন, গর্বও অহংকারকারী ব্যক্তি, তোমরা তার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কুরআনের মধ্যে পাবে,

إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ গর্ব অহংকারকারী ব্যক্তিকে ভালবাসেন না।" এবং কৃপণ ও দান করে খোটাদানকারী এবং মিথ্যা শপথ করে ক্রয় বিক্রয়কারী ব্যবসায়ী। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবূ যর! আপনার সম্পদ সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, আমার কিছু সংখ্যক বকরী আছে (অর্থাৎ দুই থেকে নয়টি এবং কিছু উট আছে যার সংখ্যা দুই থেকে নয়, অথবা তিন থেকে দশ।) তিনি বলেন, আমি আপনাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিনি। বরং আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম আপনার স্বর্ণ রৌপ্য সম্পর্কে। তিনি বললেন, আমার সম্পদ সকাল বেলায় হস্তগত হলে বিকাল বেলা তা থাকে না। আর বিকাল বেলায় হস্তগত হলে সকাল বেলা তা কল্যাণের পথে ব্যয় করা হয়। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবূ যর! আপনার মাঝে ও আপনার ভাই কুরায়শদের মাঝে দ্বীনের ব্যাপারে কি ঘটেছে, যে কারণে আপনি তাদের থেকে একাকিত্বে জীবন যপন করছেন? তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তাদের কাছে দুনিয়ার ভোগ বিলাসের কোন সামগ্রী চাই না। আল্লাহর দ্বীনের বিষয়ে তাদের নিকট আমি ফতোয়অর ও প্রত্যাশী নই, যতক্ষণ না আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে মিলিত হবো কথাটি তিনি তিনবার বলেন।

باب: ما جاء فى الرباعيات.

পরিচ্ছেদ : চারটি বিষয় সম্পর্কে যা এসেছে

(٥٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْبِئْنِي عَنْ أَمْرٍ إِذَا أَخَذْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ أَفْشِ السَّلَامَ وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ وَصِلِ الْأَرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ثُمَّ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

৫৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আপনি আমাকে এমন কাজের আদেশ করুন, যা পালন করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বললেন, তুমি সালামের ব্যাপক প্রচলন করবে, লোকদের আহারের ব্যবস্থা করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখবে এবং লোকজন যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন রাতের বেলা নামায পড়বে। তাহলে তুমি শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(٥٥) وعنه ايضا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَلَا يَمْنَعُ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ وَمِنْ حَقِّ الْإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ يَوْمَ وِرْدِهَا.

www.waytojannah.com

Contents

৫৫. আবূ হুরায়রা (রা) নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন কুলুপ ব্যবহার করে, তখন সে যেন তা বেজোড় ব্যবহার করে; যখন তোমাদের কারো পত্রে কুকুর চাটবে, তখন সে পাত্র সাতবার ধৌত করবে; উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারে কেউ বাধা দেবে না, যাতে চতুষ্পদ জন্তুর ঘাস খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, আর যে ব্যক্তি উটের মালিক, সে যেন উটের দুধের সাথে পানি মিশ্রিত করে, যাতে সে দুধ মানুষকে দান করা যায়।

(٥٦) وعنه ايضا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَنْ لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ.

৫৬. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি সুরমা লাগায়, সে যেন বেজোড় লাগায়; যে ব্যক্তি এ কাজ করে, সে উত্তম কাজ করে, আর যে এভাবে করে না, তাতে কোন দোষ নেই, আর যে ব্যক্তি শত্রুর মুকাবিলায় একত্রিত হয় সে যেন বেজোড় থাকে, যে এ কাজ করবে সে উত্তম কাজ করবে, আর যে করবে না তাতে কোন দোষ নেই। আর যে ব্যক্তি খাদ্য খায়, সে যেন খেলাল করে (অর্থাৎ খাদ্যের কোন জিনিস দাঁতের মাঝখানে আটকা পড়লে তা মুখ থেকে বের করে।) আর যে ব্যক্তি মুখে কোন লোকমা দেয়, সে যেন তা চিবিয়ে, যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, সে উত্তম কাজ করবে, আর যে করবে না, তাতে কোন দোষ নেই; আর যে ব্যক্তি পায়খানা করে, সে যেন লুকিয়ে করে, যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে কোন টিলা বা বালির পিছনে গিয়ে করে। কারণ, শয়তান আদম সন্তানের বসার স্থানে খেলা করে; (অর্থাৎ শয়তান সে স্থানে উপস্থিত হয়ে কষ্ট ও ফাসাদ সৃষ্টি করার অপেক্ষা করে।) আর যে ব্যক্তি এ কাজ করবে সে উত্তম কাজ করবে, আর যে করবে না, তাতে কোন দোষ নেই।

(٥٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ.

৫৭. আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ইসলামে (শিগার হলো-কোন ব্যক্তি তার কন্যাকে অপর ব্যক্তির নিকট এ শর্তে বিবাহ দেয়া যে, শেষোক্ত ব্যক্তি তার কন্যাকে প্রথমোক্ত ব্যক্তির নিকট বিবাহ দেবে এবং তাদের মধ্যে মোহর দেওয়া হবে না) (আহমদ)

(٥٨) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلِقُوا أَبْوَابَكُمْ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ وَأَوْكُوا أَسْقِيَتَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ يَعْنِي الْفَأْرَةَ.

৫৮. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন তোমরা শোয়ার পূর্বে তোমাদের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবে, পাত্রের মুখ ঢেকে বা বেঁধে রাখবে, তোমাদের ঘরের আলো নিভিয়ে দেবে। পানির পাত্রের মুখ বেঁধে দেবে, কেননা, শয়তান বাঁধা মুখ খুলতে পারে না, বন্ধ মুখ

www.waytojannah.com

উন্মুক্ত করতে পারে না, বেঁধে রাখা অবস্থায় খুলতে পারে না, আলো নিভিয়ে না দিলে দুষ্ট ইঁদুর বসবাসকারীদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে যাকাতের সমস্ত সম্পদ যাকাত আদায়কারীর বাড়ী নিয়ে যাওয়া নিষেধ। তেমনিভাবে যাকাত প্রদানকারী ও যাকাত আদায়কারীকে দুর্গম এলাকায় যাকাত আদায় করার জন্য বাধ্য করা নিষেধ। (মাহমুদ)

(٥٩) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ وَيَزِيْدَانِ فِي الْأَعْمَارِ۔

৫৯. 'আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বলেন, যাকে কোমলতার কোন অংশ দেওয়া হয়, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের অংশ দেওয়া হয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক, উত্তম চরিত্র ও প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করলে-হায়াত কাল দীর্ঘায়িত হয়।

(٦٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتُتِنَ وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ قُرْبًا إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللهِ بُعْدًا۔

৬০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে মরুভূমিতে বাস করে, সে নির্দয় হয় যার অন্তর শিকারের কাজে ব্যস্ত, সে উদাসীন হয়; যে শাসকের দরবারে গমন করে, সে মোহগ্রস্ত হয়। (অর্থাৎ তাদের ঐশ্চর্য ও জাকজমক দেখে আল্লাহর নিয়ামতের কথা ভুলে যায়), আর যে ব্যক্তি যতবেশী শাসকের নিকটবর্তী হবে, ততবেশী আল্লাহ্‌র নিকট থেকে দুরে সরে যাবে।

(٦١) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ عَنْ بَعْضِ بَنِيْ رَافِعِ بْنِ مَكِيْثٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُسْنُ الْخُلُقِ نَمَاءٌ وَسُوءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِي الْعُمُرِ وَالصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيْتَةَ السَّوْءِ۔

৬১. 'উছমান ইবন যুফার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, উত্তম চরিত্র মানুষের রিযিক বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহ্‌র নিকট তাকে সম্মানিত করে; আর অসৎ চরিত্র মানুষকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করায়। দানশীলতা মানুষের জীবনে অধিক বরকত দান করে, আর সাদকা মানুষকে নিকৃষ্ট ও কষ্টদায়ক মৃত্যু থেকে হিফাযত করে।

(٦٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيْذُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوهُ وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ۔

৬২. ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, তোমরা তাকে আশ্রয় দেবে। তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে চাবে, তোমরা তাকে দান করবে, তোমাদের মধ্যে কেউ কাউকে দাওয়াত করলে, তার দাওয়াতে সাড়া দেবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কল্যাণের কাজ করে, তোমরা তাকে তার প্রতিদান দেবে। যদি প্রতিদান দিতে না পার, তাহলে তার জন্য এমনভাবে দু'আ করবে, যাতে তোমরা বুঝতে পার তার প্রতিদান প্রদান করা হয়েছে।

www.waytojannah.com

Contents

باب : فى الرباعيات المبدوئة بعدد

পরিচ্ছেদ : চারটি বিষয়ে সংখ্যা উল্লেখ করে যা এসেছে

(٦٣) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ التَّعَطُّرُ وَالنِّكَاحُ وَالسِّوَاكُ وَالْحَيَاءُ.

৬৩. আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, চারটি কাজ নবীদের সুন্নত : আতর লাগানো, বিবাহ করা, মিসওয়াক করা, এবং লজ্জা করা।

عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

৬৪. হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) চারটি কাজ কখনও ত্যাগ করতেন না : আশুরার দিনে রোযা রাখা, প্রত্যেক মাসে তিনটি করে রোযা রাখা, প্রত্যুষে দু'রাকায়াত নামায পড়া, (ফযরের সুন্নত নামায)।

(٦٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ.

৬৫. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, চারটি কাজ যদি তোমার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে দুনিয়ার সব হারিয়ে গেলেও তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আমানতের হিফাযত করা, সত্য কথা বলা, উত্তম স্বভাব সৃষ্টি করা এবং খাদ্য যাচাই-বাছাই করে খাওয়া।

(٦٦) عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا قَالَ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ قَالَ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا؟ قَالَ فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ قَالَ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ قَالَ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ قَالَ وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ قَالَ هِيَ نِيَّتُهُ فَوِزْرُهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ.

৬৬. আবূ কাব্‌শা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, এই দুনিয়া চার ধরনের লোকের জন্য। যে বান্দাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ ও 'ইলম বা জ্ঞান দান করেছেন, আর সে এ ক্ষেত্রে তার রবকে ভয় করে, এর সাহায্যে আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করে এবং এতে আল্লাহ্‌র ও হক আছে বলে সে জানে, সেই বান্দার মর্যাদা সর্বোচ্চ। অপর এক বান্দা, যাকে আল্লাহ্ 'ইল দিয়েছেন, কিন্তু ধন-সম্পদ দান করেননি, আর সে বলে, আমার যদি ধনসম্পদ থাকতো, তাহলে আমি অমুক অমুক ভাল কাজে ব্যয় করতাম। (এ ব্যক্তির মর্যাদা তার (নিয়াত) অনুযায়ী নির্ধারিত হবে) অর্থাৎ এই উভয় ব্যক্তির ছাওয়াব সমান সমান হবে। অপর এক বান্দাহ আল্লাহ্ তাকে ধনসম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু 'ইলম দান করেননি। আর সে জ্ঞান না থাকার দরুন তার সম্পদ স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী খরচ করে, এ ব্যাপারে সে তার রবকে ও ভয় করে না এবং আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ ও করে না। আর এতে যে আল্লাহ্‌র হক রয়েছে তাও সে জানে না। এ ব্যক্তি

www.waytojannah.com

সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের লোক। অপর এক বান্দাহ যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ ও ইলম-কালাম কিছুই দান করনে নি। সে বলে, আমার যদি ধনসম্পদ থাকতো তাহলে আমি অমুক অমুক ব্যক্তির ন্যায় কাজ করতাম, তার স্থান নির্ধারিত হবে তার নিয়াত অনুসারে। অতএব এদের দুজনের পাপ হবে সমান সমান।

(٦٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعًا سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيِّئَةً وَمَنْ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذٰلِكَ وَمَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مِثْلُ ذٰلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَ أَوْ كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا ثَلَاثُونَ سَيِّئَةً.

৬৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা (তাঁর ফেরেশতা অথবা বান্দাদের জন্য) চারটি কালাম পছন্দ করেন। তাহলো, সুবহানাল্লাহি, ওয়াল হামদু লিল্লাহে, অ-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহ আকবর। যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহি' বলবে তার আমল নামায় বিশটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে, এবং তার থেকে বিশটি গুনাহ মুছে দেওয়া হবে, আর যে ব্যক্তি 'আল্লাহু আকবার' বলবে, তার আমল নামায় অনুরূপ লিখা হবে, আর যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাহু' বলবে, অনুরূপ তার আমল নামায় ও অনুরূপ লেখা হবে; আর যে ব্যক্তি এ চারটির অতিরিক্ত নিজের পক্ষ থেকে আল-হাম্দু লিল্লাহে রাব্বুল আলামীন' বলবে, তার আমল নামায় ত্রিশটি নেকী লেখা হবে। এবং ত্রিশটি গুনাহ মুছে দেওয়া হবে।

(٦٨) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ ثَلَاثَةٌ مَنْ قَالَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ وَالرَّابِعَةُ لَهَا مِنَ الْفَضْلِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَهِيَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

৬৮. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমার হাত ধরে বলেন, হে আবূ সা'ঈদ! যে ব্যক্তি এ তিনটি কথা মনে প্রাণে বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! সেগুলো কি? তিনি বললেন, যে আল্লাহকে রব হিসাবে স্বীকার করে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মেনে নেয় এবং মুহাম্মদ (সা) কে রাসূল হিসাবে মেনে নেয়। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে আবূ সা'ঈদ! চতুর্থ জিনিসটি আমল ও যমীনের মাঝখানের সকল জিনিষের চেয়ে উত্তম মর্যাদাশীল, আর তা হলো– আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা।

(٦٩) وعنه ايضا أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَسْنَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَأْمُرُ بِهِ أَوْ نَدْعُو مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ اٰمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ اعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَهٰذَا لَيْسَ مِنَ الْأَرْبَعِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاٰتُوا الزَّكَاةَ وَصُومُوا رَمَضَانَ وَأَعْطُوا مِنَ الْغَنَائِمِ الْخُمُسَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ قَالُوا وَمَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ؟ قَالَ جِذْعٌ يُنْقَرُ ثُمَّ يُلْقُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ أَوِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ حَتّٰى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ حَتّٰى إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ مِنْ ذٰلِكَ فَجَعَلْتُ أُخَبِّئُهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَشْرَبَ؟ قَالَ فِي الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا قَالُوا إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ كَثِيرَةٌ

www.waytojannah.com

الْجُرْذَانِ لَا تَبْقَى فِيهَا أَسْقِيَةُ الْأُدُمِ قَالَ وَإِنْ أَكَلَتْهُ الْجُرْذَانُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَقَالَ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنَّ فِيكَ خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ.

৬৯. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের দূত নবী করিম (সা)-এর কাছে এসে বললো, আমরা রবিয়া এলাকার লোক, আমাদের ও আপনার মাঝে রয়েছে এই কাফির গোত্র 'মুদর'। আর আমরা আপনার কাছে পবিত্র মাস ছাড়া অন্য সময় আসতে পারি না। কাজেই আমাদেরকে এমন কাজের আদেশ দিন, যা পালন করে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি এবং আমাদের পেছনে রেখে আসা অন্যান্য লোকদেরকে আহবান করতে পারি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ দিচ্ছি এবং চারটি কাজ করতে নিষেধ করছি। তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কারও শরীক করবে না। তবে এটা চারটি হুকুমের মধ্যে গণ্য নয়। তোমরা নামায কায়েম করবে, ঐকাত আদায় করবে, রমযানে রোযা পালন করবে, গনিমতের মালের এক পঞ্চমাংশ দা করবে। আর তিনি লাউয়ের শুকনা খোলের পাত্র, নাকীর, খেজুর গাছের মূলকাণ্ড খুঁড়ে তৈরীকৃত কাঠের পাত্র, 'মুযাফফাত', বা আল কাতরার প্রলেপযুক্ত পাত্র ও 'হানতাম' বা মাটির তৈরী এক ধরনের সবুজ কলসী ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তারা বললো, 'নাকীর' সম্পর্কে আপনি কি জানেন। রাসূল (সা) বললেন, খেজুর গাছের মূল কাণ্ড ঘুঁড়ে তৈরী করা কাঠের পাত্র যাতে ছোট ছোট খেজুর রাখা হয়, অথবা খেজুর ও পানি, যখন তা সিদ্ধ হয়ে যায় তোমরা তা পান কর। আর তাতে এমন নেশা জন্মে, যদি তোমাদের মধ্যের কেউ তা পান করে, তবে সে তার আপন চাচাত ভাইকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করতে উদ্যত হবে। এর কারণে গোত্রের জোহাম নামক) এক ব্যক্তির হাটুতে আঘাত লেগেছিল, আর সে লজ্জিত হয়ে তা রাসূলের নিকট থেকে গোপন করার চেষ্টা করছিল। তারা বলে, আপনি আমাদের কি পান করতে বলেন? তিনি বললেন, যে পাত্রের মুখে-দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা। হয় সেগুলো থেকে পান করবে। তারা বললো, আমাদের দেশে প্রচুর ইদুর রয়েছে এবং সেখানে চামড়ার তৈরী পাত্র পাওয়া যায় না। তখন তিনি বললেন, যদিও ইঁদুরে খায়, একথা তিনি দুইবার বা তিনবার বলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আব্দুল কায়েস গোত্রের নেতাকে বলেন, তোমার মধ্যে এমন দুটি গুণ রয়েছে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন ও ভালবাসেন, একটি হলো– সহনশীলতা এবং অপরটি হলো– ধীর-স্থিরতা।

(٧٠) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلَالٍ أَنْ يُجِيبَهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَشْهَدَهُ.

৭০. আবূ মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, একজন মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের চারটি হক বা অধিকার রয়েছে : কেউ দাওয়াত করলে তা কবুল করবে, হাঁচি দিলে তার জবাব দেবে অসুস্থ হলে তার সেবা করবে, এবং মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করবে।

باب: ما جاء فى الخمسيات.

পরিচ্ছেদ : পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

(٧١) عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَعْطَى لِلهِ تَعَالَى وَمَنَعَ لِلهِ تَعَالَى وَأَحَبَّ لِلهِ تَعَالَى وَأَبْغَضَ لِلهِ تَعَالَى وَأَنْكَحَ لِلهِ تَعَالَى فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ.

www.waytojannah.com

৭১. সাহাল ইবন মা'য়ায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য কাউকেও দান করে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য কাউকে ও নিষেধ করে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য কাউকে ভালবাসে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য কাউকে অপছন্দ করে এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য বিবাহ করে; সে ঈমানের পরিপূর্ণতা অর্জন করে।

(٧٢) عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سِتَّةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اعْقِلْ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا أَقُولُ لَكَ بَعْدُ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ قَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ وَلَا تَقْبِضْ أَمَانَةً وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ.

৭২. আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ছয় দিন ধরে বললেন, (অর্থাৎ আবু যর (রা) রাসূলের নিকট বারবার তাকে অসিয়ত করার আহবান করেছিলেন, তিনি হিকমত স্বরূপ দীর্ঘায়িত করলেন) তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে বললেন, হে আবূ যর! আমি তোমাকে পরে বলবো, সপ্তম দিন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি তোমাকে প্রকাশ্য ও গোপনে আল্লাহ্‌কে ভয় করার অসিয়ত করছি। যখন খারাপ কাজ কর, সাথে সাথে ভাল কাজ করার চেষ্টা কর, কেননা ভাল কাজ খারাপ কাজকে মিটিয়ে দেয়); কখনও কারো কাছে কিছু চাবে না। যদি তোমার চাবুক ও পড়ে যায়, কারো আমানত আটক রাখবে না। (অন্য বর্ণনায় : আমানত রক্ষা করতে যদি অপারগ হও।) আর দু'জনের মাঝে বিচার করবে না। (আবূ যর দুর্বল হওয়ার কারণে তিনি একথা বলেছেন।)

(٧٣) عَنْ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُلْكُ فِي قُرَيْشٍ وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ وَالْأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ وَالسُّرْعَةُ فِي الْيَمَنِ وَقَالَ زَيْدٌ مَرَّةً يَحْفَظُهُ وَالْأَمَانَةُ فِي الْأَزْدِ.

৭৩. আবূ মরিয়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ হুরায়রা (রা) কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, শাসন ক্ষমতা কুরায়শদের মাঝে, বিচার ব্যবস্থা আনসারদের হাতে, (আর আনসারদেরকে নির্দিষ্ট করার অর্থ– তাদের অনেক ফকীহ ছিলেন, যেমন মা'য়ায ইবে যাবাল যায়েদ ইব্‌ন ছাবিত।) আযান দেয়া হাবশীদের হাতে, (তাদের মধ্যে বেলাল (রা) ছিলেন মুয়াযযীন), আর শরীয়ত য়ামনীদের হাতে, (তাদের দৃঢ় ঈমানের কারণে।) যায়েদ (ইব্‌ন হাব্বাব) বলেন, আমানত ইয়ামনের 'আযদের' হাতে; (এটি একটি গোত্রের নাম।)

باب: ما جاء في الخماسيات المبدوءة بعدد.

পরিচ্ছেদ : পঞ্চম শব্দের সংখ্যা দিয়ে যা আরম্ভ করা হয়েছে

(٧٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي خَمْسَ خِصَالٍ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ قَالَ قُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّهُنَّ فِيهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ.

৭৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে কে পাঁচটি স্বভাব গ্রহণ করবে, এরপর সেগুলো আমল করবে অথবা যে এগুলো পালন করবে, সে তার থেকে সেগুলো শিখবে? আমি বললাম, আমি পালন করব, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! তখন তিনি

www.waytojannah.com

আমার হাত ধরে সেগুলো গণনা করে বললেন, আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে ভয় করবে, তাহলে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম বান্দা হতে পারবে, আল্লাহ্ তোমার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তার উপর সন্তুষ্ট থাকবে, তাহলে সম্পদশালী হতে পারবে; তুমি তোমার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করবে, তাহলে মুমিন হতে পারবে, তুমি তোমার নিজের জন্য যে জিনিস পছন্দ করবে, তা মানুষের জ্যও পছন্দ করবে, তাহলে প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে; অধিক হাসবে না, কেননা, অধিক হাসলে অন্তর মরে যায়।

(٧٥) عنه ايضا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ رَدُّ التَّحِيَّةِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

৭৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের পাঁচটি হক আছে : সালামের জবাব দেওয়া, দাওয়াত কবুল করা, জানাযায় উপস্থিত হওয়া, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, হাঁচির জবাবে 'আল হামদু লিল্লাহ' বলার জবাবে 'রহমতের জন্য দু'আ করা'।

(٧٦) عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ مَوْلًى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَخٍ بَخٍ لِخَمْسٍ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى فَيَحْتَسِبُهُ وَالِدُهُ وَقَالَ بَخٍ بَخٍ لِخَمْسٍ مَنْ لَقِيَ اللهَ مُسْتَيْقِنًا بِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْحِسَابِ.

৭৬. রাসূল (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন, চমৎকার পাঁচটি কাজ মিযান ভারী করে দেবে, (অন্য বর্ণনায় : তখন জনৈক ব্যক্তি বললেন, সেগুলো কি, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! তিনি বললেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আল্লাহু আকবর, সুবহানাল্লাহ, অল-হামদুলিল্লাহ, আর নেক সন্তান মারা গেলে সে তার পিতার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করবে। তিনি বললেন, চমৎকার! যে ব্যক্তি পাঁচটি জিনিষে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আল্লাহ্ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস, জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস, মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস এবং হিসাবের প্রতি বিশ্বাস।

(٧٧) عَنْ مُعَاذٍ قَالَ عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمْسٍ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ أَوْ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يُرِيدُ بِذَلِكَ تَعْزِيرَهُ وَتَوْقِيرَهُ أَوْ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ فَيَسْلَمُ النَّاسُ مِنْهُ وَيَسْلَمُ.

৭৭. মু'য়ায ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট থেকে পাঁচটি জিনিষের ওয়াদা নেন, যে ব্যক্তি তার একটি পালন করবে, সে আল্লাহ্র নিকট পুরস্কারের নিশ্চয়তা পাবে। যে ব্যক্তি রোগীর সেবা করে, অথবা জানাযার সাথে বের হয়, অথবা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধে বের হয়, অথবা ইমামকে সত্য পথে সাহায্য ও সম্মান করার ইচ্ছে নিয়ে তার নিকট গমন করো, অথবা ঘরে বসে থাকে, ফলে মানুষ তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়, এবং মানুষের অনিষ্ট থেকে ও সে রক্ষা পায়।

(٧٨) عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْصَانِي حِبِّي بِخَمْسٍ أَرْحَمُ الْمَسَاكِينَ وَأُجَالِسُهُمْ وَأَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ تَحْتِي وَلَا أَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ وَأَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَنْ أَقُولَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ يَقُولُ مَوْلَى غُفْرَةَ لَا أَعْلَمُ بَقِيَ فِينَا مِنَ الْخَمْسِ إِلَّا هَذِهِ قَوْلُنَا لَا حَوْلَ وَلَا

www.waytojannah.com

Contents

قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى وقَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

৭৮. আবূ আর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমার বন্ধু মুহাম্মদ (সা) আমাকে পাঁচটি কাজের ওসীয়ত করেছেন। আমি যেন মিসকীনদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের সাথে উঠাবসা করি, আমি যেন আমার নিচে অবস্থানকারী লোকদের প্রতি তাকাই এবং উপরে অবস্থানকারী লোকদের প্রতি না তাকাই; আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখি, যদিও তারা এড়িয়ে চলে; সত্য কথা বলি, যদিও সেটা তিক্ত হয়। আর আমি যেন 'লা হাওলা অলা-কুয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ এর যিকির করি। বর্ণনাকারী গুফরার দাস বলেন, আমার জানা মতে পাঁচটির মধ্যে 'লা-হাওলা অলা কুয়াতা' এটাই শুধু বাকী রয়েছে।

(٧٩) عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ وَأَنْ يَأْمُرَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ فَكَادَ أَنْ يُبْطِئَ فَقَالَ لَهُ عِيْسَى إِنَّكَ قَدْ أُمِرْتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ وَأَنْ تَأْمُرَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ فَإِمَّا أَنْ تُبَلِّغَهُنَّ وَإِمَّا أُبَلِّغَهُنَّ فَقَالَ لَهُ يَا أَخِيْ إِنِّي أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي أَنْ أُعَذَّبَ أَوْ يُخْسَفَ بِي قَالَ فَجَمَعَ يَحْيَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ وَقُعِدَ عَلَى الشُّرَفِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي عَمَلَهُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ يَسُرُّهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ وَإِنَّ اللهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَآمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ مَعَهُ صُرَّةٌ مِنْ مِسْكٍ فِي عِصَابَةٍ كُلُّهُمْ يَجِدُ رِيحَ الْمِسْكِ وَإِنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَشَدُّوا يَدَيْهِ إِلَى عُنُقِهِ وَقَرَّبُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ فَقَالَ هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْتَدِيَ نَفْسِيْ مِنْكُمْ فَجَعَلَ يَفْتَدِي نَفْسَهُ مِنْهُمْ بِالْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ حَتَّى فَكَّ نَفْسَهُ وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللهِ كَثِيْرًا وَإِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي أَثَرِهِ فَأَتَى حِصْنًا حَصِيْنًا فَتَحَصَّنَ فِيْهِ وَإِنَّ الْعَبْدَ أَحْصَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَادْعُوا الْمُسْلِمِيْنَ بِمَا سَمَّاهُمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَادَ اللهِ.

৭৯. আবূ যর (রা) নবী করিম (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। হারিছ ইব্ন আশ'য়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র নবী (সা) বলেন, মহান আল্লাহ্ য়াহইয়া ইব্ন যাকারিয়াকে পাঁচটি কালিমা আল করার নির্দেশ দেন, এবং তিনি বনি ইসরাঈলকে সে পাঁচটি কালিমা আমল করার নির্দেশ দেন। হয় তুমি সেগুলো তাদের নিকট পৌছাবে, না হয় আমি সেগুলো তাদের নিকট পৌছাবো। তখন য়াহ্ইয়া বললেন,

www.waytojannah.com

হে ভ্রাতা! আমি ভয় করছি পূর্ববর্তীদের মত আমাকে শাস্তি দেওয়া হবে। অথবা আমাকে দাবিয়ে দেওয়া হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর য়াহ্ইয়া বনি ইসরাঈলদেরকে বায়তুল মাকদামে একত্রিত করলেন, তাতে মসজিদ পূর্ণ হয়ে গেল, এরপর তিনি মসজিদের উঁচু স্থানে বসে আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্ আমাকে পাঁচটি কালিমার নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন সেগুলো আমল করি এবং তোমাদেরকে ও সেগুলো আমল করার নির্দেশ দেই। তার মধ্যে প্রথম নির্দেশ হলো। তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন জিনিষের শিরক করবে না। তার উদাহরণ কোন এক ব্যক্তির মত সে তার খাঁটি মুদ্রা অথবা স্বর্ণ দিয়ে দাস খরিদ করলো, তার কাজ করার জন্য অথচ সে তার মনিবের কাজ না করে অন্যের কাজ করলো। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তার দাসের উপর সন্তুষ্ট থাকবে? আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তোমাদের রিযিক দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত করবে এবং তার সাথে কোন কিছুর শরিক করবে না। তিনি তোমাদের সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তার বান্দার চেহারার প্রতি তাঁর নিজের চেহারা স্থাপন করেন। যতক্ষণ বান্দা এদিক সেদিক না তাকায়। সুতরাং তোমরা যখন নামায আদায় করবে তখন এদিক-সেদিক তাকাবে না। আর তোমাদের রোযা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি রোযা রাখে, তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত, যার সাথে মিশকের একটি থলি ছিল, ফলে দলের সকল ব্যক্তি মিশকের মুগন্ধি পেলো। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মিশকের সুগন্ধি থেকে ও উৎকৃষ্ট, আর তোমাদের সদকা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত, তাকে শত্রু বন্দী করে তার হাত ঘাড়ের সাথে বাঁধলো এবং তাকে তাদের নিকটে নিয়ে গেল তবেত মারার জন্য। তখন সে বললো, তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি, যে আমাকে ফিদ্য়া দিয়ে তাকে মুক্ত করলো এবং শেষ পর্যন্ত সে মুক্তি পেল। আমি তোমাদেরকে বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করার নির্দেশ দিচ্ছি তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত, যাকে শত্রুতার ক্ষতির জন্য তাকে খুজতে থাকে এবং সে এক সুরক্ষিত স্থানে অবস্থান করে। বাস্তব বান্দাহ যখন আল্লাহ্কে স্মরণ করতে থাকে, তখন সে শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিরাপদ থাকে, বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি ও তোমাদেরকে সে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ্ আমাকে যে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। তা হলো, (১) তোমরা জামায়াত বা দলবদ্ধ হবে। (২) নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে। (৩) তার আদেশ মেনে চলবে, (৪) হিজরত করবে, (৫) আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি জামায়াত ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ ও দুরে সরে গেল, সে যেন নিজেরদ কাঁধ থেক ইসলামের রশি বা বাঁধন খুলে ফেললো, যতক্ষণ না সে জামায়াতে ফিরে আসবে। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের নিয়ম-নীতির দিকে লোকদের ডাকবে, সে জাহান্নামী হবে। তারা বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল। যদি সে রোযা রাখে ও নামায পড়ে? তিনি বললেন, যদি ও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে, এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে। মুসলমানদেরকে ডাক আল্লাহ্ তাদেরকে মুসলমান মুমিন ও আল্লাহ্র বান্দাহ হিসাবে যেভাবে নাম রেখেছেন।

باب: ما جاء في السداسيات

পরিচ্ছেদ : ছয়টি বিষয় সম্পর্কে যা এসেছে

(٨٠) عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ نَعُودُهُ مِنْ شَكْوَى أَصَابَهُ وَامْرَأَتُهُ تُحَيْفَةُ قَاعِدَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ قُلْتُ كَيْفَ بَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ؟ قَالَتْ وَاللهِ لَقَدْ بَاتَ بِأَجْرٍ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَا بِتُّ بِأَجْرٍ وَكَانَ مُقْبِلًا بِوَجْهِهِ عَلَى الْحَائِطِ فَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَلَا تَسْأَلُونَنِي عَمَّا قُلْتُ؟ قَالُوا مَا أَعْجَبَنَا مَا قُلْتَ فَنَسْأَلُكَ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ

www.waytojannah.com

فَبِسَبْعِ مِائَةٍ وَمَنِ انْفَقَ عَلٰى نَفْسِهٖ وَأَهْلِهٖ أَوْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ مَازَ أَذًى فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا وَمَنِ ابْتَلاهُ اللهُ بِبَلاءٍ فِيْ جَسَدِهٖ فَهُوَ لَهٗ حِطَّةٌ.

৮০. ইয়াদ ইব্ন গুতাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ (রা) এর নিকট তার অসুস্থ অবস্থায় তাতে সেবা করার জন্য প্রবেশ করলাম। তখন তাঁর স্ত্রী তাহীফাহ তার মাথার কাছে দাঁড়ানো ছিল। আমরা তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, আবূ 'উবায়দা কিভাবে রাত যাপন করছে? সে উত্তর দিল, সে ছওয়াবের সাথে রাত্রি যাপন করেছে। তখন আবূ 'উবায়দা (রা) বললেন, না আমি ছওয়াবের সাথে রাত কাটাইনি, তিনি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরালেন, তার সামনে একদল লোক উপস্থিত হলে তিনি বললেন, আমি যদি কিছু বলি, তবে সে ব্যাপারে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করবে? তারা বললো, তুমি কিছু বললে আমরা আনন্দিত হবো, তোমাকে আমরা তা জিজ্ঞেস করবো। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে উত্তম দান করবে সে তার বিনিময়ে সাতশত গুণ ছাওয়াব পাবে, যে ব্যক্তি নিজের ও তার পরিবারের জন্য খরচ করবে, অথবা কোন রোগীর সেবা করবে অথবা কার ও কষ্ট দুর করে দেবে, সে দশগুণ পরিমাণ নেকী পাবে। রোযা ঢালস্বরূপ তা ছিদ্র করা যাবে না, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ শারিরীকভাবে পরীক্ষা করেন, তাতে তার গুনাহ ও ভুল-ত্রুটি মিটিয়ে দেয়া হয়।

باب: السداسيات المبدوءة بعدد

পরিচ্ছেদ : ছয়টি গুণের সংখ্যা দিয়ে আরম্ভ বিষয়াদি প্রসঙ্গে

(٨١) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنَ الْمَعْرُوْفِ سِتٌّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيَشْهَدُهُ إِذَا تُوُفِّيَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ وَيَنْصَحُ لَهُ بِالْغَيْبِ.

৮১. 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, একজন মুসলমানের অন্য মুসলমানের সাথে পরিচিতির (সৌহার্দোর) জন্য ছয়টি জিনিস রয়েছে। তাহলো, তার সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম দেয়া, সে হাঁচি দিলে 'আল্ হামদুলিল্লাহ' বলা, সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া, সে দাওয়াত দিলে তা কবুল করা, সে মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা, নিজের জন্য যেটা পছন্দ হয়, তার জন্য সেটা পছন্দ করা এবং তার অনুপস্থিতে তার কল্যাণ কামনা করা।

(٨٢) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اضْمَنُوْا لِيْ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اصْدُقُوْا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوْا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوْا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ وَغُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ.

৮২. 'উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন তোমরা তোমাদের অন্তরের ছয়টি জিনিষের জামিন হও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জামিন হবো। তোমরা যখন কথা বলবে, তখন সত্য কথা বলবে; তোমরা যখন ওয়াদা করবে, তখন তা পূরণ করবে; যখন তোমরা আমানতদার হবে, তখন তা আদায় করবে; তোমরা তোমাদের লজ্জাস্থানকে হিফাযত করবে, তোমাদের চক্ষুকে সংযত রাখবে, এবং তোমাদের হাত দ্বারা কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত রাখবে।

www.waytojannah.com

(٨٣) عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْمَالُ سِتَّةٌ وَالنَّاسُ أَرْبَعَةٌ فَمُوجِبَتَانِ وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْحَسَنَةُ بِسَبْعِ مِائَةٍ فَأَمَّا الْمُوجِبَتَانِ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَأَمَّا مِثْلٌ بِمِثْلٍ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ حَتَّى يُشْعِرَهَا قَلْبَهُ وَيَعْلَمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْهُ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً كُتِبَتْ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ فَحَسَنَةٌ بِسَبْعِ مِائَةٍ وَالنَّاسُ أَرْبَعَةٌ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ وَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

৮৩. খুরাইম ইবন ফাতিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমল ছয় প্রকারের, আর মানুষ চার শ্রেণীতে বিভক্ত। (আমলের ব্যাখ্যা:) ছয় প্রকার আমলসমূহ দুই প্রকারে বিভক্ত। প্রথম প্রকার আমলের জন্য জান্নাত ওয়াজিব, দ্বিতীয় প্রকার আমলের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার আমল সমান সমান অর্থাৎ বৃদ্ধি না করে সমান পুরস্কার দেওয়া হবে। পঞ্চম প্রকার একটি উত্তম কাজের বিনিময়ে দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে। আর ষষ্ঠ প্রকার একটি উত্তম কাজের বিনিময় সাতশত গুণ বৃদ্ধি করা হবে। দুই শ্রেণীর মানুষ, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শিরক না করে মৃত্যুবরণ করেছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শিরিক করে মৃত্যুরণ করেছে, যে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, আর দুটি কাজে সে পরিমা দেয়া হবে, যে ব্যক্তি ভাল কাজের চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত সে কাজটি করার জন্য তার অন্তরে অনুভূতি জাগ্রত হয়, কিন্তু সে কাজটি করে না। এবং তার সম্পর্কে আল্লাহ জানেন, তার জন্য তা উত্তম কাজ হিসাবে লেখা হবে। যে ব্যক্তি একটি খারাপ কাজ করবে, তার জন্য একটি খারাপ কাজই লেখা হবে। যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করবে, তার বিনিময়ে দশটি নেকী লেখা হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে, তার জন্য সাতশত নেকী লেখা হবে।

মানুষের মধ্যে প্রথম প্রকার : তারা, যারা দুনিয়ার চাকচিক্য ও ধোঁকায় পড়ে আখিরাত বাদ দিয়ে দুনিয়ার কাজে মশগুল হয়ে পড়েছিল, যেমন-কাফিরগণ ও ফাসিকগণ। দ্বিতীয় প্রকার : দুনিয়ার গরীব নেককার মানুষ তারা, যারা অভাব অনটনে ধৈর্য্যধারণ করেছে। আল্লাহ্ আখিরাতে তাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন। তৃতীয় প্রকার : পাপী ক্রুদ্ধ গরীব কাফির ও গরীব মুসলমানগণ প্রত্যেকে তার অবস্থানে থাকবে। চতুর্থ প্রকার : তারা হলো ধনী শুকর কারী নেককার ব্যক্তি, যারা আল্লাহ্‌র হক আদায় করেছে, তাদের মালের যাকাত আদায় করেছে, ফকীরদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছে।

باب: ماجاء فى السباعيات

পরিচ্ছেদ : সাতটি বিষয় সম্পর্কে যা এসেছে

(٨٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ أَنَا أَخَافُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

www.waytojannah.com

৮৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ সাতজন লোককে তাঁর 'আরশের সুশীতল ছায়াতলে স্থান দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়াই থাকবে না, (১) ন্যায় বিচার ইমাম বা নেতা, (২) মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর ইবাদতে মশগুল যুবক, (৩) মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি (৪) দুজন লোক একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয়, আবার আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, (৫) যে ব্যক্তি গোপনভাবে দান খয়রাত করে, এমনকি তারা ডান হাত যা কিছু দান করে, তার বাম হাত তা জানতে পারে না, (৬) এরূপ ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং তার দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরাতে থাকে (৭) এরূপ লোক যাকে কোন রূপসী সুন্দরী নারী ব্যভিচারের প্রতি আহবান করে, কিন্তু সে এ বলে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যে, আমি তো আল্লাহ্কে ভয় করি।

(٨٥) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ قَالَ فَذَكَرَ مَا أَمَرَهُمْ مِنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْمِيثَرَةِ وَالْقَسِّيِّ.

৮৫. বারা ইব্ন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে সাতটি বিষয়ের নির্দেশ দেন এবং সাতটি বিষয়ে থেকে নিষেধ করেন। তিনি আমাদের নির্দেশ দেন, রোগীর খোঁজ-খবর নিতে, জানাযার অনুসরণ করতে, হাঁচির জবাব দিতে সালামের জবাব দিতে, শপথ বা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে, দাওয়াত দানকারীর দাওয়াত কবুল করতে, মযলুমের সাহায্য করতে। তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন, রূপার পাত্র ব্যবহার করতে, স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে, কারুকার্যখচিত রেশমের গদিতে বসতে, রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে, রেশম এবং সূতার সংমিশ্রণে তৈরী যা উট অথবা ঘোড়ার জিনের উপর বিছানো হয়, রেশম ও তূলার সংমিশ্রণে তৈরী কাপড় ও এক প্রকার রেশমী যন্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

(٨٦) عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ فَأَمَّا الثَّلَاثُ الَّتِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ مَا نَقَّصَ مَالَ عَبْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ بِمَظْلَمَةٍ فَيَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ لَهُ بَابَ فَقْرٍ وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ فَإِنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلهِ فِيهِ حَقًّا قَالَ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ قَالَ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا؟ قَالَ فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ قَالَ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ قَالَ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ قَالَ وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ قَالَ هِيَ نِيَّتُهُ فَوِزْرُهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ.

৮৬. আবূ কাবশাহ আনমারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তিনটি বিষয় রয়েছে, যে সম্পর্কে আমি তোমাদের শপথ করে বলছি। তোমরা

www.waytojannah.com

তা ভালভাবে মনে গেঁথে নাও। তা হলো, সদকার কারণে কোন ব্যক্তির সম্পদ কমে না। এমন কোন মযলুম নেই, যে অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করে, অথচ তার সম্মান আল্লাহ বৃদ্ধি করে দেন না, কোন লোক যখন হাত পাতার দ্বারোদঘাটন করবে, অথচ আল্লাহ তার জন্য দারিদ্র্যের দরজা খুলে দেন না, এমন কখনও হয় না। আর আমি তোমাদেরকে বলছি, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে রাখ, তাহলো, দুনিয়া চার ধরনের লোকের জন্যই। প্রথমত: ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ ও 'ইলম দান করেছেন, সে এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করে চলে, এগুলোর সাহায্যে আত্মীয়তার বন্ধনকে রক্ষা করে চলে এবং এর সাথে জড়িত আল্লাহ্র হক সম্পর্কে সজাগ। তিনি বলেন, এ লোক উৎকৃষ্টতম মর্যাদার অধিকারী।

দ্বিতীয়ত: ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ্ ইল্ম দান করেছেন। কিন্তু তাকে সম্পদ দান করেননি। সে বলে থাকে, আমার কাছে যদি সম্পদ থাকতো, তাহলে আমি অমুকের ন্যায় আমল করতাম। এরা দু'জনই ছাওয়াবের দিক থেকে বরাবর।

তৃতীয়ত: ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন। কিন্তু ইলম দান করেননি। সে 'ইলম ছাড়াই যত্রতত্র সম্পদ বিনষ্ট করে। এ ব্যাপারে সে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে না। এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলে না। এ ব্যাপারে আল্লাহর হক সম্পর্কেও সে সজাগ নয়। এ লোক নিকৃষ্টতম স্তরে রয়েছে।

চতুর্থত: ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ ও 'ইলম কোনটিই দান করেননি। সে বলে আমাকে যদি আল্লাহ্ সম্পদ দান করতেন, তাহলে আমি অমুকের ন্যায় আমল করতাম। এটাই তার নিয়ত, এ দুজনের গুনাহর বোঝা সমান।

(٨٧) عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ أَمَرَنِيْ خَلِيْلِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ أَمَرَنِيْ بِحُبِّ الْمَسَاكِيْنِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ وَأَمَرَنِيْ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُوْنِيْ وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِيْ وَأَمَرَنِيْ أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ وَأَمَرَنِيْ أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا وَأَمَرَنِيْ أَنْ أَقُوْلَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَمَرَنِيْ أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَأَمَرَنِيْ أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ.

৮৭. আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু মুহাম্মদ (সা) আমাকে সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি আমাকে মিসকিনদেরকে ভালবাসা এবং তাদের সান্নিধ্যে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন; আর যে ব্যক্তি আমার থেকে নিম্নস্তরে রয়েছে তার প্রতি তাকাতে নির্দেশ দিয়েছেন আর সে ব্যক্তি আমার থেকে উচ্চ মর্যাদায় রয়েছে, তার প্রতি না তাকাতে। আমাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, যদিও সে আমাকে এড়িয়ে চলতে চায়। আমাকে কোন ব্যক্তির কাছে বিনা প্রয়োজনে কিছু না চাইতে নির্দেশ দিয়েছেন, আমাকে সত্য কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন, যদি সেটা তিক্তও হয়, আল্লাহ্কে ভয় করার ক্ষেত্রে কারও সমালোচনাকে ভয় না করতে নির্দেশ দিয়েছেন, আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন 'লা-হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ' বলি, এ সবই 'আরশের নীচের সঞ্চিত ধন।

باب: ما جاء في الثمانيات.

পরিচ্ছেদ : আটটি বিষয় সম্পর্কে যা এসেছে

(٨٨) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللهِ وَتَصْدِيْقٌ وَجِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَحَجٌّ مَبْرُوْرٌ قَالَ الرَّجُلُ أَكْثَرْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِيْنُ

www.waytojannah.com

الْكَلَامِ وَبَذْلُ الطَّعَامِ وَسَمَاحٌ وَحُسْنُ خُلُقٍ قَالَ الرَّجُلُ أُرِيْدُ كَلِمَةً وَاحِدَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَلَا تَتَّهِمِ اللهَ عَلَى نَفْسِكَ۔

৮৮. 'আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা, সত্যবাদী হওয়া, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা ও মকবুল হজ্জ। সে ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আর একটি বাক্য বলুন। তখন রাসূল (সা) তাকে বললেন, যাও, তুমি তোমার নফসের উপর আল্লাহ্‌কে অভিযুক্ত করো না।

باب: ما جاء فی العشاریات ومازاد عنها۔

পরিচ্ছেদ : দশটি বিষয় ও এর অতিরিক্ত যা এসেছে ৪৬

(٨٩) عَنْ أَبُو طَيْبَةَ قَالَ إِنَّ شُرَحْبِيْلَ بْنَ السِّمْطِ دَعَا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ السُّلَمِيَّ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَسَةَ هَلْ أَنْتَ مُحَدِّثِيْ حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ أَنْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْهِ تَزَيُّدٌ وَلَا كَذِبٌ؟ وَلَا تُحَدِّثْنِيْهِ عَنْ اٰخَرَ سَمِعَهُ مِنْهُ غَيْرِكَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ قَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِيْنَ يَتَحَابُّوْنَ مِنْ أَجْلِي وَحَقَّتْ مَحَبَّتِيْ لِلَّذِيْنَ يَتَصَافُّوْنَ مِنْ أَجْلِيْ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِيْنَ يَتَزَاوَرُوْنَ مِنْ أَجْلِي وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِيْنَ يَتَبَاذَلُوْنَ مِنْ أَجْلِي وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِيْنَ يَتَنَاصَرُوْنَ مِنْ أَجْلِي وقَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَبَلَغَ مُخْطِئًا أَوْ مُصِيْبًا فَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَرَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ وَأَيُّمَا رَجُلٍ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهِيَ لَهُ نُوْرٌ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَكُلُّ عُضْوٍ مِنَ الْمُعْتَقِ بِعُضْوٍ مِنَ الْمُعْتِقِ فِدَاءٌ لَهُ مِنَ النَّارِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَكُلُّ عُضْوٍ مِنَ الْمُعْتَقَةِ بِعُضْوٍ مِنَ الْمُعْتِقَةِ فِدَاءٌ لَهَا مِنَ النَّارِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَدَّمَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ صُلْبِهِ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ أَوْ امْرَأَةٍ فَهُمْ لَهُ سُتْرَةٌ مِنَ النَّارِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ إِلَى وَضُوءٍ يُرِيْدُ الصَّلَاةَ فَأَحْصَى الْوَضُوءَ إِلَى أَمَاكِنِهِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَوْ خَطِيْئَةٍ لَهُ فَإِنْ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ سَالِمًا فَقَالَ شُرَحْبِيْلُ بْنُ السِّمْطِ أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ عَبَسَةَ؟ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَوْ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ فَانْتَهَى عِنْدَ سَبْعٍ مَا حَلَفْتُ يَعْنِي مَا بَالَيْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَلٰكِنِّي وَاللهِ مَا أَدْرِي عَدَدَ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

৮৯. আবূ তাইয়্যেবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শুরহাবিল ইব্‌ন সীমত (র) আমর ইব্‌ন 'আবাসা সুলামী (রা) কে ডেকে বললেন, হে ইব্‌ন আবাসা! তুমি কি একটি হাদীস আমাকে বলবে, যা তুমি নিজে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকে শুনেছ? যাতে সেখানে অতিরিক্ত ও মিথ্যা পাওয়া না যায় এবং এমন হাদীস বলবে না, যা রাসূল (সা) থেকে তুমি ছাড়া অন্য কেউ শুনে তোমার কাছে বর্ণনা করেছে, তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলত শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যারা আমার

www.waytojannah.com

Contents

সন্তুষ্টির আশায় পরস্পরকে ভালবাসবে, তাদের ভালবাসা আমার উপর নিশ্চিত হয়ে যাবে, যারা আমার সন্তুষ্টির আশায় পরস্পর জিহাদে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে তাদের ভালবাসা আমার উপর নিশ্চিত হয়ে যাবে; যারা আমার সন্তুষ্টির আশায় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত করবে, আমার ভালবাসা তাদের উপর নিশ্চিত হয়ে যাবে; যারা আমার সন্তুষ্টির আশায় নিজেদের সম্পদ ব্যয় করবে, তাদের ভালবাসা আমার উপর নিশ্চিত হয়ে যাবে; যারা আমার সন্তুষ্টির আশায় একে অপরকে সাহায্য করবে, তাদের ভালবাসা আমার উপর নিশ্চিত হয়ে যাবে, 'উমর ইব্ন আবাসা (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি, যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করে তা ভুল অথবা সঠিকভাবে পৌঁছে, তার জন্য ইসমাঈল (আ)-এর সন্তানের মত দান মুক্তির পুরস্কার রয়েছে, যে যুবক বার্ধক্য পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে থাকে, তা তার জন্য কিয়ামতের দিন নূর হবে, যে কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন মুসলমান ব্যক্তিকে মুক্ত করে দিবে, মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে তার প্রত্যেক অঙ্গকে মুক্তি দেওয়া হবে, যে কোন মুসলিম নারী, কোন মুসলিম নারীকে মুক্তি দেবে, মুক্তিপ্রাপ্ত মুসলিম নারীর প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে তার প্রত্যেক অঙ্গকে মুক্তি দেওয়া হবে। যে কোন মুসলিম নর বা নারী আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে তার পৃষ্ঠে নিজ তিনটি সন্তান উপস্থাপন করবে, যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি, তারা তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হবে। যে ব্যক্তি নামায পড়ার ইচ্ছায় অযু করার জন্য দাঁড়ালো এবং উত্তমরূপে অজু করলো, সে প্রতিটি গুনাহ অথবা দায় থেকে ও অপরাধ মুক্তি লাভ করলো। তারপর সে যদি নামাযে দাঁড়ায়, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, সে যখন বসবে নিরাপদে বসবে, এরপর মুরহাবিল ইব্ন সামিত বলেন, হে ইব্ন আবাসা! তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এই হাদীস শুনেছ? সে বললো, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। আমি যদি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে একবার, দু'বার তিনবার, চার বার, পাঁচ বার, ছয় বার, অথবা সাত বার না শুনতাম, তাহলে আমি শপথ করতাম না। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি! আমার জানা নেই, আমি কতবার রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীসটি শুনেছি।

(٩٠) عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فسألته عَنِ الْمَعْرُوفِ؟ فَقَالَ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تُعْطِيَ صِلَةَ الْحَبْلِ وَلَوْ أَنْ تُعْطِيَ شِسْعَ النَّعْلِ وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي وَلَوْ أَنْ تُنَحِّيَ الشَّيْءَ مِنْ طَرِيقِ النَّاسِ يُؤْذِيهِمْ وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْطَلِقٌ وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَنْ تُؤْنِسَ الْوَحْشَانَ فِي الْأَرْضِ وَإِنْ سَبَّكَ رَجُلٌ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ فِيكَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ فِيهِ نَحْوَهُ فَلَا تَسُبَّهُ فَيَكُونَ أَجْرُهُ لَكَ وَوِزْرُهُ عَلَيْهِ وَمَا سَرَّ أُذُنَكَ أَنْ تَسْمَعَهُ فَاعْمَلْ بِهِ وَمَا سَاءَ أُذُنَكَ أَنْ تَسْمَعَهُ فَاجْتَنِبْهُ.

৯০. আবূ তামীমা আল হুজায়মী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তার গোত্রের এক ব্যক্তি (আবূ জুরী) বললো, আমি মদীনার কোন এক পথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাকে ভাল কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করি, তখন তিনি বলেন, 'ভাল কাজের কোন কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না, যদি তোমাকে ক্ষুদ্র রশি ও দান করা হয়, যদি তোমাকে জুতার ফিতাও দান করা হয়, যদি তোমার বালতি থেকে পানি পানকারীর পাত্রের মধ্যে পানি ফেলে দেয়াও হয়, তুমি যদি মানুষের চলার পথের কষ্টদায়ক জিনিস দুর করে দাও, তুমি যদি তোমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার সময় তোমার চেহারা হাস্যোজ্জ্বল ও হয়, তুমি যদি তোমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করে সালাম ও কর, তুমি যদি পৃথিবীতে ভীতিগ্রস্থ কাউকে নিরাপত্তাও দাও, আর যদি কোন লোক তোমার কোন দোষ জেনে তোমাকে সেজন্য গালি দেয়, অথচ তুমি তার মধ্যে

www.waytojannah.com

অনুরূপ দোষ জেনেও তাকে গালি না দাও, তাহলে এর পুরস্কার তুমি পাবে, আর তার অপরাধ তার উপরই বর্তাবে। আর তোমার কানে যেটি শুনতে পছন্দ হয়, সেটি শুনবে, আর সেটি শুনতে তোমার কান অপছন্দ করে, সেটি পরিত্যাগ করবে।

(٩١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ائْتَزِرُوا وَارْتَدُوا وَانْتَعِلُوا وَأَلْقُوا الْخِفَافَ وَالسَّرَاوِيْلاتِ وَأَلْقُوا الرُّكُبَ وَانْزُوا نَزْوًا وَعَلَيْكُمْ بِالْمَعَدِّيَّةِ وَارْمُوا الأَغْرَاضَ وَذَرُوا التَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ وَإِيَّاكُمْ وَالْحَرِيْرَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْهُ وَقَالَ لاَ تَلْبَسُوا مِنَ الْحَرِيْرِ إِلاَّ مَا كَانَ هَكَذَا وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعَيْهِ.

৯১. 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা ইযার পরিধান করবে, পোশাক ও জুতা পরিধান করবে, শুধু মোজা পাজামা পরিধান ছেড়ে দেবে, (কেননা, আহলে কিতাবগণ মোজা পরিধান করতো, কিন্তু কতো জুতা পরিধান করতো না) এবং পাজামা পরিধান করতো, ইযার পরিধান করতো না, তিনি তাদেরকে আহলে কিতাবদের বিপরীত পরিধান করার আদেশ দিয়েছেন। তোমরা ঘোড়ায় আরোহণের জন্য সাহায্য গ্রহণ করবে, তারুণ্য ও শক্তি নিয়ে লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়বে, সাদাসিধে পোশাক পরিধান করবে, বিলাসিতা ও প্রাচুর্য্য পরিত্যাগ করবে, অনারবদের বিলাসী পোশাক পরিত্যাগ করবে, রেশমী পোশাক পরিধান করা থেকে সাবধান থাকবে, এর কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) তা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা রেশমী পোশাক পরিধান করবে না, তবে এতটুকু পরিমাণ, একথা বলে তিনি তার হাতের আঙ্গুলের দিকে ইংগিত করেন।

باب: ما جاء فى النساء وما يدخلهن الجنة.

পরিচ্ছেদ : নারীদের সম্পর্কে যা এসেছে এবং যে কাজে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তার বর্ণনা

(٩٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ.

৯২. 'আবদুর রহমান ইবন 'আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নারীরা যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযান মাসের রোযা পালন করে, স্বামীর আনুগত্য করে, তাহলে তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে, সে দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর।

(٩٣) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ وَمَعَهَا صَبِيَّانِ لَهَا فَأَعْطَاهَا ثَلاَثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً قَالَ ثُمَّ إِنَّ أَحَدَ الصَّبِيَّيْنِ بَكَى قَالَ فَشَقَّتْهَا فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدٍ نِصْفًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلاَتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيْمَاتٌ بِأَوْلاَدِهِنَّ لَوْلاَ مَا يَصْنَعْنَ بِأَزْوَاجِهِنَّ لَدَخَلَتْ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ.

৯৩. আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা নবী করিম (সা)-এর নিকট এসে তাকে প্রশ্ন করলো, তখন তার সাথে তার দুটি শিশু সন্তান ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাকে তিনটি খেজুর দিলেন, তখন মহিলাটি প্রত্যেক সন্তানকে একটি করে খেজুর দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর একজন শিশু কাঁদছিল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর মহিলাটি বাকী একটি খেজুর দুভাগ করে দু'জনকে দু অর্ধেক

www.waytojannah.com

দিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সন্তানদের প্রতি করুণাময়ী, জন্মদায়িনী ও গর্ভধারিণী নারীরা যদি তাদের স্বামীর অবাধ্য না হতো, তাহলে এসব নামাযী মহিলাগণ জান্নাতে প্রবেশ করতো।

وعنه من طريق ثان قَالَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا تَحْمِلُهُ وَبِيَدِهَا اُخَرُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَسْأَلْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا يَوْمَئِذٍ إِلَّا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ثُمَّ قَالَ حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ الحَدِيْثَ.

'আবদুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রা)-এর দ্বিতীয় বর্ণনায়, তিনি বলেন, নবী করিম (সা)-এর নিকট একজন নারী আসবে না, তার সাথে তার একটি শিশু পুত্রকে সে কোলে করে নিয়ে আসলো। তার অন্য হাতে কি ছিল, তা বর্ণনাকারী জানতে পারিনি। বর্ণনাকারী বলেন, সে গর্ভবতী ছিল, সে এদিন রাসূল (সা)-এর নিকট কিছু চায়নি, তবে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই তাকে দান করেন এবং বলেন, গর্ভধারিণী জন্মদায়িনী,..... হাদীসের শেষ পর্যন্ত।

(٩٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ يَوْمًا فَأَتَى النِّسَاءَ فِي الْمَسْجِدِ فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عُقُولٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ بِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْكُنَّ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنَّكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَقَرَّبْنَ إِلَى اللهِ مَا اسْتَطَعْتُنَّ وَكَانَ فِي النِّسَاءِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا سَمِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَتْ حُلِيًّا لَهَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَيْنَ تَذْهَبِيْنَ بِهَذَا الْحُلِيِّ؟ فَقَالَتْ أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لَعَلَّ اللهَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ وَيْلَكِ هَلُمَّ تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي فَأَنَا لَهُ مَوْضِعٌ فَقَالَتْ لَا وَاللهِ حَتَّى أَذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَتْ تَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ زَيْنَبُ تَسْتَأْذِنُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ؟ فَقَالُوا امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ ائْذَنُوا لَهَا فَدَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ مَقَالَةً فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَدَّثْتُهُ وَأَخَذْتُ حُلِيًّا أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكَ رَجَاءَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي اللهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ لِي ابْنُ مَسْعُودٍ تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ فَقُلْتُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى بَنِيهِ فَإِنَّهُمْ لَهُ مَوْضِعٌ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ حِيْنَ وَقَفْتَ عَلَيْنَا مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عُقُولٍ قَطُّ وَلَا دِيْنٍ أَذْهَبَ بِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعُقُولِنَا؟ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِكُنَّ فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيْبُكُنَّ تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِكُنَّ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ نُقْصَانِ عُقُولِكُنَّ فَشَهَادَتُكُنَّ إِنَّمَا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ شَهَادَةٍ.

৯৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ভোর বেলায় বের হলেন, (ঈদুল আযহা কিংবা ঈদুল ফিতরের সময়)। এরপর তিনি মসজিদে উপস্থিত নারীদের কাছে আসেন এবং তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, হে মহিলা সমাজ! আমি তোমাদের চাইতে আর কাউকেও জ্ঞানবুদ্ধি ও দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে অপরিপক্ক দেখি না। আর তোমরা বিচক্ষণ ব্যক্তিদের বুদ্ধি হরন করে থাক, আমি তোমাদের

www.waytojannah.com

অধিকাংশকে দোযখে পেয়েছি। সুতরাং তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তোমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর। নারীদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদের স্ত্রীও ছিলেন। সে রাসূল (সা)-এর নিকট থেকে যা শুনে, 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদকে সে সংবাদ দেয় এবং তার অলঙ্কার নেয়। তখন ইব্ন মাস'উদ (রা) বললেন, এ অলঙ্কার নিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ? তিনি বললেন, এর দ্বারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর নিকটবর্তী হতে চাই। যাতে আল্লাহ আমাকে দোযখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত না করেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ বলেন, তোমার অমঙ্গল হোক, তুমি আমার কাছে এসো, এবং তা আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে দান কর। আমিইতো এর অধিক হকদার। সে বললো, আল্লাহ্র শপথ! আমি তা নিয়ে নবী করিম (সা)-এর নিকট যাবো। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়ে কথা বলার অনুমতি চাইলো তখন সাহাবাগণ নবী করিম (সা) কে বললেন, এ হলো যয়নব, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আপনি তাকে অনুমতি দিন। রাসূল (সা) বললেন, সে কোন যয়নব? তারা বললো, 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদের স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তাকে আমার অনুমতি দাও, তখন সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রবেশ করে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমি আপনার কথা শুনেছি, এরপর ইব্ন মাস'উদের নিকট গিয়ে সে কথা বলেছি এবং আমার অলঙ্কার নিয়ে এসেছি, তা দান করে আল্লাহ্ ও আপনার নিকটবর্তী হতে চাই এ আশায় যে, আল্লাহ্ আমাকে দোযখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত না করেন। এদিকে ইব্ন মাস'উদ আমাকে বলেছে : তুমি তা আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে দান কর, আমিই এর অধিক হকদার, (অর্থাৎ আমি গরীব মানুষ)। আর আমি তাকে বলেছি, আমি রাসূল (সা)-এর অনুমতি ব্যতিত কিছুই করবো না। তখন নবী করিম (সা) বললেন, তুমি তা তাকে ও তাঁর সন্তানদেরকে দান কর, তারাই এর অধিক হকদার (অর্থাৎ তারা গরীব)। তখন সে মহিলা বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমি আপনাকে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি : আমি তোমাদের চেয়ে আর কাউকে জ্ঞানবুদ্ধি ও দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে অপরিপক্ক দেখি না, আর তোমরা বিচক্ষণ ব্যক্তিদের বুদ্ধি হরণ করে থাক। সে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমাদের জ্ঞান ও দ্বীনদারীর মধ্যে কি অপরিপক্কতা রয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, দ্বীনদারীর অপরিপক্কতা সম্পর্কে আমি যা উল্লেখ করেছি, তাহলো 'হায়েয' অবস্থায় আল্লাহ্র বিধিমত তোমাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়, তোমরা কয়েকদিন নামায থেকে বিরত থাকো এবং রমযান মাসের কয়েকদিন রোযা থেকে বিরত থাক, এটাই তোমাদের দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে অপরিপক্কতা। আর বুদ্ধির ক্ষেত্রে তোমাদের অপরিপক্কতার যে কথা উল্লেখ করেছি, তাহলো পুরুষদের সাক্ষ্যের অর্ধেক হলো নারীর সাক্ষ্য।

(٩٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ لِكَثْرَةِ اللَّعْنِ وَكُفْرِ الْعَشِيرِ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ لَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ.

৯৫. ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে নারী সমাজ! তোমরা অধিক পরিমাণে দান-খয়রাত কর এবং অধিক ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা, আমি তোমাদের বহু নারীকে দোযখবাসী দেখেছি। তার কারণ, তোমরা বেশী বেশী অভিশাপ দাও এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে থাক। আমি তোমাদের স্বল্পবুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে সংকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিমান বিচক্ষণ পুরুষদের উপর বিজয়ী হতে পারঙ্গম আর কাউকে দেখিনি। মহিলারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! বিবেক বুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে কমতি কি? তিনি বললেন, বুদ্ধির স্বল্পতা ও দ্বীনের কমতি হলো, তোমাদের দু'জন নারীর

www.waytojannah.com

সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। এটি হলো তোমাদের বুদ্ধির স্বল্পতা। আর তোমাদের দ্বীনের স্বল্পতা হলো, তোমরা কয়েকদিন নামায থেকে বিরত থাক এবং রমযান মাসে কয়েকদিন রোযা থেকে বিরত থাক। এটি তোমাদের দ্বীনের কমতি।

(٩٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

৯৬. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশিনী যেন অপর প্রতিবেশিনীকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে। এমন কি বকরীর পায়ের একটি ক্ষুর উপঢৌকন পাঠালেও নয়।

(٩٧) عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْأَشْهَلِيِّ عَنْ جَدَّتِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحَرَّقًا.

৯৭. 'আমর ইবন মু'আয আশ্‌হালী (র) তার দাদী থেকে, তিনি নবী করিম (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেখানে বলা হয়েছে, এমন কি বকরীর পায়ের পোড়া খুরা উপঢৌকন পাঠালেও নয়।

(٩٨) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا خَيْرَ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ أَوْ فِي جِنَازَةٍ قَتِيلٍ.

৯৮. 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মসজিদে জামায়াতে নামায অথবা মৃতের জানাযায় ব্যতিত দুনিয়ার কোন কাজে নারীদের পুরুষদের সাথে জামাতবদ্ধ হওয়াতে কল্যাণ নেই।

(٩٩) وعنها ايضا قَالَتْ اسْتَأْذَنَّا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُكُنَّ أَوْ حَسْبُكُنَّ الْحَجُّ وعنها من طريق ثان عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْكُنَّ بِالْبَيْتِ فَإِنَّهُ جِهَادُكُنَّ.

৯৯. 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি আমাদের বলেন, তোমাদের জিহাদ অথবা তোমাদের জন্য হজ্জই যথেষ্ট। অন্য বর্ণনায় রাসূল (সা) বলেন, তোমাদের জন্য ঘরে অবস্থান করাই তোমাদের জিহাদ সমতুল্য।

(١٠٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَتْ أُخْتِي غَزَوْتُ مَعَهُ سِتَّ غَزَوَاتٍ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ فَقَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ فَسَأَلْتُهَا أَوْ سَأَلْنَاهَا هَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَتْ بِيَبَا بِيَبَا فَقَالَتْ نَعَمْ بِيَبَا قَالَ لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ قَالَتِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ

www.waytojannah.com

الْمُؤْمِنِيْنَ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى فَقُلْتُ لِأُمِّ عَطِيَّةَ الْحَائِضُ؟ فَقَالَتْ أَوَ لَيْسَ يَشْهَدْنَ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا۔

১০০. হাফসা বিনতে সিরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যুবতী মেয়েদেরকে (ঈদগাহে) যেতে নিষেধ করতাম। একদা জনৈকা স্ত্রীলোক আসে এবং বনু খলফের পল্লীতে নামে। সে তার বোন থেকে হাদীস বর্ণনা করলো। সে রাসূলের কোন এক সাহাবীর স্ত্রী ছিল। তার স্বামী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। সে বললো, তার বোন তাঁর সাথে ছয়টিতে অংশগ্রহণ করেছিল। সে বললো, আমরা আহতদের পরিচর্যা ও পীড়িতদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম, আমার বোন একবার নবী করিম (সা) কে জিজ্ঞেস করলো, আমাদের কারোর নিকট 'জিলবাব' না থাকলে, সে কি তা ছাড়া বাইরে যেতে পারে? তিনি জবাবে বললেন, তার কোন সাথীর নিজের 'জিলবাব' তাকে পরিয়ে দেওয়া উচিৎ, যাতে সে ভাল মজলিস ও মুসলমানদের দু'আয় শরীক হতে পারে। তারপর যখন উম্মে আতিয়া আসলেন, তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী করিম (সা) থেকে এরূপ কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন তিনি নবী (সা)-এর কথা উঠলে অবশ্যই আমার পিতা তাঁর ওপর উৎসর্গীত হোক বলতেন, তিনি বললেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি, আমার পিতা তাঁর জন্য উৎসর্গীত হোক নবী করিম (সা) বলেছেন, যুবতী মেয়ে, পর্দানশীল মহিলা ও ঋতুবতী নারী ভাল মজলিসে এবং মুসলমানদের দু'আয় শরীক হবে। তবে ঋতুবতী নারী কেবল মুসাল্লা (ঈদগাহ) থেকে দুরে থাকবে। উম্মে আতীয়া বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঋতুবতী নারী ও কি শরীক হবে? তিনি জবাব দিলেন, কেন, তারা কি আরাফাত ও অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হয় না? আর মুজদালাফা, মিনা, ইসতিগফার নামাযে?

خاتمة فی احادیث جرت مجری الامثال

শেষ হাদীস যা উদাহরণ হিসাবে প্রচলিত ছিল

(١٠١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَدِيثًا فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ كَانَ الْحَدِيثُ حَدِيثَ خُرَافَةَ؟ فَقَالَ أَتَدْرِينَ مَا خُرَافَةُ؟ إِنَّ خُرَافَةَ كَانَ رَجُلًا مِنْ عُذْرَةَ أَسَرَتْهُ الْجِنُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَكَثَ فِيهِنَّ دَهْرًا طَوِيلًا ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الْإِنْسِ فَكَانَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا رَأَى فِيهِمْ مِنَ الْأَعَاجِيبِ فَقَالَ النَّاسُ حَدِيثُ خُرَافَةَ۔

১০১. 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন এক রাতে নারীদের উদ্দেশ্য হাদীস বলছিলেন সে সময় তাদের মধ্যে থেকে জনৈকা মহিলা বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! এ হাদীস কল্পকাহিনীর মত। তখন রাসূল (সা) বললেন, তুমি কি জান কল্পকাহিনী কি? কল্পকাহিনী হলো উজরা গোত্রের এক ব্যক্তি জাহেলী যুগে তার পরিবার ছিল জ্বিন জাতি। সে গোত্রের মাঝে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করতো, এরপর মানুষের নিকট ফিরতো এবং মানুষের মধ্যে যা দেখতো, সে বিষয়ে বিস্ময়কর কথা বলতো, তখন মানুষ বলতো, এটা কল্পকাহিনী।

(١٠٢) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ۔

১০২. আবূ মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মানুষ ইসলাম আগমনের পূর্বের যে সব প্রাজ্ঞ বাক্য গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো, যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, তখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে।

www.waytojannah.com

(١٠٣) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْرُوفُ كُلُّهُ صَدَقَةٌ وَإِنَّ اٰخِرَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ.

১০৩. হুযায়ফা ইবন য়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, প্রত্যেক কল্যাণকর কাজেই সাদকা যদি তা নবীদের কোন কথায় একমত হয়ে পালন কর। তা হলো, যদি লজ্জিত না হও, তাহলে তুমি যা চাও, তাই কর।

(١٠٤) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُصُ إِلَّا الشَّرَّ فَإِنَّهُ يُزَادُ فِيهِ.

১০৪. আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, মন্দকাজ ব্যতিত সব জিনিস হ্রাস করা হবে, কিন্তু দিন দিন মন্দকাজ বেড়ে যাবে।

(١٠٥) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَرَاثَ الْخَبَرَ تَمَثَّلَ فِيهِ بِبَيْتِ طَرَفَةَ (وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ).

১০৫. 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সা) কোন সংবাদ শুনে গ্রহণ করতে দেরী করলে আরবী কবি তরফার কবিতার একটি পংতি; তাতে বলা হয়েছে, অচিরেই তোমার কাছে এমন সংবাদ আসবে, যার জন্য তুমি প্রয়োজনীয় উপাথ্য সংগ্রহ করনি, এ পংক্তি তিনি উদাহরণ হিসাবে পেশ করতেন।

(١٠٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ.

১০৬. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, মুমিন একই গর্তে দু'বার দংশিত হয় না।

(١٠٧) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ.

১০৭. আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা) বলেন, কোন জিনিসের ভালবাসা যেন তোমাকে অন্ধ ও বধির করে না ফেলে।

(١٠٨) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لِأَبِي مَسْعُودٍ أَوْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ يَعْنِي حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي زَعَمُوا؟ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ.

১০৮. আবূ কিলাবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ 'আবদুল্লাহ (র) আবূ মাসউদ (রা)-এর উদ্দেশ্যে বললো, অথবা আবূ মাস'উদ (রা) আবূ 'আবদুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বললো, অর্থাৎ হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে একথা বলতে শুনিনি, তিনি বলেছেন তোমার ধারণা বরং আমি তাকে বলতে শুনেছি, বসীভূত ব্যক্তি কত নিকৃষ্ট।

(١٠٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قَوْمُهُ فِي الْعِجْلِ فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ فَلَمَّا عَايَنَ مَا صَنَعُوا أَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَانْكَسَرَتْ.

১০৯. ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, কোন সংবাদই দর্শনের মত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ) কে তার জাতির গো-পূজা সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি আগে নিক্ষেপ করেননি। যখন তিনি তাদের কাজটি প্রত্যক্ষ করেন তখন তা নিক্ষেপ করেন। এরপর তা ভেংগে যায়।

www.waytojannah.com

القسم الخامس من الكتاب قسم الترهيب

কিতাবের পঞ্চম ভাগ ভীতি প্রদর্শনের অংশ

(٦٨) كتاب الكبائر وانواع اخرى من المعاصى۔

অধ্যায়

কবীরা ও অন্যান্য গুনাহের বর্ণনা

باب : ما جاء فى الترهيب من المعاص مطلقا وغيرة الله على مرتكبها۔

পরিচ্ছেদ : সাধারণ গুনাহ ও কবীরা গুনাহকারীর উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَغَارُ؟ قَالَ وَاللهِ إِنِّي لَأَغَارُ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمِنْ غَيْرَتِهِ نَهَى عَنِ الْفَوَاحِشِ۔

১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি আত্মমর্যাদাবোধের কারণে রাগ করেন কিনা? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি নিজ আত্মমর্যাদাবোধ রক্ষার্থে রাগ করি আল্লাহ্ আমার থেকেও বেশী আত্মমর্যাদাবোধের কারণে রাগ করেন। আর আল্লাহ্ তাঁর আত্মমর্যাদাবোধর কারণে সমস্ত অশ্লীলতা থেকে নিষেধ করেছেন।

(وعنه من طريق ثان) أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَغَارُ وَاللهُ يَغَارُ وَمِنْ غَيْرَةِ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ شَيْئًا حَرَّمَ اللهُ۔

আবূ হুরায়রা (রা)-এর দ্বিতীয় বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মুমিনগণ আত্মমর্যাদাবোধের কারণে রাগ করে থাকেন। আল্লাহ্ নিজেও আত্মমর্যাদাবোধের কারণে রাগ করেন, আল্লাহর আত্মমর্যাদায় তখন আঘাত আসে, যখন মুমিন আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজে অগ্রসর হয়।

(٢) وعنه ايضا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا يَغَارُ يَغَارُ وَاللهُ أَشَدُّ غَيْرًا۔

২. আবূ হুরায়রা (রা) পুনরায় বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মুমিন, মুমিন, একথা তিনি দু'বার অথবা তিনবার বলেন; অবশ্যই আত্মমর্যাদা বোধের কারণে রাগ করে। আর আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন।

(٣) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ وَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِيْنَ وَالْمُنْذِرِيْنَ وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ وَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ۔

www.waytojannah.com

৩. মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন সা'য়াদ ইব্ন 'উবাদা (রা) বলেছেন, আমি যদি আমার স্ত্রীকে কোন পুরুষের সাথে দেখতাম, তাহলে অবশ্যই উন্মুক্ত তলোয়ার দিয়ে তাকে হত্যা করতাম। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এ কথা পৌঁছলে তিনি বলেন, তোমরা সা'য়াদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে অবাক হচ্ছ। আল্লাহ্র কসম! আমি তার থেকে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি, আর আল্লাহ্ আমার চেয়েও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এ আত্মমর্যাদার কারণেই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ্র তুলনায় অধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন আর কেউ নেই। আল্লাহ্র তুলনায় অধিক পরিমাণে ভীতি প্রদর্শনকারী কোন সত্বা নেই। এ কারণেই তিনি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন মানুষদেরকে সুসংবাদ ও সতর্ক করার জন্য। আর আল্লাহ্র তুলনায় অধিক আত্মপ্রশংসা পছন্দকারী কেউ নেই, এজন্যই তিনি জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

وَمِن طَرِيقٍ ثَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْقَوَارِيرِيُّ لَيْسَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ الْقَوَارِيرِيُّ لَيْسَ حَدِيثٌ أَشَدَّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلِهِ لَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِدْحَةٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

তার দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, 'উবায়দুল্লাহ কাওয়ারেরী লাইস হাদীস বর্ণনা করেন, আবূ আওয়ানা অনুরূপ সনদ ও মতনসহ বর্ণনা করেছেন, 'আবদুর রহমান বলেন, (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমদ) 'উবায়দুল্লাহ কাওয়ারেরী লাইস বলেন, এ হাদীস থেকে জাহমিয়াদের হাদীস খুবই কঠোর, তার বাণী : আল্লাহ্ তা'আলার চাইতে অধিক আত্মপ্রশংসা পছন্দকারী আর কেউ নেই।

(٤) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৪. আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ থেকে অধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন আর কেউ নেই।

(٥) عَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَوْمٍ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.

৫. নবী করিম (সা)-এর স্ত্রী যয়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী করিম (সা) ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন। এ সময় তিনি বললেন, লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ! নিকট ভবিষ্যতে সংঘটিত দূর্যোগে আরবরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আজ ইয়াজুজ মাজূজের প্রাচীর এতটুকু পরিমাণ খুলে গেছে। এ সময় তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত আঙ্গুলীর দ্বারা চক্র বানালেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমাদের মধ্যে নেক লোক থাকা অবস্থায় ও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন পাপাচার বেশী হবে।

(٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ظَهَرَ السُّوءُ فِي الْأَرْضِ أَنْزَلَ اللهُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ بَأْسَهُ قَالَتْ وَفِيهِمْ أَهْلُ طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى.

৬. 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছানা হয়েছিল যে, এখন যমীনে নানা প্রকার পাপ কাজ প্রসারিত হবে, তখন আল্লাহ্ যমীনের অধিবাসীদের

www.waytojannah.com

উপর কঠোর বিপদ নাযিল করবেন। 'আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আনুগত্যশীল লোকেরা অবস্থান করা সত্ত্বেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অতঃপর তারা আল্লাহ্র রহমতের দিকে ফিরে আসবে।

(٧) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ۔

৭. 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) সূদ দাতা, সূদ গৃহীতা, সাক্ষীদাতা ও সুদের লেখক, উলকি-চিহ্নকারী, উলকি চিহ্নদানকারী মুহাল্লাল বা যার জন্য হালাল করা হয়, এবং যাকাত অস্বীকারকারী সকলকে লা'নত করেছেন এবং তিনি মৃতের জন্য বিলাপী করে কান্নাকাটি করতে নিষেধ করেছেন।

(٨) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ الغزارى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا قَالَ فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ قَالَ وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ غداة إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ اٰتِيَانِ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي انْطَلِقْ وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا اٰخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي عَلَيْهِ بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ بِهَا رَأْسَهُ فَيَتَدَهْدَا الْحَجَرُ هَاهُنَا فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ يَأْخُذُهُ فَمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَانِ؟ قَالَا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَإِذَا اٰخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَيْهِ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَيْهِ إِلَى قَفَاهُ قَالَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْاٰخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ الْأَوَّلُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ الْمَرَّةَ الْأُولَى قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَانِ؟ قَالَا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ قَالَ عَوْفٌ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ وَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْتُ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهِيبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قَالَ قُلْتُ مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ جَمَعَ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ وَأَلْقَمَهُ حَجَرًا قَالَ قُلْتُ مَا هَذَا؟ قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرْاٰةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْاٰةً فَإِذَا هُوَ عِنْدَ نَارٍ لَهُ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا؟ قَالَا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْشِبَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ قَالَ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ قَائِمٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَنْ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ وَأَحْسَنِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا وَمَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْتُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى دَوْحَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ

أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ قَالَ فَقَالَا لِي ارْقَ فِيهَا فَارْتَقَيْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنٍ ذَهَبٍ وَلَبِنٍ فِضَّةٍ فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ

www.waytojannah.com

مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ قَالَ فَقَالَا لَهُمُ اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ فَإِذَا نَهَرٌ صَغِيرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّمَا هُوَ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ قَالَ فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا وَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ وَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ فَقَالَا لِي هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَاذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَا لِي هَاذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَلَأَدْخُلَهُ قَالَ قَالَا لِي أَمَّا الْآنَ فَلَا وَأَنْتَ دَاخِلُهُ قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ قَالَا لِي أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَاهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذِبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي بِنَاءٍ مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي رَأَيْتَ فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانَ شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبِيحًا فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبِي سَمِعْتُ مِنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ يُخْبِرُ بِهِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا قَالَ أَبِي فَجَعَلْتُ أَتَعَجَّبُ مِنْ فَصَاحَةِ عَبَّادٍ.

৮. সামুরা ইবন জুন্দুব আল-গাযারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অধিকাংশ সময়ই তাঁর সাথীদের জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? কেউ কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে, সে তাঁর নিকট বলতো, যা আল্লাহ চাইতেন। একদিন সকালে তিনি বললেন, রাতে (স্বপ্নে) আমার নিকট দু'জন আগন্তুক (ফেরেশতা) এসে তারা আমাকে উঠায়। তারপর আমাকে বলে: চলুন! আমি তাদের সাথে চলমান। তখন আমরা ঘুমন্ত এক ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম। অপর একজন তার নিকট পাথর হাতে ছাঁড়ান। সে তার মাথা লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করছে। এতে তার মাথা ফেটে যাচ্ছে। আর পাথর অনেক নিচে গিয়ে পতিত হচ্ছে। সে পুনরায় পাথরের পেছনে পেছনে গিয়ে পাথরটি নিয়ে ফিরে আসতে না আসতেই তার মাথা পূর্বেও ন্যায় ভাল হয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে সে প্রথমে যেরূপ করেছিল আবার অনুরূপ আচরণ করে। আমি ফেরেশতাদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম, সুবহানাল্লাহ! বলুন, এরা কারা? তারা বললেন, সামনে চলুন। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে এক লোককে দেখতে পেলাম। সে চিত হয়ে শুয়ে ছিল। আর একজন তার নিকট লোহার সাঁড়াশী হাতে দাঁড়ান ছিল। সে তা দ্বারা একের পর এক তার মুখমণ্ডলের একাংশ চিরে গলার পেছন পর্যন্ত নিয়ে যেত। অনুরূপ তার নাসারন্ধ্র চিরে পেছন পর্যন্ত নিয়ে যেত। তিনি বলেন, অপর দিকে কাটা শেষ না হতেই প্রথম দিকটি পূর্বের ন্যায় ভাল হয়ে যেত। এভাবে বার বার ঐরূপ করছিল, যেরূপ প্রথম করেছিল। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ। বলুন এরা কারা? তারা বললেন, সামনে চলুন। এরপর সামনে চলে আমরা একটি চুলার নিকট গিয়ে পৌঁছলাম, (চুলায় রুটি তৈরী করা হচ্ছিল), আউফ (রা) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, আমি সেখানে শোর গোলের শব্দ শুনতে পেলাম। আমরা তাতে উঁকি মেরে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী-পুরুষকে তার মাঝে দেখতে

www.waytojannah.com

পেলাম। যাদের নীচ থেকে আগুনের লেলিহান শিখা তাদের স্পর্শ করছিল। আগুনের আওতায় আসলেই তারা উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠতো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বললেন, সামনে চলুন। সামনে অগ্রসর হয়ে আমরা একটি নহরের নিকট পৌঁছলাম। আমার যতদুর মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন, সেটি ছিল লাল রক্তের ন্যায়। নহরে একজনকে সাঁত রাতে দেখলাম। নহরের পাড়ে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। যার নিকট ছিল অসংখ্য পাথরের এক স্তূপ। সাঁতারকারী লোকটি সাঁতার শেষ করে যার নিকট পাথরের স্তূপ ছিল, তার নিকট এসে মুখ খুলে দিত। আর সে তার মুখে একটি পাথর নিক্ষেপ করতে। তারপর সে সাঁতরাতে চলে যেত। সাঁতরায়ে ফিরে এসে বার বার মুখ খুলে দিত। আর ঐ লোকটি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করতো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বললেন, সামনে চলুন। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে একজন বীভৎস চেহারার লোক দেখতে পেলাম। যেরূপ তোমরা কোন বীভৎস চেহারার লোক দেখে থাক। আর তার নিকট ছিল আগুন।

সে আগুন জ্বালাচ্ছিল ও তার চতুর্দিকে দৌঁড়াচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোক কে? তারা বললেন, সামনে চলুন। সামনে আমরা এক ঘন সন্নিবিষ্ট বাগানে উপনীত হলাম। বাগানটি বসন্তের হরেক রকম ফুলে সুশোভিত ছিল, বাগানের মাঝে ছিল একজন লোক। যার আকৃতি এতখানি দীর্ঘকায় ছিল, আমরা তার মাথা দেখতে পাচ্ছিলাম না। তার চারপাশে বিপুলসংখ্যক বালক ছিল, যেরূপ আর কখনও আমি দেখিনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোক কে? আর এরাই বা কারা? তারা বললেন, সামনে চলুন, সামনে চলুন। অবশেষে আমরা এক বিরাট বাগানে গিয়ে উপনীত হলাম। এরূপ বড় ও সুন্দর বাগান আর আমি কখনও দেখিনি। তারা আমাকে বললেন, এর উপর আরোহণ করুন। আমরা তাতে আরোহণ করলে এক শহর আমাদের নজরে পড়লো। সেটি ছিল সোনা ও রূপার ইট দিয়ে তৈরী। আমরা ঐ শহরের দরজায় পৌঁছলাম। দরজা খুলতে বললে আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হলো। ভেতরে প্রবেশ করে আমরা কিছু লোকের দেখা পেলাম। যাদের শরীরের অর্ধেক খুবই সৌন্দর্যমন্ডিত ছিল। সেরূপ তোমরা খুব সুন্দর কাউকে দেখে যাক। আর অর্ধেক ছিল খুবই কদাকার। যেরূপ তোমরা খুব কদাকার কাউকে দেখে থাক। তারা উভয়ে ঐ লোকদের উদ্দেশ্য বললেন, যাও, তোমরা এ ঝর্ণায় নেমে পড়। দেখা গেল প্রস্থের দিকে লম্বা প্রবাহমান একটি ঝর্ণা রয়েছে। তার পানি ছিল সম্পূর্ণ সাদা। তারা গেল এবং তাতে নেমে পড়লো। তারপর তারা আমাদের নিকট ফিরে আসলে দেখা গেল, তাদের কদাকৃতি দুর হয়ে গিয়েছে। এক্ষণে তারা খুব সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফেরেশতাদ্বয় আমাকে বললেন, এটাই 'আদন' নামক বেহশত। এটাই আপনার বাসস্থান। আমি উপরের দিকে তাকালাম। দেখলাম ধবধবে সাদা মেঘের ন্যায় এক অট্টালিকা। তারা আমাকে জানাল, এটাই আপনার প্রাসাদ। আমি বললাম, আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কল্যাণ করুন! আমাকে ছেড়ে দিন আমি এতে প্রবেশ করব। তারা বললেন, এখন নয়, তবে এতে আপনি অবশ্যই প্রবেশ করবেন। আমি তাদের বললাম, সারারাত ধরে আমি অনেক অনেক আশ্চর্য জিনিস প্রত্যক্ষ করলাম। এগুলোর তাৎপর্য কি? তারা উত্তরে বললেন, এক্ষণে আমরা তা আপনাকে জানাব। প্রথম যে ব্যক্তির নিকট আপনি গিয়েছেন, যার মাথা পাথর মেরে মেরে চৌচির করা হচ্ছিল, সে কুরআন মুখস্ত করে তার উপর আমল ছেড়ে দিয়েছিল। আর ঘুমিয়ে ফরয নামায তরক করতো। আর যে ব্যক্তির নিকট আপনি গেলেন যার গলদেশের পেছন পর্যন্ত চেরা হচ্ছিল। আর নাসারন্ধ্র ও তার চোখ পিঠ পর্যন্ত চেরা হচ্ছিল। সে সকাল বেলা আপন ঘর থেকে বেরিয়ে যেত, আর চতুর্দিকে মিথ্যার বেশাতি করে বেড়াত। আর ঐ উলংগ নারী-পুরুষ যাদের প্রজ্জ্বলিত চুলায় দেখতে পেয়েছেন, তারা ছিল যেনাকার পুরুষ ও যেনাকার নারী। আর যে লোক ঝর্ণায় সাঁতরাচ্ছিল, যার নিকট দিয়ে আপনি গিয়েছিলেন এবং যে পাথরের লোকমা খাচ্ছিল, সে ছিল সুদখোর। আর ঐ কদাকার ব্যক্তি, যাকে আপনি আগুনের নিকট

www.waytojannah.com

দেখতে পেয়েছিলেন, আর যে আগুন জ্বালিয়ে চারিদিকে দৌড়াচ্ছিল, সে জাহান্নামের দারগা মালিক ফেরেশতা। বাগানে যে দীর্ঘাকৃত লোকটিকে দেখেছিলেন, তিনি ছিলেন ইব্রাহীম (আ), আর তার চারপাশে যে বালক আপনি দেখতে পান তারা ঐ সব শিশু যারা স্বভাব ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, মুসলমানদের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেছিল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! মুশরিকদের সন্তানরা কোথায়? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, তারাও সেখানে ছিল। আর যাদের দেহের অধিকাংশ অতি সুন্দর ছিল, এবং আরেক অংশ অতি কদাকার ছিল। তারা ঐসব লোক, যারা ভাল মন্দ উভয় প্রকার কাজ মিশ্রিতভাবে করেছিল, আল্লাহ তাদের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاَةَ الْغَدَاةِ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟ فَإِنْ كَانَ أَحَدٌ رَأَى تِلْكَ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَيْهِ فَيَقُولُ فِيهَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟ قَالَ فَقُلْنَا لاَ قَالَ لَكِنْ أَنَا رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدَيَّ فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ فَضَاءٍ أَوْ أَرْضٍ مُسْتَوِيَةٍ فَمَرَّا بِي عَلَى رَجُلٍ فَذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيثَ المتقدم وفيه فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَإِذَا بَيْتٌ مَبْنِيٌّ عَلَى بِنَاءِ التَّنُّورِ أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يُوقَدُ تَحْتَهُ نَارٌ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَإِذَا أُوقِدَتْ ارْتَفَعُوا حَتَّى يَكَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا نَهَرٌ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا دَنَا لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ وفيه فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا رَوْضَةٌ خَضْرَاءُ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَإِذَا شَيْخٌ فِي أَصْلِهَا حَوْلَهُ صِبْيَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ فَهُوَ يَحُشُّهَا وَيُوقِدُهَا فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ فَأَدْخَلاَنِي دَارًا لَمْ أَرَ دَارًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا فَإِذَا فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ وَفِيهَا نِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ فَأَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ فَأَدْخَلاَنِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ وفيه وَأَمَّا الدَّارُ الَّتِي دَخَلْتَ أَوَّلاً فَدَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا الدَّارُ الأُخْرَى فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ ثُمَّ قَالاَ لِي ارْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا كَهَيْئَةِ السَّحَابِ فَقَالاَ لِي وَتِلْكَ دَارُكَ فَقُلْتُ لَهُمَا دَعَانِي أَدْخُلْ دَارِي فَقَالاَ إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ لَكَ عَمَلٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَهُ دَخَلْتَ دَارَكَ.

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ফযরের সালাত আদায় করে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমাদের কেউ রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? যদি কেউ রাতে কোন স্বপ্ন দেখতো, তবে যা দেখতো, তা বলতো, যাক, আল্লাহ যা চাইতেন। তেমনি একদিন তিনি আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের কেউ রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, তবে আমি দেখলাম, রাতে দুজন লোক (ফেরেশতা) আমার নিকট এসেছিল। তারা আমার হাত ধরলো এবং আমাকে নিয়ে একটি খালি জায়গা অথবা সমতল জায়গার দিকে বের হলো। এরপর আমাকে নিয়ে এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল, এভাবে তিনি অনুরূপ পূর্বের হাদীসটি উল্লেখ করলেন। এরপর আমি তাদের সাথে চললাম এবং সেখানে একটি ঘরে প্রজ্জ্বলিত আগুনের চুলা দেখতে পেলাম, তার উপরের দিক সঙ্কীর্ণ এবং নীচের দিক প্রশস্ত। নীচ থেকে আগুনের লেলিহান শিখা প্রজ্বলিত হচ্ছিল, সেখানে নারী ও পুরুষদেরকে উলংঙ্গ অবস্থায় দেখতে পেলাম। আগুন জালানো হলে তার লেলিহান শিখা উপর পর্যন্ত পৌঁছে ভিতরের লোকগুলো উপরের চলে আসতো। এমন কি তারা বের হওয়ার চেষ্টা করতো।

www.waytojannah.com

আগুনের তেজ কমে গেলে তাদেরকে আবার আগুনের মধ্যে ফিরিয়ে আনা হতো তারপর আমি সামনে চলতে লাগলাম, সেখানে একটি রক্তের নহরের মধ্যে এক ব্যক্তিকে দেখলাম। নহরের পাড়ে এক ব্যক্তি হাতে পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নহরে সাঁতরানো ব্যক্তি তার নিকট এসে মুখ খুলে দিত, আর সে তার মুখে একটি পাথর নিক্ষেপ করত। তারপর সে তার স্থানে চলে যেত।

তারপর আমি চললাম এবং সেখানে একটি সবুজ বাগান ও বড় একটি গাছ দেখতে পেলাম। সেখানে একজন বৃদ্ধ লোক, যার চারপাশে বালকরা ছিল, তাদের নিকটে এক ব্যক্তি ছিল, যার সামনে ছিল আগুন, যা সে প্রজ্বলিত করছিল। তারা (ফিরিশ্‌তাদ্বয়) আমাকে নিয়ে বাগানে প্রবেশ করে একটি গাছের উপর উঠে, এবং আমাকে অতি সুন্দর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করায়। এরূপ সুন্দর ঘর আমি আর কখনও দেখিনি। সেখানে পুরুষ বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও বালকদেরকে দেখতে পেলাম। তারা সেখান থেকে আমাকে বের করলো এবং আমাকে নিয়ে একটি গাছে উঠলো। সেখানে আমাকে একটি ঘরে প্রবেশ করালো এ ঘরটি পূর্বের ঘরের চেয়ে উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ ছিল। সেখানে যুবক ও বৃদ্ধরা অবস্থান করছিল তিনি বর্ণনা করেন, আর যে ঘরে আমি প্রথমে প্রবেশ করেছিলাম, সেটি ছিল সাধারণ মুমিনদের বাসস্থান, দ্বিতীয় ঘরটি শহীদদের বাসস্থান এবং আমি হলাম জিবরাঈল আর উনি হলেন– মিকাইল (আ)। তারপর তারা আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি মাথা উঠান, আমি মাথা উঁচু করলাম, সে স্থানটি ছিল মেঘের আকৃতির মত। তখন তারা আমাকে বললেন, এটি আপনার বাসস্থান। আমি তাদেরকে বললাম, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আমার ঘরে প্রবেশ করি, তারা বললেন, আপনার এখনও কাজ বাকী আছে, যা আপনি পূর্ণ করেননি। আপনি তা পূর্ণ করার পর আপনার ঘরে প্রবেশ করবেন।

(٩) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِي صَخْرَةٍ صَمَّاءَ لَيْسَ لَهَا بَابٌ وَلَا كُوَّةٌ لَخَرَجَ عَمَلُهُ لِلنَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ.

৯. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি রাতে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোন কঠিন পাথরের ভিতরে বসে সেখানে অপরাধ করে যার কোন দরজা জানালা নেই, তাহলেও সে অপরাধ মানুষের সামনে প্রকাশিত হবে।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ مَرَّ عَلَى خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَلْيَنِ كَلِمَةٍ سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا كُلُّكُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ شَرَدَ عَلَى اللهِ شِرَادَ الْبَعِيْرِ عَلَى أَهْلِهِ.

আলী ইবন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ আমামা আল-বাহেলী (র) একদা খালিদ ইবন য়াযীদ ইব্‌ন মুয়াবীয়ার নিকট দিয়ে অতিক্রম কালে তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোমল কথা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি, জেনে রাখ, তোমাদের প্রত্যেকে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে সে ব্যতিত যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য থেকে এমনভাবে বের হয়ে যায়, সেভাবে শক্তিশালী উট তার ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

(١٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِيٌّ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنِ الشَّقِيُّ؟ قَالَ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لِلّٰهِ بِطَاعَةٍ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ مَعْصِيَةً.

১০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, অপরাধী ব্যতিত কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। তাকে বলা হলো, অপরাধী কে? তিনি বললেন, যে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের সাথে কাজ করে না এবং আল্লাহর ভয়ে নাফরমানী পরিত্যাগ করে না।

www.waytojannah.com

باب : ما جاء فى الترهيب من خصال من كبريات المعاصى مجتمعة ووعيد فاعلها۔

পরিচ্ছেদ : কবিরা গুনাহ সংক্রান্ত স্বভাব থেকে ভীতি প্রদর্শন এবং তাদের কাজের শাস্তি সম্পর্কে যা এসেছে

(١١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَزْنِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَغُلُّ حِيْنَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ حِيْنَ يَنْتَهِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَقَالَ عَطَاءٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ بَهْزٌ فَقِيْلَ لَهُ قَالَ إِنَّهُ يُنْزَعُ مِنْهُ الْإِيْمَانُ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ۔

১১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, চোর যখন চুরি করে, তখন সে মুমিন থাকে না; ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন সে মুমিন থাকে না। মদপানকারী যখন মদপান করে, তখন সে মুমিন থাকে না, গনিমতের মাল বণ্টন করার পূর্বে যে চুরি করে, সে মুমিন থাকে না। ছিনতাইকারী যখন ছিনতাই করে, তখন সে মুমিন থাকে না, আতা (রা) বলেন, যে কেউ এমন ছিনতাই করবে, সে ছিনতাইয়ের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, তখন সে মুমিন থাকবে না। বাহায বলেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এরূপ স্বভাবের কারণে তার থেকে ঈমান উঠিয়ে নেয়া হয়। যদি সে উত্তমভাবে তাওবা করে, তবে আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন, আর তখন তার কাছে ঈমান ফিরে আসে।

(١٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ۔

১২. আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কবীরা গুনাহসমূহের উল্লেখ করেন, অথবা তাঁকে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেন; আল্লাহ্র সাথে শিরক করা, মানুষ খুন করা, পিতামাতাকে কষ্ট দেয়া। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় গুনাহের সংবাদ দেব? তিনি বললেন, তাহলো– মিথ্যা কথা বলা, অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। শায়বা (র) বলেন, আমার ধারণা তিনি মিথ্যা সাক্ষীর কথা বলেছেন।

(١٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ذُكِرَ الْكَبَائِرُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ۔

১৩. 'আবদুর রহমান ইবন আবূ বাক্রা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না? এ কথাটা তিনি তিনবার বললেন। আর তাহলো আল্লাহ্র সাথে শিরক করা। বর্ণনাকারী বলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কবিরা গুনাহের উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন আল্লাহ্র সাথে শরিক করা, পিতামাতাকে কষ্ট দেয়া। তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় কথাগুলো বললেন।

www.waytojannah.com

এরপর সোজা হয়ে বসে আবার বলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। অথবা তিনি বলেন, মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া সবচেয়ে বড় গুনাহ। তিনি কথাগুলো বার বার বলছিলেন, এমন কি আমরা মনে মনে বলতে লাগলাম, যদি তিনি থামতেন!

(١٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّرْكَ بِاللهِ وَعُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِيْنَ الْغَمُوْسَ وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللهِ يَمِيْنًا صَبْرًا فَأَدْخَلَ فِيْهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوْضَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ اللهُ نُكْتَةً فِيْ قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

১৪. 'আবদুল্লাহ ইবন উনাইস আল্ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া ও মিথ্যা শপথ করা, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে জেনে শুনে দৃঢ়ভাবে মিথ্যা শপথ করে মাছির ডানার মত সামান্যতম জিনিসও গ্রহণ করেছে, তার এ মিথ্যা শপথের কারণে কিয়ামতের দিন তার অন্তরে আল্লাহ কাল দাগ সৃষ্টি করে দেবেন।

(١٥) عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ فَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ وَسَأَلُوْهُ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ وَفِرَارٌ يَوْمَ الزَّحْفِ.

১৫. আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং তার সাথে কোন কিছু শরীক না করে, সালাত কায়েম করে, ঐাকাত আদায় করে, রমযানের রোজা রাখে, কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে, তার জন্য অবশ্যই জান্নাত। তারা রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করলো, কবীরা গুনাহ কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা, কোন মুসলমানকে হত্যা করা এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা।

(١٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ فِيْ كِتَابِهِ {وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلٰهًا اٰخَرَ} إِلَى قَوْلِهِ {وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا}.

১৬. 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন, কাউকে আল্লাহ্র প্রতিদ্বন্দ্বী বা শরীক সাব্যস্ত করা; কেননা, তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তখন সে বললো, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, তুমি এ কারণে তোমার সন্তানকে হত্যা করেছো যে, সে খাদ্যে তোমার সাথে শরীক হবে। সে বললো, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা, বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে এ কথার সত্যতা ঘোষণা করে নাযিল করেন,

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلٰهًا اٰخَرَ الى قوله تعالى وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا.

যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আর যারা এ কাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।

www.waytojannah.com

(١٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَتْلُ النَّفْسِ شُعْبَةُ الشَّاكِّ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ.

১৭. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, কবিরা গুনাহ হলো, আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া অথবা শো'বা রাবীর সন্দেহ হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মানুষ হত্যা করা ও মিথ্যা শপথ করা।

(١٨) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَلَا إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا قَالَ فَمَا أَنَا بِأَشَحِّ عَلَيْهِنَّ مِنِّي إِذْ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৮. সাল্‌মা ইবন কায়স আল-আশ্‌জায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের দিন বলেন, সাবধান কবিরা গুনাহ হলো চারটি : আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শিরক করা, আল্লাহ্‌র হারাম করা কোন প্রাণকে অকারণে বধ করা, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া এবং চুরি করা। তিনি বললেন, আমি এগুলো রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শোনার পর বর্ণনা করতে কুণ্ঠাবোধ করিনি।

(١٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ الحديث.

১৯. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোয়ায় পরিণত হবে, অশ্লীল কথা বলা থেকে তোমরা সাবধান থাক, কারণ আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীলতা পছন্দ করেন না, সুতরাং তোমরা অশ্লীল কথা বলো না তোমরা কৃপণতা থেকে সাবধান থাকবে, কারণ কৃপণতার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে, তাদেরকে পাপ কাজ না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়, কিন্তু তারা পাপাচারে লিপ্ত হয়। তাদেরকে কৃপণতা না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়, অথচ তারা কৃপণতা করে; তাদেরকে অশ্লীল কাজ না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়, অথচ তারা অশ্লীল কাজ করে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! ইসলামে কোন জিনিস সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, তোমার হাত ও মুখের অনিষ্ঠ থেকে যেন অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।

باب: ما جاء في الترهيب من عقوق الوالدين.

পরিচ্ছেদ : পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার প্রতি ভয় প্রদর্শন

(٢٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَفَعَهُ سُفْيَانُ وَوَقَفَهُ مِسْعَرٌ قَالَ مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتُمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالُوا وَكَيْفَ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ. (وعنه من طريق ثان) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ قِيلَ وَمَا عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ؟ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

www.waytojannah.com

২০. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, বড় গুনাহের একটি হলো– পিতামাতাকে গালি দেয়া। সাহাবাগণ বললেন, ব্যক্তি কিভাবে তাঁর পিতামাতাকে গালি দেয়? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, একজন অন্য জনের পিতাকে গালি দেয়, আর সে প্রতিউত্তরে তার পিতাকে গালি দেয়। একজন অন্যজনের মাকে গালি দেয়, আর জবাবে দ্বিতীয় জন প্রথমজনের মাকেও গালি দেয়।

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনা, রাসূল (সা) বলেন, সবচেয়ে বড় গুনাহ, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলা হলো, পিতামাতার অবাধ্যতা কিভাবে করা হয়? তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে গালি দেয়, পরে সে ব্যক্তি তার পিতাকে গালি দেয়। আর একজন তার মাকে গালি দেয়, ফলে দ্বিতীয়জন ও প্রথম জনের মাকে গালি দেয়।

(٢١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ.

২১. ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মা, বাবাকে গালি দেয় সে অভিশপ্ত।

(٢٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلِجُ حَائِطَ الْقُدُسِ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَلَا الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَلَا الْمَنَّانُ عَطَاءَهُ.

২২. আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মদপানকারী পিতামাতার অবাধ্য সন্তান ও দান করে অনুগ্রহ প্রকাশকারী ব্যক্তি গুনাহ থেকে পবিত্র হতে পারবে না। (অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।)

(٢٣) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا مُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ.

২৩. আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, মদপানকারী ও তাকদীরে অবিশ্বাসকারী ব্যক্তি কখন ও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

(٢٤) عَنْ مُعَاذِ ابْنُ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادًا لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ قِيلَ لَهُ مَنْ أُولٰئِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ مُتَبَرِّ مِنْ وَالِدَيْهِ رَاغِبٌ عَنْهُمَا وَمُتَبَرِّ مِنْ وَلَدِهِ وَرَجُلٌ أَنْعَمَ عَلَيْهِ قَوْمٌ فَكَفَرَ نِعْمَتَهُمْ وَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ.

২৪. মু'য়ায ইবন আনাস আল জাহানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তা'আলা বলেছেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন কিছু সংখ্যক বান্দার সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের দিকে দৃষ্টি দিবেন না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! এরা কারা? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে পিতা মাতা থেকে দায়মুক্ত অর্থাৎ বিমুখ ছিল এবং যে সন্তান থেকে দায়মুক্ত ছিল, আর কোন ব্যক্তিকে তার কাওমের লোকেরা পুরস্কৃত করেছিল, কিন্তু সে তাদের পুরস্কার অস্বীকার করেছিল এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

باب: ما جاء في الترهيب من قطع صلة الرحم.

পরিচ্ছেদ : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে ভীতি প্রদর্শন

(٢٥) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِنَّ هٰذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

www.waytojannah.com

Contents

২৫. সা'য়ীদ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, অন্যায়ভাবে মুসলমানের সম্মানের উপর আঘাত করা সবচেয়ে বড় সুদ। আর আত্মীয়তার এ সম্পর্কে রাহমানের পক্ষ থেকে শাখা স্বরূপ, যে ব্যক্তি তা ছিন্ন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেন।

(٢٦) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَصَلَتْكَ رَحِمٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِي فَمَنْ يَصِلُهَا أَصِلُهُ وَمَنْ يَقْطَعُهَا أَقْطَعُهُ فَأَبَتَّهُ أَوْ قَالَ مَنْ يَبُتَّهَا أَبُتَّهُ.

২৬. ইবরাহীম ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন কারিয (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা বলেছেন, তিনি 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আউফের নিকট তার অসুস্থ অবস্থায় গমন করেন, তখন 'আবদুর রহমান তাকে বলেন, তোমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, আমি রাহমান, আমি আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকে নির্গত করে এই নাম (রাহমান থেকে রেহম) রেখেছি। যে ব্যক্তি এ সম্পর্ক বজায় রাখবে, আর যে ব্যক্তি এ সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমি তার থেকে রহমতের সম্পর্ক ছিন্ন করব, অথবা বলেন, যে ব্যক্তি তা, ছিন্ন করবে, আমি ও ছিন্ন করবো।

(٢٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوضَعُ الرَّحِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا حُجْنَةٌ كَحُجْنَةِ الْمِغْزَلِ تَكَلَّمُ بِلِسَانٍ طَلْقٍ فَتَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا وَتَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا وَقَالَ عَفَّانُ الْمِغْزَلُ وَقَالَ بِأَلْسِنَةٍ لَهَا.

২৭. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আত্মীয়তার সম্পর্ক সুতা কাটার টাকুর মত রাখা হবে। সে তার মুখ দিয়ে বিশুদ্ধ কথা বলবে, যে ব্যক্তি বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে, সে তার সাথে বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখবে। আর যে বন্ধন ছিন্ন করে, সে তার সাথে বন্ধন ছিন্ন করবে আফফান (র) বলেন, সে তার মুখ দিয়ে কথা বলবে।

(٢٨) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ الْعُقُوبَةَ لِصَاحِبِهِ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ.

২৮. আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ অধিক সমীচীন মনে করেন যে, অন্য সব অপরাধের চেয়ে বিদ্রোহী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর গুনাহের শাস্তি আখিরাতের সাথে সাথে দুনিয়াতেও অগ্রীম দেয়া হবে।

وعنه من طريق ثان قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَنْبَانِ لَا يُؤَخَّرَانِ الْبَغْيُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ.

তার দ্বিতীয় বর্ণনা, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, দু'টি গুনাহর শাস্তি প্রদান করতে আল্লাহ্ দেরী করবেন না, বিদ্রোহী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর।

(٢٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}.

www.waytojannah.com

২৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেন, তখন 'রাহেম' বা আত্মীয়তার সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেল, তারপর রাহমানের কোমর ধরে বললো, এ স্থানটি কি ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বাঁচার জন্য আপনার কাছে আশ্রয় চায়? আল্লাহ্ বলেন, তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট হবে, যে তোমাকে বজায় রাখবে, আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করব এবং যে তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে, আমি তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবো? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যদি তোমরা অটল থাকতে চাও তবে এ আয়াত পাঠ কর : এখানে তোমাদের থেকে এ অপেক্ষা আরো কিছু আশা করা যায় কি, যদি তোমরা উল্টো মুখে ফিরে যাও, তবে পৃথিবীতে আবার তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং পরস্পর একজন অপরজনের গলা কাটবে? এরাই এমন লোক, যাদের উপর আল্লাহ্ লা'নত করেছেন এবং তাদেরকে অন্ধ ও বধির করে দিয়েছেন? তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে না, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?

(٣٠) وعنه ايضا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي اٰدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيْسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ.

৩০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আদম সন্তানের আমলসমূহ প্রত্যেক জুমার রাতে আল্লাহ্র নিকট পেশ করা হয়। আর তিনি আত্মীয়তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ কারীর আমল গ্রহণ করেন না।

(٣١) وعنه ايضا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الرَّحِمُ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ تَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقُولُ يَا رَبِّ قُطِعْتُ يَا رَبِّ ظُلِمْتُ يَا رَبِّ أُسِيءَ إِلَيَّ زاد فى رواية قَالَ فَيُجِيْبُهَا الرَّبُّ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ.

৩১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, 'দয়া' মহান রাব্বুল আলামিনের রহমত থেকে উদগত। সে কিয়ামতের দিন এসে বলবে : হে আমার রব! আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে, হে আমার রব! জুলুম করা হয়েছে, হে আমার রব! কষ্ট দেয়া হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আল্লাহ তার উত্তরে বলবে : তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট হবে, সে তোমাকে বজায় রাখবে, আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করব এবং যে তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবো।

(٣٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ.

৩২. 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবেন; আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।

باب : الترهيب من ايذاء الجار والتفريط فيه.

পরিচ্ছেদ : প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া ও কঠোরতা করা থেকে সতর্ক করা

(٣٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِيَنَّ جَارَهُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ (وفى رواية) أَوْ لِيَصْمُتْ.

www.waytojannah.com

Contents

৩৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী, সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানের আদর আপ্যায়ন করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে।

(٣٤) وعنه ايضا قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

৩৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! অমুক মহিলা উল্লেখ করলো যে, সে অধিক নামায পড়ে, রোযা রাখে ও দান করে; কিন্তু সে তার প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দেয়, অর্থাৎ তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে জাহান্নামী। পুনরায় সে ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! অমুক নারী, সে রোযা, সাদাকা ও সালাত কম আদায় করে, তবে সে বকরীর দুধ সাদাকা করে এবং তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। তখন রাসূল (সা) বললেন, সে জান্নাতে যাবে।

(٣٥) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ.

৩৫. 'উক্বা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রথম দুইজন প্রতিবেশীর ঝগড়ার বিচার করা হবে। (অর্থাৎ প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা। (আহমদ, তাবারানী, সনদ উত্তম)

(٣٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّ جَارِ الْمَقَامِ فَإِنَّ جَارَ الْمُسَافِرِ إِذَا شَاءَ أَنْ يُزَايِلَ زَايَلَ.

৩৬. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা) বলেন, তোমরা বাসস্থানের নিকটবর্তী প্রতিবেশীর ক্ষতি থেকে পানাহ চাবে, আর মুসাফির প্রতিবেশী তো বদলী হতে পারে।

(٣٧) وعنه ايضا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ الْجَارُ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا بَوَائِقُهُ؟ قَالَ شَرُّهُ.

৩৭. আবু হোরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্র শপথ! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্র শপথ! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্র শপথ! সে মুমিন নয়; তারা বললো, সে কি, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)। তিনি বললেন, যে প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়। তারা বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! বাওয়ায়েক, কি? তিনি বললেন, তার ক্ষতি থেকে।

(٣٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَبْدٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

৩৮. আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ করে বলছি, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

www.waytojannah.com

(٣٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ.

৩৯. আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করলো, কিভাবে আমি জানতে পারব যে, আমি ভাল কাজ করেছি না মন্দ কাজ করেছি? নবী করিম (সা) বলেন, তোমার প্রতিবেশীরা যদি বলে, 'তুমি ভাল', তাহলে তুমি ভাল। যখন তুমি তাদেরকে বলতে শুনবে, 'তুমি খারাপ' তাহলে তুমি খারাপ।

(٤٠) عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ يُقَالُ لَهُ دَيْسَمٌ قَالَ قُلْنَا لِبَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ قَالَ وَمَا كَانَ اسْمُهُ بَشِيرًا فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِيرًا إِنَّ لَنَا جِيرَةً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَا تَشُدُّ لَنَا قَاصِيَةٌ إِلَّا ذَهَبُوا بِهَا وَإِنَّهَا تُخْفِي لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَشْيَاءُ أَفَنَأْخُذُهَا؟ قَالَ لَا.

৪০. বনূ সাদুসের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তাকে দায়সম বলা হতো। তিনি বলেন, আমরা বশীর ইবনুল খাসাসীয়াকে বললাম, তার নাম বশীর ছিল না, রাসূলুল্লাহ (সা) তার নামকরণ বশীর করেন। বনি তামীমে আমাদের কিছু প্রতিবেশী আছে, যারা আমাদের পালের কোন ছাগল তাদের নিকট গেলে, তারা তা নিয়ে নেয় তাদের কিছু সম্পদ আমাদের নিকট আসলে আমরাও কি সেটা নিয়ে নেব? তিনি বললেন, না।

باب: ما جاء في الترهيب من الرياء وهو الشرك الخفي نعوذ بالله منه.

পরিচ্ছেদ : 'রিয়া' থেকে ভয় দেখানো আর তা হলো গোপন শিরক

(٤١) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَكَى فَقِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فَذَكَرْتُهُ فَأَبْكَانِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي الشِّرْكَ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُشْرِكُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ؟ قَالَ نَعَمْ أَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا حَجَرًا وَلَا وَثَنًا وَلَكِنْ يُرَاءُونَ بِأَعْمَالِهِمْ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ أَنْ يُصْبِحَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعْرِضُ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِهِ فَيَتْرُكُ صَوْمَهُ.

৪১. উবাদা ইবন নুসায়ই (রা) থেকে বর্ণিত। একদা শাদ্দাদ ইব্ন 'আউস কাঁদছিলেন। তখন তাকে বলা হলো, তুমি কাঁদছ কেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে আমি এমন একটি শুনেছি, যার স্মরণ আমাকে কাঁদাচ্ছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি আমার উম্মতের উপর শিরক ও গোপন কামনার ভয় পাচ্ছি। তিনি বললেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আপনার পরে কি আপনার উম্মত শিরক করবে? তিনি বললেন, হাঁ, তবে তারা সূর্য, চন্দ্র, পাথর ও মূর্তির পুজা করবে না, কিন্তু তারা তাদের নেক আমলসমূহ মানুষের সামনে এমনভাবে প্রকাশ করবে, যাতে লোকেরা তাকে নেককার বলবে, আর গোপন কামনা হলো– তোমাদের কেউ রোযা রাখবে, এরপর তার কাছে কামনা, বাসনা প্রভৃতি উপস্থাপন হলে সে রোযা ত্যাগ করবে।

www.waytojannah.com

(٤٢) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا جَمَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلّٰهِ أَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ.

৪২. আবূ সা'ঈদ ইবন আবূ ফুদালা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবী ছিলেন, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন যেদিনের আগমন সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, সেদিন পূর্বাপর সকলকে একত্র করবেন, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা দিবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে গিয়ে এর মধ্যে কাউকে শরীক করবে, সে যেন এর প্রতিদান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নিকট প্রত্যাশা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা শরীকদের শিরক থেকে মুক্ত।

(٤٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ مَنْ عَمِلَ لِي عَمَلًا فَأَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ.

৪৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, আমি অংশীদারদের মধ্যে সর্বোত্তম স্বত্তা, যে ব্যক্তি আমার জন্য কোন আমল করে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকে শরীক করে, আমি তার থেকে দায়মুক্ত। সে যার সাথে শিরক করে, কাজটি তার জন্যই হবে। অর্থাৎ তার আমল বিনষ্ট হবে।

(٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ يَعْنِي ابْنَ بَهْرَامَ قَالَ قَالَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ ابْنُ غَنْمٍ لَمَّا دَخَلْنَا مَسْجِدَ الْجَابِيَةِ أَنَا وَأَبُو الدَّرْدَاءِ لَقِيْنَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَأَخَذَ يَمِيْنِي بِشِمَالِهِ وَشِمَالَ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِيَمِيْنِهِ فَخَرَجَ يَمْشِي بَيْنَنَا وَنَحْنُ نَنْتَجِي وَاللهُ أَعْلَمُ فِيْمَا نَتَنَاجَى وَذَاكَ قَوْلُهُ فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لَئِنْ طَالَ بِكُمَا عُمُرُ أَحَدِكُمَا أَوْ كِلَاكُمَا لَتُوشِكَانِ أَنْ تَرَيَا الرَّجُلَ مِنْ ثَبَجِ الْمُسْلِمِيْنَ يَعْنِي مِنْ وَسَطِ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعَادَهُ وَأَبْدَاهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ وَنَزَلَ عِنْدَ مَنَازِلِهِ أَوْ قَرَأَهُ عَلَى لِسَانِ أَخِيْهِ قِرَاءَةً عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعَادَهُ وَأَبْدَاهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ وَنَزَلَ عِنْدَ مَنَازِلِهِ لَا يَحُورُ فِيْكُمْ إِلَّا كَمَا يَحُورُ رَأْسُ الْحِمَارِ الْمَيِّتِ قَالَ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ وَعَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَجَلَسَا إِلَيْنَا فَقَالَ شَدَّادٌ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ لَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنَ الشَّهْوَةِ الْخَفِيَّةِ وَالشِّرْكِ فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ اللّٰهُمَّ غَفْرًا أَوَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَدَّثَنَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ؟ فَأَمَّا الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ فَقَدْ عَرَفْنَاهَا هِيَ شَهَوَاتُ الدُّنْيَا مِنْ نِسَائِهَا وَشَهَوَاتِهَا فَمَا هَذَا الشِّرْكُ الَّذِي تُخَوِّفُنَا بِهِ يَا شَدَّادُ؟ فَقَالَ شَدَّادٌ أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ رَأَيْتُمْ رَجُلًا يُصَلِّي لِرَجُلٍ أَوْ يَصُومُ لَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ لَهُ أَتَرَوْنَ أَنَّهُ قَدْ أَشْرَكَ؟ قَالُوا نَعَمْ وَاللهِ إِنَّهُ مَنْ صَلَّى لِرَجُلٍ أَوْ صَامَ لَهُ أَوْ تَصَدَّقَ لَهُ لَقَدْ أَشْرَكَ فَقَالَ شَدَّادٌ فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ فَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ عِنْدَ ذَلِكَ أَفَلَا يَعْمِدُ إِلَى مَا ابْتُغِيَ فِيْهِ وَجْهُهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ كُلِّهِ فَيَقْبَلَ مَا خَلَصَ لَهُ وَيَدَعَ مَا يُشْرَكُ بِهِ؟ فَقَالَ شَدَّادٌ عِنْدَ ذَلِكَ فَإِنِّي قَدْ

www.waytojannah.com

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ قَسِيمٍ لِمَنْ أَشْرَكَ بِي مَنْ أَشْرَكَ بِي شَيْئًا فَإِنَّ حَشْدَهُ عَمَلَهُ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لِشَرِيكِهِ الَّذِي أَشْرَكَهُ بِهِ وَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ.

৪৪. ইবন গানাম (রা) বলেন, আমি এবং আবূ দারদা (রা) যখন মসজিদে জাবীয়াতে প্রবেশ করলাম, তখন আমাদের সাথ 'উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর সাক্ষাত হলো। তিনি বাম হাত দিয়ে আমার ডান হাত ধরলেন এবং তার ডান হাত দিয়ে আবূ দারদার বাম হাত ধরলেন। এভাবে আমরা বের হয়ে চলতে লাগলাম এবং গোপন আলাপ করছিলাম, আল্লাহ ভাল জানেন আমরা কি সম্পর্কে আলাপ করছিলাম অর্থাৎ তারা রিয়া সম্পর্কে কথা বলছিল। তখন 'উবাদা (রা) বললেন, যদি তোমাদের কারও দীর্ঘ জীবন অথবা উভয়েই দীর্ঘ জীবন লাভ কর, তবে তোমরা মুসলমানদের মধ্যে উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন কাউকে দেখতে পাবে যে, সে রাসূল (সা)-এর যবানে কুরআন তেলাওয়াত করছে, আবার পুনরাবৃত্তি করছে এবং প্রকাশ করছে, আর হালালকে হালাল করছে এবং হারামকে হারাম করে শরীয়তের নির্দিষ্টস্থানে অবস্থান করছে। অথচ সে তোমাদের মধ্যে মৃত গাধার মাথা যেমন মূল্যহীন, সেও তেমনি মূল্যহীন বিবেচিত হবে। (রিয়ার কারণে), আমরা যখন এ অবস্থায় ছিলাম, তখন আমাদের নিকট শাদ্দাদ ইব্ন 'আউস এবং 'আউফ ইব্ন মালিক (রা) উপস্থিত হলেন। তিনি আমাদের নিকট বসলে শাদ্দাদ (রা) বললেন, হে মানুষ! আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে গোপন কামনা ও শিরক সম্পর্কে যা বলতে শুনেছি, সে সম্পর্কে যেভাবে আমি ভয় করছি, তোমাদেরকে ও সেভাবে ভয় দেখাচ্ছি! তখন 'উবাদা ইব্ন সামিত ও আবূদারদা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। আল্লাহ্র রাসূল কি আমাদেরকে বলেননি, শয়তান আরব ভূমিতে তার ইবাদত থেকে নিরাশ হয়েছেন। আর গোপন কামনা, আর সে সম্পর্কে আমরা জানি, তা হলো দুনিয়ার প্রতি আসক্তি যা নারীর প্রতিও কামনা বাসনা। কিন্তু হে শাদ্দাদ। তুমি আমাদেরকে যে শিরিক সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছ, সেটা কি! তখন শাদ্দাদ (রা) বললেন, তোমরা কি দেখ না, যদি তোমরা দেখ কোন ব্যক্তি অন্যকে প্রদর্শনের জন্য নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং সদকা করে? তোমরা কি দেখ না যে, সে শিরক করে? তারা বললো, হাঁ। আল্লাহ্র শপথ! যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদর্শনের জন্য নামায পড়ে অথবা রোযা রাখে অথবা সদকা করে, সেই শিরক করে। এরপর শাদ্দাদ (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য নামায পড়ে, সেই-ই শিরক করে; যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য রোযা রাখে, সেই-ই শিরক করে এবং যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য সদকা করে, সেই-ই শিরক করে, তখন 'আউফ ইব্ন মালিক বললেন, আল্লাহ্ কি বান্দার ঐ সমস্ত আমলের দিকে দৃষ্টি কেন, যা একনিষ্ঠভাবে তার জন্য করা হয়। আর যার সাথে অন্যকে শরিক করা হয়, সেগুলো বাদ দিতে পারেন না। তখন শাদ্দাদ (রা) বললেন, আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আমার সাথে কাউকে শরিক করে, আমি তার থেকে দায়মুক্ত। আমার সাথে যদি কেউ কোন কিছুতে শরিক করে, তার কম বেশী যাবতীয় আমল ঐ শরিকের জন্য, যার সাথে আমাকে শরিক করা হয়েছে, আমি তার মুখাপেক্ষী নই।

(٤٥) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ.

৪৫. আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি মানুষকে শুনানোর জন্য কাজ করে, আল্লাহ্ তার দোষত্রুটি মানুষের গোচরীভূত করবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করে, আল্লাহ্ মানুষকে সেটা দেখিয়ে দেবেন।

(٤٦) عَنْ أَبِي هِنْدٍ الدَّارِمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَامَ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ رَاءَى اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَمَّعَ.

www.waytojannah.com

৪৬. আবূ হিন্দ দারেমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে একথা বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানো ও শুনানোর জন্য কাজ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার সমস্ত দোষ-ত্রুটি মানুষকে দেখাবেন এবং শুনাবেন।

(٤٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ الْكِنَانِيِّ وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الرَّمْلَةِ أَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَالَ لِبَشِيرِ بْنِ عَقْرَبَةَ الْجُهَنِيِّ يَوْمَ قُتِلَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ يَا أَبَا الْيَمَانِ إِنِّي قَدِ احْتَجْتُ الْيَوْمَ إِلَى كَلَامِكَ فَقُمْ فَتَكَلَّمْ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَامَ بِخُطْبَةٍ لَا يَلْتَمِسُ بِهَا إِلَّا رِيَاءً وَسُمْعَةً أَوْقَفَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَوْقِفَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ.

৪৭. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আউফ কেনানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রামলাতে 'উমর ইব্ন 'আবদুল 'আজিজের কর্মচারী ছিলেন, তিনি 'আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানকে দেখেছিলেন, 'উমর ইব্ন সা'ঈদ ইবন 'আসকে যেদিন হত্যা করা হয়, সেদিন তিনি বশীর ইব্ন আকরাবা জুহানী (রা) কে বলেছিলেন, হে আবূল য়ামান, আমি তোমার কথার প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী তুমি দাঁড়াও এবং কথা বল। সে বললো, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি খুতবা দিতে দাঁড়ায় এবং তাতে মানুষকে দেখানো ও শুনানো ছাড়া কোন আবেদন থাকে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে এমনভাবে দাঁড় করাবেন, যাতে মানুষ তার দোষত্রুটি দেখে ও শুনে।

(٤٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ، سَمَّعَ اللهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ، وَصَغَّرَهُ وَحَقَّرَهُ". قَالَ: فَذَرَفَتْ عَيْنَا عَبْدِ اللهِ.

৪৮. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে শুনানোর জন্য কাজ করে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি নিন্দনীয়ভাবে মানুষকে শুনাবেন এবং তাকে হেয় ও অবজ্ঞা করবেন, বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে 'আবদুল্লাহর চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে।

(٤٩) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ تَفَرَّجَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلٌ الشَّامِيُّ أَيُّهَا الشَّيْخُ حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى قُتِلْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ فِيكَ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ فَقَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ هُوَ عَالِمٌ فَقَدْ قِيلَ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

www.waytojannah.com

Contents

৪৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন প্রথমে তিন ব্যক্তির বিচার করা হবে। প্রথম ব্যক্তি শহীদ, তাকে হাজির করা হবে। এরপর পার্থিব জগতে তাকে যেসব নিয়ামত দেয়া হয়েছিল, সেগুলো তাকে দেখানো হবে এবং সে তা চিনতে পারবে। তাকে বলা হবে : এসব নিয়ামত তুমি কিভাবে ব্যবহার করেছ? সে বলবে : হে আল্লাহ্! আমি তোমার পথে জিহাদ করেছি এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলবে। বরং তুমি এ জন্য যুদ্ধ করেছ যে, লোকে তোমাকে বীর উপাধি দেবে, অবশ্য তা বলা ও হয়েছে। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হবে, তাকে উঁপুড় করে মুখের উপর টেনে হেঁচড়ে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। অপর এক ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করেছিল এবং তা অন্যকে শিক্ষা দিয়েছিল, আর সে কুরআনও পাঠ করেছিল। তাকে ডেকে নিয়ে যেসব নিয়ামত তাকে দেয়া হয়েছিল, তা তাকে দেখানো হবে। সে তা চিনতে করবে। আল্লাহ্পাক বলবেন, এসব নিয়ামত তুমি কিভাবে কাজে লাগিয়েছ? সে উত্তর দিবে, আমি জ্ঞান অর্জন করেছি এবং তা অন্যকে শিক্ষা দিয়েছি। আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বললে, বরং তুমি এজন্যই জ্ঞান অর্জন করেছ যে, লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলবে। আর কুরআন এজন্যই পাঠ করেছ যে, তোমাকে কারী বলা হবে, আর তা বলা হয়েছে। এরপর তার ব্যাপারে আদেশ দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে মুখের উপর টেনে হেঁচড়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। আর এক ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন সম্পদের যথেষ্ট প্রাচুর্য দান করেছেন। তাকে দেয়া নিয়ামতসমূহ তার সামনে হাজির করা হবে এবং সে তা চিনতে পারবে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে : তুমি এ ধন-সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করেছ? সে বলবে, হে আল্লাহ! যে সব পথে খরচ করা তুমি পছন্দ কর, আমি তার প্রতিটি পথেই অর্থ-সম্পদ খরচ করেছি। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বললে, বরং তুমি এজন্যই অর্থ-সম্পদ খরচ করেছ যে, তোমাকে দানশীল বলা হবে। আর তা বলাও হয়েছে। তার সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হবে, তখন তাকে উঁপুড় করে মুখের উপর টেনে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (তিরমিযি, মুসলিম)

(٥٠) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَتَنَاوَبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَبِيْتُ عِنْدَهُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ أَوْ يَطْرُقُهُ أَمْرٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيَبْعَثُنَا فَيَكْثُرُ الْمُحْتَسِبُونَ وَأَهْلُ النُّوَبِ فَكُنَّا نَتَحَدَّثُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا هَذِهِ النَّجْوَى؟ أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنِ النَّجْوَى قَالَ قُلْنَا نَتُوبُ إِلَى اللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّمَا كُنَّا فِي ذِكْرِ الْمَسِيْحِ فَرَقًا مِنْهُ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَسِيْحِ عِنْدِي قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ لِمَكَانِ رَجُلٍ.

৫০. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা পালাক্রমে রাসূল (সা)-এর নিকট যেতাম এবং তাঁর প্রয়োজনে আমরা তাঁর নিকট অবস্থান করতাম, রাতে তাঁর কোন প্রয়োজনে তিনি আমাদেরকে পাঠাতেন। এভাবে ছাওয়াব প্রত্যাশী এবং পালাক্রমে আগত লোকদের সংখ্যা বেড়ে গেল। আর আমরা গোপনে আলাপ করছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) রাতে আমাদের নিকট বের হয়ে এসে বলেন, তোমরা, কিসের গোপন কথা বলছিলে? তোমাদেরকে কি আমি গোপন কথা বলতে নিষেধ করিনি? রাবী বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা করছি। কিন্তু আমরা মসীহ দাজ্জালের আগমনের ভয়ের কথা স্মরণ করছি। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করবো না, যা আমার মতে তোমাদের জন্য মসীহ দাজ্জালের চেয়েও ভয়ংকর। রাবী বলেন, আমরা বললাম, হাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেন, গুপ্ত শিরক, যে আমল মানুষ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য করে।

www.waytojannah.com

(٥١) عَنِ ابْنِ الْأَدْرَعِ قَالَ كُنْتُ أَحْرُسُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَخَرَجَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ قَالَ فَرَاٰنِي فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْنَا فَمَرَرْنَا عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي يَجْهَرُ بِالْقُرْاٰنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائِيًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ يُصَلِّي يَجْهَرُ بِالْقُرْاٰنِ قَالَ فَرَفَضَ يَدِي ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ لَنْ تَنَالُوا هٰذَا الْأَمْرَ بِالْمُغَالَبَةِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا أَحْرُسُهُ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَرَرْنَا عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي بِالْقُرْاٰنِ قَالَ فَقُلْتُ عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائِيًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنَّهُ أَوَّابٌ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللهِ ذُو الْبِجَادَيْنِ۔

৫১. ইবন আদরা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে পাহারা দিচ্ছিলাম। এরপর তিনি তাঁর কোন প্রয়োজনে বের হলেন এবং আমাকে দেখে আমার হাত চেপে ধরলেন। তখন আমরা সামনে চললাম, তখন উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করে নামায পড়া অবস্থায় এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। নবী করিম (সা) বললেন, সম্ভবত: লোকটি মানুষকে দেখানোর জন্য তা করছে, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! সে তো নামাযে উচ্চস্বরে কুরআন পড়ছে (অর্থাৎ সে নেক লোক) আমার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) আমার হাত ছেড়ে দিলেন, তারপর বললেন, তোমরা এ কাজের পুরস্কার ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্ট অর্জন করতে পারবে না। তিনি বলেন,' এরপর তিনি অন্য এক রাতে বের হন। এ সময় আমি তাকে পাহারা দিচ্ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন। এ সময় এক ব্যক্তি নামাযে কুরআন পড়ছিল, আমরা তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। আমি বললাম, সম্ভবত: লোকটি মানুষকে দেখানোর জন্য উচ্চস্বরে কুরআন পড়ছে, তখন নবী করিম (সা) বললেন, কখন ও নয়, সে তাওবা ও ইখলাছের সাথে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। তিনি বলেন, আমি তাকিয়ে দেখলাম, সে 'আবদুল্লাহ 'যুল্‌বিজাদাইন'।

باب: ما جاء فى الترهيب من الكبر والخيلاء۔

পরিচ্ছেদ : গর্ব ও অহংকার বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন প্রসঙ্গ

(٥٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَيُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي غَسِيلًا وَرَأْسِي دَهِينًا وَشِرَاكُ نَعْلِي جَدِيدًا وَذَكَرَ أَشْيَاءَ حَتَّى ذَكَرَ عِلَاقَةَ سَوْطِهِ أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ لَا ذَاكَ الْجَمَالُ إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلٰكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَازْدَرَى النَّاسَ۔

৫২. 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যার অন্তরে শস্য পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে দোযখে প্রবেশ করবে না। আর যার অন্তরে শস্য পরিমাণ অংহকার থাকবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)!। আমার কাছে এটা খুবই পছন্দনীয় যে, আমার পোশাক পরিচ্ছদ-পরিস্কার হোক, আমার চুল তেলযুক্ত হোক, আমার জুতা নতুন হোক, এভাবে তিনি বেশ কিছু জিনিসের উল্লেখ করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তার চাবুকের কথাও বললেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! এসব কি অংহকারের মধ্যে পড়বে? রাসূল (সা) বললেন, না। এসব সৌন্দর্য। আল্লাহ্ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। কিন্তু অহংকার হলো সত্যকে গুরুত্বহীন মনে করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।

www.waytojannah.com

(٥٣) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ تَحِلُّ لَهُ الْجَنَّةُ أَنْ يَرِيحَ رِيحَهَا وَلَا يَرَاهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو رَيْحَانَةَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَأُحِبُّ الْجَمَالَ وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

৫৩. 'উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে, আর মৃত্যুর সময় তার অন্তরে শস্য পরিমাণ অহংকার থাকবে। তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধি হালাল হবে না এবং সে তা দেখবেও না। তখন কুরায়শ গোত্রের রায়হানা নামে এক ব্যক্তি বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমি সৌন্দর্যকে পছন্দ করি। এরপর সে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা)-এর অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করে।

(٥٤) عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ الْجَنَّةَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَجَمَّلَ بِحِبَالِ سَوْطِي وَشِسْعِ نَعْلِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكِبْرِ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ إِنَّمَا الْكِبْرُ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ بِعَيْنَيْهِ يَعْنِي بِالْحَبَلَانِ سَيْرَ السَّوْطِ وَشِسْعَ النَّعْلِ

৫৪. আবূ রায়হানা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, অহংকারের কোন জিনিসই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তখন আবূ রায়হানা বলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি আমার চাবুকের রশি ও জুতার ফিতা সুন্দর রাখতে পছন্দ করি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এ কাজ অহংকার নয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সুন্দর, তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। আর অহংকার হলো, সত্যকে অবজ্ঞা করা এবং মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা।

(٥٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ نُوحًا لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِابْنِهِ إِنِّي قَاصٌّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ آمُرُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فذكر فضلها وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فذكر فضلها ثُمَّ قَالَ وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ قَالَ قُلْتُ أَوْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الشِّرْكُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الْكِبْرُ؟ قَالَ الْكِبْرُ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا نَعْلَانِ حَسَنَتَانِ لَهُمَا شِرَاكَانِ حَسَنَانِ قَالَ لَا قَالَ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا؟ قَالَ لَا قَالَ الْكِبْرُ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا؟ قَالَ لَا قَالَ أَفَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا أَصْحَابٌ يَجْلِسُونَ إِلَيْهِ؟ قَالَ لَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا الْكِبْرُ؟ قَالَ سَفَهُ الْحَقِّ وَغَمْصُ النَّاسِ.

৫৫. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ্‌র নবী নূহ (আ) যখন মৃত্যু শয্যায়, তখন তিনি তার ছেলেকে বলেন, আমি তোমাকে ওসীয়ত করব। আমি তোমাকে দুটি কাজের আদেশ দিচ্ছি এবং দুটি জিনিস বর্জন করার নির্দেশ দিচ্ছি। তোমাকে "লা ইলাহা ইল্লাহ" বলার নির্দেশ দিচ্ছি। এরপর তিনি এর ফযিলত বর্ণনা করেন এবং "সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহী" এর ও ফযিলত বর্ণনা করেন। এরপর বলেন, আমি তোমাকে শিরক ও অহংকার থেকে মুক্ত থাকার নির্দেশ দিচ্ছি। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। শিরক তো বুঝতে পারলাম, কিন্তু অহংকার কি? আমাদের কারও দুটি সুন্দর জুতা হবে, সেগুলোর ফিতা সুন্দর হোক, এটা কি অহংকার হবে? তিনি বললেন, না। আমাদের কারও জুব্বা থাকবে এবং তা পরিধান করবে, তাও কি অহংকার হবে? তিনি বললেন, না। তিনি বলেন, আমাদের কারও ভারবাহী পশু থাকে আর সে যদি তাতে আরোহণ করে,

www.waytojannah.com

তাও কি অহংকার হবে? তিনি বললেন, না। আমাদের কোন সাথী যদি তার কাছে বসে ও কি অহংকার হবে? তিনি বললেন, না। তখন বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! তাহলে অহংকার কি? রাসূল (সা) বললেন, সত্যকে অবজ্ঞা করা ও মানুষকে হেয় মনে করা অহংকারের মধ্যে গণ্য।

(٥٦) عَنْ اَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ الْتَقَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو (يعنى ابن العاص) وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ يَبْكِى فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا يُبْكِيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ قَالَ الَّذِى حَدَّثَنِى هٰذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِنْسَانٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ (ومن طريق ثان) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ الْتَقَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى عَلَى الْمَرْوَةِ فَتَحَدَّثَا ثُمَّ مَضَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو وَبَقِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَبْكِى فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا يُبْكِيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ قَالَ هٰذَا يَعْنِى عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ أَكَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ.

৫৬. আবূ হায়্যান (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার 'আমর ইবনুল 'আস ও 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমরের মাঝে সাক্ষাৎ হলে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর কান্নারত অবস্থায় এগিয়ে আসলেন। তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলো, হে 'আবদুর রহমান! তোমাকে কিসে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, যে হাদীস আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে, যা আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যে মানুষের অন্তরে শস্য পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তার দ্বিতীয় বর্ণনায় আবূ সালমা ইব্‌ন 'আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর ও 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইবনুল 'আসের সাথে মারওয়ায় দেখা হয়, উভয়ই হাদীস বর্ণনা করলেন। এরপর 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) স্থান ত্যাগ করলেন, আর 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে বললো, হে 'আবদুর রহমান! তোমাকে কে কাঁদাচ্ছে? তিনি এ ব্যক্তি অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) সম্পর্কে ধারণা, সে রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছে, যার অন্তরে শস্য পরিমাণ অহংকার থাকবে, আল্লাহ তাকে উঁপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

(٥٧) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ كُنْتُ لَا أُحْجِبُ عَنِ النَّجْوَى وَلَا عَنْ كَذَا وَلَا عَنْ كَذَا قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَنَسِيَ وَاحِدَةً وَنَسِيْتُ أَنَا وَاحِدَةً قَالَ فَأَتَيْتُهُ وَعِنْدَهُ مَالِكُ بْنُ مُرَارَةَ الرَّهَاوِيُّ فَأَدْرَكْتُ مِنْ اٰخِرِ حَدِيْثِهِ وَهُوَ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ قُسِمَ لِي مِنَ الْجِمَالِ مَا تَرَى فَمَا أُحِبُّ أَنَّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ فَضَلَنِي بِشِرَاكَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا أَفَلَيْسَ ذٰلِكَ هُوَ الْبَغْيُ؟ قَالَ لَا لَيْسَ ذٰلِكَ بِالْبَغْيِ وَلٰكِنَّ الْبَغْيَ مَنْ بَطِرَ قَالَ أَوْ قَالَ سَفِهَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ.

৫৭. হুমায়দ ইবন 'আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন মাস'উদ (রা) বলেছেন, আমি রাসূলের অমুক অমুক গোপন কথা লুকিয়ে রাখতাম না। ইবন আউফ বলেন তিনি একটি কথা ভুলে যান এবং আমিও একটি ভুলে যাই। ইবন মাস'উদ (রা) বলেন, এরপর আমি রাসূল (সা)-এর নিকট আসলাম, তখন সেখানে মালিক ইব্‌ন মুরারা বাহারী (রা) উপস্থিত ছিলেন। সে সময় আমি তার শেষ হাদীসটি পেলাম, সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আপনি আমার জন্য সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন। আমাদের মাঝে কেউ জুতার ফিতাকে অধিক পছন্দ করে, এ ব্যাপারে আপনার মত কি? এটা কি

www.waytojannah.com

বাড়াবাড়ি ও অন্যায় হবে না? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না, এটা অন্যায় হবে না। কিন্তু অন্যায় হবে অহংকারী হলে। তিনি বলেন, আর তা হলো সত্যকে অবজ্ঞা করা ও মানুষকে হেয় জ্ঞান করা।

(٥٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ أَوِ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

৫৮. ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে নিজেকে মর্যাদাবান মনে করে, অথবা তার চালচলনে অহংকার প্রকাশ পায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার উপর রাগান্বিত হবেন।

(٥٩) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَالْجَعْظَرِيُّ وَالْعُتُلُّ الزَّنِيمُ.

৫৯. 'আবদুর রহমান ইবন গানাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, অর্থ সম্পদ জমাকারী ব্যক্তি অসৎ চরিত্রবান লোক, কৃপণ এবং জারজ সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(٦٠) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ النَّاسِ يَعْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الصَّغَارِ حَتَّى يَدْخُلُوا سِجْنًا فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ بُولَسُ فَتَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ.

৬০. 'আমর ইবন শুআয়ব (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে ক্ষুদ্র পিঁপড়ার ন্যায় মানুষের আকৃতিতে একত্র করা হবে। আর চতুর্দিক থেকে তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনা ছেয়ে ফেলবে, আর তাদেরকে জাহান্নামের 'বুলাস' নামক একটি জেলখানার দিকে টেনে নেয়া হবে। আগুন তাদেরকে গ্রাস করবে এবং দোযখীদের গলিত রক্ত ও পুঁজ তাদেরকে পান করানো হবে।

(٦١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ إِذْ أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ الْأَرْضَ فَأَخَذَتْهُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا أَوْ يَتَجَرْجَرُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

৬১. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি মূল্যবান পোশাক পরে গর্ব করে চলছিল, তখন আল্লাহ তাকে গ্রাস করার জন্য যমীনকে আদেশ দিলে যমীন তাকে কিয়ামত পর্যন্ত গ্রাস করতে থাকবে।

(٦٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

৬২. আবূ হুরায়রা (রা) নবী করিম (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

باب: ما جاء في الترهيب من التفاخر بالاباء وغير ذلك.

পরিচ্ছেদ : পূর্বপুরুষদের ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে গর্ব করা থেকে ভীতি প্রদর্শন করা সম্পর্কে যা এসেছে

(٦٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَفْتَخِرُوا بِآبَائِكُمِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَا يُدَهْدِهُ الْجُعَلُ بِمَنْخَرَيْهِ خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

www.waytojannah.com

৬৩. ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন, জাহেলিয়াতের যুগে মৃত তোমাদের পূর্ব পুরুষদের নিয়ে গর্ব করো না, যার হাতে আমার প্রাণ! তাঁর শপথ করে বলছি : তোমাদের যে সব পূর্ব পুরুষ জাহেলি যুগে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের চেয়ে ময়লা এবং গোবরে পোকা উত্তম।

(٦٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتِنَ وَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ بَنُو اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ (وعنه عن طريق ثان) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعَنَّ النَّاسُ فَخْرَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَبْغَضَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْخَنَافِسِ.

৬৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা তোমাদের কাওমের লোকদের নিয়ে গর্ব করা ছেড়ে দাও। কেননা, তারা জাহান্নামের কয়লা অথবা তারা আল্লাহ্‌র নিকট গোবরে পোকার চেয়েও নিকৃষ্ট, যারা নাক দিয়ে দুর্গন্ধ ছড়ায়। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব পুরুষদের নিয়ে গর্ব করার মূর্খতা তোমাদের থেকে দুর করে দিয়েছেন। মুমিন হলো– খোদাভীরু, আর পাপাচারী হলো– অপরাধী। মানুষ আদমের সন্তান, আর আদম মাটি থেকে তৈরী।

তার দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মানুষ অবশ্যই জাহিলী যুগের গর্ব-অহংকার ত্যাগ করবে, নয়তো আল্লাহ্‌র নিকট গবরে পোকার চেয়েও ঘৃণিত বলে বিবেচিত হবে।

(٦٥) عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى أَبَلَّغْتُ قَالُوا بَلَّغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৬৫. আবূ নাদরা (রা) থেকে বর্ণিত। আইয়্যামে তাশরীক অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের বার তারিখে যে ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর খুতবা শুনেছেন, তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হে মানুষ সাবধান তোমাদের রব এক এবং তোমাদের পিতা একজন। সাবধান, আরবদের উপর অনারবদের কোন মর্যাদা নেই, এবং অনারবদের উপর আরবদের কোন মর্যাদা নেই। সাদার উপর কালোর ও কালোর উপর সাদার কোন মর্যাদা নেই, একমাত্র তাকওয়া ব্যতিত। আমি কি আল্লাহ্‌র বাণী পৌছাতে পেরেছি? তারা বললেন, হা, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা), আপনি পৌছিয়েছেন।

(٦٦) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ انْتَسَبَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى عَهْدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ مُشْرِكٌ فَانْتَسَبَ الْمُشْرِكُ فَقَالَ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ حَتَّى بَلَغَ تِسْعَةَ اٰبَاءٍ ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِهِ انْتَسِبْ لَا أُمَّ لَكَ قَالَ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ فَنَادَى مُوسَى النَّاسَ فَجَمَعَهُمْ ثُمَّ قَالَ قَدْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا أَمَّا الَّذِي انْتَسَبَ إِلَى تِسْعَةِ اٰبَاءٍ فَأَنْتَ فَوْقَهُمُ الْعَاشِرُ فِي النَّارِ وَأَمَّا الَّذِي انْتَسَبَ إِلَى أَبَوَيْهِ فَأَنْتَ امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ.

৬৬. মু'য়ায ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। বনি ইসরাঈলের দু'ব্যক্তি মূসা (আ)-এর যুগে বংশের দাবী করেছিল, তাদের একজন ছিলেন মুসলিম ও অন্যজন ছিলেন মুশরিক, মুশরিক ব্যক্তি বংশের দাবী করে বললো, আমি অমুকের সন্তান অমুক, এভাবে সে তার নবম পূর্ব পুরুষ পর্যন্ত পৌছলো, এরপর সে

www.waytojannah.com

মুসলিম ব্যক্তিকে বললো, তুমি তোমার বংশের দাবী কর, তোমার তো মা নেই, তখন সে বললো, আমি অমুকের সন্তান অমুক এবং আমি পিছনে ছেড়ে আসা বংশ পরিচয় থেকে দায়মুক্ত। তারপর মূসা (আ) লোকদেরকে ডাকলেন, তারা একত্রিত হলে তিনি বললেন, তোমাদের ব্যাপারে ফয়সালা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি পূর্ব পুরুষদের নবম পর্যন্ত দাবী করেছে, তুমি তাদের উপরে দশম ব্যক্তি হিসাবে দোযখে যাবে; আর সে ব্যক্তি পিতামাতার সাথে বংশের দাবী করেছে, সে ইসলামী দলের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(٦٧) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مُعَاذٍ.

৬৭. উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে দু'ব্যক্তি বংশের দাবী করছিল। তাদের একজন বললো, আমি অমুকের পুত্র অমুক, আর তুমি কে, তোমার তো মা নেই! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, মূসা (আ)-এর যুগে দুই ব্যক্তি বংশের দাবী করেছিল। তিনি মা'য়াযের অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেন।

(٦٨) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ افْتَخَرَ أَهْلُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي أَهْلِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يَرْعَى غَنَمًا عَلَى أَهْلِهِ وَبُعِثْتُ أَنَا وَأَنَا أَرْعَى غَنَمًا لِأَهْلِي بِجِيَادٍ.

৬৮. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর নিকট উট ও বকরীর মালিকেরা গর্ব করেছিল। তখন নবী করিম (সা) বলেন, গর্ব ও অহংকার উটের মালিকদের মাঝে দেখা যায়, এবং প্রশান্তি ও সম্মান বকরীর মালিকদের মধ্যে দেখা যায়, তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মূসা (আ)-কে পাঠানো হয়েছিল, তিনি তার পরিবারের বকরীর চরাতেন; আর আমাকে পাঠানো হয়েছে, আমি আমার পরিবারের বকরী মক্কার 'জিয়াদ' নামকস্থানে চড়াই।

(٦٩) عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ انْظُرْ فَإِنَّكَ لَيْسَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى.

৬৯. আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) তাকে বললেন, দেখ সাদা ও কালোর মাঝে কোন কল্যাণ নেই। বরং মর্যাদা হলো খোদাভীতির মাঝে।

(٧٠) عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَجُلًا اعْتَزَى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعَضَّهُ وَلَمْ يُكَنِّهِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِلْقَوْمِ إِنِّي قَدْ أَرَى الَّذِي فِي أَنْفُسِكُمْ إِنِّي لَمْ أَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ أَقُولَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا إِذَا سَمِعْتُمْ مَنْ يَعْتَزِي بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ وَلَا تَكْنُوا.

৭০. উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জাহেলী যুগের বংশ নিয়ে অহংকার শুরু করে। তখন তাকে বলা হলো, তুমি তোমার পিতার প্রকাশ্য নাম নিয়ে ডাক, উপনাম নিয়ে ডেকো না। তখন মানুষ তার দিকে দৃষ্টি দিলো। (অর্থাৎ খারাপ দৃষ্টিতে তাকালো।)

www.waytojannah.com

সে গোত্রের লোকদের উদ্দেশ্য বললো, আমি জানি তোমাদের অন্তরে কি আছে, (অর্থাৎ তোমরা আমার এ কাজ পছন্দ করবে না।) কিন্তু আমি একথা ছাড়া অন্য কিছু বলতে সামর্থ্য নই। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন, তোমরা যখন শুনবে কোন ব্যক্তি জাহেলী যুগের মত বংশ নিয়ে অহংকার করে, তখন তোমরা কঠোরভাবে তাকে এ কাজ থেকে বারণ করবে।

(٧١) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَجُلًا اعْتَزَى فَأَعَضَّهُ أُبَيٌّ بِهَنِ أَبِيهِ فَقَالُوا مَا كُنْتَ فَحَّاشًا قَالَ إِنَّا أُمِرْنَا بِذٰلِكَ.

৭১. উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জাহেলিয়াতের মত বংশের অহংকার করে, তখন তাকে বলা হলো, তুমি বংশের প্রকাশ্য নাম বল, উপনাম ব্যবহার করো না। তারা বললো, আমরা তোমাকে নির্লজ্জ মনে করছি না তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) এভাবে বলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

(٧٢) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِسِبَابٍ عَلَى أَحَدٍ وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وَلَدُ اٰدَمَ طَفُّ الصَّاعِ لَمْ تَمْلَئُوهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالدِّيْنِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَخِيْلًا جَبَانًا.

৭২. 'উকবা ইবন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমাদের বংশের কৌলিন্য কারও কারও জন্য গালির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; অথচ তোমরা সকলে আদমের সন্তান। একটি ওজন করা পাল্লার মত যা ভর্তি হওয়ার নিকটবর্তী অর্থাৎ তোমরা পরস্পরের নিকটবর্তী কেউ পরিপূর্ণ নও। নেক আমল ও দ্বীন ছাড়া কোন ব্যক্তির উপর অন্য ব্যক্তির মর্যাদা নেই। কোন ব্যক্তি খারাপ হওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট যে, সে নির্লজ্জ, হীনমনা, কৃপণ ও কাপুরুষ হবে।

(٧٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اجْتَمَعَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ فَذَكَرُوا الْجُدُودَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ سَكَتُّمْ أَخْبَرْتُكُمْ جَدُّ بَنِي عَامِرٍ جَمَلٌ أَحْمَرُ أَوْ اٰدَمُ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي رَوْضَةٍ وَغَطَفَانُ أَكَمَةٌ خِشَاءُ تَنْفِي النَّاسَ عَنْهَا قَالَ فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَأَيْنَ جَدُّ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ لَوْ سَكَتَ.

৭৩. 'আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উমায়না ইব্ন বদর আকরা ইব্ন হাবিস ও আলকামা ইব্ন উলাযা রাসূল (সা)-এর নিকট একত্রিত হয় এবং তারা পূর্বপুরুষদের নিয়ে বংশের গৌরব করছিল। তখন নবী করিম (সা) বললেন, তোমরা যদি চাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে জানাতে পারি যে, বনি আমরের পূর্বপুরুষরা যেন লাল অথবা মেটে রংয়ের উট যারা গাছের এক পাশ থেকে খায়। বর্ণনাকারী বলেন, সে ধারণা করে যে, রাসূল (সা) বলেছেন, কোন বাগানে খায়। আর গাতফানরা হলো অসমতল টিলার মত। যেখান থেকে মানুষ পালিয়ে বেড়ায়। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আকরা ইব্ন হাবিস (রা) বলেন, তাহলে বনি তামীমের পূর্বপুরুষগণ কোথায়? তখন রাসূল (সা) বলেন, যদি লোকটি চুপ থাকতো, তবে ভাল হতো।

باب: ما جاء فى الترهيب من النفاق وذكر المنافقين وخصالهم وذى الوجهين.

পরিচ্ছেদ : নিফাকী ও মুনাফিকী এবং দ্বিমুখী নীতির প্রতি ভীতি প্রদর্শন

(٧٤) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَقِيَ نَاسًا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هٰؤُلَاءِ؟ قَالُوا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الْأَمِيْرِ مَرْوَانَ قَالَ وَكُلُّ حَقٍّ رَأَيْتُمُوهُ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأَعَنْتُمْ عَلَيْهِ وَكُلُّ

www.waytojannah.com

مُنْكَرٍ رَأَيْتُمُوهُ أَنْكَرْتُمُوهُ وَرَدَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ قَالُوا لَا وَاللهِ بَلْ يَقُولُ مَا يُنْكَرُ فَنَقُولُ قَدْ أَصَبْتَ أَصْلَحَكَ اللهُ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قُلْنَا قَاتَلَهُ اللهُ مَا أَظْلَمَهُ وَأَفْجَرَهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ كُنَّا بِعَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا لِمَنْ كَانَ هَكَذَا.

৭৪. মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ থেকে (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা)-এর সাথে কিছু লোকের সাক্ষাৎ হয়। তখন তারা মারওয়ানের নিকট থেকে বের হয়। সে বললো, তোমরা কোথা থেকে এসেছ? তারা বলে, মারওয়ানের কাছ থেকে বের হয়েছি, তিনি বলেন, তোমরা যেটা সত্য মনে কর, তাকে কি তা বলেছ এবং তার সহযোগিতা করেছ? আর যে কাজ অন্যায় মনে করেছ, তা থেকে কি নিষেধ এবং প্রতিবাদ করেছ? তারা বললো, আল্লাহ্‌র শপথ, না! বরং সে অন্যায় কথা বললে আমরা বলি, আপনি ঠিক কাজ করেছেন, (আল্লাহ তোমাকে সংশোধন করুন) এরপর আমরা যখন তার নিকট থেকে বের হলাম, তখন বললাম, আল্লাহ্ তাকে হত্যা করুন, সে কত বড় জালিম ও অপরাধী। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা রাসূল (সা)-এর যুগে এ ধরনের কাজকে নিফাকী কাজ হিসাবে গণ্য করতাম।

(٧٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً لَا تَدْرِي أَهَذِهِ تَتْبَعُ أَمْ هَذِهِ.

৭৫. ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মুনাফিকের উদাহরণ দুইটি বকরীর মাঝে দ্বিধাগ্রস্থ বকরীর ন্যায়। একবার এদিকে ঘুরে বেড়ায়, আবার ঐ দিকে ঘুরে বেড়ায়, সে জানে না– এটির অনুসরণ করবে, না ওটির।

(٧٦) عَنِ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ بِمَكَّةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مَعَهُ فَقَالَ أَبِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثَلَ الْمُنَافِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالشَّاةِ بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ مِنَ الْغَنَمِ إِنْ أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحَتْهَا وَإِنْ أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحَتْهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ كَذَبْتَ فَأَثْنَى الْقَوْمُ عَلَى أَبِي خَيْرًا أَوْ مَعْرُوفًا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا أَظُنُّ صَاحِبَكُمْ إِلَّا كَمَا تَقُولُونَ وَلَكِنِّي شَاهِدٌ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ كَالشَّاةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ فَقَالَ هُوَ سَوَاءٌ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُهُ.

৭৬. ইবন উবায়দ (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি একদিন মক্কায় বসা ছিলেন। এ সময় আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর তার সাথে ছিলেন। আমার পিতা বললো রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মুনাফিকের উদাহরণ হবে ঐ বকরীর মত, যে বকরীর দুটি বিশ্রামাগারের মাঝখানে অবস্থান করবে, যখন এ পাল আসবে। তারা তাকে শিং দিয়ে গুতা মারবে, আর যখন অন্য পাল আসবে, তারা তাকে শিং দিয়ে গুতা মারবে। তখন ইব্ন 'উমর (রা) তাকে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছো। কাওমের লোকদের কাছে আমার পিতা ভাল ও পরিচিত ব্যক্তি। ইব্ন 'উমর (রা) বলবেন, তোমরা যা ধারণা করছ তোমাদের সাথীর ব্যাপারে, আমারও একই ধারণা, কিন্তু আমি রাসূল (সা)-এর বলার সময় উপস্থিত ছিলাম, তিনি তখন বলেছিলেন, দুইটি বকরীর মাঝে বকরীর সাদৃশ্য। তিনি বললেন, উভয়ের অর্থ একই। এভাবে আমি ও তার নিকট থেকে শুনেছি।

(٧٧) وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصِيرُ بِهَا مُنَافِقًا وَإِنِّي لَأَسْمَعُهَا مِنْ أَحَدِكُمُ الْيَوْمَ فِي الْمَجْلِسِ عَشْرَ مَرَّاتٍ.

www.waytojannah.com

৭৭. হুযায়ফা ইবন য়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা)-এর **যুগে কেউ** এ ধরনের শব্দ বললে তাকে মুনাফিক হিসাবে সাব্যস্ত করা হতো, অথচ আমি আজ তোমাদের **কাউকে একই** বৈঠকে এ কথা দশবার বলতে শুনেছি।

(٧٨) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فِيكُمْ مُنَافِقِينَ فَمَنْ سَمَّيْتُ فَلْيَقُمْ ثُمَّ قَالَ قُمْ يَا فُلَانُ قُمْ يَا فُلَانُ قُمْ يَا فُلَانُ حَتَّى سَمَّى سِتَّةً وَثَلَاثِينَ رَجُلًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ فِيكُمْ أَوْ مِنْكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ قَالَ فَمَرَّ عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ مِمَّنْ سَمَّى مُقَنَّعٍ قَدْ كَانَ يَعْرِفُهُ قَالَ مَا لَكَ؟ قَالَ فَحَدَّثَهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بُعْدًا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ.

৭৮. আবু মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের উদ্দেশ্য খুতবা দিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর বললেন, তোমাদের মাঝে মুনাফিক রয়েছে। সুতরাং আমি যার যার নাম উচ্চারণ করবো, সে যেন দাঁড়ায়। তারপর বললেন, হে অমুক, দাঁড়াও; হে অমুক, দাঁড়াও, হে অমুক, দাঁড়াও; এভাবে তিনি ছত্রিশ জনের নাম বললেন! তারপর বললেন, তোমাদের মাঝে অথবা তোমাদের মধ্যে মুনাফিক রয়েছে। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। বর্ণনাকারী বলেন, সে সময় 'উমর (রা) এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যার নাম ছিল 'মুকান্না', তিনি তাকে জানতেন। তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে? তখন রাসূল (সা) যা বলেন, সে কথা তাকে বললে 'উমর (রা) বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, তুমি দুরে থাক।

(٧٩) عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدَنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدَكُمْ فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ.

৭৯. বুরায়দা আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র নবী (সা) বলেন, তোমরা মুনাফিকদেরকে আমাদের নেতা বলো না, সে যদি তোমাদের নেতা হয়, তাহলে তোমরা তোমাদের রবকে ক্রুদ্ধ করবে।

(٨٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْمُنَافِقِينَ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا تَحِيَّتُهُمْ لَعْنَةٌ وَطَعَامُهُمْ نُهْبَةٌ وَغَنِيمَتُهُمْ غُلُولٌ وَلَا يَقْرَبُونَ الْمَسَاجِدَ إِلَّا هَجْرًا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا دَبْرًا مُسْتَكْبِرِينَ لَا يَأْلَفُونَ وَلَا يُؤْلَفُونَ خُشُبٌ بِاللَّيْلِ صُخُبٌ بِالنَّهَارِ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً سُخُبٌ بِالنَّهَارِ.

৮০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, মুনাফিকদের অনেকগুলো **আলামত** আছে। সেগুলো দেখে তাদেরকে চেনা যায়। তাদের সালাম অভিশাপ, তাদের খাদ্য লুটের **মাল, তাদের** গনিমত চুরির মাল। তারা মসজিদসমূহে খারাপ কথা বলার জন্য এর নিকটবর্তী হয়, **নামাযের সময় শেষ** হলে তারা নামাযে আসে। তারা অহংকার করে, কারও সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে না **এবং তাদের সাথেও** কেউ বন্ধুত্ব স্থাপন করে না। তারা পরিত্যক্ত কাঠের মত রাতে ঘুমিয়ে থাকে **এবং দিনের বেলা তারা** ঝগড়া বিবাদ করে বেড়ায়।

(٨١) وعنه ايضا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

www.waytojannah.com

৮১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি : (১) কথা বললে মিথ্যা বলে (২) ওয়াদা করল তা ভংগ করে এবং (৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে সে তার খিয়ানত করে।

(٨٢) وعنه ايضا يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِى يَأْتِى هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ-

৮২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন দ্বিমুখী চরিত্রের লোকেরা আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্ট লোক হিসাবে গণ্য হবে; আর সে হলো– যে ব্যক্তি এর কথা ওর কানে এবং ওর কথা এর কানে দিয়ে থাকে। (বুখারী, তিরিমিযী)

وعنه من طريق ثان قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُ شَرَّ النَّاسِ وَقَالَ يَعْلَى تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ الَّذِى يَأْتِى هَؤُلَاءِ بِحَدِيْثٍ هَؤُلَاءِ-

তার দ্বিতীয় বর্ণনায়, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তুমি নিকৃষ্ট লোক দেখতে পাবে। আবু ইয়ালী বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্ট মানুষ হিসেবে দেখতে পাবে দ্বিমুখী চরিত্রের লোককে। ইব্‌ন নাসির (একজন বর্ণনাকারী) বলেন, সে হলো যে ব্যক্তি এর কথা ওর কানে এবং ওর কথা এর কানে দিয়ে থাকে।

وعنه ايضا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِى لِذِى الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا-

তিনি পুনরায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, দ্বিমুখী চরিত্রের লোক কখন ও আমানতদার হওয়ার উপযুক্ত নয়।

(٨٣) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا أَجْرٌ بِمَكَّةَ؟ قَالَ لَتَأْتِيَنَّكُمْ أُجُورُكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فِى جُحْرِ ثَعْلَبٍ قَالَ فَأَصْغَى إِلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِهِ فَقَالَ إِنَّ فِى أَصْحَابِى مُنَافِقِيْنَ-

৮৩. জুবায়র ইবন মুত'ঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! মুনাফিকদের ধারণা, মক্কাতে আমাদের জন্য কোন কাজের পুরস্কার নেই। তিনি বলেন, তোমরা যদি শৃগালের গর্তেও অবস্থান কর, তাহলেও তোমাদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেন, রাসূল (সা) এ সময় তাঁর মাথা আমার দিকে নুইয়ে দিয়ে বলেন, এসব মুনাফিকদের ধারণা মাত্র।

(٨٤) عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ إِنِّى لَجَالِسٌ تَحْتَ مِنْبَرِ عُمَرَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ فِى خُطْبَتِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ (وفى لفظ على أمتى) كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيْمِ اللِّسَانِ-

৮৪. আবূ 'উছমান আন-নাহ্‌দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি 'উমর (রা)-এর মিম্বরের পাশে বসা ছিলাম। তিনি তখন মানুষের উদ্দেশ্য ভাষণ দিচ্ছিলেন, তিনি তার ভাষণে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি এ উম্মতের উপর যে বিষয় ভয় পাচ্ছি, তা হলো– প্রত্যেক মুনাফিক মুখে অনেক কিছু বলবে, কিন্তু তার অন্তর ও কাজে সে তা পালন করবে না।

www.waytojannah.com

باب: ما جاء فى الترهيب من الغدر ونقض العهد وعدم الوفاء به۔

পরিচ্ছেদ : বিশ্বাসঘাতকতা, চুক্তিভংগ করা এবং ওয়াদা পূর্ণ না করার প্রতি ভীতি প্রদর্শন

(٨٥) عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ۔

৮৫. আবূ ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম সে বলেছেন, প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন একটি করে পতাকা স্থাপন করা হবে। ইব্ন জা'ফর (রা) বলেন, বলা হবে এটি অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা।

(٨٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغَادِرُ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ۔

৮৬. ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ওয়াদা ভংগকারী বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি পতাকা থাকবে এবং বলা হবে : এটি অমুকের ছেলে অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা।

(٨٧) وعنه ايضا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَقُولُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا غَدْرَةَ أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةِ إِمَامِ عَامَّةٍ۔

৮৭. ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে 'আয়েশা (রা)-এর হুজরায় অবস্থানকালে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি পতাকা খাড়া করা হবে। আর রাষ্ট্র প্রধানের বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা আর কিছু নেই।

(٨٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا۔

৮৮. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, মুসলমানদের দায়িত্ব একই, তা পূরণের নূন্যতম প্রচেষ্টা করবে। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সাথে চুক্তি ভংগ করে, তার উপর আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ। কিয়ামতের দিন তার নফল ও ফরয ইবাদতের কোন কিছুই গ্রহণ করা হবে না।

(٨٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ۔

৮৯. আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আল্লাহ্র নবী আমাদের মাঝে যখনই ভাষণ দিতেন, তখন বলতেন, যার আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই, আর যে ওয়াদা রক্ষা করে না, তার দ্বীন নেই।

(٩٠) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلَا يَحُلُّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔

www.waytojannah.com

৯০. আমর ইবন 'আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, যদি কোন জাতির সাথে কারো চুক্তি থাকে, তবে সে যেন এ চুক্তি ভংগ না করে এবং এর বিপরীত কিছু না করে। চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা প্রতিপক্ষকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে না দেয়া পর্যন্ত এটি ভংগ করা যাবে না।

(٩١) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِأَخِيهِ شَرْطًا لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيَ لَهُ بِهِ فَهُوَ كَالْمُدْلِي جَارَهُ إِلَى غَيْرِ مَنَعَةٍ.

৯১. হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য কোন শর্ত আরোপ করে তা সংরক্ষণ করার ইচ্ছে না করে, তার উদাহরণ– তার প্রতিবেশীকে এমন সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়ে দেয়া, যাদের কোন শক্তি নেই এবং তাদের মধ্যে কেউ তার ক্ষতি করতে চাইলে তা প্রতিহত করার ক্ষমতা কারও নেই।

(٩٢) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَقَالَ أَلَا أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا؟ قَالَ لَا وَكَيْفَ تَقْتُلُهُ وَمَعَهُ الْجُنُودُ؟ قَالَ أَلْحَقُ بِهِ فَأَفْتِكُ بِهِ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ قَيَّدَ الْفَتْكَ لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ.

৯২. হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি যুবায়র ইব্ন আওয়ামের নিকট এসে বললো, আমি কি তোমার পক্ষ থেকে 'আলীকে হত্যা করবো? তিনি বললেন, তুমি কিভাবে তাকে হত্যা করবে, তার সাথে তো সৈন্যবাহিনী আছে? সে বললো, আমি তার সাথে মিলিত হব, এরপর তার অসতর্ক অবস্থায় তাকে হত্যা করব। তিনি বললেন, না রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিরাপত্তা দেয়ার পরে হত্যা করা যাবে না, সুতরাং মুমিন মুমিনকে হত্যা করতে পারবে না।

(٩٣) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ.

৯৩. মু'য়াবিয়া ইব্ন আবূ সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, হত্যা জন্য ঈমান শর্ত আরোপ করে।

(٩٤) عَنْ أَبِي رِفَاعَةَ الْبَجَلِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَصْرَهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا قَامَ جِبْرِيلُ إِلَّا مِنْ عِنْدِي قَبْلُ قَالَ فَهَمَمْتُ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ فَذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَمَّنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقْتُلْهُ قَالَ وَكَانَ قَدْ أَمَّنَنِي عَلَى دَمِهِ فَكَرِهْتُ دَمَهُ.

৯৪. আবূ রিফা'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুখতারের প্রাসাদে প্রবেশ করে তাকে বলতে শুনলাম, একটু পূর্বেই জিব্রাইল (আ) আমার নিকট থেকে উঠে চলে গেলেন। তিনি বলেন, তখন আমি ইচ্ছে করলাম তার গর্দানে আঘাত করব। সে সময় সুলায়মান ইব্ন মুরাদ (রা) বর্ণিত নবী (সা)-এর একটি হাদীস আমার স্মরণ হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমার থেকে কেউ তার জীবনের নিরাপত্তা লাভ করল তুমি তাকে হত্যা করো না, এ হাদীসই তাকে হত্যা করা থেকে আমাকে বিরত রাখে; যে কারণে আমি তাকে হত্যা করতে বিরত ছিলাম।

www.waytojannah.com

(٩٥) عَنْ رِفَاعَةَ الْفِتْيَانِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْمُخْتَارِ فَأَلْقَى لِي وِسَادَةً وَقَالَ لَوْلَا أَنَّ أَخِي جِبْرِيلَ قَامَ عَنْ هَذِهِ لَأَلْقَيْتُهَا لَكَ قَالَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ فَذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ أَخِي عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَمَّنَ مُؤْمِنًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِيءٌ.

৯৫. রিফা'য়া আল্-ফিত্য়ানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুখ্তারের নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি আমাকে একটি বালিশ প্রদান করলেন এবং বললেন, যদি আমার ভাই জিব্রাইল (আ) এ মুহূর্তে আমার নিকট থেকে উঠে চলে না যেতেন, তাহলে বালিশটি আমি তোমাকে প্রদান করতাম না। তিনি বলেন, আমার ইচ্ছে হলো আমি গর্দানে আঘাত করি। কিন্তু তখন 'আমর ইবনুল হমক (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীস আমার স্মরণ হলো, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে মুমিন অন্য কোন মুমিন থেকে তার জীবনের নিরাপত্তা চায়, এরপরও যদি তাকে হত্যা করা হয়, তাহলে হত্যাকারী থেকে আমি দায়মুক্ত।

وعنه عن طريق ثان قَالَ كُنْتُ أَقُومُ عَلَى رَأْسِ الْمُخْتَارِ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ كِذَابَتَهُ هَمَمْتُ وَايْمُ اللهِ أَنْ أَسُلَّ سَيْفِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ حَتَّى ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ أُعْطِيَ لِوَاءَ الْغَدْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, আমি মুখতারের মাথার পাশে পাহারাদার হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিলাম, যখন আমি তার মিথ্যা সম্পর্কে জানতে পারলাম, তখন আমি ইচ্ছে করলাম তলোয়ার দিয়ে তার ঘাড়ে আঘাত করব, তখন 'আমর ইবনুল হামাক (রা) বর্ণিত হাদীসটি আমার স্মরণ হলো। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন লোকের জানের নিরাপত্তা দেয়ার পর তাকে হত্যা করলো, কিয়ামতের দিন তাকে বিশ্বাসঘাতকের ঝান্ডা দেয়া হবে।

باب: ماجاء فى الترهيب من الظلم والباطل والاعانة عليهما.

পরিচ্ছেদ : যুলুম ও অন্যায় করা থেকে ভীতি প্রদর্শন এবং এর উপর সাহার্য করা প্রসঙ্গে

(٩٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّهُ دَعَا مَنْ قَبْلَكُمْ فَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ وَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَقَطَّعُوا أَرْحَامَهُمْ.

৯৬. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সাবধান! যুলুম করা থেকে দূরে থাক। কেননা, যুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন ধুঁয়ায় পরিণত হবে। সাবধান! অশ্লীলতা থেকে দুরে থাক, কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীলতা ও কদর্যতা ভালবাসেন না। আর কৃপণতা থেকে দুরে থাক, কেননা এ আহবান তোমাদের পূর্বে জাতিকে হারামকে হালাল করতে উস্কানি দিয়েছে এবং তাদেরকে রক্তপাত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করেছে।

(٩٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُذَكِّرِ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ.

৯৭. জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অনুরূপ হাদীস বলেছেন, তবে তিনি সেখানে অশ্লীলতাও কদর্যতার কথা উল্লেখ করেননি।

www.waytojannah.com

(٩٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৯৮. ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা যুলুম করা থেকে দূরে থাকবে। কেননা, যুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোঁয়ায় পরিণত হব।

(٩٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَسْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنَ الشَّرِّ (وفى رواية من الشرك) أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

৯৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, পরস্পর হিংসা পোষণ করবে না; অন্যের উপর দিয়ে মালের দর কষাকষি করবে না। পরস্পর ছিদ্রান্বেষণ করবে না এবং যোগাযোগ বন্ধ করে দেবে না। এক ভাইয়ের ক্রয় বিক্রয়ের উপর দিয়ে তোমাদের কেউ যেন ক্রয় বিক্রয় না করে। তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাক। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করতে পারে না, তাকে লাঞ্ছিত করতে পারে না এবং অবজ্ঞা ও করতে পারে না। তাক্ওয়া বা খোদাভীতি এখানে। এ বলে তিনি তাঁর বুকের দিকে তিনবার ইশারা করেন। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, (অন্য বর্ণনায় শিরক এসেছে), সে তার মুসলিম ভাইকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করবে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, মান-মর্যাদা ও ধন-সম্পদ হরণ করা হারাম।

(١٠٠) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ الخ الْحَدِيثَ.

১০০. ওয়াছিলা ইবন আস্‌কা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করিম (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই।

(١٠١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي مَالٍ أَوْ عِرْضٍ فَلْيَأْتِهِ فَلْيَسْتَحِلَّهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ أَوْ تُؤْخَذَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَأُعْطِيَهَا هَذَا وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ هَذَا فَأُلْقِيَتْ عَلَيْهِ.

১০১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, কোন ব্যক্তির ওপর তার অপর ভাইয়ের যদি কোন দাবী থাকে, আর তা যদি তার ধনসম্পদ ও মান ইজ্জতের উপর যুলুম সম্পর্কিত হয়, সে যেন তা ফেরৎ দেয় কপর্দকহীন নিঃশ্ব হওয়ার পূর্বে, যে দিন তার কাছে কোন দিরহাম অথবা দিনার থাকবে না। অন্যথায় কিয়ামতের তার যুলুমের সমপরিমাণ নেকী যদি থাকে, তার থেকে তা নিয়ে নেয়া হবে এবং তা তাকে দিয়ে দেয়া হবে। যদি তার কোন নেকী না থাকে, তাহলে মযলুম ব্যক্তির গুনাহগুলো তার উপর নিক্ষেপ করা হবে, অর্থাৎ মুক্ত করা হবে।

(١٠٢) عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ الشَّامِيُّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فُسَيْلَةُ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِي (واثلة بن الاسقع) يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ؟ قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ.

www.waytojannah.com

১০২. 'আব্বাদ ইবন কাছির শামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ফিলিস্তিনের অধিবাসী ছিলেন, তাদের মধ্যে এক মহিলা, যাকে ফসীলা বলে ডাকা হতো তিনি বলেন, 'আমি আবূ ওয়াছিলা ইব্ন আসকা' (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে প্রশ্ন করি। হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! যদি কোন ব্যক্তি কি তার সম্প্রদায়কে ভালবাসে, তবে কি তা স্বজনপ্রীতি হবে? তিনি উত্তর দিলেন না, কিন্তু স্বজনপ্রীতি হলো– সে ব্যক্তি যুলুমের উপর তার সম্প্রদায়কে সাহায্য করবে।

(١٠٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يُعِينُ عَشِيرَتَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ مَثَلُ الْبَعِيرِ رُدِّيَ فِي بِئْرٍ فَهُوَ يَمُدُّ بِذَنَبِهِ.

১০৩. ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলের (সা) নিকট উত্থাপন করলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে তার কোন আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য করে, সে যেন ঐ উটের মত, যেটি কোন কূপে পড়ে গিয়েছে। (অর্থাৎ সে অপরাধে লিপ্ত হয়েছে এবং উটের মত ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।) সে তার অপরাধ থেকে মুক্ত হতে চায় কিন্তু সে সামর্থ্য তার নেই।

(١٠٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ اعْمَلْ كَأَنَّكَ تُرَى وَعُدَّ نَفْسَكَ مَعَ الْمَوْتَى وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ.

১০৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ইব্ন আদম! আমল কর, যেন তুমি দেখতে পাও। তুমি মৃত ব্যক্তির সাথে নিজেকে গণ্য কর এবং মযলুমের বদদু'আ থেকে বেঁচে থাক।

(١٠٥) وعنه ايضا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ.

১০৫. আবূ হুরায়রা থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মজলুমের দু'আ কবুল করা হয়, যদি সে গুনাহগারও হয় এবং তার গুনাহ তার নিজের উপর বর্তাবে।

(١٠٦) وعنه ايضا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ.

১০৬. পুনরায় তার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তিন ব্যক্তির দু'আ আল্লাহ্ ফিরিয়ে দেন না, ন্যায়বিচারক ইমাম, রোযাদার ব্যক্তি যখন সে ইফতার করে এবং মযলুমের দু'আ মেঘের উপর বহন করা হয় এবং তার জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় এবং আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার ইজ্জতের শপথ করে বলছি, অবশ্যই তোমাকে যথাসময়েই সাহায্য করা হবে।

باب: ما جاء في الترهيب من الحسد والبغضاء والغش.

পরিচ্ছেদ : হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, ছিদ্রান্বেষণ ও প্রতারণা থেকে ভয় প্রদর্শন সম্পর্কে

(١٠٧) عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ حَالِقَةُ الدِّينِ لَا حَالِقَةُ الشَّعَرِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

www.waytojannah.com

১০৭. যুবায়র ইবন 'আওয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের মাঝে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের হিংসা বিদ্বেষ, ঘৃণাও প্রতারণার রোগ ঢুকে পড়েছে এবং তা দ্বীন কেটে ফেলার খুর- চুল কাটার খুর নয়, (অর্থাৎ তোমাদের এসব অসৎ চরিত্র দ্বীনকে এমনভাবে মুল উৎপাটন করে, যেমন খুর দ্বারা চুল উৎপাটন করা হয়।) যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, সে সত্তার শপথ! তোমরা পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলে দেব না, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসতে পারবে? তাহলো তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের বিধান চালু করবে।

(١٠٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا۔

১০৮. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে না, অন্যের উপর দিয়ে দর কষাকষি করবে না, ছিদ্রান্বেষণ করবে না এবং খোঁজ-খবর নেয়া বন্ধ করবে না।

(١٠٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوئِهِ قَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ الْأُولَى فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ إِنِّي لَاحَيْتُ أَبِي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِي إِلَيْكَ حَتَّى تَمْضِيَ فَعَلْتَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنَسٌ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيَالِيَ الثَّلَاثَ فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَ حَتَّى يَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ عَبْدُ اللهِ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا فَلَمَّا مَضَتِ الثَّلَاثُ لَيَالٍ وَكِدْتُ أَنْ أَحْقِرَ عَمَلَهُ قُلْتُ يَا عَبْدَ اللهِ إِنِّي لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ وَلَا هَجْرٌ ثَمَّ وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَّلَاثَ مِرَارٍ فَأَرَدْتُ أَنْ آوِيَ إِلَيْكَ لِأَنْظُرَ مَا عَمَلُكَ فَأَقْتَدِيَ بِهِ فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَثِيرَ عَمَلٍ فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ قَالَ فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي فَقَالَ مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ وَهِيَ الَّتِي لَا نُطِيقُ۔

১০৯. আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বসা ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, অচিরেই তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী লোক উপস্থিত হবে। তখন সেখানে একজন আনসার প্রবেশ করলেন, যার দাঁড়ি থেকে অযুর পানি গড়িয়ে পড়ছিল, আর তার জুতা জোড়া তার বাম হাতে ছিল, পরের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে অনুরূপ বললেন এবং উক্ত ব্যক্তি প্রথম বারের মত পুনরায় আসলেন, তারপর যখন সে তৃতীয় দিন আসলো,

www.waytojannah.com

তখনও রাসূল (সা) অনুরূপ কথা বললেন। আর ঐ লোকটি ও পূর্বের অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হলেন। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ (সা) উঠে গেলেন, তখন আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইবনুল 'আস লোকটির নিকট গিয়ে বললেন, আমার পিতার সাথে আমার ঝগড়া হয়েছে, আমি তিনদিন বাড়ি যাব না বলে শপথ করেছি। আপনি যদি আমাকে আপনার কাছে আশ্রয় দিতেন (তাহলে ভাল হতো)। লোকটি বললো, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, 'আবদুল্লাহ আমাদেরকে বলেছে, সে তিনদিন ঐ লোকের সাথে রাত্রি যাপন করে, কিন্তু সে তাকে রাতে উঠে ইবাদত করতে দেখেনি। তবে যখনই সে ঘুমের প্রস্তুতি নিত এবং শয্যাগত হতো, তখনই আল্লাহর কথা স্মরণ করতো এবং আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতো। তারপর সে ফযরের নামাযের জন্যই শুধু দাঁড়াতো, আবদুল্লাহ বলেন, তবে আমি তাকে ভাল ছাড়া আর কিছু বলতে শুনিনি, তারপর যখন তিন রাত অতিবাহিত হলো এবং আমি তার আমলকে খাটো করে দেখছিলাম, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দাহ! মূলত: আমার ও আমার পিতার মাঝে কোন ক্রোধ ও ঝগড়া বিবাদ নেই। কিন্তু আমি রাসূলকে তিনবার বলতে শুনেছি যে, তোমার কাছে এখনই একজন জান্নাতী লোক প্রবেশ করবে, আর তিন বারই আপনি প্রবেশ করেছেন। ফলে আমার ইচ্ছে হলো আপনার কাছে আশ্রয় নিয়ে দেখবো আপনি কি আমল করেন, যা আমি অনুসরণ করতে পারি। কিন্তু আমি আপনাকে অতিরিক্ত কাজ করতে দেখিনি। তাহলে আপনি কিভাবে সে স্থানে পৌঁছলেন যার কথা রাসূল (সা) বলেছেন? লোকটি বললো, যা দেখেছ, তা ছাড়া আমার কাছে কিছু নেই। তারপর আমি যখন ফিরে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, যা দেখেছ, তা ছাড়া একটি কাজ আ কিরি, তাহলো, কোন মুসলমানকে আল্লাহ্ কল্যাণের যা কিছু দিয়েছেন সেটার প্রতি আমার অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ থাকে না, তখন 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, এটাই তোমাকে ঐ স্থানে পৌছিয়েছে, যেটি আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়।

باب: ما جاء فى الترهيب من هجر المسلم وترويعه والاضرار به۔

পরিচ্ছেদ : কোন মুসলমানকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা, তার ক্ষতিসাধন ও তাকে ভীতি প্রদর্শন করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

(١١٠) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ۔

১১০. মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন মালিক (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন মুসলমানের জন্য তার কোন মুসলমান ভাইকে তিন দিনের বেশী বিচ্ছিন্ন রাখা বৈধ নয়।

(١١١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا هِجْرَةَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ۔

১১১. আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন মুসলমানের জন্য তার কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন না করা, যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকবে এবং মারা যাবে, সে দোযখে প্রবেশ করবে।

(١١٢) وعنه ايضا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ غَيْرُ سُهَيْلٍ وَتُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا إِلَّا الْمُتَشَاحِنَيْنِ يَقُولُ اللهُ لِلْمَلَائِكَةِ ذَرُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا۔

www.waytojannah.com

১১২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা খুলা হয়। মুয়ামর বলেন, প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার মানুষের যাবতীয় আমল পেশ করা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন, তবে যে তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে শত্রুতা করে, তাকে ক্ষমা করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের বলেন, এ দুজনের ব্যাপারটি রেখে দাও, যাতে তারা পারস্পরিক সম্পর্ক পুনর্গঠিত করে নিতে পারে।

(١١٣) عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَإِنْ كَانَ تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا فَسَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَتُهُ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ فَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا۔

১১৩. হিশাম ইবন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, কোন মুসলমানের জন্য কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করা হালাল নয়। তারা যদি তিন দিনের অধিক বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে, তাহলে তারা সত্য পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, যতক্ষণ তারা বিচ্ছিন্ন থাকে। তাদের মধ্যে সে প্রথমে ফিরে আসবে, তার ফিরে আসা গুনাহের কাফফারা হিসেবে গণ্য হবে। সে যদি তাকে সালাম দেয়, অন্যজন যদি সালামের উত্তর না দেয় এবং সালাম গ্রহণ না করে, তাহলে প্রথম ব্যক্তির সালামের উত্তর ফেরেশতাগণ দিবে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তির সালামের উত্তর শয়তান দিবে। তারা যদি এভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অন্য বর্ণনায়, তারা কখন ও জান্নাতে একত্রিত হবে না।

(١١٤) عَنْ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ۔

১১৪. আবু খারাশ সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছেন যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে এক বছর সম্পর্ক ছিন্ন করলো, সে যেন হত্যার সমতূল্য অপরাধ করলো।

(١١٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ۔

১১৫. আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করবে না। পরস্পরের পিছনে লেগে থাকবে না, আল্লাহ্র বান্দারা, তোমরা ভাই ভাই হয়ে থাক। কোন মুসলমানের জন্য তার কোন মুসলমান ভাইকে তিন দিনের বেশী বিচ্ছিন্ন রাখা বৈধ নয়। এভাবে যে তারা উভয়ে যখন মুখোমুখী হয়, তখন একজন এ দিকে এবং অন্যজন আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের উভয়ের মধ্যে যে আগে সালাম দেবে, সেই উত্তম।

(١١٦) عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ وَاللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَوَقَالَ هَذَا قَالُوا

www.waytojannah.com

نَعَمْ قَالَتْ هُوَ لِلّٰهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَلِمَةً أَبَدًا فَاسْتَشْفَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ وَهُمَا مِنْ بَنِيْ زُهْرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةَ إِلَّا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُوْلَانِ لَهَا إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهٰى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهَجْرِ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ.

১১৬. 'আউফ ইবন হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মায়ের দিক থেকে আয়েশার ভাই ছিলেন। 'আয়েশা (রা)-এর নিকট বর্ণনা করা হলো যে, তিনি কোন একটি জিনিস কাউকে দিয়েছিলেন, সেটা বিক্রি কিংবা দান করার ব্যাপারে 'আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! হয় 'আয়েশা (রা) এটা থেকে বিরত থাকবেন, না হয় আমি তাঁর উপর কঠোরতা অবলম্বন করবো। এ কথা শুনে 'আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, সত্যই কি সে এ ধরনের কথা বলেছে? লোকেরা বললো, হ্যাঁ। 'আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে অঙ্গীকার করছি, আমি ইব্ন যুবায়রের সাথে কখন ও কথা বলবো না। এ বিচ্ছেদ দখল দীর্ঘায়িত হলো, তখন ইব্ন যুবায়র (রা) 'আয়েশা (রা)-এর নিকট মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা ও আবদুর রহমান ইব্ন আসওয়াদকে সুপারিশ নিয়ে পাঠালেন, এ দুজন বনী যোহরার লোক ছিল। তিনি ঘটনাটি উল্লেখ করলেন তখন মিসওয়ার ও 'আবদুর রহমান 'আয়েশা (রা) কে আল্লাহর দোহাই দিতে লাগলেন যে, আপনি ইব্ন যুবায়র (রা)-এর সাথে কথা বলুন, তার ওজর কবুল করুন। তারা দুজন 'আয়েশা (রা) কে বললেন, আপনি তো জানেন যে, নবী (সা) সালাম কালাম ও দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, তিনি বলেছেন, কোন মুসলমানের পক্ষে তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন রাতের অর্থাৎ তিন দিনের বেশী দেখা সাক্ষাৎ ও সালাম কালাম বন্ধ রাখা জায়েয নেই।

(١١٧) عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الرِّجَالِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ.

১১৭. 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেছেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হলো সে, যে কঠিন ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়।

(١١٨) عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ بَشِيْرٍ مَوْلٰى بَنِيْ مَغَالَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَأَبَا طَلْحَةَ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ يَقُوْلَانِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنِ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا عِنْدَ مَوْطِنٍ تُنْتَهَكُ فِيْهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنِ امْرِئٍ يَنْصُرُ امْرَأً مُسْلِمًا فِيْ مَوْطِنٍ يُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِيْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ.

১১৮. ইসমা'ঈল ইবন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। আমি জাবির, ইব্ন 'আবদুল্লাহ ও আবূ তাল্‌হা আনসারী (রা) থেকে শুনেছি, তারা বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের মান-সম্মান ও ইজ্জতের উপর জুলুম হওয়ার সময় তাকে পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ সাহার্য না করে), তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে পরিত্যাগ করবেন, অথচ সে সময় তার সাহায্য পাওয়া অধিক প্রয়োজন যেমনিভাবে সে ব্যক্তি কোন মুসলমানের মান, সম্মান ও ইজ্জতের উপর জুলুম হলে, যে তাকে সাহায্য করবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে সাহায্য করবেন।

www.waytojannah.com

Contents

عَنْ وَقَّاصِ بْنِ رَبِيْعَةَ أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً وَقَالَ مَرَّةً أُكْلَةً فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ اكْتَسَى بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ثَوْبًا فَإِنَّ اللهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ فَإِنَّ اللهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১১৯. ওক্কাস ইবন রাবী'য়া (রা) থেকে বর্ণিত। মুস্তাওরিদ (র) হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করিম (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ক্ষতি সাধনের বিনিময়ে খাদ্য খায় আল্লাহ্ জাহান্নাম থেকে তাকে সে ধরনের খাদ্য খাওয়াবেন, (অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির শত্রুর নিকট গিয়ে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাকে উৎসাহিত করে।) আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দিয়ে পরিধেয় বস্ত্র গ্রহণ করে আল্লাহ্ তাকে সে পরিমাণ কাপড় জাহান্নাম থেকে পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ব্যক্তিকে অপদস্ত করে নিজে সম্মানের স্থান দখল করে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে অপদস্তকর স্থানে দাঁড় করাবেন।

(١٢٠) عَنْ أَبِي صِرْمَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ.

১২০. আবূ সিরমা (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের ক্ষতি করবে, আল্লাহ্ তার ক্ষতি করবেন, আর যে ব্যক্তি কাউকে কষ্ট দেবে, আল্লাহ্ও তাকে কষ্টে ফেলবেন।

(١٢١) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ يَتَعَاطَوْنَ سَيْفًا مَسْلُولًا فَقَالَ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ أَوَ لَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا ثُمَّ قَالَ إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَأَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ فَلْيُغْمِدْهُ ثُمَّ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.

১২১. আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) একটি সম্প্রদায়ের নিকট আসলেন, যারা উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে অনুশীলন করছিল, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এভাবে অনুশীলন করে, আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত দেন, অথবা তিনি বলেন, আমি কি এ কাজ করতে নিষেধ করিনি? তারপর বললেন, তোমাদের কেউ যখন তার তলোয়ার কোষমুক্ত করে, সে যেন এর প্রতি লক্ষ্য রাখে। আর যদি সে তা তার ভাইকে হস্তান্তর করে, তবে সে যেন তা কোষবদ্ধ করে তাকে হস্তান্তর করে।

(١٢٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى نَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهَا فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَزِعَ فَضَحِكَ الْقَوْمُ فَقَالَ مَا يُضْحِكُكُمْ؟ فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنَّا أَخَذْنَا نَبْلَ هَذَا فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.

১২২. 'আবদুর রহমান ইবন আবু লায়লী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলের (সা) সাহাবীগণ বলেছেন, তারা রাসূলের সাথে কোন এক সফরে যাত্রা করেন, তাদের মধ্যে একজন নিদ্রা গেল। তখন তাদের কেউ, যার সাথে তীর ছিল, সে তার নিকট গেল এবং তীরটি গ্রহণ করলো। এরপর লোকটি যখন জাগ্রত হলো, তখন সে আশঙ্কিত হলো। এ অবস্থা দেখে লোকেরা হাসতে লাগলো, সে বললো, তোমরা কেন হাসছো? তারা বললো, আমরা তো কেবল তীরটি হাতে নিয়েছিলাম, তাতে তুমি ঘাবড়ে গেলে? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কোন মুসলমানের জন্য অন্য কোন মুসলমানকে ভয়ভীতি দেখানো বৈধ নয়।

www.waytojannah.com

باب : ما جاء فى الترهيب من التجسس وسوء الظن۔

পরিচ্ছেদ : কু-ধারণা ও গুপ্তচরবৃত্তি না করার প্রতি ভীতি প্রদর্শন

(١٢٣) عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُؤْذُوا عِبَادَ اللهِ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ طَلَبَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ۔

১২৩. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম ছাওবান (রা) নবী করিম (সা) হতে বর্ণনা করেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দাহদেরকে কষ্ট দেবে না, তিরস্কার করবে না, তাদের দোষক্রটি খুঁজে বেড়াবে না, আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের দোষক্রটি খুঁজে বেড়ায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার দোষক্রটি খুঁজে বেড়াবেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তা তার পরিবারের কাছে প্রকাশ করে দেবেন।

(١٢٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وفى رواية امْرَأً اطَّلَعَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ۔

১২৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি বা পুরুষ তোমার অনুমতি ছাড়া ঘরে উঁকি মারে, তখন তুমি তার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করবে, যাতে তার চোখ ফুঁড়ে যায়, আর এতে তোমার কোন অপরাধ হবে না।

(١٢٥) وعنه من طريق ثان أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَئُوا عَيْنَهُ، فَلَا دِيَةَ لَهُ، وَلَا قِصَاصَ۔

১২৫. তার দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুমতি ছাড়া তাদের ঘরে 'উকি মারে, তখন তারা তার চোখ ফুঁড়ে দিলে তার জন্য কোন দিয়াত বা কিসাস দিতে হবে না।

(١٢٦) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَهْوَى إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ مَعَهُ فَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ۔

১২৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা) তাঁর ঘরে থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি সেদিকে উঁকি মারলো। তখন নবী করিম (সা) তীর ফলক হাতে নিয়ে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লে লোকটি পিছনে হটে যায়।

(١٢٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ لَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا۔

১২৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা কু-ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা, কু-ধারণা হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা। আর তোমরা গোয়েন্দাগিরী করবে না, কারো গোপন জিনিস তালাশ করবে না। ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করবে না, পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে না, পরস্পর অন্যায়ভাবে প্রতিযোগিতা করবে না, বরং তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাক।

وعنه ايضا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ۔

পুনরায় তাঁর থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ভাল ধারণা উত্তম ইবাদতেরই অংশ।

www.waytojannah.com

باب : ما جاء فى الترهيب من الغنى مع الحرص۔

পরিচ্ছেদ : সম্পদশালী হওয়ার লালসা থেকে ভীতি প্রদর্শন

(١٢٨) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ اللهَ يُعْطِى الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيْهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى إِذَا فَرِحُوْا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ)۔

১২৮. 'উক্‌বা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, যখন তুমি দেখবে দুনিয়াতে আল্লাহ্ কোন বান্দাহকে সম্পদশালী করেছে, আর সে গুনাহের কাজকে ভালবেসেছে তখন আল্লাহ্ ধীরে ধীরে তাকে পাঁকড়াও করবেন। এরপর রাসূল (সা) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى إِذَا فَرِحُوْا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ۔

"আর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা যখন তা বিস্মৃত হলো, তখন আমি তাদের জন্য সমস্ত কিছুর ঘার উন্মুক্ত করে দিলাম। অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হলো, যখন তারা তাতে উল্লিখিত হলো, তখন অকসমাৎ আমি তাদের ধরলাম। ফলে তখনই তারা নিরাশ হলো।"

(١٢٩) عَنْ أَبِي حَضْبَةَ أَوْ ابْنِ حَضْبَةَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ تَدْرُوْنَ مَا الصُّعْلُوكُ؟ قَالُوا الَّذِى لَيْسَ لَهُ مَالٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّعْلُوكُ كُلُّ الصُّعْلُوكِ الصُّعْلُوكُ كُلُّ الصُّعْلُوكِ الَّذِى لَهُ مَالٌ فَمَاتَ وَلَمْ يُقَدِّمْ مِنْهُ شَيْئًا۔

১২৯. আবূ হাসবা (রা) অথবা আবূ হাস্‌বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলের (সা) খুতবা প্রদানের সময় উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা কি জান, ফকীর কে? তারা বললো, ফকীর হলো যার কোন সম্পদ নেই। রাসূল (সা) বললেন, ফকীর হলো– ঐ ব্যক্তি, ফকীর ঐ ব্যক্তি, যার সম্পদ আছে, এরপর সে মৃত্যুবরণ করলো, কিন্তু তার সম্পদ থেকে সে অগ্রিম কিছুই পাঠায়নি, অর্থাৎ সে তার মাল আখিরাতের উপকারে ব্যবহার করেনি।

(١٣٠) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّخِذُ أَحَدُكُمُ السَّائِمَةَ فَيَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ فَيَقُولُ لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِى مَكَانًا هُوَ أَكْلَأُ مِنْ هَذَا فَيَتَحَوَّلُ وَلَا يَشْهَدُ إِلَّا الْجُمُعَةَ فَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ فَيَقُولُ لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِى مَكَانًا هُوَ أَكْلَأُ مِنْ هَذَا فَيَتَحَوَّلُ فَلَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ فَيُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ۔

১৩০. হারিছা ইবন নু'মান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কার ও কিছু ছেড়ে দেয়া উট থাকে, তারপর ও সে নামাযের জামা'য়াতে উপস্থিত হয়। তারপর তার ছেড়ে দেয়া উঠের সংখ্যা এত অধিক হয় যে, তার জন্য এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তখন সে বলতে থাকে : আমি যদি আমার এ উটগুলোর জন্য এ ঘাসের এলাকা থেকে অধিক ঘাস পূর্ণ এলাকা বেছে নিতাম। তাহলে ভাল হতো। এভাবে সে দূরে যেতে যেতে সে শুধু জুমার নামাযে উপস্থিত হতে থাকে।

তারপর তার উটের সংখ্যা আরো বেড়ে যাওয়ার কারণে সে বলতে থাকে : যদি আমি আমার উটের জন্য আরো অধিক ঘাষের এলাকায় যেতে পারতাম। তাহলে ভাল হতো! এভাবে সে ঘাসের পিছনে পড়ে অনেক দূর চলে যায়। তারপর সে জুমা ও জামায়াতে কোনটাতেই উপস্থিত হতে পারে না। তখন আল্লাহ্ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন।

(١٣١) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ وَأَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَتَيْنِ لَمْ يَرْفَعْهُ.

১৩১. আব্দুল মালিক ইব্ন আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। আব্দুর রহমান ইবন হারিছ ইব্ন হিশাম (র) তার পিতা থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, অচিরেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে, যখন নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা দুনিয়ার সম্পদের মালিক হয়ে যাবে। আর তখন উত্তম ব্যক্তি হবে ঐ মুমিন ব্যক্তি, যে তার দুটি ঘোড়া অথবা উট নিয়ে থাকা যথেষ্ট মনে করবে।

(١٣٢) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى قَالَ أَيْ رَبِّ عَبْدُكَ الْكَافِرُ تُوَسِّعُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَالَ فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ النَّارِ فَيُقَالُ يَا مُوسَى هَذَا مَا أَعْدَدْتُ لَهُ فَقَالَ مُوسَى أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَوْ كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا مُنْذُ يَوْمَ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ هَذَا مَصِيرَهُ كَأَنْ لَمْ يَرَ خَيْرًا قَطُّ.

১৩২. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা মূসা (আ) বলেন, হে আমার রব! আপনি আপনার কাফির বান্দাকে এত প্রচুর সম্পদ দিলেন (এর কারণ কি?) তখন তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খুলে বলা হল, হে মূসা! এটা আমি তার জ্য তৈরি করে রেখেছি। তখন মূসা (আ) বলবেন, হে আমার রব! আপনার ইজ্জত ও সম্মানের শপথ করে বলছি, দুনিয়ার যা কিছু আছ, তা যদি সবই তাকে দেয়া হয়, তারপর ও যদি তার এ পরিণতি হয়, তাহলে আমি বলবো, সে কোনদিন কোন কল্যাণ লাভ করেনি।

(١٣٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَ الْمُثْرُونَ قَالُوا إِلَّا مَنْ؟ قَالَ هَلَكَ الْمُثْرُونَ قَالُوا إِلَّا مَنْ؟ قَالَ هَلَكَ الْمُثْرُونَ قَالَ حَتَّى خِفْنَا أَنْ يَكُونَ قَدْ وَجَبَتْ قَالَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

১৩৩. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, প্রাচুর্যের মালিকদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য। তখন তারা বললো, তবে কারা মুক্তি পাবে? তিনি আবার বললেন, প্রাচুর্যের মালিকের জন্য ধ্বংস। তারা বললো, তবে কারা মুক্তি পাবে? তিনি পুনরায় বললেন, প্রাচুর্যের মালিকের জন্য ধ্বংস অনিবার্য! তারা বললো, তবে কারা মুক্তি পাবে? বর্ণনাকারী বলেন, এতে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম যে, প্রাচুর্যের মালিকদের জন্য যদি ধ্বংস অনিবার্য হয়। এরপর তিনি বললেন, তবে যারা এ দিকে এদিকে সম্পদ বিলিয়ে দেয়, তারা ব্যতীত। কিন্তু তাদের সংখ্যা হবে কম।

(١٣٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْأَرْذَلُونَ (وفي لفظ هم الاقلون) إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا (زاد في رواية وقليل ماهم) وَقَالَ كَامِلٌ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ.

www.waytojannah.com

Contents

১৩৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বিপুল প্রাচুর্যের মালিক হলো– নীচু স্তরের লোক, (অন্য শব্দে পরকালে তারা হবে গরীব), তবে তারা ব্যতীত, যারা নিজের মাল এদিক সেদিক আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে। (অন্য বর্ণনায় : তাদের সংখ্যা কম।) একজন বর্ণনাকারী (কামিল ইব্‌ন আলা) বলেন, এরপর তিনি হাতে ইশারা করে বলেন, তবে যারা ডানে, বামে ও সামনে আল্লাহ্‌র পথে নিজের সম্পদ ব্যয় করে, তারা ব্যতীত।

(١٣٥) وعنه ايضا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُرَ وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَأَ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ.

১৩৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্র্যের ভয় করি না, তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে সম্পদের প্রতিযোগিতার ভয় করি। আমি তোমাদের ভুলত্রুটি হওয়া ভয় করি না, তবে আমি তোমাদের অভিলাষকে ভয় করি।

(١٣٦) عَنْ بُنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا قَالَ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَبِرَاذَانَ مَا بِرَاذَانَ وَبِالْمَدِينَةِ مَا بِالْمَدِينَةِ.

১৩৬. ইব্‌ন সা'দ ইবন আখরাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা (অযাচিত) পার্থিব সম্পদ গ্রহণ করো না। কেননা, এর দ্বারা তোমরা দুনিয়ার আসক্ত হয়ে পড়বে, বর্ণনাকারী বলেন, তারপর 'আবদুল্লাহ (রা) কুফাবাসী ও মদীনাবাসীদের প্রতি ইংগিত করেন।

(١٣٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّبَقُّرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ فَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَهُ نَعَمْ حَدَّثَنِي أَخْرَمُ الطَّائِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ فَكَيْفَ بِأَهْلِ بِرَاذَانَ وَأَهْلِ بِالْمَدِينَةِ وَأَهْلِ كَذَا؟ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِأَبِي التَّيَّاحِ مَا التَّبَقُّرُ؟ فَقَالَ الْكَثْرَةُ.

১৩৭. 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পদ ও পরিবারের অধিক প্রাচুর্য থেকে নিষেধ করেছেন, তখন আবূ জামরা বলেন এবং তিনি সেখানে বসা ছিলেন। হাঁ, আখরাম তায়ী তার পিতা থেকে আর'আবদুল্লাহ (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তখন 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, কুফা ও মদীনাবাসীদের প্রাচুর্যের কি অবস্থা? শো'বা (রা) বলেন, তখন আমি আবূ তিয়াহ (র) কে বললাম, আত-তাবাক্‌কর কি? তিনি বললেন, অধিক প্রাচুর্য।

(١٣٨) عَنْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ فَوَافَتْ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُمْ فَقَالَ أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا

www.waytojannah.com

عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ وَجَاءَ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ.

১৩৮. 'উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, 'আমর ইব্ন 'আওফ বনি 'আমির ইব্ন লুয়াই এর মিত্র ছিলেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ 'উবায়দা ইবন জাররা (রা) কে বাহরায়নে জিযিয়া আদায় করার জন্য পাঠান। তিনি বাহরায়ন বাসীদের সাথে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এবং আলা ইব্ন হাদরামী (রা) কে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। আবু 'উবায়দা (রা) বাহরায়ন থেকে ধন সম্পদ নিয়ে মদীনায় ফিরে আসলে আনসারগণ তাঁর আগমনের কথা শুনতে পান। তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ফযরের নামায পড়লেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযান্তে ঘুরে বসলে তারা তাঁর সামনে হাযির হলে তিনি তাদেরকে দেখে মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, আমার মনে হয়, তোমরা শুনতে পেয়েছ যে আবূ 'উবায়দা বাহরায়ন থেকে কিছু নিয়ে ফিরে এসেছে। তারা বললো, হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং তা তোমাদেরকে আনন্দিত করবে, এ আশা রাখ, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্র্যের ভয় করি না, তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে আশংকা করি যে, তোমাদের পূর্বকালের লোকদের জন্য পৃথিবী যেমনিভাবে প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল, তদ্রূপ তা তোমাদের জন্যও প্রশস্ত হবে। এরপর তোমরা ও তাদের মত সম্পদের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়বে। অবশেষে তা তোমাদেরকে তাদের মত আখিরাত থেকে গাফেল করে দেবে।

باب: ما جاء فى الترهيب من الحرص على المال.

পরিচ্ছেদ : সম্পদের লালসা না করা প্রসঙ্গ

(١٣٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَجَعَلَ عُمَرُ يَنْظُرُ إِلَى رَأْسِهِ مَرَّةً وَإِلَى رِجْلَيْهِ أُخْرَى هَلْ يَرَى عَلَيْهِ مِنَ الْبُؤْسِ شَيْئًا؟ ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ كَمْ مَالُكَ؟ قَالَ أَرْبَعُونَ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى الثَّالِثَ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ فَقَالَ عُمَرُ مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا أُبَيٌّ قَالَ فَمَرَّ بِنَا إِلَيْهِ قَالَ فَجَاءَ إِلَى أُبَيٍّ فَقَالَ مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ أُبَيٌّ هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفَأُثْبِتُهَا قَالَ نَعَمْ فَأَثْبَتَهَا.

১৩৯. ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি 'উমর (রা)-এর নিকট কিছু চাওয়ার জন্য আসে। তখন উমর (রা) একবর তার মাথার এবং একবার তার পায়ের দিকে তাকিয়ে তাকে ক্লেশ ও বিদীর্ণ অবস্থায় দেখতে পেলেন, এরপর 'উমর (রা) তাকে বললেন, তুমি কত সম্পদের মালিক? সে বললো, আমি চল্লিশটি উটের মালিক। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সে, সত্য কথা বলেছেন যে, "স্বর্ণ অলংকারে পরিপূর্ণ দুটি উপত্যকা ও যদি আদম সন্তানকে দেয়া হয়, তবুও সে তৃতীয়টির আকাঙ্ক্ষা করবে। আর আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ভরবে না। তবে যে তওবা করবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। 'উমর (রা) বললেন, তা কি? আমি বললাম, এভাবে উবাই ইব্ন কা'ব (রা) পাঠ করেছেন। তিনি বললেন, চল আমরা তার কাছে যাই। তিনি বলেন, এরপর আমরা উবাইয়ের কাছে এসে? তাকে বললাম, তুমি এ ব্যাপারে তুমি কি বল?

www.waytojannah.com

Contents

উবাই বললেন, এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) পাঠ করেছেন। তিনি বললেন, আমরা কি এর উপর অবিচল থাকব? তিনি বললেন, এর উপর অবিচল থাক।

(١٤٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مَالًا لَأَحَبَّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ اٰدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَاللهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا أَدْرِي أَمِنَ الْقُرْاٰنِ هُوَ أَمْ لَا؟.

১৪০. ইবন জুরাইজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আতা (র) নিকট থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইব্ন 'আব্বাস (রা) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্র নবী (সা) বলেছেন, ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ দুটি উপত্যকা ও যদি আদম সন্তানকে দেয়া হয়, তবু ও সে আর ও সমপরিমাণ সম্পদের জন্য লালায়িত থাকবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ভরবে না। তবে যে তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। তখন ইব্ন 'আব্বাস (রা) বললেন, আমি জানিনা, এটা কি কুরআনের অংশ, না অংশ নয়।

(١٤١) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَيْئًا إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ؟ قَالَتْ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ تَمَثَّلَ لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ فَمَهُ إِلَّا التُّرَابُ وَمَا جَعَلَنَا الْمَالَ إِلَّا لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

১৪১. মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি 'আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ঘরে প্রবেশ করেন, তখন কিছু বলেন কিনা? তিনি বললেন, তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করেন, তখন এ উদাহরণ দেন যে, ধনসম্পদে পরিপূর্ণ দুটি উপত্যকা ও যদি আদম সন্তানকে দেয়া হয়, তবুও সে তৃতীয়টির আকাঙ্ক্ষা করবে। আর আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুতে ভরবে না। আর নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায়ের জন্যই মালের প্রয়োজন। বস্তুত যে আল্লাহ্র কাছে তওবা করবে, আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করবেন।

(١٤٢) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَلَا أَدْرِي أَشَيْءٌ نَزَلَ عَلَيْهِ أَمْ شَيْءٌ يَقُولُهُ وَهُوَ يَقُولُ؟ لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى لَهُمَا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

১৪২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, আমি জানিনা, তাঁর উপর কোন কিছু অবতীর্ণ হয়েছে কিনা অথবা তিনি নিজে তা বলেছেন? তিনি বলেন, "ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ দুটি উপত্যকাও যদি আদম সন্তানকে দেয়া হয়, তবুও সে তৃতীয়টির জন্য আকাঙ্ক্ষা করবে। আর আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুতেই ভরবে না! আর যে আল্লাহ্র কাছে তাওবা করবে, আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করবেন!"

(١٤٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادٍ مِنْ نَخْلٍ تَمَنَّى مِثْلَهُ ثُمَّ تَمَنَّى مِثْلَهُ حَتَّى يَتَمَنَّى أَوْدِيَةً وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ إِلَّا التُّرَابُ.

১৪৩. জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি যে, "আদম সন্তানের যদি একটি খেজুরের উপত্যকা থাকে, তবু ও সে অনুরূপ আরো একটির

www.waytojannah.com

প্রত্যাশা করবে। এরপর আরো একটির প্রত্যাশা করবে, অবশেষে সে আরো অধিক উপত্যকার কামনা করবে। আর আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ভরবে না।"

(١٤٤) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ لَقَدْ كُنَّا نَقْرَأُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا آخَرَ وَلَا يَمْلَأُ بَطْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

১৪৪. যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে পাঠ করেছিলাম যে, "আদম সন্তানের যদি স্বর্ণ-রৌপ্যের দুটি উপত্যকাও থাকে, তবুও সে অন্য আরেকটির আকাঙ্ক্ষা করবে। আর আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুতেই ভরবে না। আর যে আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন।"

(١٤٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخُ يَكْبَرُ وَيَضْعُفُ جِسْمُهُ وَقَلْبُهُ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَيْنِ طُولِ الْعُمُرِ وَالْمَالِ.

১৪৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, একজন লোকের বয়স বাড়লে তার শরীর দুর্বল হয়ে যায় এ কান তার অন্তর দুটি জিনিষের ভালবাসায় যৌবনদীপ্ত থাকে, আর তাহলো, দীর্ঘ জীবন লাভ ও সম্পদের মোহ।

(١٤٦) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَبْقَى مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ وَالْأَمَلُ.

১৪৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, আদম সন্তান বৃদ্ধ হতে থাকে, কিন্তু তার মধ্যে দুটি স্বভাব বাকী থাকে : সম্পদের লোভ-লালসা ও দীর্ঘ জীবনে আকাঙ্ক্ষা।

(١٤٧) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ أَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ.

১৪৭. কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ছাগলের পালে দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ছেড়ে দিলে তা যতটুকু না ক্ষতি সাধন করে, কারো সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এর চাইতে অনেক বেশী ক্ষতি সাধন করে তার ধর্মের।

(١٤٨) عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَخْرَمَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ تَرَكَ دِينَارًا وَدِرْهَمًا فَقَالَ كَيَّتَانِ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ.

১৪৮. বুরায়দ ইবন আখ্‌রাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা) কে বলতে শুনেছি : আহলে সুফফার এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তখন বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)। সে এক দীনার অথবা দিরহাম ঋণ রেখে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এ ধরনের অবস্থায় তোমরাই তার জানাযার নামায পড়।

(١٤٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ جَسَدِي فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى.

১৪৯. ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমার শরীরের কোন অঙ্গে ধরে বললেন, হে 'আবদুল্লাহ! দুনিয়াতে তুমি মুসাফির অথবা পথচারী হয়ে থেকো, এবং তোমার নসকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে রাখ।

www.waytojannah.com

(١٥٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَأَصَابَهُ مِنْ سَهْمِهِ دِينَارَانِ فَأَخَذَهُمَا الْأَعْرَابِيُّ فَجَعَلَهُمَا فِي عَبَاءَةٍ فَخَيَّطَ عَلَيْهِمَا وَلَفَّ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ الْأَعْرَابِيُّ فَوَجَدُوا الدِّينَارَيْنِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيَّتَانِ.

১৫০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একজন বেদুঈন নবী (সা)-এর সাথে খায়বরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সে তার ভাগে দুটি দিনার লাভ করে বেদুঈন সেটা নিয়ে তার জামার সাথে সিলাই করে নেয় এবং মিশিয়ে রাখে। তারপর লোকটি হঠাৎ মারা গেলে লোকেরা তার কাছে দুটি দিনার পেল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তার বিষয়টি উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, এতো মাত্র দুটি দিনার!

(١٥١) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ أَسْوَدُ فَمَاتَ فَأُوذِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ فَقَالُوا تَرَكَ دِينَارَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّتَانِ.

১৫১. 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি কালো দাস রাসূলের নিকট ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর সে মারা যায় রাসূল (সা) কে বিষয়টি জানানো হলে তিনি বললেন, দেখ তো সে কিছু রেখে গেছে কিনা? লোকেরা বললো, দুটি দিনার রেখে গেছে। তখন রাসূল (সা) বললেন, এরকম দুটি দিনার রেখে গেছে।

باب: ما جاء في الاجل والامل.

পরিচ্ছেদ : মৃত্যু ও আশা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়ছে

(١٥٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَطَّ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ خَطًّا وَسَطَ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ وَخُطُوطًا إِلَى جَنْبِ الْخَطِّ الَّذِي وَسَطَ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ وَخَطًّا خَارِجًا مِنَ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ الْخَطُّ الْأَوْسَطُ وَهَذِهِ الْخُطُوطُ الَّتِي إِلَى جَنْبِهِ الْأَعْرَاضُ تَنْهَشُهُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ إِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا أَصَابَهُ هَذَا وَالْخَطُّ الْمُرَبَّعُ الْأَجَلُ الْمُحِيطُ بِهِ وَالْخَطُّ الْخَارِجُ الْأَمَلُ.

১৫২. 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বর্গাকৃতির একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন, তারপর এর মাঝখান বরাবর একটি সরলরেখা টানেন এবং চতুর্ভুজের মাঝ বরাবর তার পাশ দিয়ে অনেকগুলো ছোট ছোট রেখা টানেন, তারপর চতুর্ভুজের বাইরে দিয়ে একটি সরলরেখা টেনে বলেন, তোমরা কি জান এটা কি? তারা বললো, আল্লাহ্ও তাঁর রাসূল-ই ভাল জানেন। তখন তিনি বলেন, মধ্যখানের সরলরেখাটি হলো মানুষ, আর তার চারপাশের এ সরলরেখাসমূহ হলো তার বিপদাপদ, (বা মৃত্যু) যা চারিদিক থেকে তাকে বেষ্টন করে আছে। কোন একটি বিপদ তার জীবন থেকে ফসকে গেলে অপরটি তাকে আঁচড় দেয়। চতুর্ভুজ রেখাটি তার মৃত্যু, আর বাইরের রেখাটি তার কামনা বাসনা।

(١٥٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَرْزًا ثُمَّ خَرَزَ إِلَى جَنْبِهِ أُخْرَ ثُمَّ خَرَزَ الثَّالِثَ فَأَبْعَدَهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ وَهَذَا أَمَلُهُ يَتَعَاطَى الْأَمَلَ وَالْأَجَلُ يَخْتَلِجُهُ دُونَ ذَلِكَ.

www.waytojannah.com

১৫৩. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করিম (সা) তাঁর সামনে একটি ডাল গাড়ছেন এবং তার পাশেই অন্য আরেকটি গাড়লেন, এরপর দুরে একটি গাড়লেন। তারপর বললেন, তোমরা কি জান, এটা কি? তারা বললো, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন, এ হলো মানুষ (প্রথমটি), আর এ হলো তার মৃত্যু (দ্বিতীয়টি), আর এ হলো তার কামনা-বাসনা (তৃতীয়টি)। সে কামনা-বাসনা আসক্ত অথচ মৃত্যু তাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে।

(অর্থাৎ মানুষ ভবিষ্যতের দীর্ঘ কামনা-বাসনায় লিপ্ত থাকে, আর তার নিকট মৃত্যুকে ভুলে যায়।)

(١٥٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ أَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ هَذَا ابْنُ اٰدَمَ ثُمَّ رَفَعَهَا فَوَضَعَهَا خَلْفَ ذَلِكَ قَلِيلًا وَقَالَ هَذَا أَجَلُهُ ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ أَمَامَهُ قَالَ وَثَمَّ أَمَلُهُ.

১৫৪. আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর হাতের আঙ্গুল একত্রিত করে তা যমীনের উপর রাখেন। এরপর বলেন, এ হলো আদম সন্তান! তারপর পিছন দিক থেকে সামান্য আঙ্গুল উঠিয়ে বললেন, এ হলো তোমাদের মৃত্যু। এরপর তিনি তার হাত সামনের দিকে রেখে বললেন, এটা তোমাদের কামনা-বাসনা। অর্থাৎ তোমাদের কামনা-বাসনা অনেক দুরে, অথচ তোমাদের মৃত্যু অতি নিকটে।)

وعنه من طريق ثان قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَامِلَهُ فَنَكَتَهُنَّ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ هَذَا ابْنُ اٰدَمَ وَقَالَ بِيَدِهِ خَلْفَ ذَلِكَ قَالَ وَهَذَا أَجَلُهُ قَالَ وَأَوْمَأَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ وَثَمَّ أَمَلُهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ.

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর হাতের আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে আঁচড় দিয়ে বললেন, এ হলো– ইব্ন আদম। এরপর তিনি তার হাত দিয়ে আঁচড় দিয়ে বললেন, এ হলো– তার মৃত্যু। এরপর তিনি দুরে ইংগিত করে বললেন, এ হলো তার কামনা-বাসনা। একথা তিনি তিনবার বললেন।

وعنه من طريق ثالث أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ ثَلَاثَ حَصَيَاتٍ فَوَضَعَ وَاحِدَةً ثُمَّ وَضَعَ أُخْرَى بَيْنَ يَدَيْهِ وَرَمَى بِالثَّالِثَةِ فَقَالَ هَذَا ابْنُ اٰدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ وَذَاكَ أَمَلُهُ الَّتِي رَمَى بِهَا.

তার তৃতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তিনটি প্রস্তরখন্ড হাতে নিলেন। তারপর একটি রাখলেন, তারপর দ্বিতীয়টি তাঁর সামনে রাখলেন এবং তৃতীয়টি দুরে নিক্ষেপ করলেন। এরপর বললেন, এ হলো আদম সন্তান, এ হলো তার মৃত্যু,' আর সেটি নিক্ষেপ করা হলো, সেটি হলো তার কামনা-বাসনা।

باب: ما جاء في اعمار الامة المحمدية

পরিচ্ছেদ : উম্মতে মুহাম্মাদীর বয়স হায়াত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

(١٥٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

১৫৫. 'আবদুল্লাহ ইবন দিনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন 'উমর (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের আয়ু তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের তুলনায় আসর ও সূর্য্যাস্ত সময়ের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত।

www.waytojannah.com

Contents

ومن طريق ثان عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّمْسُ عَلَى قُعَيْقِعَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ مَا أَعْمَارُكُمْ فِي أَعْمَارِ مَنْ مَضَى إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ فِيمَا مَضَى مِنْهُ.

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বসা ছিলাম। আসরে রপরে তখন সূর্য মক্কার কায়কাআন পাহাড়ের কাছে ছিল। তখন তিনি বললেন, যার আয়ু অতিবাহিত হয়েছে, সে তুলনায় তোমাদের আয়ু দিনের যতটুকু অংশ বাকী রয়েছে, সে পরিমাণ।

(١٥٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَى عَبْدٍ أَحْيَاهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّيْنَ أَوْ سَبْعِيْنَ سَنَةً لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ.

১৫৬. আবূ হুরায়রা (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ষাট অথবা সত্তর বছর জীবনকাল অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তার বান্দার কোন আপত্তির সুযোগ রাখেননি অবশ্যই আল্লাহ তার আপত্তির সুযোগ রাখেননি।

وعنه طريق ثان قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُمَرَ سِتِّيْنَ أَوْ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ.

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যার আয়ু ষাট অথবা সত্তর বছর হয়েছে তাকে আল্লাহ্ অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেন।

(١٥٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُعَمَّرٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً إِلَّا صَرَفَ اللهُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ مِنَ الْبَلَاءِ الْجُنُونَ وَالْجُذَامَ وَالْبَرَصَ فَإِذَا بَلَغَ خَمْسِيْنَ سَنَةً لَيَّنَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ فَإِذَا بَلَغَ سِتِّيْنَ رَزَقَهُ اللهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ فَإِذَا بَلَغَ سَبْعِيْنَ سَنَةً أَحَبَّهُ اللهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ فَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِيْنَ قَبِلَ اللهُ حَسَنَاتِهِ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ فَإِذَا بَلَغَ تِسْعِيْنَ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَسُمِّيَ أَسِيرَ اللهِ فِي أَرْضِهِ وَشَفَعَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ.

১৫৭. আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে চল্লিশ বছর জীবন অতিবাহিত করে, আল্লাহ তার উপর থেকে তিন প্রকার বিপদ দুর করে দেন। পাগলামী কুষ্ঠরোগ ও গোদ রোগ। যখন তার বয়স পঞ্চাশ বছরে পৌঁছে, তখন আল্লাহ্ তার হিসাব সহজ করেন, আর যখন তার বয়স আশি বছরে পৌঁছে, তখন আল্লাহ্ তার নেক আমল কবুল করেন এবং তার বদ বা খারাপ আমলসমূহ মাফ করে দেন। আর যখন তার বয়স নব্বই বছরে পৌঁছে, তখন আল্লাহ্ তার পূর্বের ও পরের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং আল্লাহ তাঁকে তাঁর যমীনে বন্দী হিসাবে আখ্যায়িত করেন, এবং সে তার পরিবারের লোকদের জন্য সুপারিশকারী হয়।

باب: ما جاء في الترهيب من الشح والبخل.

পরিচ্ছেদ : কৃপণতার প্রতি ভীতি প্রদর্শন

(١٥٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا.

www.waytojannah.com

১৫৮. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, সাবধান, তোমরা কৃপণতা থেকে দুরে থাক। কারণ কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছি, কিন্তু তারা তা ছিন্ন করেছে, আমি তাদেরকে কৃপণতা না করতে নির্দেশ দিয়েছি, অথচ তারা কৃপণতা করেছে। আর আমি তাদেরকে পাপ কাজ না করতে নির্দেশ দিয়েছি, অথচ তারা পাপ কাজ করেছে।

(١٥٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ شُحٌّ وَإِيمَانٌ فِي قَلْبِ رَجُلٍ مسلم.

১৫৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কৃপণতা ও ঈমান কোন মুসলমান ব্যক্তির অন্তরে একত্রে অবস্থান করতে পারে না।

(١٦٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِي ذَرٍّ فَخَرَجَ عَطَاؤُهُ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ فَجَعَلَتْ تَقْضِي حَوَائِجَهُ قَالَ فَفَضَلَ مَعَهَا سَبْعٌ قَالَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ فُلُوسًا قَالَ قُلْتُ لَهُ لَوْ ادَّخَرْتَهُ لِلْحَاجَةِ تَنُوبُكَ أَوْ لِلضَّيْفِ يَنْزِلُ بِكَ قَالَ إِنَّ خَلِيلِي عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ أَيُّمَا ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أُوكِيَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَمْرٌ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْرِغَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

১৬০. 'আবদুল্লাহ ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি আবূ যর (রা)-এর সাথে ছিলেন, আবূ যর তার দান-দক্ষিণা নিয়ে বের হলেন, সাথে তার দাসীও ছিল। এরপর তিনি তার প্রয়োজন পূরণ করলেন, শেষে তার নিকট সাতটি স্বর্ণমুদ্রা অতিরিক্ত থেকে গেল। তিনি দাসীকে তা ভাংগিয়ে নিতে নির্দেশ দিলে। তখন আমি তাকে বললাম, তুমি যদি তা জরুরী প্রয়োজন পূরণের জন্য অথবা মেহমানদারীর উপলক্ষে তা খরচ করার জন্য জমা করে রাখতে, তাহলে ভাল হতো। তখন তিনি বললেন, আমার বন্ধু আমার নিকট থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের উপর নির্ভর করে, বা জমা করে রাখে, এবং তা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে না, এবং সেটি কিয়ামতের দিন পাথররূপে পরিগণিত হবে এবং তা দিয়ে তাকে সেঁক দেয়া হবে।

(١٦١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ مِنْهَا إِلَّا اتَّسَعَتْ حَلَقَةٌ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا عَلَيْهِ وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَإِنَّهَا لَا تَزْدَادُ عَلَيْهِ إِلَّا اسْتِحْكَامًا.

১৬১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তিদ্বয়ের উদাহরণ এরূপ দু ব্যক্তির মত, যাদের দু'জনের দেহে বুক থেকে কণ্ঠনালী পর্যন্ত দুটি লৌহবর্ম রয়েছে। দাতা যখনই দান করতে উদ্যত হয়, তখনই ঐ বর্ম তার শরীরে ঢিলা ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু কৃপণ ব্যক্তি যখনই কিছু দান করতে ইচ্ছে করে, তখন বর্মটি প্রশস্ত না হয়ে দৃঢ়ভাবে এটে যায়। অর্থাৎ বর্মটি প্রশস্ত হয়ে তার শরীর আবৃত করে না।

(١٦٢) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِفُلَانٍ فِي حَائِطِي عَذْقًا وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي وَشَقَّ عَلَيَّ مَكَانُ عَذْقِهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِعْنِي عَذْقَكَ الَّذِي فِي حَائِطِ فُلَانٍ قَالَ لَا

www.waytojannah.com

Contents

قَالَ فَهَبْهُ لِي قَالَ لَا قَالَ فَبِعْنِيهِ بِعَذْقٍ فِي الْجَنَّةِ قَالَ لَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ الَّذِي هُوَ أَبْخَلُ مِنْكَ إِلَّا الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ.

১৬২. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বললো আমার বাগানে দেয়ালের পাশে অমুক ব্যক্তির একটি খেজুর গাছ রয়েছে, সে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, এবং গাছটি এখানে থাকা আমার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন নবী করিম (সা) তার কাছে এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে বললেন, অমুকের বাগানের পাশে তোমার। খেজুর গাছটি আমার নিকট বিক্রি কর, সে বললো, না। তিনি বললেন, তবে তা আমাকে দান করে দাও। সে বললো, না। তারপর তিনি বললেন, জান্নাতের একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে তা বিক্রি করে দাও। সে বললো না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যে ব্যক্তি সালাম দিতে কৃপণতা করে, সে ব্যতীত তোমার মত এত বড় কৃপণ লোক আর আমি দেখিনি।

(١٦٣) عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ وَكَانَ مِنَّا مِنْ بَنِي غُبَرَ قَالَ أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا فَأَخَذْتُ سُنْبُلًا فَفَرَكْتُهُ وَأَكَلْتُ مِنْهُ وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ سَاغِبًا أَوْ جَائِعًا فَرَدَّ عَلَيَّ الثَّوْبَ وَأَمَرَ لِي بِنِصْفِ وَسْقٍ أَوْ وَسْقٍ.

১৬৩. আবূ বিশর (রা) থেকে বতি। তিনি বলেন, আমি আব্বাস ইব্ন শুরাহবিল (র) থেকে শুনেছি এবং তিনি বনি গুবারের লোক ছিলেন। তিনি বলেন, একবার দুর্ভিক্ষের কারণে আমি মদীনায় আসলাম এবং মদীনার একটি বাগানে প্রবেশ করে খেজুরের একটি ছড়া নিলাম। তারপর তা ঘর্ষণ করে শীস বের করে তা থেকে খেলাম এবং আমার কাপড়ে তুলে নিলাম। তারপর আমি বাগানের মালিকের নিকট আসলে সে আমাকে মারধর করলো এবং আমার কাপড়টি কেড়ে নিল। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে আসলাম রাসূল (সা) বাগানের মালিককে বললেন, সে মূর্খ ছিল, তুমি তাকে শিখালে না কেন? সে ক্ষুধার্ত ছিল, তুমি তাকে খাওয়ালে না কেন? তারপর রাসূল (সা) আমাকে আমার কাপড় ফিরিয়ে দিলেন এবং আমাকে ষাট 'সা' খাদ্যশস্য দেওয়ার আদেশ দিলেন।

(١٦٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي وَمَالِي وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَأَقْنَى مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ.

১৬৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মানুষ বলে আমার মাল, আমার মাল। তবে তোমার মাল হলো তিনটি : তুমি খেয়ে যা শেষ করেছ, পরিধান করে যা পুরানো করেছ এবং দান করে যা জমা রেখেছ। এগুলো ছাড়া সবই শেষ হয়ে যাবে এবং মানুষের জন্য তা রেখে যাবে।

باب : ما جاء في الترهيب من احتقار الذنوب الصغيرة.

পরিচ্ছেদ : ছোট গুনাহকে অবজ্ঞা করার প্রতি ভীতি প্রদর্শন

(١٦٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلًا كَمَثَلِ قَوْمٍ

www.waytojannah.com

Contents

نَزَلُوا أَرْضَ فَلَاةٍ فَحَضَرَ صَنِيْعُ الْقَوْمِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيءُ بِالْعُودِ وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا فَأَجَّجُوا نَارًا وَأَنْضَجُوا مَا قَذَفُوا فِيْهَا.

১৬৫. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা ছোট ছোট গুনাহসমূহকে অবজ্ঞা করা থেকে সাবধান থাক। কারণ, এসব গুনাহসমূহ কোন ব্যক্তির উপর একত্রিত হয়ে তাকে ধ্বংস করে দেয়। রাসূল (সা) এসব গুনাহসমূহের তুলনা করেছেন– যেমন একটি সম্প্রদায় দুর অঞ্চলে অবতরণ করলো এবং তাদের বাবুর্চী উপস্থিত হলো। তখন একজন গিয়ে খাড়ি নিয়ে আসলো, অনুরূপ আরো একজন গিয়ে খড়ি নিয়ে আসলো, এভাবে তাদের নিকট অনেক খড়ি জমা হয়ে গেল। তারপর তারা তাতে আগুন জ্বালালো এবং আগুনে নিক্ষিপ্ত বস্তু ভাল করে পাকিয়ে নিল; অর্থাৎ ছোট ছোট গুনাহসমূহ যখন একত্রিত হয়, যদি সে সেগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা না করে, তাহলে সেগুলো একত্রিত হয়ে বিরাট আকার ধারণ করে তার আমল ধ্বংস করে দেয়।

(١٦٦) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ.

১৬৬. সাহাল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা ছোট ছোট গুনাহ করা থেকে বিরত থাক। ছোট ছোট গুনাহসমূহের উদাহরণ হলো কোন সম্প্রদায় যেন উপত্যকা মাঝখানে অবতরণ করলো। তারপর একজন একটি খড়ি নিয়ে আসে, অনুরূপ আরেকজন আরো একটি খড়ি নিয়ে এসে তাদের খরি পাকালো। এভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুনাহসমূহ কারো দ্বারা সংঘটিত হলে, তা তাকে ধ্বংস করে ফেলে।

(١٦٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ طَالِبًا.

১৬৭. 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে 'আয়েশা! ছোট ছোট গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাক। কারণ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ছোট ছোট গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(١٦٨) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا لَهِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ.

১৬৮. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা এমন কিছু কাজ কর, যেগুলো তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়ে সুক্ষ (ক্ষুদ্র) মনে কর, অথচ আমরা রাসূল (সা)-এর যুগে তা ধ্বংসকারী কাজ হিসাবে গণ্য করতাম।

(١٦٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا فَذَكَرَ مَثَلَ الأَثَرِ المتقدم بِلَفْظِهِ.

১৬৯. আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা যে কোন আমল কর, এরপর তিনি পূর্বের অনুরূপ শব্দ দ্বারা হাদীসটি বর্ণনা করেন।

(١٧٠) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ قُرْطٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ الْيَوْمَ أَعْمَالًا فَذَكَرَ مَثَلَه.

১৭০. 'উবাদা ইব্ন কুরত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আজ তোমরা আমলসমূহ করবে। এরপর তিনি অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেন।

www.waytojannah.com

باب : ما جاء فى الترهيب من التفريق بين المرء وزوجه والخادم وسيده۔

পরিচ্ছেদ : স্বামী-স্ত্রী মনীব ও খাদেমের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করার প্রতি ভীতি প্রদর্শন

(١٧١) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بن العاص رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا۔

১৭১. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কোন ব্যক্তির জন্য স্বামী-স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিত তাদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করা বৈধ নয়।

(١٧٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا۔

১৭২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন গোলামকে তার মনিবের খিদমত করার ক্ষেত্রে বিবাদ দৃষ্টি করে, সে আমার পথ ও শরীয়তের বিধান অনুসরণ করে না। আর যে ব্যক্তি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে, সে আমার অনুসরণ করে না।

(١٧٣) وعنه ايضا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا فَإِنَّ رِزْقَهَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

১৭৩. আবূ হুরায়রা (রা) পুনরায় বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন নারী যেন কোন স্বামীর নিকট তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব না দেয়। তার পাত্রে যা আছে, সেটাই তার জন্য যথেষ্ট। তার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর।

(١٧٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا۔

১৭৪. 'আবদুল্লাহ ইব্ন বুরাইদা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমানতের ব্যাপার শপথ করে, সে আমার পথ ও শরীয়তের বিধান অনুসরণ করে না। আর যে ব্যক্তি স্বামী স্ত্রী অথবা তার গোলামের মাঝে বিবেদ সৃষ্টি করে, সে আমার পথ অনুসরণ করে না।

باب : ما جاء فى الترهيب من مواقع الشبه ومواطن الريبة۔

পরিচ্ছেদ : সন্দেহ সংশয় স্থানে পতিত হওয়া থেকে ভীতি প্রদর্শন

(١٧٥) عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْغَيْتُ وَتَقَرَّبْتُ وَخَشِيْتُ أَنْ لَا أَسْمَعَ أَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكَ وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللهِ فِي الْأَرْضِ مَعَاصِيْهِ أَوْ قَالَ مَحَارِمُهُ۔

১৭৫. শা'বী (রা) থেকে বর্ণিত। আমি বলেন, নু'মান ইব্ন বশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি। আর আমি যখন তাঁর কাছ থেকে শুনতাম, তখন বলতাম, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে মনোযোগ দিয়ে শুনেছি এবং নিকটবর্তী থেকে শুনেছি এবং আমি ভয় করতাম যে, অন্য কাউকেও শোনাবো না। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, হালাল

www.waytojannah.com

ও সুস্পষ্ট এবং হারাম ও সুস্পষ্ট উভয়ের মাঝে সন্দেহজনক বিষয় আছে। সুতরাং গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এমন কোন বিষয় যদি কেউ বর্জন করে, তাহলে সে স্বভাবতই প্রকাশ্য গুনাহের বিষয়ও ছেড়ে দেবে। আর যে কাজ করলে গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এমন কাজ কেউ করার দুঃসাহস করলে, সে প্রকাশ্য হারাম কাজে জড়িয়ে পড়বে। প্রত্যেক শাসকের একটি সংরক্ষিত চারণভূমি থাকে। আর আল্লাহ্‌র চারণভূমি হচ্ছে তাঁর হারামকৃত বিষয়সমূহ বা তাঁর গুনাহসমূহ।

(١٧٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ فَقَالَ يَا فُلَانَةُ يُعْلِمُهُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَظُنُّ بِكَ؟ قَالَ فَقَالَ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْكَ الشَّيْطَانُ.

১৭৬. আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তাঁর সাথে তার স্ত্রী সুফিয়া ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) (সা) বলেন, হে অমুক! তুমি জেনে রাখ যে, এ হলো তাঁর অর্থাৎ আমার স্ত্রী। তখন লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আপনি কি আমাকে সন্দেহ করছেন? তিনি বললেন, আমি ভয় করছি, শয়তান তোমার মধ্যে প্রবেশ করবে, অর্থাৎ তোমাকে ওয়াসওসা বা ধোঁকা দেবে।

وعنه من طريق ثان قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَمَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ يَا فُلَانُ هَذِهِ امْرَأَتِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ.

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্ত্রীদের কোন একজন স্ত্রীর সাথে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তখন তিনি বলেন, হে অমুক! এ হলো আমার স্ত্রী। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আপনি এ ব্যাপারে সন্দেহ করছেন? আমি আপনার ব্যাপারে কোন সন্দেহ করিনি। তখন তিনি বললেন, শয়তান বনি আদমের রক্তের মাঝে চলাচল করে, (অর্থাৎ যেভাবে রক্ত মানুষের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে না, তেমনি শয়তান মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে না।)

(١٧٨) عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ (زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا) قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي يَقْلِبُنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَا سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا أَوْ قَالَ شَيْئًا.

১৭৭. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রী সুফিয়া বিনত হুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ই'তিকাফে ছিলেন। আমি রাতে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসলাম এবং তাঁর সাথে কথা বললাম। এরপর ঘরে ফিরার জন্য তাঁর কাছ থেকে উঠলাম। আমার ফিরে যাওয়ার সময় তিনি আমার সাথে দাঁড়ালেন, তার বাসস্থান ছিল উসামা ইব্‌ন যায়েদের ঘরে। তখন আনসারদের দু'ব্যক্তি সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা যখন নবী করিম (সা) কে দেখলো, তখন তারা অধিকতর দ্রুতগতিতে ঐ স্থান অতিক্রম করছিল। নবী করিম (সা) তাদের দ্রুত অতিক্রম করার অবস্থা দেখে বললেন, এ হলো আমার স্ত্রী সুফিয়া বিনতে হুয়াই। তখন তারা বললো, সুব্‌হানাল্লাহ! হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! এরপর নবী করিম

www.waytojannah.com

(সা) বললেন, শয়তান মানুষের শরীরে রক্তের মত চলাচল করে, আমি ভয় করছিলাম যে, হয়তো তোমাদের অন্তরে শয়তান কোন খারাপ চিন্তা সৃষ্টি করেছে।

باب: ما جاء فى الترهيب من ترك العمل

পরিচ্ছেদ : গোত্র থেকে তাড়িয়ে দেয়ার ভয়ে দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত থাকার প্রতি ভীতি প্রদর্শন

(١٧٨) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ.

১৭৮. 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে ভয় দেখাও" এ আয়াতটি নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে ফাতিমা! হে মুহাম্মদের কন্যা! হে সুফিয়া বিনত আবদুল মুত্তালিব! হে বনি আবদুল মুত্তালিব। হে বনি হাশিম! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পাঁকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারব না, তোমরা যা খুশী আমার সম্পদ থেকে চাও।

(١٧٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِي هَاشِمٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا أُمَّ الزُّبَيْرِ عَمَّةَ النَّبِيِّ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا سَلَانِي مِنْ مَالِي.

১৭৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হে বনি আবদুল মুত্তালিব! হে বনি হাশিম! তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য নিজেদের বিক্রি কর। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পাঁকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারব না। হে যুবায়েরের মা রাসূলের চাচী! হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (সা)! তোমরা নিজেদের বিক্রি কর, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পাঁকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারব না। তুমি আমার সম্পদ থেকে চাও।

(١٨٠) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُونَ إِنَّ رَحِمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْفَعُ قَوْمَهُ بَلَى وَاللهِ إِنَّ رَحِمِي مَوْصُولَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنِّي أَيُّهَا النَّاسُ فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَإِذَا جِئْتُمْ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَقَالَ آخَرُ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ لَهُمْ أَمَّا النَّسَبُ فَقَدْ عَرَفْتُهُ وَلَكِنَّكُمْ أَحْدَثْتُمْ بَعْدِي وَارْتَدَدْتُمُ الْقَهْقَرَى.

১৮০. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে এ মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি : পুরুষদের কি হলো যে, তারা বলে, রাসূল (সা)-এর অনুগ্রহ তাঁর জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনেনি? জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র শপথ! আমার অনুগ্রহ দুনিয়া ও আখিরাতের সাথে সম্পৃক্ত। হে মানুষ! আমি তোমাদের আগে হাউযের কাছে যাব। তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)। আমি অমুকের সন্তান অমুক, তার ভাই বলবে : আমি অমুকের সন্তান অমুক। তিনি তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদের বংশ সম্পর্কে অবগত; কিন্তু তোমরা আমার পরে নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টি করেছে এবং পশ্চাদপসরণ করেছ।

www.waytojannah.com

كتاب افات اللسان

অধ্যায়

রসনার ক্ষতি সম্পর্কে

باب: ما جاء فى الترهيب من كثرة الكلام وما جاء فى الصمت۔

পরিচ্ছেদ : অধিক কথা বলা থেকে ভীতি প্রদর্শন এবং চুপ থাকা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

(١) عَنْ تَمِيْمِ بْنِ يَزِيْدَ مَوْلٰى بَنِىْ زَمْعَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ثِنْتَانِ مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّهُمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَا تُخْبِرُنَاهُمَا؟ ثُمَّ قَالَ اثْنَانِ مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّهُمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتّٰى إِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ أَجْلَسَهُ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا تَرٰى رَسُوْلَ اللهِ يُرِيْدُ يُبَشِّرُنَا فَتَمْنَعُهُ؟ فَقَالَ إِنِّىْ أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ فَقَالَ ثِنْتَانِ مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّهُمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ۔

১. তামীম ইব্ন য়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন একজন সাথী বলেন; একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) খুত্‌বা দেওয়ার সময় বলেন, হে মানুষ! দুটি অঙ্গের দুষ্কর্ম থেকে আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন। সে বেহেশতে প্রবেশ কবে। তখন আনসারদের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! সে দুটি অংগ সম্পর্কে আমাদের কেন সংবাদ দিচ্ছেন না? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, দুটি অংগের দুষ্কর্ম থেকে আল্লাহ্ যাকে রক্ষা করেন। সে বেহেশতে প্রবেশ করবে অবশেষে সে যখন তৃতীয় বার প্রশ্ন করতে চেয়েছিল, তখন রাসূলের সাহাবাগণ তাকে বসিয়ে দিয়ে বললো, তুমি লক্ষ্য করনি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছিলেন, আর তুমি তাকে বিরত রাখছ? সে বললো, আমি ভয় করছি যে লোকেরা এর উপর নির্ভর করবে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ দু'চোয়ালের মধ্যবর্তীস্থানের মুখের অর্থাৎ দুষ্কর্ম এবং দু'পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের অর্থাৎ যৌনাঙ্গের দুষ্কর্ম থেকে রক্ষা করেন, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

(٢) عَنْ أَبِى الصَّهْبَاءِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ اٰدَمَ فَإِنَّ أَعْضَاءَهُ تُكَفِّرُ لِلِّسَانِ تَقُوْلُ اتَّقِ اللهَ فِيْنَا فَإِنَّكَ إِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَأَنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَ۔

২. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা) থেকে সে হাদীস জানতে পেরেছি, তা মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছি। তিনি বলেন, আদম সন্তান যখন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে, তখন তার শরীরের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার মুখের কাছে অনুনয় বিনয় করে বলে, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কেননা, আমরা তোমার সাথেই আছি। তুমি যদি ঠিক থাক তবে আমরা ও ঠিক থাকব। আর যদি তুমি বাঁকা পথ ধর, তবে আমরা ও খারাপ হয়ে যাব।

www.waytojannah.com

(٣) عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى اله وصحبه وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ.

৩. 'আলী ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করা।

(٤) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ (وفى لفظ مرنى فى الاسلام بامر لا اسال عنه احدا بعدك) قَالَ قُلْ رَبِّيَ اللهُ (وفى لفظ امنت بالله) ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَخْوَفُ (وفى لفظ ما اكبر) مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ قَالَ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا.

৪. সুফিয়ান ইব্ন 'আবদুল্লাহ আস-সাকাফী (রা) থেকে বতি। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল আমাকে এমন একটি জিনিস বলে দিন, যাকে আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবো। (অন্য শব্দে:) ইসলামের মধ্যে আমাকে এমন একটি নির্দেশ দিন, যাতে আপনার পরে আর কাউকে তা জিজ্ঞেস করতে না হয়। তিনি বললেন, তুমি বল : "আল্লাহ্ আমার রব। (অন্য শব্দে: আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি) এবং এর উপর তুমি অবিচল থাক। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার ব্যাপারে আপনি কোন জিনিষের অধিক ভয় করেন? অন্য শব্দ কোন জিনিসকে আপনি আমার জন্য ভয়ের কারণ বলে মনে করেন? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নিজের জিহ্বা ধরে বলেন, এটির।

(٥) عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

৫. 'আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা) ইসলামে কোন জিনিস সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে, সে-ই সর্বোত্তম মুসলমান।

(٦) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امر اعرابيا نجصال من انواع البر (فيها) وَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنَ الْخَيْرِ.

৬. বারা' ইব্ন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) এক বেদুঈনকে নেক আমল অভ্যাস করার নির্দেশ দেন। তাতে ছিল– সৎকাজের আদেশ দান ও অন্যায় কাজে নিষেধ করা, তাতে যদি সামর্থ্য না হও, তাহলে মুখ দ্বারা ভাল ব্যবহার করবে।

(٧) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ فَقُلْتُ لَهُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.

৭. 'মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন, আমি কি তোমাকে কাজের মূল স্তম্ভ এবং এর শীর্ষ চূড়া সম্পর্কে অবহিত করবো না? আমি বললাম, হাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল

www.waytojannah.com

(সা)! তিনি বললেন, কাজের মূল ও এর স্তম্ভ হলো সালাত, আর এর শীর্ষ চূড়া হলো জিহাদ। এরপর তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে এসব কাজের নির্যাস সম্পর্কে অবহিত করবো না? আমি বললাম, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র নবী (সা)! তখন তিনি তাঁর জিহ্বা ধরে বললেন, তুমি এটাকে সংযত রাখবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা যা কিছু বলি, সেজন্য কি পাকড়াও হবো? তিনি বললেন, হে মু'আয! তোমার মা তোমার জন্য কাঁদুক। মানুষ তো তার অসংযত কথাবার্তার কারণেই অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

(٨) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يَسْلَمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ.

৮. ইব্‌ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যার হাতে আমার জীবন, তার শপথ করে বলছি, বান্দাহ নিরাপদ থাকে না, যতক্ষণ না সে তার মুখ ও অন্তরকে নিরাপদ না রাখে।

(٩) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَكَّلَ لِى مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ.

৯. সাহাল ইব্‌ন সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আমাকে তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানের (জিহ্বা) এবং দু'পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের (যৌনাংগ) নিশ্চয়তা দিতে পারবে, আমি তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের নিশ্চয়তা দিতে পারব।

(١٠) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِىُّ قَالَ خَرَجَ أَبُو الْغَادِيَةِ وَحَبِيبُ بْنُ الْحَارِثِ وَأُمُّ الْغَادِيَةِ مُهَاجِرِيْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ أَوْصِنِى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِيَّاكِ وَمَا يَسُوءُ الْأُذُنَ.

১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান আত-তাফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু গদ্দীয়া, হাবিব ইব্‌ন হারিছ ও উম্মে আবূ আলীয়া হিজরত করে মদীনায় রাসূলের নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন মহিলাটি বলে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমাকে অসিয়ত করুন। রাসূল (সা) বললেন, তুমি অন্যের কাছ থেকে অশ্লীল কথা শুনা থেকে তোমার কানকে হিফাজত রাখ।

(١١) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ أُمِّهِ ابْنَةِ أَبِى الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَدْنُو مِنَ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قِيدُ ذِرَاعٍ فَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ فَيَتَبَاعَدُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنْ صَنْعَاءَ.

১১. সুলায়মান ইব্‌ন সুহায়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার মা থেকে বর্ণনা করেন। তার মা (আবূ হাকাম গাফফারীর মেয়ে) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি : এক ব্যক্তি জান্নাতের এরত নিকটবর্তী হবে যে, তার মাঝে ও জান্নাতের মাঝে এক গজ দূরত্ব থাকবে। এরপর সে এমন অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলবে, যার দরুন সে জান্নাত থেকে 'সান্‌য়া' শহরের চেয়ে অধিক দুরে চলে যাবে।

(١٢) عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَفَرْجَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

www.waytojannah.com

১২. আবূ মূসা আশ্'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(١٣) عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَكَانَ عَلْقَمَةُ يَقُولُ كَمْ مِنْ كَلَامٍ قَدْ مَنَعَنِيهِ حَدِيثُ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ.

১৩. বিলাল ইব্ন হারিছ আল্-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি অবশ্যই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পছন্দনীয় কথা বলে, অথচ তার প্রতিদান সম্পর্কে সে অবগত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা তার এ কথার বিনিময়ে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ ও সন্তোষ লিখে দিবেন। পক্ষান্তরে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কথা বলে, (চিন্তা ভাবনা করে), যার পরিণতি সম্পর্কে সে বেখবর। আল্লাহ্ এ কথার বিনিময়ে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অসন্তুষ্টি লিখে দেন। 'আল্কামা (রা) বলেন, বিলাল ইব্ন হারিছের নিকট থেকে আমি যে হাদীস শুনেছি, তা আমাকে অনেক কথাই বলতে বাধা দেয়।

باب: ما جاء في الصمت.

পরিচ্ছেদ : চুপ থাকা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

(١٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَمَتَ نَجَا.

১৪. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইবন 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়।

(١٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ.

১৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানকে সমাদর করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে, অন্যথায় চুপ থাকে।

(١٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

১৬. 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। সেখানে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে, অথবা চুপ থাকে।

www.waytojannah.com

باب : ما جاء فى الترهيب من الغيبة والبهت۔

পরিচ্ছেদ : গীত ও অপবাদ সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন

(١٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ لَهُ؟ يَعْنِي قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ۔

১৭. আবূ হুরায়রা (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তোমার ভাইয়ের এমন প্রসংগ আলোচা করা, যা তার মধ্যে নেই। সে বললো, আমি যা বললাম, যদি তা তার মধ্যে থাকে, তাহলে? তিনি বললেন, যে সব দোষ তুমি বর্ণনা করেছ, তা যদি সত্যিই তার মধ্যে থেকে থাকে, তবেই তো তার গীবত করলে; আর যদি তার মধ্যে সেসব দোষ না থাকে, তবে তুমি তার প্রতি মিথ্যা ও অপবাদ আরোপ করলে।

(١٨) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...

১৮. আবূ বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হে আমার কাওম! যে ব্যক্তি মুখে ঈমান আনে এবং সে ঈমান তার অন্তরে প্রবেশ করে না, তা তার কোন উপকারে আসবেনা। তোমরা মুসলমানদের গীবত করবে না। তাদের গোপন জিনিস খুঁজে বেড়াবে না।

وفى رواية نادى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى اسمع العواتق فقال يَا مَعْشَرَ مَنْ اٰمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ۔

তার দ্বিতীয় বর্ণনা আবূ হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। 'আয়েশা (রা) বলেন, আমি নবী রিম (সা) কে এক ব্যক্তির আচরণ নকল করে দেখালাম। তিনি বললেন, আমাকে এ পরিমাণ সম্পদ দেয়া হলেও কারো আচরণ নকল করা আমাকে আনন্দ দেয় না। 'আয়েশা (রা) বলেন; আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! সুফিয়া তো বেঁটে স্ত্রীলোক, এ বলে তিনি তা হাতের ইশারায় দেখালেন। তখন নবী করিম (সা) বললেন, তুমি তোমার আমল মিশিয়ে দিয়েছ, অন্য বর্ণনায় তুমি তোমার আমলকে এমন একটি কথার সাথে মিশিয়ে দিয়েছ, যা সাগরের পানিতে মিশিয়ে দেয়া হলে উক্ত পানি দুষিত করে ফেলবে। মুসলমানদের গোপন জিনিস খুঁজে বেড়ায়, আল্লাহ্ তার গোপন জিনিস খুঁজে বেড়াবেন। আর আল্লাহ্ যার গোপন জিনিস খুঁজে বেড়াবেন, তাকে তার পরিবারের কাছে লাঞ্ছিত করবেন।

(١٩) عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَكَتْ امْرَأَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ قِصَرَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اغْتَبْتِيهَا۔

১৯. আবূ হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা 'আয়েশা (রা) রাসূল (সা)-এর নিকট সুফিয়া বিনতে হাই-এর খাট হওয়ার বিষয় উল্লেখ করেন। তখন নবী করিম (সা) বলেন, তুমি তার গীবত করলে।

(٢٠) عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ صَامَتَا وَأَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَاهُنَا امْرَأَتَيْنِ قَدْ صَامَتَا وَإِنَّهُمَا قَدْ كَادَتَا أَنْ تَمُوتَا مِنَ الْعَطَشِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَوْ سَكَتَ ثُمَّ عَادَ وَأُرَاهُ قَالَ

www.waytojannah.com

بِالْهَاجِرَةِ قَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهُمَا وَاللهِ قَدْ مَاتَتَا أَوْ كَادَتَا أَنْ تَمُوتَا قَالَ ادْعُهُمَا قَالَ فَجَاءَتَا قَالَ فَجِيءَ بِقَدَحٍ أَوْ عُسٍّ فَقَالَ لِإِحْدَاهُمَا قِيئِي فَقَاءَتْ قَيْحًا أَوْ دَمًا وَصَدِيدًا وَلَحْمًا حَتَّى قَاءَتْ نِصْفَ الْقَدَحِ ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى قِيئِي فَقَاءَتْ مِنْ قَيْحٍ وَدَمٍ وَصَدِيدٍ وَلَحْمٍ عَبِيطٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى مَلَأَتِ الْقَدَحَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ صَامَتَا عَمَّا أَحَلَّ اللهُ لَهُمَا وَأَفْطَرَتَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمَا جَلَسَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى فَجَعَلَتَا يَأْكُلَانِ لُحُومَ النَّاسِ.

২০. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম 'উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, দু'জন মহিলা রোযা রেখেছিল। তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমাদের এখানে দু'জন মহিলা রোযা রেখেছে, কিন্তু পানির পিপাসায় তারা মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তার এ কথা শুনে চুপ করে থাকলেন। তিনি চুপ থাকার কারণে সে পুনরায় কথাটি বললো। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, যখন ব্যক্তিটি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে খবর দিয়েছিল, তখন দুপুরের কঠিন গরমের সময় ছিল। সে বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! তারা মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে পৌঁছেছে। তিনি বললেন, তাদেরকে ডাক। যখন তারা আসলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললে একটি গ্লাস অথবা বড় একটি পাত্র নিয়ে আসা হলো। তিনি তাদের একজনকে বললেন, তুমি বমি কর। তখন সে পুঁজ, রক্ত, ইত্যাদি বমি করলে পাত্রের অর্ধেক ভরে গেল। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বললো, তার জন্য একটি পাত্র আনা হয় এবং সে তাতে রক্ত, পুজ ও টাটকা মাংস ইত্যাদি বমি করে, ফলে পাত্র ভরে যায়। তারপর তিনি বলেন, এরা দু'জ আল্লাহ্‌র জন্য বৈধ রোযা রেখেছে, কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র হারাম করা জিনিস দ্বারা ইফতার করেছে এবং তারা পরস্পর বসে মানুষের মাংস ভক্ষণ করেছে, অর্থাৎ গীবত করেছে।

(٢١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَفَعَتْ رِيحُ جِيفَةٍ مُنْتِنَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ.

২১. জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম, তখন মৃতদেহের দুর্গন্ধের বাতাস বইতে ছিল। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা কি জান, এটা কিসের বাতাস? এটা হলো যারা মু'মিনদের গীবত করে, সে বাতাস।

(٢٢) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ.

২২. আসমা বিনতে য়াযিদ (রা) নবী (সা) থেকে র্বনা করেন। নবী করিম (সা) বলেন, যে ব্যক্তি গীবত করা থেকে তার ভাইয়ের গোশত রক্ষা করে, তার বিনিময়ে আল্লাহর দায়িত্ব হলো তাকে দোযখ থেকে মুক্ত করা।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কোন মুমিন সম্পর্কে এমন কথা বলে, যেটা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ্ তাকে দোযখবাসীদের শরীর থেকে নির্গত রক্তও পুঁজের মাঝে বসবাস করাবেন, যতক্ষণ না সে তওবা করে তার কথা প্রত্যাহার করে নেয়।

www.waytojannah.com

باب : ما جاء في الترهيب من النميمة.

পরিচ্ছেদ : চোগলখুরী করা থেকে ভীতি প্রদর্শন

(٢٣) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

২৩. হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) (সা) বলেছেন, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

(٢٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ قَالَ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا.

২৪. 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে জানাব না যে, 'আদ্‌দা' কি? তা হলো– চোগলখুরী করে মানুষের মধ্যে কথা ছড়ানো। মুহাম্মদ (সা) বলেন, কোন মানুষ সত্য কথা বলতে থাকলে, আল্লাহ্ তাকে সত্যবাদীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আর কোন লোক মিথ্যা বলতে থাকলে, আল্লাহ্ তাকে মিথ্যাবাদীদের তালিকাভুক্ত করেন।

(٢٥) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ لِلْبُرَآءِ الْعَنَتَ.

২৫. আসমা বিনতে য়াযিদ আনসারী (রা) থকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের উত্তম ব্যক্তিদের সংবাদ দেব না? তারা বললো, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! তিনি বললেন, তোমরা যখন তাদেরকে দেখবে, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে দেখবে। এরপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের অসৎ লোকদের সংবাদ দেব না? তারা হলো– যারা চোগলখুরী করে পরস্পরের ভালবাসা নষ্ট করে বেড়ায় এবং বিশৃঙ্খলা, ধ্বংস ও অপরাধ করে বেড়ায়।

(٢٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ قَالَ وَكِيعٌ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.

২৬. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন, এ দু'ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে কোন বড় গুনাহের কারণে তাদের শাস্তি হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাবের সময় পর্দা করতো না, আর অন্যজন চোগলখুরী করে বেড়াত।

(٢٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ لَا يُبَلِّغْنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي شَيْئًا؛ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ قَالَ وَأُتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالٌ فَقَسَمَهُ قَالَ فَمَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ وَأَحَدُهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ وَاللهِ مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِقِسْمَتِهِ وَجْهَ اللهِ وَلَا الدَّارَ الْآخِرَةَ فَتَثَبَّتُّ حَتَّى سَمِعْتُ مَا قَالَا ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ قُلْتَ لَنَا لَا يُبَلِّغْنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي شَيْئًا وَإِنِّي مَرَرْتُ بِفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَهُمَا يَقُولَانِ كَذَا

www.waytojannah.com

وَكَذَا قَالَ فَاحْمَرَّ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَقَّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ دَعْنَا مِنْكَ فَقَدْ أُوذِيَ مُوسَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ صَبَرَ۔

২৭. ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাথীদের উদ্দেশ্য বলেন, আমার সাহাবীদের কেউ যেন আমার কাছে অন্য কারো দোষ বর্ণনা না করে! কেননা আমি চাই, যখন তোমাদের কাছে আমি আসব, তখন যেন পরিষ্কার হৃদয় মন নিয়ে আসতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য সম্পদ নিয়ে আসা হলে, তিনি তা বন্টন করে দেন। তারপর আমি যখন, দু'ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। তখন তাদের একজন তার সাথীকে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! বণ্টনের সময় মুহাম্মদের আল্লাহ্ ও পরকালের উদ্দেশ্য ছিল না। আমি এ ব্যাপারে তাদের মুখ থেকে সে কথা শুনলাম, তা নিশ্চিত হলাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গিয়ে তাকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আপনি আমাদের বলেছিলেন, আমার সাহাবীদের কেউ যেন আমার কাছে অন্য কারো দোষ বর্ণনা না করে। আমি অমুক অমুক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তারা উভয়ে এমন এমন কথা বলেছে। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারার রক্তবর্ণ হয়ে গেল এবং তিনি কষ্ট পেলেন। তিনি বললেন, তোমার জন্য আমি বলব, মূসা (আ) কে তাঁর জাতির লোকের বেশী কষ্ট দিয়েছিল। আর তিনি সবর করেন।

وعنه من طريق ثان قَالَ تَكَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَلِمَةً فِيهَا مَوْجِدَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تُقِرَّنِي نَفْسِي أَنْ أَخْبَرْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوَدِدْتُ أَنِّي افْتَدَيْتُ مِنْهَا بِكُلِّ أَهْلٍ وَمَالٍ فَقَالَ قَدْ أُذُوا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ نَبِيًّا كَذَّبَهُ قَوْمُهُ وَشَجُّوهُ حِينَ جَاءَهُمْ بِأَمْرِ اللهِ فَقَالَ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, আনসারদের এক ব্যক্তি কথা বলার সময় রাসূল (সা)-এর উপর উত্তেজিত হয়ে কথা বলে। আমি রাসূল (সা)-কে এ সংবাদ না জানিয়ে স্থির থাকতে পারলাম না। যদি আমার সম্পদ ও পরিবার এর বিনিময়ে দিতে হতো, তাও দিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, মূসা (আ) এর চেয়ে বেশী কষ্ট পেয়েও ধৈর্য অবলম্বন করে। এরপর তিনি আমাদের জানালেন যে, একজন নবী যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ নিয়ে আসলেন, তখন তাঁর জাতি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো এবং তাকে রক্তাক্ত করলো, তখন তিনি তার রক্ত মুছতে ছিলেন আর বলতেছিলেন, হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা কর, তারা জানে না।

باب: ما جاء في الترهيب من الكذب۔

পরিচ্ছেদ : মিথ্যা বলার প্রতি ভীতি প্রদর্শন

(٢٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا۔

২৮. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা মিথ্যা বলা থেকে সতর্ক থাক। মিথ্যা মানুষকে পাপ ও গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপ ও গুনাহ তাকে দোযখে নিয়ে যায়। কোন বান্দাহ সদা সর্বদা মিথ্যা কথা বলতে থাকলে এবং মিথ্যার প্রতি ঝুঁকে থাকলে শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র কাছে মিথ্যাবাদী হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়।

www.waytojannah.com

(٢٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَذِبَةَ فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً.

২৯. 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তাঁর সাহাবীদের ব্যাপারে মিথ্যার চেয়ে অধিক ঘৃণিত স্বভাব আর কিছু ছিল না। কোন ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর সামনে মিথ্যা কথা বললে, তা তাঁর মনে থাকতো, যতক্ষণ না তিনি জানতে পারতেন যে, মিথ্যাবাদী তার মিথ্যা কথা থেকে তাওবা করেছে।

(٣٠) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ.

৩০. মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জেনে শুনে কোন মিথ্যা কথা বলে, সে মিথ্যবাদীদের একজন। 'আবদুর রহমান (রা) বলেন, সে মিথ্যাবাদীদের একজন।

(٣١) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ.

৩১. আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মিথ্যা ও আনতের খিয়ানত ব্যতিত একজন মু'মিনের নিকট অন্য সব স্বভাবতই থাকতে পারে।

(٣٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي زَوْجًا وَلِي ضَرَّةً وَإِنِّي أَتَشَبَّعُ مِنْ زَوْجِي أَقُولُ أَعْطَانِي كَذَا وَكَسَانِي كَذَا وَهُوَ كَذِبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ.

৩২. 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা একজন স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমার স্বামী ও সতীন আছে, আমি আমার স্বামীর ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে বলি : স্বামী আমাকে এটা দিয়েছে, আমাকে ওটা পরিধান করিয়েছে, অথচ তা মিথ্যা, এতে কি আমার দোষ হবে? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যতটুকু দেয়া হয়নি, সে যদি ততটুকু দেখায়, তবে সে ব্যক্তি মিথ্যার দুটি জামা পরিধানকারীর মত।

(٣٣) عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى اله وصحبه وَسَلَّمَ كَبُرَتْ خِيَانَةً تُحَدِّثُ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ.

৩৩. নুয়াস ইব্ন সাম'য়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেন, সবচেয়ে বড় খিয়ানত হলো– তুমি তোমার দ্বীনি ভাইকে এমন কথা বললে, আর সে তোমার তোমার উপর নির্ভর করে যে, তুমি সত্য কথা বলেছো, অথচ তুমি মিথ্যাবাদী।

(٣٤) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ قَالَتْ إِحْدَانَا لِشَيْءٍ تَشْتَهِيهِ لَا أَشْتَهِيهِ يُعَدُّ ذَلِكَ كَذِبًا قَالَ إِنَّ الْكَذِبَ يُكْتَبُ كَذِبًا حَتَّى تُكْتَبَ الْكُذَيْبَةُ كُذَيْبَةً.

www.waytojannah.com

৩৪. আসমা বিনতে 'উমায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! যদি আমাদের মধ্যে কেউ তার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বলে যে, আমার ইচ্ছে নেই। এটা কি মিথ্যা বলে গণ্য হবে? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, অবশ্যই মিথ্যাকে মিথ্যাই লেখা হবে। এমনকি ছোট মিথ্যাকে ও ছোট মিথ্যা হিসাবে লেখা হবে।

পরিচ্ছেদ : মিথ্যাবাদী হিসাবে বিশেষিত মানুষের উল্লেখ

(٣٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْذَبُ النَّاسِ أَوْ مِنْ أَكْذَبِ النَّاسِ الصَّوَّاغُونَ وَالصَّبَّاغُونَ.

৩৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, সবচেয়ে মিথ্যাবাদী অথবা সর্ব নিকৃষ্ট মিথ্যাবাদী মানুষ রঙকারক ও আকৃতি প্রদানকারী।

(٣٦) وعنه ايضا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْذَبُ النَّاسِ الصُّنَّاعُ.

৩৬. পুনরায় তিনি বর্ণনা করেন সবচেয়ে মিথ্যাবাদী মানুষ হলো শিল্পীগণ।

অনুচ্ছেদ : মিথ্যা বলা বৈধ হওয়া সম্পর্কে

(٣٧) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى أَنْ تَتَتَابَعُوْا فِي الْكَذِبِ كَمَا يَتَتَابَعُ الْفَرَاشُ فِي النَّارِ كُلُّ الْكَذِبِ يُكْتَبُ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ إِلَّا ثَلَاثَ خِصَالٍ رَجُلٌ كَذَبَ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ فِي خَدِيْعَةِ حَرْبٍ أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ بَيْنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا.

৩৭. আসমা বিনতে য়াযিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে খুতবায় বলতে শুনেছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা কি একের পর এক মিথ্যার পথ অবলম্বন করবে? সেভাবে প্রজাপতি একের পর এক আগুনের পথ অবলম্বন করে। আদম সন্তানের সমস্ত মিথ্যা লিখে রাখা হয়, তবে তিনটি স্বভাব ব্যতিত। তাহলো, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে খুশী করার জন্য মিথ্যা বলা, যুদ্ধে ধোঁকা দেওয়ার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা এবং দু'জন মুসলমান ব্যক্তির মাঝে বিবাদ মিটিয়ে শান্তি স্থাপনের জন্য মিথ্যা বলা।

(٣٨) عَنْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا وَقَالَتْ لَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي الْحَرْبِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيْثِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيْثِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৮. হুমায়দ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। তার মা উম্মে কুলসুম বিনতে 'উকবা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে দু'দলের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে, সে মিথ্যুক নয়। বরং সে কল্যাণ বৃদ্ধি করে, কল্যাণের কথা বলে, উম্মে কুলসুম (রা) বলেন, আমি তাঁকে কখন ও মানুষকে চতুরতা অবলম্বন করার অনুমতি দিতে শুনিনি, তবে তিনি তিনটি ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন। আর তা হলো, যুদ্ধের ব্যাপারে, মানুষের মাঝে বিবাদ মিটিয়ে সন্ধি ও শান্তি স্থাপনে এবং স্বামী স্ত্রীর সাথে ও স্ত্রী স্বামীর সাথে কথাবার্তায়। উম্মে কুলসুম বিনতে 'উকবা (রা) প্রথমত হিজরতকারী দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন।

www.waytojannah.com

باب : ما جاء فى الترهيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ فى ذلك.

পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা এবং এ ব্যাপারে কঠোরতা সম্পর্কে

(٣٩) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَهُوَ فِي النَّارِ.

৩৯. 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে সে জাহান্নামে যাবে।

(٤٠) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَكُونَ أَوْعَى أَصْحَابِهِ عَنْهُ وَلَكِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَقَالَ حُسَيْنٌ أَوْعَى صَحَابَتِهِ عَنْهُ.

৪০. 'উছমান ইবন আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করতে আমি ঐ সময় পর্যন্ত বিরত থাকি, যতক্ষণ না আমি তা সাহাবাদের কাছ থেকে বেশী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বলে, যা আমি বলিনি, তার স্থান হবে জাহান্নামে।

وعنه من طريق ثان قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا فِي النَّارِ.

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছা করে মিথ্যা কথা বলে, তার বাসস্থান হবে জাহান্নামে।

(٤١) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى اله وصحبه وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ.

৪১. 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা আমার নামে মিথ্যা বলো না, নিশ্চয় যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা বলে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

وعنه من طريق ثان قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ.

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে এবং সে জানে যে, সে মিথ্যা বর্ণনা করেছে, তা হলে সে একজন মিথ্যাবাদী।

(٤٢) عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ مَا لِي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَفُلَانًا وَفُلَانًا؟ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

৪২. 'আমির ইবন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, আমি যুবায়েরকে বললাম, ইব্ন মাস'উদ ও অমুক অমুক লোক যেমন হাদীস বর্ণনা করে, তোমাকে তো আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে তেমন হাদীস বর্ণনা করতে শুনি নাই। তিনি বললেন, দেখ আমি তাঁর সোহবত থেকে পৃথক হয়নি। কাজেই হাদীস তো আমি জানি, কিন্তু তাঁকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে, তাকে তার তার অবস্থানের স্থান জাহান্নামে বানাতে হবে।

www.waytojannah.com

Contents

(٤٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيَّ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ.

৪৩. ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে, তার জন্য জাহান্নামে ঘর তৈরী করে রাখা হবে।

(٤٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

৪৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে বানিয়ে বলে, যা আমি বলিনি, সে যেন আগুনের আসন ঠিক করে নেয়।

(٤٥) عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ سَمِعُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

৪৫. আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।

(٤٦) عَنْ مُسْلِمٍ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ عُرْفُطَةَ قَالَ لِلْمُخْتَارِ هَذَا رَجُلٌ كَذَّابٌ وَلَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ جَهَنَّمَ.

৪৬. খালিদ ইব্ন আরফাতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুখ্তারের উদ্দেশ্য বলেন, সে একজন মিথ্যাবাদী। আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি : সে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার আসন ঠিক করে নেয়।

(٤٧) عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ كِذْبَةً مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَضْجَعًا مِنَ النَّارِ أَوْ بَيْتًا فِي جَهَنَّمَ.

৪৭. কায়েস ইব্ন 'সায়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার উপর কোন মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার শয্যা তৈরী করে নেয়, অথবা জাহান্নামে ঘর তৈরী করে নেয়।

باب : ما جاء في المزاح والترهيب من الكذب فيه.

পরিচ্ছেদ : মিথ্যা ঠাট্টা, তামাশা থেকে ভীতি প্রদর্শন

(٤٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتْرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ وَيَتْرُكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا.

৪৮. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, কোন বান্দাহ ততক্ষণ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না সে ঠাট্টা তামাশার সময় মিথ্যা ও ঝগড়া পরিহার না করে, যদি সে সত্যবাদী ও হয়।

(٤٩) وعنه ايضا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ لِصَبِيٍّ تَعَالَ هَاكَ ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِيَ كَذْبَةٌ.

www.waytojannah.com

Contents

৪৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে পুনরায় বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন শিশুকে ডেকে বলে, আস তোমাকে দিব, অথচ সে তাকে দিল না; তাহলে সেটা হবে মিথ্যা।

(٥٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِنَا وَأَنَا صَبِيٌّ قَالَ فَذَهَبْتُ أَخْرُجُ لِأَلْعَبَ فَقَالَتْ أُمِّي يَا عَبْدَ اللهِ تَعَالَ أُعْطِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيَهُ؟ قَالَتْ أُعْطِيهِ تَمْرًا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعَلِي كُتِبَتْ عَلَيْكِ كَذْبَةٌ.

৫০. 'আবদুল্লাহ ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের ঘরে আসলেন, তখন আমি বালক ছিলাম। তিনি বলেন, তখন আমি খেলাধূলা করার জন্য বের হচ্ছিলাম। সে সময় আমার মা বললেন, হে 'আবদুল্লাহ! আস তোমাকে কিছু দিব। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি তাকে কি দিতে ইচ্ছে করেছ! সে বললো, খেজুর দিতে ইচ্ছে করেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি যদি ওয়াদা রক্ষা না কর, তাহলে তোমার আমলনামায় মিথ্যা লিখা হবে।

(٥١) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ الْقَوْمَ ثُمَّ يَكْذِبُ لِيُضْحِكَهُمْ وَيْلٌ لَهُ وَوَيْلٌ لَهُمْ.

৫১. মু'য়াবিয়া ইব্ন হায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি : সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে লোকদের হাসানোর জন্য কথা বলতে গিয়ে মিথ্যা কথা বলে সে নিপাত থাক, তারাও নিপাত থাক।

(٥٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا جُلَسَاءَهُ يَهْوِي بِهَا مِنْ أَبْعَدِ مِنَ الثُّرَيَّا.

৫২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কথা বলে বৈঠককারীদেরকে হাসায়, সে নিজেকে জাহান্নামের অনেক গভীরে নিক্ষেপ করে।

وعنه من طريق ثان قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ.

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কথাও বলে, যে সম্পর্কে সে মনে করে, তাতে কোন দোষ নেই, এ জন্য সে সত্তর বছর দোযখে থাকবে।

وعنه من طريق ثالث يَرْفَعُهَا إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

তাঁর তৃতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, কোন বান্দাহ যখন ভালমন্দ বিচার না করেই কোন কথা বলে, তার কারণে সে নিজেকে জাহান্নামের এত গভীরে নিক্ষেপ করে, যা পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের সমান।

(٥٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يُرِيدُ بِهَا بَأْسًا إِلَّا لِيُضْحِكَ بِهَا الْقَوْمَ وَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ.

www.waytojannah.com

Contents

৫৩. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি এমন কথাও বলে, যাতে সে মনে করে এতে মানুষকে হাসানো ছাড়া কোন উদ্দেশ্য নেই। সে আকাশ থেকে যমীনের দূরত্বের সমান জাহান্নামের গভীরে পতিত হবে।

(٥٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ عَلَامَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُ.

৫৪. 'আবদুল্লাহ ইব্ন যাম'য়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে তাদের বায়ু নির্গত হওয়ার কারণে যে শব্দ হতো, তা শুনে যারা হাসাহাসি করছিল, তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে নিজেরা এ কাজ করে আবার হাসাহাসি কেন কর?

(٥٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَإِنَّكَ تُدَاعِبُنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا.

৫৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি কেবল সত্য কথাই বলে থাকি। তাঁর কোন সাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা) আপনি আমাদের সাথে কৌতুক ও করে থাকেন। তিনি বললেন, আমি কেবল সত্য কথাই বলে থাকি। এমনকি কৌতুকেও।

(٥٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْمَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ نَاقَةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ.

৫৬. আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে আরোহণযোগ্য একটি বাহন চাইলে তিনি বলেন, আমি তোমাকে একটি উষ্ট্রীর বাচ্চায় আরোহণ করাবো। সে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)। আমি উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে কি করবো? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, উষ্ট্রী ছাড়া অন্য কিছু কি উট প্রসব করে?

(٥٧) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ تَاجِرًا إِلَى بُصْرَى وَمَعَهُ نُعَيْمَانُ وَسُوَيْبِطُ بْنُ حَرْمَلَةَ وَكِلَاهُمَا بَدْرِيٌّ وَكَانَ سُوَيْبِطُ عَلَى الزَّادِ فَجَاءَهُ نُعَيْمَانُ فَقَالَ أَطْعِمْنِي فَقَالَ لَا حَتَّى يَأْتِيَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ نُعَيْمَانُ رَجُلًا مِضْحَاكًا مَزَّاحًا فَقَالَ لَأُغِيظَنَّكَ فَذَهَبَ إِلَى نَاسٍ جَلَبُوا ظَهْرًا فَقَالَ ابْتَاعُوا مِنِّي غُلَامًا عَرَبِيًّا فَارِهًا وَهُوَ ذُو لِسَانٍ وَلَعَلَّهُ يَقُولُ أَنَا حُرٌّ فَإِنْ كُنْتُمْ تَارِكِيهِ لِذَلِكَ فَدَعُونِي لَا تُفْسِدُوا عَلَيَّ غُلَامِي فَقَالُوا بَلْ نَبْتَاعُهُ مِنْكَ بِعَشْرِ قَلَائِصَ فَأَقْبَلَ بِهَا يَسُوقُهَا وَأَقْبَلَ بِالْقَوْمِ حَتَّى عَقَلَهَا ثُمَّ قَالَ لِلْقَوْمِ دُونَكُمْ هُوَ هَذَا فَجَاءَ الْقَوْمُ فَقَالُوا قَدْ اشْتَرَيْنَاكَ قَالَ سُوَيْبِطُ هُوَ كَاذِبٌ أَنَا رَجُلٌ حُرٌّ فَقَالُوا قَدْ أَخْبَرَنَا خَبَرَكَ وَطَرَحُوا الْحَبْلَ فِي رَقَبَتِهِ فَذَهَبُوا بِهِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَأُخْبِرَ فَذَهَبَ هُوَ وَأَصْحَابٌ لَهُ فَرَدُّوا الْقَلَائِصَ وَأَخَذُوهُ فَضَحِكَ مِنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا.

৫৭. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ বকর (রা) ব্যবসা উপলক্ষে বসরা যান। এ সময় নু'আইমান (রা) এবং হারমালার পুত্র সুওয়াইবিত তার সাথে ছিলেন। তারা উভয়েই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সুয়াইত রসদপত্রের দায়িত্বে ছিলেন। তার কাছে নুয়াইমান আমল এবং তাকে বললো, আমাকে কিছু আহার দিন। তিনি বললেন, না আবু বকর (রা) আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আর

www.waytojannah.com

Contents

নুয়াইমান ছিলেন কৌতুক প্রিয় ব্যক্তি। তিনি বললেন, না, আমি আপনাকে পেরেশান করে ছাড়বো, অতঃপর সে একদল লোকের কাছে আসলো, যারা যারা কিছু আরোহণের ব্যবস্থা করেছিল তাদেরকে তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছ থেকে শক্তিশালী, কর্মঠ সুন্দর বাগ্মিতাপূর্ণ গোলক খরিদ কর, হয়তো সে বলবে, আমি স্বাধীন। তোমরা যদি তার এ কথায় তাকে ছেড়ে দাও, তাহলে আমার দামটি আমার উপর সমস্যা সৃষ্টি করবে। তারা বললো, না, আমরা বরং তাকে তোমার থেকে দশটি উটের বিনিময়ে ক্রয় করবো। তারপর তিনি (নোয়াইমান) তাদের দশটি উট নিয়ে আসলেন, আর তারা ও সেখানে এসে অবস্থান নিলেন। তারপর তিনি বললেন ঐ যে লোকটি, সে-ই তোমাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি। তখন লোকেরা এসে তাকে বললো, আমরা তোমাকে ক্রয় করেছি। শোহবত বললেন, সে মিথ্যা বলেছে, আমি একজন স্বাধীন ব্যক্তি। তখন লোকেরা বললো, তুমি যে তা বলবে, সেট পূর্বেই আমাদেরকে জানানো হয়েছে, তারপর তারা তার গলায় রশি লাগিয়ে তাকে নিয়ে গেল। এরপর যখন আবু বকর (রা) আসলেন, তখন তাকে এ খবর জানানো হলে তিনি তখন কয়েকজন সাথীকে নিয়ে তার উট ফেরত দিলেন এবং তাকে ফেরত নিয়ে আসলেন। এ ঘটনা শুনে রাসূল (সা) ও তার সাথীর এক বছর পর্যন্ত হাসাহাসি করলেন।

(٥٨) عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ إِنَّ صُهَيْبًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ تَمْرٌ وَخُبْزٌ فَقَالَ ادْنُ فَكُلْ قَالَ فَأَخَذَ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِعَيْنِكَ رَمَدًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا آكُلُ مِنَ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى قَالَ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫৮. 'আবদুল হামিদ ইব্ন সায়ফী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন সুহায়ব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন, তাঁর সামনে তখন খেজুর ও রুটি ছিল। তিনি সুহায়বকে বললেন, আস খাও, তখন তিনি খেজুর খাচ্ছিলে, নবী করিম (সা) তাকে বললেন, তুমি তো চক্ষু প্রদাহে আক্রান্ত সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমি তো অন্য পাশ দিয়ে খাচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) হেঁসে দিলেন।

باب : ما جاء فى الترهيب من الجدال والمراء.

পরিচ্ছেদ : তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া বিবাদ সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন

(٥٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدَالٌ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ.

৫৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কুরআনের কোন বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করা কুফ্‌রী।

(٦٠) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ.

৬০. আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হিদায়াতের পরে কোন জাতি তখন গুমরাহিতে লিপ্ত হবে, যখন তারা তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়বে এরপর তিনি আয়াত তেলাওয়াত করেন,

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ

অর্থ : "তারা আপনার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে, তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে।"

www.waytojannah.com

(٦١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتْرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ وَيَتْرُكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا.

৬১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন বান্দাহ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে হাসি ঠাট্টার সময় মিথ্যা পরিত্যাগ না করে এবং ঝগড়া করা থেকে বিরত না থাকে, যদি ও সে সত্যবাদী হয়।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ.

"আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, অধিকতর ঝগড়াটে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

باب : ما جاء في الترهيب من تشقيق الكلام والتشدق فيه وما جاء في البيان في القول.

পরিচ্ছেদ : ফাটলযুক্ত ও দ্বিধাসহকারে কথা বলা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

(٦٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَخَلَّلَ الْبَاقِرَةُ بِلِسَانِهَا.

৬২. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তির বাগ্মী হওয়া অপছন্দ করেন, যে ব্যক্তি সেভাবে অহঙ্কার করে কথা বলে, সেভাবে গরু তার জিহ্বা দিয়ে ঘাষ চিবিয়ে খায়।

(٦٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟ فَقَالَ هُمُ الثَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا.

৬৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের নিকৃষ্ট লোকদের সংবাদ দেব না? তিনি বলেন, এরা হলো তারা, যারা দ্বিধা সহকারে কথা বলে, কথার মধ্যে অহঙ্কার প্রকাশ করে। আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম লোকদের সংবাদ দিব? তারা হলো– যাদের চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট।

(٦٤) عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ يُشَقِّقُونَ الْكَلَامَ تَشْقِيقَ الشِّعْرِ.

৬৪. মু'য়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যারা কবিতার মত ফাটলমুক্ত কথা বলেন, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) লা'নত করেছেন।

(٦٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ خَطِيبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَا فَتَكَلَّمَا ثُمَّ قَعَدَا وَقَامَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ خَطِيبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِهِمْ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ فَإِنَّمَا تَشْقِيقُ الْكَلَامِ مِنَ الشَّيْطَانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا.

www.waytojannah.com

৬৫. ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে পূর্বদেশ থেকে দু'জন বক্তা আসে এবং তারা বক্তৃতা দিয়ে বসে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খতীব ছাবিত ইব্ন কায়েস (রা) দাঁড়ালেন এবং বক্তৃতা দিয়ে বসে পড়লেন। লোকেরা তাদের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। এরপর নবী করিম (সা) দাঁড়ালেন তারপর বললেন, হে মানুষ! তোমরা তোমাদের স্বভাব সুলভ কথা বল। কারণ কথার মধ্যে জটিলতা করা শয়তানের কাজ। নবী করিম (সা) বলেন, কোন কোন বক্তৃতায় যাদু রয়েছে।

وعنه من طريق ثان قَالَ جَاءَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ بَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ.

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, পূর্বদেশ থেকে দু'ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়। এরপর তারা উভয়ে এমন জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয় যে, লোকেরা তাজ্জব হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কোন কোন বক্তৃতায় যাদু রয়েছে, অথবা কোন কোন ভাষণে রয়েছে যাদুকরী প্রভাব।

(٦٦) عَنْ سُهَيْلُ بْنُ ذِرَاعٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَعْنَ بْنَ يَزِيْدَ أَوْ أَبَا مَعْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَمِعُوا فِي مَسَاجِدِكُمْ فَإِذَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فَلْيُؤْذِنُونِي قَالَ فَاجْتَمَعْنَا أَوَّلَ النَّاسِ فَأَتَيْنَاهُ فَجَاءَ يَمْشِي مَعَنَا حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا فَتَكَلَّمَ مُتَكَلِّمٌ مِنَّا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَيْسَ لِلْحَمْدِ دُونَهُ مَقْصَرٌ وَلَيْسَ وَرَاءَهُ مَنْفَذٌ وَنَحْوًا مِنْ هَذَا فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَتَلَاوَمْنَا وَلَامَ بَعْضُنَا بَعْضًا فَقُلْنَا خَصَّنَا اللهُ بِهِ أَنْ أَتَانَا أَوَّلَ النَّاسِ وَأَنْ فَعَلَ وَفَعَلَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ فَكَلَّمْنَاهُ فَأَقْبَلَ يَمْشِي مَعَنَا حَتَّى جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ مَا شَاءَ اللهُ جَعَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا شَاءَ جَعَلَ خَلْفَهُ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَأَمَرَنَا وَكَلَّمَنَا وَعَلَّمَنَا.

৬৬. সুহায়ল ইব্ন যিরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মায়ান ইব্ন য়াযিদ অথবা আবূ মায়ানকে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা মসজিদে একত্রিত হও, যখন একত্রিত হবে, তখন আমাকে খবর দিবে। আমরা তখন প্রথমে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাদের সাথে হাটতে হাটতে এসে বসে গেলেন। তখন আমাদের মাসে একজন বক্তা বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যার প্রশংসা করা তিনি ছাড়া আর কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়, আর যে প্রশংসা থেকে পিছনে থাকার কোন সুযোগ নেই। অথবা এরূপ কথা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) রাগান্বিত হয়ে উঠে পড়লেন। ফলে আমরা একে অপরকে তিরস্কার করতে লাগলাম এবং বললাম, আল্লাহ্ আমাদের সর্বপ্রথম আগমনকারী বানিয়ে আলাদা বৈশিষ্টের অধিকারী করেছেন। আল্লাহ আরো করেছেন, একথা বার বার বললেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলাম। আমরা তাঁকে অমুক গোত্রের মসজিদে পেলাম, তারপর তার সাথে আমরা কথা বললাম তিনি আমাদের সাথে চলতে আরম্ভ করলেন। এবং যে বৈঠকে তিনি পূর্বে বসেছিলেন, সেখানে অথবা তার পাশে বসে পড়লেন। তারপর বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি যা চান অগ্রবর্তী করেন, আর যা চান পিছনে রেখে দেন, অবশ্যই কোন কোন কথায় যাদুর প্রভাব রয়েছে। তারপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে কথা বললেন এবং আমরা তার কাছ থেকে শিক্ষা নিলাম।

(٦٧) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا يَأْكُلُ الْبَقَرُ بِأَلْسِنَتِهَا.

www.waytojannah.com

Contents

৬৭. সা'দ ইব্ন আবি ওক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না এমন এক দল লোক বের হবে, যারা জিহ্বা দিয়ে কথা (অর্থাৎ পেঁচানো) বলবে, যেভাবে গরু তার জিহ্বা দিয়ে ঘাষ চিবায়।

(٦٨) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ائْذَنُوا لَهُ فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ أَوْ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيْرَةِ وَقَالَ مَرَّةً رَجُلٌ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتَ لَهُ الَّذِي قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ فَقَالَ أَيْ عَائِشَةُ شَرُّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ النَّاسُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ (وفى لفظ) إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ أَوْ شَرِّ النَّاسِ الَّذِيْنَ إِنَّمَا يُكْرَمُوْنَ اتِّقَاءَ شَرِّهِمْ.

৬৮. উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। 'আয়েশা (রা) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, এক ব্যক্তি নবী করিম (সা)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, তাকে অনুমতি দাও। এ ব্যক্তি ছিল নিজের বংশের মধ্যে খুবই নিকৃষ্ট স্তান, অথবা নিজের বংশের মধ্যে খুবই নিকৃষ্ট লোক, একবার বললেন নিকৃষ্ট ব্যক্তি। (সে ব্যক্তি ছিল উয়াইনা ইব্ন হাসান সে সময় সে ইসলাম গ্রহণ করেনি। সেজন্য রাসূল (সা) তার অবস্থা বর্ণনা করেন।) যখন সে তার নিকট প্রবেশ করে, তখন তিনি তার সাথে কোমল সুরে কথা বলেন। সে যখন বের হয়ে গেল, 'আয়েশা বলেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকটি সম্পর্কে যা বলার তা বলেছেন, তারপর তার সাথে কোমল সুরে কথা বলেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে 'আয়েশা। মানুষ যাকে অশ্লীলতা ও কুকর্রে কারণে বর্জন করে, বা তাকে পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে।

(অন্য শব্দে) নিকৃষ্ট মানুষ হলো– যাদেরকে কুকর্ম থেকে বাচার জন্য তাদেরকে সম্মান করা হয়।

(٦٩) عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ هَشَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ لَمْ يَنْبَسِطْ إِلَيْهِ كَمَا انْبَسَطَ إِلَى الْاٰخَرِ وَلَمْ يَهَشَّ لَهُ كَمَا هَشَّ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَأْذَنَ فُلَانٌ فَقُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ ثُمَّ هَشَشْتَ لَهُ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ وَقُلْتَ لِفُلَانٍ مَا قُلْتَ وَلَمْ أَرَكَ صَنَعْتَ بِهِ مَا صَنَعْتَ لِلْاٰخَرِ؟ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ اتُّقِيَ لِفُحْشِهِ.

৬৯. 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করিম (সা)-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এ ব্যক্তি নিজের বংশের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সন্তান। যখন সে প্রবেশ করলো, তখন রাসূল তাকে দেখে আনন্দিত ও উৎফুল্ল হলেন। এরপর সে বের হয়ে গেল। তারপর তিনি দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন তখন তিনি বললেন, এ ব্যক্তি নিজের বংশের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সন্তান। যখন সে প্রবেশ করলো, তখন তিনি তার প্রতি সেভাবে আনন্দিত হলেন না, যেভাবে প্রথম ব্যক্তির প্রতি হয়েছিলেন এবং তার প্রতি খুশি হননি, যেভাবে ঐ ব্যক্তির প্রতি হয়েছিলেন। সে যখন বের হয়ে গেল, যখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আপনার কাছে অমুক ব্যক্তি প্রবেশের অনুমতি চাইলো, তারপর আপনি তার সম্পর্কে যা বলার- তা বললেন এবং তাকে দেখে আনন্দ ও উৎফুল্লতা প্রকাশ করলেন। অপর ব্যক্তিকে যা বলার তা বললেন, কিন্তু প্রথম ব্যক্তিকে দেখে যেভাবে আনন্দ ও প্রফুল্লা হলেন, তাকে দেখে সেভাবে হলেন না, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে 'আয়েশা! নিকৃষ্ট ব্যক্তি হলো সে, যার অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাকে পরিত্যাগ করা হয়।

www.waytojannah.com

باب : ما جاء فى الترهيب من الشعر ان كان فيه فحش او كذب او انشغال عن الله۔

পরিচ্ছেদ : অশ্লীল, মিথ্যা অথবা আল্লাহ্‌র থেকে দূরে রাখে এমন বিষয় নিয়ে কবিতা থেকে ভীতি প্রদর্শন করা

(٧٠) عَنْ سَعْدٍ يَعْنِى بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا۔

৭০. সা'দ ইব্‌ন আবু ওক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কবিতায় কোন ব্যক্তির পেট ভরার চেয়ে তা পুঁজে পরিপূর্ণ হয়ে পঁচে যাওয়াও অধিক উত্তম।

(٧١) وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ۔

৭১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করিম (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

(٧٢) عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا۔

৭২. ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, নবী করিম (সা) বলেছেন, কবিতায় তোমাদের কারো পেট ভরার চেয়ে পুঁজে পরিপূর্ণ হওয়া অধিক উত্তম।

(٧٣) عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا الشَّيْطَانَ أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا۔

৭৩. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আরজ নামক স্থানে ভ্রমণ করছিলাম। এ সময় একজন কবি অশ্লীল কবিতা পাঠ করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, শয়তানকে ধর, অথবা শয়তানকে পাকড়াও কর। কবিতায় কোন ব্যক্তির পেট ভরার চেয়ে তা পুঁজে পরিপূর্ণ হওয়া অধিক উত্তম।

(٧٤) عَنْ أَبِى نَوْفَلِ بْنُ أَبِى عَقْرَبٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتَسَامَعُ عِنْدَهُ الشِّعْرُ؟ قَالَتْ كَانَ أَبْغَضَ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ

৭৪. আবূ নওফল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়েশা (রা) কে প্রশ্ন করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কি একজন আরেকজন কবিতা শুনতো? তিনি বলেন, এ ধরনের কথা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় ছিল।

(٧٥) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَضَ بَيْتَ شِعْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ۔

৭৫. শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সা) বলেছেন, সে ব্যক্তি ইশার নামাযের শেষে কবিতা রচনা করে তার সে রাতের নামায কবুল করা হয় না। মুসনাদ আহমদ, তাবরানী

www.waytojannah.com

Contents

باب : ما يجوز من الشعر لمصلحة شرعية.

পরিচ্ছেদ : শরীয়তের কল্যাণে কবিতা জায়েয

(٧٦) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهْجُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِالشِّعْرِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ كَأَنَّمَا يَنْضَحُونَهُمْ بِالنَّبْلِ.

৭৬. কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কবিতার দ্বারা মুশরিকদেরকে ব্যঙ্গ কর। মুমিন তার যবান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে। যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তার শপথ করে বলছি, তা তার প্রতি তীর নিক্ষেপের সমতূল্য।

وعنه من طريق ثان عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَكَأَنَّ مَا تَرْمُونَهُمْ بِهِ نَضْحُ النَّبْلِ.

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবী করিম (সা) বলেছেন, কবিতার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা যা অবতীর্ণ করার তা করেছেন। তিনি বলেন, মুমিন তলোয়ার ও যবান দিয়ে জিহাদ করে। যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি। কবিতার মাধ্যমে তাদের প্রতি যা নিক্ষেপ করা হয়, তা বিশেষভাবে তোমাদের তীর নিক্ষেপের মতই।

وعنه من طريق ثالث أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِيْنَ أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ وَكَيْفَ تَرَى فِيْهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ.

তাঁর তৃতীয় বর্ণনায় কা'ব ইব্ন মালিক বলেন, কবিতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করার, তা করেছেন। তখন সে নবী করিম (সা)-এর নিকট এসে বললো, আল্লাহ্ তা'আলা কবিতার মধ্যে যা অবতীর্ণ করেছেন, তা আপনি অবশ্যই জানেন, আপনি ব্যাপারটি কিভাবে দেখেন? তখন নবী করিম (সা) বললেন, একজন মুমিন তার তলোয়ার ও যবান দিয়ে যুদ্ধ করে।

(٧٧) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً.

৭৭. উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিশ্চয় কোন কোন কবিতায় জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা ও থাকে।

(٧٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا وَمِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وفى لفظ وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ سِحْرًا.

৭৮. ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন কোন কবিতায় অবশ্যই প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা থাকে, কোন কোন বক্তৃতায় যাদু রয়েছে, অন্য শব্দে কোন কোন কথায় যাদু রয়েছে।

(٧٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ أَوْ مَا رَكِبْتُ إِذَا أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيْمَةً أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِى.

৭৯. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি যে, যদি আমি 'তিরযাক' (এক প্রকার নিশা জাতীয় বস্তু) পান করি। এবং তাবিজ লটকাই অবা নিজের পক্ষ

www.waytojannah.com

থেকে বানিয়ে কবিতা আবৃত্তি করি, তাহলে আমি কি নিয়ে এসেছি, আর কি জন্য এত কষ্ট করছি এগুলোর কোন মূল্যই রইলো না।

باب : ما جاء فى شعر لبيد و امية بن ابى الصلت۔

পরিচ্ছেদ : লবীদ ও উমাইয়া ইব্ন আবু সালাতের কবিতা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

(٨٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَشْعَرُ بَيْتٍ قَالَتْهُ الْعَرَبُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ۔

৮০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী করিম (সা) মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেন, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কবিতা যা আরবরাই বলেছেন। অর্থাৎ কবির কথার মধ্যে সবচেয়ে সত্য কথা বলেছে লবীদ শোন। আল্লাহ্ ছাড়া সবকিছু বাতিল রাসূল আরো বলেছেন, উমায়য়া ইব্ন সালত ইসলাম কবুল করার নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল।

وعنه من طريق ثان عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ إِلَّا كُلُّ شيء الخ۔

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় নবী করিম (সা) বলেন, কবির কথার মধ্যে সবচেয়ে সত্য কথা যাতে বলা হয়েছে, "জেনে রাখ। আল্লাহ্ ছাড়া যাবতীয় উপস্যই বাতিল।"

(٨١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَ أُمَيَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْ شِعْرِهِ فَقَالَ : رَجُلٌ وَثَوْرٌ تَحْتَ رِجْلِ يَمِينِهِ ... وَالنَّسْرُ لِلْأُخْرَى وَلَيْثٌ مُرْصَدُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ وَقَالَ : وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ كُلَّ آخِرِ لَيْلَةٍ ... حَمْرَاءَ يُصْبِحُ لَوْنُهَا يَتَوَرَّدُ تَأْبَى فَمَا تَطْلُعُ لَنَا فِي رِسْلِهَا ... إِلا مُعَذَّبَةً وَإِلا تُجْلَدُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ۔

৮১. ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, উমাইয়া তাঁর কিছু কবিতায় সত্য কথা বলেছে। সে বলেছে : একটি লোক, আর ঐ লোকের ডান পায়ের নীচে একটি ষাড় এবং তার অন্য পায়ের নীচে একটি পাখি। আর একটি বাঘ ঘাপটি মেরে আছে। (অর্থাৎ যারা আরশ বহন করে আছে তাদের চেহারা বিভিন্ন রকমের।) তখন রাসূল (সা) বললেন, সে সত্য বলেছে। উমাইয়া ইবতে সালত আরো বলেছেন, "সূর্য প্রতি রাতের শেষে লাল হয়ে দেখা দেয় তারপর গোলাপী রং ধারণ করে; সে নিজে নিজেই উদিত হয় না, সে ভয় করে যে, উদিত হলে তাকে শাস্তি অথবা বেত্রাঘাত করা হবে।

(٨٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْشَدَهُ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ قَالَ فَأَنْشَدَهُ مِائَةَ قَافِيَةٍ فَلَمْ أُنْشِدْهُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ إِيهِ إِيهِ حَتَّى إِذَا اسْتَفْرَغْتُ مِنْ مِائَةِ قَافِيَةٍ قَالَ كَادَ أَنْ يُسْلِمَ۔

৮২. 'আমর ইবন শারীদ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে উমাইয়া ইব্ন সালতের কবিতা থেকে আবৃত্তি করার কথা বললেন, তখন আমি তাকে এক শত পংক্তি আবৃত্তি করে শুনালাম, প্রতিটি পংক্তির শোনবার পর তিনি বলতেন, আরো শুনাও। শেষ পর্যন্ত আমি একশত পংক্তি সমাপ্ত করি। তিনি বলেন, সে তো মুসলমান হয়েই গিয়েছিল।

www.waytojannah.com

Contents

وعنه من طريق ثان قَالَ قَالَ الشَّرِيدُ كُنْتُ رِدْفًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَمَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَنْشِدْنِي فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ لِي كُلَّمَا أَنْشَدْتُهُ إِيهِ حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ قَالَ ثُمَّ سَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَكَتُّ.

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, শারীদ বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাহনের পিছনে আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, উম্মিয়া ইব্ন আবি সালতের কোন কবিতা কি তোমার জানা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমাকে আবৃত্তি করে শুনাও। তখন আমি তাকে পংক্তি আবৃত্তি করে শুনাতে লাগলাম। যখন আমি কবিতার পংক্তি আবৃত্তি করছিলাম, তখন তিনি আমাকে বলছিলেন, আরো শুনাও। অবশেষে আমি একশত পংক্তি আবৃত্তি করলাম। এরপর নবী করিম (সা) চুপ থাকলেন এবং আমি ও চুপ থাকলাম।

باب: ما جاء فى شعر عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت رضى الله عنهما.

পরিচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহ ও হাসসান ইব্ন ছাবিতের কবিতা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

(٨٣) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ قُلْتُ لَهَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِي شَيْئًا مِنَ الشِّعْرِ؟ قَالَتْ نَعَمْ شِعْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ كَانَ يَرْوِي هَذَا الْبَيْتَ (وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ).

৮৩. মিকদাম ইব্ন শুরাইহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি 'আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করিম (সা) কি উপমা দেয়ার জ্য কবিতা পাঠ করতেন! তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি ইব্ন রাওয়াহার কবিতা আবৃত্তি করে উপমা দিতেন। তিনি কবিতার এ পংতি পাঠ করতেন, "যাকে তুমি দাওনি, তোমার খবর সে আনবে নিশ্চয়।"

(٨٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَرَاثَ الْخَبَرَ تَمَثَّلَ فِيهِ بِبَيْتِ طَرَفَةَ (وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ).

৮৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন দেরীতে কোন সংবাদ পেতেন, তখন কবিতার কোন পংক্তি দিয়ে উপমা দিয়ে বলতেন, "যাকে তুমি দাওনি, সে তোমার খবর আনবে নিশ্চয়ই।"

(٨٥) عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ حَسَّانَ قَالَ فِي حَلْقَةٍ فِيهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْشُدُكَ اللهَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَجِبْ عَنِّي أَيَّدَكَ اللهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ.

৮৫. ইব্ন মুসাইয়াব (রা) থেকে বর্ণিত। হাসসান কোন মজলিশে বললেন, সেখানে আবূ হুরায়রা (রা) উপস্থিত ছিলেন, হে আবূ হুরায়রা! আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি। আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা) কে একথা বলতে শুনেছেন, হে হাসসান। আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে (কাফেরদের নিন্দার) জবাব দাও। আল্লাহ্ তোমাকে রুহুল কুদুস জিবরাঈল (আ) ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেন? তিনি বললেন, হাঁ।

www.waytojannah.com

Contents

(٨٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ لِحَسَّانَ بن ثابت رضى الله عنه مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يُنَافِحُ عَنْهُ بِالشِّعْرِ ثُمَّ يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৮৬. 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) কবি হাসসানের জন্য মসজিদে একটি মিম্বর রেখে দিতেন। তিনি রাসূলের তরফ থেকে সেখানে কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে কাফিরদের কুটুক্তির জবাব দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন, আল্লাহ রুহুল কুদুস জিবরাঈলের মাধ্যমে হাসসানকে সহায়তা করে, যতক্ষণ সে রাসূলের গৌরব গাঁথা আবৃত্তি করে অথবা কাফেরদের তিরস্কারের জবাব দেয়।

باب: ما جاء فى المفردات.

পরিচ্ছেদ : এককভাবে যা এসেছে

(٨٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَمْ يُحَرِّمْ حُرْمَةً إِلَّا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَطَّلِعُهَا مِنْكُمْ مُطَّلِعٌ أَلَا وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ أَنْ تَهَافَتُوا فِي النَّارِ كَتَهَافُتِ الْفَرَاشِ أَوِ الذُّبَابِ.

৮৭. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ হারামকে হারাম করেননি যতক্ষণ না মানুষ সে সম্পর্কে জেনে সে কাজে লিপ্ত হয়। সাবধান আমি তোমাদের কোমর ধরে আগুন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করি, যেভাবে কীটপ্রতঙ্গ অথবা মাছি আগুনে পড়ে মারা যায়।

(٨٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ فِي الدُّنْيَا.

৮৮. ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ বকর (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করে, তার জন্য দুনিয়াতেই তাকে শাস্তি দেয়া হয়।

(٨٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ.

৮৯. 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেছেন, তোমরা কেউ কখনও এ কথা বলবে না যে, আমার মেজায খবীস হয়ে গেছে। তবে (একান্ত বলতে হলে) বলবে : আমার মন খারাপ বা দুর্বল হয়ে গেছে।

(٩٠) وعنها ايضا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّؤْمُ سُوءُ الْخُلُقِ.

৯০. তাঁর থেকে পুনরায় বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, অসৎ চরিত্র হলো– অশুভ লক্ষণ।

(٩١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ إِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ

৯১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন আঙ্গুর ফলকে 'করম' না বলে। কেননা, 'করম' হলো মুসলিম ব্যক্তি। (করম অর্থ- এখানে সম্মানিত।)

www.waytojannah.com

Contents

باب: ما جاء فى الثنائيات.

পরিচ্ছেদ : দুই অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ দিয়ে যা এসেছে

(٩٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ.

৯২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি তোমাদের ব্যাপারে যে জিনিষের ভয় পাচ্ছি, তা হলো, তোমাদের পেট এবং লজ্জা স্থানের কামনা ও বাসনা জনিত ভ্রষ্টতা এবং প্রবৃত্তির তাড়নাজনিত ভ্রষ্টতা। অন্য বর্ণনায় : ফিতনায় পতিত হয়ে পথ ভ্রষ্ট হওয়া।

(٩٣) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُوْنِكُمْ وَفُرُوْجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْهَوَى.

৯৩. আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, আমি তোমাদের পেট ও লজ্জাস্থানের ভ্রষ্টতা ও প্রবৃত্তির তাড়নাকে ভয় করি।

(٩٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَانِ هُمَا بِالنَّاسِ كُفْرٌ نِيَاحَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ وَطَعْنٌ فِي النَّسَبِ

৯৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মানুষের মধ্যে দুটি স্বভাব কুফরী হিসেবে গণ্য, আর সে দুটি হলো, মৃতের জন্য বিলাপ করে কাঁদা এবং কারো বংশে অপবাদ আরোপ করা। (মুসলিম)

(٩٥) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَنْبَانِ مُعَجَّلَانِ لَا يُؤَخَّرَانِ الْبَغْيُ وَقَطِيْعَةُ الرَّحِمِ.

৯৫. আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দুটি গুনাহের শাস্তি প্রদান দেরী করা হয় না, বিদ্রোহী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী।

باب: ما جاء فى الثلاثيات.

পরিচ্ছেদ : তিনটি বিষয় উল্লেখ করে যা বর্ণিত হয়েছে

(٩٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَقْبِلُوا وَلَا تُحَفِّلُوا وَلَا يَنْعِقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ.

৯৬. ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করবে না। বিক্রীর আগে বকরীর স্তনে দুধ জমা করবে না, যাতে ক্রেতা ধোঁকায় পড়ে যায় এবং তোমরা কেউ কারও মৃত্যুর পর বিলাপ করে কাঁদাব না।

(٩٧) عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادًا لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ قِيْلَ لَهُ مَنْ أُولٰئِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ مُتَبَرِّ مِنْ وَالِدَيْهِ رَاغِبٌ عَنْهُمَا وَمُتَبَرِّ مِنْ وَلَدِهِ وَرَجُلٌ أَنْعَمَ عَلَيْهِ قَوْمٌ فَكَفَرَ نِعْمَتَهُمْ وَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ.

www.waytojannah.com

Contents

৯৭. সাহাল (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কিছু সংখ্যক বান্দার সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না। তাকে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! তারা কারা? তিনি বলেন, তা হলো– যে ব্যক্তি তার পিতামাতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যে ব্যক্তি তার সন্তান মুখ ফিরিয়ে য়ে আর কোন ব্যক্তিকে যখম তার কাওমের লোকেরা দান করে, তখন সে তাদের দান অস্বীকার করে এবং তাদের থেকে বিমুখ ফিরিয়ে নেয়।

(٩٨) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ طَلَبَ بِدَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَوْ بَصَّرَ عَيْنَيْهِ فِي النَّوْمِ مَا لَمْ تُبْصِرْ.

৯৮. আবূ শুরায়হ খুযা'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করতে উদ্যত ব্যক্তি ব্যতী কাউকে হত্যা করে, অথবা সে ব্যক্তি ইসলামের সম্প্রদায় থেকে জাহিলী যুগের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অথবা যে নিদ্রাকালে তার চোখে দেখেছে বলে দাবী করে, অথচ সে তা দেখেনি, অর্থাৎ তার স্বপ্ন মিথ্যা, সে আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ও অহংকারী ব্যক্তি বলে গণ্য।

(٩٩) عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ بَرِيءٌ وفي لفظ فَقَدْ بَرِيءٌ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

৯৯. রয়াইফা ইব্ন ছাবিত আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে রয়াইফা! সম্ভবত: তোমার হায়াত দীর্ঘ হবে। এখন তুমি মানুষকে সংবাদ দিবে, সে ব্যক্তি তার দাঁড়িতে গিট দিবে, অথবা গলায় তাবিজ লটকাবে, অথবা পশুর বিষ্টা অথবা হার দিয়ে ইস্তিনযা মলমূল ত্যাগের পর পবিত্রতা অর্জন করা) করবে, নিশ্চয় মুহাম্মদ (সা) তার থেকে দায়মুক্ত থাকবে। অন্য শব্দে : মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যা কিছু নাযিল, হয়েছে, তা থেকে সে মুক্ত।

(١٠٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنِ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ فَقَدْ خَانَهُ وَمَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبْتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ.

১০০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বলবে, যা আমি বলিনি, তার স্থান হবে দোযখে। যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের পরামর্শ চায়, আর সে যদি তাকে সঠিক পরামর্শ না দেয়, তাহলে সে তার সাথে খিয়ানত করলো, আর যে ব্যক্তি দলিল ছাড়া ফতোয়া দেয়, সে জন্য সে অপরাধী হবে।

(١٠١) وعنه ايضا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَأَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي حَائِطِهِ.

১০১. পুনরায় তাঁর থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) কোন কোন ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে পানির পাত্র থেকে পান করতে নিষেধ করেছেন এবং তার প্রতিবেশীর দেয়ালের মধ্যে খুঁটি রাখতে নিষেধ করেছেন।

www.waytojannah.com

(١٠٢) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ.

১০২. ওছিলা ইব্ন আসকা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো– কোন ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বলে দাবী করা, অথবা কোন ব্যক্তির দাবী যে, সে স্বপ্নে তার চোখে কিছু দেখেছে, অথচ সে তা দেখনি, অথবা সে রাসূল (সা)-এর নামে এমন কথা বলে, যা তিনি বলেননি।

(١٠٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ عِمْرَانُ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحَنَاتِمِ أَوْ قَالَ الْحَنْتَمِ وفى لفظ عن الشرب فى الحناتم وخاتم الذهب والحرير.

১০৩. 'ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হানতাম ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, (এটা চীনা মাটির তৈরী এক ধরনের পাত্র)। (অন্য শব্দে :) তিনি হান্‌তাম, স্বর্ণের আংটি ও রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

(١٠٤) عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ وَلَا يَؤُمَّ قَوْمًا فَيَخْتَصَّ نَفْسَهُ بِدُعَاءٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ (فصل منه فى الثلاثيات المبدوءة بعدد).

১০৪. ছাওবান (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, অনুমতি ব্যতিত কোন মুসলমান ব্যক্তির জন্য অন্য ব্যক্তির ঘরের অভ্যন্তরে দৃষ্টি দেওয়া বৈধ নয়। যদি কেউ অনুমতি ছাড়া দৃষ্টি দেয়, তাহলে যেন অনুমতি ছাড়াই তার ঘরে প্রবেশ করলো। কোন ইমাম যেন সালাতে কোন দু'আ নির্দিষ্ট না করে, তাহলে মুসল্লিগণ একটি দু'আর উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। যদি সে তা করে, তাহলে সে খিয়ানত করবে। কেউ পায়খানা অথবা পেশাব থেকে হালকা না হয়ে তা আটক রেখে নামায পড়বে না কারণ এতে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয়।

(١٠٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ.

১০৫. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন। তারা হলো, সব সময় মদপান কারী, মাতা-পিতাকে কষ্ট দানকারী এবং দায়স অর্থাৎ ব্যভিচারী স্বামী অথবা স্ত্রী।

(١٠٦) وعنه ايضا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ بِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ وَالدَّيُّوثُ وَثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ بِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ الْخَمْرَ وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى.

www.waytojannah.com

১০৬. পুনরায় তার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাদের প্রতি তাকাবেন না। তারা হলো, পিতা-মাতার নাফরমান সন্তান, পুরুষদের বেশ ধারণ ও অনুকরণকারী নারী ও ব্যভিচারী। আর তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকাবেন না তারা হলো, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, সব সময় মদপানকারী এবং উপকার করে খোঁটা দানকারী ব্যক্তি।

(١٠٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ إِذَا كُنَّ فِي الرَّجُلِ فَهُوَ الْمُنَافِقُ الْخَالِصُ إِنْ حَدَّثَ كَذَبَ وَإِنْ وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِنِ اؤْتُمِنَ خَانَ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يَزَلْ يَعْنِي فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا۔

১০৭. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি দোষ পাওয়া যাবে, সে হবে খাঁটি মুনাফিক। আর তা হলো, সে কথায় কথায় মিথ্যা বলবে, ওয়াদা করলে ভংগ করবে এবং আমানত রাখলে খিয়ানত করবে। আর যার মধ্যে এগুলোর যে কোন একটি আলামত থাকবে। তার মধ্যে সর্বদা মুনাফেকী করার অভ্যাস সৃষ্টি হবে, যতক্ষণ না সে পরিত্যাগ করবে।

(١٠٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُهُنَّ أَهْلُ الْإِسْلَامِ النِّيَاحَةُ وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ وَكَذَا قُلْتُ لِسَعِيدٍ وَمَا هُوَ؟ قَالَ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ يَا آلَ فُلَانٍ يَا آلَ فُلَانٍ۔

১০৮. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জাহেলী লোকদের তিনটি কাজ, ইসলাম গ্রহণ করার পরও তারা তা ত্যাগ করতে পারে না, মৃতের জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটি করা, তারকা দেখে বৃষ্টির হওয়ার কথা বলা এবং এ ধরনের আরো। আমি সা'ঈদকে বললাম, সেটা কি? তিনি বললেন, জাহেলী যুগের গোত্রিয় গৌরব গাথা বর্ণনা করা। তারা বলে, হে অমুকের বংশধর! হে অমুকের বংশধর।

(١٠٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَهُنَّ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ۔

১০৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তিনটি দু'আ অবশ্যই কবুল হয়, যাতে কোন সন্দেহ নেই। তা হলো, নির্যাতিত ব্যক্তির দু'আ, মুসাফিরের দু'আ এবং সন্তানের জন্য মাতাপিতার দু'আ।

(١١٠) وعنه ايضا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ الْإِمَامَ لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ قَالَ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ۔

১১০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে পবিত্র

www.waytojannah.com

Contents

করবেন না, এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হলো, (১) যার নিকট নির্জন প্রান্তরে অতিরিক্ত পানি আছে, আর সে তা পথিক মুসাফিরকে পান করতে বাধা দেয়, (২) যে ব্যক্তি কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভের অভিপ্রায়ে শাসকের আনুগত্য করার শপথ করে, শাসক তাকে কিছু দিলে শপথ পূর্ণ করে এবং না দিলে শপথ ভঙ্গ করে। (৩) যে বিক্রেতা আসরের পর তার পণ্য ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে, আর সে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলে যে, সে এতো এতো মূল্যে তা ক্রয় করেছে এবং ক্রেতা তার কথা বিশ্বাস করে, অথচ আসল ব্যাপার এর বিপরীত।

(١١١) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأْدَ الْبَنَاتِ وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ.

১১১. মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস অপছন্দ করেন। আর সেগুলো হলো, গল্প-গুজবে মত্ত হওয়া, অতিরিক্ত সওয়াল করা এবং মাল সম্পদ নষ্ট করা। আর তিনি কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দেয়া, মায়ের নাফরমানী করা এবং হকদারের হক না দেয়া তোমাদের উপর হারাম করেছেন।

(١١٢) عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ سَأَلْنَاهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْنَا أَبَا بَكْرَةَ وَكَانَ مَمْلُوكًا وَأَسْلَمَ قَبْلَنَا فَقَالَ لَا هُوَ طَلِيقُ اللهِ ثُمَّ طَلِيقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الشِّتَاءِ وَكَانَتْ أَرْضُنَا أَرْضًا بَارِدَةً يَعْنِي فِي الطَّهُورِ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الدُّبَّاءِ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا فِيهِ.

১১২. ছাকীফ গোত্রের এক লোক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তিনটি জিনিসের জন্য অনুমতি প্রার্থন করেছিলাম। তিনি সেগুলোর কোনটাই অনুমতি দেননি আমরা আমাদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী ক্রীতদাস আবূ বাকরা (রা) কে আমাদের নিকট ফেরত দেয়ার প্রার্থনা করেছিলাম। তিনি বলেন, না, (তাকে ফিরৎ দেয়া যাবে না) সে আল্লাহ্‌র নিকট স্বাধীন এবং তাঁর রাসূলের নিকট ও স্বাধীন। তারপর আমরা আমাদের দেশে অধিক শীতের কারণে পানি ছাড়া পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম, কিন্তু তিনি তার ও অনুমতি দেননি। আর আমরা তাঁর নিকট কদুর পাতা ব্যবহার করার অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তা ব্যবহারের অনুমতি দেননি। (কারণ তারা এ পাত্রে মদ তৈরী করতো, যাতে মাদকতা বৃদ্ধি পায়।)

(١١٣) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَقَاطِعُ رَحِمٍ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ سَقَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ قِيلَ وَمَا نَهْرُ الْغُوطَةِ؟ قَالَ نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهِمْ.

১১৩. আবূ মূসা আশ'য়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেছেন, তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তারা হলো, সব সময় মদপানকারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং যাদুতে বিশ্বাসকারী। যে ব্যক্তি মদপান করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ্ তাকে 'গুতা', নামক নদী থেকে পান করাবেন। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : 'গুতা' নামক নদী কি? তিনি বলেন, যিনাকারী মহিলাদের স্ত্রীলিঙ্গ থেকে যে ময়লা প্রবাহিত হবে এবং জাহান্নামীদেরকে যার দুর্গন্ধে কষ্ট দেবে।

www.waytojannah.com

(١١٤) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ خَسِرُوْا وَخَابُوْا قَالَ فَأَعَادَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ أَوِ الْفَاجِرِ وَالْمَنَّانُ.

১১৪. আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তিন ধরনের লোকদর সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পাক পবিত্র ও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তিনি বলেন (পূর্ববর্তী রাবী খারশা ইবন হুরব) আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এরা কারা? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথাটি তিনবার উল্লেখ করে এরপর তিনি বললেন, তারা হলো, কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী, মিথ্যা শপথ করে জিনিসপত্র বিক্রয়কারী মিথ্যাবাদী অথবা অপরাধকারী এবং উপকার করে খোঁটাদানকারী।

(١١٥) عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَارَقَ الرُّوْحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيْءٌ مِّنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ الْكِبْرِ وَالدَّيْنِ وَالْغُلُوْلِ.

১১৫. ছাওবান (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তিনটি কাজ থেকে দূরে থাকবে। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তা হলো, অহংকার, ঋণগ্রস্ত হওয়া এবং গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা।

(١١٦) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ وَثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ رَجُلٌ نَازَعَ اللهَ رِدَاءَهُ فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ وَرَجُلٌ شَكَّ فِي أَمْرِ اللهِ وَالْقُنُوْطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

১১৬. ফুদালা ইব্‌ন ‘উবায়দা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তিন শ্রেণীর লোককে প্রশ্ন করা হবে না অর্থাৎ তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তারা হলো, যে ব্যক্তি ফল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে তার ইমাম বা নেতার নাফরমানী করে এবং পাপী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। সে দান অথবা দাসী মালিকের কাছ থেকে পলায়ন করে সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। যে নারীর স্বামী তাকে দুনিয়ার প্রয়োজনীয় জিনিস দেয়ার পরও তার থেকে অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু সে তার রৌপ্য ও সৌন্দর্য অপরিচিত লোকদের সামনে প্রকাশ করে, তাকেও কোন প্রশ্ন করা হবে না, অর্থাৎ সে ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আরো তিন শ্রেণীর লোক তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না, (অর্থাৎ তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।), তারা হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর চাদর খুলে ফেলে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি গর্ব অহংকার করে, আর আল্লাহর চাদর হলো গর্ব বা অহংকার এবং তাঁর ইযার হলো সম্মান; (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাজ-কর্মে সন্দেহ পোষণ করে এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়।

(١١٧) عَنْ شَعْبِي قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لِابْنِ أَبِي السَّائِبِ قَاصِّ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ثَلَاثًا لَتُتَابِعُنِّ عَلَيْهِنَّ أَوْ لَأُنَاجِزَنَّكَ فَقَالَ مَا هُنَّ بَلْ أَنَا أُتَابِعُكِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ اجْتَنِبِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا لَا يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ مَرَّةً فَقَالَتْ إِنِّي عَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ وَهُمْ لَا يَفْعَلُوْنَ ذَاكَ وَقُصَّ عَلَى النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ أَبَيْتَ

www.waytojannah.com

فَثِنْتَيْنِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَثَلَاثًا فَلَا تَمَلُّ النَّاسَ هَذَا الْكِتَابَ وَلَا أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ وَلَكِنْ اتْرُكْهُمْ فَإِذَا حَدَوْكَ عَلَيْهِ وَأَمَرُوكَ بِهِ فَحَدِّثْهُمْ.

১১৭. শা'বী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আয়েশা (রা) ইব্ন আবি সায়েব (রা) এক কথককে বলেন, তুমি মদীনাবাসীদের নিকট তিনটি বিষয় বল, যাতে তুমি আমার অনুসারী হতে পার, অথবা আমি আমার সাথে বিতর্ক করব। তিনি বললেন, সেগুলো কি? হে উম্মুল মুমেনিন! আমি বরং আপনার হাতে শপথ করছি। এরপর তিনি বললেন, দু'আ করার সময় অন্তলিযুক্ত বাক্য পরিহার করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ কখন ও এরূপ করতেন না, ইসমাঈল এক বর্ণনা বলেন, 'আয়েশা (রা) বললেন, আমি রাসূল (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণকে কখন ও এমন করতে দেখিনি। তুমি মানুষের কাছে সপ্তাহে একবার কাহিনী বর্ণনা করবে। যদি এর চেয়ে অধিক কর, তাহলে সপ্তাহে দু'দিন করবে, যদি তার চেয়ে বেশী কর, তাহলে তিন দিন করবে। এ কিতাব দ্বারা মানুষকে বিরক্ত করবে না, অর্থাৎ তিনি এ ভয়ে তা নির্দিষ্ট করে। যাতে মানুষ কুরআন শুনতে বিরক্ত বোধ না করে। তুমি কোন সম্প্রদায়ের নিকট গেলে তারা যদি কথাবার্তায় মশগুল থাকে। তাহলে তাদের কথা বন্ধ করে দিয়ে কথা বলা শুরু করবে না বরং তাদেরকে কথা শেষ করতে দেবে। তারা যদি তোমার আগমনকে অভিনন্দন জানায় এবং তোমাকে অনুমতি দেয়, তাহলে তুমি কথা বলবে।

(١١٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّوَاوِينُ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ دِيوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِ شَيْئًا وَدِيوَانٌ لَا يَتْرُكُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا وَدِيوَانٌ لَا يَغْفِرُهُ اللهُ فَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللهُ فَالشِّرْكُ بِاللهِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنْ صَوْمِ يَوْمٍ تَرَكَهُ أَوْ صَلَاةٍ تَرَكَهَا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغْفِرُ ذٰلِكَ وَيَتَجَاوَزُ إِنْ شَاءَ وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا الْقِصَاصُ لَا مَحَالَةَ.

১১৮. 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্র নিকট আমলের দেওয়ান বা পুস্তক তিনটি। এক প্রকার পুস্তককে আল্লাহ কোন জিনিস দ্বারা ভারী করবেন না এক প্রকার পুস্তক। আল্লাহ্ তা থেকে কোন কিছু বাদ দিবেন না এবং এক প্রকার পুস্তক, আল্লাহ্ তা ক্ষমা করবেন না। যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, তা হলো আল্লাহ্র সাথে শিরিক করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শিরিক করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন। আর এক প্রকার পুস্তক, যে ব্যাপারে আল্লাহ কো ক্রুক্ষেপ করবেন না, সেটা হলো– বান্দা তার নিজের নফসের উপর যুলুম করে একদিন রোযা ছেড়ে দেয়, অথবা নামায ছেড়ে দেয়। সেটা আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিবেন। আর এক প্রকারের পুস্তক আছে, আল্লাহ্ যা থেকে কোন কিছুই ছাড়বেন না, আর তা হলো বান্দাহদের একে অপরের প্রতি জুলুম। আর অবশ্যই এর প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

(١١٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

১১৯. আবূ হুরায়রা (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে, সে মুনাফিক হিসাবে গণ্য হবে, যদি ও সে নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং দাবী করে যে,

www.waytojannah.com

সে একজন মুসলমান। আর তা হলো, যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানতের খিয়ানত করে।

باب: ما جاء فى الرباعيات.

পরিচ্ছেদ : চারটি বিষয় সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

(١٢٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرِ الْكَبِيْرَ وَيَرْحَمِ الصَّغِيْرَ وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ.

১২০. ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, যে ব্যক্তি বড়দের সম্মান করে না, ছোটদের স্নেহ করে না, সৎকাজের নির্দেশ দেয় না এবং অসৎ কাজে বাধা দেয় না। সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

(١٢١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ أَمْرَهُ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ بِالدِّيْنَارِ وَلَا بِالدِّرْهَمِ وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

১২১. ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে তার সুপারিশ পরিবর্তন করে, সে যেন আল্লাহ্‌র নির্দেশকে অস্বীকার করে, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করে মারা যায়, তার দ্বীনার ও দিরহাম আখিরাতে কোন কাজে আসবে না বরং তার নেক আমলসমূহ পাওনাদারকে দিয়ে দেয়া হবে। নেক আমল দ্বারা ঋণ পরিশোধ না হলে, ঋণদাতার খারাপ আমলগুলো ঋণগ্রহীতাকে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি জেনে শুনে কোন বাতিল বিষয় নিয়ে বিতর্ক করে, সে তা বন্ধ ও তাওবা না করা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র অসন্তোষের মধ্যে বিরাজ করে। যে ব্যক্তি কোন মুমিন সম্পর্কে এমন কথা বলে, সেটা তার মধ্যে নেই, ঐ কথা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামীদের শরীর থেকে বের হওয়া পুঁজ, রক্ত ও ঘামের মধ্যে বাস করাবেন।

(١٢٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيْعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا.

১২২. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, অন্যের তালাক দেয়া নারীকে বিবাহ করা বৈধ নয়। কোন ব্যক্তি জন্য অপর ব্যক্তির বিক্রয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেয়া বৈধ নয়, যদি সেটা শস্যবীজ ও হয় আর তিন ব্যক্তি কোন মরুভূমিতে একত্রে অবস্থান করলে, তাদের মধ্যে থেকে একজনকে অবশ্যই ইমাম বানাতে হবে। আর তিন ব্যক্তি এক সাথে কোন মরুভূমিতে অবস্থান করলে, একজনকে বাদ দিয়ে দু'জন কান পরামর্শ করা বৈধ নয়।

(١٢٣) وعنه ايضا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ.

www.waytojannah.com

১২৩. পুনরায় তাঁর থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, সব সময় মদ পানকারী ব্যক্তি, দান করে খোটাদানকারী এবং জারজ সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

(١٢٤) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ وَلا تَأْكُلِ الصَّدَقَةَ وَلا تُنْزِ الْحَمِيْرَ عَلَى الْخَيْلِ وَلَا تُجَالِسْ أَصْحَابَ النُّجُومِ.

১২৪. 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করিম (সা) আমাকে বলেন, হে আলী! উত্তমরূপে অযু করবে, যদি তা কঠিন ও হয়, সাদাকার মাল খাবে না, (কারণ বনী হাশিমের জন্য সাদাকা খাওয়া হারাম ছিল), গাধা দিয়ে ঘোটকারী পাল দেবে না, এবং গণকদের বৈঠকে বসবে না।

فضل منه فى الرباعيات المبدوءة بعدد.

পরিচ্ছেদ : চার সংখ্যা বিশিষ্ট শব্দ দিয়ে যা বর্ণিত হয়েছে

(١٢٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ الْأَرْبَعِ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

১২৫. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, যার মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে, সে মুনাফিক। অথবা যার মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্যের একটি পাওয়া যাবে যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করবে, ততক্ষণ তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি বৈশিষ্ট্য আছে বলে ধরে নেয়া হবে, আর তা হলো, যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে; ওয়াদা করলে খেলাপ করে চুক্তি করলে ভঙ্গ করে এবং ঝগড়া করার সময় অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করে।

(١٢٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ التَّعْيِيْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ وَالْأَنْوَاءُ وَالْعَدْوَى وَأَجْرَبَ بَعِيْرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةً مِنْ أَجْرَبَ الْبَعِيْرَ الْأَوَّلَ؟.

১২৬. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জাহেলী যুগের চারটি কাজ, মানুষ যেন অবশ্যই তা বর্জন করে। তা হলো– বংশের অপবাদ দেয়া, মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা কান্নাকাটি করা। বৃষ্টির পূর্ব লক্ষণ প্রদর্শনকারী তারাকা দেখে বৃষ্টি আসার প্রতি বিশ্বাস করা, চর্ম রোগে আক্রান্ত উটের সংস্পর্শে এসে একশত উট চর্ম রোগে আক্রান্ত হয়, তাহলে প্রথমটিকে কে চর্ম রোগাক্রান্ত করেছে? (তিরমিযি ইব্ন মাযা)

(١٢٧) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ قَلْبٌ أَجْرَدُ فِيهِ مِثْلُ السِّرَاجِ يَزْهَرُ وَقَلْبٌ أَغْلَفُ مَرْبُوطٌ عَلَى غِلَافِهِ وَقَلْبٌ مَنْكُوسٌ وَقَلْبٌ مُصْفَحٌ فَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَجْرَدُ فَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ سِرَاجُهُ فِيْهِ نُورُهُ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَغْلَفُ فَقَلْبُ الْكَافِرِ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَنْكُوسُ فَقَلْبُ الْمُنَافِقِ عَرَفَ ثُمَّ أَنْكَرَ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمُصْفَحُ فَقَلْبٌ فِيْهِ إِيْمَانٌ وَنِفَاقٌ فَمَثَلُ الْإِيْمَانِ فِيْهِ كَمَثَلِ الْبَقْلَةِ يَمُدُّهَا الْمَاءُ الطَّيِّبُ وَمَثَلُ النِّفَاقِ فِيْهِ كَمَثَلِ الْقُرْحَةِ يَمُدُّهَا الْقَيْحُ وَالدَّمُ فَأَيُّ الْمَدَّتَيْنِ غَلَبَتْ عَلَى الْأُخْرَى غَلَبَتْ عَلَيْهِ.

www.waytojannah.com

১২৭. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, অন্তর চার প্রকারের একটি অন্তর বিশ্বাসঘাতক ও প্রতিহিংসা পরায়ণ নয়, তা প্রদীপের মত জ্বলতে থাকে। একটি অন্তর গেলাফ লাগানো, তা গেলাফের উপর বাঁধা থাকে (অর্থাৎ সত্য শুনা ও কবুল করা থেকে আচ্ছাদিত থাকে); একটি উল্টানো (অর্থাৎ ঈমানের পরিচয় পাওয়ার পর তা অস্বীকার করে পুনরায় কুফরীতে ফিরে যায়), এবং একটি অন্তর প্রলেপ যুক্ত, (অর্থাৎ একবার তা ঈমানদারের সাথে থাকে, আবার তা কাফিরের সাথে থাকে।)

'কলব আযর', সেটি হলো মুমিনের অন্তর, যার প্রদীপে আলো থাকে; 'কলবুল আগ্‌লাফ'- সেটি কাফিরের অন্তর; 'কলবুল মানকুম,'- সেটি মুনাফিকের অন্তর, যা ঈমানের পরিচয় জানার পর আবার তা অস্বীকার করে; আর 'কলুবুল মুসাফফাহ' সে অন্তরে ঈমান ও নিফাক একত্রে থাকে। সে ঈমানের উদাহরণ হলো উদ্ভিদের ন্যায়, তা প্রসারিত হয় উত্তম পানি দ্বারা। নিফাকের উদাহরণ হলো, যা খারাপভাবে প্রসারিত হয় এবং ঘায়ের মত পুজ এবং রক্তের মাধ্যমে প্রসারিত হয়। এ দুটোর মাঝে যার প্রসারতা অন্যটির উপর প্রভাব বিস্তার করবে, সেটাই জয় লাভ করবে।

(١٢٨) وعنه ايضا قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا فَأَعْجَبْنَنِي وَأَيْنَقْنَنِي قَالَ عَفَّانُ وَانَقْنَنِي نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ قَالَ عَفَّانُ أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ وَنَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمِ الْفِطْرِ وَقَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا.

১২৮. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) পুনরায় বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এমন চারটি জিনিস শুনেছি, যা আমাকে আনন্দিত করেছে। আফফান (রা) বলেন, আমাকে মুগ্ধ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) কোন নারীকে স্বামী অথবা মাহরাম পুরুষ সাথী ছাড়া দু'দিন সফর করতে নিষেধ করেছেন। আফফান (রা) বলেন, তিনি দু'রাত এবং দুটি সময় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন ফযরের নামাযের পর সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের নামায পড়ার পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত। আর তিনি দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। তা হলো– কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফিতরের দিন। তিনি বলেন, তিনটি মসজিদ ছাড়া সফরের উদ্দেশ্য বের হবে না, তা হলো– বায়তুল্লাহ, বায়তুল মাক্‌দাস ও আমার মসজিদ।

(١٢٩) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ أَوْ دِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

১২৯. আবু মালিক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জাহেলী যুগের চারটি কাজ অবশ্যই বর্জন করতে হবে। তা হলো, বংশ নিয়ে অহংকার গোত্রের প্রতি অপবাদ দেয়া, তারকা গণনা করে বৃষ্টির প্রার্থনা করা, মৃত ব্যক্তির জন্য শোক পালন করা। শোক পালনকারী যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে, তাহলে তাকে কিয়ামতের দিন আলকাতরার জামা, অথবা খোস পাঁচড়ায় আক্রান্ত বর্ম পরিধান করে উঠানো হবে।

www.waytojannah.com

(١٣٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

১৩০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) চারটি বিষয় থেকে পানাহ চাইতেন। তা হলো, জাহান্নামের আযাব, কবরের আযাব, হায়াত ও মউতের ফিতনা এবং দাজ্জালের ফিতনা।

باب: ما جاء فى الخماسيات.

পরিচ্ছেদ : পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করে যা বর্ণিত হয়েছে

(١٣١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقِنِّيْنَ وَزَادَنِي صَلَاةَ الْوَتْرِ قَالَ يَزِيْدُ (احد الرواة) الْقِنِّيْنُ الْبَرَابِطُ.

১৩১. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য মদ, জুয়া খেলা, গম ও ভুট্টা থেকে তৈরী এক প্রকার মদ, পাশা খেলা, ও হাবশীদের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন এবং বিতরের নামাযকে নফল করেছেন।

(١٣٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَزِيْدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا تَسْأَلُ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْتِهَا.

১৩২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, গ্রামের লোকদের পণ্যদ্রব্য শহরের লোকেরা বিক্রয় করবে না, অন্যের উপর দিয়ে দর কষাকষি করবে না। কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের কেনার সময় সে জিনিষের দাম বাড়িয়ে না বলে, অন্যের বিবাহের প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব দেবে না, কোন নারী যেন তার বোনের তালাক না চায়।

(١٣٣) وعنه ايضا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْرِقُ سَارِقٌ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَزْنِي زَانٍ وَهُوَ حِيْنَ يَزْنِي مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الشَّارِبُ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ يَعْنِي الْخَمْرَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ وَلَا يَنْتَهِبُ أَحَدُكُمْ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيْهَا وَهُوَ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ وَلَا يَغِلُّ أَحَدُكُمْ حِيْنَ يَغِلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ.

১৩৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে পুনরায় বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, চোর যখন চুরি করে, তখন সে মুমিন থাকে না; ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন সে মুমিন থাকে না এবং মদপায়ী যখন মদ পান করে, তখন সে মুমিন থাকে না। যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি : তোমাদের কেউ যখন অভিজাত কোন ব্যক্তির সম্পদ ছিনতাই করে, তখন মুমিনগণ অসহায় অবস্থায় তার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকে, সে সময় ছিনতাইকারী মুমিন থাকে না, এবং তোমাদের কেউ যখন আত্মসাৎ করে, তখন সে মুমিন থাকতে পারে না। তোমরা সাবধান! সাবধান!

(١٣٤) عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا جَرَبَّةُ فَقَامَ فِيْنَا خَطِيْبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَامَ فِيْنَا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي

www.waytojannah.com

Contents

إِتْيَانَ الْحَبَالَى مِنَ السَّبَايَا وَأَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً ثَيِّبًا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا يَعْنِي إِذَا اشْتَرَاهَا وَأَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ وَأَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَأَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ.

১৩৪. হানস সান'য়ানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রুফাই ইব্ন ছাবিত আনসারীর সাথে মরক্কোর যুবরা নামক একটি গ্রামে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তিনি আমাদের উদ্দেশ্য বক্তৃতা দিয়ে বলেন, হে মানুষ! যেভাবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট থেকে শুনেছি, সেভাবে আমি তোমাদেরকে বলবো, রাসূলুল্লাহ (সা) হুনায়নের যুদ্ধের সময় আমাদের উদ্দেশ্য বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার জন্য অন্যের ক্ষেতে পানি দেওয়া হালাল নয়, (অর্থাৎ গর্ভবতী যুদ্ধবন্দী ক্রোদাসীর সাথে যৌনসঙ্গম করা অথবা বিক্রি করা হালাল নয়।) আর যুদ্ধবন্দী বিাহিতা নারী হলে, যতক্ষণ সে দায়মুক্ত না হবে, অর্থাৎ বিবাহ করা ব্যতিত তার সাথে যৌনকর্ম করা বৈধ নয়। গনিমতের মাল বণ্টন করার পূর্বে তা বিক্রি করা বৈধ নয় আর মুসলমানদের যুদ্ধে ফাও পাওয়া জন্তুর উপর আরোহন করে সেটি দুর্বল হওয়ার পর তা ফেরত দেয়া এবং মুসলমানদের ফাও পাওয়া কাপড় পরিধান করার পর তা ব্যবহারের অনুপযোগী হলে, তখন ফেরত দেয়া হালাল নয়।

(١٣٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَرَوْحٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلَا تَحْتَبِيَنَّ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَمَّا الصَّمَّاءُ فَهِيَ إِحْدَى اللِّبْسَتَيْنِ تَجْعَلُ دَاخِلَةَ إِزَارِكَ وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا قَالَ كَذَلِكَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ لَا يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ قَالَ حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَمْرٌو لِي مُفْضِيًا.

১৩৫. হাজ্জাজ ও রাওহ ইবন জুরায়জ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবূ যুবায়ের সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি যাবির (রা) কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, এক পায়ে জুতা পরিধান করে চলবে না। এক চাদর পরে আবৃত হবে না, বাম হাতে আহার গ্রহণ করবে না, এক কাঁধ খোলা রেখে একই চাদর গোটা শরীরে জড়িয়ে নিবে না, শোয়ার সময় এক পা অন্য পায়ের উপর রাখবে না। আমি আবূ যুবায়রকে প্রশ্ন করলাম, শায়িত অবস্থায় হাত পা ছড়িয়ে থাকা অবস্থায় তা কি হাঁটুর উপর রাখব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'মামা' হলো পোশাকের একটি অংশ ভীতরে পরে বাহিরের অংশ তোমার কাঁধে রেখে গোটা শরীরে জড়িয়ে নেয়া। (অর্থাৎ লজ্জাস্থানে কোন অংশ না রাখা।) আমি আবূ যুবায়রকে বললাম, তারা বলল : এক চাদর দ্বারা আবৃত হলে শরীরের সবস্থানে তা পৌঁছে না, (লজ্জাস্থানের কোন অংশ বাকী থাকে) এভাবে আমি যাবির (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, এক চাদর পরে আবৃত হবে না। হাজ্জাজ বলেন, এটি ইব্ন যারিজ থেকে বর্ণিত। 'উমর (রা) তাকে বলেছিলেন, এক চাদর পরে আবৃত হলে তা শরীরের সকল স্থানে পৌছায় না। অর্থাৎ লজ্জাস্থানে কাপড়ের কোন অংশ থাকে না।

www.waytojannah.com

فصل منه فى الخماسيات المبدوءة بعدد

অধ্যায়

পঞ্চম শব্দ দিয়ে শুরু

(١٣٦) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سَلْمَانَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ انه جلس هو واخرون الى ابن عمر رضى الله عنهما فقال لهم أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَمْسٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا بَلَى قَالَ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَهُوَ مُضَادُّ اللهِ فِي أَمْرِهِ وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَهُوَ مُسْتَظِلٌّ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَتْرُكَ وَمَنْ قَفَا مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنَةً حَبَسَهُ اللهُ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أُخِذَ لِصَاحِبِهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَا دِينَارَ ثَمَّ وَلَا دِرْهَمَ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ حَافِظُوا عَلَيْهِمَا فَإِنَّهُمَا مِنَ الْفَضَائِلِ.

১৩৬. আইয়ূব ইবন সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। সানয়াবাসীদের এক ব্যক্তি এবং অন্যরা মিলে ইব্ন 'উমর (রা)-এর নিকট বসে ছিল। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে যে পাঁচটি বাণী শুনেছি। তার সংবাদ কি দেব? তারা বললো, হ্যাঁ। সে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে তার সুপারিশ পরিবর্তন করে, প্রকারান্তে সে আল্লাহ্‌র নির্দেশকে অস্বীকার করে; যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে ঝগড়া বিবাদে সাহায্য করে, সে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির ছায়াতলে অবস্থান করে; যে ব্যক্তি কোন মুমিন পুরুষ অথবা নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ দেবে, আল্লাহ্ তাকে দোযখবাসীদের শরীর থেকে বের হওয়া পুঁজ রক্ত ও ঘামের মধ্যে আটকে রাখবেন; যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করে মারা যাবে, সে ব্যক্তির সমস্ত নেক আমল ঋণদাতাকে দিয়ে দেয়া হবে এবং তার দীনার ও দিরহাম পরকালে কোন কাজে আসবে না, ফযরের দু'রাকাত নামায ঠিকমত আদায় করবে, এ দু রাকাত বড়ই মর্যাদাপূর্ণ।

(١٣٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ الشِّرْكُ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ بَهْتُ مُؤْمِنٍ أَوِ الْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ أَوْ يَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ.

১৩৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, পাঁচটি জিনিষের কোন কাফফারা নেই; তা হলো, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, মুমিনের সম্পদ লুট করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা, এবং অন্যায়ভাবে সম্পদ দখল করার জন্য সুস্থমস্তিষ্কে শপথকারী ব্যক্তি।

(١٣٨) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ خَمْسٍ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَلَا كَاهِنٌ وَلَا مَنَّانٌ.

১৩৮. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, পাঁচ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না : সব সময় মদপানকারী, যাদুতে বিশ্বাসকারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী গনক ও দান করে খোঁটাদানকারী ব্যক্তি।

www.waytojannah.com

باب : ما جاء فى السداسيات.

পরিচ্ছেদ : ছয় বাক্য বিশিষ্ট বিষয় সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

(١٣٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

১৩৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে না। অন্যের উপর দর কষাকষি করবে না, অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করবে না, আত্মীয়দের খোঁজ-খবর নেয়া বন্ধু করবে না, এবং একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর দিয়ে অপরজন যেন ক্রয় বিক্রয় না করে; তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।

(١٤٠) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأْدَ الْبَنَاتِ وَعُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ.

১৪০. মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য গল্প-গুজবে মত্ত হওয়া, অতিরিক্ত সওয়াল করা এবং মাল-সম্পদ নষ্ট করাকে অপছন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদের উপর কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া, মায়েদের নাফরমানী করা ও হকদারের হক না দেয়া তোমাদের উপর হারাম করেছেন।

(١٤١) عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ حِيْنَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ فَقُلْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا شِغَارَ وَلَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا جَلَبَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا جَنَبَ وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا.

১৪১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নারীদের বায়'য়াত গ্রহণ করার সময় এ ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তারা যেন মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটি না করে। তখন তারা বলে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) জাহেলী যুগে নারীরা আমাদের মৃত ব্যক্তির শোক পালনে সহযোগিতা করতো (অর্থাৎ জাহেলী যুগে কোন নারী মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদতে থাকলে তার প্রতিবেশী নারীরা তাকে খুশি করার জন্য তার পাশে বিলাপ করে কান্নাকাটি করতো।)

ইসলামের মধ্যে আমরা কি তাদের সহযোগিতা করব? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ইসলামে এ ধরনের কান্নাকাটির সুযোগ নেই এবং 'শিগার' বিবাহ বৈধ নেই। (অর্থাৎ কোন ব্যক্তি নিজের কন্যাকে অন্য এক ব্যক্তির পুত্রের কাছে বিবাহ দিবে এবং তার কন্যা নিজের পুত্রের জন্য আনবে এবং এ ক্ষেত্রে কান কনেই মোহর পাবে না। আর ইসলামে 'আবার' নেই; (অর্থাৎ জাহেলী যুগে তারা মৃত ব্যক্তির কবরের কাছে উট কুরবানী করতো। এ জন্য যে, মৃত ব্যক্তির জীবিত থাকা কালে উট কুরবানী করে মেহমানদারী করতো); এবং 'জালব' নেই, (অর্থাৎ বাজি ধরে উটকে আগে নেওয়ার জন্য উচ্চস্বরে চিৎকার দেওয়া) এবং 'জানব' নেই, (অর্থাৎ প্রতিযোগিতার সময় ঘোড়াকে দ্রুতগামী করার জন্য উচ্চস্বরে চীৎকার দেয়া এবং ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসা।)

www.waytojannah.com

Contents

(١٤٢) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ وَعَنْ نِكَاحَيْنِ سَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا۔

১৪২. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি যে তিনি দু'দিন রোযা রাখতে ও দুই সময় নামায পড়তে এবং দু'জন নারীকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ফযরের নামাযের পরে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পরে সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। আর 'ঈদুল ফিতরের দিন ও 'ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। এবং নিজ স্ত্রীর সাথে একত্রে তার ফুফু ও খালাকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

(١٤٣) حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ عَنْ عُلَيْمٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عَلَى سَطْحٍ مَعَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَزِيْدُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَبْسًا الْغِفَارِيَّ وَالنَّاسُ يَخْرُجُونَ فِي الطَّاعُونِ فَقَالَ عَبْسٌ يَا طَاعُونُ خُذْنِي ثَلَاثًا يَقُولُهَا فَقَالَ لَهُ عُلَيْمٌ لِمَ تَقُولُ هَذَا؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ فَإِنَّهُ عِنْدَ انْقِطَاعِ عَمَلِهِ وَلَا يُرَدُّ فَيُسْتَعْتَبَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَادِرُوا بِالْمَوْتِ سِتًّا إِمْرَةَ السُّفَهَاءِ وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ وَبَيْعَ الْحُكْمِ وَاسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ وَقَطِيْعَةَ الرَّحِمِ وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدِّمُونَهُ يُغَنِّيهِمْ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهًا۔

১৪৩. 'উলায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা ঘরের ছাদে বসা ছিলাম, এ সময় আমাদের সাথে একজন সাহাবী ছিলেন য়াযিদ বলেন, আমরা তাকে 'আবাস আল-গাফ্ফারী বলে জানতাম। মানুষ মহামারীর মধ্যে বের হচ্ছিল তখন 'আবাসা বললো, হে মহামারী! আমাকে উঠিয়ে নাও। একথা তিনি তিনবার বললো তখন উলায়ম বললো, কেন এমন কথা বলছ? রাসূলুল্লাহ (সা) কি এ কথা বলেন নি যে, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কারণ মৃত্যুর পর মানুষের আমল বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যুর পর সন্তুষ্টি বা অনুগ্রহ) লাভের জন্য তাকে আর দুনিয়াতে ফেরত পাঠানো হয় না। এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ছয়টি কাজ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে যেন তোমাদের মৃত্যু হয়। তা হলো, মূর্খ লোকেরা আমির নিযুক্ত হবে এবং দারোয়ানের সংখ্যা অধিক হবে, ফলে জুলুম নির্যাতন বৃদ্ধি পাবে। হত্যাকারী থেকে কিসাস বা বিনিময় নেয়া হবে না, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে, এমন কিছু তরুণের জন্ম হবে, যারা গানের সুরে কুরআন পাঠ করবে এবং তাদের উদ্দেশ্য হবে গান গাওয়া ও আনন্দ পাওয়া। যদি ও তাদের মধ্যে কম সংখ্যক লোকই কুরআন বুঝবে।

(١٤٤) عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ يَا طَاعُونُ خُذْنِي إِلَيْكَ قَالَ فَقَالُوا أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عَمَّرَ الْمُسْلِمُ كَانَ خَيْرًا لَهُ؟ (وفى رواية ان المؤمن لا يزيده طول العمر الا خيرا) قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي أَخَافُ سِتًّا إِمَارَةَ السُّفَهَاءِ وَبَيْعَ الْحُكْمِ وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ وَقَطِيْعَةَ الرَّحِمِ وَنَشْءٍ يَنْشَئُونَ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ وَسَفْكَ الدَّمِ۔

১৪৪. শাদ্দাদ আবূ 'আম্মার শামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'আউফ ইব্ন মালিক (রা) বলেন, হে মহামারী! আমাকে তোমার কাছে উঠিয়ে নাও। বর্ণনাকারী বলেন, তখন লোকেরা বললো,

www.waytojannah.com

তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুননি, তিনি বলেন, যে মুসলমান ব্যক্তিকে দীর্ঘজীবী করা হয়, তার জন্য তা কল্যাণকর। অন্য বর্ণনায় মুমিনের দীর্ঘ জীবন লাভ কল্যাণকর। তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু আমি ছয়টি জিনিসকে ভয় করি : মূর্খ লোকের আমির নিযুক্ত হওয়া। বিচার বেচা-কেনা করা, অর্থাৎ (ঘুষ আদান প্রদান করা), দারোয়ানের সংখ্যা অধিক হওয়া, যার ফলে জুলুম নির্যাতন বৃদ্ধি পাবে। সমাজের নেতৃত্ব চলে যাবে, গানের সুরে কুরআন পাঠ করা হবে এবং সমাজে রক্তপাত বৃদ্ধি পাবে।

باب: ما جاء فى السباعيات.

পরিচ্ছেদ : সাতটি বিষয় উল্লেখ করে যা বর্ণিত হয়েছে

(١٤٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ لَعَنَ اللهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ لَعَنَ اللهُ مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ لَعَنَ اللهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ثَلَاثًا.

১৪৫. ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, যে ব্যক্তি জমির সীমানা ও চিহ্ন পরিবর্তন করে তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাম ব্যতিত মূর্তির নামে জবেহ করে, তার উপর আল্লাহ্ লা'নত করেন। যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার উপর লা'নত করে আল্লাহ্ তার উপর লা'নত করেন। যে ব্যক্তি নিজ মালিককে বাদ দিয়ে অন্যের সাথে সম্পর্কের দাবী করে, তার উপর আল্লাহ্ লা'নত করেন। যে ব্যক্তি সঠিক পথ থেকে অন্ধ, তার উপর আল্লাহ্ লা'নত করেন; যে ব্যক্তি জন্তুর সাথে যৌন সঙ্গম করে, তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত, সে ব্যক্তি লূত (আ)-এর জাতির ন্যায় কাজ করে (অর্থাৎ সমসৈয়ন), তার উপর আল্লাহ্ লা'নত করেন, একথা তিনি তিনবার বলেন।

(١٤٦) عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَالْمُشَاغَرَةِ وَالْمُكَامَعَةِ وَالْوِصَالِ وَالْمُلَامَسَةِ.

১৪৬. আবূ রায়হানা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট রাসূলের বাণী পৌঁছেছে যে, তিনি দাঁত ধারালো ও চিকন করা, শরীরে উল্কি অংকন করা, পাকা চুল উঠানো, শিগার বিবাহ শিগার (অর্থ মোহর না দিয়ে অদল বদল প্রথায় বিবাহ), মুকামেয়া বা পুরুষে-পুরুষে ও নারী-নারীর সাথে এক কম্বলে শয়ন করা, পরচুলা ব্যবহার করা ও মুলামাসা বা স্পর্শের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সহ সবকিছু নিষেধ করেছেন।

(মুলামেসা, বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল : অমুক জিনিসটি স্পর্শ করলে ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে ক্রেতা পণ্যটি কখন ও না দেখে থাকলেও তা বিক্রয় হয়ে যাবে।)

فصل منه فى السباعيات المبدوءة بعدد.

অনুচ্ছেদ : সাতটি সংখ্যা উল্লেখ করে যা এসেছে

(١٤٧) عَنْ أَبِي حَرِيزٍ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ خَطَبَ النَّاسَ مُعَاوِيَةُ بِحِمْصَ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ سَبْعَةَ أَشْيَاءَ وَإِنِّي أُبْلِغُكُمْ ذٰلِكَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْهُ مِنْهُنَّ النَّوْحُ وَالشِّعْرُ وَالتَّصَاوِيرُ وَالتَّبَرُّجُ وَجُلُودُ السِّبَاعِ وَالذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ.

www.waytojannah.com

Contents

১৪৭. মু'য়াবীয়া (রা)-এর আযাদকৃত দাস আবূ হারীয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'য়াবীয়া (রা) হিমস, শহরে খুতবা দেয়ার সময় তিনি তার খুতবায় উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সাতটি জিনিস হারাম করেছেন, আমি তোমাদেরকে তাঁর বাণী পৌঁছিয়ে দিচ্ছি এবং তোমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করছি। সে সব কাজ হলো, মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটি করা, পরচুলা ব্যবহার করা, ছবি উঠানো, সাজ সজ্জা করে নারীদের ঘর থেকে বের হওয়া, অহংকার প্রকাশ করার জন্য বাঘের চামড়া ব্যবহার করা এবং পুরুষদের স্বর্ণ ও রেশমী পোশাক পরিধান করা।

(١٤٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اسْتَعَاذَ مِنْ سَبْعِ مَوْتَاتٍ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ وَمِنْ لَدْغِ الْحَيَّةِ وَمِنَ السَّبُعِ وَمِنَ الْغَرَقِ وَمِنَ الْحَرْقِ وَمِنْ أَنْ يَخِرَّ عَلَى شَيْءٍ أَوْ يَخِرَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمِنَ الْقَتْلِ عِنْدَ فِرَارِ الزَّحْفِ۔

১৪৮. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করিম (সা) সাত প্রকার মৃত্যু থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চেয়েছেন। যথা– আকস্মিক মৃত্যু, সাপের কামড়ে মৃত্যু, হিংস্র জন্তুর আক্রমণে মৃত্যু, পানিতে ডুবে মৃত্যু, আগুনে পুড়ে মৃত্যু, কারও উপর কোন কিছু ভেঙ্গে পড়ে তাতে মৃত্যু এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নের সময় নিহত হওয়া।

باب: ما جاء فى الثمانيات۔

পরিচ্ছেদ : আটটি বিষয় উল্লেখ করে যা বর্ণিত হয়েছে

(١٤٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا تَنَافَسُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَلَا تَشْتَرِطُ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْتِهَا۔

১৪৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কারও দামের উপর দাম বলবে না, আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করবে না, হিংসা-বিদ্বেষ করবে না, কারো ছিদ্রান্বেষণ করবে না, কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের দামের উপর দাম না করে, গ্রামের লোকদের পণ্যদ্রব্য শহরের লোকেরা বিক্রয় করবে না, লোকদেরকে স্বাভাবিক অবস্থার উপর ছেড়ে দেবে, কেননা, আল্লাহ এক দলের মাধ্যমে অপর দলের রিযিকের ব্যবস্থা করেন; আর কোন নারী যেন তার বোনের তালাকের জন্য প্রার্থনা না করে। (অর্থাৎ নিজে তার সাথে বিবাহ করার জন্য।)

(١٥٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ أَكِلَ الرِّبَا وَمُطْعِمَهُ۔

১৫০. আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উল্কি অংকন কারিণী এবং যে নারী উল্কি অংকন করায়, পরচুলা ব্যবহার কারিণী, তা প্রস্তুত কারিণী; তালাকপ্রাপ্তা নারীকে হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয়, এবং সুদখোর, সুদদাতা, লেখক ও স্বাক্ষী এদের সকলের উপর রাসূলুল্লাহ (সা) লা'নত করেছেন।

www.waytojannah.com

(١٥١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ ثَمَانٍ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَغَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ.

১৫১. আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আটটি জিনিস থেকে পানাহ চেয়েছেন। সেগুলো হলো, ভাবনা, দুশ্চিন্তা, অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, ঋণের কঠিন বোঝা এবং শত্রুর আধিপত্য।

باب: ما جاء فى العشاريات

পরিচ্ছেদ : দশটি বিষয় সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

(١٥٢) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ النَّوْحِ.

১৫২. 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সুদখোর এবং সুদদাতা সুদের সাক্ষীদ্বয় ও হিসাবরক্ষক সৌন্দর্যের জন্য উল্কি অংকনকারিণী এবং যে নারী উল্কি অংকন করায়, সাদকা অস্বীকারকারী হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয়, সকলের উপর লা'নত করেছেন। আর তিনি মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটি করতে নিষেধ করেছেন।

(١٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَعَنَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ قُلْتُ إِلَّا مِنْ دَاءٍ؟ قَالَ نَعَمْ وَالْحَالَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَقَالَ وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ النَّوْحِ وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ الْهَمْدَانِيُّ.

১৫৩. শা'বী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সুদখোর, সুদদাতা সাক্ষীদ্বয় ও সুদের হিসাবরক্ষক এবং যে সব মেয়ে শরীরে উল্কি এঁকে নেয়, আর যারা এঁকে দেয়– সবাইকে লা'নত করেছেন। ইব্ন আউন (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি রোগের কারণে এঁকে থাকে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রোগের কারণে হলে বৈধ হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয়, (অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য ব্যক্তির কাছে এ শর্তে বিবাহ দেয় যে, সে সঙ্গম করে তাকে তালাক দিবে, তাহলে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে।) এবং যাকাত দিতে অস্বীকারকারী, এদের উপর আল্লাহ লা'নত করেছেন। তিনি মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করেছেন, লা'নত শব্দটি বলেননি। 'আউফ (রা) জিজ্ঞেস করলেন, এ কথা তোমার কাছে কে বলেছে? সে বললো, হারিছ আউয়ার হামাদানী।

فصل منه فى العشاريات المبدوءة بعدد

অনুচ্ছেদ : দশটি সংখ্যা উল্লেখ করে যা এসেছে

(١٥٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ تَخَتُّمَ الذَّهَبِ وَجَرَّ الْإِزَارِ وَالصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوقَ وَتَغْيِيْرَ الشَّيْبِ قَالَ جَرِيْرٌ إِنَّمَا يَعْنِي بِذٰلِكَ نَتْفَهُ وَعَزْلَ الْمَاءِ عَنْ

www.waytojannah.com

مَحِلِّهِ وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ وَعَقْدَ التَّمَائِمِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ.

১৫৪. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) দশটি ত্রুটি অপছন্দ করেছেন। পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা, পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গোড়ালির নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরিধান করা হলুদ রং-এর পোশাক পরা, (যা বিশেষ সুর্গন্ধযুক্ত পোশাক), এবং পাকা চুল পরিবর্তন করা। যাবীর (রা) বলেন তবে পাকা চুল উঠানো যাবে। যৌন মিলনে যথাস্থানে বীর্য না ফেলা, 'মু'আবিযাতাইন' ব্যতিত ঝাড়ফুঁক দেয়া, (আর তাহলো– সুরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষ অংশ ছড়া দুধের সন্তানের প্রতি অন্যায় করা, (এটা দুষণীয়, তবে হারাম নয়। অর্থাৎ দুধের সন্তান থাকা অবস্থায় গর্ভবতী হওয়া) এবং গলায় তাবিজ লটকানো। স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সামনে রূপসজ্জা প্রকাশ করা এবং বক্ষ দেশ উঁচু করে ঘুরে বেড়ানো।

(١٥٥) عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَوْصَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا؛ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا؛ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ.

১৫৫. মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে দশটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন, তিনি বলেছেন, তোমাকে যদি হত্যা করা হয় ও আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয় তারপর ও তুমি আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীফ করবে না। তোমার পিতা-মাতা তোমাকে সম্পদ ও পরিবার থেকে বঞ্চিত করার নির্দেশ দিলেও, তুমি তাদের অবাধ্য হবে না। ইচ্ছে করে ফরয নামায ছেড়ে দেবে না, যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে ফরয নামায ত্যাগ করে, সে আল্লাহর নিরাপত্তা, থেকে দায়মুক্ত হয়ে যায়, কখনও মদ পান করবে না, মদপান সমস্ত অশ্লীল কাজের মূল। অপরাধ করা থেকে মুক্ত থাকবে, অপরাধের কারণে আল্লাহর অসন্তুষ্টি আপতিত হয়। যুদ্ধের ময়দানে থেকে পলায়ন করা থেকে সাবধান থাকবে, যদি মানুষ তোমাকে হত্যাও করে। মানুষ যখন মহামারী রোগে আক্রান্ত হয়, আর তুি তাদের মাঝেই অবস্থান কর, তাহলে সেখানেই অবস্থান করবে। তোমার উপার্জিত মাল থেকে তোমার পরিবারের জন্য খরচ কর। পরিবারকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমার লাঠি রেখে দেবে না, তবে আল্লাহর উদ্দেশ্য সহজনীতি অবলম্বন করবে।

(١٥٦) عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شُفَيٍّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِيْ يُسَمَّى أَبَا عَامِرٍ رَجُلٌ مِّنَ الْمَعَافِرِ لِيُصَلِّيَ بِإِيْلِيَاءَ وَكَانَ قَاصُّهُمْ رَجُلًا مِّنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ فَسَبَقَنِيْ صَاحِبِيْ إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلَنِي هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ؟ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرَةٍ عَنِ الْوَشْرِ

www.waytojannah.com

وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَمُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعْلَامِ وَأَنْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِثْلَ الْأَعَاجِمِ وَعَنِ النُّهْبَى وَرُكُوبِ النُّمُورِ وَلُبُوسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ.

১৫৬. 'আইয়াশ ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ হুসায়ন তাকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি ও আমার বন্ধু আবূ আমের য়ামানী 'বায়তুল মাকদামে' নামায পড়ার জন্য বের হয়েছিলাম। সেখানে আবূ রায়হানা নামে আযাদের এক সাথী কাহিনী বলছিল। আবুল হুসায়ন বলেন; আমার সাথী আমাকে মসজিদের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল, আমি তাকে পেয়ে তার পাশে গিয়ে বসলাম। সে আমাকে প্রশ্ন করলো, তুমি কি আবূ রায়হানার কাহিনী শুনেছ? আমি বললাম, না। সে বললো, আমি তাকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) দশটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তা হলো, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁত ঘর্ষণকারিণী, শরীরে উল্কি এঁকে নেয়া, সাদা চুল উপড়ে ফেলা, কোন চিহ্ন ছাড়াই দু'জন পুরুষ একই কম্বলে; তেমনি দু'জন মহিলা একই কম্বলের নীচে ঘুমানো, যে ব্যক্তি তার পোশাকের নিচের অংশে রেশম দ্বারা নকশী করে অনারবদের মত গর্ব অহংকারের জন্য কাঁধের উপর ফেলে রাখে। তিনি বাঘের পিঠে চড়তে ও স্বর্ণের আংটি পরতে নিষেধ করেছেন, তবে রাষ্ট্রপ্রধান হলে তার পরিচিতির জন্য আংটি পরার অনুমতি দেন।

www.waytojannah.com

(٧٠) كتاب المدح والذم

অধ্যায়

প্রশংসা ও ভর্ৎসনা সম্পর্কে

باب: مايجوز من المدح.

পরিচ্ছেদ : কি ধরনের প্রশংসা জায়েয

(١) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

১. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বরেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ ব্যতিত কেউ সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন নেই। যে কারণে তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত অশ্লীল কাজ হারাম করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসাকারীর চেয়ে প্রিয় ব্যক্তি তাঁর নিকট আর কেউ নেই।

وعنه من طريق ثان مثله وزاد وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ بعد قوله من الله عَزَّ وَجَلَّ.

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তবে সেখানে অতিরিক্ত আল্লাহ তা'আলার কথার পরে তিনি তাঁর স্বত্ত্বার প্রশংসা করেছেন।

(٢) عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أُنْشِدُكَ مَحَامِدَ حَمِدْتُ بِهَا رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى؟ قَالَ أَمَا إِنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْحَمْدَ.

২. আসওয়াদ ইব্ন সারী' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমি কি আপনাকে প্রশংসা করে শুনাব? যেভাবে আপনি আপনার রবের প্রশংসা করে থাকেন? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমার রব প্রশংসা করা পছন্দ করেন।

(٣) عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ قَالَ فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا أَنْتَ وَلِيُّنَا وَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَأَنْتَ أَطْوَلُ عَلَيْنَا قَالَ يُونُسُ وَأَنْتَ أَطْوَلُ لَنَا عَلَيْنَا طَوْلًا وَأَنْتَ أَفْضَلُنَا عَلَيْنَا فَضْلًا وَأَنْتَ الْجَفْنَةُ الْغَرَّاءُ فَقَالَ قُولُوا قَوْلَكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِرَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ.

৩. মাত্রাফ ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বনি আমেরের একটি দলের সাথে প্রতিনিধি হিসাবে আগমন করেন। তিনি বলেন, আমরা তাঁর কাছে এসে তাঁকে সালাম দিলাম এরপর বললাম, আপনি আমাদের অভিভাবক, আমাদের নেতা এবং দানের ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদাবান। ইউনুস (রা) বলেন, আপনি আমাদের উপর দানের ক্ষেত্রে সর্বউচ্চ ও মর্যাদাবান আপনি আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ, আপনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম মেহমানদাবী। তখন তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের দ্বীনে যেভাবে অনুমোদন করা হয়েছে, সেভাবে আমাকে ডাক, অর্থাৎ আমাকে নবী ও রাসূল বলে ডাক, সেভাবে আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে আমার নাম রেখেছেন। (হে নবী! হে রাসূল!) তোমরা যেভাবে তোমাদের নেতা ও রাজাদেরকে ডাক, সেভাবে আমাকে নেতা বলে ডাকবে না।

www.waytojannah.com

শয়তান যেন তোমাদের পরাজিত না করে। বর্ণনাকারী সম্ভবত: বলেছেন, শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত বা আকৃষ্ট না করে।

وعنه من طريق ثان عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتَ سَيِّدُ قُرَيْشٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيِّدُ اللهُ فَقَالَ أَنْتَ أَفْضَلُهَا فِيهَا قَوْلًا وَأَعْظَمُهَا فِيهَا طَوْلًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقُلْ أَحَدُكُمْ بِقَوْلِهِ وَلَا يَسْتَجِرَّنَّهُ الشَّيْطَانُ أَوِ الشَّيَاطِينُ.

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বললো, আপনি কুরায়শদের সর্দার বা সাইয়েদ তখন নবী করিম (সা) বললেন, আল্লাহ্ হলেন সর্দার বা সাইয়েদ। সে বললো, আপনি কথার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম এবং মেহমানদারীতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ্ কিতাবে যেভাবে আমাকে ডাকা হয়েছে, তোমাদের কেউ যেন আমাকে সেভাবে ডাকে; (অর্থাৎ বলে, হে নবী! হে রাসূল (সা)!) আর শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে।

(٤) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِالنَّبَاءَةِ أَوْ بِالنِّبَاوَةِ شَكَّ نَافِعٌ مِنَ الطَّائِفِ وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَوْ قَالَ خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ بِالثَّنَاءِ السَّيِّئِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ.

৪. আবূ বকর ইব্ন আবূ যুহায়র (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা) কে 'নাবাওয়াহ' বা 'নাবাওয়াত' নামক স্থানে বলতে শুনেছি। নাফে সন্দেহস্থলে বলেন, 'নাবাওয়াহ' তায়েফের একটি স্থানের নাম। তিনি বলেছিলেন, হে মানুষ! তোমরা অচিরেই জান্নাতী লোকদেরকে জাহান্নামীদের থেকে পৃথকভাবে চিনতে পারবে, অথবা তোমাদের খারাপ লোকদের থেকে ভাললোকদেরকে। তখন লোকদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! তা কিভাবে? তিনি বললেন, সুপ্রশংসা ও কুপ্রশংসা দ্বারা। তোমরা যে মৃতের জন্য প্রশংসা করবে, সে জান্নাতী হবে এবং যে মৃতের দুর্নাম করবে, সে দোযখী হবে। তোমরা পৃথিবীতে পরস্পরের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র সাক্ষী।

(٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ وَيُثْنُونَ عَلَيْهِ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ.

৫. আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! কোন ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় কাজ করে এবং লোকজন তার সেই কাজের জন্য তাকে প্রশংসা করে; তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সেটা তো ঈমানদার ব্যক্তির জন্য আগাম সুসংবাদ।

باب: ما لا يجوز من المدح.

পরিচ্ছেদ : যে ধরনের প্রশংসা করা জায়েয নেই

(٦) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا رَجُلًا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ

www.waytojannah.com

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلَانًا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَاكَ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا وَحَسِيبُهُ اللهُ أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا۔

৬. 'আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বাকরা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) বলেছে, তারা রাসূলের সামনে এক ব্যক্তির উল্লেখ করলো, তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আল্লাহ্র রাসূলের পরে তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি কেউ নেই! তার মধ্যে এমন এমন গুণ রয়েছে। তখন নবী করিম (সা) বললেন, তোমার জন্য আক্ষেপ! তুমি তোমার বন্ধুর ঘাড় ভেঙে দিলে, তিনি কয়েকবার এ কথা বললেন তিনি তারপর বললেন, তোমার কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রশংসা করে, তবে যেন এতটুকু বলে, 'আমি অমুকের ব্যাপারে এ ধারণা করি। যদি তার ধারণাও এমন হয়। আর আল্লাহ্র উপর কিছুতেই অন্য কারো পবিত্রতা ঘোষণা করা উচিৎ নয়। (নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর হিসাব নেবেন।)

وعنه من طريق ثان عن ابيه أَنَّ رَجُلًا مَدَحَ صَاحِبًا لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَهُ إِنْ كُنْتَ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَقُلْ أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا وَاللهُ حَسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللهِ تَعَالَى أَحَدًا۔

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করিম (সা)-এর নিকট তার সাথীর প্রশংসা করলে তিনি বললেন, তোমার জন্য ধ্বংস! তুমি তোমার বন্ধুর ঘাড় ভেঙ্গে দিলে! তুমি যদি প্রশংসা করতেই চাও, তবে এতটুকু বলবে সে, আমি এমন এমন ধারণা করি। আল্লাহ তার হিসাব নিবেন। আমি আল্লাহর উপর কিছুতেই আর কারো পবিত্রতা ঘোষণা করি না।

(٧) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَمْدَحُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ هَكَذَا يَحْثُو فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ۔

৭. 'আতা ইব্ন আবু রিবাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি ইব্ন 'উমর (রা)-এর প্রশংস করে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন ইব্ন 'উমর (রা)) বলেন, তুমি এভাে তার মুখমণ্ডলে ধুলাবালি নিক্ষেপ কর। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তোমরা যখন চাটুকারকে দেখবে, তখন তার মুখে ধুলাবালি নিক্ষেপ করবে।

(٨) عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي قَالَ أَتَقُولُهُ صَادِقًا؟ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ هَذَا فُلَانٌ وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَالَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ صَلَاةً قَالَ لَا تُسْمِعْهُ فَتُهْلِكَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا إِنَّكُمْ أُمَّةٌ أُرِيدَ بِكُمُ الْيُسْرُ۔

৮. মিহজান ইব্ন আদরা'য়া (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূল (সা)-এর সাথে মসজিদের দরজায় অবস্থান করছিলেন, তখন এক ব্যক্তি নামায পড়ছিল। তিনি বললেন, আমার ধারণা সে নামাযে আন্তরিক। পুনরায় বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! এ অমুক, সে মদীনাবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম অথবা

www.waytojannah.com

বললো, সে মদীনায় সবচেয়ে বেশী নামায আদায়কারী, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তার ব্যাপারে এত বেশী শুনাবে না, তাহলে তাকে ধ্বংস করা হবে। (অর্থাৎ প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা। এমন প্রশংসা করা, যা তার মধ্যে নেই। অথবা অত্যাচার ও ভয়ে তার প্রশংসা করা।) একথা তিনি দুই বার অথবা তিন বার বলেন। এরপর তিনি বলেন, তোমরা এমন উম্মত, আমি তোমাদের নিকট সহজনীতিই প্রত্যাশা করি।

(٩) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ لَقَدْ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ.

৯. আবূ মূসা আশ'য়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুনলেন এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে সে সীমা অতিক্রম করছিল। তখন তিনি বললেন, তোমরা তাকে ধ্বংস করেছে; অথবা লোকটির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছ।

(١٠) عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ بَعَثَ وَفْدًا مِنَ الْعِرَاقِ إِلَى عُثْمَانَ فَجَاءُوا يُثْنُونَ عَلَيْهِ فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثُو فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ وَقَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْثُوَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَقَامَ الْمِقْدَادُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ احْثُوا فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ قَالَ الزُّبَيْرُ أَمَّا الْمِقْدَادُ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ.

১০. মুজাহিদ (রা) থেকে বর্ণিত। সা'ঈদ ইবনুল 'আস ইরাক থেকে একদল প্রতিনিধি 'উছমান (রা)-এর নিকট পাঠালেন, তারা এসে 'উসমান (রা)-এর প্রশংসা শুরু করলো। তখন মিকদাদ (রা) তাদের মুখে ধুলা-বালি নিক্ষেপ করলেন। তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন চাটুকারের মুখে ধূলা-বালি নিক্ষেপ করি। সুফিয়ান (রা) বলেন, মিকদাদ দাঁড়ালেন তারপর বললেন; আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, চাটুকারদের মুখে ধুলা-বালি নিক্ষেপ করবে। যুবায়র (রা) বলেন, মিকদাদ (রা) কে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তিনি তাই করেন।

(١١) وعنه ايضا عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ يُثْنِي عَلَى أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثِي فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ وَقَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْثِيَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ.

১১. পুনরায় তাঁর থেকে বর্ণিত। আবূ মা'মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কোন এক আমিরের প্রশংসা করছিল (তিনি ছিলেন উছমান রা)। তখন মিকদাদ (রা) ধুলা-বালি নিয়ে তার মুখে নিক্ষেপ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে চাটুকারের মুখে ধুলা-বালি নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন।

(١٢) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَصُمْتُهُ قَالَ فَلَا أَدْرِي أَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ أَمْ لَا فَلَا بُدَّ مِنْ غَفْلَةٍ أَوْ رَقْدَةٍ.

১২. আবূ বাকরা (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, অবশ্যই তোমাদের কেউ যেন একথা না বলে যে, আমি সমস্ত রমযানে কিয়াম করেছি, অথবা রোযা রেখেছি। বর্ণনাকারী বলন, আমি জানিনা তিনি তাযকীয়া অপছন্দ করেছেন কিনা? কারণ কখনও মানুষের গাফলতী অথবা শয়ন করতে বাধ্য হয়।

www.waytojannah.com

باب: ما جاء فى ذم النساء.

পরিচ্ছেদ : মহিলাদেরকে নিন্দা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

(١٣) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ فِي النَّاسِ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

১৩. উসামা ইব্ন যায়দ (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আমার মৃত্যুর পরে পুরুষদের জন্য নারীদের চাইতে অধিক বিপর্যয়কর ফিতনা আর কিছু রেখে যাব না।

(١٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الدُّنْيَا فَقَالَ إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَاتَّقُوهَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ثُمَّ ذَكَرَ نِسْوَةً ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ تُعْرَفَانِ وَامْرَأَةً قَصِيرَةً لَا تُعْرَفُ فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ وَصَاغَتْ خَاتَمًا فَحَشَتْهُ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ الْمِسْكِ وَجَعَلَتْ لَهُ غَلَقًا فَإِذَا مَرَّتْ بِالْمَلَإِ أَوْ بِالْمَجْلِسِ قَالَتْ بِهِ فَفَتَحَتْهُ فَفَاحَ رِيحُهُ قَالَ الْمُسْتَمِرُّ بِخِنْصَرِهِ الْيُسْرَى فَأَشْخَصَهَا دُونَ أَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ شَيْئًا وَقَبَضَ الثَّلَاثَةَ.

১৪. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) দুনিয়ার উল্লেখ করে বললেন, নিশ্চয় দুনিয়া সবুজ-শ্যামল ও লোভনীয়। সাবধান! দুনিয়া ও নারীদের সম্পর্কে সতর্ক হও। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বনি ইসরাঈলের তিনজন মহিলার কথা উল্লেখ করেন। এদের দু'জন ছিলেন লম্বা, তাদেরকে চেনা যেত এবং একজন ছিলেন খাট, তাকে চেনা যেতো না। যে খাট ছিল, সে কাঠের জুতা পরিধান করে লম্বা আকৃতি ধারণ করলো এবং মিশক পরিপূর্ণ করে একটি আংটি পরিধান করলো। তা বন্দ করার নিয়ম ছিল। যখন সে কোন মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতো, তখন আংটি উচিয়ে ধরে সুগন্ধ ছড়াতো, বর্ণনাকারী আল-মুসতামির বলেন, সেটা ছিল তার বাম হাতের কনিষ্ট আংগুলিতে। সে এ আংগুলটি দেখাতো বাকী তিন আংগুল দেখাতো না।

(١٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنِ الْفُسَّاقُ؟ قَالَ النِّسَاءُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَلَسْنَ أُمَّهَاتِنَا وَأَخَوَاتِنَا وَأَزْوَاجَنَا؟ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُمْ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ.

১৫. 'আবদুর রহমান ইব্ন শাবল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দুষ্কর্মকারী জাহান্নামবাসী হবে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) কে প্রশ্ন করা হলো, দুষ্কর্মকারী কারা? তিনি বললেন, মহিলারা। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! তারা কি আমাদের মা, বোন, স্ত্রী নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু তাদেরকে দেওয়া হলে ও তারা শোকর করে না এবং পরীক্ষা করা হলে ধৈর্যধারণ করে না।

(١٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ النَّارَ فَلَمِ ارَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوِ احْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

১৬. ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি দোযখ দেখলাম, সেখানে আজকের মত ভয়ানক দৃশ্য আর কখনো দেখিনি। আমি দেখলাম দোযখের অধিকাংশ অধিবাসীই

www.waytojannah.com

Contents

স্ত্রীলোক। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! তার কারণ কি? তিনি বললেন, এর কারণ হলো তারা অকৃতজ্ঞ। প্রশ্ন করা হলো, তারা কি আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে? তিনি উত্তর দিলেন, তারা স্বামীর সাথে কুফরী করে এবং তার ইহসান অস্বীকার করে। তোমরা কেউ যদি তাদের কারোর প্রতি সারা জীবন মহৎ আচরণ কর, এরপর সে তোমার মধ্যে সামান্য ত্রুটি পায়, তা হলে চট করেই সে বলে ফেলবে : তোমার কাছে সারা জীবনে ও একটি ভাল ব্যবহার পেলাম না।

(١٧) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي حَجٍّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَإِذَا امْرَأَةٌ فِي هَوْدَجِهَا (وفي رواية فاذا امراة في يديها حبارها وخواتيمها) قَدْ وَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى هَوْدَجِهَا قَالَ فَمَالَ فَدَخَلَ الشِّعْبَ فَدَخَلْنَا مَعَهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَإِذَا نَحْنُ بِغِرْبَانٍ كَثِيرَةٍ فِيهَا غُرَابٌ أَعْصَمُ أَحْمَرُ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مِثْلُ هَذَا الْغُرَابِ فِي هَذِهِ الْغِرْبَانِ۔

১৭. 'উমারা ইব্‌ন খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর সাথে হজ্জের সময় মারুজ জাহরান নামক স্থানে ছিলাম। তখন একজন নারী তার হাওদাজে (অর্থাৎ বর্ণনা একজন নারী তার হাতে আংটি ও এক প্রকার সাজ সজ্জা পরিহত অবস্থায় ছিল।) এবং তার হাত হাওদাজে রেখেছিল। তখন তিনি (আমর ইবনুল) পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে নিচে প্রবেশ করলেন, (অর্থাৎ নারী যে পথে ছিল, সে পথ পরিবর্তন করে অন্য পথে চললেন) এবং আমরা ও তার সাথে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, আমরা এ স্থানে রাসূল (সা)-এর সাথে ছিলাম। সে সময় আমরা সেখানে অনেকগুলো কাক দেখতে পেলাম। তার মধ্যে দু'ডানা বিশিষ্ট একটি সাদা কাক দেখতে পেলাম। তার ঠোট ও দু পা ছিল লাল রংয়ের, তখন রাসূল (সা) বললেন, এ কাক জাতির মধ্যে থেকে একেকটি যে রকম ভিন্নতর, মহিলাদের মধ্যে ও এ রকম ভিন্নতর যারা, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে (অর্থাৎ সল্প সংখ্যক নারী। কারণ এ রংয়ের কাকের সংখ্যা খুবই কম হয়।

(١٨) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ۔

১৮. ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার সামনে জাহান্নাম উপস্থিত করা হয়েছিল। আমি দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই স্ত্রীজাতি। আর আমার সামনে জান্নাত উপস্থিত করা হয়েছিল। আমি দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র।

(١٩) عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَجَاءَ إِلَى إِحْدَاهُمَا قَالَ فَجَعَلَتْ تَنْزِعُ عِمَامَتَهُ وَقَالَتْ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ امْرَأَتِكَ قَالَ جِئْتُ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّسَاءُ۔

১৯. আবূ তায়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাতরাফ (রা) কে বলতে শুনেছি, যার দু'জন স্ত্রী ছিল। সে তাদের একজনের কাছে গমন করেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন স্ত্রী তার মাথা থেকে পাগড়ী খুলে নিয়ে বলে, তুমি কি তোমার অন্য স্ত্রীর কাছ থেকে এসেছো? সে বললো, আমি 'ইমরান ইব্‌ন হুসায়নের কাছ থেকে এসেছি। তখন সে এ ধারণার কথা নবী (সা)-এর নিকট বললে, নবী করিম (সা) বলেন, জান্নাতে খুব কম সংখ্যক নারী বসবাস করবে।

www.waytojannah.com

Contents

فصل منه فى قصة الأعشى عبد الله بن الاعور مع زوجته معاذة

অনুচ্ছেদ : আ'শার কাহিনী

(٢٠) عَنْ نَضْلَةَ بْنِ طَرِيْفٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ الْأَعْشٰى وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَعْوَرِ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا مُعَاذَةُ خَرَجَ فِى رَجَبٍ يَمِيْرُ أَهْلَهُ مِنْ هَجَرَ فَهَرَبَتِ امْرَأَتُهُ بَعْدَهُ نَاشِزًا عَلَيْهِ فَعَاذَتْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مُطَرِّفُ بْنُ بُهْصُلِ بْنِ كَعْبِ بْنِ قَمَيْشَعِ بْنِ دُلَفَ بْنِ أَهْضَمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَجَعَلَهَا خَلْفَ ظَهْرِهِ فَلَمَّا قَدِمَ وَلَمْ يَجِدْهَا فِى بَيْتِهِ وَأُخْبِرَ أَنَّهَا نَشَزَتْ عَلَيْهِ وَأَنَّهَا عَاذَتْ بِمُطَرِّفِ بْنِ بُهْصُلٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا ابْنَ عَمِّ أَعِنْدَكَ امْرَأَتِى مُعَاذَةُ؟ فَادْفَعْهَا إِلَيَّ قَالَ لَيْسَتْ عِنْدِى وَلَوْ كَانَتْ عِنْدِى لَمْ أَدْفَعْهَا إِلَيْكَ قَالَ وَكَانَ مُطَرِّفٌ أَعَزَّ مِنْهُ فَخَرَجَ حَتّٰى أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاذَ بِهِ وَأَنْشَأَ يَقُوْلُ:

يَا سَيِّدَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبْ ... إِلَيْكَ أَشْكُو ذِرْبَةً مِنَ الذِّرَبْ كَالذِّئْبَةِ الْغَبْشَاءِ فِى ظِلِّ السَّرَبْ ... خَرَجْتُ أَبْغِيْهَا الطَّعَامَ فِى رَجَبْ فَخَلَّفَتْنِى بِنِزَاعٍ وَهَرَبْ ... أَخْلَفَتِ الْعَهْدَ وَلَطَّتْ بِالذَّنَبْ وَقَذَفَتْنِى بَيْنَ عِيْصٍ مُؤْتَشَبْ ... وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذٰلِكَ وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ فَشَكَا إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَمَا صَنَعَتْ بِهِ وَأَنَّهَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مُطَرِّفُ بْنُ بُهْصُلٍ فَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُطَرِّفٍ انْظُرِ امْرَأَةَ هٰذَا مُعَاذَةَ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ فَأَتَاهُ كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرِئَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا يَا مُعَاذَةُ هٰذَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْكِ فَأَنَا دَافِعُكِ إِلَيْهِ قَالَتْ خُذْ لِى عَلَيْهِ الْعَهْدَ وَالْمِيْثَاقَ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ لَا يُعَاقِبُنِى فِيْمَا صَنَعْتُ فَأَخَذَ لَهَا ذَاكَ عَلَيْهِ وَدَفَعَهَا مُطَرِّفٌ إِلَيْهِ فَأَنْشَأَ يَقُوْلُ: لَعَمْرُكَ مَا حُبِّى مُعَاذَةَ بِالَّذِى ... يُغَيِّرُهُ الْوَاشِى وَلَا قِدَمُ الْعَهْدِ وَلَا سُوءُ مَا جَاءَتْ بِهِ إِذْ أَزَالَهَا ... غُوَاةُ الرِّجَالِ إِذْ يُنَاجُونَهَا بَعْدِى ومن طريق ثان عَنْ صَدَقَةُ بْنُ طَيْسَلَةَ حَدَّثَنِى مَعْنُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْمَازِنِيُّ وَالْحَيُّ بَعْدُ قَالَ حَدَّثَنِى الْأَعْشَى الْمَازِنِيُّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْشَدْتُهُ:

يَا مَالِكَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبْ ... إِنِّى لَقِيْتُ ذِرْبَةً مِنَ الذِّرَبْ غَدَوْتُ أَبْغِيْهَا الطَّعَامَ فِى رَجَبْ ... فَخَلَّفَتْنِى بِنِزَاعٍ وَهَرَبْ

أَخْلَفَتِ الْعَهْدَ وَلَطَّتْ بِالذَّنَبْ ... وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ قَالَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذٰلِكَ وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ.

২০. নাদলা ইব্ন তারিফ (র) বলেন, এক লোককে 'আ'শা' বলা হতো, তার নাম ছিল 'আবদুল্লাহ ইব্ন আওয়ার তার একজন স্ত্রী ছিল, তাকে বলা হতে 'মুয়াদাহ' লোকটি খাদ্যের তালাশে রজব মাসে 'হাজার' নামক স্থান থেকে বের হয়ে পড়লো। এরপর তার স্ত্রী তার অবাধ্য হয়ে পালিয়ে গিয়ে মুতারিফ ইব্ন বুসেল-এর কাছে আশ্রয় নেয়। লোকটি মহিলাকে তার বাহনের পিছনে লুকিয়ে রাখলো। তারপর যখন স্বামী ফিরে এসে তার স্ত্রীকে ঘরে পেল না, তখন তাকে বলা হলো, তার স্ত্রী অবাধ্য হয়ে চলে গেছে। এবং সে এখন মুতারিফ ইব্ন বুসলের আশ্রয়ে রয়েছে। লোকটি তখন তার কাছে গিয়ে বললো, হে চাচাত ভাই! তোমার নিকট কি আমার স্ত্রী মুয়াদাহ আছে? যদি সে থাকে, তবে তাকে আমার নিকট দিয়ে

www.waytojannah.com

দাও। লোকটি বললো, সে আমার নিকট নেই, আর থাকলেও আমি তাকে ফেরত দেব না। মুতারিফ ছিল প্রভাবশালী ব্যক্তি। তখন তিনি নবী (সা)-এর কাছে এসে আশ্রয় চাইলো এবং বলতে লাগলো,

হে মানুষের সর্দার! আরবদের উপর ক্ষমতাবান, আপনার কাছে আমি খিয়ানতের ব্যাপারে অভিযোগ করছি।

আমি অন্ধকারে বের হই রজব মাসে খাবারের তালাশে, মেটে রংয়ের নেকড়ের মত গর্ত থেকে বের হই।

সে মহিলা আমার সাথে ঝগড়া করে বের হয়ে যায়, এবং অঙ্গিকার ভংগ করে। তারপর সে লেজ দিয়ে নিজেকে পেছিয়ে রাখলো অর্থাৎ সহবাস করা থেকে দুর থাকলো। আমাকে সে গাছের মাঝখানে ফেলে গেলো, আর এ জাতীয় মহিলারা, যারা তাদের উপর বিজয়ী হয়, তাদের সাথেই বসবাস করতে ভালবাসে।

তখন রাসূল (সা) বললেন, আমলেই তারা যে বিজয়ী হয় খুব খারাপ ভাবেই তার পক্ষ অবলম্বন করে। তখন মহিলা রাসূল (সা)-এর কাছে অভিযোগ করে বললো, সে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। সে এটাও জানালো যে, সে তাদের মধ্যে থেকে মুত্তারিফ ইব্ন বসুলের আশ্রয়ে আছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মুতারিফের কাছে লিখলেন যে, উমুকের স্ত্রী মুয়াযাকে তুমি তার নিকট ফেরত দাও। রাসূল (সা)-এর চিঠি তার কাছে পৌঁছলে তাকে তা পড়ে শুনানো হলে সে বললো, হে মুয়াযা! এটা রাসূল (সা)-এর চিঠি আমি তোমাকে তার কাছে হস্তান্তর করছি। তখন মহিলা বললো যে, আগে তার কাছ থেকে ওয়াদা এবং নবী (সা)-এর পক্ষ থেকে এ কথা আদায় কর যে, আমি যা করেছি, তার জন্য আমাকে শাস্তি দেয়া হবে না, মুতারিফ তখন এ অংগিকার আদায় করার পর তাকে ফেরত নিলো। তখন সে বলতে লাগলো,

আমি শপথ করে বলছি, মুয়াযার ভালবাসা কোন কুচক্রির কুমন্ত্রণা এবং কোন অংগিকার আমার থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে না।

অনুরূপভাবে সে যে অন্যায় করেছে, তাও তাকে আমার ভালবাসা থেকে দুরে সরাতে পারে না। যদিও তাকে আমার অনুপস্থিতিতে পথভ্রষ্ট লোকেরা পরামর্শ দিয়ে পথভ্রষ্ট করেছিল।

দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে সদকা ইব্ন তাইলেসা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমাকে 'উছমান ইব্ন ছায়ালাবা আল মাযেনী বলেন, (তিনি এখনও জীবিত), আমাকে 'আয়শা আল মাযেনী বলেছেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে আবৃতি করলাম,

হে মানুষের মালিক ও আরবদের বিচারক, আমি অন্যায় আচরণের সম্মুখীন হয়েছি।

আমি রজব মাসে খাদ্যের তালাশে বের হয়েছিলাম, তার পর আমার স্ত্রী ঝগড়া করে আমার শোক পালিয়ে গিয়েছে এবং অংগীকার ভংগ করেছে, আর লেজ দিয়ে লজ্জাস্থান ঢেকে রেখেছে। এ মহিলাগণ সত্যিকার অর্থে ঐ বিজয়ীদের পক্ষে থাকে। 'আয়েশা বলেন; রাসূলুল্লাহ (সা) এটা শুনে বলেন, এরা বিজয়ার পক্ষই অবলম্বন করে।

فصل منه ايضا فى عدم صلاحية النساء لو لاية الامور۔

পরিচ্ছেদ : রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নারীদেরকে নিযুক্ত করা অকল্যাণকর

(٢١) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ بَشِيْرٌ يُبَشِّرُهُ بِظَفَرِ جُنْدٍ لَهُ عَلَى عَدُوِّهِمْ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَقَامَ فَخَرَّ سَاجِدًا ثُمَّ أَنْشَأَ يُسَائِلُ الْبَشِيْرَ فَأَخْبَرَهُ فِيْمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَلِيَ أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ

www.waytojannah.com

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذَا أَطَاعَتِ النِّسَاءَ هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذَا أَطَاعَتِ النِّسَاءَ ثَلَاثًا۔

২১. আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করিম (সা)-এর নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় একজন সংবাদ নিয়ে আসলো যে, শত্রুদের উপর তাঁর সৈন্য বাহিনী বিজয়ী হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাথা 'আয়েশা (রা)-এর কোলে ছিল। তিনি দাঁড়ালেন এবং সিজদা করলেন, তারপর সংবাদদাতাকে প্রশ্ন করলে সে সংবাদ দিল যে, একজন মহিলাকে তাদের আমীর নিযুক্ত করেছে। তখন নবী করিম (সা) বলেন, যখনই মহিলাদের আনুগত্য করা হবে, তখনই পুরুষরা ধ্বংস হবে। একথা তিনি তিন বার বলেন।

(٢٢) أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ فَارِسَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَبِّي قَدْ قَتَلَ رَبَّكَ يَعْنِي كِسْرَى قَالَ وَقِيلَ لَهُ يَعْنِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ اسْتَخْلَفَ ابْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمُ امْرَأَةٌ۔

২২. পুনরায় তাঁর থেকে বর্ণিত। পারস্য থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমার রব আল্লাহ্ তা'আলা তার দেশ ধ্বংস করেছেন (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পারস্য সম্রাটকে রাসূলের দু'আয় ধ্বংস করেছেন।) বর্ণনাকারী বলেন, নবী করিম (সা) বলেন, সে তার কন্যাকে শাসক বানিয়েছে। পুনরায় নবী করিম (সা) বলেন, যে জাতি নারীকে নিজেদের শাসক বানায়, সে জাতির কখনও কল্যাণ হতে পারে না।

باب: ما جاء فی ذم المال۔

পরিচ্ছেদ : মাল-সম্পদের প্রতি নিন্দা সম্পর্কে

(٢٣) عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ قَالَ فَقَالَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ كُلُّ صَدَقَةٍ لَمْ تُقْبَضْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ۔

২৩. মুতাররাফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রবেশ করে দেখি, তিনি সূরা 'তাকাসুর' পড়ছেন, সম্পদের প্রাচুর্যের মোহ তোমাদেরকে আল্লাহ্ থেকে উদাসীন করে ফেলেছে, এমনকি তোমরা কবর পর্যন্ত পৌঁছেছে।" তিনি বলেন, আদম সন্তান বলে, আমার মাল, আমার সম্পদ। হে আদম সন্তান! তুমি খেয়ে যা শেষ করেছ, পরিধান করে যা পুরানো করেছ, দান খয়রাত করে যা (আল্লাহর খাতায়) জমা রেখেছ, এগুলো ছাড়া তোমার সম্পদ বলতে কিছুই নেই, কাতাদা (রা) বলেন, সে সদকা প্রকৃত হকদারকে দেয়া হয়।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ۔

২৪. কা'ব ইব্‌ন ইয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোন না কোন ফিত্‌না রয়েছে, আর আমার উম্মতের ফিত্‌না হলো ধন-সম্পদ।

(٢٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ۔

www.waytojannah.com

২৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, বান্দা বলে, আমার মাল, আমার মাল। কিন্তু তার মাল হলো তিনটি, সেটা সে খেয়ে শেষ করেছে অথবা সেটা পরিধান করে পুরানো করেছে, অথবা সেটা দান করেছে, সেটা সম্পদ হিসাবে রয়েছে, এছাড়া সবই চলে যাবে এবং মানুষের জন্য রেখে যাবে।

(٢٦) عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا أُنْزِلَتْ (الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَدْ نَزَلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا نَزَلَ فَلَوْ أَنَّا عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ اتَّخَذْنَاهُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ.

২৬. ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ অর্থাৎ "যারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে খরচ করে না", এ আয়াত অবতীর্ণ হয়; তখন আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে কোন এক সফরে ছিলাম আমাদের একজন সাথী বললেন, স্বর্ণ-রৌপ্য সম্পর্কে যা নাযিল হয়েছে, আমরা যদি জানতাম কোন সম্পদটি উত্তম, তাহলে আমরা তা গ্রহণ করতাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, উত্তম সম্পদ হলো জিকিরকারী যবান, শোকরকারী অন্তর এবং মুমিন স্ত্রী, যে ঈমানের ক্ষেত্রে সাহায্যকারী।

(٢٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَبًّا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَالَ فَحَدَّثَنِي صَاحِبِي أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَوْلُكَ تَبًّا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَاذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا وَزَوْجَةً تُعِينُ عَلَى الْآخِرَةِ.

২৭. 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ হুযায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। আমার একজন সাথী আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিকদের জন্য ধ্বংস। তিনি বলেন, আমার সাথী আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন, আমার সাথী আমার নিকট হাদীস র্বনা করেন যে, তিনি 'উমর (রা)-এর সাথে যাত্রা করলে 'উমর (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আপনার কথায় স্বর্ণ-রৌপ্যের (মালিকদের) জন্য ধ্বংস, তাহলে আমরা কি সংরক্ষণ করব? তখন রাসূল (সা) বললেন, জিকিরকারী যবান, শোকরকারী অন্তর ও নেককার নারী, যে দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতের ইবাদতে তোমাকে সাহায্য করবে।

(٢٨) عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ بِالْكُوفَةِ أَمِيرٌ قَالَ فَخَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ إِنَّ فِي إِعْطَاءِ هَذَا الْمَالِ فِتْنَةً وَفِي إِمْسَاكِهِ فِتْنَةً وَبِذَلِكَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ نَزَلَ.

২৮. মুতাররাফ ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথীদের একজন সাহাবীকে হাদীস বলতে শুনেছেন। তিনি ছিলেন কুফার আমীর। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি একদিন খুতবা দিলেন এবং বললেন, সম্পদ দান করা এবং তা ধরে রাখার মধ্যে ফিত্না রয়েছে। (অর্থাৎ সন্তুষ্ট চিত্তে দান না করা, বরং অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্য থাকা, আর মাল ধরে রাখলে কার্পণ্য সৃষ্টি হবে এবং ন্যায়ভাবে বণ্টন হবে না) যে কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়ালেন এবং তাঁর খুতবার মধ্যে এ অর্থই প্রকাশ করলেন, তারপর তিনি তাঁর খুত্বা শেষ করেন।

www.waytojannah.com

(٢٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَقَفْتُ أَنَا وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فِي ظِلِّ أُجُمِ حَسَّانَ فَقَالَ لِي أُبَيٌّ أَلَا تَرَى النَّاسَ مُخْتَلِفَةً أَعْنَاقُهُمْ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا؟ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ وَاللهِ لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ فِيهِ لَيَذْهَبَنَّ فَيَقْتَتِلُ النَّاسُ حَتَّى يُقْتَلَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَنْ عَفَّانَ.

২৯. 'আবদুল্লাহ ইব্ন হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও উবাই ইব্ন কা'ব একটি মনোরম দুর্গের ছায়ার নীচে দাঁড়ালাম। তখন উবাহ আমাকে বললো, তুমি কি শাসক ও অহংকারী ভিন্ন দুনিয়া লোভী লোকদের দেখ না? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলত শুনেছি, অচিরেই ফুরাত নদী থেকে সোনার একটি পর্বতের আবির্ভাব হবে, মানুষ যখন এ খবর শুনবে, তখন সেদিকে দৌড়াতে থাকবে। তারা বলবে, তা কার নিকট রয়েছে? আল্লাহ্র শপথ! যদি আমরা মানুষের জন্য ছেড়ে দিতাম, তাহলে মানুষ এর সবটুকু নিয়ে নিত, আমাদের জ্য কিছুই রেখে দিত না। এবং তার দখল নিয়ে মানুষ যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এ যুদ্ধে প্রতি একশো জনের মধ্যে নিরানব্বই জন নিহত হবে। হাদীসের এ শব্দ আবি ইব্ন 'আফ্ফানের।

(٣٠) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّتَانِ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ.

৩০. 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে সুফফার একজন সাহাবী মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দুটি দীনার, অথবা দুটি দিরহাম রেখে যান। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এত ক্ষুদ্র জিনিস দুটুর জন্য তোমাদের সাথীর উপর তোরা জানাযার নামায পড়।

(٣١) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ دِينَارًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ كَيَّةٌ قَالَ ثُمَّ تُوُفِّيَ آخَرُ فَتَرَكَ دِينَارَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّتَانِ.

৩১. আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। আহলে সুফফার একজন সাহাবী এক দীনার রেখে মারা যান। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এভাবে তোমরা তার জন্য নামায পড়। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর দ্বিতীয় একজন সাহাবী মারা যান, তিনি দুটি দীনার রেখে মারা যান, অন্য বর্ণনায় : তার মালের মধ্যে দুটি দীনার পাওয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা এভাবে তোমাদের সাথীর জন্য নামায পড়।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ قَالَتْ فَحَسِبْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ مَا لَكَ سَاهِمُ الْوَجْهِ؟ قَالَ مِنْ أَجْلِ الدَّنَانِيرِ السَّبْعَةِ الَّتِي أَتَتْنَا أَمْسِ أَمْسَيْنَا وَهِيَ فِي خُضْمِ الْفِرَاشِ.

৩২. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) পরিবর্তিত চেহারা নিয়ে আমার নিকট প্রবেশ করেন। তিনি বলেন, আমি ধারণা করলাম, হয়তো ব্যথা বা যন্ত্রণায় তিনি আক্রান্ত। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী (সা)! আপনার চেহারার এ পরিবর্তন কেন? তিনি বললেন, আমার হাতে গতকাল সাতটি দীনার এসেছে, বিকাল পর্যন্ত সেগুলো সদকা করতে আমি ভুলে গিয়েছি, সে দুঃখের আমার চেহারায় এ পরিবর্তন।

www.waytojannah.com

(٣٣) عَنْ اَبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَا عَائِشَةُ مَا فَعَلَتِ الذَّهَبُ فَجَاءَتْ مَا بَيْنَ الْخَمْسَةِ إِلَى السَّبْعَةِ أَوِ الثَّمَانِيَةِ أَوِ تِسْعَةٍ فَجَعَلَ يُقَلِّبُهَا بِيَدِهِ وَيَقُولُ مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ لَقِيَهُ وَهَذِهِ عِنْدَهُ أَنْفِقِيهَا۔

৩৩. আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। 'আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (সা) যখন মারা যান, সে অসুস্থ অবস্থায় তিনি বলেছিলেন, হে আয়েশা! স্বর্ণের দীনারগুলো কি করেছ? তখন 'আয়েশা (রা) পাঁচ থেকে সাত অথবা আট অথবা নয়টি দীনার নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর হাত দিয়ে ওলট-পালট করে বলেন, আল্লাহ্ সম্পর্কে মুহাম্মদের কোন সন্দেহ নেই। যদি সেগুলো তার কাছে থাকতো, তবে তিনি তা খরচ করে ফেলতেন।

(٣٤) عَنْ شَقِيقٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَخْشَى أَنْ أَكُونَ قَدْ هَلَكْتُ إِنِّي مِنْ أَكْثَرِ قُرَيْشٍ مَالًا بِعْتُ أَرْضًا لِي بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَالَتْ أَنْفِقْ يَا بُنَيَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أُفَارِقَهُ فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَتَاهَا فَقَالَ بِاللهِ أَنَا مِنْهُمْ؟ قَالَتِ اَللّٰهُمَّ لَا وَلَنْ أُبَرِّئَ أَحَدًا بَعْدَكَ۔

৩৪. শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'আবদুর রহমান উম্মে সালমার নিকট প্রবেশ করে বলেন, হে উম্মুল মুমেনিন! আমি ভয় পাচ্ছি যে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। কারণ কুরায়শদের মাঝে আমি সবচেয়ে অধিক সম্পদের মালিক। আমার এক খণ্ড জমি আমি চার হাজার দীনার মূল্যে বিক্রি করেছি। তিনি বললেন, হে বৎস! আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার একজন সাহাবী, যে আমার মৃত্যুর পর আমাকে দেখতে পাবে না। তখন আমি 'উমর (রা)-এর নিকট আসলাম এবং তাকে এ সংবাদ দিলাম। এরপর আমরা উভয়েই উম্মুল মুমেনিনের নিকট আসলাম। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ! তাদের মধ্যে আমিই কি সে ব্যক্তি? উম্মুল মুমেনিন বললেন, হে আল্লাহ, না আর তোমার পরে কাউকেও কখনও দায়মুক্ত পাওয়া যাবে না।

(٣٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ۔

৩৫. 'আবদুল্লাহ ইব্ন বুরাইদা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দুনিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে সম্মানিত ঐ সব ব্যক্তিগণ, যারা তাদের সম্পদ সঠিকভাবে কাজে লাগিয়েছে।

(٣٦) عَنْ زَيْدِ ابْنَ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِضَّةٍ فَقَالَ هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ لَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ مَعَادِنُ يُحْضِرُهَا شِرَارُ النَّاسِ۔

৩৬. যায়দ ইবন আসলাম বনি সালেমের এক ব্যক্তি থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করিম (সা)-এর নিকট এক খণ্ড রূপা নিয়ে আসেন তারপর বলেন, এটাই আমাদের জহরত (হিরা) তখন নবী করিম (সা) বলেন, অচিরেই হিরা বা জহরত আল্লাহ্র সৃষ্ট স্থান খনি থেকে নিকৃষ্ট লোকেরা বের করবে। (অর্থাৎ তা বের করার জন্য ফিত্না থেকে হত্যা শুরু হবে। সুতরাং তোমরা এর নিকটবর্তী হবে না।)

www.waytojannah.com

Contents

(٣٧) عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ امْرَأَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَذَاكَرَا الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِي مَالِ اللهِ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ يَلْقَى اللهَ.

৩৭. খাওলা বিনতে কায়স, তিনি হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী খাওলা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হামযার নিকট প্রবেশ করে দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এ দুনিয়া হলো সবুজ-শ্যামল মনোরম মধুময়। যে ব্যক্তি বৈধ উপায়ে দুনিয়ায় সম্পদ ভোগ করে ও প্রয়োজন মাফিক গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয়। এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যারা আল্লাহও তাঁর রাসূলের দেয়া সম্পদ কল্যাণ ও জনস্বার্থে ব্যয় না করে স্বেচ্ছাচারী পন্থায় ভোগ-ব্যবহার করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

(٣٨) عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ لَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৩৮. খাওলা বিনতে ছামির আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছেন, এ পার্থিব দুনিয়া হলো সবুজ শ্যামল মনোরম ও মধুময়। এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা আল্লাহর এ সম্পদ (কল্যাণে ব্যবহার না করে) স্বেচ্ছাচারী পন্থায় ভোগ ব্যবহার করে। কিয়ামতের দিন তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

باب: ما جاء فى ذم الدنيا.

পরিচ্ছেদ : দুনিয়ার নিন্দা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

(٣٩) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ وَزَهْرَةِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَجُلٌ أَيْ رَسُولَ اللهِ أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ وَغَشِيَهُ بُهْرٌ وَعَرَقٌ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ؟ فَقَالَ هَا أَنَا ذَا وَلَمْ أُرِدْ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ وَلَكِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَكَانَ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ فَإِنَّهَا أَكَلَتْ حَتَّى امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا. وَاسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ فَمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ أَبِي قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ الْأَعْمَشُ يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ.

৩৯. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, আল্লাহ যমীনের উদ্ভিদ ও দুনিয়ার সৌন্দর্যের যে জিনিস বের করে দিয়েছেন, আমি তোমাদের জন্য সে সব জিনিষের ভয় করি। তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা) মন্দের বিনিময়ে কোন কল্যাণ আসবে কি? এ সময় নবী করিম (সা) চুপ হয়ে গেলেন, এমন কি আমরা দেখলাম যে তখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর শরীরের ঘাম বের হয়ে শ্বাসকষ্টে তিনি মুছা যাওয়ায় উপক্রম হন। তখন তিনি বলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? সে বললো, এই যে আমি এখানে। আমিতো কল্যাণ

www.waytojannah.com

ছাড়া কিছুই চাইনি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কল্যাণ নেকীর বদলাতেই আসবে, কল্যাণ নেকীর বদলাতেই আসবে, কল্যাণ নেকীর বদলাতেই আসবে। কিন্তু পৃথিবী (ধন-দৌলত) সবুজ-শ্যামল, সুমিষ্ট মধুময় এবং বসন্ত মৌসুমের সবজীর ন্যায়, যে তৃণভোজী (প্রাণী) তা অতিরিক্ত খায়, তাকে তা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। অথবা মৃত্যুর নিকটবর্তী করে দেয়। কিন্তু যে প্রাণী সবুজ ঘাস খায় এবং তার পেট ভরে গেলে সূর্যের দিকে মুখ করে জাবর কাটে এবং মলমূত্র ত্যাগ করে, আর পুনরায় খায়; এ পৃথিবীর সম্পদ যে সৎভাবে উপার্জন করে এবং সৎপথে ব্যয় করে, তার জন্য তাতে বরকত দান করা হয়। আর যে ব্যক্তি অবৈধ পথে তা উপার্জন করে, তার সম্পদে বরকত দেওয়া হয় না, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে খায় কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না।

(٤٠) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ إِنِّي فَرَطُكُمْ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا أَوْ قَالَ تَكْفُرُوا وَلَكِنِ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا.

৪০. 'উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আট বছর পর ওহুদে শাহাদাত বরণকারীদের উপর নামায পড়লেন যেমন করে মৃত ও জীবতদের জন্য বিদায়ী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। পরে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তোমাদের জন্য অবশ্যই আগে যাব এবং তোদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেব, আর তোমাদের জন্য হাউসের ওয়াদা আছে, আমি হাউসের দিকে তাকাচ্ছি। আমি তোমাদের জন্য ভয় করি না যে তোমরা শিরক অথবা কুফরী করবে, কিন্তু আমি ভয় করি তোমরা দুনিয়াতে সম্পদ লাভের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করবে।

(٤١) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى.

৪১. আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে অধিক ভালবাসবে, তার আখিরাত নষ্ট হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে অধিক ভালবাসবে, দুনিয়াতে তার কষ্ট হবে। সুতরাং তোমরা যে জিনিসে শেষ হয়ে যাবে তার উপর স্থায়ী জিনিসকে অগ্রাধিকার দাও।

(٤٢) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةَ جَمَعَ اللهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ.

৪২. যায়েদ ইব্‌ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি আখিরাতের চিন্তা করে আল্লাহ তাকে তার অন্তভুক্ত করে নেবেন এবং তার অন্তরকে আনন্দিত করে দেবেন, আর দুনিয়া স্বয়ং তার সামনে এসে হাযির হবে। আর যে পার্থিব চিন্তার নিয়ত করবে, আল্লাহ্ তার সবকিছু নষ্ট করে দেবেন, দারিদ্রতা তার নিত্যসংগী হবে এবং সে পার্থিব স্বার্থ ততটুকুই লাভ করবে, যতটুকু তার তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে।

(٤٣) عَنْ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ يَا سَامِعَ الْأَشْعَرِيِّينَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حُلْوَةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ الْآخِرَةِ وَمُرَّةُ الدُّنْيَا حُلْوَةُ الْآخِرَةِ.

www.waytojannah.com

৪৩. 'উবায়দ হাদরামী (রা) থেকে বর্ণিত। আবু মালিক আশয়ারী (রা) মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তখন তিনি বললেন, হে আশয়ারীগণ। তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত আছ, তারা অনুপস্থিতদের নিকট এটা পৌঁছে দেবে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, দুনিয়ার আনন্দ আখিরাতের জন্য কষ্ট এবং আর দুনিয়ার কষ্ট-আখিরাতের জন্য আনন্দের বিষয় হবে।

(٤٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِثَوْبَانَ كَيْفَ أَنْتَ يَا ثَوْبَانُ إِذْ تَدَاعَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ كَتَدَاعِيكُمْ عَلَى قَصْعَةِ الطَّعَامِ تُصِيبُونَ مِنْهُ؟ قَالَ ثَوْبَانُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ أَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا؟ قَالَ لَا بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنْ يُلْقَى فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنُ قَالُوا وَمَا الْوَهَنُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ حُبُّكُمُ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَتُكُمُ الْقِتَالَ.

৪৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি ছাওবানকে বলেন, হে ছাওবান, তুমি কেমন আছ? জেনে রাখ, অন্য জাতি তোমাদের উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করবে, যেভাবে তোমরা চামচ দিয়ে খাওয়ার প্লেট থেকে কেটে কেটে খাও। ছাওবান (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, সে সময় কি আমাদের সংখ্যা কম হবে? তিনি বললেন, না, তোমাদের সংখ্যা অধিক হবে। কিন্তু তোমাদের অন্তর দুর্বল হয়ে পড়বে। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! দুর্বল অর্থ কি? তিনি বললেন, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ও যুদ্ধ করা অপছন্দ করা।

(٤٥) وعنه ايضا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

৪৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাতস্বরূপ।

(٤٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَسَنَتُهُ فَإِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَالسَّنَةَ.

৪৬. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেছেন, দুনিয়া মুমিনের জেলখানা ও দুর্ভিক্ষস্বরূপ। যখন সে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন সে জেলখানা ও দুর্ভিক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

(٤٧) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ الْفَقْرَ تَخَافُونَ أَوِ الْعَوَزَ أَوْ تُهِمُّكُمُ الدُّنْيَا؟ فَإِنَّ اللهَ فَاتِحٌ لَكُمْ أَرْضَ فَارِسَ وَالرُّومِ وَتُصَبُّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا حَتَّى لَا يُزِيغُكُمْ بَعْدِي إِنْ أَزَاغَكُمْ إِلَّا هِيَ.

৪৭. 'আউফ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা ফকীর অথবা অভাবগ্রস্ত অথবা দুনিয়ার মোহের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াকে ভয় করছ। আল্লাহ তা'আলা পারস্য ও রোম দেশকে তোমাদের পদানত করে দেবেন। তোমরা প্রবলভাবে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং শেষ পর্যন্ত তোমরা আমার পরে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আর তোমরা যদি এভাবে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে তোমরা বিরাট ফিতনায় পতিত হবে।

www.waytojannah.com

(٤٨) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ فَقَالَ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ.

৪৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন 'আদবা নামে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি উষ্ট্রীয় ছিল, তাকে পেছনে ফেলা যেত না। (অর্থাৎ সে খুব দ্রুতগামিনী ছিল।) একবার এক বেদুঈন উটে চড়ে এলো এবং রাসূলুল্লাহ (সা) উষ্ট্রীকে পেছনে ফেলে দিল। এতে মুসলমানদের খুবই মনোকষ্ট হলো, তাদের চেহারায় তা ফুটে উঠলো। তারা বললো, 'আদ্‌বা হেরে গেল, পরাজিত হলো! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্থাৎ বিধান হচ্ছে, কোন কিছুকে বিনয় নম্র ও নীচু করে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেওয়া।

(٤٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ.

৪৯. 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যার ঘর নেই, দুনিয়া হলো তার ঘর। আর ঐ ব্যক্তি দুনিয়অকে ঘর বানায়, যার বুদ্ধি নেই, অর্থাৎ আখিরাতর জীবনই চিরস্থায়ী জীবন।

فصل منه فى مثل الدنيا عند الله وهو انها عليه.

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর নিকট দুনিয়া মূল্যহীন ও তুচ্ছ হওয়ার উদাহরণ

(٥٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ قَدْ أَلْقَاهَا أَهْلُهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا.

৫০. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) একটি মৃত বকরীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মৃত হওয়ার দরুণ তার মালিক এটা ফেলে দিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ! এটা তার মনিবের নিকট যতটা মূল্যহীন, দুনিয়াটা আল্লাহর কাছে তার চাইতেও অধিক মূল্যহীন ও তুচ্ছ।

(٥١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَخْلَةٍ جَرْبَاءَ قَدْ أَخْرَجَهَا أَهْلُهَا فَقَالَ أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى أَهْلِهَا؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا.

৫১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) পাঁচড়ায় আক্রান্ত মালিকের ফেলে রাখা একটি বকরীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা কি জান এ বকরীর মালিকের নিকট এটি কত তুচ্ছ? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, দুনিয়াটা আল্লাহর নিকট তার চাইতেও অধিক মূল্যহীন ও তুচ্ছ।

(٥٢) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْعَالِيَةَ فَمَرَّ بِالسُّوقِ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَرَفَعَهُ ثُمَّ قَالَ بِكَمْ تُحِبُّونَ أَنَّ هَذَا لَكُمْ؟ قَالُوا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ بِكَمْ

www.waytojannah.com

Contents

تُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟ قَالُوا وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا لَكَانَ عَيْبًا فِيهِ أَنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ قَالَ فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ.

৫২. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বাজার অতিক্রম করে যখন একটি কানকাটা মরা ছাগল ছানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাকে ধরে উপরে উঠিয়ে বলেন, তোমাদের কেউ কি এটি গ্রহণ করতে পছন্দ কর? তারা বললো, আমরা কোন কিছুর বিনিময়ে এটি গ্রহণ করতে রাবী নই। আর আমরা এটা দিয়ে করবইবা কি? তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি কোন বিনিময় ছাড়া এটা নিতে রাযী আছ? তারা বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! এটা যদি জীবিত ও থাকতো, তবুও ত্রুটিপূর্ণ। কেননা এটার কোন কাটা, তাই মৃতটাকে দিয়ে কি হবে? তখন তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি! তোমাদের কাছে এ ছাগল ছানাটা যেরূপ নিকৃষ্ট, দুনিয়াটা আল্লাহর কাছে এর চাইতে ও বেশী নিকৃষ্ট।

(٥٣) عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَرَجُلٍ وَضَعَ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِ (وفى لفظ فلينظر بما يرجع واتار بالسبابه (وفى لفظ يعى التى تلى الابهام) قَالَ وَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ أَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ الرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَرَّ بِمَنْزِلِ قَوْمٍ قَدِ ارْتَحَلُوا عَنْهُ فَإِذَا سَخْلَةٌ مَطْرُوحَةٌ فَقَالَ أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَانَتْ عَلَى أَهْلِهَا حِينَ أَلْقَوْهَا قَالُوا مِنْ هَوَانِهَا عَلَيْهِمْ أَلْقَوْهَا قَالَ فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا.

৫৩. মুসতাওরিদ ইব্‌ন শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, (অন্য শব্দে: যার হাতে আমার প্রাণ! তার শপথ করে বলছি) পরকালে তুলনায় ইহকালের দৃষ্টান্ত হলো এরূপ, যে কেউ তার কোন একটি আঙুল সমুদ্রে ডুবিয়ে রেখে যতটুকু সাথে নিয়ে ফিরে। (অর্থাৎ আঙুলের অগ্রভাগে সমুদ্রের পানির যে অংশ লেগে থাকে, সমুদ্রের তুলনায় এটা যেরূপ কিছুই নয়, তেমিন আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াটা কিছুই নয়।) (অন্য শব্দে, দেখ যা ফিরে আসে, একথা বলে তিনি তর্জী আঙুলের দিকে ইংগিত করেন।) (অন্য শব্দে : অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগে যা আছে।) মুস্‌তাওরিদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাফেলার সাথে ছিলাম, যখন তিনি একটি গোত্রের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে ফেলে রাখা একটি মৃত বকরীর ছানা দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, তোমরা কি জান, এ বকরীর মৃত বাচ্চাটি তার মালিকের নিকট কত তুচ্ছ, যার দরুণ সে এটাকে ফেলে দিয়েছে? তারা বললো, তাদের কাছে মূল্যহীন হওয়ার দরুণই তারা এটাকে ফেলে দিয়েছে, তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এটা তার মালিকের নিকট যতোটা মূল্যহীন, দুনিয়াটা আল্লাহর কাছে তার চাইতে ও অধিক মূল্যহীন ও তুচ্ছ।

(٥٤) عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ الْكِلَابِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا ضَحَّاكُ مَا طَعَامُكَ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اللَّحْمُ وَاللَّبَنُ؟ قَالَ ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَاذَا؟ قَالَ إِلَى مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنِ ابْنِ آدَمَ مَثَلًا لِلدُّنْيَا.

৫৪. দিহাক ইব্‌ন সুফিয়ান আল-কিলাব বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বলেন, হে দিহাক! তুমি কি খাও? সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমি দুধ ও গোস্ত খাই। রাসূল (সা) বললেন, খাওয়ার পর সেগুলো কিসে পরিণত হয়? তিনি বললেন, যেটা হয় সেটা আপনি জানেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, মহান আল্লাহ তা'আলা বনি আদমের পেট থেকে যা বের হয়, তাকে দুনিয়ার সাথে তুলনা করেছেন।

www.waytojannah.com

(٥٥) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَطْعَمَ ابْنِ اٰدَمَ جُعِلَ مَثَلًا لِلدُّنْيَا وَإِنْ قَزَّحَهُ وَمَلَّحَهُ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يَصِيْرُ.

৫৫. উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আদম সন্তানের খাবারের সাথে দুনিয়ার তুলা করা যায়। সে এখানে মসলা ও লবণ ব্যবহার করে, তারপর দেখ সেটা কিসে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

باب: ما جاء فى ذم البنيان.

পরিচ্ছেদ : অট্টালিকা নির্মাণ করার নিন্দা সম্পর্কে

(٥٦) عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ فَرَأَى قُبَّةً مِنْ لَبِنٍ فَقَالَ لِمَنْ هٰذِهِ؟ فَقُلْتُ لِفُلَانٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ هَدٌّ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ فِي مَسْجِدٍ أَوْ فِي بِنَاءِ مَسْجِدٍ شَكَّ أَسْوَدُ أَوْ أَوْ أَوْ ثُمَّ مَرَّ فَلَمْ يَرَهَا فَقَالَ مَا فَعَلَتِ الْقُبَّةُ؟ قُلْتُ بَلَغَ صَاحِبَهَا مَا قُلْتَ فَهَدَمَهَا قَالَ فَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ.

৫৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি মদীনার কোন এক পথ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে অতিক্রম করছিলাম। তিনি ইটের তৈরী একটি গোলাকার ঘর দেখে বললেন, এ ঘরটি কার? আমি বললাম, অমুকের ঘর। এখন তিনি বললেন, এ ধরনের প্রত্যেক ঘরই তার মালিকের জন্য কিয়ামতের দিন ধ্বংসের কারণ হবে, তবে মসজিদ ব্যতিত, অর্থাৎ মসজিদ তৈরী করা। আসওয়াদ নামক বর্ণনাকারী সন্দেহস্থলে দু'টি কথার যেকোন একটি অথবা অন্য রকম বলেছেন। যেমন, মাদ্রাসা এরপর তিনি সে পথে ফেরার সময় ঘরটি দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ঘরটি কি করা হয়েছে? আমি বললাম, ঘরের মালিকের নিকট আপনার কথা পৌঁছলে সে ঘরটি ভেঙ্গে ফেলেছে। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া করুন।

(٥٧) عَنْ قَيْسٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مَا يَجْعَلُ فِي هٰذَا التُّرَابِ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ (زاد فى رواية) ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِيْنَ مَضَوْا لَمْ تُنْقِصْهُمُ الدُّنْيَا شَيْئًا وَإِنَّا أَصَبْنَا بَعْدَهُمْ مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ.

৫৭. কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা অসুস্থ খাব্বাব ইব্ন আরাতের নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তিনি তার দেয়াল তৈরী করছিলেন। তিনি বললেন, এ মাটিতে যা কিছু নির্মাণ করে, তা ছাড়া সকল বিষয়ে মুসলমানকে প্রতিদান দেয়া হয়। তখন তিনি তার পেটে (গরম কিছু দিয়ে) সেঁক দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে আমি অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতাম। (অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে:) আমাদের যেসব সাথীরা বিদায় নিয়েছেন, দুনিয়া তাদেরকে আকৃষ্ট করেনি এবং তাদের অবস্থার ও কোন পরিবর্তন হয়নি। তাদের মৃত্যুর পর এক টুকরো মাটি ছাড়া আর কোন স্থান তাদেরকে রেখে যেতে দেখিনি।

(٥٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُصْلِحُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ مَا هٰذَا؟ قُلْنَا خُصًّا لَنَا وَهِيَ فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّ الْأَمْرَ أَعْجَلُ مِنْ ذٰلِكَ.

www.waytojannah.com

Contents

৫৮. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমরা আমাদের একটি কুঁড়েঘর মেরামত করছিলাম। তিনি বললেন, এটা কি? আমরা বললাম, আমাদের কুঁড়েঘর, সেটি আমরা মেরামত করছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি তো মনে করি মৃত্যু তার চেয়ে ও দ্রুত এসে যাচ্ছে।

(٥٩) عَنْ أُمِّ مُسْلِمٍ الْأَشْجَعِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهَا وَهِيَ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ مَا أَحْسَنَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَيْتَةٌ قَالَتْ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهَا.

৫৯. উম্মে মুসলিম আশজায়ীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করিম (সা) তার কাছে আসলেন; তিনি একটি গোলাকার ঘরে ছিলেন। নবী করিম (সা) বললেন, কি সুন্দর ঘর! যদি এ ঘরে মৃত্যু না আসতো, তিনি বলেন, সে থেকে আমি মৃত্যুর অপেক্ষায় ছিলাম।

باب: ما جاء فی ذم الاسواق واماکن اخری.

পরিচ্ছেদ : বাজার ও অন্যান্য স্থানের নিন্দা সম্পর্কে

(٦٠) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ قَالَ فَقَالَ لَا أَدْرِي فَلَمَّا أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ يَا جِبْرِيلُ أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ قَالَ لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَانْطَلَقَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ فَقَالَ أَسْوَاقُهَا.

৬০. মুহাম্মদ ইব্ন জুবায়র (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! কোন শহরটি নিকৃষ্ট? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন, জানিনা। এরপর জিব্রাইল (আ) যখন তাঁর নিকট আগমন করেন, তখন তিনি জিব্রাইল (আ) জিজ্ঞেস করেন, হে জিব্রাইল! কোন শহরটি নিকৃষ্ট। জিব্রাইল (আ) বললেন, আল্লাহর নিকট জিজ্ঞেস করা ছাড়া বলতে পারব না। এরপর জিব্রাইল বিদায় নেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর পুনরায় এসে বলেন, হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি আমার নিকট জানতে চেয়েছিলে, কোন শহরটি নিকৃষ্ট? তখন আমি বলেছিলাম, জানি না। পরে আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করি, কোন শহরটি নিকৃষ্ট? তিনি বলেন, বাজারসমূহ।

(٦١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ وَتَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ.

৬১. ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সামুদ জাতির এলাকা "হিজর" অতিক্রম করেন, তখন বলেন, তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতিত জালিমদর ঘরসমূহে প্রবেশ করবে না, তাহলে তারা যেভাবে আযাবে পতিত, হয়েছে তোমরা ও সেভাবে আযাবে পতিত হবে। এ কথা বলে তিনি তার বাহনের উপর থেকে চাদর মড়ি দিলেন, যাতে সে স্থানটির দিকে তার দৃষ্টি না পড়ে।

(٦٢) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَا جَفَا.

৬২. বারা' ইব্ন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে মরুভূমিতে বসবাস করে, সে নির্দয় হয়।

www.waytojannah.com

باب : ما جاء فى النهى عن اللعن والترهيب منه۔

পরিচ্ছেদ : অভিশাপ দেয়া নিষেধ এবং এ থেকে ভীতি প্রদর্শন

(٦٣) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللهِ وَلَا بِغَضَبِهِ وَلَا بِالنَّارِ۔

৬৩. সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা একে অপরকে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত তাঁর গজব ও জাহান্নামের জন্য বদদু'আ করবে না।

(٦٤) عَنْ جَرْمُوزًا الْهُجَيْمِيَّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ أَنْ لَا تَكُونَ لَعَّانًا۔

৬৪. জরমুয হুজায়মী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে অসিয়ত করছি যে, তুমি অভিসম্পাতকারী হবে না।

(٦٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يُرْسِلُ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ فَتَبِيتُ عِنْدَ نِسَائِهِ وَيَسْأَلُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ لَيْلَةً فَدَعَا خَادِمَهُ فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ فَلَعَنَهَا فَقَالَتْ لَا تَلْعَنْ فَإِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ۔

৬৫. যায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান উম্মে দারদা (রা) কে ডেকে পাঠান। তিনি তার স্ত্রীদের সাথে রাত যাপন করেন। মারওয়ান নবী করিম (সা) সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করেন। বর্ণনাকারী বলেন তিনি রাতে উঠলেন এবং তার খাদেমকে ডাকলেন। কিন্তু সে আসতে দেরী করলে তাকে তিনি অভিসম্পাত দেন। তখন উম্মে দারদা (রা) বলেন, আবূ দারদা (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছেন, অভি-সম্পাতকারীরা কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হতে পারবে না এবং সাক্ষী ও হতে পারবে না।

(٦٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِاللَّعَّانِ وَلَا الطَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ۔

৬৬. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি কখনও ঠাট্টা বিদ্রূপকারী, অভিশাপ দানকারী, অশ্লীলভাষী এবং অসদাচারী হতে পারে না।

(٦٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلصِّدِّيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا۔

৬৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সত্যবাদী মুমিনের জন্য এটা শোভা পায় না যে, সে অত্যধিক অভিসম্পাতকারী হবে।

(٦٨) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ جَرْوَلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُكْنَى أَبَا عُمَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ صَدِيقًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ زَارَهُ فِي أَهْلِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ قَالَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَى أَهْلِهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى قَالَ فَبَعَثَتِ الْجَارِيَةَ تَجِيئُهُ بِشَرَابٍ مِنَ الْجِيرَانِ فَأَبْطَأَتْ فَلَعَنَتْهَا فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ فَجَاءَ أَبُو عُمَيْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَيْسَ مِثْلُكَ يُغَارُ عَلَيْهِ هَلَّا سَلَّمْتَ عَلَى أَهْلِ أَخِيكَ وَجَلَسْتَ وَأَصَبْتَ مِنَ الشَّرَابِ؟

www.waytojannah.com

قَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَأَرْسَلَتِ الْخَادِمَ فَأَبْطَأَتْ إِمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ وَإِمَّا رَغِبُوا فِيمَا عِنْدَهُمْ فَأَبْطَأَتِ الْخَادِمُ فَلَعَنَتْهَا وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا وُجِّهَتْ إِلَى مَنْ وُجِّهَتْ إِلَيْهِ فَإِنْ أَصَابَتْ عَلَيْهِ سَبِيلًا أَوْ وَجَدَتْ فِيهِ مَسْلَكًا وَإِلَّا قَالَتْ يَا رَبِّ وُجِّهْتُ إِلَى فُلَانٍ فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ سَبِيلًا وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَسْلَكًا فَيُقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ الْخَادِمُ مَعْذُورَةً فَتَرْجِعَ اللَّعْنَةُ فَأَكُونَ سَبَبَهَا۔

৬৮. 'উমর ইব্ন যার (রা) থেকে বর্ণিত। ইযার ইব্ন হাদরাসী তাদের এক ব্যক্তি যার উপাধি আবূ উমায়র- তার থেকে বর্ণনা করেন এবং তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা)-এর বন্ধু ছিলেন। একবার 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) তার সাথে দেখা করার জন্য তার বাড়ী যান, কিন্তু তাকে পাননি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তার পরিবারের নিকট পানি চাইলো, তার স্ত্রী দাসীকে তার প্রতিবেশীর বাসা থেকে পানি আনতে পাঠায়, কিন্তু সে আসতে দেরী করলে তার স্ত্রী দাসীকে অভিসম্পাত করে। 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) ঘর থেকে বের হলেন। এ সময় আবূ উমায়র চলে আসেন। তিনি বলেন, হে আবূ 'আবদুর রহমান! তোমার মত ইর্ষা পোষণকারী আর কেউ নেই। তুমি কি তোমার ভাইয়ের পরিবারকে সালাম দিয়েছ, বলেছ এবং পানি গ্রহণ করেছ? তিনি বললেন, অবশ্যই তা করেছি। তোমার স্ত্রী খাদেমকে পানির জন্য পাঠিয়েছিল, সে আসতে দেরী করে, হয়তো বা তাদের ঘরে পানি ছিল না অথবা তাদের কাছে প্রয়োজনীয় পানি ছিল না, যে কারণে তারা দেয়নি, এ কারণে খাদেম আসতে দেরী করলে তাকে অভিসম্পাত করা হলো। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যার প্রতি অভিসম্পাত দেওয়া হয়, সে যদি তার উপযুক্ত হয়, তাহলে তার উপর তা পতিত হয়। আর যদি সে তার উপযুক্ত না হয়, তাহলে সে বলে, হে রব! অমুকের উপর অভিসম্পাত করা হয়েছিল, কিন্তু আমি তাকে অভিসম্পাতের উপযুক্ত পাইনি। তখন তাকে বলা হয়, তুমি যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফিরে যাও। তাই আমি ভয় করছি যে, খাদেম ক্ষমা পেয়ে যাবে, আর অভিসম্পাত ফিরে যাবে এবং আমি তার কারণ হবো।

(٦٩) عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ۔

৬৯. ছাবিত ইব্ন দিহাক আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মুমিনকে অভিসম্পাত করা, তাকে হত্যা করার মতই অপরাধ।

(٧٠) وَعَنْهُ أَيْضًا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ وَمَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ مُؤْمِنٍ بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ لَعَنَهُ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا حَلَفَ۔

৭০. পুনরায় তাঁর থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যে জিনিস দিয়ে আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন ঐ জিনিস দিয়ে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমান অথবা মুমিনের উপর মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে, সে হত্যা করার সমতুল্য অপরাধ করবে। আর যে ব্যক্তি মুমিন ব্যক্তিকে অভিশাপ দিবে, সে হত্যা করার মত অপরাধ করবে। আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য মিল্লাত বা ধর্মের উপর মিথ্যা শপথ করবে, সে ঐ রকম মিথ্যা শপথকারী হিসাবে গণ্য হবে।

باب : ما جاء فيمن لعنهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم۔

পরিচ্ছেদ : যাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) অভিশাপ দিয়েছেন

(٧١) عَنْ أَبِي حَسَّانَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْأَمْرِ فَيُؤْتَى فَيُقَالُ قَدْ فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْأَشْتَرُ إِنَّ هَذَا الَّذِي تَقُولُ قَدْ تَفَشَّغَ فِي النَّاسِ أَفَشَيْءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ

www.waytojannah.com

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ عَلِيٌّ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ إِلا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فَهُوَ فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي قَالَ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ قَالَ فَإِذَا فِيهَا مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ اٰوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ قَالَ وَإِذَا فِيهَا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ الحَدِيثَ۔

৭১. আবূ হাসসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) একটি কাজের আদেশ দিলে কাজটি সমাপ্ত করার পর বলা হলো, আরা এই কাজ করেছি। তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য কথা বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন উসতুর (র) তাকে বললো, তুমি সে কথা বলেছ, তা মানুষের মাঝে প্রচারিত হয়েছে। তবে আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে তোমার কি চুক্তি হয়েছে? 'আলী (রা) বলেন, মানুষকে বাদ দিয়ে আমার সাথে রাসূলের বিশেষ কোন চুক্তি হয়নি। তবে আমি তাঁর কাছ থেকে যা শুনেছি, তা হলো– আমার তরারীর খাপের মধ্যে একটি সহীফা (পুস্তিকা) আছে। তিনি বলেন, লোকেরা তার পিছনে লাগায় শেষ পর্যন্ত তিনি সহীফাটি বের করেন, যাতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহের বিরোধী নতুন কিছু সৃষ্টি করবে, কিংবা বিদ'আত সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেবে, তার প্রতি আল্লাহ্‌ ফেরেশতা ও মানবকুলের অভিশাপ বর্ধিত হবে, তার কোন ফরয বা নফল ইবাদত আল্লাহ্‌ কবুল করবেন না। তিনি বলেন, এতে আরো ছিল- ইবরাহীম (আ) মক্কা-শরীফকে হিরম ঘোষণা করেন।

(٧٢) عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيٍّ أَخْبِرْنَا بِشَيْءٍ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أَسَرَّ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ اٰوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ يَعْنِي الْمَنَارَ۔

৭২. আবূ তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'আলী (রা)-কে বললাম, আপনি আমাদেরকে এমন একটি বিষয়ের সংবাদ দিন যা গোপনে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আপনাকে বলেছেন। তিনি বললেন, মানুষের কাছে লুকিয়ে রাখার মত কোন জিনিস আমার জানা নেই। তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে যবেহ করে, যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয়, যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয় এবং যে ব্যক্তি যমীর সীমানা অবৈধভাবে পরিবর্তন করে, এদের সবার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত।

(٧٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللهِ۔

৭৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, যে জাতি তার নবীর সাথে এরূপ আচরণ করে, (যে ব্যক্তি আঘাত করে নবীর (সা) দাঁত ভেঙে দিয়েছিল), তাদের জন্য আল্লাহর গযব বড় ভয়াবহ। আর যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র রাসূল আল্লাহ্‌র পথে হত্যা করেন, (উবাই ইব্‌ন খালফ), তার জন্য আল্লাহ্‌র গযব ভয়াবহ।

(٧٤) قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الامام احمد ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ امْرَأَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْوَلِيدَ يَضْرِبُهَا وَقَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ تَشْكُوهُ قَالَ قُولِي لَهُ قَدْ أَجَارَنِي قَالَ عَلِيٌّ فَلَمْ تَلْبَثْ إِلا يَسِيرًا حَتَّى رَجَعَتْ فَقَالَتْ مَا

www.waytojannah.com

زَادَنِي إِلا ضَرْبًا فَأَخَذَ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهِ فَدَفَعَهَا إِلَيْهَا وَقَالَ قُولِي لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَارَنِي فَلَمْ تَلْبَثْ إِلا يَسِيرًا حَتَّى رَجَعَتْ فَقَالَتْ مَا زَادَنِي إِلا ضَرْبًا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ الْوَلِيدَ أَثِمَ بِي مَرَّتَيْنِ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الْقَوَارِيرِيِّ وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ۔

৭৪. 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা অলিদ ইব্ন 'উকবার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! অলিদ তাকে প্রহার করে। বর্ণনাকারী নাসের ইব্ন আলী বলেন, সে এটা বলে অভিযোগ পেশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বলেন, তুমি তাকে গিয়ে বল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। 'আলী (রা) বলেন, অধিক সময় না যেতেই মহিলা পুনরায় ফিরে এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! সে আমাকে অধিক প্রহার করেছে। তখন রাসূল (সা) তাকে এক টুকরো কাপড়ের আচল দিয়ে বলেন, তুমি এটা দেখিয়ে তাকে বলবে : রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। অধিক সময় না যেতেই সে পুনরায় ফিরে এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! সে আমাকে আরো অধিক প্রহার করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দু'হাত উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি অলিদকে শায়েস্তা কর। সে দুবার আমার অবাধ্য হয়েছে।

(٧٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ مَلْعُونٌ مَنْ كَمَهَ أَعْمَى عَنْ طَرِيقٍ مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ۔

৭৫. ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার পিতাকে গালি দেয়, সে অভিশপ্ত, যে ব্যক্তি তার মাতাকে গালি দেয় সে অভিশপ্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর নামে যবেহ করে, সে অভিশপ্ত, যে ব্যক্তি যমীনের সীমানা পরিবর্তন করে, সে অভিশপ্ত, যে অন্ধকে পথ দেখায় না, সে অভিশপ্ত, যে ব্যক্তি পশুর সাথে ব্যভিচার করে, সে অভিশপ্ত, যে ব্যক্তি লূত (আ)-এর জাতির ন্যায় কাজ (পুরুষ মৈথুন করে, সেও অভিশপ্ত।

(٧٦) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَسَمِعَ رَجُلَيْنِ يَتَغَنَّيَانِ وَأَحَدُهُمَا يُجِيبُ الْآخَرَ وَهُوَ يَقُولُ (لَا يَزَالُ حَوَارِيٌّ تَلُوحُ عِظَامُهُ * زَوَى الْحَرْبَ عَنْهُ أَنْ يُجَنَّ فَيُقْبَرَا) فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا مَنْ هُمَا؟ قَالَ فَقَالُوا فُلَانٌ وَفُلَانٌ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ ارْكُسْهُمَا رَكْسًا وَدُعَّهُمَا إِلَى النَّارِ دَعًّا۔

৭৬. আবূ বারযা (রা) বলেন, একদা আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। তখন রাসূল (সা) দু'জন লোককে গান গাইতে শোনেন। তাদের একজন আরেকজনের প্রতি উত্তর দিচ্ছিল। একজন বলছিল : আমার বা হস্তের হাড় দেখা দেওয়ার অবস্থা হয়েছে এবং যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে, যা আমাকে পাগল বানিয়ে কবরে পৌঁছে দেবে। তখন রাসূল (সা) বললেন, দেখ তো তারা কারা? তখন বলা হলো, তারা অমুক এবং অমুক। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বদদু'আ করে বলেন, হে আল্লাহ্! তাদেরকে পশ্চাতে ফিরিয়ে দিন এবং জাহান্নামে প্রবেশ করান। (কারণ তারা ছিল মুনাফিক।)

(٧٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ذَهَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ لِيَلْحَقَنِي فَقَالَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ لَيَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ لَعِينٌ فَوَاللهِ مَا زِلْتُ وَجِلًا أَتَشَوَّفُ دَاخِلًا وَخَارِجًا حَتَّى دَخَلَ فُلَانٌ يَعْنِي الْحَكَمَ۔

www.waytojannah.com

৭৭. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বসা ছিলাম। সে সময় 'আমর ইবনুল 'আস (রা) আমাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তার পোশাক পরিধান করার জন্য গেলেন, তখনও আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, এখনই তোমাদের নিকট একজন অভিশপ্ত ব্যক্তি প্রবেশ করবে। এ কথা শুনে আমি ভীত-শংকিত হয়ে পড়লাম এবং ভীতরে ও বাহিরে তাকাচ্ছিলাম। অবশেষে হাকাম ইব্ন আবুল আস সেখানে প্রবেশ করলেন। (তিনি 'উছমান (রা)-এর চাচা ছিলেন এবং নবী করিম (সা) তাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

(٧٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّثِي الرِّجَالِ الَّذِيْنَ يَتَشَبَّهُوْنَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهِيْنَ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَبَتِّلِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا نَتَزَوَّجُ وَالْمُتَبَتِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّائِي يَقُلْنَ ذَلِكَ وَرَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَبَانَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِهِمْ وَقَالَ الْبَائِتُ وَحْدَهُ.

৭৮. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষ এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী নারীদের এবং পুরুষদের মধ্যে বৈরাগ্য ধারণকারী, যারা বলে- বিবাহ করবো না এবং নারীদের মধ্যে বৈরাগ্য ধারণ কারিণী, যারা অনুরূপ কথা বলে, আর যে মরুভূমিতে একাকী সফর করে, তার প্রতি লা'নত করেছেন। সাহাবাদের প্রতি এ লা'নত অত্যন্ত কঠোর হয়ে দেখা দিল। এমন কি তা তাদের চেহারায় প্রকাশিত হলো। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে নির্জনে বসবাস করে, তিনি তাকে ও লা'নত করেছেন।

(٧٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَوْشَكَ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَغْدُوْنَ فِي سَخَطِ اللهِ وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَتِهِ فِي أَيْدِيْهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ.

৭৯. উম্মে সালমা (রা)-এর আযাদকৃত দাস আবদুল্লাহ ইব্ন রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি : অচিরেই এমন একটি সময় আসবে, অথবা অদূর ভবিষ্যতে তোমরা একটি সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র ক্রোধ ও অভিশাপে পতিত হতে দেখবে, যাদের হাতে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে। আর তা দিয়ে তারা লোকদেরকে মারবে।

(٨٠) أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ أَوْ قَالَ يَخْرُجُ رِجَالٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ وَيَرُوحُونَ فِي غَضَبِهِ.

৮০. আবূ উমামা (রা) উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, এ উম্মতের শেষ ভাগে একদল পুরুষ, অথবা এ উম্মতের শেষ যুগে এমন একদল পুরুষ বের হবে, যাদের হাতে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে, (তারা তা দিয়ে মানুষকে মারবে)। ফলে তারা আল্লাহ্র ক্রোধ ও অভিশাপে পতিত হবে। (মুসলিম)

www.waytojannah.com

باب : ما جاء فيمن لعنه النبى صلى الله عليه وسلم او سبه او دعا عليه وليس هو اهل لذلك كان له زكاة واجرا ورحمة.

পরিচ্ছেদ : যাকে নবী করিম (সা) অভিশাপ অথবা গালি দেন, অথবা তার জন্য বদদু'আ করেন, সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য না হওয়া সম্পর্কে

(٨١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيْهِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اٰذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৮১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এমন প্রতিজ্ঞা করছি, যা আমি কখনও ভংগ করবো না আমি একজ মানুষ, যদি আমি কোন মুমিনকে কষ্ট দেই, অথবা গালি দেই, অথবা বেত্রাঘাত করি, অথবা অভিশাপ দেই, তুমি তা তার জন্য নামায, যাকাত ও নৈকট্য হিসাবে গণ্য করো। যার দ্বারা সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করবে।

(٨٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَكَانَ يَذْكُرُ أَشْيَاءَ قَالَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ حُذَيْفَةُ إِلَى سَلْمَانَ فَيَقُولُ سَلْمَانُ يَا حُذَيْفَةُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْضَبُ فَيَقُولُ وَيَرْضَى وَيَقُولُ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي سَبَبْتُهُ سَبَّةً فِي غَضَبِي أَوْ لَعَنْتُهُ لَعْنَةً فَإِنَّمَا أَنَا مِنْ وَلَدِ اٰدَمَ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُونَ وَإِنَّمَا بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ فَاجْعَلْهَا صَلَاةً عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৮২. 'আমর ইব্ন আবূ কুররা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা ইব্ন য়ামান মাদায়েনে ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা উল্লেখ করেছেন; (অর্থাৎ তিনি রাগের সময় সাহাবীগণকে কি বলেছেন, সে কথা উল্লেখ করেছেন।) পরে হুযায়ফা সালমানের নিকট আসলে সালমান তাকে বলেন, হে হুযায়ফা! রাসূল (সা) রাগের সময় বলতেন এবং আনন্দের সময়ও বলতেন। তিনি বলেন, তুমি কি জান, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার উম্মতের কোন ব্যক্তিকে আমি রাগের সময় গালি দিয়েছি, অথবা অভিশাপ দিয়েছি; আমি যেহেতু আদমেরই সন্তান, তারা যেভাবে রাগান্বিত হয়, আমিও সেভাবে রাগান্বিত হই; বস্তুত আমাকে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' রূপে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং তাদের এসব বদদু'আ কিয়ামতের দিন তার জন্য যেন সালাত হিসাবে গণ্য হয়।

(٨٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ رَجُلًا فَقَالَ لَهَا احْتَفِظِي بِهِ قَالَ فَغَفَلَتْ حَفْصَةُ وَمَضَى الرَّجُلُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا حَفْصَةُ مَا فَعَلَ الرَّجُلُ؟ قَالَتْ غَفَلْتُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ فَخَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ اللهُ يَدَكِ فَرَفَعَتْ يَدَيْهَا هَكَذَا فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكِ يَا حَفْصَةُ؟ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ قَبْلَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَهَا ضَعِي يَدَيْكِ فَإِنِّي سَأَلْتُ اللهَ أَيُّمَا إِنْسَانٍ مِنْ أُمَّتِي دَعَوْتُ اللهَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ مَغْفِرَةً.

৮৩. আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) 'উমর (রা)-এর মেয়ে হাফসা (রা)-এর নিকট একজন বন্দীকে প্রেরণ করে বলেন। 'তাকে ধরে রাখবে।' বর্ণনাকারী বলেন, হাফ্সার উদাসীনতার দরুণ যে চলে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রবেশ করে বলেন, হে হাফসা! বন্দীকে কি

www.waytojannah.com

করেছ? সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমার উদাসীনতার সুযোগে সে বের হয়ে গিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক। তখন হাফসা (রা) এভাবে তাঁর হাত উঠালেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রবেশ করে বলেন, হে হাফসা! তোমার কি অবস্থা? সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো আমার ব্যাপার পূর্বে এভাবে এভাবে বলেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন, তোমার হাত সোজা করে রাখ। আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আবেদন করছি যে, আমার উম্মতের যে কোন মানুষকে আমি বদদু'আ করলে আল্লাহ যেন তা তার জন্য ক্ষমার কারণ বানিয়ে দেন।

(٨٤) عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسِيرٍ فَلَهَوْتُ عَنْهُ فَذَهَبَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَ الْأَسِيرُ؟ قَالَتْ لَهَوْتُ عَنْهُ مَعَ النِّسْوَةِ فَخَرَجَ فَقَالَ مَا لَكِ قَطَعَ اللهُ يَدَكِ أَوْ يَدَيْكِ فَخَرَجَ فَآذَنَ بِهِ النَّاسَ فَطَلَبُوهُ فَجَاءُوا بِهِ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَأَنَا أُقَلِّبُ يَدَيَّ فَقَالَ مَا لَكِ أَجُنِنْتِ؟ قُلْتُ دَعَوْتَ عَلَيَّ فَأَنَا أُقَلِّبُ يَدَيَّ أَنْظُرُ أَيُّهُمَا يُقْطَعَانِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا وَقَالَ اَللّٰهُمَّ إِنِّي بَشَرٌ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَطُهُورًا (وعنها من طريق ثان) قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَبَسَطَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ ضَرَبْتُ أَوْ آذَيْتُ فَلَا تُعَاقِبْنِي بِهِ قَالَ بَهْزٌ فِيهِ۔

৮৪. 'আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট একজন বন্দীকে নিয়ে প্রবেশ করলেন, আমার অসতর্কতার দরুণ সে পালিয়ে যায়। তারপর রাসূল (সা) এসে জিজ্ঞেস করেন, বন্দীটি কোথায়? আমি বলি : আমি মেয়েদের সাথে ছিলাম, তখন আমার অসতর্কাবশত সে পালিয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, তোমার কি হলো– আল্লাহ তোমার এক হাত বা দু'হাত কর্ষণ করুন। তারপর তিনি বের হয়ে গিয়ে মানুষকে জানালেন, লোকটি পালিয়ে গেছে। তখন লোকেরা বন্দীকে খোঁজ করে ধরে নিয়ে আসলো। এরপর তিনি আমার কাছে প্রবেশ করে দেখলেন, আমি আমার দুহাত উলট পালট করে দেখছি। তিনি বললেন, তোমার কি হলো, পাগল হল নাকি? আমি বললাম, আপনি আমার উপর বদদু'আ করেছেন, তাই আমি হাত উলট-পালট করে দেখছিলাম কোন হাতটি কাটা পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং তাঁর হাত উপরের দিকে উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! আমি একজন মানুষ। মানুষ যেভাবে রাগ করে, আমিও তেমনি রাগ করি, সুতরাং কোন মুমিন মুমিনকে যদি আমি বদদু'আ করি, তাহলে সেটা তার জন্য পবিত্রতা ও ক্ষমার কারণ করে দিন।

তার দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) চাদর ও লুচ্ছি পরিহিত অবস্থায় আমার নিকট প্রবেশ করে কিবলামুখী হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্! আমিতো একজন মানুষ, আমি যদি তোমার কোন বান্দাহকে প্রহার করি অথবা কষ্ট নেই, তাহলে সে জন্য আমাকে শাস্তি দিবেন না।

(٨٥) أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أَمْدَادَ الْعَرَبِ كَثُرُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى غَمُّوهُ وَقَامَ إِلَيْهِ الْمُهَاجِرُونَ يَفْرِجُونَ عَنْهُ حَتَّى قَامَ عَلَى عَتَبَةِ عَائِشَةَ فَرَهِقُوهُ فَأَسْلَمَ رِدَاءَهُ فِي أَيْدِيهِمْ وَوَثَبَ عَلَى الْعَتَبَةِ فَدَخَلَ وَقَالَ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَ الْقَوْمُ فَقَالَ كَلَّا وَاللهِ يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ لَقَدْ اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ شَرْطًا لَا خُلْفَ لَهُ فَقُلْتُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَضِيقُ بِمَا يَضِيقُ بِهِ الْبَشَرُ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ بَدَرَتْ إِلَيْهِ مِنِّي بَادِرَةٌ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً۔

www.waytojannah.com

৮৫. আয়েশা (রা) বলেন, যুদ্ধে আরবদের পক্ষ থেকে রাসূল (সা) কে সহযোগিতাকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। তারা তাদের প্রাপ্য অংশ বেশী লাভের আশায় রাসূল (সা) কে ঘিরে ধরলো। তখন মুহাজিরগণ রাসূল (সা) কে তাদের ঘেরাও থেকে বের করার চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্যন্ত আয়েশা (রা) ঘরের চৌকাটে দাঁড়ালেন, তাতে ও তারা তাকে ছাড়ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর চাদরটি তাদের হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ করে বললেন, আল্লাহ্ তাদের উপর লা'নত করুন। তখন 'আয়শা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! এ জাতি তো ধ্বংস হয়ে গেল। রাসূল (সা) বললেন, কখনই নয়, আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি, হে আবু বকরের কন্যা! আমি আমার মহান রবের কাছে এমন একটি শর্ত দিয়েছিলাম, আমি মনে করি, তিনি এর বিপরীত কাজ করবেন না। তাহলো, আমি বলেছি : আমিতো একজন মানুষ মাত্র। মানুষ যেটাতে কষ্ট অনুভব করে, আমি ও তাতে কষ্ট অনুভব করি। সুতরাং কোন মু'মিন মু'মেনার প্রতি যদি আমার কোন রাগ আসে, তবে সেটাকে আপনি তার জন্য কাফ্ফারা হিসাবে গ্রহণ করে নেন।

(٨٦) وعنها ايضا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ فَأَغْلَظَ لَهُمَا وَسَبَّهُمَا قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَنْ أَصَابَ مِنْكَ خَيْرًا مَا أَصَابَ هَذَانِ مِنْكَ خَيْرًا؟ قَالَتْ فَقَالَ أَوَمَا عَلِمْتِ مَا عَاهَدْتُ عَلَيْهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ مَغْفِرَةً وَعَافِيَةً وَكَذَا وَكَذَا.

৮৬. 'আয়েশা (রা) থেকে পুনরায় বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে দু'জন লোক প্রবেশ করলে তিনি তাদেরকে কঠোর কথা বলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! অনেকে আপনার নিকট থেকে কল্যাণের দু'আ পেয়েছে, এ দু'জন কি আপনার কাছ থেকে কল্যাণের দু'আ পায়নি? তখন রাসূল (সা) বললেন, তুমি জান না, আমার রব আমার সাথে কি অংগীকার করেছেন। আমি বলেছি : হে আল্লাহ্! যদি আমি কোন মমিনকে কঠোর কথা বলি, প্রহার করি ও অভিশাপ নেই; তাহলে সেটা তার জন্য ক্ষমা, নিরাপত্তা বা এ জাতীয় অন্য কিছু করে দিন।

(٨٧) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ فَبَلَغَهُ أَنَّ فِي الْمَاءِ قِلَّةً الَّذِي يَرِدُهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ لَا يَسْبِقَنِي إِلَى الْمَاءِ أَحَدٌ فَأَتَى الْمَاءَ وَقَدْ سَبَقَهُ قَوْمٌ فَلَعَنَهُمْ.

৮৭. হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুকের যুদ্ধে বের হলে তাকে জানানো হলো যে, প্রয়োজনীয় পানির স্বল্পতা রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) একজন আহ্বানকারীকে ঘোষণা দিতে বললেন যে, আমার পূর্বে কেউ যেন পানির নিকট না যায়। তখন রাসূল (সা) পানির নিকট এসে দেখলেন যে, একদল তাঁর পূর্বেই পানির নিকট এসে পৌঁছেছে। তখন রাসূল (সা) তাদের অভিশাপ দেন, (তারা ছিল মুনাফিক।)

(٨٨) عَنْ أَبِي السَّوَّارِ عَنْ خَالِهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُنَاسٌ يَتْبَعُونَهُ فَأَتْبَعْتُهُ مَعَهُمْ قَالَ فَفَجِئَنِي الْقَوْمُ يَسْعَوْنَ قَالَ وَأَبْقَى الْقَوْمُ فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَنِي ضَرْبَةً إِمَّا بِعَسِيبٍ أَوْ قَضِيبٍ أَوْ سِوَاكٍ أَوْ شَيْءٍ كَانَ مَعَهُ قَالَ فَوَاللهِ مَا أَوْجَعَنِي قَالَ فَبِتُّ بِلَيْلَةٍ قَالَ أَوْ قُلْتُ مَا ضَرَبَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لِشَيْءٍ عَلِمَهُ اللهُ فِيَّ قَالَ وَحَدَّثَتْنِي نَفْسِي أَنْ آتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحْتُ قَالَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكَ رَاعٍ فَلَا تَكْسِرْ قُرُونَ رَعِيَّتِكَ قَالَ فَلَمَّا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ أَوْ قَالَ أَصْبَحْنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ إِنَّ أُنَاسًا

www.waytojannah.com

يَتْبَعُونِي وَإِنِّي لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتْبَعُونِي اَللّٰهُمَّ فَمَنْ ضَرَبْتُ أَوْ سَبَبْتُ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً وَأَجْرًا أَوْ قَالَ مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً أَوْ كَمَا قَالَ.

৮৮. আবূ সাওয়ার (র) তার মামা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি দেখলাম কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে পিছনে হাঁটছে। আমি ও তাদের পিছু নিলাম হঠাৎ দেখলাম। তারা তাড়াতাড়ি উধাও হয়ে গেল, অথচ আমি বাকী থাকলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট এসে লাঠি, ছড়ি, মিসওয়াক ইত্যাদি তাঁর কাছে যা ছিল, তা দিয়ে আমাকে প্রহার করলেন। আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, ব্যথাটা বেশী ছিল না, কিন্তু আমি একটি রাত চিন্তিতভাবে কাটালাম এবং আমি মনে করেছিলাম রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এজন্যই প্রহার করেছেন যে, আল্লাহ নিশ্চয় আমার ব্যাপারে তাকে কিছু জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ভোর হলেই আমি রাসূল (সা)-এর কাছে যাবো। তিনি বলেন, তখন জিব্রাইল (আ) রাসূল (সা)-এর নিকট অবতরণ করে বলেন, আপনি একজন রাখাল। আপনি যাদের রাখাল, তাদের শিং ভেঙ্গে দেবেন না, অর্থাৎ তাদের সাথে কঠোর আচরণ করবেন না। বর্ণনাকারী বলেন, যখন আমরা ফযরের নামায আদায় করলাম অথবা বলেছেন, ভোরে উপনিত হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে আল্লাহ! কিছু লোক আমার পিছনে পিছনে চলতে থাকে, আমি সেটা পছন্দ করিনি। হে আল্লাহ! তাদের কাউকে যদি আমি প্রহার অথবা কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে থাকি, তবে সেটা যেন তার জন্য কাফ্‌ফারা ও ছাওয়াবে পরিণত হয় অথবা ক্ষমা ও রহমতে পরিণত হয়। অথবা অনুরূপ কথা বলেছেন।

(٨٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الطُّفَيْلِ فَوَجَدْتُهُ طَيِّبَ النَّفْسِ فَقُلْتُ لَأَغْتَنِمَنَّ ذٰلِكَ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا الطُّفَيْلِ النَّفَرُ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِهِمْ مَنْ هُمْ؟ فَهَمَّ أَنْ يُخْبِرَنِي بِهِمْ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ سَوْدَاءُ مَهْ يَا أَبَا الطُّفَيْلِ أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا عَبْدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَعَوْتُ عَلَيْهِ بِدَعْوَةٍ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً.

৮৯. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন খুছায়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহাবী আবূ তুফায়ল (রা)-এর কাছে প্রবেশ করে দেখলাম, তিনি খোশ মেজাজে আছেন, আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, তার এ সুযোগটা আমি গ্রহণ করব।

তাই আমি তাকে বললাম, হে আবূ তুফায়ল! আমাকে তাদের সম্পর্কে বলুন, যাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) অভিশাপ দিয়েছেন। তিনি আমাকে তাদের নাম বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তার স্ত্রী সাওদা (রা) বাধা দিয়ে বললেন, হে আবূ তুফায়ল তুমি চুপ কর। তুমি কি জান না, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হে আল্লাহ্! আমিতো একজন মানুষ, তোমার মু'মিন বান্দাদের কারো উপর যদি আমি দু'আ করি, তবে তা তার জন্য পবিত্রতা ও রহমত হিসাবে গণ্য করুন।

باب: ما جاء فى لعن الابل والديكة.

পরিচ্ছেদ : উট ও মোরগের উপর অভিসম্পাত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

(٩٠) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ كَانَتْ رَاحِلَةٌ أَوْ نَاقَةٌ أَوْ بَعِيرٌ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ وَعَلَيْهَا جَارِيَةٌ فَأَخَذُوا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَتَضَايَقَ بِهِمُ الطَّرِيقُ فَأَبْصَرَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ حَلْ حَلْ اَللّٰهُمَّ الْعَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَاحِبُ هٰذِهِ الْجَارِيَةِ؟ لَا تَصْحَبْنَا رَاحِلَةٌ أَوْ نَاقَةٌ أَوْ بَعِيرٌ عَلَيْهَا مِنْ لَعْنَةِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

www.waytojannah.com

৯০. আবূ বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরোহণের উষ্ট্রী অথবা উটের উপরে কোন সম্প্রদায়ের মালপত্র ছিল এবং তার উপরে একজন যুবতী নারী বা দাসী বসা ছিল এবং তারা দুটি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করছিল। আর তাদের জন্য পথটি ছিল খুবই সংকীর্ণ। সে হঠাৎ রাসূল (সা) কে দেখে উটকে ধমক দিয়ে বললো, হে আল্লাহ্। উটের উপর লা'নত বর্ষণ কর। তখন নবী করিম (সা) বললেন, এ দাসীর মালিক কে? তিনি বলেন, যে উষ্ট্রী অথবা উটের উপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লা'নত বর্ষণ করা হয়, তাকে আরোহণের জন্য মনোনীত করা যায় না।

(٩١) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ قَالَ عِمْرَانُ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا الْآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ يَعْنِي النَّاقَةَ.

৯১. 'ইমরান ইব্ন হাসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কোন এক সফরে ছিলেন, তখন আনসারদের একজন মহিলা উটের উপর ছিল এবং তাকে দ্রুত গতিতে হাফাচ্ছিল, সে ক্রুদ্ধ হয়ে উটকে অভিশাপ দিচ্ছিল সে সময় রাসূলুল্লাহ (সা) তার কথা শুনে বললেন, উটের উপর যা আছে তা নিয়ে তাকে ছেড়ে দাও, কারণ সে অভিশপ্ত। 'ইমরান (রা) বলেন, আমি এখন ও যেন উটটিকে দেখতে পাচ্ছি, তা লোকজনের মাঝে চরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কেউ উটের প্রতি দৃষ্টিপাত করছে না।

(٩٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ يَسِيرُ فَلَعَنَ رَجُلٌ نَاقَةً فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا قَالَ أَخِّرْهَا فَقَدْ أُجِبْتَ فِيهَا.

৯২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) কোন এক সফরে থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি উষ্ট্রীকে অভিশাপ দিল। তখন নবী করিম (সা) বললেন, উষ্ট্রীর মালিক কোথায়? সে ব্যক্তি বললো, এই যে, আমি নবী করিম (সা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করেছেন, যে কারণে উটটি অভিশপ্ত।

(٩٣) عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَعَنَتْ بَعِيرًا لَهَا فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَدَّ وَقَالَ لَا يَصْحَبُنِي شَيْءٌ مَلْعُونٌ (وفي رواية) فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْكَبِيهِ.

৯৩. আবূ জাওযা (রা) 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। 'আয়েশা (রা) রাসূল (সা)-এর সাথে কোন এক সফরে ছিলেন। তিনি তাঁর উষ্ট্রীকে অভিসম্পাত দিলে নবী করিম (সা) তা ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, অভিশপ্ত কোন জিনিসকে বাহন বানাবে না। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেছেন, তার উপর আরোহণ করবে না।

(٩٤) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ لَعَنَ رَجُلٌ دِيكًا صَاحَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ.

৯৪. যায়েদ ইব্ন খালিদ আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূল (সা)-এর পাশে একটি মোরগ ডাক দিলে এক ব্যক্তি তাকে অভিশাপ দেয়। তখন নবী করিম (সা) বলেন, তাকে অভিশাপ দিওনা। কারণ, সে মানুষকে নামাযের দিকে আহ্বান করে।

www.waytojannah.com

باب : ما جاء فى الترهيب من سب المسلم وقتاله وان اثم ذلك على البادىء مالم يعتد المظلوم۔

পরিচ্ছেদ : কোন মুসলমানকে গালি দেয়া, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন এবং যে গালি দিয়েছে সে অপরাধী, আর নির্যাতিত ব্যক্তি যে সীমা অতিক্রম না করে

(٩٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى زُبَيْدٌ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ قَالَ قُلْتُ لِأَبِى وَائِلٍ أَنْتَ سَمِعْتَ مِنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَعَمْ۔

৯৫. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কোন মুসলমানদেরকে গালমন্দ করা ফাসেকী আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফরী। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবূ ওয়াসেলকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি আবদুল্লাহ থেকে শুনেছ? সে বললো: হ্যাঁ।

(٩٦) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ۔

৯৬. তাঁর থেকে পুনরায় বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন মুসলমানদেরকে গালমন্দ করা ফাসেকী, আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফরী এবং অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করা যেমনি হারাম, তেমনি তার মাল ছিনিয়ে নেয়াও হারাম।

(٩٧) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ۔

৯৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, পরস্পরকে গালি প্রদানকারীর মধ্যে যে আগে গালি দেয়, সে ব্যক্তি দোষী, যদি নির্যাতিত ব্যক্তি (অর্থাৎ প্রথমে যাকে গালি দেয়া হয়) সীমা অতিক্রম না করে।

(٩٨) وعنه ايضا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِى يَدِهِ فَيَقَعُ فِى حُفْرَةٍ مِنْ نَارٍ۔

৯৮. পুনরায় তিনি বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন নিজের মুসলমান ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইশারা না করে। কেননা বলা যায় না, শয়তান তাকেই হাতিয়ার বের করার কারণ বানাতে পারে, (আর এভাবে মানুষ মারার কারণে) সে দোযখের গর্তে পতিত হবে।

(٩٩) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِى يَشْتُمُنِى وَهُوَ دُونِى عَلَيَّ بَأْسٌ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهُ؟ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاذَيَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ (وفى لفظ) يَتَكَاذَبَانِ وَيَتَهَاتَرَانِ۔

৯৯. আইয়াদ ইব্ন হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি আমাকে গালি দেয়। সে আমার নিকটেই আছে, অথবা সে আমার থেকে কম মর্যাদাবান। আমি যদি তাকে পুন: গালি দিয়ে তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করি, সেটা কি আমার জ্য দোষের কাজ হবে। রাসূল (সা) বললেন, গালি গালাজকারী উভয়ই শয়তান। এরা বাজে কথা বলে এবং মিথ্যাচার করে। অন্য শব্দের এসেছে : তারা মিথ্যাচার করে এবং বাজে কথা বলে।

www.waytojannah.com

(١٠٠) وعنه ايضا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِثْمُ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِئِ حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ أَوْ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ۔

১০০. পুনরায় তাঁর থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, পরস্পর গালী প্রদানকারীর মধ্যে যে আগে গালি দেয়, সে অপরাধী, যদি নির্যাতিত ব্যক্তি সীমা অতিক্রম না করে অথবা যদি মাজলুম ব্যক্তি বাড়াবাড়ি না করে।

(١٠١) عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفِسْقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ۔

১০১. আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছেন, কোন ব্যক্তি যেন অন্য কোন ব্যক্তি ফাসিক অথবা কাফির না বলে। কেননা, সে যদি প্রকৃতপক্ষে তা না হয়, তবে এ অপবাদ তার নিজের ঘাড়ে এসে পড়বে।

(١٠٢) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَبَّ رَجُلٌ رَجُلًا عِنْدَهُ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ الْمَسْبُوبُ يَقُولُ عَلَيْكَ السَّلَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّ مَلَكًا بَيْنَكُمَا يَذُبُّ عَنْكَ كُلَّمَا يَشْتُمُكَ هَذَا قَالَ لَهُ بَلْ أَنْتَ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيْكَ السَّلَامُ قَالَ لَا بَلْ لَكَ أَنْتَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ۔

১০২. নু'মান ইব্ন মুকাররান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, এক ব্যক্তি তাঁর সামনে অন্য এক ব্যক্তিকে গালি দেয়। তখন গালিপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে বলে, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (সা) বললেন, তুমি যখন তাকে গালি দাও, তখন একজন ফেরেশতা তোমার পক্ষ থেকে তা প্রতিহত করে, তাকে বলে, বরং তুমিই এ গালির অধিক উপযুক্ত। আর যখন তুমি তাকে বল : তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তখন ফেরেশতা তাকে বলে, না সে নয়, বরং শান্তি বর্ষিত হওয়ার তুমিই উপযুক্ত ব্যক্তি।

(١٠٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ قَالَ لَمَّا هَجَانَا الْمُشْرِكُونَ شَكَوْنَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُولُوا لَهُمْ كَمَا يَقُولُونَ لَكُمْ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نُعَلِّمُهُ إِمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ۔

১০৩. 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আম্মার ইব্ন য়াসির (রা) বলেন, মুশরিকগণ যখন আমাদেরকে ব্যঙ্গ করেছিল, তখন আমরা এ ব্যাপারে রাসূল (সা)-এর নিকট অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, যেভাবে তারা তোমাদেরকে ব্যঙ্গ করেছে, তোমরা ও তাদেরকে সেভাবে ব্যঙ্গ কর। তখন আমরা মদীনার দাসীদেরকে কাফিরদের কিভাবে ব্যঙ্গ করতে হয়, তা শিখাতাম। (আহমদ, তাবরানী, বাযযার)

(١٠٤) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ۔

১০৪. মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা মৃত্যু লোকদেরকে গালি দেবে না, তাহলে জীবিতরাই কষ্ট পাবে।

www.waytojannah.com

Contents

باب: ما جاء فى النهى عن سب الدهر والريح والديكة.

পরিচ্ছেদ : কাল, বাতাস ও মোরগকে গালি দেওয়া নিষেধ

(١٠٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْكَرْمَ هُوَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ.

১০৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কালকে গালি না দেয়, কেননা, আল্লাহ নিজেই কাল নিয়ন্ত্রণকারী। আর তোমাদের কেউ যেন 'ইনাব'কে (আঙ্গুরকে) 'ফারম' না বলে কেননা, কেবলমাত্র মুসলমানই 'ফারম' বা সম্মানিত গুণে গুণান্বিত হতে পারে।

وعنه من طريق ثان قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ قَالَ يَقُولُ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا.

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আদম সন্তান একথা বলে আমাকে কষ্ট দেয়, সে বলে– হে ব্যর্থ 'কাল'। জেনে রাখ, 'কাল' হলাম আমি নিজেই রাত ও দিনের পরিবর্তন আমি করে থাকি। আমি ইচ্ছে করলে উভয়কে সঙ্কুচিত করতে পারি।

(١٠٦) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ (وفى رواية فانها من روح الله) فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ اللهِ وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ.

১০৬. উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, তোমরা বাতাসকে গালি দিও না; (অন্য বর্ণনায় বাতাস আল্লাহর একটি রহমত।) যখন তোমরা বাতাসকে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেখবে, তখন বলবে, হে আল্লাহ্! আমরা এ বায়ু থেকে কল্যাণ চাই। এর মধ্যে যে কল্যাণ রয়েছে তা এবং একে যে কল্যাণ সাধনের জন্য পাঠানো হয়েছে তাও আমরা চাই। আর আমরা এ বায়ুর অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। এর মধ্যে যে ক্ষতি নিহিত রয়েছে, তা থেকে এবং একে যে ক্ষতি সাধনের জন্য পাঠানো হয়েছে, তা থেকে ও আশ্রয় চাই।

(١٠٧) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبِّ الدِّيكِ وَقَالَ إِنَّهُ يُؤْذِنُ بِالصَّلَاةِ.

১০৭. যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কেননা, সে নামাযের দিকে ডাকে। আমার পিতা বলেন, আবু নদর বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মোগরকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, সে নামাযের দিকে ডাকে।

باب: ما جاء فى النهى عن ضرب الوجه وتقبيحه والوسم فيه.

পরিচ্ছেদ : চেহারায় আঘাত করা এবং একে কুৎসিত বলা ও তাতে দাগ দেয়া নিষেধ

(١٠٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ وَلَا يَقُلْ قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ.

www.waytojannah.com

Contents

১০৮. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেছেন, যদি তোমরা তোমাদের কাউকে মারধর কর, তাহলে চেহারায় মারা থেকে বিরত থাকবে। আর আল্লাহ্ তোর চেহারা এবং তোমার অনুরূপ যে আছে, তাঁর চেহারা কুৎসিত বানিয়ে দিক, একথা বলো না। কারণ আল্লাহ তা'আলা আদম (আ) কে তাঁর নিজস্ব সূরতে সৃষ্টি করেছেন।

(١٠٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ.

১০৯. জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) পশুর চেহারায় দাগ দিতে এবং আঘাত করতে নিষেধ করেছেন।

(١١٠) وعنه ايضا قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ يُدَخِّنُ مَنْخِرَاهُ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ (زاد فى رواية لعن الله الذى وسمه) لَا يَسِمَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ لَا يَضْرِبَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ.

১১০. পুনরায় তিনি বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূল (সা) একটি গাধার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার মুখে দাগ দেয়া ছিল। ফলে তার নাকের ছিদ্রের রং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূল (সা) বলেন, এ কাজটিকে করেছে? অন্য বর্ণনায় অধিক বলা হয়েছে : যে একে দাগ দিয়েছে, তার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ। তোমাদের কেউ যেন চেহারায় দাগ না দেয় ও প্রহার না করে।

(١١١) عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَضْرِبَ الصُّورَةُ يَعْنِي الْوَجْهَ.

১১১. সালিম (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) চেহারার উপর আঘাত করতে নিষেধ করেছেন।

وعنه من طريق ثان عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الصُّورَةِ وَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ.

তার দ্বিতীয় বর্ণনায় 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি চেহারায় দাগ দেয়া অপছন্দ করতেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) চেহারায় আঘাত করতে নিষেধ করেছেন।

(١١٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ.

১১২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যদি তার ভাইকে আঘাত করে, তবে সে যেন তার চেহারায় আঘাত করা থেকে বিরত থাকে।

(١١٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

১১৩. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

www.waytojannah.com

Contents

فصل منه فى النهى عن الكسع ولطم خدود الدواب والخدم وحد الضرب۔

পরিচ্ছেদ : নিতম্বে হাত দিয়ে মারা পশু ও খাদিমের গালে চড় মারা এবং তীব্রভাবে আঘাত করা নিষেধ

(١١٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِىُّ يَا لَلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِىُّ يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ دَعْوَى الْكَسْعَةِ فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ۔

১১৪. জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজিরদের এক ব্যক্তি আনসারদের এক ব্যক্তির নিতম্বে হাত দিয়ে আঘাত করে, তখন আনসারী বললো, হে আনসারগণ। তোমরা আমাকে সাহায্য কর। আর মুহাজির ব্যক্তি বললো, হে মুহাজিরগণ! তোমরা আমার সাহায্যে এগিয়ে আস। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা জাহেলী যুগের মত কাজ করেছ। তোমরা এ ধরনের কাজ পরিহার কর; কেননা, এ কাজ নিন্দনীয়।

(١١٥) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ لَطْمِ خُدُودِ الدَّوَابِّ وَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ عِصِيًّا وَسِيَاطًا۔

১১৫. মিক্‌দাম ইব্‌ন মা'য়দী কারব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) পশুর গালে চপেটাঘাত করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি বলেন, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের জন্য লাঠি ও বেতের ব্যবস্থা করেছেন।

www.waytojannah.com

(٤٧) كتاب التوبة

অধ্যায়

তাওবা

باب: فى الامر بالتوبة وفرح الله عز وجل بها لعبده المؤمن۔

পরিচ্ছেদ : তাওবার নির্দেশ এবং তওবা করার দরুণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দার উপর খুশি হন

(١) عَنْ اَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَغَرَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ۔

১. আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মযনি থেকে শুনেছি, যুহায়না গোত্রের এক ব্যক্তি ইব্ন 'উমরের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছেন, হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের নিকট তওবা কর, আমি তাঁর নিকট দিনে একশতবার তওবা করে থাকি।

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً۔

২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি একদিনে সত্তরবারের ও অধিক তওবা করি এবং আল্লাহ্‌র নিকট গুনাহ মাফ চাই।

(٣) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ فَقُلْتُ لَهُ اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ اثْنَتَانِ أَمْ وَاحِدَةٌ؟ فَقَالَ هُوَ ذَاكَ أَوْ نَحْوَ هَذَا۔

৩. আবূ বুরদা (রা) রাসূল (সা)-এর সাথী মযনী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর এবং গুনাহ মাফ চাও। আমি প্রত্যেক দিন আল্লাহর নিকট একশতবার তাওবা করি ও গুনাহ মাফ চাই। তখন আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট গুনাহ হতে মাফ চাই। তখন আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট গুনাহ হতে মাফ চাই এবং তোমার নিকট তাওবা করি– দু'বার অথবা একবার। তিনি বললেন, একবার ইসতিগফার, অথবা একবার তাওবা।

وعنه من طريق ثان عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهُ وَفِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ۔

তার দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি মুহাজির এক ব্যক্তি থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। সেখানে একশত বার, অথবা একশত বারের চেয়ে অধিক উল্লেখ আছে।

www.waytojannah.com

Contents

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ ذَاكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْاٰنِ (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ).

৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি যখন গুনাহ করে, তখন তার কলবে একটি কালো দাগ পড়ে। এরপর সে তওবা করলে, পাপ কাজ ত্যাগ করলে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার কলব পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। সে আরো গুনাহ করলে, সে কালো দাগ আরো বেড়ে যায়, সে জং-এর কথা আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন, "কখনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং ধরিয়েছে!" (সূরা আল মুতাফ্ফিফীন, ১৪)

(٥) عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ (يعنى ابن مسعود رضى الله عنه) حَدِيثَيْنِ أَحَدَهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْاٰخَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ فِي أَصْلِ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ لَهُ هَكَذَا فَطَارَ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِأَرْضٍ دَوِّيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَزَادُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَلَمْ يَجِدْهَا قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ قَالَ فَأَتَى مَكَانَهُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَزَادُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ.

৫. হারিছ ইব্ন সুয়ায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, একটি তার নিজের পক্ষ থেকে, অন্যটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, মুমিন ব্যক্তি তার গুনাহকে পাহাড় সমতুল্য মনে করে এবং সে তা তার উপর পতিত হওয়াকে ভয় করে। পক্ষান্তরে, পাপী ব্যক্তি তার গুনাহকে মাছি সমতুল্য মনে করে, বা তার নাকের উপর বসে এবং তাকে হাত দিয়ে তাড়ালে সে উড়ে যায়। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির তাওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশী আনন্দিত হন, যে ব্যক্তি মরুভূমিতে কোন এক মৃত্যুর স্থানে বের হলো, যার সাথে তার উট ছিল এবং সেখানে খাদ্য ও পানীয় ও অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদী ছিল। অতঃপর উটটি হারিয়ে গেল। সে তা খুঁজতে বের হলো এবং শেষ পর্যন্ত সে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গেল, কিন্তু উট দেল না। সে বললো, যে স্থানে থেকে আমার উট হারিয়ে গেছে, আমি সেখানে ফিরে যাই এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করি। এরপর সে ঐ স্থানে ফিরে আসলো এবং সেখানে শুয়ে পড়লো। যখন সে ঘুম থেকে উঠলো, তখন সে দেখলো, তার উট তার মাথার পাশে খাদ্য পানীয় ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

(٦) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ نَحْوَهُ وَفِيهِ فَإِذَا هُوَ بِهَا تَجُرُّ خِطَامَهَا فَمَا هُوَ بِأَشَدَّ بِهَا فَرَحًا مِنَ اللهِ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ.

৬. নু'মান ইব্ন বশীর (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, সেখানে এরূপ নিরাশ অবস্থায় সে উটটিকে দেখে তার লাগাম ধরে ফেললো। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ্ তাতে বেশী আনন্দিত হন।

www.waytojannah.com

(٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا ضَلَّتْ مِنْهُ ثُمَّ وَجَدَهَا؟ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَلّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا وَجَدَهَا.

৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ খাদ্য দ্রব্য নিয়ে হারিয়ে যাওয়া উট পাওয়ার পর কি আনন্দিত হও না? তারা বললো, হাঁ হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! যার হাতে মুহাম্মদ-এর প্রাণ, তার শপথ করে বলছি : তোমাদের কেউ হারিয়ে যাওয়া উট ফেলে যেভাবে আনন্দিত হয়, আল্লাহ তাঁর বান্দার উপর তাওবা করলে এর চেয়ে বেশী আনন্দিত হন।

(٨) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

৮. আবূ মূসা আশ'য়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতে তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকেন, যাতে করে দিনের গুনাহগার তাওবা করে। আর তিনি দিনে তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন, যাতে রাতের গুনাহগার তাওবা করে।

(٩) عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ وَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي بِقُدْرَتِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أُبَالِي وَكُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَسَلُونِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَلُونِي أَرْزُقْكُمْ وَلَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى قَلْبِ أَتْقَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي لَمْ يَزِيدُوا فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فَسَأَلَ كُلُّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ وَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مَا سَأَلَ لَمْ يَنْقُصْنِي إِلَّا كَمَا لَوْ مَرَّ أَحَدُكُمْ عَلَى شَفَةِ الْبَحْرِ فَغَمَسَ إِبْرَةً ثُمَّ انْتَزَعَهَا ذَلِكَ لِأَنِّي جَوَادٌ مَاجِدٌ وَاجِدٌ أَفْعَلُ مَا أَشَاءُ عَطَائِي كَلَامٌ وَعَذَابِي كَلَامٌ إِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

৯. আবু যর (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি যাদের ক্ষমা করেছি, তারা ব্যতীত তোমাদের সকলেই গুনাহগার। অতএব তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমি তোমাদের ক্ষমা করবো। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জানে যে, আমি ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখি, এরপর সে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আমি তাকে ক্ষমা করে দেই। আর আমি যাদেরকে হিদায়াত প্রদান করেছি, তারা ব্যতীত তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। অতএব তোমরা আমার নিকট সৎপথ প্রার্থনা কর। আমি তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করবো। আমি যাদের ধনবান করেছি, তারা ব্যতীত তোমরা সকলেই দরিদ্র। তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে রিযিক দান করব। তোমাদের জীবিত মৃত আগের ও পরের সিক্ত ও শুষ্ক (স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল) নির্বিশেষে সকলেই যদি আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক তাক্ওয়ার অধকারী ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তাহলে একটি মশার পাখার সমপরিমা ও আমার রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে না। তোমাদের

www.waytojannah.com

জীবিত মৃত আগের ও পরের সিক্ত ও শুষ্ক সকলে যদি একত্র হয়ে প্রত্যেকে তার পূর্ণ চাহিদা মত আমার নিকট প্রার্থনা করে এবং আমি তাদের চাহিদা মত সবকিছু দান করি, তবু আমার কিছুই কমবে না। তবে এতটুকু পরিমাণ যে, তোমাদের কেউ সমুদ্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রমকালে তাতে একটি সুই ডুবিয়ে তা তুলে নিলে তাতে সমুদ্রের পানি যতটুকু হ্রাস পাবে; এর কারণ আমি দাতা। দয়ালু ও মহান; আমি যা চাই, তা করি। আমার দান হলো আমার কথা, আর আমার আযাব হলো আমার নির্দেশ। আর আমি যখন কিছু ইচ্ছে করি তখন বলি : হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়।

(١٠) وعنه ايضا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَا عَبْدِى مَا عَبَدْتَنِى وَرَجَوْتَنِى فَإِنِّى غَافِرٌ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَيَا عَبْدِى إِنْ لَقِيتَنِى بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً مَا لَمْ تُشْرِكْ بِى لَقِيتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً الحديث نحو ما تقدم.

১০. পুনরায় তিনি বর্ণনা করেন, নবী করিম (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, হে বান্দা যতক্ষণ তুমি আমার ইবাদত করবে এবং আমার কাছে ক্ষমা লাভের আসায় থাকবে, আমি তোমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেব। হে আমার বান্দাহ। তুমি যদি যমীন পরিমাণ গুনাহ করেও আমার সাথে মিলিত হও, আর আমার সাথে কাউকে শরীক না কর, তাহলে আমি যমীন পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব। পূর্বে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

(١١) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنِّى حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِى الظُّلْمَ وَعَلَى عِبَادِى أَلَا فَلَا تَظَالَمُوا كُلُّ بَنِى آدَمَ يُخْطِئُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرُ لَهُ وَلَا أُبَالِى فذكر نحو ما تقدم.

১১. পুনরায় তার থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার নিজের উপর ও আমার বান্দার উপর জুলুম হারাম করেছি। সাবধান! তোমরা জুলুম করবে না, প্রত্যেক আদম সন্তান রাত দিন গুনাহ করে, এরপর সে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেই, এতে আমি কোন ভ্রূক্ষেপ করব না।

(١٢) عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْأَغَرِّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْهِلُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ مُذْنِبٍ؟ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ؟ قَالَ نَعَمْ.

১২. আবূ ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবূ হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাঁরা উভয়েই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন; আল্লাহ্ তা'আলা রাতের তৃতীয় অংশে প্রথম আসমানে অবতরণ করে বলেন, কোন প্রার্থনাকারী আছে কি? কোন তাওবাকারী আছে কি? কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? কোন গুনাহকারী আছে কি? বর্ণনাকারী বলেন, এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করলো, এটা কি ফযর পর্যন্ত? তিনি বললেন, হাঁ।

(١٣) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ فَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى لَهُمَا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ زاد فى رواية وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

www.waytojannah.com

১৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানই গুনাহগার, আর গুনাহগারদের মধ্যে তাওবাকারীগণই উত্তম। যদি আদম সন্তানের দু'উপত্যকা পরিমাণ মাল হয়, তাহলে সে তৃতীয়টির আকাংখা করে, আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুতে পূর্ণ হবে না। (অন্য বর্ণনায় : অতিরিক্ত আছে) যে ব্যক্তি তাওবা করবে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন।

(١٤) عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابَ.

১৪. মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ বিপদ আপদ দিয়ে পরীক্ষাকৃত তাওবাকারী মুমিন বান্দাকে ভালবাসেন।

(١٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ.

১৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, আমি একশত বার আল্লাহ্র নিকট তওবা করি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করি।

(١٦) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ فِي لِسَانِي ذَرَبٌ عَلَى أَهْلِي لَمْ أَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ يَا حُذَيْفَةُ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.

১৬. হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পরিবারের সাথে কটুভাষা ব্যবহার করতাম, তবে অন্যদের সাথে এমন করতাম না। অন্য বর্ণনায় : অন্যদের প্রতি কটুভাষা ব্যবহার করতাম না। অতঃপর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, হে হুযায়ফা : তুমি ক্ষমা প্রার্থনা থেকে দূরে কেন? অর্থাৎ তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করো না কেন? হে হুযায়ফা। আমি প্রত্যেক দিন একশত বার তাওবা করি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করি। হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূলের এ বাণী আমি আবূ বারদা ইব্ন আবূ মূসা আশ'য়ারী (রা)-এর নিকট উল্লেখ করি। আবূ মূসা (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি প্রত্যেক দিনও রাতে একশত বার আল্লাহর নিকট তাওবা করি ও ক্ষমা প্রার্থনা করি।

باب : ما جاء فى حد الوقت الذى تقبل فيه التوبة.

পরিচ্ছেদ : তাওবা কবুল হওয়ার সময় সম্পর্কে

(١٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَّا يُقَالُ لَهُ أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ عَامًا تِيبَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ تِيبَ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ يَوْمًا حَتَّى قَالَ سَاعَةً حَتَّى قَالَ فُوَاقًا قَالَ قَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مُشْرِكًا أَسْلَمَ؟ قَالَ إِنَّمَا أُحَدِّثُكُمْ كَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ.

১৭. 'আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তাওবা করে, তার তাওবা কবুল করা হয়। আর যে ব্যক্তি তার

www.waytojannah.com

Contents

মৃত্যুর এক মাস পূর্বে তাওবা করে, তার তাওবা কবুল করা হয় এবং যে ব্যক্তি মৃত্যুর একদিন পূর্বে তাওবা করে অথবা এক ঘণ্টা পূর্বে, এমন কি যে ব্যক্তি উটের দুধ দোহনের সময়ের মধ্যে তাওবা করে, তা কবুল করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, তখন এক ব্যক্তি বললো, যদি মুশরিক ইসলাম গ্রহণ করে? তিনি বলেন, আমি তোমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি।

(١٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ.

১৮. ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মহান রাব্বুল আলামীন রুহ কণ্ঠাগত না হওয়া, অর্থাৎ (মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশের পূর্ব) পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করেন।

(١٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، قُبِلَ مِنْهُ.

১৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে তওবা করবে, তার তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন।

وعنه من طريق ثان قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَابَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ.

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে তওবা করবে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন।

(٢٠) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ اجْتَمَعَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِيَوْمٍ فَقَالَ الثَّانِي أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِنِصْفِ يَوْمٍ فَقَالَ الثَّالِثُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِضَحْوَةٍ قَالَ الرَّابِعُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ نَعَمْ وَأَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ بِنَفْسِهِ.

২০. 'আবদুর রহমান ইব্ন বায়লামানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীরা একত্রিত হলেন। তখন তাদের মধ্যে একজন বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তা'আলা বান্দার মৃত্যুর একদিন পূর্বে তার তাওবা কবুল করেন। দ্বিতীয়জন বললেন, তুমি কি এ কথা রাসূলে করিম (সা)-এর কাছ থেকে শুনেছ? তখন সে বললো, হ্যাঁ। অপর ব্যক্তি বললো, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দার মৃত্যুর অর্ধেক দিন পূর্বে তার তাওবা কবুল করেন। তখন এক ব্যক্তি বললো, তুমি কি একথা রাসূল (সা)-এর কাছ থেকে শুনেছ? সে বললো, হ্যাঁ। তখন তৃতীয় ব্যক্তি বললো, আল্লাহ বান্দার মৃত্যুর প্রথম প্রহরে তার তওবা কবুল করেন। তখন চতুর্থ ব্যক্তি বললো, তুমি কি রাসূলে করিম (সা) থেকে একথা শুনেছ? সে বললো, হাঁ। তখন চতুর্থ ব্যক্তি বললো, আমি রাসূলে করিম (সা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ্ মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করেন।

www.waytojannah.com

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় কোন কোন সাহাবী অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

(٢١) عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ أَوْ يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْحِجَابُ؟ قَالَ أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ.

২১. আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবা কবুল করেন, অথবা তার বান্দাকে ক্ষমা করেন, যতক্ষণ না তার মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) অন্তরায় সৃষ্টি হওয়া বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন, কোন লোকের মুশরিক অবস্থায় মৃত্যু হওয়া।

باب: ما جاء في كيفية التوبة وما يفعل من اراد ان يتوب.

পরিচ্ছেদ : তাওবার ধরণ এবং যে ব্যক্তি তাওবা করবে, কিভাবে করবে?

(٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيِّ عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرِي اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَنِي وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ قَالَ مِسْعَرٌ وَيُصَلِّي وَقَالَ سُفْيَانُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَيَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا غُفِرَ لَهُ.

২২. 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকে যে হাদীস শুনতাম, তখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তা থেকে আমি উপকৃত হতাম, আর যদি অন্যের কাছ থেকে হাদীস শুনতাম, তবে তার থেকে শপথ নিতাম। আর যখন সে শপথ করতো, তখন বিশ্বাস করতাম। আবু বকর (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং আবু বকর সত্য বলেছেন। তিনি নবী করিম (সা)-এর কাছ থেকে শুনেছেন, যে ব্যক্তি কোন গুনার কাজ করে, তারপর উত্তমভাবে অযু করে; বর্ণনাকারী (রা) মুস'আব (রা) বলেন, এবং নামায পড়ে। সুফিয়ান (রা) বলেন, এরপর সে দু'রাকাত নামায পড়ে এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দেন।

قَالَ كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَذَكَرَ نَحْوَ وَفِيهِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى لِذَلِكَ الذَّنْبِ إِلَّا غَفَرَ لَهُ وَقَرَأَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ.

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় আবু বকর (রা) বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে কোন হাদীস শুনতাম, এরপর তিনি অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেন। সেখানে বলা হয়েছে, সে গুনাহের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে, অবশ্যই আল্লাহ্ তার গুনাহ মাফ করে দিবেন। এরপর তিনি উক্ত আয়াত দুটি তেলাওয়াত করেন,

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا.

কেহ কোন মন্দ কার্য করলে। অথবা নিজের প্রতি জুলুম করলে, এরপর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহকে সে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু পারে। (সূরা নিসা : ১১০)

www.waytojannah.com

Contents

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ الاية.

"যারা কোন অশ্লীল কার্য করে, অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (আলে ইমরান, ১৩৫)

(٢٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّدَمُ تَوْبَةٌ؟ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ مَرَّةً سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّدَمُ تَوْبَةٌ.

২৩. 'আবদুল্লাহ ইবন মা'কাল ইব্ন মুকাররিন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার পিতার সাথে 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, তুমি কি নবী করিম (সা) কে বলতে শুনেছ, অনুতপ্ত হওয়াই তাওবা? তিনি বললেন, হাঁ। আবার বললেন; আমি তাকে বলতে শুনেছি, অনুতপ্ত হওয়াই তাওবা।

(٢٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّارَةُ الذَّنْبِ النَّدَامَةُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ لِيَغْفِرَ لَهُمْ.

২৪. ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, গুনাহের কাফ্ফারা হলো অনুতপ্ত হওয়া। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যদি তোমরা গুনাহ না করতে, তাহলে আল্লাহ এমন এক দল লোক নিয়ে আসতেন, তারা গুনাহ করতো এবং আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করতেন।

(٢٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ أَنْ يَتُوبَ مِنْهُ ثُمَّ لَا يَعُودَ فِيْهِ.

২৫. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, গুনাহ থেকে তাওবা করাই উত্তম পথ, তুমি এমনভাবে তওবা করবে, যাতে গুনাহের কাজে ফিরে না যাও।

(٢٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتِ أَلَمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ فَإِنَّ التَّوْبَةَ مِنَ الذَّنْبِ النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَارُ.

২৬. 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে 'আয়েশা! তুমি যদি গুনাহে আপতিত হও। তাহলে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। কেননা, গুনাহ থেকে পরিত্রাণের উপায় হলো– অনুতপ্ত হওয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা।

(٢٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ مِنْ أَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ حِيْنَ لَا يَكُونُ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ.

২৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেছেন, সে ব্যক্তি তার ভাইয়ের 'ইজ্জত অথবা সম্পদের উপর জুলুম করে, তাকে সে যেন তার নেক আমল নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তা পরিশোধ করে দেয়, (অর্থাৎ তা থেকে মুক্ত হয়) যেদিন তার কাছে কোন দীনার ও দিরহাম থাকবে না। যদি তার নেক আমল থাকে, তাহলে জুলুম পরিমাণ তার কাছ থেকে নেক আমল নিয়ে নেওয়া হবে, আর যদি নেক আমল না থাকে, তাহলে মজলুম ব্যক্তির খারাপ আমলগুলো তাকে দিয়ে দেওয়া হবে।

www.waytojannah.com

باب: ما جاء فى عدم قنوط المذنب من المغفرة لكثرة ذنوبه مادام موحدا۔

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী থাকা অবস্থায় অধিক গুনাহ করেও গুনাহগার ব্যক্তির আল্লাহ্‌র ক্ষমা থেকে নিরাশ না হওয়া সম্পর্কে

(٢٨) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ فَقُلْنَا لِجَابِرٍ أَكُنْتُمْ تَعُدُّوْنَ الذُّنُوبَ شِرْكًا؟ قَالَ مَعَاذَ اللهِ۔

২৮. আবু যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমরা কি গুনাহকে শিরক হিসাবে গণ্য কর? তিনি বলেন, আল্লাহ্ পানাহ! রক্ষা করুন।

(٢٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَمْلَأَ خَطَايَاكُمْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتُمُ اللهَ لَغَفَرَ لَكُمْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُخْطِئُوا لَجَاءَ اللهُ بِقَوْمٍ يُخْطِئُونَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُوْنَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ۔

২৯. আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যার হাতে আমার প্রাণ! অথবা যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর শপথ! তোমরা যদি পাপ কর, এমন কি তোমাদের পাপে আসমান ও যমীন ভর্তি হয়ে যায়, এরপর তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ্‌র শপথ! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, অথবা যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমরা পাপ না করতে, তাহলে আল্লাহ্ এমন এক জাতিকে সৃষ্টি করতেন, যারা পাপ করতো, পরে তারা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো। আর আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।

(٣٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ كَيْ يَغْفِرَ لَهُمْ۔

৩০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যদি তোমরা গুনাহ না করতে, তাহলে আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করতেন, যারা গুনাহ করতো, যেন তাদেরকে ক্ষমা করা হয়।

(٣١) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ حِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَدْ كُنْتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تُذْنِبُوْنَ لَخَلَقَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَوْمًا يُذْنِبُوْنَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ۔

৩১. আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুমূর্ষ অবস্থায় বলেন, আমি তোমাদের কাছে একটি বিষয় গোপন করে রেখেছি, যা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকে শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, যদি তোমরা গুনাহ না করতে। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই এমন এক দলকে সৃষ্টি করতেন, যারা গুনাহ করতো, এরপর আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করতেন।

(٣٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا أَوْ قَالَ عَمِلْتُ عَمَلًا ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدِي عَمِلَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ عَمِلَ ذَنْبًا اٰخَرَ أَوْ قَالَ أَذْنَبَ ذَنْبًا اٰخَرَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي عَمِلْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ عَمِلَ ذَنْبًا اٰخَرَ أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا اٰخَرَ فَقَالَ

www.waytojannah.com

رَبِّ إِنِّي عَمِلْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ فَقَالَ عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ عَمِلَ ذَنْبًا اٰخَرَ أَوْ قَالَ أَذْنَبَ ذَنْبًا اٰخَرَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي عَمِلْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ قَالَ عَبْدِي عَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ.

৩২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন, এক ব্যক্তি গুনাহ করে বলে, হে আমার রব! আমি গুনাহ করেছি। অথবা বলে, আমি গুনাহর কাজ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাহ গুনাহ করেছে, এরপর সে বুঝতে পেরেছে তার একজন রব আছে, তিনি গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন এবং এরপর দরুণ তাকে পাকড়াও করতে পারেন। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দেই। এরপর সে পুনরায় গুনাহর কাজ করে, অথবা দ্বিতীয়বার গুনাহ করে এবং বলে, হে আমার রব! আমি গুনাহের কাজ করেছি, তুমি ক্ষমা কর, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা জ্ঞাত হয়েছে যে, তার রব গুনাহ মাফ করতে পারে এবং তাকে পাকড়াও করতে পারে। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দেই। পুনরায় সে গুনাহর কাজ করে, অথবা গুনাহ করে বলে, হে আমার রব! আমি গুনাহের কাজ করেছি, তুমি ক্ষমা কর, এরপর সে জ্ঞাত হয় যে, তার রব তার গুনাহ মাফ করতে পার এবং তাকে পাকড়াও করতে পারে। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দেই। সুতরাং তুমি ইচ্ছেমত আমল কর; অর্থাৎ আল্লাহ্ জানেন সে, যখনই সে গুনাহ করে, তখনই আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।

(٣٣) عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِأَسِيرٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ وَلَا أَتُوبُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَ الْحَقَّ لِأَهْلِهِ.

৩৩. আসওয়াদ ইব্ন সারী' (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী করিম (সা)-এর নিকট একজন যুদ্ধবন্দীতে নিয়ে আসা হলো। তখন সে বললো, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থী, মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থী নই। তখন নবী করিম (সা) বলেন, সে তার পরিবারের জন্য সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে।

فصل منه فی قصة الرجل الذی قتل تسعة وتسعین نفسا ثم اکمل المائة.

অনুচ্ছেদ : এক ব্যক্তি বিরানব্বইজন লোককে হত্যা করে তারপর একজনকে হত্যা করে একশত পূর্ণ করলো

(٣٤) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَا أُحَدِّثُكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي إِنَّ عَبْدًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ؟ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي قَتَلْتُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ بَعْدَ قَتْلِ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا؟ قَالَ فَانْتَضَى سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ بِهِ فَأَكْمَلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ؟ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي قَتَلْتُ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ اخْرُجْ مِنَ الْقَرْيَةِ الْخَبِيثَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا فَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيهَا قَالَ فَخَرَجَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ فَعَرَضَ لَهُ أَجَلُهُ فِي الطَّرِيقِ قَالَ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ قَالَ فَقَالَ إِبْلِيسُ أَنَا أَوْلَى بِهِ إِنَّهُ لَمْ يَعْصِنِي سَاعَةً قَطُّ قَالَ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ إِنَّهُ خَرَجَ تَائِبًا قَالَ هَمَّامٌ فَحَدَّثَنِي حُمَيْدٌ

www.waytojannah.com

Contents

الطَّوِيْلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ فَبَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مَلَكًا فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَتَادَةَ قَالَ فَقَالَ انْظُرُوا أَيُّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ فَأَلْحِقُوهُ بِأَهْلِهَا قَالَ قَتَادَةُ فَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ لَمَّا عَرَفَ الْمَوْتَ احْتَفَزَ بِنَفْسِهِ فَقَرَّبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ وَبَاعَدَ مِنْهُ الْقَرْيَةَ الْخَبِيْثَةَ فَأَلْحَقُوهُ بِأَهْلِ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ.

৩৪. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যা শুনেছি, তা অবশ্যই তোমাদের কাছে বর্ণনা করব। আমি তা নিজ কানে শুনেছি এবং আমার অন্তর দিয়ে তা অনুধাবন করেছি। এক ব্যক্তি নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করে। এরপর তওবা করার প্রস্তাব দেয় এবং দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমের সন্ধান করে। তাকে একজন দরবেশের কথা বলে দেয়া হয়। সে তার নিকট গিয়ে বলে, আমি নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করেছি। এখন আমার জন্য তাওবার কোন সুযোগ আছে কি? সে বললো, নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করার পর তাওবার সুযোগ? তখন সে তরবারী খুলে তাকে হত্যা করে একশত সংখ্যা পূর্ণ করে। তারপর আবার তাওবার প্রস্তাব দেয় সে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ 'আলিমের সন্ধান করে। তখন তাকে এক 'আলিমের খোঁজ দেয়া হয়। সে তার নিকট গিয়ে বলে, আমি একশত লোককে হত্যা করেছি, এখন আমার তাওবা করার কোন সুযোগ আছে কি? সে বললো, হাঁ, তাওবার সুযোগ আছে? আর তাওবার অন্তরায় কে হতে পারে? তুমি যে খারাপ গ্রামে আছ, সেখান থেকে অমুক ভাল গ্রামে চলে যাও। সেখানে গিয়ে তোমার রবের ইবাদত কর। অতঃপর সে ভাল বা নেককার লোকদের গ্রামের দিকে বের হলে পথেই তার শেষ সময় এসে পড়লো। তখন রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। (বর্ণনাকারী বলেন ইবলিস বললো, আমি বলছি সে কখনও নাফরমানী করেনি।) তখন রহমতের ফেরেশতা বলতে লাগলো, এ লোকটি তাওবা করে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে এসেছে, আবু রাফে' (রা) বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতা পাঠালে তারা তার বিষয়ে মতবিরোধ করলো। এরপর তিনি কাতাদা (রা) বর্ণিত হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করে বলেন, তোমরা দেখ, দুইটি গ্রামের মধ্যে যেটি তার নিকটবর্তী হয়, তাকে সে গ্রামের জনগণের সাথে সম্পৃক্ত কর। কাতাদা (রা) বলেন, হাসান (র) হাদীস বর্ণনা করে বলেন, তিনি যখন মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন, তখন নিজেকে ভাল লোকদের সাথে মিলিত চেষ্টা করলেন। আল্লাহ তা'আলা সৎ জনবসতিকে তার নিকটবর্তী করে দিলেন, আর অসৎ জনবসতিকে দুরে সরিয়ে দিলেন এবং তাকে সৎ জনবসতির অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন।

ابواب ما جاء فى رحمة الله عز وجل لعباده الموحدين.

তাওহীদবাদী বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌র রহমত সম্পর্কিত

باب: فى ان رحمة الله تعالى سبقت غضبه.

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র রহমত তাঁর ক্রোধ থেকে অগ্রবর্তী থাকে

(٣٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ كِتَابًا بِيَدِهِ لِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَوَضَعَهُ تَحْتَ عَرْشِهِ فِيْهِ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي.

৩৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পূর্বে স্বহস্তে নিজের উপর অবধারিত করে কিতাবে লিখে নিয়েছেন তারপর সে কিতাবখানা তার 'আরশের নীচে রেখে দিয়েছেন, আমার রহমত আমার ক্রোধের অগ্রবর্তী থাকে।

www.waytojannah.com

وعنه من طريق ثان قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْخَلْقِ كَتَبَ عَلَى عَرْشِهِ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي.

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ যখন সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করে মুক্ত হলেন, তখন তিনি তাঁর 'আরশের উপর লিখে দিলেন, আমার রহমত আমার ক্রোধের অগ্রবর্তী থাকে।

وعنه من طريق ثالث قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي.

তাঁর তৃতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করার পর তাঁর কিতাবে লিখে দিলেন এবং তা তাঁর 'আরশের উপর রেখে দিলেন, আমার রহমত আমার ক্রোধের পূর্ববর্তী থাকে। অন্য শব্দে : আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর বিজয়ী থাকবে।

ومن طريق رابع عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي.

তাঁর চতুর্থ বর্ণনায় নবী করিম (সা) বলেন, আল্লাহ্ যখন সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেন, তখন স্বহস্তে নিজের উপর অবধারিত করে লিখে নিয়েছেন, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর বিজয়ী থাকবে।

باب : ما جاء فى ان الرحمة التى اودعها الله فى قلوب خلقه جزء من مائه من رحمته لخلقه.

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্ তাঁর রহমতের একশত ভাগের এক ভাগ তাঁর সৃষ্টিকুলের অন্তরে ন্যস্ত করেছেন

(٣٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ مِائَةُ رَحْمَةٍ وَإِنَّهُ قَسَمَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَوَسِعَتْهُمْ إِلَى آجَالِهِمْ وَذَخَرَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً لِأَوْلِيَائِهِ وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَابِضٌ تِلْكَ الرَّحْمَةَ الَّتِي قَسَمَهَا بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَى التِّسْعِ وَالتِّسْعِينَ فَيُكَمِّلُهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ وَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَخِلَاسٌ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

৩৬. হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে খবর দিয়েছেন, মহান আল্লাহ্র একশত রহমত রয়েছে, তার মধ্যে তিনি যমীনের অধিবাসীদের মাঝে মাত্র একটি বণ্টন করেছেন, আর তা তাদের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছেন। এবং নিরা নব্বইটি রহমত তাঁর প্রকৃত বন্ধুদের জন্য জমা করে রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা যমীনের অধিবাসীদের মাঝে যে এক ভাগ রহমত বণ্টন করেছেন, তা নিরা নব্বই ভাগের সাথে মিশিয়ে কিয়ামতের দিন তাঁর প্রিয় বন্ধুদের জন্য একশত ভাগ পূর্ণ করবেন।

(٣٧) عَنْ جُنْدَبٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى رَاحِلَتَهُ فَأَطْلَقَ عِقَالَهَا ثُمَّ رَكِبَهَا ثُمَّ نَادَى اَللّٰهُمَّ

www.waytojannah.com

ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِنَا أَحَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَقُولُونَ هَذَا أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ؟ قَالُوا بَلَى قَالَ لَقَدْ حَظَرْتَ رَحْمَةُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّ اللهَ خَلَقَ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَأَنْزَلَ اللهُ رَحْمَةً وَاحِدَةً يَتَعَاطَفُ بِهَا الْخَلَائِقُ جِنُّهَا وَإِنْسُهَا وَبَهَائِمُهَا وَعِنْدَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ أَتَقُولُونَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ؟.

৩৭. জুনদুব ইব্ন বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন বেদুঈন এসে তার উট থেকে নামলো এবং তাকে বাঁধলো, তারপর সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে সালাত আদায় করলো। সালাত আদায়ের পর সে তার উটের কাছে এসে উটের বাঁধন খুলে তার পিঠে আরোহণ করলো। তারপর আওয়াজ দিয়ে বললো, হে আল্লাহ্! আমার উপর এবং মুহাম্মদ (সা)-এর উপর রহমত নাযিল কর। আর আমাদের রহমতের মধ্যে অন্য কাউকে অন্তর্ভুক্ত করো না। তখন রাসূল (সা) বললেন, তোমরাই বল, এ লোকটি অধিক বিভ্রান্ত, না কি তার উট? তোমরা কি শুনেছ, সে কি বলেছে? সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর অফুরন্ত রহমতকে সঙ্কুচিত করে ফেলেছে। আল্লাহ একশত রহমত সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে একটি রহমত সৃষ্টিকুলের জন্য নাযিল করেছেন তা দ্বারা সৃষ্টিকুলের জ্বিন-মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার পরস্পরের প্রতি দয়া ও অনুকল্প প্রদর্শন করে। অপর নিরা নব্বইটি রহমত তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন, তোমরা কি মনে কর, সে বিভ্রান্ত না তার উটটি বিভ্রান্ত?

(٣٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلّٰهِ مِائَةُ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْهَوَامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى أَوْلَادِهَا وَأَخَّرَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ.

৩৮. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেছেন, আল্লাহর নিকট একশত রহমত আছে, তা থেকে তিনি একটি রহমত মানুষ জ্বীন ও জীব জানোয়ারের জগৎ নাযিল করেছেন, যার ফলে তারা পরস্পরের প্রতি দয়া ও সমবেদনা প্রদর্শন করে। এর দ্বারা বন্যপশু ভার সন্তানের উপর দয়া করে। আর বাকী নিরা নব্বইটি রহমত দ্বারা আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের উপর দয়া করবেন।

(٣٩) عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ خَلَقَ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ يَتَرَاحَمُ بِهَا الْخَلْقُ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوُحُوشُ عَلَى أَوْلَادِهَا وَأَخَّرَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

৩৯. সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা একশত রহমত সৃষ্টি করেছেন, তাঁর একটি রহমতের কারণে সৃষ্টিজীব পরস্পরের প্রতি দয়া ও সমবেদনা প্রদর্শন করে। যার ফলে ন্য পশুরা তার সন্তানদের উপর দয়া করে। আর বাকী নিরা নব্বইটি দ্বারা আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়া করবেন। (মুসলিম)

(٤٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِالْجَنَّةِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدٌ خَلَقَ اللهُ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَوَضَعَ وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ يَتَرَاحَمُونَ بِهَا وَعِنْدَ اللهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ رَحْمَةً.

www.waytojannah.com

Contents

৪০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেন, যদি মুমিন বান্দা জানতো যে, আল্লাহ্‌র নিকট কি ভীষণ শাস্তি রয়েছে, তাহলে সে বেহেশতে প্রবেশের আশা করতো না। আর যদি কাফির ব্যক্তি জানতো যে, আল্লাহ্‌র নিকট কি অপরিসীম দয়া আছে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ থেকে নিরাশ হতো না। আল্লাহ্ একশত রহমত সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে থেকে মাত্র একটি রহমত তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে রেখেছেন, যার ফলে- তারা পরস্পরের প্রতি দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শন করে। আর অবশিষ্ট নিরা নব্বইটি রহমত আল্লাহ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন।

باب: قوله صلى الله عليه وسلم لا ينجى احدكم عمله۔

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী শুধু আমল দিয়ে তোমাদের কেউ মুক্তি পাবে না

(٤١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُنْجِي أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا۔

৪১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমাদের কেউ শুধু আমল দ্বারা মুক্তি পাবে না। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আপনি ও কি মুক্তি পাবেন না? তিনি বললেন, না, আমিও না; যদি না আল্লাহ্ তাঁর রহমত দ্বারা আমাকে পরিবেষ্টিত করে নেন। তোমরা সঠিকভাবে আমল করবে, তার নিকটবর্তী হবে, তোমরা রাতের প্রথম ও শেষভাগে জিহাদের জন্য সফর করবে এবং প্রত্যেক কাজে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে, তাহলে দুনিয়াতে শান্তি পাবে এবং আখিরাতেও পুরস্কার পাবে।

وعنه من طريق ثان عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُنَجِّيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي مِنْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي مِنْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا۔

তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, নবী করিম (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ শুধু আমল দ্বারা মুক্তি পাবে না, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ও না? তিনি বললেন, আমি ও না। তবে আল্লাহ্ তাঁর ক্ষমা ও রহমত দ্বারা আমাকে ঢেকে নিবেন; আল্লাহ্ তার ক্ষমা ও রহমত দ্বারা আমাকে ঢেকে নিবেন, একথা তিনি তিনবার বলেন।

وعنه من طريق ثالث بنحوه وفيه وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ وَهْبٌ يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا۔

তাঁর তৃতীয় বর্ণনায় তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর হাত দ্বারা ইশারা করে– একবার হাত মুষ্টিবদ্ধ করেন, আবার হাত খুলে ফেলেন।

(বুখারী, মুসলিম)

(٤٢) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللهِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْتَ؟ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ وَقَالَ بِيَدِهِ فَوْقَ رَأْسِهِ۔

www.waytojannah.com

Contents

৪২. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্‌র রহমত ব্যতিত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আপনি ও না? তিনি বললেন, আমি ও না। তবে আল্লাহ্ তাঁর রহমত দ্বারা আমাকে পরিবেষ্টিত করবেন। একথা বলে তিনি তাঁর মাথার উপর হাত দিয়ে ইশারা করেন।

(٤٣) عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْيَمَامِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ يَا يَمَامِيُّ لَا تَقُولَنَّ لِرَجُلٍ وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ أَبَدًا قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّ هَذِهِ لَكَلِمَةٌ يَقُولُهَا أَحَدُنَا لِأَخِيهِ وَصَاحِبِهِ إِذَا غَضِبَ قَالَ فَلَا تَقُلْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلَانِ كَانَ أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدًا فِي الْعِبَادَةِ وَكَانَ الْآخَرُ مُسْرِفًا عَلَى نَفْسِهِ فَكَانَا مُتَآخِيَيْنِ فَكَانَ الْمُجْتَهِدُ لَا يَزَالُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى ذَنْبٍ فَيَقُولُ يَا هَذَا أَقْصِرْ فَيَقُولُ خَلِّنِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ قَالَ إِلَى أَنْ رَآهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ اسْتَعْظَمَهُ فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ أَقْصِرْ قَالَ خَلِّنِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا قَالَ فَقَالَ وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ أَبَدًا قَالَ أَحَدُهُمَا قَالَ فَبَعَثَ اللهُ إِلَيْهِمَا مَلَكًا فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا وَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ ادْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَقَالَ لِلْآخَرِ أَكُنْتَ بِي عَالِمًا أَكُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ.

৪৩. দামদাম ইব্‌ন জুস আল ইমামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে বললেন, হে ইমামী! তোমরা কোন ব্যক্তিকে একথা বলো না, আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না, অথবা আল্লাহ্ কখনও তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আমি বললাম, হে আবূ হুরায়রা। এ ধরনের কথা আমাদের কোন ভাই তার সাথীকে রাগের সময় বলে থাকে। তিনি বললেন, তুমি এ ধরনের কথা বলবে না। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, বনি ইসরাঈলদের মাঝে দু'জন ব্যক্তি ছিলেন তাদের মধ্যে একজন 'ইবাদতে পরিশ্রমী ছিলেন, আর অন্যজন নীজের আত্মার উপর সীমালঙ্ঘনকারী ছিলে। তারা উভয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। যিনি মুজতাহিদ ছিলেন, তিনি সদা-সর্বদা দ্বিতীয়জনকে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত দেখে বলতেন, হে ব্যক্তি! গুনাহ থেকে বিরত থাক। তখন সে বললো, আমাকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ কি তোমাকে আমার উপর পর্যবেক্ষণকারী করে পাঠিয়েছেন? তিনি বলেন, একদিন আমি দেখলাম, সে গুনাহের উপর অহংকার করছে। তখন আমি বললাম, হে ব্যক্তি! গুনাহ থেকে বিরত থাক। সে বললো, আমাকে আমার পথে থাকতে দাও। আমার রব কি তোমাকে আমার পর্যবেক্ষণকারী রূপে পাঠিয়েছেন? সে বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না, অথবা আল্লাহ্ তোমাকে কখন ও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। রাবী সন্দেহবশত বলেন, এরপর আল্লাহ্ উভয়ের নিকট মৃত্যুর ফেরেশতা পাঠালেন এবং ফেরেশতা উভয়ের রুহ কবজ করে গুনাহগার ব্যক্তিকে বললেন, যাও এবং আমার রহমতে জান্নাতে প্রবেশ কর। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি জানতে না, আমার হাতে কি রহমতের ভাণ্ডার ছিল না? তখন ফেরেশতাদেরকে বলা হবে : তাকে নিয়ে জাহান্নাে যাও, তখন আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, যার হাতে আবুল কাশিমের প্রাণ, তার শপথ করে বলছি! এ কথা বলার দরুন, অথবা এ কথার জন্য সে দুনিয়াতে তার সমস্ত আমল নষ্ট করে ফেলেছে এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে।

www.waytojannah.com

Contents

باب: ما جاء فى عدم قنوط الموحدين من رحمة الله تعالى وفيه بشرى للأمة المحمدية۔

পরিচ্ছেদ : তাওহীদবাদীগণ আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া এবং উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য সুসংবাদ প্রসঙ্গ

(٤٤) عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عَبْدِهِ وَقُرْبِ غِيَرِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوَيَضْحَكُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبٍّ يَضْحَكُ خَيْرًا۔

৪৪. আবূ রাযিন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমাদের রব তার বান্দার নিরাশ ও নিঃশ্ব অবস্থা দেখে হাসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্ রাসূল (সা) আল্লাহ্ কি হাসেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আবূ রাযিন (রা) বললেন, যে রব হাসেন, তিনি অকল্যাণময়ী হতে পারেন না।

(٤٥) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّاجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ لِكِنَانَةَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ الْعَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ لِأُمَّتِهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ فَأَكْثَرَ الدُّعَاءَ فَأَجَابَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ قَدْ فَعَلْتُ وَغَفَرْتُ لِأُمَّتِكَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّكَ قَادِرٌ أَنْ تَغْفِرَ لِلظَّالِمِ وَتُثِيبَ الْمَظْلُومَ خَيْرًا مِنْ مَظْلَمَتِهِ فَلَمْ يَكُنْ فِي تِلْكَ الْعَشِيَّةِ إِلَّا ذَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ دَعَا غَدَاةَ الْمُزْدَلِفَةِ فَعَادَ يَدْعُو لِأُمَّتِهِ فَلَمْ يَلْبَثِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَسَّمَ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ضَحِكْتَ فِي سَاعَةٍ لَمْ تَكُنْ تَضْحَكُ فِيهَا فَمَا أَضْحَكَكَ أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ قَالَ تَبَسَّمْتُ مِنْ عَدُوِّ اللهِ إِبْلِيسَ حِينَ عَلِمَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ اسْتَجَابَ لِي فِي أُمَّتِي وَغَفَرَ لِلظَّالِمِ أَهْوَى يَدْعُو بِالثُّبُورِ وَالْوَيْلِ وَيَحْثُو التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ فَتَبَسَّمْتُ مِمَّا يَصْنَعُ جَزَعُهُ۔

৪৫. ইবন ‘আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ‘আরাফাতে সন্ধ্যাকালে তাঁর উম্মতের মাগফিরাত ও রহমতের জন্য দীর্ঘক্ষণ দু‘আ করেন। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা তার উত্তরে বলেন, আপনার উম্মতের যারা একে অন্যের উপর যুলুম করে তারা ব্যতিত আমি অন্য সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হে আমার রব। আপনিতো যালিমকে ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখেন এবং মযলুমকে তার যুলুমের উত্তম প্রতিদান দিত পারেন। সে সন্ধ্যায় আল্লাহ্ তাঁর কোন জবাব দেননি। এটা কোন কোন বর্ণনায় এসেছে। পরের দিন ভোর বেলা পুনরায় মুজদালেফায় তিনি তাঁর উম্মতের জন্য দু‘আ করে মুচকি হাসি হাসলেন। তখন কোন কোন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি ও এ সময় হাসেন নি। আজ কোন জিনিস আপনাকে হাসালো? আল্লাহ আপনাকে হাসি মুখে রাখুন। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র দুশমন ইবলিশকে দেখে হাসলাম। সে যখন জানতে পারলো যে, মহান আল্লাহ্ আমার উম্মতের জন্য আমি যে দু‘আ করেছি তা কবুল করেছেন এবং যালিমকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন, তখন সে গুড়া মাটি নিয়ে নিজের মাথায় ঢালতে ঢালতে বলতে লাগলো, হায় সর্বনাশ! হায় ধ্বংস! তার অস্থিরতা দেখে আমি হেসেছি।

(٤٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ أَنَّ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَفَرَغَ اللهُ مِنْ قَضَاءِ الْخَلْقِ فَيَبْقَى رَجُلَانِ فَيُؤْمَرُ بِهِمَا إِلَى النَّارِ

www.waytojannah.com

فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمَا فَيَقُولُ الْجَبَّارُ رُدُّوهُ فَيَرُدُّونَهُ قَالَ لَهُ لِمَ الْتَفَتَّ؟ قَالَ إِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ لَقَدْ أَعْطَانِي اللهُ حَتَّى لَوْ أَنِّي أَطْعَمْتُ أَهْلَ الْجَنَّةِ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مَا عِنْدِي شَيْئًا قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَهُ يُرَى السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ.

৪৬. ফুদালা ইব্ন 'উবাদা ও 'উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা যখন মানুষের বিচার শেষ করবেন, তখন দু'জন লোকের বিচার অসমাপ্ত থেকে যাবে। তিনি তখন তাদের দু'জনকে জাহান্নামে পাঠাবার নির্দেশ দিবেন। তাদের একজন আল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকলে আল্লাহ্ বলবেন, তাকে ফিরিয়ে আন। তখন তাকে ফিরিয়ে আনা হবে। তাকে বলা হবে : তুমি তাকাচ্ছিলে কেন? সে বলবে : আমি আশা করেছিলাম যে আমাকে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করাবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তাকে জান্নাতে পাঠাবার নির্দেশ দেয়া হবে, সে সময় লোকটি বলবে : আল্লাহ্ আমাকে এত অধিক দিয়েছেন যে, যদি আমি সমস্ত জান্নাতবাসীদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করি, তাহলে আমার কিছুই কমবে না। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন এ লোকটির কথা উল্লেখ করতেন, তখনই তার চেহারা আনন্দে ভরে যেতো।

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بِهَذِهِ الْآيَةِ (يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَنْ أَشْرَكَ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

৪৭. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযাদকৃত দাস ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা আছে, তার চেয়ে এ আয়াতটি আমার নিকট অধিক প্রিয় : বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো, তারা আল্লাহ্র রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা যুমার : ৫৩।) তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! যে ব্যক্তি শিরক করবে? তার কথায় রাসূলুল্লাহ (সা) কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, তবে যে ব্যক্তি শিরিক করে, সে ব্যতিত। একথা তিনি তিনবার বলেন।

www.waytojannah.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

اَللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ
(আল্লাহ্ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর কর্মবিধায়ক)

(القسم السادس من الكتاب)
وَهُوَ قِسْمُ التَّارِيْخِ مِنْ اَوَّلِ بَدْءِ الْخَلْقِ

ষষ্ঠ ভাগ
সৃষ্টির কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক ইতিহাস

(٧٢) كِتَابُ خَلْقِ الْعَالَمِ
অধ্যায়
বিশ্ব-সৃষ্টি প্রসংগ

بَابُ اَوَّلِ الْمَخْلُوْقَاتِ وَفِيْهِ ذِكْرُ الْمَاءِ وَالْعَرْشِ وَاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ.

পরিচ্ছেদ : প্রথম দিককার সৃষ্ট বস্তুসমূহ : এতে পানি, আরশ, লাওহ ও কলম এর উল্লেখ রয়েছে

(١) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْبَلُوا الْبُشْرٰى يَا بَنِيْ تَمِيْمٍ قَالَ قَالُوا قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا (وَفِيْ رِوَايَةٍ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وصحبه وَسَلَّمَ) قَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرٰى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ (زاد فِيْ رِوَايَةٍ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُوْ تَمِيْمٍ) قَالَ قُلْنَا قَدْ قَبِلْنَا فَأَخْبِرْنَا عَنْ أَوَّلِ هٰذَا الْأَمْرِ كَيْفَ كَانَ؟ قَالَ كَانَ اللهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي اللَّوْحِ ذِكْرَ كُلِّ شَيْءٍ قَالَ وَأَتَانِيْ اٰتٍ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ انْحَلَّتْ نَاقَتُكَ مِنْ عِقَالِهَا قَالَ فَخَرَجْتُ فَإِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهَا قَالَ فَخَرَجْتُ فِيْ أَثَرِهَا فَلَا أَدْرِيْ مَا كَانَ بَعْدِيْ.

(১) ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেন, হে বনূ তামীম, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তারা বলল, আপনি তো (ইতিপূর্বে) সুসংবাদ প্রদান করেছেন। এবার আমাদেরকে (সম্পদ) দান করুন। (অন্য বর্ণনায় অতঃপর রাসূলের (সা) চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়)। তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর হে ইয়ামনবাসী (অন্য বর্ণনায়, যেহেতু বনূ তামীম তা গ্রহণ করলো না)। তারা বলল, আমরা তা গ্রহণ করলাম। সুতরাং আপনি আমাদেরকে সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে

www.waytojannah.com

বলুন। তা কেমন ছিল? তিনি বললেন, সবকিছুর পূর্বে একমাত্র আল্লাহ্ই ছিলেন (তাঁর অস্তিত্বই ছিল একমাত্র অস্তিত্ব); এবং তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। তিনি লাওহে মাহ্ফূযে লিপিবদ্ধ করেন এবং তাতে সবকিছু উল্লেখ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এমন সময় জনৈক আগন্তুক এসে আমাকে বলল, হে ইমরান, তোমার উট্নি রশির বন্ধন খুলে ফেলেছে। সুতরাং আমি (দ্রুত) বের হয়ে আসি এবং (শুধু) মরীচিকা দেখতে পাই, যা আমার দৃষ্টি থেকে উট্নিকে আড়াল করে রাখে। তাই আমি উষ্ট্রীর পদচিহ্ন অনুসরণ করে (খুঁজতে) বের হয়ে পড়ি। ফলে হাদীসের বাকী অংশে (আমি বের হয়ে আসার পর) কী ছিল,তা আমি জানি না। [বুখারী ও তিরমিযী]

(٢) عَنْ وَكِيْعِ بْنِ حُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ قَالَ فِي عَمَاءٍ مَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَمَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ ثُمَّ خَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ.

(২) ওয়াকী' ইব্ন হুদুস তাঁর চাচা রাযীন আল-উক্বাইলী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা), আমাদের মহান প্রভু আল্লাহ্ তা'আলা আকাশসমূহ ও মৃত্তিকা সৃষ্টির পূর্বে কোথায় ছিলেন? তিনি বলেন, পাতলা বা মিহি মেঘমালায়, যার উপর হাওয়া ছিল এবং নীচেও হাওয়া ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা পানির উপর তাঁর আরশ সৃষ্টি করেন। [তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ]

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِي وَقَرَّتْ عَيْنِي فَأَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ قَالَ قُلْتُ أَنْبِئْنِي عَنْ أَمْرٍ إِذَا أَخَذْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ أَفْشِ السَّلَامَ وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ وَصِلِ الْأَرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ثُمَّ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

(৩) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি যখন আপনাকে দেখি, তখন আমার অন্তর পরিতুষ্ট হয়ে যায় এবং চক্ষু জুড়িয়ে যায়। সুতরাং সব বিষয়ে আমাকে সংবাদ দিন। তখন তিনি বললেন, সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে পানি থেকে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি আমাকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিন যা আমল করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। তিনি বললেন, সালাম বিস্তার কর, খাবার দান কর, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখ এবং রাত্রে মানুষ যখন নিদ্রায় থাকে তখন তুমি উঠে পড় (আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সালাত বা তাসবীহ-তাহলীল-এর উদ্দেশ্যে) তারপর তুমি নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ কর। [তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ]

(٤) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْقَلَمَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اكْتُبْ فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(৪) 'উবাদাহ ইব্নস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি, সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেন কলম। এরপর কলমকে লিখতে নির্দেশ দেন। সেই মুহূর্তে কলম লিখতে শুরু করে – কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তার সবকিছু। [আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ ও অন্যান্য]

(٥) عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ فَمَرَّتْ سَحَابَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ قَالَ قُلْنَا السَّحَابُ قَالَ وَالْمُزْنُ قُلْنَا وَالْمُزْنُ قَالَ وَالْعَنَانُ قَالَ فَسَكَتْنَا فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ قَالَ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ

www.waytojannah.com

Contents

بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ وَفَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ رُكَبِهِنَّ وَأَظْلافِهِنَّ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ الْعَرْشُ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي اٰدَمَ شَيْءٌ۔

(৫) আব্বাস ইবন আবদিল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বাত্হা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় একখণ্ড মেঘ ভেসে গেল। আল্লাহ্র রাসূল (সা) বললেন, তোমরা জান এটা কী? আমরা বললাম, মেঘ। তিনি বললেন, মুয্ন (মেঘ)। আমরা বললাম 'মুয্ন'। তিনি বললেন 'আনান' (মেঘ)। আমরা তখন চুপ করে রইলাম। তিনি বললেন, তোমরা জান কি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্ব কত? আমরা বললাম আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল (সা) সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বললেন, পাঁচশত বছরের রাস্তা এবং এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব বা অবস্থান পাঁচশত বছরের রাস্তা; এবং প্রতিটি আকাশের ঘনত্বের পরিমাণ পাঁচশত বছরের রাস্তা এবং সপ্তম আকাশের উপর রয়েছে একটি সমুদ্র, যার তলদেশ ও উপরিভাগের দূরত্ব আকাশ ও যমিনের দূরত্বের সমান। তাছাড়া এর উপরে রয়েছে আটটি বেড়া (সদৃশ ফেরেশতা), এমন চূড়া যাদের হাঁটু ও খুরের দূরত্ব আকাশ ও যমিনের দুরত্বের সমান। এর উপর স্থাপিত আরশ যার তলদেশ ও উপরিভাগের দূরত্ব আকাশ ও যমিনের দূরত্ব বরাবর। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এর উপর উপবিষ্ট এবং আদম সন্তানের কোন আমল বা কর্ম তাঁর অগোচরে নেই। [আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ]

(٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهَا أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ شَكَّ أَبُو عَامِرٍ (احد الرواة) (وعنه من طريق ثان) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ وَقَالَ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ۔

(৬) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, যখন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ঝাঞ্চা করবে (প্রার্থনা করবে) তখন ফিরদাউস প্রার্থনা করবে; কারণ ফিরদাউস হচ্ছে জান্নাতসমূহের মাঝখানে ও সর্বোচ্চ অবস্থানে, এর উপরে রয়েছে করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার আরশ; আর জান্নাতের নহরসমূহ সেখান থেকেই প্রবাহিত হয় (এখানে শব্দ تَفَجَّرُ না تَنْفَجِرُ সে সম্বন্ধে আবূ আমের নামক জনৈক বর্ণনাকারী দ্বিধান্বিত ছিলেন)।

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) উপর্যুক্ত বর্ণনা শেষে বলেন, এর উপর রয়েছে করুণাময়ের আরশ এবং সেখান থেকে প্রবাহিত হয়েছে জান্নাতের নহরসমূহ। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَ أُمَيَّةَ (بْنَ أَبِي الصَّلْتِ) فِي شَيْءٍ مِنْ شِعْرِهِ فَقَالَ: (رَجُلٌ وَثَوْرٌ تَحْتَ رِجْلِ يَمِيْنِهِ ... وَالنَّسْرُ لِلْأُخْرَى وَلَيْثٌ مُرْصَدُ) فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ وَقَالَ:

وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ كُلَّ اٰخِرِ لَيْلَةٍ ... حَمْرَاءَ يُصْبِحُ لَوْنُهَا يَتَوَرَّدُ

www.waytojannah.com

تَأْبَى فَمَا تَطْلُعُ لَنَا فِي رِسْلِهَا ... إِلا مُعَذَّبَةً وَإِلا تُجْلَدُ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ

(৭) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) (একদা) উমাইয়্যা ইব্ন আবিস সাল্‌ত-এর কবিতার কিছু অংশকে সত্যায়ন করেছিলেন। তখন তিনি বলেন ঃ

رَجُلٌ وَثَوْرٌ تَحْتَ رِجْلِ يَمِينِهِ ... وَالنَّسْرُ لِلْأُخْرَى وَلَيْثٌ مُرْصَدُ.

"তাঁর ডান পায়ের নীচে রয়েছে একজন মানুষ ও একটি বলদ, আর বাম পায়ের নীচে একটি শকুন ও ওৎ পেতে থাকা বাঘ।" রাসূল (সা) বললেন, সত্য বলেছে। তিনি আরো বলেন,

وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ كُلَّ آخِرِ لَيْلَةٍ ... حَمْرَاءَ يُصْبِحُ لَوْنُهَا يَتَوَرَّدُ.

"প্রতিটি রাত্রি শেষে সূর্য উদিত হয় রক্তলাল অবস্থায় (এবং) তা গোলাপী রং ধারণ করে। প্রতিদিন উদিত হয় অনুতপ্ত ও ভীত অবস্থায়।"

রাসূল (সা) বলেন, সত্য বলেছে।

باب: ما ورد فى خلق الجنة والنار وانهما موجودتان الان.

পরিচ্ছেদ : জান্নাত ও জাহান্নাম প্রসংগ। উভয়টি এখনও বিদ্যমান

(٨) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دُعِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنَازَةِ غُلَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يُدْرِكِ الشَّرَّ وَلَمْ يَعْمَلْهُ قَالَ أَوَ غَيْرُ ذٰلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ.

(৮) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে এক আনসারী কিশোরের জানাযায় ডাকা হয়। তখন আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এর জন্য কল্যাণ হোক, এ তো জান্নাতের চড়ুই পাখিসমূহের একটি; কোন মন্দ সে পায়নি এবং মন্দ করেওনি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আয়েশা! বিষয়টি আসলে এইরূপ নয়। আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের জন্য কিছু অধিবাসী সৃষ্টি করেছেন, তাদের জন্য জান্নাত সৃষ্টি করেছেন সেই সময় যখন তারা তাদের নিজ নিজ পিতার ঔরসে ছিল। অনুরূপ জাহান্নামের জন্য কিছু অধিবাসী সৃষ্টি করেছেন, তাদের জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন (এমন সময়) যখন তারা নিজ নিজ পিতার ঔরষে ছিল। [মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ]

(٩) عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صُفُوفِنَا فِي الصَّلَاةِ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا ثُمَّ تَأَخَّرَ فَتَأَخَّرَ النَّاسُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ لَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ شَيْئًا صَنَعْتَهُ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ بِمَا فِيهَا مِنَ الزَّهْرَةِ وَالنَّضْرَةِ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ لِآتِيَكُمْ بِهِ فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَلَوْ أَتَيْتُكُمْ بِهِ لَأَكَلَ مِنْهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يُنْقِصُونَهُ شَيْئًا ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَلَمَّا وَجَدْتُ سَفْعَهَا تَأَخَّرْتُ عَنْهَا وَأَكْثَرُ مَنْ رَأَيْتُ فِيهَا

www.waytojannah.com

النِّسَاءُ اللَّاتِي إِنْ اؤْتُمِنَ أَفْشَيْنَ وَإِنْ يُسْأَلْنَ بَخِلْنَ وَإِنْ يَسْأَلْنَ أَلْحَفْنَ قَالَ حُسَيْنٌ وَإِنْ أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ وَرَأَيْتُ فِيهَا لُحَيَّ بْنَ عَمْرٍو يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَأَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ مَعْبَدُ بْنُ أُكْثَمَ الْكَعْبِيُّ قَالَ مَعْبَدٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُخْشَى عَلَيَّ مِنْ شَبَهِهِ وَهُوَ وَالِدٌ؟ فَقَالَ لَا أَنْتَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ كَافِرٌ قَالَ حُسَيْنٌ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ حَمَلَ الْعَرَبَ عَلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ۔

(৯) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলের সাথে যোহর অথবা আসরের সালাতের কাতারে ছিলাম। হঠাৎ দেখা গেল রাসূল (সা) কোন কিছু ধরার চেষ্টা করছেন, আবার (পরক্ষণেই) তিনি পেছনে সরে এলেন, লোকজনও পেছনে সরে এল। সালাত শেষে উবাই ইব্ন কা'ব (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি সালাতে এমন কিছু করেছেন, যা কখনও করেন না। (এর কারণ কী?) উত্তরে রাসূল বলেন, আমার সম্মুখে ফলমূল ও তার শোভাসহ জান্নাত পেশ করা হয়। আমি সেখান থেকে আঙ্গুরের একটি গোছা তোমাদের কাছে নিয়ে আসার জন্য হাত বাড়াই। কিন্তু (তখনই) আমার ও সেই আঙ্গুরের মধ্যে আড়াল করে দেওয়া হয়। যদি আমি তা আনতে পারতাম, তাহলে আকাশ ও যমিনের মধ্যকার সবাই তা ভক্ষণ করতে পারতো এবং তাতে কারো কিছু কম পড়ত না। এরপর আমার সম্মুখে দোযখ পেশ করা হয়। আমি যখন এর বিভীষিকাময় কালো ধোঁয়া দেখলাম পেছনে সরে এলাম। সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে আমি যাদের দেখলাম, তারা অধিকাংশই সেই সব মহিলা, যাদের কাছে কোন আমানত (গোপন কথা) রাখলে তারা তা ফাঁস করে দেয়, তাদের কাছে কিছু চাওয়া হলে কৃপণতা করে, কিন্তু তারা (নিজেরা) কিছু চাইলে তা পেতে পীড়াপীড়ি করে। (হাদীসের জনৈক বর্ণনাকারী হুসাইন বলেন), যদি তাদেরকে কিছু প্রদান করা হয়, তবে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। আমি সেখানে লুহাই ইব্ন 'আমরকেও দেখেছি, তার নাড়িভুড়ি বের হয়ে আগুনে জ্বলছে। আমি তাকে মা'বাদ ইব্ন আকছাম আল-কা'বী সদৃশ দেখতে পেয়েছি। তখন মা'বাদ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)। সে তো আমার পূর্বপুরুষ, এই সাদৃশ্যের কারণে আমারও কোন ভয়ের কারণ আছে কি? রাসূল (সা) বললেন, না। কারণ, তুমি মু'মিন আর সে কাফির, সে আরববাসীকে মূর্তি পুজায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। [হাইছামী ও আহমদ]

بَابُ : مَا وَرَدَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا بَيْنَهُنَّ۔

পরিচ্ছেদ : সপ্ত আকাশ ও সপ্ত যমীন এবং এসবের মধ্যস্থিত যা কিছু রয়েছে সেসবের সৃষ্টি প্রসংগ

(١٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّتْ سَحَابَةٌ فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ؟ قَالَ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْعَنَانُ وَرَوَايَا الْأَرْضِ يَسُوقُهُ اللهُ إِلَى مَنْ لَا يَشْكُرُهُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَا يَدْعُونَهُ أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ فَوْقَكُمْ؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الرَّقِيعُ مَوْجٌ مَكْفُوفٌ وَسَقْفٌ مَحْفُوظٌ أَتَدْرُونَ كَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الَّتِي فَوْقَهَا؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ سَمَاءٌ أُخْرَى أَتَدْرُونَ كَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْعَرْشُ قَالَ أَتَدْرُونَ كَمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا هَذَا تَحْتَكُمْ؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَرْضٌ أَتَدْرُونَ مَا تَحْتَهَا؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَرْضٌ أُخْرَى أَتَدْرُونَ كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ

www.waytojannah.com

أَرْضِيْنَ ثُمَّ قَالَ وَايْمُ اللهِ لَوْ دَلَّيْتُمْ أَحَدَكُمْ بِحَبْلٍ إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلَى السَّابِعَةِ لَهَبَطَ ثُمَّ قَرَأَ (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ)۔

(১০) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (একদা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বসে ছিলাম। এই সময় একটি পাতলা মেঘমালা উড়ে গেল। তিনি বললেন, তোমরা জান, এটা কি? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বলেন, এই মেঘমালা ও মৃত্তিকাসঞ্জীবনী পানি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সেই বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন, যারা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না এবং তাঁকে ডাকেও না। তোমরা জান তোমাদের উপরে এটা কি? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল সর্বোত্তম জ্ঞাতা। তিনি বললেন, রাকী' (আকাশ), নিরুদ্ধ তরঙ্গমালা ও সুরক্ষিত ছাদ। তোমরা জান তোমাদের কাছ থেকে এর দুরত্ব কত? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল সর্বোত্তম জ্ঞাতা। তিনি বলেন, পাঁচশত বছরের রাস্তা। এই আকাশের উপর কী আছে, তা কি তোমরা জান? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল সর্বোত্তম জ্ঞাতা। তিনি বলেন, অন্য আরেকটি আকাশ। এই আকাশ থেকে সেই আকাশের দূরত্ব কত, তোমরা তা জান কি? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল সর্বোত্তম জ্ঞাতা। তিনি বলেন, পাঁচশত বছরের রাস্তা। এইভাবে তিনি সাত-আসমান পর্যন্ত গণনা করেন। এরপর তিনি বলেন, (এই সপ্তম আকাশের) উপর কী আছে, তা তোমরা জান কি? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল সর্বোত্তম জ্ঞাতা। তিনি বলেন, 'আরশ। তোমরা জান কী আরশ ও সপ্তম আকাশের মধ্যে দূরত্ব কতটুকু? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল সর্বোত্তম জ্ঞাতা। তিনি বলেন, পাঁচশত বছরের রাস্তা। এরপর তিনি বলেন, তোমরা জান এর নীচে কী আছে? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল সর্বোত্তম জ্ঞাতা। তিনি বলেন, যমিন। যমিনের নীচে কী আছে, তা তোমরা জান কি? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল সর্বোত্তম জ্ঞাতা। তিনি বলেন, আরো একটি যমিন। এই যমিন ও সেই যমিনের মধ্যে তফাৎ কতটুকু তা তোমরা জান কি? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল সর্বোত্তম জ্ঞাতা। তিনি বলেন, পাঁচশশ বছরের রাস্তা। এইভাবে তিনি সাত যমিন গণনা করেন। এরপর তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ, যদি তোমাদের কেউ সপ্তম ও নিম্নতম যমিনে রশি নিক্ষেপ করে, তবে তা নিশ্চিত সেখানে পতিত হবে। এরপর তিনি পাঠ করেন ঃ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ তিনিই সর্বপ্রথম, সর্বশেষ, প্রকাশমান ও গুপ্ত এবং তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। [তিরমিযী, বায্যার ও ইব্ন আবী হাতিম]

(١١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِى فَقَالَ خَلَقَ اللهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ الْجِبَالَ فِيْهَا يَوْمَ الْأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ فِيْهَا يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَخَلَقَ النُّوْرَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِيْهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَخَلَقَ اٰدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اٰخِرَ الْخَلْقِ فِي اٰخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيْمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ۔

(১১) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার হাত ধরেন এবং বলেন, আল্লাহ্ যমিন সৃষ্টি করেছেন শনিবার, তাতে পাহাড় সৃষ্টি করেছেন রবিবার। বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেছেন সোমবার। অপছন্দনীয় বিষয় সৃষ্টি করেছেন মঙ্গলবার। নূর বা জ্যোতি সৃষ্টি করেছেন বুধবার। জীবজন্তুর বিচরণ ঘটিয়েছেন বৃহস্পতিবার এবং আদমকে (আ) সৃষ্টি করেছেন শুক্রবার বাদ আসর; শেষ সৃষ্টি জুমার দিনের শেষ প্রহরে অর্থাৎ আসর থেকে রাত পর্যন্ত সময়ের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে। [মুসলিম ও নাসাঈ]

www.waytojannah.com

(١٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا قَدْ نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ اللهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ قَالَ اللهُ قَالَ فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ اللهُ قَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هٰذِهِ الْجِبَالَ اللهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ نَعَمْ.

(১২) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) কাছে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। ফলে আমাদের বড় ভাল লাগত যদি বেদুঈনদের মধ্য হতে বুদ্ধিমান কোন ব্যক্তি এসে তাঁর কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করতো, আর আমরা তা শুনতাম। একদিন গ্রামাঞ্চল থেকে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে মুহাম্মদ, আপনার দূত আমাদের কাছে গিয়ে আমাদেরকে বলেছে যে, আপনি নাকি বলেন, আল্লাহ্ আপনাকে প্রেরণ করেছেন? রাসূল (সা) বলেন, হ্যাঁ, সে ঠিক বলেছে। বেদুঈন বললো, তাহলে আকাশ সৃষ্টি করেছে কে? তিনি বললেন, আল্লাহ্। সে বলল, যমিন সৃষ্টি করেছে কে? তিনি বললেন, আল্লাহ্। সে বলল, এইসব পর্বতমালা কে স্থাপন করেছে এবং তাতে যা কিছু প্রয়োজন তা কে দিয়েছে? তিনি বললেন, আল্লাহ্। সে বলল, তাহলে যিনি আকাশ, যমিন ও এইসব পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন, সেই মহান আল্লাহ্ আপনাকে প্রেরণ করেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ।

(١٣) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهُوَ يُخَاصِمُ فِي أَرْضٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.

(১৩) আবূ সালামা ইব্‌ন আবদির রহমান থেকে বর্ণিত, (একদা) তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি একখণ্ড জমি নিয়ে বিবাদ করছিলেন। মা আয়েশা (রা) তাঁকে বললেন, হে আবু সালামা, জমি থেকে বেঁচে থাক। কারণ, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি যুলুম করে আত্মসাত করবে, কিয়ামতের দিন সত্তর স্তর জমি তার গলায় বেড়ি করে পড়িয়ে দেওয়া হবে।

(١٤) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ مَا لَيْسَ لَهُ طُوِّقَهُ إِلَى السَّابِعَةِ مِنَ الْأَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

(১৪) সা'ঈদ ইবন যায়েদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্যের জমি দখল করে নেয়, কিয়ামতের দিন তাকে সপ্ত স্তর জমি দ্বারা গলায় বেড়ি পরানো হবে। আর যে ব্যক্তি তার স্বীয় সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ।

(١٥) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الظُّلْمِ أَعْظَمُ؟ قَالَ ذِرَاعٌ مِنَ الْأَرْضِ يَنْتَقِصُهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَيْسَتْ حَصَاةٌ مِنَ الْأَرْضِ أَخَذَهَا إِلَّا طُوِّقَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى قَعْرِ الْأَرْضِ وَلَا يَعْلَمُ قَعْرَهَا إِلَّا الَّذِي خَلَقَهَا.

www.waytojannah.com

(১৫) ইবন মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ যুল্‌ম (অত্যাচার) সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার ভাইয়ের অধিকার থেকে একগজ জমি ছিনিয়ে নেওয়া। মাটির একটি ঢিলা বা পাথর যদি ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তবে কিয়ামতের দিন তা এমন গভীর জমিসহ তার গলায় বেড়ি হয়ে যাবে, যার গভীরতা তার সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন অন্য কেউ জানে না।

(١٦) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي الشَّيْطَانُ الْإِنْسَانَ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ؟ فَيَقُولُ اللهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ فَيَقُولُ اللهُ حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ اٰمَنْتُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ۔

(১৬) উমারাহ ইবন খুযাইমা তাঁর পিতা (খুযাইমা) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, মানুষের কাছে শয়তান উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করে– আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছিন কে? সে বলে, আল্লাহ্। পুনরায় শয়তান প্রশ্ন করে, যমিন সৃষ্টি করেছে কে? সে বলে আল্লাহ্। এইভাবে অগ্রসর হয়ে শয়তান (একপর্যায়ে) প্রশ্ন করে আল্লাহ্‌কে সৃষ্টি করেছে কে? তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এইরূপ (দেখতে) পায়, সে যেন বলে দেয়– 'আমানতু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি" (আমি আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি।) [হাইছামী, বায্‌যার ও অন্যান্য; হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য]

(١٧) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ قَالَ لِيْ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ يَتَسَاءَلُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ حَتَّى يَقُولُوا هٰذَا اللهُ خَلَقَ النَّاسَ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟

(১৭) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে বলে দিয়েছেন যে, তোমার উম্মত পরস্পর প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকবে এবং (একপর্যায়ে) তারা বলবে, আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্‌কে সৃষ্টি করেছে কে? [মুসলিম]

باب: ما جاء فی خلق الجبال والحدید والنار والماء والریح والدهر واللیل والنهار۔

পরিচ্ছেদ : পাহাড়-পর্বত, লোহা, আগুন, পানি, বাতাস, যুগ, রাত ও দিন সৃষ্টি প্রসংগ

(١٨) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيْدُ فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَأَلْقَاهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ فَتَعَجَّبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خَلْقِ الْجِبَالِ فَقَالَتْ يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ؟ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيْدُ قَالَتْ يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيْدِ؟ قَالَ نَعَمْ النَّارُ قَالَتْ يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ نَعَمْ الْمَاءُ قَالَتْ يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ نَعَمْ الرِّيْحُ قَالَتْ يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيْحِ؟ قَالَ نَعَمْ ابْنُ اٰدَمَ يَتَصَدَّقُ بِيَمِيْنِهِ يُخْفِيْهَا مِنْ شِمَالِهِ۔

(১৮) আনাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা যমিন সৃষ্টি করলেন, তখন তা টালমাটাল করতে থাকে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করে যমিনের উপর স্থাপন করলেন এবং তাতে যমিন সুস্থির হয়ে গেল। এতদ্দর্শনে ফেরেস্তারা অবাক হয়ে আরজ করলেন, প্রভু, পাহাড়ের চেয়েও শক্তিশালী কোন সৃষ্টি আপনার আছে কি? আল্লাহ্ বললেন, হাঁ, লোহা। তাঁরা বললেন, প্রভু লোহার চেয়েও শক্তিশালী আপনার কোন সৃষ্টি আছে কি? আল্লাহ্ বললেন, হ্যাঁ, আগুন। তাঁরা

www.waytojannah.com

Contents

বললেন, প্রভু, আগুনের চেয়েও শক্তিশালী কোন সৃষ্টি আপনার আছে কি? আল্লাহ্ বললেন, হ্যাঁ, পানি। তাঁরা বললেন, প্রভু, পানির চেয়েও শক্তিশালী কোন সৃষ্টি আপনার আছে কি? আল্লাহ্ বললেন, হ্যাঁ বায়ু। তাঁরা বললেন, প্রভু, বায়ুর চেয়েও কোন শক্তিশালী সৃষ্টি আপনার কাছে আছে কি? আল্লাহ্ বললেন, হ্যাঁ, আদম সন্তান, যে তার ডান হাতে যা দান করে, তা তার বাম হাতের কাছে গোপন করে। [মুসলিম]

(١٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

(১৯) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেন, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু এরশাদ করেন, আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, তারা 'কাল' কে গালি দেয়, অথচ আমিই কাল (বা সময়), আমার হাতেই সবকিছুর নির্দেশনা, আমিই রাত ও দিনকে পরিবর্তন করি। [বুখারী, মুসলিম, আবূদাউদ ও নাসাঈ]

(٢٠) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَنَا الدَّهْرُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي لِيْ أُجَدِّدُهَا وَأُبْلِيْهَا وَاٰتِي بِمُلُوكٍ بَعْدَ مُلُوكٍ.

(২০) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা 'কাল'কে গালি দিও না; কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন আমিই 'কাল' রাত ও দিনসমুহ আমারই (সৃষ্টি), আমিই রাত ও দিনকে নতুন রূপ দিই, আবার পুরাতনও করে দিই এবং আমি এক বাদশাহর পর অন্য বাদশাহ নিয়ে আসি। [হাদীসটির সনদ উত্তম, যদিও অন্য কোন মুহাদ্দিস তা বর্ণনা করেননি।]

بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْبِحَارِ وَالْأَنْهَارِ.

পরিচ্ছেদ : সমুদ্র ও নদ-নদী প্রসঙ্গ

(٢١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُجِّرَتْ أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ مِنَ الْجَنَّةِ الْفُرَاتُ وَالنِّيْلُ وَسَيْحَانُ وَجَيْحَانُ.

(২১) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন, চারটি নদী জান্নাত থেকে প্রবাহিত হয়েছে– ফুরাত, নীল, সায়হান ও জায়হান। [হাদীসটি গরীব]

(٢٢) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالنِّيْلُ وَالْفُرَاتُ وَكُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ.

(২২) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, সায়হান, জায়হান, নীল, ফুরাত ও অন্যান্য সবই জান্নাতের নদীসমূহের অন্তর্ভুক্ত। [মুসলিম]

(٢٣) عَنْ صَبَّاحٍ عَنْ أَشْرَسَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَدِّ وَالْجَزْرِ فَقَالَ إِنَّ مَلَكًا مُوَكَّلٌ بِقَامُوسِ الْبَحْرِ فَإِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فَاضَتْ وَإِذَا رَفَعَهَا غَاضَتْ.

(২৩) সব্বাহ থেকে বর্ণিত, তিনি আশরাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাসকে (রা)-কে একদা জোয়ারভাটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি বলেন, সমুদ্রের মধ্যস্থলে একজন ফেরেশতাকে নিয়োজিত রাখা হয়েছে। তিনি যখন তাতে (সমুদ্রে) তাঁর পা রাখেন, তখন পানি উথলে ওঠে; আবার যখন তিনি পা উঠিয়ে নেন, তখন পানি নেমে যায়। [এই হাদীসটি আহমদ ভিন্ন অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। সাব্বাহ একজন অপরিচিত রাবী।]

www.waytojannah.com

(٢٤) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنْ لَيْلَةٍ إِلَّا وَالْبَحْرُ يُشْرِفُ فِيهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى الْأَرْضِ يَسْتَأْذِنُ اللهَ فِي أَنْ يَنْفَضِخَ عَلَيْهِمْ فَيَكُفُّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

(২৪) 'উমার ইব্নল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, প্রতি রাতে সমুদ্র তিন বার করে যমিনের উপর উত্থিত হয় এবং আল্লাহ্র কাছে (বিশেষ করে অতিরিক্ত গোনাহের কারণে মানুষকে) ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে, কিন্তু আল্লাহ্ তাকে বিরত রাখেন। [হাদীসটি গরীব এবং এর একজন বর্ণনাকারী অজ্ঞাত পরিচয়।]

(٢٥) عَنْ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَحْرُ هُوَ جَهَنَّمُ قَالُوا لِيَعْلَى فَكَيْفَ فَقَالَ أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ (نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا) قَالَ لَا وَالَّذِي نَفْسُ يَعْلَى بِيَدِهِ لَا أَدْخُلُهَا أَبَدًا حَتَّى أُعْرَضَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُصِيبُنِي مِنْهَا قَطْرَةٌ حَتَّى أَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

(২৫) সাফ্ওয়ান ইবন ইয়ালা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেন, সমুদ্র হচ্ছে জাহান্নাম (অর্থাৎ সমুদ্রে ভ্রমণ যেমন বিপদসঙ্কুল, তা যেন জাহান্নাম)। ইয়া'লাকে লোকজন জিজ্ঞেস করলো, তা কীভাবে? তিনি বললেন, তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন– نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا "আমি জালিমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি আগুন।" (কাহফ : ২৯)।

ইয়া'লার আত্মা যার হাতে, সে সত্তার শপথ, আমি আল্লাহ্র সম্মুখে উত্থিত না হওয়া পর্যন্ত কখনই সেখানে প্রবেশ করবো না এবং সমুদ্রের একটি ফোটাও গ্রহণ করবো না যতক্ষণ না আল্লাহ্র ইচ্ছা হয়। (অর্থাৎ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি সমুদ্রের ধারেকাছেও যাবো না।) [মালিক ও বায়হাকী]

(٢٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

(২৬) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা) কে প্রশ্ন করে, আমরা সমুদ্রে যাত্রা করে থাকি এবং সাথে অল্প পরিমাণ পানি বহন করে থাকি। এমতাবস্থায় ঐ পানি দিয়ে যদি ওযু করি, তাহলে আমাদের তৃষ্ণার্ত থাকতে হবে। তাই আমরা সমুদ্রের পানি দ্বারা ওযু করতে পারি? রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং এর মৃত হালাল।

بَابُ: مَا جَاءَ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبِ.

পরিচ্ছেদ : তারকারাজি চন্দ্র ও সূর্য প্রসংগ

(٢٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا صِفَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ قَالَتْ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا وَادْعُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا.

(২৭) আয়েশা (রা) থেকে, সূর্যগ্রহণের সময় আল্লাহ্র নবীর (সা) সালাতের বিবরণ প্রসংগে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, অতঃপর সূর্য আলোকিত হলে বের হয়ে তারপর লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ

www.waytojannah.com

Contents

দিলেন, তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা শেষে বলেন, নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কারো মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে তাতে গ্রহণ লাগে না। সুতরাং তোমরা যখন তা দেখবে, তখন আল্লাহ্‌র তাক্‌বীর (বড়ত্ব বর্ণনা) পড়বে, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া প্রার্থনা করবে, সালাত আদায় করবে এবং সদকা করবে।

(٢٨) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَإِلَى الصَّدَقَةِ وَإِلَى ذِكْرِ اللهِ.

(২৮) আসমা বিনত আবী বকর (রা) থেকে পূর্বানুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে উল্লেখ আছে– রাসূল (সা) বলেন, হে লোকসকল! নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু অথবা জীবনের কারণে এতে গ্রহণ লাগে না। যখন তোমরা ঐরূপ (গ্রহণ) দেখবে, তখন দ্রুত (ভয়বিহ্বল চিত্তে) সালাত আদায়ে, দান-খয়রাতে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে ধাবিত হবে।

(٢٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسَ حِيْنَ غَرَبَتْ فَقَالَ فِي نَارِ اللهِ الْحَامِيَةِ لَوْلَا مَا يَزَعُهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ لَأَهْلَكَتْ مَا عَلَى الْأَرْضِ.

(২৯) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌নল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একদা অস্তমিত সূর্যকে দেখলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র উত্তপ্ত অগ্নিতে অস্ত যাচ্ছে। যদি না আল্লাহ্‌র নির্দেশ একে বাধা দিতেন, তবে তা যমিনের উপর যা কিছু আছে সব ধ্বংস করে দিত। [ইবন কাছীর]

(٣٠) عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَغِيْبُ الشَّمْسُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُؤْذَنُ لَهَا فَتَرْجِعُ فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ الَّتِي تَطْلُعُ صَبِيْحَتَهَا مِنَ الْمَغْرِبِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهَا فَإِذَا أَصْبَحَتْ قِيْلَ لَهَا اطْلُعِي مِنْ مَكَانِكِ ثُمَّ قَرَأَ (هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ).

(৩০) আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, সূর্য অস্ত যায় আরশের নীচে। পরে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। সে আবার ফিরে আসে। এরপর যখন সেই রাত আসবে, যে রাতের ভোরে পশ্চিম দিক থেকে তা অস্তাচল থেকে উদিত হবে, সে দিন আর তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না। সেদিন ভোরে তাকে বলা হবে, তোমার নির্ধারিত স্থান থেকে উদয় হও। এরপর রাসূল (সা) এই আয়াত পাঠ করেন ঃ

هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ.

তারা কি শুধু এরই প্রতীক্ষা করে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আসবে কিংবা তোমার প্রতিপালক আসবেন কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে...(আনআম : ১৫৮)

(٣١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ وَتَقُومُ عَاهَةٌ إِلَّا رُفِعَتْ عَنْهُمْ أَوْ خَفَّتْ.

(৩১) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, যখনই প্রত্যুষে তারকা (সুরাইয়্যা) উদিত হয়, তখন যদি কোন সম্প্রদায়ে মড়ক (রোগ-পীড়া বা শস্যহানি) থেকে থাকে, তবে তা উঠিয়ে নেওয়া হয় বা হালকা হয়ে যায়।

www.waytojannah.com

Contents

وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ ذَا صَبَاحٍ رُفِعَتِ الْعَاهَةُ.

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে অন্য বর্ণনায় রাসূল (সা) বলেন, যখন প্রত্যুষে তারকা উদিত হয়, তখন মড়ক উঠিয়ে নেওয়া হয়।

(٣٢) حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ أَبِي قَتَادَةَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَى كَوْكَبًا انْقَضَّ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ إِنَّا قَدْ نُهِيْنَا أَنْ نُتْبِعَهُ أَبْصَارَنَا.

(৩২) ইয়াযীদ ইবন হারূন হিশাম থেকে, তিনি মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা একদা আবূ কাতাদাহর সাথে আমাদের গৃহের সম্মুখে অবস্থান করছিলাম। তখন তিনি একটি তারকা দেখতে পান; তখন সবাই সে দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। আবূ কাতাদাহ (রা) বললেন, আমাদের দৃষ্টিকে এর অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। [আহমদ ছাড়া অন্য কেউ এটি বর্ণনা করেননি। তবে এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

(٣٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ فَأَرَانِي الْقَمَرَ حِيْنَ طَلَعَ فَقَالَ تَعَوَّذِي بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الْغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ.

(৩৩) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার হাত ধরে আমাকে চাঁদ দেখান যখন তা উদিত হয়; এবং আমাকে বলেন, এই অস্তগামী (চন্দ্র) যখন অস্ত যায়, তখন এর অমঙ্গল থেকে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। [তিরমিযী ও নাসাঈ]

(٣٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالَ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِيْنَ يَقُوْلُوْنَ الْكَوَاكِبُ وَبِالْكَوَاكِبِ.

(৩৪) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেন, তোমরা কি দেখ না, তোমাদের রব কি বলেছেন? তিনি বলেছেন, আমি যখনই আমার বান্দাদেরকে কোন নিয়ামত দান করি, তখনই তাদের মধ্য থেকে একটি দল তা অস্বীকার করে বলে ওঠে, নক্ষত্র এবং নক্ষত্রের দ্বারাই (এটা হয়েছে)। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

بَابُ: مَا جَاءَ فِي السَّحَابِ وَالرَّعْدِ وَالرِّيَاحِ.

পরিচ্ছেদ : বায়ু, বজ্র ও মেঘমালা প্রসংগ

(٣٥) حَدَّثَنَا يَزِيْدُ أَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمَسْجِدِ فَمَرَّ شَيْخٌ جَمِيْلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ وَفِي أُذُنَيْهِ صَمَمٌ أَوْ قَالَ وَقْرٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِ حُمَيْدٌ فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَوْسِعْ لَهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ حَدِّثْنِي بِالْحَدِيْثِ الَّذِي حَدَّثْتَنِي عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الشَّيْخُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ يُنْشِئُ السَّحَابَ فَيَنْطِقُ أَحْسَنَ الْمَنْطِقِ وَيَضْحَكُ أَحْسَنَ الضَّحِكِ.

(৩৫) ইয়াযীদ ইব্রাহীম ইব্ন সা'দ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর পিতা থেকে; তিনি বলেন, আমি মসজিদে হুমাইদ ইব্ন আবদির রহমানের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় বনূ গিফার গোত্রের একজন

www.waytojannah.com

সুদর্শন ও কালা (কানে কম শোনেন) বৃদ্ধ সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হুমাইদ তাঁকে খবর পাঠালেন। তিনি কাছে আসলে হুমাইদ আমাকে বললেন, ভাতিজা এই বৃদ্ধের জন্য তোমার ও আমার মাঝখানে বসার জায়গা করে দাও; কারণ ইনি আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা) সাহচর্য লাভ করেছেন। অতঃপর তিনি এসে আমাদের দুইজনের মাঝখানে বসলেন। তখন হুমাইদ তাঁকে সেই হাদীসটি বললেন, যা তিনি রাসূল (সা) থেকে আমাকে শুনিয়েছিলেন। তখন আগন্তুক শায়খ (বৃদ্ধ বা উস্তাদ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মেঘমালা সৃষ্টি করেন, আর তা তার সর্বোত্তম কথা বলে (বজ্রের শব্দ) ওঠে এবং সর্বোত্তম হাসি হাসে (বিদ্যুৎ চমকায়)। [হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য]

(٣٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ وَالصَّوَاعِقَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ.

(৩৬) ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ রাসূল (সা) যখন বজ্রাঘাত ও বিদ্যুত চমকানোর আওয়াজ শুনতেন, তখন পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ.

হে আল্লাহ্, তুমি তোমার রাগ দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করো না এবং তোমার শাস্তি দ্বারা আমাদেরকে বিনাশ করো না; এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো।

(٣٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلَتْ يَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّا نَسْأَلُكَ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالُوا أَخْبِرْنَا مَا هَذَا الرَّعْدُ؟ قَالَ مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ بِيَدِهِ أَوْ فِي يَدِهِ مِخْرَاقٌ مِنْ نَارٍ يَزْجُرُ بِهِ السَّحَابَ يَسُوقُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللهُ قَالُوا فَمَا هَذَا الصَّوْتُ الَّذِي نَسْمَعُ؟ قَالَ صَوْتُهُ قَالُوا صَدَقْتَ.

(৩৭) ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কয়েকজন ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আবুল কাসিম, আমরা আপনার কাছে পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করবো...এরপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন। এই হাদীসে আছে– তারা বললো, আমাদের বলুন এই বজ্র কী? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একজন ফেরেশতাকে মেঘসংক্রান্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, তাঁর হাতে আগুনের তৈরী একটি করাত আছে, তিনি এই করাতের সাহায্যে মেঘ কর্তন করেন এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশমতে মেঘ চালনা করেন। তারা বললো, তাহলে আমরা যে আওয়াজ শুনতে পাই তা কী? রাসূল (সা) বললেন, সেই কর্তনের আওয়াজ। তারা বললো, আপনি সত্য বলেছেন।

(٣٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ أَنَّ عِبَادِي أَطَاعُونِي لَأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللهِ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللهِ.

(৩৮) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, তোমাদের মহামহীম প্রভু বলেন, যদি আমার বান্দারা আমার নির্দেশ মেনে চলতো, তবে রাত্রে আমি তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করাতাম, আর দিনের বেলায় সূর্যের কিরণ প্রদান করতাম এবং তাদেরকে বজ্রের আওয়াজও শুনাতাম না। রাসূল (সা) আরো বলেন, আল্লাহ্‌র প্রতি সুধারণা রাখা আল্লাহ্‌র উত্তম ইবাদতেরই অংশ।

www.waytojannah.com

Contents

(٣٩) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الرِّيْحَ فَإِنَّهَا تَجِيءُ بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ وَلَكِنْ سَلُوا اللهَ خَيْرَهَا وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا۔

(৩৯) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা বায়ুকে গালি দিও না, কেননা বায়ু রহমত (করুণা) ও শাস্তি সাথে নিয়ে আসে। কিন্তু তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে বায়ুর কল্যাণ প্রার্থনা কর এবং এর অকল্যাণ থেকে পরিত্রাণ চেয়ো। [ইব্ন মাজাহ]

(٤٠) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ أَخَذَتِ النَّاسَ رِيْحٌ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَاجٌّ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ مَنْ يُحَدِّثُنَا عَنِ الرِّيْحِ فَلَمْ يُرْجِعُوا إِلَيْهِ شَيْئًا قَالَ فَبَلَغَنِي الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ فَاسْتَحْثَثْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّكَ سَأَلْتَ عَنِ الرِّيْحِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرِّيْحُ مِنْ رُوحِ اللهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيْذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا۔

(৪০) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, মক্কার রাস্তায় লোকদেরকে বাতাস পেয়ে বসে; 'উমার (রা) ছিলেন ঐ সময় হজপালনকারী। বাতাসের গতিবেগ প্রচণ্ড আকার ধারণ করলে উমার (রা) তাঁর চারপাশের লোকদের বললেন, বাতাস সম্পর্কে আমাদেরকে হাদীস শুনাতে পারে কে? কিন্তু কেউ তাকে কোন উত্তর দিল না। উমারের (রা) প্রার্থিত বিষয়টি অবগত হলে পর আমি আমার বাহনের গতি বাড়িয়ে দিয়ে তাঁর কাছাকাছি পৌঁছে যাই এবং বলি, হে আমীরুল মু'মিনীন, আমি জানতে পারলাম যে, আপনি বাতাস সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন; আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি, বাতাস হচ্ছে আল্লাহ্‌র দান। বাতাস আসে আল্লাহ্‌র রহমত ও শাস্তি নিয়ে। সুতরাং যখন তোমরা বাতাস দেখবে, তাকে গালি দিবে না বরং আল্লাহ্‌র কাছে এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ কামনা করবে এবং এর অকল্যাণ থেকে পরিত্রাণ প্রার্থনা করবে। [আবূ দাউদ, ইব্ন মাজাহ ও মালিক]

(٤١) عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَ فَهَبَّتْ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فَقَالَ هَذِهِ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ إِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ مُنَافِقٌ عَظِيْمٌ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُنَافِقِيْنَ۔

(৪১) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) কোন এক সফরে ছিলেন। (মদীনায় ফেরার পথে) হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি বললেন, এই বাতাস একজন মুনাফিকের মৃত্যুর কারণে। রাবী বলেন, আমরা যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলাম, দেখা গেল বড় মুনাফিকদের একজনের মৃত্যু হয়েছে। [মুসলিম]

(٤٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا هَبَّتِ الرِّيْحُ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ۔

(৪২) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, যখন প্রচণ্ড বেগে বাতাস প্রবাহিত হতো, তখন তা (অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত উদ্বেগ) রাসূলের (সা) মুখমণ্ডলে চেনা যেত। [আহমদ ভিন্ন অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। তবে এর সনদ নির্ভরযোগ্য]

www.waytojannah.com

بَابُ : مَا جَاءَ فِي الْغَيْمِ وَالْمَطَرِ وَالْبَرْدِ وَزَمَنِ الشِّتَاءِ.

পরিচ্ছেদ : মেঘ, বৃষ্টি, শিলা ও শীতকাল প্রসংগ

(٤٣) عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى غَيْمًا إِلَّا رَأَيْتُ فِي وَجْهِهِ الْهَيْجَ فَإِذَا مَطَرَتْ سَكَنَ.

(৪৩) আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সর্বদা লক্ষ্য করে দেখেছি যে, যখনই রাসূল (সা) আকাশে মেঘ দেখতেন, তাঁর মুখমণ্ডলে উদ্বেগের ছাপ দেখতে পেতাম। আর যখন বৃষ্টি শুরু হতো, তখন তিনি শান্ত হতেন।

وَعَنْهَا مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى مَخِيلَةً تَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مُطِرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا أَمِنْتُ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ اللهُ (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ إِلَى رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ)

আয়েশা (রা) থেকে অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন মেঘ দেখতেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল পরিবর্তিত হয়ে যেত। তিনি ঘর থেকে বের হতেন আর প্রবেশ করতেন; সম্মুখে যেতেন আবার পশ্চাতে যেতেন। কিন্তু বৃষ্টি শুরু হলে খুশী হয়ে যেতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে যেরূপ বলেছেন, সেইরূপ বিপদ থেকে আমি নিরাপদবোধ করতে পারি না। আল্লাহ্ বলেন,

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ إِلَى رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ.

"যখন তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখল তখন তারা বলতে লাগল, ওটা তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। হূদ বলল, এটাই তো তা, যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছ। এতে আছে এক ঝড়-মর্মন্তুদ শাস্তি বহনকারী। (আহকাফ ঃ ২৪)

(٤٤) عَنْهَا أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى نَاشِئًا مِنْ أُفُقٍ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ تَرَكَ عَمَلَهُ وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ فَإِنْ كَشَفَهُ اللهُ حَمِدَ اللهَ وَإِنْ مَطَرَتْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.

(৪৪) আয়েশা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আকাশের দিগন্তসমূহের মধ্যে কোন দিগন্তে মেঘমালা দেখতে পেতেন, তখন তিনি তাঁর কাজ বন্ধ করে দিতেন, এমনকি সালাতরত অবস্থায় থাকলেও; এবং তিনি এই দোয়া পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ.

"হে আল্লাহ্, আমি এর মধ্যকার অকল্যাণ থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি।"

যখন আল্লাহ্ মেঘ দূর করে দিতেন, তখন তিনি তাঁর প্রশংসা করতেন, আর বৃষ্টিপাত হলে বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.

হে আল্লাহ্ বর্ষণ করুন কল্যাণময় বৃষ্টি। [মুসলিম ও অন্যান্য]

www.waytojannah.com

Contents

(٤٥) عَنْ مُعَاوِيَةَ اللَّيْثِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ النَّاسُ مُجْدِبِينَ فَيُنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ رِزْقًا مِنْ رِزْقِهِ فَيُصْبِحُونَ مُشْرِكِينَ فَقِيلَ لَهُ وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ يَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا.

(৪৫) মু'আবিয়া আল-লাইছী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মানুষ খরা ও দুর্ভিক্ষের শিকার হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে রিযক দান করেন। কিন্তু তারা মুশরিক হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করা হলো, তা কীভাবে ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তিনি বলেন, তারা বলে, আমরা বৃষ্টি পেয়েছি অমুক নক্ষত্রের কারণে। [এই হাদীসের সনদ উত্তম। হাদীসের শেষ বাক্যটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত]

(٤٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مُطِرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَخَرَجَ فَحَسَرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ الْمَطَرُ قَالَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ.

(৪৬) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলের (সা) সময়ে আমরা বৃষ্টি লাভ করলাম। রাসূল (সা) বৃষ্টিতে বের হলেন এবং তাঁর পরিধেয় কাপড় সরালেন। ফলে তার দেহে বৃষ্টি লাগল। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) এরূপ কেন করলেন? তিনি বললেন, এই বৃষ্টি এইমাত্র তার প্রভুর সান্নিধ্য থেকে এসেছে।

(٤٧) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ مُطِرْنَا بَرَدًا وَأَبُو طَلْحَةَ صَائِمٌ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ قِيلَ لَهُ أَتَأْكُلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قَالَ إِنَّمَا هَذَا بَرَكَةٌ.

(৪৭) আনাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত, আমরা বৃষ্টির শীতলতা উপভোগ করছিলাম এবং আবূ তালহা রোযাদার ছিলেন। কিন্তু তিনি বৃষ্টির পানি পান করতে শুরু করলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি এইরূপ করলেন কেন? তিনি বললেন, এটা তো বরকত।

(٤٨) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الشِّتَاءُ رَبِيعُ الْمُؤْمِنِ.

(৪৮) আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, শীতকাল হচ্ছে মু'মিনের বসন্তকাল। (এর একটি অর্থ এইরূপ যে, শীতকালে আরবে ফলমূল, রবিশষ্য ও পানি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। তাছাড়া বায়হাকীর বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে, শীতকালে দিন ছোট হয়, রাত দীর্ঘ হয়। সুতরাং দিনে রোযা এবং রাত্রে কিয়ামের সুবিধা হয় বিধায় তা সুদিনের জন্য বসন্তের রূপ পরিগ্রহ করে।)

(٤٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ السَّنَةَ لَيْسَ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا مَطَرٌ وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمْطِرَ السَّمَاءُ وَلَا تُنْبِتَ الْأَرْضُ.

(৪৯) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন, বৃষ্টি না হওয়া কিংবা অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ নয়। দুর্ভিক্ষ হচ্ছে এই যে, আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত হবে অথচ যমিনে শস্য উৎপন্ন হবে না। [মুসলিম ও অন্যান্য]

بَابُ: مَا جَاءَ فِي خَلْقِ الْمَلَائِكَةِ.

পরিচ্ছেদ : ফেরেশতা সৃষ্টি প্রসংগ

(٥٠) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ.

www.waytojannah.com

Contents

(৫০) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করা হয়েছে 'নূর' থেকে, জিন সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে এবং আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে (সেই উপাদান থেকে) যা তোমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে। [মুসলিম]

(٥١) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّٰهِ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ.

(৫১) আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, নিরন্তর আমি এমন কিছু দেখতে পাই, যা তোমরা দেখ না এবং এমন কিছু শুনতে পাই, যা তোমরা শুনতে পাও না। আকাশ (ফেরেশতাদের ভারে) কড়কড় করে উঠল এবং কড়কড় করাই তো তার উচিত। তাতে চার আঙ্গুল পরিমাণ স্থানও নেই যেখানে একজন ফেরেশতা সিজদারত নেই। আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে তাহলে তোমরা কম হাসতে, বেশী কাঁদতে, স্ত্রীদের সাথে বিছানায় কম আরাম উপভোগ করতে এবং তোমরা উঁচু টিলার উদ্দেশ্যে বের হয়ে আল্লাহ্র শরণাপন্ন হতে। (আবূ যর বলেন), আল্লাহ্র শপথ, আমার বড় ভাল লাগত, যদি আমি একটি বৃক্ষ হতাম, যাকে কেটে ফেলা হবে। [এই হাদীসটি ১ম খণ্ডের কিতাবুত তাওহীদে উল্লেখিত হয়েছে]

(٥٢) عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ فَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ.

(৫২) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, আমার সম্মুখে আম্বিয়া কিরামকে (আ) উপস্থাপন করা হয়। মূসাকে (আ) দেখলাম শানূআঃ গোত্রের কোন এক পুরুষ সদৃশ। এরপর 'ঈসাকে (আ) দেখলাম তাঁকে 'উরওয়াহ ইব্ন মাস'উদ-এর আদলের কাছাকাছি মনে হলো। ইব্রাহীমকে (আ) দেখলাম, তাঁকে আমার কাছে মনে হয়েছে তোমাদের এই সাথীর আদলের কাছাকাছি; অর্থাৎ ইব্রাহীম (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাদৃশ্যের কাছাকাছি। জিব্রাইলকে (আ) দেখলাম, যিনি অনেকটা দিহ্য়ার দৈহিক অবয়ব সদৃশ।

(٥٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَلَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ كُلُّ جَنَاحٍ مِنْهَا قَدْ سَدَّ الْأُفُقَ يَسْقُطُ مِنْ جَنَاحِهِ مِنَ التَّهَاوِيلِ وَالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ مَا اللهُ بِهِ عَلِيمٌ.

(৫৩) আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিব্রাইলকে (আ) এমন দেখেছেন যে, তাঁর ছয়শত পাখা রয়েছে। প্রতিটি শাখা দিগন্ত বিস্তৃত। তাঁর পাখা থেকে বিভিন্ন রংয়ের বস্তু ও মণি-মুক্তা পতিত হচ্ছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ই সর্বোত্তম জ্ঞাতা। [ইব্ন কাছীর, তাবারানী, বায়হাকী প্রমুখ]

(٥٤) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَرَ جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ أَمَّا مَرَّةً فَإِنَّهُ سَأَلَهُ أَنْ يُرِيَهُ نَفْسَهُ فِي صُورَتِهِ فَأَرَاهُ صُورَتَهُ فَسَدَّ الْأُفُقَ وَأَمَّا الْأُخْرَى فَإِنَّهُ صَعِدَ مَعَهُ حِينَ صَعِدَ بِهِ وَقَوْلُهُ (وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ

www.waytojannah.com

Contents

دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى) قَالَ فَلَمَّا أَحَسَّ جِبْرِيْلُ رَبَّهُ عَادَ فِي صُورَتِهِ وَسَجَدَ فَقَوْلُهُ (وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى) قَالَ خَلْقُ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

(৫৪) আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা) থেকে আরো বর্ণিত, মুহাম্মদ (সা) জিব্রাইলকে (আ) মাত্র দুইবার তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে দেখেছেন। একবার রাসূল (সা) নিজে তাঁকে তাঁর আসলরূপে (আকৃতিতে) দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তখন তিনি (জিব্রাইল) তাঁর আকৃতি প্রকাশ করে প্রদর্শন করেন, এতে (সম্মুখ) দিগন্ত ঢেকে যায়। আর দ্বিতীয় বার (দেখেন), যখন তিনি তাঁর সাথে ঊর্ধ্বারোহণ করেন; এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বাণী,

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى.

তখন তিনি ঊর্ধ্ব দিগন্তে, অতঃপর নিকটবর্তী হলেন এবং অতি নিকটবর্তী, ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরো কম। তখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার, তা প্রত্যাদেশ করেন।"

অতপর যখন জিবরাঈল (আ) তাঁর প্রভূর কাছাকাছি গেলেন, তার পূর্বরূপে দিয়ে গেলেন এবং সিজদায় মগ্ন হলেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

(٥٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتِ يَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا لَهُ مَلَكٌ يَأْتِيهِ بِالْخَبَرِ فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبُكَ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوا جِبْرِيْلُ ذَاكَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالْحَرْبِ وَالْقِتَالِ وَالْعَذَابِ عَدُوٌّ لَنَا لَوْ قُلْتَ مِيكَائِيْلَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْقَطْرِ لَكَانَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ) إِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةَ.

(৫৫) ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কয়েকজন ইয়াহূদী রাসূলের (সা)-এর কাছে আগমন করে বললো, প্রত্যেক নবীর কাছে (বিশেষ) একজন ফেরেশতা কল্যাণ নিয়ে আসতো, সুতরাং আপনি আপনার সেই সাথীর (ফেরেশতা) কথা বলুন। তিনি বললেন, জিব্রাইল (আ)। তারা বললো, সেই জিব্রাইল, যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শাস্তি নিয়ে আসে, সে আমাদের শত্রু? যদি আপনি মিকাইল-এর কথা বলতেন, যিনি রহমত, তরুলতা ও খাদ্য নিয়ে আসেন, তাহলে ভাল হতো। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন, مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি জিব্রাইল-এর শত্রু হবে...।

(٥٦) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الصُّورِ فَقَالَ عَنْ يَمِينِهِ جِبْرِيلُ وَعَنْ يَسَارِهِ مِيكَائِيْلُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

(৫৬) আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইস্রাফীলের (আ) উল্লেখ করে বলেন, তাঁর ডানে রয়েছেন জিব্রাইল ও তঁর বামে আছেন মীকাইল (আ)। [আবূ দাউদ]

(٥٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِجِبْرِيْلَ مَا لِي لَمْ أَرَ مِيكَائِيْلَ ضَاحِكًا قَطُّ؟ قَالَ مَا ضَحِكَ مِيكَائِيْلُ مُنْذُ خُلِقَتِ النَّارُ.

www.waytojannah.com

(৫৭) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) জিব্রাইলকে (আ) জিজ্ঞেস করেন, মীকাইলকে (আ) কখনও হাসতে দেখি না, এর কারণ কি? তিনি উত্তরে বলেন, জাহান্নাম সৃষ্টি করার পর থেকে মীকাঈল আর হাসেননি। [আহমদ, সনদ উত্তম]

(٥٨) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلِحِي لَنَا الْمَجْلِسَ فَإِنَّهُ يَنْزِلُ مَلَكٌ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ إِلَيْهَا قَطُّ.

(৫৮) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বললেন, বসার স্থান ঠিক-ঠাক কর। কারণ এমন এক ফিরিশিতা যমিনে আগমন করবেন, যিনি কখনও যমিনের আসেননি। [আহমদ। এই হাদীসের সনদে একজন রাবী এমন আছেন, যাঁর নাম উল্লেখ নেই।]

(٥٩) عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ قَالَ وَذَكَرَ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ وَأَنَّهُ رَأَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ آدَمَ طُوَالًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى عِيسَى مَرْبُوعًا إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ جَعْدًا وَذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى الدَّجَّالَ وَمَالِكًا خَازِنَ النَّارِ.

(৫৯) আবুল আলীয়াহ বলেন, আমাকে ইব্ন 'আনাস (রা) জানিয়েছেন রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, কোন বান্দার এরূপ বলা সমীচীন নয় যে,আমি ইউনুস ইব্ন মাত্তা থেকে উত্তম। তিনি পিতৃ-পরিচয়েই পরিচিত। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, তাঁকে জেনীযোগে পরিভ্রমণ করানো হয়। তিনি মুসা (আ) ও আদমকে (আ) দেখেছেন। তাঁরা ছিলেন শানূআহ গোত্রের পুরুষদের ন্যায় উচ্চতাসম্পন্ন। (তিনি আরো বলেন) তিনি ঈসাকেও (আ) দেখেছেন–সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী, সাদা ও লাল ত্বকবিশিষ্ট সুপুরুষ। (তিনি আরো উল্লেখ করেন) তিনি দাজ্জালকে দেখেছেন এবং দোযখের দারোগা ফেরেশতাকেও দেখেছেন। [মুসলিম ও অন্যান্য]

(٦٠) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ قَالَ فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ؟ فَيَقُولُونَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ.

www.waytojannah.com

(৬০) বারা' ইব্ন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, যখন বান্দা তার দুনিয়ার জীবন পরিসমাপ্ত করে এবং আখিরাতের যিন্দেগীর সন্নিকট উপস্থিত হয়, তখন তাঁর কাছে আকাশ থেকে কিছু ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়, যাঁদের মুখমণ্ডল শুভ্র, সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল, তাঁদের সাথে নিয়ে আসেন জান্নাত থেকে একটি কাকন ও সুগন্ধি। তাঁরা তার দৃষ্টির সামনে বসে পড়েন। এরপর আসেন মালাকুল মউত (আ)। তিনি বসেন বান্দার মাথার নিকট এবং বলেন, হে পবিত্র আত্মা, তুমি বের হয়ে আস আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও মাগফিরাতের দিকে। তখন আত্মা বের হয়ে আসে এবং পানির ফোঁটার ন্যায় প্রবাহিত হতে থাকে। তখন তিনি তা তাঁর হাতে নিয়ে নেন। এই সময় মুহূর্তের মধ্যে ফেরেশতাগণ তাঁর হাত থেকে নিয়ে নেন এবং সেই জান্নাতী কাফনে ও সুগন্ধিতে রেখে দেন। ফলে পৃথিবীর সর্বোত্তম মিশ্‌কের সুগন্ধির ন্যায় সুগন্ধি বের হতে থাকে। এরপর তাঁরা সেই আত্মাকে নিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যান। সেখানে আরোহনকালে ফেরেশতার সাথেই তাঁদের দেখা হয়, সে জিজ্ঞেস করে, এই পবিত্র আত্মা কারা? তাঁরা উত্তর দেন ইনি হচ্ছেন অমুকের পুত্র অমুক, দুনিয়াতে যে সুন্দর নামে তাঁকে ডাকা হতো। এইভাবে তাঁরা দুনিয়ার আকাশের প্রান্তসীমায় পৌঁছে দরজা খোলার আবেদন জানালে দরজা খুলে দেওয়া হয়। এবং সেই আকাশের গণ্যমান্য ফেরেশতাগণ তাঁদের পেছনে সন্ধানার্থে পরবর্তী আকাশ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন। এইভাবে তাঁরা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যান। তখন আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন, আমার বান্দার কিতাব 'ইল্লীন'-এ লিপিবদ্ধ কর এবং তাকে যমিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কারণ, আমি যমিন থেকে তাদের সৃষ্টি করেছি, সেখানেই তাদের ফিরিয়ে নেব এবং সেখান থেকেই তাদেরকে পুনর্বার বের করে আনবো। তখন তাঁর আত্মাকে (রূহ) তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁর কাছে দু'জন ফেরেশতা আগমন করে এবং তাঁকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন তোমার রব কে? তিনি বলেন, রাব্বি আল্লাহ্ (আমার রব আল্লাহ্)। তাঁরা জিজ্ঞেস করেন তোমার দীন কী? তিনি বলেন, আমার দীন ইসলাম....আল-হাদীস। [এই হাদীসের বিস্তারিত বিবরণ ও উদ্ধৃতি সপ্তম খণ্ডে কিতাবুল জানায়েয-এ দেখুন।]

(٦١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَ فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ فَتَصْعَدُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَتَثْبُتُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ قَالَ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَ فَيَصْعَدُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَتَثْبُتُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ قَالَ فَيَقُولُونَ أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ قَالَ سُلَيْمَانُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ قَالَ فِيهِ فَاغْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.

(৬১) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, রাত ও দিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ ফজর ও আসরের সালাতের সময় মিলিত হন। ফজরের সালাতের সময় তাঁরা একত্রিত হন। এই সময় রাতের দায়িত্বশীলগণ উপরে চলে যান, আর দিনের দায়িত্ব পালনকারীগণ থেকে যান। আবার তাঁরা আসরের সময় একত্রিত হন এবং দিনের ফেরেশতাগণ ঊর্ধ্বে গমন করেন এবং রাতের ফেরেশতাগণ থেকে যান। তাঁদের রব (প্রভু) তাঁদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদের তোমরা কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? তাঁরা উত্তর দেন, আমরা তাঁদেরকে সালাত আদায়রত অবস্থায় পেয়েছি এবং সালাত আদায়রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। সুলায়মান আল-আ'মাশ নামক জনৈক রাবী বলেন, আমার যতদূর মনে হয়–আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) এখানে এও বলেছেন যে, ফেরেশতাগণ তখন আরয করেন, "সুতরাং কিয়ামতের দিন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন।"

[এই হাদীসের ব্যাখ্যা ও উদ্ধৃতি দ্বিতীয় খণ্ডে কিতাবুস সালাতে বর্ণিত হয়েছে।]

www.waytojannah.com

Contents

(٦٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ وَإِيَّايَ وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِحَقٍّ.

(৬২) আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য দুইজন করে সঙ্গী নিযুক্ত করা আছে। একজন জ্বিন সঙ্গী এবং আরেকজন ফেরেশতা সঙ্গী। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, আপনারও কি এইরূপ আছে ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমারও আছে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বিশেষভাবে সেই সঙ্গীর উপর সাহায্য করেছেন, ফলে সে আমাকে সত্যের আদেশ করেই চালিত করে থাকে। [মুসলিম ও অন্যান্য]

(٦٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ آدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى الْأَرْضِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ أَيْ رَبِّ (أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) قَالُوا رَبَّنَا نَحْنُ أَطْوَعُ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ هَلُمُّوا مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ فَنَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلَانِ قَالُوا رَبَّنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ فَأُهْبِطَا إِلَى الْأَرْضِ وَمُثِّلَتْ لَهُمَا الزُّهَرَةُ امْرَأَةً مِنْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ فَجَاءَتْهُمَا فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا فَقَالَتْ لَا وَاللهِ حَتَّى تَكَلَّمَا بِهٰذِهِ الْكَلِمَةِ مِنَ الْإِشْرَاكِ فَقَالَا وَاللهِ لَا نُشْرِكُ بِاللهِ أَبَدًا فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا ثُمَّ رَجَعَتْ بِصَبِيٍّ تَحْمِلُهُ فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا فَقَالَتْ لَا وَاللهِ حَتَّى تَقْتُلَا هَذَا الصَّبِيَّ فَقَالَا وَاللهِ لَا نَقْتُلُهُ أَبَدًا فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ بِقَدَحِ خَمْرٍ تَحْمِلُهُ فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا فَقَالَتْ لَا وَاللهِ حَتَّى تَشْرَبَا هَذَا الْخَمْرَ فَشَرِبَا فَسَكِرَا فَوَقَعَا عَلَيْهَا وَقَتَلَا الصَّبِيَّ فَلَمَّا أَفَاقَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ وَاللهِ مَا تَرَكْتُمَا شَيْئًا مِمَّا أَبَيْتُمَاهُ عَلَيَّ إِلَّا قَدْ فَعَلْتُمَا حِينَ سَكِرْتُمَا فَخُيِّرَا بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا.

(৬৩) 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছেন, আদমকে (আ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা'আলা যখন যমিনে প্রেরণ করলেন, তখন ফেরেশতারা বললেন হে প্রভু, আপনি যমিনে এদের পাঠাচ্ছেন, যারা বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত করবে। অথচ আমরা তো আপনার তাসবীহ-প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে যাচ্ছি! আল্লাহ্ বললেন, আমি সেই বিষয়ে সর্বাধিক অবগত যা তোমরা জান না। তাঁরা বললেন, আমরা বনী আদমের তুলনায় আপনার অধিক আনুগত্যশীল। আল্লাহ্ তখন ফেরেশতাদের বললেন, ঠিক আছে, তোমরা দুইজন ফেরেশতা নিয়ে আস, তাদেরকে যমিনে প্রেরণ করে দেখা যাক কী ধরনের আমল তারা করে। তারা বললেন, হে আমাদের প্রভু, এই (নিন) হারূত ও মারূত। অতঃপর তাঁদেরকে যমিনে প্রেরণ করা হয় এবং যুহরা (নক্ষত্রবিশেষ) কে অত্যন্ত সুন্দরী স্ত্রীলোকের অবয়ব ও রূপ-লাবণ্য দিয়ে তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়। যুহরা তাদের কাছে এলে তারা তাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। যুহরা বলে, না আল্লাহ্র শপথ, তোমরা আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত পাবে না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্র সাথে শিরকের কালেমা উচ্চারণ কর। তারা বললো, আল্লাহ্র শপথ, আমরা কখনো আল্লাহ্র সাথে শরীক সাব্যস্ত করবো না। যুহরা চলে গেল। কিন্তু পরে আবার ফিরে এল তার কোলে একটি শিশুকে নিয়ে। হারূত-মারূত আবার তাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলো। সে বললো, আল্লাহ্র শপথ, যতক্ষণ না তোমরা এই শিশুটিকে হত্যা করবে ততক্ষণ আমাকে পাবে না। তারা বললো, না, আল্লাহ্র শপথ, আমরা তাকে কখনও হত্যা করবো না। যুহরা ফিরে গেল। কিন্তু

www.waytojannah.com

পুনরায় সে একটি শরাবের পাত্র নিয়ে ফিরে এল। এবারও তারা তাকে পাওয়ার বাসনা প্রকাশ করলো। সে বললো, না আল্লাহ্‌র শপথ, যতক্ষণ না তোমরা এই শরাব পান করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাকে পাবে না। তখন তারা শরাব পান করলো এবং অপ্রকৃতস্থ হয়ে যুহরার উপর চড়াও হলো এবং শিশুটিকে হত্যা করলো। যখন তারা প্রকৃতস্থ হয়ে, তখন স্ত্রীলোকটি বলে, আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা সবকিছুই করলে মদের নেশায় অপ্রকৃতস্থ হয়ে, যা তোমরা পূর্বে করতে অস্বীকার করেছিলে! এরপর তাদেরকে দুনিয়ার শাস্তি অথবা আখিরাতের শাস্তির মধ্যে যে কোন একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। অতঃপর তারা দুনিয়ার শাস্তিকেই বেছে নেয়। [এই হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ১৮শ খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে।]

(٦٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلّٰهِ مَلَآئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ فُضُلًا عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى بُغْيَتِكُمْ فَيَحِيْئُوْنَ فَيَحُفُّوْنَ بِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اللهُ أَيَّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُوْنَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ يَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ وَيَذْكُرُوْنَكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَأَوْنِي؟ فَيَقُوْلُوْنَ لَا فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْكَ لَكَانُوا لَكَ أَشَدَّ تَحْمِيْدًا وَتَمْجِيْدًا وَذِكْرًا فَيَقُوْلُ فَأَيَّ شَيْءٍ يَطْلُبُوْنَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ يَطْلُبُوْنَ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَا فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا قَالَ فَيَقُوْلُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَتَعَوَّذُوْنَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ مِنَ النَّارِ فَيَقُوْلُ وَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُوْلُوْنَ لَا قَالَ فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا هَرَبًا وأشد منها خوفًا قال فيقول إني أشهدكم أني قد غفرت لهم قال فيقولون فَإِنَّ فِيْهِمْ فُلَانًا الْخَطَّاءَ لَمْ يُرِدْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ فَيَقُوْلُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ

(৬৪) আবূ হুরাইরা (রা) ও আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, মানুষের আমলনামা-লেখক ফেরেশতাগণ ছাড়াও আল্লাহ্‌র অনেক ফেরেশতা রয়েছেন, যাঁরা যমিনে বিচরণ করতে থাকেন। যখন তাঁরা কোন গোত্র বা দলকে আল্লাহ্‌র স্মরণে লিপ্ত দেখতে পান, তখন তাঁরা অন্য সাথীদেরকে ডেকে বলেন, এদিকে এস তোমাদের উদ্দিষ্ট পাওয়া গিয়েছে। তখন তাঁরা সেখানে আসেন এবং দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত উচ্চতায় তাদেরকে ঘিরে রাখেন। তখন আল্লাহ্ তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদেরকে কী কাজে রত অবস্থায় ছেড়ে আসলে? তাঁরা উত্তর দেন, আমরা তাদেরকে ছেড়ে এসেছি এ অবস্থায় যে, তারা তোমার প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা এবং তোমার যিক্‌র (বা স্মরণ) করছে। আল্লাহ্ বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তাঁরা বলেন, না। আল্লাহ্ বলেন, যদি তারা আমাকে দেখতো, তাহলে কেমন করতো? তাঁরা বলেন, যদি তারা আপনাকে দেখতে পেত, তাহলে তাদের প্রশংসা শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা ও যিক্‌র আরও অনেক বেশী শক্তিশালী হতো। তখন আল্লাহ্ বলেন, তাঁরা কী চায়? তাঁরা উত্তর দেন, জান্নাত। আল্লাহ্ বলেন, তাঁরা কি জান্নাত দেখেছে? তাঁরা বলেন, না। আল্লাহ্ বলেন, যদি তারা তা দেখতো, তাহলে কী অবস্থা হতো? তাঁরা বলেন, যদি তারা তা দেখতে পেত, তাহলে জান্নাতের প্রতি তাদের বাসনা ও আবেদন আরো অনেক বেশী শক্তিশালী হতো। আল্লাহ্ বলেন, তারা কোন বিষয়ে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে? তাঁরা বলেন, জাহান্নাম থেকে। আল্লাহ্ বলেন, তারা কি তা দেখেছে? তাঁরা বলেন, না। আল্লাহ্ বলেন, যদি তারা তা দেখতো, তাহলে কী অবস্থা হতো? তাঁরা বলেন, যদি তারা তা দেখতে পেত, তাহলে তারা আরো বেশী ভীত ও পলায়নপর হতো। আল্লাহ্ তখন ঘোষণা দেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, নিশ্চয় আমি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছি। তখন ফেরেশতারা বলেন, এই দলে তো অমুক ব্যক্তি গোনাহগার রয়েছে, যে গোনাহ থেকে ফিরে আসেনি (তওবা করেনি),

www.waytojannah.com

Contents

সে সেখানে গিয়েছিল অন্য কোন প্রয়োজনে! কিন্তু আল্লাহ্ বলেন, এরা এমন এক দল, যাদের সাথে যোগদানকারী বঞ্চিত হতে পারে না। [এই হাদীসের ব্যাখ্যা ও উদ্ধৃতি ১৪শ খণ্ডে কিতাবুল আযকারে বর্ণিত হয়েছে।]

باب : ما جاء فى خلق الجن وامور تتعلق بهم۔

পরিচ্ছেদ : জ্বিন সৃষ্টি ও তাদের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলী

(٦٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ۔

(৬৫) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ফেরেশতা সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে, জ্বিন সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে এবং আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই উপাদান থেকে যা তোমাদের জন্য বর্ণনা করা হয়েছে। [এই হাদীসের উদ্ধৃতি পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের প্রথমেই বর্ণনা করা হয়েছে।]

(٦٦) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ أَوْ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ أَنْتَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ مَرَّةً فَيُدْنِيهِ مِنْهُ۔

(৬৬) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ইবলিস তার সিংহাসন স্থাপিত করে পানির উপর (অন্য বর্ণনায় সমুদ্রের মধ্যে)। এরপর বিভিন্ন দিকে সে তার সঙ্গীদের প্রেরণ করে (আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে)। সুতরাং যে যত বড় ফিৎনা (বিপর্যয়) ঘটাতে পারবে, সে তার কাছে তত বেশী সম্মানিত। তাদের একেক জন উপস্থিত হয়ে বলতে থাকে, আমি এই এই করেছি। সে বলে, তুই কিছুই করিসনি। এবং আর একজন এসে বলে, আমি অমুক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে এসেছি। ইবলিস তাকে কাছে টেনে নেয় এবং কিংবা তিনি বলেছেন, যে তাকে জড়িয়ে ধরে; অথবা বলে, তুই হচ্ছিস আসল কাজের লোক। (আবূ মু'আবিয়া বলেন) সে তাকে তার নৈকট্য দান করে। [মুসলিম ও অন্যান্য]

(٦٧) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِابْنِ صَائِدٍ مَا تَرَى؟ قَالَ أَرَى عَرْشًا عَلَى الْبَحْرِ حَوْلَهُ الْحَيَّاتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ عَرْشُ إِبْلِيْسَ۔

(৬৭) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) ইব্ন সাদকে বলেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? তিনি বলেন, সমুদ্রের উপর একটি আরশ দেখতে পাচ্ছি যার চারিদিকে সর্পকূল বেষ্টিত। রাসূল (সা) বলেন, এটি ইবলিসের সিংহাসন। [এই হাদীসের উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা 'কিতাবুল ফিতান'-এ আসছে।]

(٦٨) عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ اٰدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيْقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِيْنَكَ وَدِيْنَ اٰبَائِكَ وَاٰبَاءِ أَبِيْكَ فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيْقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطِّوَلِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيْقِ الْجِهَادِ فَقَالَ تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُنْكَحُ

www.waytojannah.com

الْمَرْأَةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

(৬৮) সাবরা ইবন আবী ফাকিহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি, শয়তান আদম-সন্তানের পথে পথে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। সে ইসলামের রাস্তায় বসে থেকে আদম সন্তানকে বলে, তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে, তোমার ধর্ম, তোমার বাবার ধর্ম, তোমার দাদা-পরদাদার ধর্ম পরিত্যাগ করবে? কিন্তু আদম সন্তান তার কথা অমান্য করে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর সে হিজরতের রাস্তায় বসে তাকে বলে, তুমি হিজরত করবে, তোমার দেশ, তোমার আকাশ পরিত্যাগ করবে? আরে মুহাজির তো রশিতে বাঁধা ঘোড়ার মত! আদম সন্তান তার কথা অমান্য করে হিজরত করে। এরপর ইবলিস জিহাদের রাস্তায় বসে তাকে বলে, জিহাদ হচ্ছে জান ও মালের অপচয়, তুমি যুদ্ধ করবে, তোমাকে হত্যা করা হবে, তোমার স্ত্রীকে বিবাহ দেওয়া হবে, তোমার সম্পদ বণ্টিত হবে। আদম সন্তান তার কথা অমান্য করে জিহাদে অংশ নেয়। রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি এইরূপ করে মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন; অথবা যদি নিহত হয়, তাহলেও আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই জান্নাতে স্থান দিবেন, সে যদি পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করে তাহলেও আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে স্থান দিবেন, অথবা তার বাহন যদি তাকে হত্যা করে, তবু আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। [নাসাঈ]

(٦٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ هَذِهِ وَلَكِنَّهُ قَدْ رَضِيَ مِنْكُمْ بِمَا تَحْقِرُونَ.

(৬৯) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের এই যমিনে কেউ শয়তানের ইবাদত করবে–এ ব্যাপারে সে নিরাশ হয়েছে। তবে তোমরা যেসন গুনাহ ছোট মনে করে তুচ্ছ জ্ঞান কর, সে ব্যাপারে সে সন্তুষ্ট আছে। [আহমদ। রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٧٠) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ.

(৭০) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, এবং ইব্ন নুমাইর তাঁর হাদীসে বলেছেন, আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি, নিশ্চয় শয়তান এই বিষয়ে নিরাশ হয়েছে যে, মুসুল্লীগণ তার ইবাদত করবেন; তবে তাঁদের মধ্যে মতভেদ, বিবাদ-বিসংবাদ ইত্যাদির ব্যাপারে সে নিরাশ নয়। [মুসলিম ও মালিক]

(٧١) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ.

(৭১) জাবির (রা) থেকে আরো বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার প্রাক্কালে তোমরা তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুসমূহ ও শিশুদেরকে ছেড়ে দিও না, যতক্ষণ না সান্ধ্যকালীন অন্ধকার বিদূরিত হয়। কেননা এই সময়ের মধ্যে শয়তানরা বিচরণ করতে থাকে। [মালিক]

www.waytojannah.com

(٧٢) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلًا قَالَتْ فَغِرْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ مَا لَكِ؟ يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟ فَقُلْتُ وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَوْ مَعِيَ شَيْطَانٌ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَمَعَكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ.

(৭২) 'উরওয়াহ ইব্নয্ যুবাইর (রা) মা আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র রাসূল এক রাত্রে তাঁর কাছ থেকে বের হয়ে আসেন। আয়েশা (রা) বলেন, এতে তাঁর প্রতি আমার অভিমান হয়। (একটু পর) তিনি আমি কী করি দেখার জন্য ফিরে আসেন। তিনি বললেন, হে আয়েশা, তোমার কি হলো? তুমি অভিমান করেছ? আমি বললাম, আপনার মত কারও প্রতি আমার মত কেউ অভিমান করবে না, তা কী করে হয়? তখন রাসূল (সা) বললেন, তোমাকে কি তোমার শয়তানে পেয়েছে? আয়েশা (রা) বললেন, আমার সাথে কি শয়তান আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, প্রত্যেক মানুষের সাথেই আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আপনার সাথেও আছে কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে আমার মহাপ্রভু তার কুমন্ত্রণা থেকে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন, ফলে আমি নিরাপদ আছি। [হুবহু একই সনদে ও একই শব্দে মুসলিম]

(٧٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ قَالُوا وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ.

(৭৩) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে শয়তান সঙ্গী নিযুক্ত করা আছে। লোকজন বলল, আপনার জন্যও কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্? তিনি বলেন, হ্যাঁ; তবে আল্লাহ্ আমাকে সেই শয়তানের উপর বিশেষভাবে মদদ করেছেন; পরে থেকে আমি নিরাপদ। (হাইছামী, তাবারানী ও বায্যার]

(٧٤) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَفِيهِ وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِحَقٍّ.

(৭৪) ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। তবে সেখানে এসেছে– আল্লাহ্ তা'আলা সেই শয়তানের উপর আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন, ফলে সে আমাকে সত্যের প্রতিই নির্দেশনা দেয়

(٧٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ قُلْنَا وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ وَمِنِّي وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ.

(৭৫) জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) আমাদেরকে বলেছেন, তোমরা গায়েব সংক্রান্ত বিষয়ে লেগে যেও না। কেননা শয়তান তোমাদের রক্তপ্রবাহী ধমনীর মধ্যেও প্রবেশ করতে পারে। আমরা বললাম, আপনারও কি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমার ক্ষেত্রেও তাই। তবে আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেছেন, তাই আমি নিরাপদে আছি। [এই হাদীসের তাখরীজ পঞ্চম খণ্ডে সালাতুস সফরে ১১৯৪ নং উল্লেখ করা হয়েছে।)

www.waytojannah.com

(٧٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيَّ الشَّيْطَانُ فَأَخَذْتُهُ فَخَنَقْتُهُ حَتَّى إِنِّي لَأَجِدُ بَرْدَ لِسَانِهِ فِي يَدَيَّ فَقَالَ أَوْجَعْتَنِي أَوْجَعْتَنِي.

(৭৬) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, শয়তান আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, আমি তাকে ধরে ফেলি এবং তার গলা টিপে ধরি এমনকি তার জিহ্বার শীতলতা আমার হাতে অনভুত হচ্ছিল। তখন সে বললো, আপনি আমাকে ব্যাথা দিয়েছেন। [আহমদ]

(٧٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا نَزَلْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا نَظَرْتُ أَسْفَلَ مِنِّي فَإِذَا أَنَا بِرَهْجٍ وَدُخَانٍ وَأَصْوَاتٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ هَذِهِ الشَّيَاطِينُ يُحَرِّفُونَ عَلَى أَعْيُنِ بَنِي آدَمَ أَنْ لَا يَتَفَكَّرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَوْا الْعَجَائِبَ.

(৭৭) আবূ হুরাইরা (রা) ইস্‌রা সংক্রান্ত হাদীসে রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন; রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি যখন দুনিয়ার আকাশে আরোহণ করি, তখন আমার নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি ধূলাবালি, ধোঁয়া ও চিৎকার। তখন আমি জিব্রাইলকে (আ) বললাম, এটা কী? তিনি বললেন, এগুলো হচ্ছে শয়তান। এরা আদম সন্তানের চোখের দৃষ্টির সম্মুখে আবরণ সৃষ্টি করছে যেন তারা অধঃলোক ও উর্ধ্বলোকের রাজত্ব সম্পর্কে চিন্তা না করে। এটি (এই আবরণ) না থাকলে তারা আশ্চর্য বিষয়াবলী দেখতে পেত। [হাদীসটি গরীব]

(٧٨) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَدَعَتُّهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ أَجْمَعُونَ قَالَ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ قَالَ فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا.

(৭৮) আবূ হুরাইরা থেকে আরো বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, জিন গোত্রীয় একটি শয়তান (ইফরীত) গতরাতে আমার সালাতে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য এসেছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমতে সে সফল হয়নি বরং আমি তাকে তাড়া করেছি। আমি (একবার) চেয়েছিলাম যে ওটিকে মসজিদের কোন খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি। যেন সকাল হলে তোমরা সবাই তাকে দেখতে পাও। কিন্তু হঠাৎ আমার ভাই সুলায়মানের (আ) দোয়ার কথা স্মরণ হয়ে গেল :

رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي

অর্থাৎ "হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে এমন সাম্রাজ্য প্রদান করুন, যা আমার পরে আর কেউ না পায়।" তখন তাকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যর্থ করে ফিরিয়ে দিয়েছেন। [বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ]

باب : ما جاء في اسلام طائفة من الجن ومقابلتهم للنبي (ص) واستماعهم القران منه.

পরিচ্ছেদ : একদল জিনের ইসলাম গ্রহণ, রাসূলের (সা) সাথে তাদের সাক্ষাত ও তাঁর কাছ থেকে তাদের কুরআন শ্রবণ

(٧٩) عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ مَسْعُودٍ هَلْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ مِنْكُمْ أَحَدٌ؟ فَقَالَ مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ وَلَكِنَّا قَدْ فَقَدْنَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُلْنَا اغْتِيلَ؟ اسْتُطِيرَ؟ مَا فَعَلَ؟ قَالَ فَبِتْنَا بِشَرِّ

www.waytojannah.com

لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ أَوْ قَالَ فِي السَّحَرِ إِذَا نَحْنُ بِهِ يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَذَكَرُوا الَّذِي كَانُوا فِيهِ فَقَالَ إِنَّهُ أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَأَتَيْتُهُمْ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانِي آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ قَالَ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ سَأَلُوهُ الزَّادَ قَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ عَامِرٌ فَسَأَلُوهُ لَيْلَتَئِذٍ الزَّادَ وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ فَقَالَ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ أَوْ رَوْثَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ.

(৭৯) আল্‌কামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন মাসউদকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের মধ্যে কেউ কি জ্বিনের রাত্রিতে রাসূলের (সা) সঙ্গী হয়েছিলেন? তিনি বলেন, না আমাদের কেউ সঙ্গী হয়নি। তবে আমরা এক রাত্রিতে রাসূলকে (সা) হারিয়ে ফেলি এবং আমরা বলাবলি করি যে, তাঁকে কি হত্যা করা হয়েছে? তাকে অপহরণ করা হয়েছে? তার কী হয়েছে? সেই রাতটি আমরা কাটাই দারুণ উৎকণ্ঠার সাথে সবচেয়ে খারাপ রাত হিসেবে। কিন্তু রাত যখন ভোর হওয়ার পথে অথবা শেষরাতে আমরা রাসূলকে (সা) দেখতে পাই; তিনি হেরার দিক থেকে আসছেন। তখন আমরা বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরপর লোকজন তাদের উৎকণ্ঠার কথা বললো। তিনি বললেন, আমার কাছে জ্বিনের একজন দা'ঈ (দাওয়াত দানকারী) এসেছিল; তখন আমি তাদের কাছে যাই এবং তাদের উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করি। তখন রাসূল (সা) আমাদেরকে নিয়ে (হেরার দিকে) অগ্রসর হলেন এবং আমাকে জ্বিনদের চিহ্নসমূহ ও তাঁদের অগ্নির নিদর্শনসমূহ দেখালেন। (শা'বী নামক জনৈক রাবী বলেন) তারা তাদের খাবার সম্পর্কে প্রশ্ন করে। (ইব্‌ন আবী যায়িদাহ বলেন, আমির বলেছেন) অতঃপর তারা উত্তম খাবারের ব্যাপারে প্রশ্ন করে। আর তারা ছিল আল-জাযীরার জ্বিন। রাসূল (সা) বলেন, আল্লাহ্‌র নামে জবাইকৃত জন্তুর হাড় যা তোমাদের হাতে আসে অথবা লেজের শেষাংশ যেখানে অল্প মাংস থাকে তাই তাদের খাবার। আর তোমার চতুষ্পদ জন্তুর বিষ্ঠা বা গোবর দিয়ে তোমরা ইস্‌তিন্‌জা (প্রশ্রাব বা পায়খানার পর ব্যবহার্য) হিসাবে ব্যবহার করবে না। কারণ তা তোমাদের ভাই জিন্নের খাবার।

[প্রথম খণ্ডের কিতাবুত ত্বাহারাতে এই হাদীসের ব্যাখ্যা ও উদ্ধৃতি বর্ণিত হয়েছে।]

(٨٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ وَفْدِ الْجِنِّ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَنَفَّسَ فَقُلْتُ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِي يَا ابْنَ مَسْعُودٍ.

(৮০) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জ্বিনের প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাতের রাতে রাসূলের (সা) সাথে ছিলাম। রাসূল (সা) সেখান থেকে ফিরে এসে (জোরে) নিঃশ্বাস নিলেন। আমি বললাম, আপনার অবস্থা কী? তিনি বললেন, হে ইব্‌ন মাসউদ, আমি ক্লান্ত-শ্রান্ত বোধ করছি। [হাদীসটি গরীব]

(٨١) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ خَطَّ حَوْلَهُ (اى حول ابن مسعود) فَكَانَ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ مِثْلُ سَوَادِ النَّخْلِ وَقَالَ لِي لَا تَبْرَحْ مَكَانَكَ فَأَقْرَأَهُمْ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمَّا رَأَى الزُّطَّ قَالَ كَأَنَّهُمْ هَؤُلَاءِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ لَا قَالَ أَمَعَكَ نَبِيذٌ؟ قُلْتُ نَعَمْ فَتَوَضَّأَ بِهِ.

(৮১) ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে আরো বর্ণিত, রাসূল (সা) জ্বিনদের রাত্রে তার (ইব্‌ন মাসউদের) চারপাশে রেখা টানেন। তাদের এক একজন আসছিল খেজুর বৃক্ষের ন্যায়। তিনি আমাকে বললেন, তোমার স্থান থেকে বের হইও না। রাসূল (সা) তাদের উদ্দেশ্য কুরআন পাঠ করে শোনান। অতঃপর

www.waytojannah.com

তিনি যখন 'জুত্ত' (সুদানের এক গোষ্ঠী)-কে দেখতে পেলেন, তখন তিনি বললেন, জ্বিনরা যেন এদের মত। নবী (সা) বললেন, তোমার সাথে পানি আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তোমার সাথে 'নাবীয' (সিরকা) আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি তা দিয়ে ওযু করেন। [কুরতুবী]

(٨٢) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِتُّ اللَّيْلَةَ أَقْرَأُ عَلَى الْجِنِّ رُفَقَاءَ بِالْحَجُونِ.

(৮২) ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে আরো বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, আমি জ্বিন্নের রাত অতিবাহিত করেছি তাদের উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করে, হাজূন পাহাড়ে। তারা এসেছিল পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন ও দলবদ্ধভাবে। [আহমদ]

(٨٣) حَدَّثَنَا عَارِمٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنِي أَبُو تَمِيمَةَ عَنْ عَمْرٍو لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ الْبِكَالِيَّ يُحَدِّثُهُ عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ عَمْرٌو وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ اسْتَتْبَعَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْتُ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَخَطَّ لِي خِطَّةً فَقَالَ لِي كُنْ بَيْنَ ظَهْرَيْ هَذِهِ لَا تَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ هَلَكْتَ قَالَ فَكُنْتُ فِيهَا قَالَ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذْفَةً أَوْ أَبْعَدَ شَيْئًا أَوْ كَمَا قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ ذَكَرَ هَنِيئًا كَأَنَّهُمُ الزُّطُّ قَالَ عَفَّانُ أَوْ كَمَا قَالَ عَفَّانُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ وَلَا أَرَى سَوْآتِهِمْ طِوَالًا قَلِيلٌ لَحْمُهُمْ قَالَ فَأَتَوْا فَجَعَلُوا يَرْكَبُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجَعَلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْهِمْ قَالَ وَجَعَلُوا يَأْتُونِي فَيُخَيِّلُونَ أَوْ يُمَيِّلُونَ حَوْلِي وَيَعْتَرِضُونَ لِي قَالَ عَبْدُ اللهِ فَأُرْعِبْتُ مِنْهُمْ رُعْبًا شَدِيدًا قَالَ فَجَلَسْتُ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَلَمَّا انْشَقَّ عَمُودُ الصُّبْحِ جَعَلُوا يَذْهَبُونَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ثَقِيلًا وَجِعًا أَوْ يَكَادُ أَنْ يَكُونَ وَجِعًا مِمَّا رَكِبُوهُ قَالَ إِنِّي لَأَجِدُنِي ثَقِيلًا أَوْ كَمَا قَالَ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ ثُمَّ إِنَّ هَنِيئًا أَتَوْا عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بِيضٌ طِوَالٌ أَوْ كَمَا قَالَ وَقَدْ أَغْفَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَأُرْعِبْتُ مِنْهُمْ أَشَدَّ مِمَّا أُرْعِبْتُ الْمَرَّةَ الْأُولَى قَالَ عَارِمٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَقَدْ أُعْطِيَ هَذَا الْعَبْدُ خَيْرًا أَوْ كَمَا قَالُوا إِنَّ عَيْنَيْهِ نَائِمَتَانِ أَوْ قَالَ عَيْنَهُ أَوْ كَمَا قَالُوا وَقَلْبُهُ يَقْظَانُ ثُمَّ قَالَ قَالَ عَارِمٌ وَعَفَّانُ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ هَلُمَّ فَلْنَضْرِبْ لَهُ مَثَلًا أَوْ كَمَا قَالُوا قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا وَنُؤَوِّلُ نَحْنُ أَوْ نَضْرِبُ نَحْنُ وَتُؤَوِّلُونَ أَنْتُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَثَلُهُ كَمَثَلِ سَيِّدٍ ابْتَنَى بُنْيَانًا حَصِينًا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى النَّاسِ بِطَعَامٍ أَوْ كَمَا قَالَ فَمَنْ لَمْ يَأْتِ طَعَامَهُ أَوْ قَالَ لَمْ يَتْبَعْهُ عَذَّبَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ كَمَا قَالُوا قَالَ الْآخَرُونَ أَمَّا السَّيِّدُ فَهُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَمَّا الْبُنْيَانُ فَهُوَ الْإِسْلَامُ وَالطَّعَامُ الْجَنَّةُ وَهُوَ الدَّاعِي فَمَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ عَارِمٌ فِي حَدِيثِهِ أَوْ كَمَا قَالُوا وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْهُ عُذِّبَ أَوْ كَمَا قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَا رَأَيْتَ يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَفِيَ عَلَيَّ مِمَّا قَالُوا شَيْءٌ قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَوْ قَالَ هُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ.

(৮৩) আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, 'আমর বলেছেন, 'আবদুল্লাহ বলেন, রাসূল (সা) আমাকে সাথে নিলেন এবং আমরা অমুক অমুক স্থানে পৌঁছালাম। তখন রাসূল (সা) আমাকে ঘিরে একটি

www.waytojannah.com

Contents

রেখা টেনে দিলেন এবং আমাকে বললেন, তুমি আমার পেছনে এখানটায় অবস্থান করবে এখান থেকে বের হবে না; এখান থেকে বের হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং আমি সেখানে অবস্থান করলাম। রাসূল (সা) পাথর নিক্ষেপ করার মত অথবা এর চেয়ে একটু বেশী দূরত্বে গেলেন। (অথবা তিনি যেরূপ বলেছেন)। অতঃপর তাদের পুরুষরা (জ্বিন সম্প্রদায়ের) আসতে লাগলো (অথবা 'আফ্ফান যেমন বলেছেন) ইনশাআল্লাহু তাদের গায়ে কোন কাপড় ছিল না, এবং আমি তাদের খারাপও (গুপ্তাঙ্গসমূহ) কিছু দেখিনি; তারা দীর্ঘাকৃতির (কম মাংসসম্পন্ন) ও ক্ষীণকায়। তারা এসে একে একে রাসূলের (সা) কাছে জড়ো হতে থাকে। রাসূল (সা) তাদের উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করতে থাকেন। তারা আমার কাছেও আসতে থাকে, ঘুরতে থাকে এবং আমার সামনে প্রকাশমান হতে থাকে। আবদুল্লাহ বলেন, তাদের দেখে খুব ভয় পেয়ে যাই। অতঃপর আমি বসলাম (অথবা তিনি যেমন বলেছেন)। যখন ভোরের আগমন ঘনিয়ে আসলো, তারা প্রস্থান করতে শুরু করলো (অথবা তিনি যেমন বলেছেন)। অতঃপর রাসূল (সা) খুব ভারাক্রান্ত ও ক্লান্ত শরীরে ফিরে এলেন। অথবা তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে ঘিরে ধরার কারণে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। যাহোক, তিনি (রাসূল সা.) বলেন, আমি ভারাক্রান্ত অনুভব করছি (অথবা তিনি যেমন বলেছেন)। তখন রাসূল (সা) আমার কোলে তাঁর মাথা রাখলেন (অথবা তিনি যেমন বলেছেন)। এরপর আবারও অপরিচিত লোকজন আসলো (ফেরেশতা), তাদের পরণে সাদা কাপড়, দীর্ঘাকৃতিসম্পন্ন (অথবা তিনি যেমন বলেছেন), রাসূল (সা) তাদেরকে আড়াল করছেন। আবদুল্লাহ্ বলেন, এবার আমি প্রথমবারের চেয়েও বেশী ভয় পেয়ে গেলাম। ('আরিম তাঁর হাদীসে বলেন) তখন তাঁরা পরস্পর (ফেরেশতারা) বলাবলি করছিল, এই বান্দাকে কল্যাণ প্রদান করা হয়েছে, (অথবা তাঁরা যেমন বলেছেন)। তাঁর চক্ষুদ্বয় নিদ্রা যায় (অথবা তাঁর চোখ, অথবা তারা যেমন বলেছেন), এবং তাঁর অন্তর জাগ্রত থাকে। (আলিম ও আফ্ফান বলেন) তাঁরা পরস্পর আরো বলছিলেন যে, আস, আমরা এই বান্দার একটি উদাহরণ ঠিক করি (অথবা তাঁরা যেমন বলেছিলেন)।

অতঃপর তারা একজন অপরজনকে বললেন, তাঁর উদাহরণ হচ্ছে একজন সর্দারের ন্যায় যিনি একটি শক্ত প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন; এরপর মানুষকে তার খাবারে অংশগ্রহণের জন্য ডেকে পাঠান (অথবা যেমন তিনি বলেছেন)। যে ব্যক্তি তাঁর খাবার খেতে আসবে না অথবা তার অনুসরণ করবে না; তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে (অথবা তিনি যেমন বলেছেন)। অন্যরা বললেন, সর্দার হচ্ছেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন, প্রাসাদ হচ্ছে ইসলাম, খাবার হচ্ছে জান্নাত। আর তিনি রাসূল হচ্ছেন আহ্বায়ক (দা'ঈ)। যে তাঁর অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে থাকবে। (আরিস তাঁর হাদীসে বলেন, অথবা তাঁরা যেমন বলেছেন) এবং যে তাঁর অনুসরণ করবে না, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে (অথবা তিনি যেমন বলেছেন)। অতঃপর রাসূল (সা) জাগ্রত হন এবং বলেন, তুমি কী দেখলে, হে ইব্ন উম্মে আবদ? আবদুল্লাহ বললেন, আমি এই এই দেখলাম। রাসূল (সা) বললেন, তাঁরা যা বলেছেন, তাঁর কিছুই আমার অগোচরে নয়। এঁরা হচ্ছেন একদল ফেরেশতা (অথবা তিনি যেমন বলেছেন) তাঁরা ফেরেশ্তা, অথবা যেমনটি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেছেন। [হায়ছামী, রাবীগণ নির্ভরযোগ্য]

(٨٤) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَلَمَّا كُنَّا بِالْعَرْجِ إِذَا نَحْنُ بِحَيَّةٍ تَضْطَرِبُ فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ مَاتَتْ فَأَخْرَجَ لَهَا رَجُلٌ خِرْقَةً مِنْ عَيْبَتِهِ فَلَفَّهَا فِيهَا وَدَفَنَهَا وَخَدَّ لَهَا فِي الْأَرْضِ فَلَمَّا أَتَيْنَا مَكَّةَ فَإِنَّا لَبِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِذْ وَقَفَ عَلَيْنَا شَخْصٌ فَقَالَ أَيُّكُمْ صَاحِبُ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ؟ قُلْنَا مَا نَعْرِفُهُ قَالَ أَيُّكُمْ صَاحِبُ الْجَانِّ؟ قَالُوا هَذَا قَالَ أَمَا إِنَّهُ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ آخِرِ التِّسْعَةِ مَوْتًا الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ.

www.waytojannah.com

(৮৪) সাফওয়ান ইব্ন মু'আত্তাল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হই; যখন আমরা 'আরজ' নামক স্থানে পৌঁছালাম, তখন দেখতে পেলাম একটি সাপ ধড়ফড় করছে এবং দেখি কিছুক্ষণ পরই মারা গেছে। তখন জনৈক ব্যক্তি তার পরিধেয় বস্ত্র থেকে একটি টুকরা বের করে সাপটি পেঁচালো। তারপর মাটিতে গর্ত করে তার ভেতর সেটিকে দাফন করে দিল। যখন আমরা মক্কায় আগমন করে মসজিদুল হারামের কাছে পৌঁছালাম, তখন জনৈক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে 'আমর ইব্ন জাবির-এর সঙ্গী কে? আমরা বললাম, আমরা তাকে চিনি না। তখন তিনি বললেন, জ্বিনের সঙ্গী তোমাদের মধ্যে কে ছিল? লোকজন বললো, এই ইনি। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। মৃত সাপটির প্রতি ইঙ্গিত করে) তিনি মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে নবম, যাঁরা আল্লাহ্র রাসূলের (সা) কাছে এসেছিলেন এবং কুরআন শ্রবণ করেছিলেন। [আহমদ ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি; হাদীসটি গরীব]

(٨٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ خَلَقَ خَلْقَهُ ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ نُورِهِ مَا شَاءَ فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَصَابَ النُّورُ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصِيبَهُ وَأَخْطَأَ مَنْ شَاءَ فَمَنْ أَصَابَهُ النُّورُ يَوْمَئِذٍ فَقَدِ اهْتَدَى وَمَنْ أَخْطَأَهُ يَوْمَئِذٍ ضَلَّ فَلِذَلِكَ قُلْتُ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ.

(৮৫) 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টকে সৃষ্টি করে তাদেরকে অন্ধকারে রাখেন। পরে তিনি তাঁর নূর থেকে কিছু অংশ নিয়ে তার সৃষ্টির উপর ঢেলে দেন। তখন তার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে যাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেছেন, সেই তার নূর প্রাপ্ত হয়েছে। আর যাকে তিনি চাননি, সে নূর পায়নি। সেই দিন যারা নূর প্রাপ্ত হয়েছিল, সেই হিদায়াত লাভ করেছে। আর সেইদিন যে নূর পায়নি, সে গোমরাহ হয়েছে। আর এই কারণেই আমি বলেছি যে, যা কিছু হবে, সে বিষয়ে কলম শুকিয়ে গিয়েছে। [নাসাঈ, তিরমিযী, বায়হাকী ও তাবারানী]

(٨٦) عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمُ الْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ.

(৮৬) আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে (আ) সৃষ্টি করেছেন এক মুষ্টি মাটি থেকে, যা তিনি সংগ্রহ করেছেন সমগ্র যমিন থেকে। সুতরাং আদম সন্তানেরা যমিনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এসেছে (জন্মগ্রহণ করেছে), তাদের মধ্যে সাদা, লাল, কালো, মধ্যম, অধম (খবীছ), উত্তম, বিনম্র, কঠোর ও মধ্যম প্রভৃতি নানা রং ও প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়ে দুনিয়ায় এসেছে। [আবু দাউদ, তিরমিযী, বায়হাকী, তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান ও সহীহ বলেছেন।]

(٨٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

(৮৭) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'রূহ' বা আত্মাসমূহ হচ্ছে বহু দলবিশিষ্ট সৈনিক সদৃশ; তন্মধ্যে যাঁরা পরস্পর পরিচিত, তাদের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। এর যা পরস্পরে অপরিচিত তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। [বুখারী ও মুসলিম]

www.waytojannah.com

Contents

(٨٨) وعنه ايضا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اٰدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ لَهُ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولٰئِكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَآئِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُجِيبُونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ قَالَ فَذَهَبَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللهِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ اٰدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلْ يَنْقُصُ الْخَلْقُ بَعْدُ حَتَّى الْاٰنَ.

(৮৮) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে (আ) সৃষ্টি করেছেন তাঁর আকৃতিতে। তাঁর দৈর্ঘ্য ষাট গজ। যখন আল্লাহ্ তাঁকে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁকে বললেন, যাও ওই দলকে সালাম দাও; দলটি উপবিষ্ট ছিল ফেরেশতাদের (আল্লাহ্ তা'আলা বললেন) এবং শুনে রেখ তারা তোমাকে কী উত্তর দেয়। কারণ, এটি হচ্ছে তোমার ও তোমার বংশধরদের অভিবাদন এর রীতি। তখন আদম (আ) এগিয়ে গেলেন এবং (তাদের উদ্দেশ্যে) "আস্সালামু আলাইকুম" বললেন, উত্তরে তাঁরা বললেন, "আস্ সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ"। তাঁরা 'রাহমাতুল্লাহ' শব্দটি অতিরিক্ত যোগ করে দিলেন। অতঃপর যে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে, আদমের (আ) সুরতে (আকৃতি) করবে এবং তাঁর দৈর্ঘ্য ষাট গজ। এরপর থেকে অদ্যাবধি সৃষ্টি ছোট হতে থাকে। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٨٩) وَعَنْهُ اَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ طُولُ اٰدَمَ سِتِّينَ ذِرَاعًا فِي سَبْعَةِ أَذْرُعٍ عَرْضًا.

(৮৯) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, আদম (আ)-এর দৈর্ঘ ছিল ষাট গজ আর প্রস্তে সাত গজ। [এই শব্দে হাদীসটি আহমদ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। এর সনদে আলী ইব্ন যায়েদ ইব্ন জাদআন নামক রাবীর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।]

(٩٠) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ابْنِ اٰدَمَ تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ فَإِنَّهُ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ.

(৯০) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানকে যমিন খেয়ে ফেলবে, তার মেরুদণ্ডের গোড়ার অংশ বাদে। কেননা, ওই অংশটি দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর সাহায্যেই তাকে পুনরায় জোড়া দেওয়া হবে। [মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসাঈ]

(٩١) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللهُ اٰدَمَ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خَلْقٌ لَا يَتَمَالَكُ.

(৯১) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদমকে (আ) সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী একটি সময় পর্যন্ত তাঁকে রেখে দিলেন। ইবলিস তাঁর চারদিকে ঘুরে ফিরে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। একপর্যয়ে সে যখন দেখতে পেল যে, এটি অন্তসারশূন্য, তখন সে বুঝতে পারলো যে, এটি এমন এমন সৃষ্টি যে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে না। [মুসলিম ও মালিক]

(٩٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَخَلَقَ اٰدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اٰخِرَ الْخَلْقِ فِي اٰخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ.

www.waytojannah.com

Contents

(৯২) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে (আ) সৃষ্টি করেছেন শুক্রবার বাদ আসর। (এটি ছিল তাঁর) সর্বশেষ সৃষ্টি। জুমার দিনের শেষ প্রহরের সৃষ্টি। সময়টি ছিল আসর থেকে নিয়ে রাতের আগমন পর্যন্ত। [এই হাদীসের উদ্ধৃতি বর্তমান খণ্ডের ১১ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।]

باب : ما جاء فى خلق حواء.

পরিচ্ছেদ : হাওয়া (আ)-এর সৃষ্টি প্রসংগ

(٩٣) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضِّلْعِ تَكْسِرْهَا فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا.

(৯৩) সামুরাহ ইব্ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি, নিশ্চয় স্ত্রীলোক সৃষ্টি করা হয়েছে বাঁকা পাঁজর থেকে; যদি তুমি সেই পাঁজর সোঁজা করতে চাও, তবে তা ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং তাদের মনোরঞ্জন করে চলো। তাহলে তাদের নিয়ে জীবন যাপন করতে পারবে। [হাদীসটি গরীব]

باب : قوله صلى الله عليه وسلم ان اول من جحد ادم.

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বাণী সর্বপ্রথম যিনি নিজ কথা অস্বীকার করেন তিনি হচ্ছেন আদম

(٩٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَةُ الدَّيْنِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَحَدَ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ أَوَّلُ مَنْ جَحَدَ اٰدَمُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ اٰدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَأَخْرَجَ مِنْهُ مَا هُوَ مِنْ ذَرَارِيِّ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَجَعَلَ يَعْرِضُ ذُرِّيَّتَهُ عَلَيْهِ فَرَأٰى فِيهِمْ رَجُلًا يَزْهَرُ فَقَالَ أَيْ رَبِّ مَنْ هٰذَا؟ قَالَ هٰذَا ابْنُكَ دَاوُدُ قَالَ أَيْ رَبِّ كَمْ عُمُرُهُ؟ قَالَ سِتُّونَ عَامًا قَالَ رَبِّ زِدْ فِي عُمُرِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ أَزِيدَهُ مِنْ عُمُرِكَ وَكَانَ عُمُرُ اٰدَمَ أَلْفَ عَامٍ فَزَادَهُ أَرْبَعِينَ عَامًا فَكَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِذٰلِكَ كِتَابًا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ فَلَمَّا احْتُضِرَ اٰدَمُ وَأَتَتْهُ الْمَلَائِكَةُ لِتَقْبِضَهُ قَالَ إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِي أَرْبَعُونَ عَامًا فَقِيلَ إِنَّكَ قَدْ وَهَبْتَهَا لِابْنِكَ دَاوُدَ قَالَ مَا فَعَلْتُ وَأَبْرَزَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ (زاد فى رواية) فَأَتَمَّهَا لِدَاوُدَ مِائَةَ سَنَةٍ وَأَتَمَّهَا لِاٰدَمَ عُمُرَهُ أَلْفَ سَنَةٍ.

(৯৪) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কর্জ সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হয়, তখন আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেন, সর্বপ্রথম যিনি অস্বীকার করেন, তিনি হচ্ছেন আদম। আল্লাহ্ যখন আদমকে (আ) সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর পিঠে হাত বুলান এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর যত সন্তানাদি আসবে তাদেরকে বের করে আনেন। (তখন) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সম্মুখে সন্তানদেরকে পেশ করতে থাকেন। আদম (আ) তন্মধ্যে একজন সুদর্শন পুরুষকে দেখে বললেন, হে প্রভু, ইনি কে? আল্লাহ্ বললেন, এ হচ্ছে তোমার সন্তান দাউদ। তিনি বললেন প্রভু, এর বয়স কত? আল্লাহ্ বললেন, ষাট বছর। আদম বললেন, তার বয়স বৃদ্ধি করে দিন। আল্লাহ্ বললেন, না। তবে আমি তোমার বয়স থেকে নিয়ে তাকে বাড়িয়ে দিতে পারি। আদমের (আ) বয়স ছিল এক হাজার বছর। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা দাউদের বয়স চল্লিশ বছর বৃদ্ধি করে দিলেন এবং এ সম্পর্কে একটা লিপি লিখে রাখলেন। আর এই বিষয়ে ফেরেশতাগণকে সাক্ষী রাখলেন। যখন আদমের (আ) মৃত্যু উপস্থিত হল এবং ফেরেশতারা তাঁর জীবন নিতে আসলো, তখন

www.waytojannah.com

তিনি বললেন, আমার বয়স আরো চল্লিশ বছর বাকী রয়েছে। তখন তাঁকে বলা হলো, আপনি তা আপনার সন্তান দাউদকে দান করেছেন। তখন তিনি বললেন, আমি এরূপ করিনি। আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাঁর সম্মুখে লিপিবদ্ধ কিতাব প্রদর্শন করলেন এবং ফেরেশতারা সাক্ষ্য প্রদান করলেন। (অন্য বর্ণনায়) তখন দাউদকে (আ) একশ বছর এবং আদমকে (আ) এক হাজার বছর পূর্ণ করতে দেওয়া হয়। [বায়হাকী ও অন্যান্য]

بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ.

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্র বাণী "স্মরণ কর যখন তোমার প্রভু আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরকে বের করেন।" (আ'রাফ ঃ ১৭২)

(٩٥) عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ) الْاٰيَةَ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ خَلَقَ اٰدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ وَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارَ.

(৯৫) মুসলিম ইবন ইয়াসার আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, 'উমারকে (রা) وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি, যখন তাঁকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদমকে (আ) সৃষ্টি করেন, তখন ডান হাত দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর পিঠ মাস্হ (বুলিয়ে দেওয়া) করেন এবং সেখান থেকে তাঁর নির্দিষ্ট সংখ্যক সন্তানদেরকে বের করে নিয়ে আসেন এবং বলেন এদেরকে সৃষ্টি করেছি জান্নাতের জন্য, জান্নাতবাসীদের আমল (কর্ম) তারা করবে। এরপর (দ্বিতীয় দফা) আবার আদমের (আ) পিঠে মাস্হ করলেন এবং নির্দিষ্টসংখ্যক সন্তানাদি বের করে আনলেন এবং বললেন, এদেরকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য, জাহান্নামবাসীদের আমল (কর্ম) তারা করবে। তখন জনৈক ব্যক্তি বললো, তাহলে 'আমল' (কর্ম) কিসের জন্য? রাসূল (সা) বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা যখন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তাকে জান্নাতবাসীদের আমলে অভ্যস্ত করে নেন এবং সে জান্নাতবাসীদের আমল করতে থাকে, এইভাবে সে মৃত্যুবরণ করে এবং সেই আমলের সাহায্যে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। (অপরদিকে) আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তাকে জাহান্নামবাসীদের আমলে অভ্যস্ত করে নেন এবং সে জাহান্নামবাসীদের আমল করতে করতে মৃত্যুবরণ করে এবং এর মাধ্যমে জাহান্নামে প্রবেশ করে। [এই হাদীসের উদ্ধৃতি ১৮শ খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে]

(٩٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخَذَ اللهُ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ اٰدَمَ بِنَعْمَانَ يَعْنِي عَرَفَةَ فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قِبَلًا قَالَ (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا

www.waytojannah.com

بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ)-

(৯৬) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা 'না'মান' বা আরাফাতের মাঠে বনী আদম এর কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন। আদমের (আ) পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর প্রত্যেক বংশধরকে বের করে আনেন এবং তাঁর সম্মুখে মুক্তার ন্যায় ছড়িয়ে দেন। এরপর তাদেরকে মুখোমুখি করে আল্লাহ্ কথা বলেন, "আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলে, হ্যাঁ। আমরা সাক্ষ্য রাখলাম যেন কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পার যে আমরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম। অথবা এরূপ বলতে না পার যে, আমাদের পূর্ব পুরুষরা শিরক করেছিল এবং তারই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছি তাদের পরবর্তী বংশধর হিসেবে। আপনি কি বাতিলপন্থীদের কর্মের কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?" [প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম হাদীস হিসেবে এটি বর্ণিত হয়েছে। এর উদ্ধৃতি সেখানে দ্রষ্টব্য।]

(٩٧) عَنْ رُفَيْعٍ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ) الْآيَةَ قَالَ جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَرْوَاحًا ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوا ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُ عَلَيْكُمُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ آدَمَ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ نَعْلَمْ بِهَذَا اعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرِي وَلَا رَبَّ غَيْرِي فَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا وَإِنِّي سَأُرْسِلُ إِلَيْكُمْ رُسُلِي يُذَكِّرُونَكُمْ عَهْدِي وَمِيثَاقِي وَأُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِي قَالُوا شَهِدْنَا بِأَنَّكَ رَبُّنَا وَإِلَهُنَا لَا رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ لَنَا غَيْرُكَ فَأَقَرُّوا بِذَلِكَ وَرُفِعَ عَلَيْهِمْ آدَمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فَرَأَى الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ وَحَسَنَ الصُّورَةِ وَدُونَ ذَلِكَ فَقَالَ رَبِّ لَوْلَا سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ؟ قَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُشْكَرَ وَرَأَى الْأَنْبِيَاءَ فِيهِمْ مِثْلُ السُّرُجِ عَلَيْهِمُ النُّورُ خُصُّوا بِمِيثَاقٍ آخَرَ فِي الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) كَانَ فِي تِلْكَ الْأَرْوَاحِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى مَرْيَمَ فَحَدَّثَ عَنْ أُبَيٍّ أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ فِيهَا-

(৯৭) রাফী' আবুল 'আলিয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি উবাই ইব্ন কা'ব (রা) কর্তৃক আল্লাহ্র বাণী وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানাদিকে বের করে একত্রিত করেন। তাদেরকে প্রথমে রূহ হিসেবে এবং পরে আকৃতি প্রদান করে কথা বলার শক্তি দান করেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার ও চুক্তিনামা নিয়ে নেন এবং তাদেরকে তাদের আত্মার সাক্ষী বানিয়ে নেন–এই মর্মে, "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" তারা বললো, অবশ্যই...। আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমাদের উপর সাত আসমান ও সাত যমিনকে সাক্ষী রাখছি; এবং তোমাদের পিতা আদমকে (আ) সাক্ষী রাখছি–যেন তোমরা কিয়ামতের দিনে বলতে না পার যে, আমরা এ বিষয়ে অবগত ছিলাম না। তোমরা জেনে রাখ, আমি ভিন্ন কোন ইলাহ নেই; আমি ভিন্ন কোন রব নেই; তোমরা আমার সাথে কোন কিছু শরীক করবে না। আমি তোমাদের নিকট আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করবো। তাঁরা তোমাদেরকে এই অঙ্গীকার ও চুক্তিনামার কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং আমি আমাদের উপর আমার

www.waytojannah.com

কিতাবসমূহও নাযিল করবো। তারা বললো, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আমাদের রব্ব ও ইলাহ। আপনি ছাড়া আমাদের অন্য কোন রব্ব নেই। তারা সবাই একথা স্বীকার করে নিল। আদম (আ)-কে তাঁদের সম্মুখে হাযির করা হল। তিনি তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, তাদের মধ্যে ধনী, দরিদ্র, সুদর্শন চেহারা ও সুদর্শন নয়–এরকম বৈচিত্র রয়েছে। তিনি বললেন, প্রভু আপনার বান্দাদের মধ্যে আপনি সমতা বিধান করেননি কেন? আল্লাহ্ বলেন, কারণ, আমি চাই যে, আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক। (আদম (আ) সেখানে নবীগণকে দেখতে পান, প্রদীপ্ত আলোকবর্তিকার ন্যায়। তাঁদেরকে নবুয়ত ও রিসালতের জন্য পৃথক আরেকটি অঙ্গীকারে আবদ্ধ করা হয়। সেটি হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ.

(যখন আল্লাহ্ নবীগণের নিকট থেকে তাঁদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন...ঈসা ইব্ন মারয়িম পর্যন্ত) ঈসাও (আ) সেই সময় রূহসমূহের মধ্যে ছিলেন এবং আল্লাহ্ তাঁকে মারয়িম-এর কাছে প্রেরণ করেন। [এই হাদীসের উদ্ধৃতি ১৮শ খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে]

باب ما جاء فى خلق الجنين وتكوينه فى الرحم.

পরিচ্ছেদ : গর্ভে শিশুর সৃষ্টি ও গঠন

(٩٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ قَالَ فَقَالَتْ قُرَيْشٌ يَا يَهُودِيُّ إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ لَأَسْأَلَنَّهُ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا نَبِيٌّ قَالَ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مِمَّ يُخْلَقُ الْإِنْسَانُ؟ قَالَ يَا يَهُودِيُّ مِنْ كُلٍّ يُخْلَقُ مِنْ نُطْفَةِ الرَّجُلِ وَمِنْ نُطْفَةِ الْمَرْأَةِ فَأَمَّا نُطْفَةُ الرَّجُلِ فَنُطْفَةٌ غَلِيظَةٌ مِنْهَا الْعَظْمُ وَالْعَصَبُ وَأَمَّا نُطْفَةُ الْمَرْأَةِ فَنُطْفَةٌ رَقِيقَةٌ مِنْهَا اللَّحْمُ وَالدَّمُ فَقَامَ الْيَهُودِيُّ فَقَالَ هَكَذَا كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكَ.

(৯৮) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহুদী রাসূলের (সা) পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। রাসূল (সা) সেই সময় তাঁর সাহাবীগণের সাথে কথা বলছিলেন। তখন কুরাইশের কাফিররা বললো, হে ইয়াহুদী, এই লোক (মুহাম্মদ সা.) নিজেকে নবী বলে দাবী করেন। ইয়াহুদী বললো (ঠিক আছে), আমি তাঁকে অবশ্যই এমন বিষয়ে প্রশ্ন করবো, যার উপর নবী ছাড়া অন্য কেউ জানবে না। ইয়াহুদী নবীর (সা) কাছে এসে বসলো এবং জিজ্ঞেস করলো, হে মুহাম্মদ, মানুষকে কী দিয়ে সৃষ্টি করা হয়? তখন রাসূল (সা) বললেন, শোন ইয়াহুদী, সব কিছু দিয়ে সৃষ্টি করা হয় (অর্থাৎ) পুরুষের বীর্য ও নারীর বীর্য থেকে। পুরুষের বীর্য ঘন, তা থেকে হাড় ও স্নায়ু এবং নারীর বীর্য পাতলা, তা দিয়ে মানুষের মাংস ও রক্ত সৃষ্টি করা হয়। এতদশ্রবণে ইয়াহুদী উঠে দাঁড়াল এবং বললো, আপনার পূর্ববর্তীগণও এইরূপই বলেছেন। [হাইছামী]

(٩٩) وعنه ايضا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النُّطْفَةَ تَكُونُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَى حَالِهَا لَا تَغَيَّرُ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعُونَ صَارَتْ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً كَذَلِكَ ثُمَّ عِظَامًا كَذَلِكَ فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُسَوِّيَ خَلْقَهُ بَعَثَ إِلَيْهَا مَلَكًا فَيَقُولُ الْمَلَكُ الَّذِي يَلِيهِ أَيْ رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ أَقَصِيرٌ أَمْ طَوِيلٌ؟ أَنَاقِصٌ أَمْ زَائِدٌ؟ قُوتُهُ وَأَجَلُهُ؟ أَصَحِيحٌ أَمْ سَقِيمٌ؟ قَالَ فَيَكْتُبُ ذَلِكَ كُلَّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذَنْ وَقَدْ فُرِغَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ؟ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلٌّ سَيُوَجَّهُ لِمَا خُلِقَ لَهُ.

www.waytojannah.com

(৯৯) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) আরো বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, বীর্য মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপরিচিত অবস্থায় থাকে। চল্লিশ দিন পার হওয়ার পর রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়, এরপর এমনিভাবে আরো শক্ত পিণ্ডে (মুদ্গাতুন) পরিণত হয়। তারপর হাঁড় সৃষ্টি করা হয়। যখন আল্লাহ্ তা'আলা তার সৃষ্টি সমন্বিত করতে ইচ্ছা করেন, তখন তার কাছে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তখন ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করেন, প্রভু, পুরুষ বা স্ত্রী? গোনাহগার না নেককার? খাটো না লম্বা? অসম্পূর্ণ অঙ্গবিশিষ্ট না অতিরিক্ত অঙ্গসম্পন্ন? তাঁর খাবার ও হায়াত? সুস্থ না পীড়িত? ফেরেশতা এসব কিছু আল্লাহ্র নির্দেশমত লিপিবদ্ধ করেন। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলো, এই সবকিছুই যদি লিপিবদ্ধ, তবে 'আমল' করা কেন? রাসূল (সা) বললেন, আমল করে যাও। প্রত্যেকেই সেই কর্ম বা আমলই করবে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। [হাইছামী]

باب ما جاء فى سبب خطيئة ادم وخسروجه من الجنة والدليل على نبوته۔

পরিচ্ছেদঃ আদমের (আ) ভুলের কারণ, জান্নাত থেকে তাঁর নিষ্ক্রান্ত হওয়া এবং তাঁর নবুয়তের দলীল

(١٠٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا۔

(১০০) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, বনী ইসরাঈল না হলে (খাবার) মাংসে পঁচন ধরতো না এবং খাদ্যদ্রব্য খারাপ (ও অরুচিকর) হতো না। (অর্থাৎ তাদেরকে সালওয়ার মাংস মজুত করতে নিষেধ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার ফলেই তাতে পঁচন ধরেছিল)। আর হাওয়া (আ) না হলে কোন স্ত্রী তার স্বামীর খিয়ানত করতো না (অর্থাৎ হাওয়া (আ) শয়তানের ধোঁকায় পতিত হয়ে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে খিয়ানতের সূচনা না করলে কোন মহিলাই স্বামীর খিয়ানত করতো না।) [বুখারী, মুসলিম, মালিক ও অন্যান্য]

(١٠١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ قَالَ وَيَطُولُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى النَّاسِ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ فَيَشْفَعَ لَنَا إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ إِنِّي قَدْ أُخْرِجْتُ مِنَ الْجَنَّةِ بِخَطِيئَتِي وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحًا رَأْسَ النَّبِيِّينَ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ دَعْوَةً غَرَّقَتْ أَهْلَ الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي الْحَدِيثَ۔

(১০১) শাফায়াত সম্পর্কিত হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কিয়ামতের দিবসটি মানুষের জন্য প্রলম্বিত হতে থাকবে, তখন মানুষ পরস্পর বলাবলি করবে, চল আমরা মানবপিতা আদম (আ) এর নিকট যাই। তিনি আমাদের জন্য মহাপ্রভুর দরবারে শাফায়াত করবেন, যেন তিনি আমাদের ফায়সালা করে দেন। অতঃপর তারা আদমের (আ) কাছে এসে বলবে, হে আদম, আপনাকে আল্লাহ্ পাক স্বয়ং তাঁর হতে সৃজন করেছেন। আপনাকে জান্নাতে স্থান দিয়েছেন এবং তাঁর ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন, সুতরাং আপনি আমাদের জন্য শাফায়াত করুন যেন মহাপ্রভু আমাদের মাঝে বিচার ফায়সালা সম্পন্ন করে দেন। তখন আদম (আ) বলবেন, আমি তোমাদের জন্য সেই অবস্থানে নই।

www.waytojannah.com

আমাকে আমার ত্রুটির কারণে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আজ আমি আমার নিজেকে নিয়েই চিন্তিত। [এটি সুদীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। এর বিস্তারিত বর্ণনা উদ্ধৃতি অধ্যায়ে বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ্]

(١٠٢) وَمِمَّا رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ أَيْضًا قَالَ فَيَقُولُ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي.

(১০২) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে শাফায়াত সংক্রান্ত হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, অতঃপর আদম (আ) বলবেন, নিশ্চয় আমার প্রভু আজ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত; ইতিপূর্বে তিনি এমন ক্রোধান্বিত হননি এবং এর পরে আর কখনও এইরূপ ক্রোধান্বিত হবেন না। তিনি আমাকে একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি নাফরমানী করেছিলাম। সুতরাং নাফ্সী, নাফ্সী, নাফ্সী। আমি নিজের মুক্তি চাই! নিজের মুক্তি চাই! নিজের মুক্তি চাই! [হাদিসটি গরীব]

(١٠٣) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ فَأَيُّ كَانَ أَوَّلَ؟ قَالَ اٰدَمُ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ أَوَ نَبِيٌّ كَانَ اٰدَمُ قَالَ نَعَمْ نَبِيٌّ مُكَلَّمٌ خَلَقَهُ اللهُ بِيَدِهِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ رُوحَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا اٰدَمُ قُبُلًا.

(১০৩) আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত, আবূ যর (রা) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা), কোন নবী প্রথম? তিনি বলেন, আদম (আ)। আমি বললাম, ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ, আদম (আ) কি নবী ছিলেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তিনি নবী মুকাল্লাম (যাঁর সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন); আল্লাহ্ তাঁকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তাঁর মধ্যে তাঁর রূহ ফুকে দেন এবং তাঁকে সামনাসামনি বলেন, হে আদম!

(١٠٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا زادفي أُخْرَى وَأَهْبَطَ اللهُ فِيهِ اٰدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تَوَفَّى اللهُ اٰدَمَ.

(১০৪) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, সর্বোত্তম দিন, যাতে সূর্য উদয় হয়েছে, শুক্রবার দিন। এই দিনে আদমকে (আ) সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনে তাকে জান্নাতে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই দিনে তাঁকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে– এই দিনে আদমকে (আ) যমিনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এই দিনেই আল্লাহ্ আদমকে (আ) ওফাত (মৃত্যু) দান করেছেন [মালিকী ও যাহবী]

باب ما جاء في احتجاج ادم وموسى عليهما السلام.

পরিচ্ছেদ : আদম ও মূসার (আ) বিতর্ক

(١٠٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَقَالَ مُوسَى يَا اٰدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ (وفي رواية أَنْتَ اٰدَمُ الَّذِي أَخْرَجْتَكَ خَطِيئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ) فَقَالَ لَهُ اٰدَمُ يَا مُوسَى أَنْتَ اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلَامِهِ وَقَالَ مَرَّةً بِرِسَالَتِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ قَالَ حَجَّ اٰدَمُ مُوسَى حَجَّ اٰدَمُ مُوسَى حَجَّ اٰدَمُ مُوسَى.

www.waytojannah.com

(১০৫) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, আদম ও মূসা (আ) বিতর্কে লিপ্ত হলেন। মূসা (আ) বললেন, হে আদম! আপনি আমাদের পিতা। আপনি আমাদের ক্ষতি সাধন করেছেন এবং আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছেন। (অপর বর্ণনায়–আপনি সেই আদম, যাঁর ত্রুটি তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল।) তখন আদম (আ) তাঁকে বললেন, তুমি সেই মূসা, যাঁকে আল্লাহ্ তাঁর 'কালাম এর জন্য বাছাই করেছেন। (আবার বলেন), তাঁর রিসালত-এর জন্য নির্বাচিত করেছেন, এবং তাঁর স্বহস্তে তোমার এবং (কিতাব) লিখেছেন। তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করছো এমন একটি বিষয়ে, যে বিষয়টি আল্লাহ্ আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আমার জন্যে নির্ধারণ করে রেখেছিলেন? আদম মূসার (আ) উপর বিজয়ী হলেন। [এই হাদীসের উদ্ধৃতি ১ম খণ্ডে কিতাবুল কদর-এ বর্ণিত হয়েছে।]

باب ما جاء فى ابنى ادم قابيل وهابيل وغيرهما۔

পরিচ্ছেদ ঃ আদম (আ) এর সন্তান কাবীল, হাবীল ও অন্যান্য

(١٠٦) عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عِنْدَ فِتْنَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيَّ لِيَقْتُلَنِي؟ قَالَ كُنْ كَابْنِ اٰدَمَ۔

(১০৬) বুস্র ইব্ন সা'ঈদ থেকে বর্ণিত, সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) উছমান ইব্ন আফফান (রা) এর সময়ে দেখা দেওয়া ফিতনা কালে বলেন, আমি এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্র রাসূল (সা) অবশ্যই বলেছেন, নিশ্চয় (ভবিষ্যতে) ফিতনা (সংঘটিত) হবে। সেই সময় উপবিষ্ট জন দণ্ডায়মান থেকে উত্তম, দণ্ডায়মান জন চলমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম এবং চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামীর চেয়ে উত্তম (বলে বিবেচিত) হবে। বর্ণনাকারী বলেন) যদি আমার গৃহে প্রবেশ করে আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হস্ত প্রসারিত করে, তাহলে আমি কী করবো? তিনি বলেন, তুমি তখন আদম সন্তান হাবীলের ন্যায় হয়ে যাও। (হাবীল তার হত্যাকারী ভাই কাবীলকে হত্যার উদ্দেশ্যে হস্ত প্রসারিত করেনি)। [আবু দাউদ ও তিরমিযী]

(١٠٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ۔

(১০৭) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যখনই কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে, তখনই সেই হত্যার একটি দায় আদমের (আ) প্রথম সন্তানের উপরে বর্তাবে। কারণ সে-ই সর্বপ্রথম হত্যার প্রচলন করে। [এই হাদীসের উদ্ধৃতি ১৩ম খণ্ডে উদ্ধৃত হয়েছে।]

(١٠٨) عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا حَمَلَتْ حَوَّاءُ طَافَ بِهَا إِبْلِيْسُ وَكَانَ لاَ يَعِيْشُ لَهَا وَلَدٌ فَقَالَ سَمِّيْهِ عَبْدَ الْحَارِثِ فَإِنَّهُ يَعِيْشُ فَسَمَّوْهُ عَبْدَ الْحَارِثِ فَعَاشَ وَكَانَ ذٰلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ۔

(১০৮) সুমরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, হাওয়া (আ) যখন গর্ভবতী হলেন, তখন শয়তান তাঁর পিছু নেয়। হাওয়া (আ)-এর সন্তান জীবিত থাকতো না। শয়তান তাঁকে বললো, তুমি এর নাম 'আবদুল হারিছ' রাখ, তাহলে এ বেঁচে যাবে। তখন তাঁরা এর নাম আবদুল হারিছ রাখেন। ছেলেটি বেঁচে যায়। এটি ছিল শয়তানের ওহী বা তার নির্দেশ। (তিরমিযী ও মালিক)

www.waytojannah.com

Contents

باب ما جاء فى وفاة ادم عليه السلام وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه۔

পরিচ্ছেদ : আদম (আ)-এর ওফাত, গোসল, কাফন, জানাযা ও দাফন

(١٠٩) عَنْ عُتَيٍّ قَالَ رَأَيْتُ شَيْخًا بِالْمَدِيْنَةِ يَتَكَلَّمُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ إِنَّ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيْهِ أَىْ بَنِيَّ إِنِّي أَشْتَهِي مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ فَذَهَبُوا يَطْلُبُوْنَ لَهُ فَاسْتَقْبَلَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَمَعَهُمْ أَكْفَانُهُ وَحَنُوطُهُ وَمَعَهُمُ الْفُؤُوسُ وَالْمَسَاحِي وَالْمَكَاتِلُ فَقَالُوا لَهُمْ يَا بَنِي اٰدَمَ مَا تُرِيْدُوْنَ وَمَا تَطْلُبُوْنَ أَوْ مَا تُرِيْدُونَ وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ قَالُوا أَبُونَا مَرِيْضٌ فَاشْتَهَى مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ قَالُوا لَهُمْ ارْجِعُوا فَقَدْ قُضِيَ قَضَاءُ أَبِيْكُمْ فَجَاءُوا فَلَمَّا رَأَتْهُمْ حَوَّاءُ عَرَفَتْهُمْ فَلَاذَتْ بِاٰدَمَ فَقَالَ إِلَيْكِ عَنِّي فَإِنِّي إِنَّمَا أُوتِيْتُ مِنْ قِبَلِكِ خَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ مَلَائِكَةِ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَبَضُوهُ وَغَسَّلُوهُ وَكَفَّنُوهُ وَحَنَّطُوهُ وَحَفَرُوا لَهُ وَأَلْحَدُوا لَهُ وَصَلَّوْا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلُوا قَبْرَهُ فَوَضَعُوهُ فِي قَبْرِهِ وَوَضَعُوا عَلَيْهِ اللَّبِنَ ثُمَّ خَرَجُوا مِنَ الْقَبْرِ ثُمَّ حَثَوْا عَلَيْهِ التُّرَابَ ثُمَّ قَالُوا يَا بَنِي اٰدَمَ هٰذِهِ سُنَّتُكُمْ۔

(১০৯) 'উতাই (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় একজন বৃদ্ধকে কথা বলতে **দেখি** এবং তাঁর পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। লোকজন বললো, ইনি হচ্ছেন উবাই ইব্ন কা'ব (রা)। **তিনি** বলেন, যখন আদমের (আ) মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে আসল, তখন তিনি তার পুত্রগণকে বলেন, ছেলেরা, **আমি** জান্নাতের ফল খেতে চাই। তখন তাঁরা ফলের সন্ধানে বের হয়ে পড়েন। ঐ সময় ফেরেশতাদের **সাথে** তাঁদের সাক্ষাত হয়ে যায়। তাঁদের সাথে তাঁর কাফন, খুশবু, খাটিয়া ও সৎকারের অন্যান্য দ্রব্যাদি **ছিল।** তাঁরা (ফেরেশতাগণ) বললেন, হে আদম সন্তান, তোমরা কী অন্বেষণ করছো অথবা তোমরা **কোথায়** যাচ্ছ, কী চাও? তাঁরা বললেন, আমাদের পিতা অসুস্থ, তিনি জান্নাতের ফল খেতে চাচ্ছেন। ফেরেশতাগণ বললেন, তোমরা ফিরে যাও, তোমাদের পিতার মৃত্যু অতি সন্নিকটে। তখন তারা ফিরে আসলেন। হাওয়া (আ) যখন ফেরেশতাদের দেখতে পেলেন, তাঁদেরকে তিনি চিনে ফেলেন। তখন তিনি আদমের (আ) পাশে বসলেন। আদম (আ) তাঁকে বললেন, তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাক, তুমিই **আমার** মৃত্যুর কারণ (অর্থাৎ শয়তানের প্ররোচনায় তুমি বিভ্রান্ত না হলে আমাকে জান্নাত থেকে বের হতে হতো না এবং আমার মৃত্যুও হতো না।)। তুমি আমার মহাপ্রভুর ফেরেশতাদের ও আমার মধ্যখান থেকে **সরে** যাও। অতঃপর তাঁরা তাঁর জীবন হরণ করেন, তাঁকে গোসল দেন। কাফন পরিধান করান, খুশবু **মাখেন,** কবর খনন করেন, জানাযা আদায় করেন এবং সবশেষে তাঁর লাশ কবরে প্রবেশ করিয়ে সেখানে **রেখে** দেন। তাঁর উপর পাটাতন স্থাপন করেন এবং কবর থেকে বের হয়ে আসেন। এরপর কবরের উপর **মৃত্তিকা** ছিটিয়ে দেন। এরপর তাঁরা বলেন, হে আদম সন্তান, এই হচ্ছে তোমাদের নিয়ম। [হাইছামী]

www.waytojannah.com

كتاب احاديث الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام

অধ্যায়

নবীগণ (আ) সম্পর্কিত তথ্যাবলী

باب ما جاء فى عدد الانبياء والرسل وامور تتعلق بهم۔

পরিচ্ছেদ : নবী ও রাসূলগণের সংখ্যা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী

(١) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَمْ وَفَّى عِدَّةُ الْأَنْبِيَاءِ؟ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ أَلْفًا الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيْرًا (وفى لفظ) ثَلَاثُ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ۔

(১) আবূ উমামা আল-বাহিলী থেকে বর্ণিত, আবু যর (রা) প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) নবীগণের সংখ্যা কত হয়েছিল? তিনি উত্তরে বলেন, এক লক্ষ চল্লিশ হাজার। তন্মধ্যে রাসূল হচ্ছেন তিনশত পনর জন, (অন্য শব্দে) তিনশত এবং দশের উপর। [মানাকিবুস সাহারা (রা) অধ্যায়ে এই হাদীসের তাখ্‌রীজ বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ্]

(٢) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ۔

(২) আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তোমরা নবীগণের মধ্যে পার্থক্য করো না। [মুসলিম]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْعَثِ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا بِلُغَةِ قَوْمِهِ۔

আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের ভাষায় প্রেরণ করেছেন। [আহমদ]

(٣) عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ۔

(৩) আউস ইব্‌ন আবী আউস (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যমিনের উপর নবীগণের শরীর (লাশ) ভক্ষণ (নষ্ট) নাজায়েয বা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন [সপ্তম খণ্ডে এই হাদীসের তাখরীজ বর্ণিত হয়েছে।]

باب ذكر نبى الله ادريس عليه السلام وقول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا۔

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী ইদ্রীস (আ) ও আল্লাহ্‌র বাণী : 'তাঁকে সুউচ্চ স্থানে আসীন করেছি'

(٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي حَدِيْثِ الْإِسْرَاءِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

www.waytojannah.com

وَسَلَّمَ فَقِيْلَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ الْبَابُ فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيْسَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا).

(৪) আনাস ইবন মালিক (রা) মি'রাজ সংক্রান্ত হাদীসে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেন, অতঃপর আমাদেরকে চতুর্থ আকাশে নিয়ে যাওয়া হলো। জিব্রাইল ((আ) দরজা খুলতে বলেন। তখন তাঁকে বলা হলো, আপনি কে? তিনি বলেন, মুহাম্মদ (সা)। বলা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এরপর দরজা খোলা হল। তখনই আমি ইদ্রিসকে (আ) দেখতে পাই। তিনি আমাকে অভিনন্দন ও স্বাগত জানান এবং আমার জন্য কল্যাণের দোয়া করেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র বাণী উচ্চারণ করেন, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا "এবং আমি তাঁকে সুউচ্চ স্থানে আসীন করেছি।" [এই হাদীসের বিস্তারিত বিবরণ 'সিরাতুন নববী' অধ্যায়ে আসছে ইনশাআল্লাহ্]

باب ما جاء فى ذكر نبى الله نوح عليه السلام وقول الله عز وجل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا.

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী নূহ (আ) ও আল্লাহ্‌র বাণী "এইভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মতে পরিণত করেছি " প্রসংগ ২৪৬

(٥) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْعَى نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيْرٍ أَوْ مَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ قَالَ فَيُقَالُ لِنُوحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ قَالَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) قَالَ الْوَسَطُ الْعَدْلُ قَالَ فَيُدْعَوْنَ فَيَشْهَدُوْنَ لَهُ بِالْبَلَاغِ قَالَ ثُمَّ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ.

(৫) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন নূহকে (আ) ডাকা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে, আপনি কি (আল্লাহ্‌র দ্বীনের দা'ওয়াত) পৌঁছিয়েছেন? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। এরপর তাঁর সম্প্রদায়কে ডাকা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন কি? তারা উত্তরে বলবে, আমাদের কাছে কোন 'নাযীর' বা ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি, অথবা আমাদের কাছে কেউ আসেনি। তখন নূহকে (আ) বলা হবে, আপনার পক্ষে কে সাক্ষ্য দেবে? তিনি বলবেন, মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর উম্মত। রাসূল (সা) বলেন, এই হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, "এবং এইভাবে আমি তোমাদেরেকে মধ্যমপন্থী উম্মতে পরিণত করেছি"– এর মর্ম। তিনি বলেন وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا বা মধ্যমপন্থী হচ্ছে ন্যায়পরায়ণ। অতঃপর তাঁদেরকে (উম্মতে মুহাম্মদী) ডাকা হবে এবং তাঁরা নূহের (আ) পৌঁছানোর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবেন এবং এরপর আমি তোমাদের সত্যতার বিষয়ে সাক্ষ্য দেব। [বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজাহ]

(٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُوْرًا فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُوْلُ نُوحٌ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي.

www.waytojannah.com

(৬) আবূ হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে সরাসরি বর্ণনা করেন, কিয়ামত দিবসে (হাশরবাসী) নূহ (আ) এর কাছে যাবে এবং আরয করবে, হে নূহ (আ)। আপনি হচ্ছেন যমিনবাসীর প্রতি সর্বপ্রথম রাসূল এবং আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা "কৃতজ্ঞ বান্দা" আখ্যায় ভূষিত করেছেন। সুতরাং আপনি আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্য শাফায়াত করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, আমরা (কী অবর্ণনীয় অবস্থায়) কিসের মধ্যে আছি? আমাদের দুর্ভোগ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে? তখন নূহ (আ) উত্তরে বলবেন, আমার প্রভু আজকের দিনে এত বেশী ক্রোধান্বিত হয়েছেন যে, ইতিপূর্বে তিনি কখনও এইরূপ ক্রোধান্বিত হননি এবং এর পরেও কখনও এইরূপ ক্রোধান্বিত হবেন না। আমার সম্প্রদায়ের আমার একটি বদদোয়া ছিল। সুতরাং আমি আমার মুক্তি চাই, আমার মুক্তি চাই! আমার মুক্তি চাই! তোমরা অন্য কারো কাছে যাও [হাদীসটি গরীব]

(٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ أَيْضًا قَالَ فَيَقُوْلُ (يعنى نوحا) إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ دَعْوَةً غَرَّقَتْ أَهْلَ الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي الْيَوْمَ إِلا نَفْسِي.

(৭) ইব্ন আব্বাস (রা) শাফায়তের হাদীসে আরো বলেন, অতঃপর নূহ (আ) বলবেন, আমি তোমাদের এই বিষয়ের যোগ্য নই। আমি একটি দোয়া করেছিলাম যার ফলে যমিনবাসী ডুবে গিয়েছিল। সুতরাং আজ আমি আমার নিজের ব্যাপারেই চিন্তিত। [হাদীসটি গরীব]

باب ذكر اولاده ووصيته لهم عند وفاته.

পরিচ্ছেদ : নূহ (আ)-এর সন্তান ও তাদের উদ্দেশ্যে তাঁর মৃত্যুকালীন অসিয়ত

(٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَ الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَامُ أَبُو الْعَرَبِ وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ وَحَامُ أَبُو الْحَبَشِ وَقَالَ رَوْحٌ بِبَغْدَادَ مِنْ حِفْظِهِ وَلَدُ نُوحٍ ثَلَاثَةٌ سَامُ وَحَامُ وَيَافِثُ.

(৮) ইমাম আহমদ বলেন, আমাকে রাওহ (রহ.) তাঁর লেখা থেকে পাঠ করে শোনান যে, তাঁকে সাঈফে ইব্ন আবূ 'আরওয়া, তিনি কাতাদা থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেন, সাম হচ্ছেন আরবের পিতা; ইয়াফেছ হচ্ছেন রোমের পিতা এবং হাম হচ্ছেন হাবশের পিতা।

এছাড়া রাওহ (রহ.) বাগদাদে তাঁর স্মৃতি থেকে আহমদকে বলেন, নূহ (আ)-এর তিন পুত্র– সাম, হাম ও ইয়াফেস। [হাদীসটি গরীব]

(٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ طَيَالِسَةٍ مَكْفُوفَةٌ بِدِيبَاجٍ أَوْ مَزْرُورَةٌ بِدِيبَاجٍ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ ابْنِ رَاعٍ وَيَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ فَاجْتَذَبَهُ وَقَالَ لَا أَرَى عَلَيْكَ ثِيَابَ مَنْ لَا يَعْقِلُ ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فَقَالَ إِنَّ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَا ابْنَيْهِ فَقَالَ إِنِّي قَاصِرٌ عَلَيْكُمَا الْوَصِيَّةَ آمُرُكُمَا بِاثْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكُمَا عَنِ اثْنَتَيْنِ أَنْهَاكُمَا عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي

www.waytojannah.com

الْكِفَّةِ الْأُخْرَى كَانَتْ أَرْجَحَ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِمَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا وَاُمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔

(৯) 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জনৈক বেদুঈন আগমন করে। তার পরনে রেশমী সূতার পাড়বিশিষ্ট চাকচিক্যময় জুব্বা ছিল। সে বললো, তোমাদের এই সাথী প্রত্যেক রাখালের পুত্র রাখালকে এবং ঘোড়া পালকের পুত্র ঘোড়াপালককে (উচ্চ মর্যাদায়) উঠাতে চায়। একথা শুনে রাসূল (সা) রাগান্বিত হয়ে উঠে দাঁড়ান এবং তার জুব্বার একপাশ ধরে টান দেন এবং বলেন, তোমার পরিধেয় পোশাক দেখে তোমাকে নির্বোধ মনে হয় না। এরপর আল্লাহ্র রাসূল (সা) ফিরে গিয়ে তাঁর পূর্বের স্থানে বসলেন। তারপর বললেন, নূহের (আ) মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে তিনি তাঁর পুত্রদ্বয়কে ডেকে বললেন, আমি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে তোমাদেরকে অসিয়ত করছি। দুটি বিষয় পালন করতে নির্দেশ দিচ্ছি; এবং দুইটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি। আমি নিষেধ করছি শিরক থেকে এবং অহঙ্কার থেকে। নির্দেশ দিচ্ছি– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রতি। কারণ আকাশ ও যমিনসমূহ এবং এসবের মধ্যকার সবকিছু যদি নেকীর এক পাল্লায় উঠানো হয়; আর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কে যদি অপর পাল্লায় উঠানো হয়, তবে এটিই ভারী হবে। আর আকাশসমূহ ও যমিনকে যদি একটি বেষ্টনীতে পরিণত করা হয় এবং সেখানে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কে রাখা হয়, তবে সেখানে তার সংকুলান হবে না। আমি তোমাদেরকে আরো নির্দেশ দিচ্ছি 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহাম্দিহী' এর প্রতি। কেননা এটিই প্রত্যেক বস্তুর সালাত এবং এর কারণেই প্রত্যেক বস্তুকে রিযিক দেওয়া হয়। [হাদীসটি সহীহ। নাসাঈ ও বায়হাকী]

باب ذكر نبى الله هود عليه السلام۔

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্র নবী হূদ (আ)-এর আলোচনা শীর্ষক পরিচ্ছেদ

(١٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي عُسْفَانَ حِيْنَ حَجَّ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَيُّ وَادٍ هَذَا؟ قَالَ وَادِي عُسْفَانَ قَالَ لَقَدْ مَرَّ بِهِ هُودٌ وَصَالِحٌ عَلَى بَكَرَاتٍ حُمْرٍ خُطُمُهَا اللِّيْفُ أُزُرُهُمُ الْعَبَاءُ وَأَرْدِيَتُهُمُ النِّمَارُ يُلَبُّوْنَ يَحُجُّوْنَ الْبَيْتَ الْعَتِيْقَ۔

(১০) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জ পালনের সময় ইস্ফান উপত্যকা পাড়ি দিচ্ছিলেন। তখন তিনি আবূ বকর সিদ্দীককে (রা) জিজ্ঞেস করেন, এটি কোন উপত্যকা! তিনি বলেন, উস্ফান উপত্যকা। রাসূল (সা) বলেন, হূদ (আ) ও সালিহ (আ) তাঁদের লাল রংয়ের কমবয়সী উটে সওয়ার হয়ে তাঁদের সুন্দর ও মানানসই ইযার ও চাদর পরিধান করে, 'বাইতুল্লাহিল আতীক'-এর হজ্জ করার উদ্দেশ্যে তালবিয়া পাঠ করতে করতে এই উপত্যকা পাড়ি দিয়েছেন। [হাদীসটি গরীব]

(١١) عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيْدَ الْبَكْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ أَشْكُو الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا عَجُوزٌ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ مُنْقَطِعٌ بِهَا فَقَالَتْ لِي يَا عَبْدَ اللهِ إِنَّ لِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةً فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغِي إِلَيْهِ؟ قَالَ فَحَمَلْتُهَا فَأَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَإِذَا الْمَسْجِدُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ وَإِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءُ تَخْفِقُ وَبِلَالٌ مُتَقَلِّدٌ السَّيْفَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالُوا يُرِيْدُ أَنْ يَبْعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَجْهًا قَالَ فَجَلَسْتُ قَالَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ أَوْ قَالَ رَحْلَهُ

www.waytojannah.com

فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ هَلْ كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي تَمِيمٍ شَيْءٌ؟ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَكَانَتْ لَنَا الدَّبْرَةُ عَلَيْهِمْ وَمَرَرْتُ بِعَجُوزٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مُنْقَطِعٌ بِهَا فَسَأَلَتْنِي أَنْ أَحْمِلَهَا إِلَيْكَ وَهَا هِيَ بِالْبَابِ فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي تَمِيمٍ حَاجِزًا فَاجْعَلِ الدَّهْنَاءَ فَحَمِيَتِ الْعَجُوزُ وَاسْتَوْفَزَتْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِلَى أَيْنَ تَضْطَرُّ مُضَرُكَ؟ قَالَ قُلْتُ إِنَّمَا مَثَلِي مَا قَالَ الْأَوَّلُ مِعْزَاةٌ حَمَلَتْ حَتْفَهَا حَمَلْتُ هَذِهِ وَلَا أَشْعُرُ أَنَّهَا كَانَتْ لِي خَصْمًا أَعُوذُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ أَكُونَ كَوَافِدِ عَادٍ قَالَ هِيْهْ وَمَا وَافِدُ عَادٍ؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ وَلَكِنْ يَسْتَطْعِمُهُ قُلْتُ إِنَّ عَادًا قَحَطُوا فَبَعَثُوا وَافِدًا لَهُمْ يُقَالُ لَهُ قَيْلٌ فَمَرَّ بِمُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرٍ فَأَقَامَ عِنْدَهُ شَهْرًا يَسْقِيهِ الْخَمْرَ وَتُغَنِّيهِ جَارِيَتَانِ يُقَالُ لَهُمَا الْجَرَادَتَانِ فَلَمَّا مَضَى الشَّهْرُ خَرَجَ جِبَالَ تِهَامَةَ فَنَادَى اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَجِئْ إِلَى مَرِيضٍ فَأُدَاوِيَهُ وَلَا إِلَى أَسِيرٍ فَأُفَادِيَهُ اَللّٰهُمَّ اسْقِ عَادًا مَا كُنْتَ مُسْقِيَهُ فَمَرَّتْ بِهِ سَحَابَاتٌ سُودٌ فَنُودِيَ مِنْهَا اخْتَرْ فَأَوْمَأَ إِلَى سَحَابَةٍ مِنْهَا سَوْدَاءَ فَنُودِيَ مِنْهَا خُذْهَا رَمَادًا رِمْدِدًا وَلَا تُبْقِ مِنْ عَادٍ أَحَدًا قَالَ فَمَا بَلَغَنِي أَنَّهُ بُعِثَ عَلَيْهِمْ مِنَ الرِّيحِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَجْرِي فِي خَاتِمِي هَذَا حَتَّى هَلَكُوا قَالَ أَبُو وَائِلٍ وَصَدَقَ قَالَ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ إِذَا بَعَثُوا وَافِدًا لَهُمْ قَالُوا لَا تَكُنْ كَوَافِدِ عَادٍ.

(১১) আবূ ওয়ায়িল বর্ণনা করেন হারিছ ইব্ন ইয়াযিদ আল-বিক্‌রী থেকে; তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আল-'আলা ইব্নল হাদরামী সম্পর্কে কিছু অভিযোগ করার উদ্দেশ্যে বের হই। রাব্‌যাহ নামক গ্রামে আমি বনূ তামীম গোত্রের জনৈকা বৃদ্ধাকে একাকিনী দেখতে পাই। তিনি আমাকে বললেন, ইয়া আবদাল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা) নিকট আমার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। তুমি কি আমাকে তাঁর কাছে পৌঁছিয়ে দিবে? তখন আমি তাকে উঠিয়ে নিয়ে মদীনায় আগমন করি। এসে দেখি মসজিদ লোকে ভর্তি। কারো পতাকা উড়ছে এবং বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্মুখে খোলা তরবারি নিয়ে দণ্ডায়মান। আমি বললাম, ব্যাপার কি? লোকজন বললো, 'আমর ইব্নল 'আসকে অভিযানে নেতা হিসেবে পাঠাবেন (আযওয়া আস্ সালাসিকে) আমি তখন একটু বসলাম। রাসূল (সা) তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন (অথবা বলেছেন–তাঁর সওয়ারীতে প্রবেশ করলেন)। আমি তাঁর অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি প্রদান করলেন। আমি সালাম দিয়ে (সেখানে) প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, বনূ তামীম গোত্রের সাথে তোমাদের কোন বিরোধ আছে কি? বললাম, হ্যাঁ। রাবী বলেন, তাদের কাছে আমাদের একটি পরাজয়ের গ্লানি ছিল। আর আমি বনূ তামীমের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এক বৃদ্ধার পাশ দিয়ে আসছিলাম, সে আমাকে অনুরোধ করলো– আমি যেন তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসি। ঐ তো সে দরজার পাশে আছে। রাসূল (সা) তখন তাঁকে অনুমতি দেন এবং সে প্রবেশ করে। (যাহোক), আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আপনি যদি আমাদের ও বনূ তামীমের মাঝে কোন সীমারেখা স্থির করে দিতে চান, তবে 'দাহ্না'-কে তা করে দিন। (এই শুনে) বৃদ্ধা রাগান্বিত ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা), আপনি (আমাদের) ক্ষতি করতে কতদূর পর্যন্ত বাধ্য? তখন আমি বললাম, আমার দশা হয়েছে সেই ব্যক্তির ন্যায় যে না জেনে নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনে। আমি বৃদ্ধকে (তার উপকারার্থে) নিয়ে আসলাম, অথচ আমি বুঝতে পারিনি যে, সে আমার প্রতিপক্ষ। আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি–আমি যেন "ওয়াকেদ-ই-'আদ" (আদের প্রতিনিধিদলে)-এর ন্যায় না হই। তিনি বললেন, ওয়াকেদ-ই-'আদ

www.waytojannah.com

কি? (অথচ তিনি) ওয়াকিদ-ই-'আদ সম্পর্কে তার চেয়ে অনেক বেশী জানেন, কিন্তু তিনি মজা করার জন্য এইরূপ জিজ্ঞেস করেন। আমি বললাম, 'আদ সম্প্রদায় বিপর্যয়ে (দুর্ভিক্ষে) পতিত হয়েছিল। তারা একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে, যাকে "কাইল" বলা হয়। সেই প্রতিনিধি মুআবিয়া ইব্ন বিক্র-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, তার কাছে সে একমাস অবস্থান করে, সে তাকে মদ পান করায় এবং "জার্‌রাদাহ" নাম্নী দুই যুবতী কৃতদাসী গায়িকা তাকে গান শোনায়। এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সে তুহামা পর্বতমালায় বের হয়ে বলে, "হে আল্লাহ্, আপনি জানেন যে, আমি এখানে কোন রোগীর সেবা করতে অথবা কোন বন্দীর মুক্তিপণ নিয়ে আসিনি। হে আল্লাহ্, আপনি 'আমাদের উপর বারি বর্ষণ করুন, যেমনটি আপনি ইতিপূর্বে করেছেন। তখন তার সম্মুখ দিয়ে কিছু কালো মেঘমালা ভেসে গেল এবং সেখান থেকে ডেকে বলা হলো, বেছে নাও (কোন একটি)। তখন সে একটি মেঘখণ্ডের প্রতি ইশারা করে বেছে নিল যা ছিল কালো। সেখান থেকে আওয়াজ শোনা গেল, এটি নিয়ে নাও ধ্বংসানল রূপে, যা সকলকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেবে এবং 'আদের কাউকেই রেহাই দিবে না। আমার কাছে মনে হলো, তাদের উপর খুব সামান্য বায়ু–যা আমার এই আংটির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে, প্রেরিত হয়েছিল এবং তাতেই তারা সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আবূ ওয়ায়িল বলেন, তিনি সত্য বলেছেন; এবং এরপর থেকে যখনই স্ত্রীলোক ও পুরুষকে তাদের 'ওয়াকিদ' (প্রতিনিধি) হিসেবে প্রেরণ করা হতো, তখনই তারা বলতো, "লা তাকুন্ কা ওয়কিদি 'আদ" অর্থাৎ তোমরা 'আদের ওয়াকিদের মত হয়ো না। ইব্ন কাছীর এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তাছাড়া তিরমিযী ও নাসাঈ অন্য রাবীদের কাছ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

باب ذكر نبى الله صالح عليه السلام.

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী সালিহ (আ)

(١٢) عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَسْأَلُوا الْاٰيَاتِ وَقَدْ سَأَلَهَا قَوْمُ صَالِحٍ فَكَانَتْ تَرِدُ مِنْ هٰذَا الْفَجِّ وَتَصْدُرُ مِنْ هٰذَا الْفَجِّ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَعَقَرُوهَا وَكَانَتْ تَشْرَبُ مَاءَهُمْ يَوْمًا وَيَشْرَبُونَ لَبَنَهَا يَوْمًا فَعَقَرُوهَا فَأَخَذَتْهُمْ صَيْحَةٌ أَهْمَدَ اللهُ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا كَانَ فِي حَرَمِ اللهِ قِيلَ مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ هُوَ أَبُو رِغَالٍ فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ قَوْمَهُ.

(১২) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) (তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে) যখন 'হিজ্‌র' নামক স্থান অতিক্রম করছিলেন, তখন বলেন, তোমরা 'আয়াত' বা নিদর্শন পেতে চেয়ো না, যেমনটি চেয়েছিল সালিহ (আ)-এর সম্প্রদায়। এই প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে সালিহ (আ)-এর উষ্ট্রী আবির্ভূত হতো এবং এই প্রশস্ত রাস্তা ধরেই সেই উষ্ট্র বিচরণ করতো। কিন্তু তারা তাদের প্রভুর নির্দেশ অমান্য করে উষ্ট্রীকে হত্যা করে। তারা একদিন পানি পান করতো, অন্যদিন উষ্ট্রীর দুধ পান করতো– কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করলো। ফলে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) এক ভীষণ চিৎকার তাদেরকে পেয়ে বসে এবং আল্লাহ্ তা'আলা আকাশের নীচে অবস্থানকারী তাদের সবাইকে ধ্বংস করে ফেলেন–একজন বাদে। (আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বেঁচে যাওয়া) সেই একজন আল্লাহ্‌র হারামের মধ্যে অবস্থান করছিল। জিজ্ঞেস করা হলো, সেই ব্যক্তিটি কে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)? তিনি বলেন, আবূ রাগাল। কিন্তু আবূ রাগাল যখন হারাম থেকে বের হয়ে আসে, তখন তাকে সেই আযাব পেয়ে বসলো, যা তার সম্প্রদায়কে পেয়েছিল। [বুখারী, মুসলিম ও সুনান চতুষ্টয় প্রণেতাবৃন্দ।]

www.waytojannah.com

Contents

(١٣) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ رَفِيقَيْنِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الْعُشَيْرَةِ فَذَكَرَ قِصَّةً وَذَكَرَ انهما نَامَا عَلِيَّ التُّرَابَ قَالَ فَيَوْمَئِذٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ يَا أَبَا تُرَابٍ لِمَا يُرَى عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمَا بِأَشْقَى النَّاسِ رَجُلَيْنِ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أُحَيْمِرُ ثَمُودَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي يَضْرِبُكَ يَا عَلِيُّ عَلَى هَذِهِ يَعْنِي قَرْنَهُ حَتَّى تُبَلَّ مِنْهُ هَذِهِ يَعْنِي لِحْيَتَهُ.

(১৩) 'আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও 'আলী (রা) গয্ওয়া যাতুল আশীরায় সহযোদ্ধা বন্ধু ছিলাম। অতঃপর তিনি একটি ঘটনা উল্লেখ করেন এবং তাতে তিনি এ কথাও উল্লেখ করেন যে, তাঁরা দু'জন মাটিতে ঘুমান। ঐদিনই রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'আলীকে সম্বোধন করে বলেন, "ইয়া আবা তুরাব" (হে ধূলো-ধূসরিত!), যখন তিনি তাঁকে মাটিতে শায়িত দেখতে পান। তিনি রাসূল (সা) আরো বলেন, আমি তোমাদেরকে সবচেয়ে পাষণ্ড দু'ব্যক্তির কথা কি বলবো না? আমরা বললাম জ্বি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)। তিনি বললেন, (একজন) হচ্ছে, ছামুদের উহাইমির যে উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল এবং (দ্বিতীয়জন) হচ্ছে, হে 'আলী যে তোমাকে তোমার এই মাথায় আঘাত করবে এবং তাতে তোমার দাড়ি ভিজে যাবে। [এই হাদীসের উদ্ধৃতি 'মানকিবুস্ সাহাবা' অধ্যায়ে বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ্।]

(١٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ النَّاقَةَ وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ (إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا) انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ عَزِيزٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ ابْنِ زَمْعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُمْ فِيهِنَّ الحَدِيثَ.

(১৪) 'আবদুল্লাহ ইব্ন যাম্'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভাষণ দেন এবং তাতে ছামূদের সেই উষ্ট্রীর উল্লেখ করেন এবং সেই উষ্ট্রীকে যে হত্যা করেছিল তার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, স্মরণ কর সেই ঘটনা–যখন তারা তাদের সবচেয়ে পাষণ্ড লোকটিকে উষ্ট্রী হত্যার জন্য পাঠিয়েছিল। সেই লোকটি ছিল দুষ্ট–চরিত্রহীন ও সম্প্রদায়ের অনুকরণীয় সর্দার, ইব্ন যাম'আর ন্যায় (বর্তমান হাদীসের রাবীও তাঁর সম্প্রদায়ে একজন অনুকরণীয় ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব)। অতপর আল্লাহ্র রাসূল (সা) মহিলাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন এবং লোকজনকে মহিলাদের সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন। আল-হাদীস...। [এ হাদীসটি গরীব]

(١٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي عُسْفَانَ حِينَ حَجَّ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَيُّ وَادٍ هَذَا؟ قَالَ وَادِي عُسْفَانَ قَالَ لَقَدْ مَرَّ بِهِ هُودٌ وَصَالِحٌ عَلَى بَكَرَاتٍ حُمْرٍ خُطُمُهَا اللِّيفُ أُزُرُهُمُ الْعَبَاءُ وَأَرْدِيَتُهُمُ النِّمَارُ يُلَبُّونَ يَحُجُّونَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ.

(১৫) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজ্জ পালনের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন 'উসফান' উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন, তখনতিনি বলেন, হে আবূ বকর, আপনি কি জানেন, এটি কোন্ উপত্যকা? তিনি বলেন, উসফান উপত্যকা। রাসূল (সা) বলেন, এই উপত্যকার উপর দিয়ে আল্লাহ্র নবী হূদ (আ) ও সালিহ (আ) বাইতুল্লাহর হজ পালনের উদ্দেশ্যে তালবিয়া পাঠ করতে করতে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁরা লাল রংয়ের কমবয়সী উটে সওয়ার হয়ে, যার লাগাম ছিল খেজুর গাছের বাকলের, তাদের ইযার ছিল 'আবা' ও গায়ে ছিল ডোরাকাটা চাঁদর। [এই হাদীসের উদ্ধৃতি পূর্বের পরিচ্ছেদের প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য।]

www.waytojannah.com

باب مرور النبى صلى الله عليه وسلم بوادى الحجر من ارض ثمود عام تبوك۔

পরিচ্ছেদ : তাবুকের যুদ্ধের বছর রাসূল (সা) কর্তৃক ছামূদ সম্প্রদায়ের এলাকায় অবস্থিত আল-হিজ্‌র উপত্যকা পার হওয়া

(١٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ عَامَ تَبُوكَ نَزَلَ بِهِمُ الْحِجْرَ عِنْدَ بُيُوتِ ثَمُودَ فَاسْتَسْقَى النَّاسُ مِنَ الْآبَارِ الَّتِي كَانَ يَشْرَبُ مِنْهَا ثَمُودُ فَعَجَنُوا مِنْهَا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ بِاللَّحْمِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْرَاقُوا الْقُدُورَ وَعَلَفُوا الْعَجِينَ الْإِبِلَ ثُمَّ ارْتَحَلَ بِهِمْ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ عَلَى الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَشْرَبُ مِنْهَا النَّاقَةُ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ عُذِّبُوا قَالَ إِنِّي أَخْشَى أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ۔

(১৬) ইবন উমার (রা) থেকে নাফি' বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাবুকের যুদ্ধকালে লোকজন নিয়ে ছামূদ সম্প্রদায়ের লোকালয়ে 'আল-হিজ্‌র' উপত্যকায় উপনীত হলেন, তখন লোকজন ছামূদ সম্প্রদায়ের যেসব কূপ থেকে পানি পান করতো, সেই সব কূপ থেকে পানি পান করে। সেখানে তারা আটার খামির তৈয়ার করেন এবং গোস্তের ডেক্‌চি উনানে চড়ান। গোস্ত রান্না করেন এবং উটের রোস্ট তৈয়ার করেন। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে ডেকচির গোশ্‌ত ফেলে দিতে এবং আটার খামির উটকে খাইয়ে দিতে বললেন। তারা তাই করলেন। অতঃপর তাঁদের নিয়ে রাসূল (সা) সেই কূপের কাছে অবতীর্ণ হন। যেখান থেকে সেই উষ্ট্রী পানি পান করতো। তিনি তাঁদেরকে শাস্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের সীমানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, আমার ভয় হয়, তোমাদের উপর না সেই শাস্তি আপতিত হয়, যেরূপ তাদের উপর হয়েছিল। সুতরাং তোমরা তাদের সীমানায় প্রবেশ করো না। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(١٧) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ وَتَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ (زاد فى رواية) فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ۔

(১৭) সালিম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আল-হিজর উপত্যকা অতিক্রম করেন, তখন (সাথীদের উদ্দেশ্যে) বলেন, ক্রন্দনরত অবস্থা ছাড়া তোমরা যালিমদের স্থানসমূহে প্রবেশ করো না; পাছে তোমাদেরকে পেয়ে বসে সেই শাস্তি, যা তোমাদেরকে পেয়েছিল এবং রাসূল (সা) তাঁর বাহনে বসে চাঁদরে মুখ ঢেকে ঐ স্থান পাড়ি দেন। (অন্য বর্ণনায় এসেছে) যদি তোমরা ক্রন্দনরত হতে না পার, তবে তাদের সীমানায় প্রবেশ করবে না, পাছে তোমাদরেকেও সেই শাস্তি পেয়ে বসে, যা তাদেরকে পেয়েছিল। [ইব্‌ন কাছীর হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন; এবং তিনি বলেছেন যে, এটি বুখারী কর্তৃক আবদুল্লাহ্ ইব্‌নল মুবারকের হাদীস থেকে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٧) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ تَسَارَعَ النَّاسُ إِلَى أَهْلِ الْحِجْرِ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَى فِي النَّاسِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ قَالَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُمْسِكٌ بَعِيرَهُ وَهُوَ يَقُولُ مَا تَدْخُلُونَ عَلَى قَوْمٍ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ؟ فَنَادَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعْجَبُ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَفَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ؟ رَجُلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

www.waytojannah.com

يُنْبِئُكُمْ بِمَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا وَسَدِّدُوا فَإِنَّ اللهَ لَا يَعْبَأُ بِعَذَابِكُمْ شَيْئًا وَسَيَأْتِي قَوْمٌ لَا يَدْفَعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِشَيْءٍ۔

(১৮) মুহাম্মদ ইব্ন আবু কাবাশা আর-আনসারী তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ননা করেন, তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধের সময় (যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে) লোকজন 'আল-হিজ্‌র' উপত্যকাবাসীদের দিকে দ্রুত গমন করতে থাকে এবং তাদের সীমানায় প্রবেশ করতে থাকে। রাসূল (সা) এ বিষয়টি জানতে পেরে লোকদেরকে এই মর্মে আহ্বান জানান যে, "সালাত (নামায) আরম্ভ হতে যাচ্ছে।" রাবী বলেন, আমি তখন রাসূলের (সা) কাছে এসে দেখতে পাই, তিনি তাঁর উটকে থামিয়ে রেখেছেন এবং তিনি বলছিলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র গযবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ে প্রবেশ করো না। তখন উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি বললো, আমরা সেই সম্প্রদায়ের কথা ভেবে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও বেশী আশ্চর্যজনক বিষয়ের কথা বলবো না? (আর তা হচ্ছে) তোমাদেরই মধ্যকার একজন লোক সংবাদ দিয়ে যাচ্ছেন তোমাদের পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে। অথচ তিনি তোমাদের পরে অবস্থান করবেন না। সুতরাং তোমরা (এক্ষুনি) সরল পথ ধারণ কর ও সঠিকভাবে চল। নিশ্চয় তোমাদের শাস্তি দিলে আল্লাহ্ তা'আলার কিছু যায় আসে না। অচিরে এমন সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে, যারা তাদের আত্মরক্ষায় (আযাব থেকে) কিছুই করতে পারবে না। [ইব্ন কাছীর তাঁর 'তারীখ'-এ উদ্ধৃত করেছেন।]

باب ذكر ابراهيم الخليل وفضله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام۔

পরিচ্ছেদ : ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর উল্লেখ ও তাঁর মর্যাদা

(١٩) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ أَبِي۔

(১৯) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে "ইয়া খাইরাল রাবিয়্যাহ" (হে নেককারগণের মধ্যে উত্তম) বলে সম্বোধন করল। উত্তরে তিনি বললেন, সেই ব্যক্তি হচ্ছেন, আমার পিতা ইব্রাহীম। [বুখারী ও তিরমিযী]

(٢٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَاةً مِنَ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ وَلِيِّي مِنْهُمْ أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي إِبْرَاهِيمُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔

(২০) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, প্রত্যেক নবীর জন্য 'ওয়ালী' (অভিভাবক) থাকেন আর আমার ওয়ালী আমার পিতা ও আমার প্রভুর খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) ইব্রাহীম। এরপর রাসূল (সা) পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন, إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ "যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা এবং এই নবী ও যারা ইমান এনেছে মানুষের মধ্যে তারাই ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম।" (আলে 'ইমরান ঃ ৬৮)

(٢١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ۔

www.waytojannah.com

Contents

(২১) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ইব্রাহীমের (আ) চেয়ে সংশয় প্রকাশে আমরাই বেশী হকদার। যখন ইব্রাহীম (আ) বলেছিলেন, "হে আমার প্রভু, আপনি কীভাবে মৃতকে জীবিত করেন, তা আমাকে প্রদর্শন করুন। তিনি (প্রভু) বলেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না, ইব্রাহীম বলেন, অবশ্যই, কিন্তু আমার অন্তরের প্রশান্তির জন্য।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা লূতকে (আ) রহম করুন, তিনি একটি শক্ত স্তম্ভে আশ্রয় নিতেন। যদি আমি ইউসূফের (আ) ন্যায় কারাগারে বন্দী থাকতাম, তাহরে বাদশাহর প্রেরিত দূতের আহ্বানে (তাৎক্ষণিকভাবে) সাড়া দিতাম। [হাদীসটি সহীহ এবং বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য কর্তৃক উদ্ধৃত।]

(٢٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا فَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ ثُمَّ قَرَأَ (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ).

(২২) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, হাশরের ময়দানে লোকজনকে একত্রিত করা হবে–নগ্নপদে, নগ্নশরীরে এবং খত্নাবিহীন অবস্থায়। সর্বপ্রথম বস্ত্র পরিধান করানো হবে ইব্রাহীমকে (আ)। এরপর রাসূল (সা) আয়াত পাঠ করেন,

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ.

"সৃষ্টির সূচনা যেভাবে করেছিলাম, সেইভাবেই পুনরায় তাদেরকে ফিরিয়ে আনবো। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٢٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ بَعْدَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ مُخَفَّفَةً.

(২৩) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আ) এর খতনা করানো হয় তাঁর আশি বছর বয়সে। তাঁর খতনা দেওয়া হয় কাদূম (কুঠার সদৃশ্য অস্ত্র) দ্বারা। [এই হাদীসের বরাত ১৭শ খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে।]

(٢٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ شَارِبَهُ وَكَانَ أَبُوكُمْ إِبْرَاهِيمُ مِنْ قَبْلِهِ يَقُصُّ شَارِبَهُ.

(২৪) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর গোঁফ কাটতেন; এবং তাঁর পূর্বে তোমাদের পিতা ইব্রাহীম (আ) তাঁর গোঁফ কাটতেন। [এই হাদীসের তাখরীজও ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

باب هجرة ابراهيم عليه السلام الى بلاد الشام ودخوله الديار المصرية وقصة سارة مع ملك مصر

পরিচ্ছেদ : ইব্রাহীম (আ)-এর সিরিয়ায় হিজরত, তাঁর মিশর প্রবেশ এবং সারার সাথে মিশরের বাদশাহর ঘটনা

(٢٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ قَوْلُهُ حِينَ دُعِيَ إِلَى آلِهَتِهِمْ (إِنِّي سَقِيمٌ وَقَوْلُهُ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا) وَقَوْلُهُ لِسَارَةَ إِنَّهَا أُخْتِي قَالَ وَدَخَلَ إِبْرَاهِيمُ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيلَ دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ اللَّيْلَةَ بِامْرَأَةٍ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ قَالَ

www.waytojannah.com

فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْمَلِكُ أَوِ الْجَبَّارُ مَنْ هَذِهِ مَعَكَ؟ قَالَ أُخْتِي قَالَ أَرْسِلْ بِهَا قَالَ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ وَقَالَ لَهَا لَا تُكَذِّبِي قَوْلِي فَإِنِّي قَدْ أَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ قَالَ فَلَمَّا دَخَلَتْ إِلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا قَالَ فَأَقْبَلَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ قَالَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اللَّهُمَّ إِنَّهُ إِنْ يَمُتْ يُقَلْ هِيَ قَتَلَتْهُ قَالَ فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ قَالَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اللَّهُمَّ إِنَّهُ إِنْ يَمُتْ يُقَلْ هِيَ قَتَلَتْهُ قَالَ فَأُرْسِلَ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا شَيْطَانًا ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا هَاجَرَ قَالَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ لِإِبْرَاهِيمَ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ تعالى رَدَّ كَيْدَ الْكَافِرِ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً؟

(২৫) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, বলেছেন, ইব্রাহীম (আ) তিনটি মিথ্যা (কৌশলী উক্তি) ব্যতীত কোন মিথ্যা কখনও বলেননি। (এক) যখন তাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ের ইলাহসমূহের প্রতি ডাকা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, আমি পীড়িত। (দুই) যখন তাঁকে মূর্তিসমূহ ভাঙ্গার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়, তিনি বলেছিলেন সবচেয়ে বড়টিই এ কাজ করেছে। (তিন) তিনি তাঁর স্ত্রী সারাকে (দেখিয়ে) বলেছিলেন, এ আমার ভগ্নি। রাসূল (সা) বলেন, ইব্রাহীম (আ) (মিশরের) এক পল্লীতে প্রবেশ করেন। সেখানে ছিল জনৈক শাসক (বাদশাহ) অথবা স্বৈরাচারী । তাকে জানানো হলো, আজ রাতে ইব্রাহীম (আ) এক পরমা সুন্দরী মহিলাকে সাথে নিয়ে এখানে প্রবেশ করেছেন। তখন সেই শাসক বা স্বৈরাচারী ইব্রাহীমের (আ) কাছে লোক পাঠিয়ে জানতে চায়, "তোমার সাথে এই মহিলা কে?" তখন তিনি বলেন, আমার বোন। সে (লম্পট) বললো, তাকে নিয়ে এস। তার নির্দেশমত সারাকে তার কাছে নিয়ে আসা হলো। ইব্রাহীম (আ) সারাকে বলে দিলেন, তুমি আমার কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না, আমি তাকে জানিয়ে দিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। আমি এবং তুমি ছাড়া এখানে আর কোন ঈমানদার নেই। (সুতরাং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একে অপরের মধ্যে ভাই-বোন সম্পর্ক যেমন সত্য, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও সত্য। কারণ কোন মুমিন কোন কাফির স্ত্রী লোককে বিবাহ করতে পারে না।) সারা যখন তার কাছে প্রবেশ করলো, সেই লম্পট তাঁকে পাকড়াও করার জন্য এগিয়ে আসলো। সারা ইত্যবসরে ওযু করে (নফল) সালাত পড়ে (মনে মনে) বলছেন, হে আল্লাহ্, যদি তুমি জেনে থাক যে, আমি তোমার উপর এবং তোমার রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং আমার স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষ থেকে আমার সতীত্ব সুরক্ষা করেছি, তাহলে তুমি এই কাফিরকে আমার সম্ভ্রমহানি করতে দিও না। লম্পট তার দিকে অগ্রসর হতেই গড়গড় শব্দ করতে থাকে এবং পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে থাকে (অর্থাৎ অপ্রকৃতিস্থ বা বেহুঁশ হয়ে পড়ে)। অন্য আরেক সনদে আবূয যিনাদ বর্ণনা করেন– আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান থেকে, তিনি আবু হুরাইরা (রা) থেকে–তখন সারা বলেন, হে আল্লাহ্! সে যদি এই অবস্থায় মারা যায়, তবে লোকজন বলবে, এই মহিলা তাকে হত্যা করেছে। সুতরাং তাকে সুস্থ করে দেওয়া হল। তারপর সে পুনরায় সারার দিকে অগ্রসর হয়। সারা পূর্বের ন্যায় ওযু করে (নফল) সালাত আদায় করেন এবং (মনে মনে) বলেন, হে আল্লাহ্, তুমি যদি জেনে থাক যে, আমি তোমার উপর এবং তোমার রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং আমার স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষ থেকে আমার সতীত্ব সুরক্ষা করেছে, তাহলে তুমি এই কাফিরকে আমার সম্ভ্রমহানি করতে দিও না। লম্পট আবারো গড়গড় শব্দে

www.waytojannah.com

মাটিতে পা ছুড়ে মারছিল (বেহুঁশ হয়ে গেল)। আবূয যিনাদের উপরিউক্ত সনদে বলা হয়েছে–সারা বললেন, হে আল্লাহ্, সে এই অবস্থায় মারা গেলে লোকজন বলবে, এই মহিলা (আমি) তাকে হত্যা করেছি। সুতরাং আবার তাকে সুস্থ করা হলো (এবং পূর্ববৎ সারাকে ধরতে অগ্রসর হলো)। এইভাবে তৃতীয় বা চতুর্থবারে সে বললো, তোমরা আমার কাছে একটি শয়তানীকে পাঠিয়েছ। একে ইব্রাহীমের কাছে ফেরত দাও এবং হাজেরাকে একে দিয়ে দাও। অতঃপর সারা ফিরে আসেন এবং ইব্রাহীমকে (আ) বলেন, এবার আমি বুঝতে পেরেছি– নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরের চক্রান্ত নিষ্ফল করে দেন এবং একটি দাসীর সেবাও দেন। (আরবের একটি জনপ্রিয় প্রবাদ হিসেবে স্বীকৃত।) [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

باب ذكر مهاجرة ابراهيم بابنه اسماعيل وامه هاجر الى جبال فاران وهى ارض مكة وسبب وجود زمزم وبنائه البيت العتيق.

পরিচ্ছেদ : ইসমাঈল (আ) ও তাঁর জননী হাজেরা সমেত ইব্রাহীমের (আ) ফারান পর্বতমালা তথা মক্কাভূমিতে হিজরত, যমযমের অস্তিত্বের কারণ ও ইব্রাহীম (আ) কর্তৃক বাইতুল 'আতীক নির্মাণ

(٢٦) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوَّلُ مَا اتَّخَذَتِ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيْلَ اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لِتُعَفِّيَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَحِمَ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيْنًا.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ وَهِيَ تُحِبُّ الْأُنْسَ فَنَزَلُوْا وَأَرْسَلُوْا إِلَى أَهْلِيْهِمْ فَنَزَلُوْا مَعَهُمْ وَقَالَ فِي حَدِيْثِهِ فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانِ الْمَجْهُوْدِ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِيَ ثُمَّ أَتَتِ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا.

(২৬) সাঈদ ইব্ন জুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম 'মিন্তাক' বা দীর্ঘ ঘাগড়ার প্রচলন হয় ইসমাঈল জননী হাজেরার পক্ষ থেকে। তিনি 'মিন্তাক' বা দীর্ঘ ঘাগড়া পরিধান করেছিলেন তাঁর পদচিহ্ন মিটিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে যাতে সারা দেখতে না পান। আল-হাদীস।

ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইসমাঈল জননীকে রহম করুন, তিনি যদি যমযমকে ছেড়ে দিতেন (অথবা বলেছেন) যদি তিনি যমযম থেকে পানি পান না করতেন, তাহলে যমযম একটি প্রবহমান ঝর্ণা হয়ে যেত।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, অতঃপর ইসমাইল জননী তা পেলেন এবং তিনি পছন্দ করতেন সেখানে যেন লোকজনের আগমন ঘটে। লোকজন অতঃপর সেখানে আসলো, তাদের পরিবার-পরিজনদের নিয়ে আসলো। এবং তাদের সংগে তারা সেখানে বসতি গ্রহণ করল।

এই হাদীসে আরো উল্লেখ আছে যে, হাজিগণ সাফা পাহাড় থেকে নেমে আবারো উপত্যকায় ফিরে আসেন। তাঁর পরিধেয় চাঁদরের একাংশ উঠিয়ে সর্বাত্মক পরিশ্রমে নিয়োজিত মানুষের ন্যায় সা'ঈ করতে

www.waytojannah.com

থাকেন (দৌড়াতে থাকেন) এবং আবারো উপত্যকা অতিক্রম করেন এবং মারওয়া পাহাড়ে উপনীত হন; সেখানে দণ্ডায়মান হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখেন, কাউকে দেখতে পান কি না। কিন্তু না, তিনি কাউকেই দেখতে পেলেন না। তিনি সাতবার এইরূপ (সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে দৌড়ে গেলেন, উঠলেন এবং দেখলেন) করলেন। ইব্ন আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, এই কারণেই এই দুই পাহাড়ের মাঝে সা'ঈ করতে হয়। [এটি বুখারী বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ।]

(٢٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ جَاءَ بِإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ وَهَاجَرَ فَوَضَعَهُمَا بِمَكَّةَ فِي مَوْضِعِ زَمْزَمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ثُمَّ جَاءَتْ مِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى إِسْمَاعِيلَ وَقَدْ نَبَعَتِ الْعَيْنُ فَجَعَلَتْ تَفْحَصُ الْعَيْنَ بِيَدِهَا هَكَذَا حَتَّى اجْتَمَعَ الْمَاءُ مِنْ شَقِّهِ ثُمَّ تَأْخُذُهُ بِقَدَحِهَا فَتَجْعَلُهُ فِي سِقَائِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُهَا اللهُ وَلَوْ تَرَكَتْهَا لَكَانَتْ عَيْنًا سَائِحَةً تَجْرِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(২৭) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্রাহীম (আ) ইসমাঈল (আ) ও হাজেরাকে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে মক্কায় যমযমের স্থানে রাখেন। এরপর তিনি পুরো হাদীস বর্ণনা করেন। হাজেরা মারওয়া থেকে পুনরায় ইসমাঈলের নিকট ফিরে আসেন এবং দেখতে পান ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে। তখন তিনি তাঁর হাত দিয়ে ঝর্ণাকে ঠেকাতে থাকেন, এতে সেই পর্বে পানি জমে যায়, তিনি পেয়ালা দিয়ে পানি তুলে তার মশকে ভরতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যদি হাজেরা সেইভাবে ছেড়ে দিতেন, তবে যমযম কিয়ামত পর্যন্ত প্রবহমান একটি ঝর্ণা হয়ে যেত। [বুখারী এই হাদীসটি সুদীর্ঘ আকারে বর্ণনা করেছেন যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।]

(٢٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ أُنْبِئْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَجَاءَ الْمَلَكُ بِهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ زَمْزَمَ فَضَرَبَ بِعَقِبِهِ فَفَارَتْ عَيْنًا فَعَجِلَتِ الْإِنْسَانَةُ فَجَعَلَتْ تَقْدَحُ فِي شَنَّتِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْلاَ أَنَّهَا عَجِلَتْ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا.

(২৮) সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) বলেন, ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন, অতঃপর ফেরেশতা (জিব্রাইল) তাঁর কাছে আগমন করেন এবং যমযমের স্থানে পৌঁছেন। তিনি পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটিতে আঘাত করেন এবং একটি ঝর্ণয়া উৎসারিত হয়। হাজেরা তাড়াহুড়া করতে লাগলেন এবং পেয়ালা দিতে তার মশকের পানি ভরতে থাকলো। এরপর আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেন, ইসমাঈল জননীকে আল্লাহ্ রহম করুন। তিনি যদি দ্রুত যমযমের গতি রোধ না করতেন, তাহলে তা প্রবহমান ঝর্ণা হয়ে যেত। [এটিও বুখারীর সুদীর্ঘ হাদীসের আওতায় উল্লেখিত হয়েছে।]

(٢٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَخْبَرَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَىٰ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ؟ قَالَ لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُرَى تَرْكَ اسْتِلاَمِ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

(২৯) 'আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁকে আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইব্ন আবী বকর (রা) জানিয়েছেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তুমি কি দেখ না (হে

www.waytojannah.com

আয়েশা), তোমার কওম বা সম্প্রদায় যখন কা'বা পুনঃনির্মাণ করে, তখন কা'বাকে ইব্রাহিমী ভিত থেকে কমিয়ে ছোট করে দিয়েছে? তখন আমি বললাম, আপনি কি কা'বাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন না? রাসূল (সা) বললেন, যদি তোমার কওমের কুফরীর সাথে সংশ্লিষ্টতা অল্পদিনের না হতো (তাহলে আমি তা করতাম)। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আয়েশা যদি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) এর কাছ থেকে এরূপ শুনে থাকে, তবে আমি মনে করি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) হিজ্‌র (হাতীম) সংলগ্ন দু'টি রুকনের ইস্তিলাম (চুমো) (চুম্বন ও স্পর্শ) করতেন না কেবল এ কারণেই যে, বাইতুল্লাহর পুনর্নির্মাণ ইব্রাহিমী ভিতের উপর সম্পন্ন হয়নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ যাতে ইব্রাহিমী ভিতের পেছন দিক থেকে সমগ্র বাইতের তাওয়াফ সম্পন্ন করে। [এটিও বুখারীর সেই সুদীর্ঘ হাদীসেরই অন্তর্ভুক্ত।]

(٣٠) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ.

(৩০) আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা), যমিনের উপর সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মাণ করা হয়? তিনি বলেন, মাসজিদুল হারাম। আমি বললাম, এরপর কোনটি? তিনি বলেন, মসজিদুল আক্‌সা। আমি বললাম, এই দুই মসজিদের মধ্যে কতদিনের ব্যবধান? তিনি বলেন, চল্লিশ বছর। এরপর তিনি বলেন, যেখানেই সালাতের সময় হবে, সালাত আদায় করবে, কারণ সেখানেই মসজিদ। [এই হাদীসের উদ্ধৃতি তৃতীয় খণ্ডে কিতাবুস সালাতে বর্ণিত হয়েছে।]

(٣١) عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أُمِّ مَنْصُورٍ قَالَتْ أَخْبَرَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَلَّدَتْ عَامَّةَ أَهْلِ دَارِنَا أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ وَقَالَ مَرَّةً (يعني الراوي عن صفية) إِنَّهَا سَأَلَتْ عُثْمَانَ لِمَ دَعَاكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ إِنِّي كُنْتُ رَأَيْتُ قَرْنَيِ الْكَبْشِ حِينَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ فَنَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَهُمَا فَخَمِّرْهُمَا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ قَالَ سُفْيَانُ لَمْ يَزَلْ قَرْنَا الْكَبْشِ فِي الْبَيْتِ حَتَّى احْتَرَقَ الْبَيْتُ فَاحْتَرَقَا.

(৩১) উম্মু মানসূর সাফিয়্যা বিনতু শাইবাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে বনূ সুলায়ম গোত্রের জনৈকা মহিলা, যিনি আমাদের সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, আমাকে অবহিত করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উছমান ইব্ন তালহাকে ডেকে পাঠান; অন্য একবার বর্ণনাকারী বলেন– সাফিয়্যা উছমান ইব্ন তালহাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমাকে নবী (সা) কেন ডেকেছিলেন? উত্তরে উছমান বলেন, রাসূল (সা) আমাকে বললেন, আমি বাইতুল্লাহ শরীফে প্রবেশকালে সেখানে দুম্বার দু'টি শিং দেখতে পেলাম। কিন্তু আমি তোমাকে শিং দুটো ঢেকে দিতে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। সুতরাং তুমি সেই শিং দু'টো ঢেকে দিও। কারণ, বাইতুল্লাহ শরীফে এমন কিছু থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, যদ্বারা মুসল্লীর একাগ্রতা বিনষ্ট হতে পারে। সুফিয়ান (জনৈক রাবী) বলেন, সেই শিং দু'টো কাবাগৃহে রক্ষিত ছিল (ঢাকনা দেওয়া অবস্থায়) কাবাগৃহে আগুনে পুড়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। সেই সময় ঐ শিং দু'টোও পুড়ে যায়। [তৃতীয় খণ্ডে কিতাবুস সালাতে এই হাদীসের সনদ, ব্যাখ্যা ও তাখরীজ উদ্ধৃত হয়েছে, দ্রষ্টব্য হাদীস নং ৩৪৪।]

www.waytojannah.com

باب ما جاء فى صفته

পরিচ্ছেদ : ইব্রাহীম (আ)-এর গুণ-বৈশিষ্ট্য

(٣٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ فَأَمَّا عِيسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ وَأَمَّا مُوسَى فَآدَمُ جَسِيمٌ قَالُوا لَهُ فَإِبْرَاهِيمُ؟ قَالَ انْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ يَعْنِى نَفْسَهُ.

(৩২) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, যিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি (মি'রাজের সময়) ঈসা ইব্ন মারয়ম, মূসা ও ইব্রাহীমকে (আ) দেখেছি। ঈসা (আ) রক্তিম বর্ণের প্রশস্ত বক্ষের অধিকারী সুপুরুষ। মূসা (আ) বিশাল দেহের অধিকারী সুপুরুষ। তারা (সাহাবীগণ) বললেন, ইব্রাহীম দেখতে কেমন? তিনি (রাসূল সা.) বলেন, তোমাদের এই সাথীর প্রতি (অর্থাৎ তাঁর নিজের প্রতি) দৃষ্টিপাত কর। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٣٣) وعنه ايضا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَظَرْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَا أَنْظُرُ إِلَى إِزْبٍ مِنْ أَزَابِهِ إِلَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ مِنِّى كَأَنَّهُ صَاحِبُكُمْ.

(৩৩) ইব্ন 'আব্বাস (রা) আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি ইব্রাহীম (আ)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছি, কিন্তু তাঁর দেহসৌষ্ঠবের আদলের ন্যায় আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখিনি। (অর্থাৎ) তিনি যেন তোমাদের এই সাথীর ন্যায়। [এই হাদীসের পূর্ণাঙ্গরূপ ও এর তাখরীজ "কিতাবুস সীরাহ আল-নাবুবিয়্যাহ" অধ্যায়ে আসবে–ইনশাআল্লাহ্।]

باب ذكر نبى الله لوط عليه السلام وقوله تعالى قال لو ان لى بكم قوة او اوى الى ركن شديد.

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্র নবী লূত (আ)-এর উল্লেখ ও আল্লাহ্র বাণী "যদি তোমাদের উপর আমার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকত কিংবা আমি কোন শক্ত স্তম্ভের আশ্রয় নিতে পারতাম" – প্রসংগ

(٣٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى اله وصحبه وَسَلَّمَ إِنَّ الْكَرِيمَ ابْنَ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى اله وصحبه وَسَلَّمَ لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ جَاءَنِي الدَّاعِي لَأَجَبْتُهُ إِذْ جَاءَهُ الرَّسُولُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَى لُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَمَا بَعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا فِي ثَرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ.

وعنه طريق ثان قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْفِرُ اللهُ لِلُوطٍ إِنَّهُ أَوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ.

(৩৪) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র, সম্মানিত ব্যক্তির পৌত্র, সম্মানিত ব্যক্তির প্রপৌত্র হচ্ছেন ইউসুফ ইবন ইয়াকূব ইবন ইসহাক ইবন ইব্রাহীম খলীলুর রাহমান 'আয্যা ওয়া জাল্লা (আ)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন যদি আমি ইউসুফ (আ)-এর ন্যায় কারাগারে বন্দী থাকতাম, তাহলে (বাদশাহর প্রেরিত) দূতের আহ্বান তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ

www.waytojannah.com

করতাম। অথচ তিনি দূতকে বললেন, ফিরে যাও তোমার প্রভুর কাছে, তাকে জিজ্ঞেস কর সেই সব মহিলাদের অবস্থা, যারা তাদের হাত কেটে ফেলেছেন। আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক লূতের (আ) উপর। তিনি একটি শক্ত স্তম্ভে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, যদি তোমাদের উপর আমার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকতো, অথবা আমি কোন শক্ত স্তম্ভে আশ্রয় নিতাম।

তাঁর পরে আল্লাহ্ যত নবী প্রেরণ করেছেন, প্রত্যেককে তার সম্প্রদায়ের বৃহৎ গোত্র হতে পাঠিয়েছেন। (এই রাবী থেকে অন্য বর্ণনায়) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা লূতকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয় তিনি একটি শক্তিশালী স্তম্ভে আশ্রয় নিয়েছিলেন। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

www.waytojannah.com

ابواب ذكر ذرية ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقول الله تعالى
وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর বংশধরগণের উল্লেখ ও আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, "এবং আমি তাঁর বংশধরগণের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব দান করেছি" প্রসংগ

باب ذكر نبي الله اسماعيل عليه السلام وما جاء في فضله۔
পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্র নবী ইসমাঈল (আ) ও তাঁর মর্যাদা প্রসংগ

(٣٥) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ وَهُمْ يَتَنَاضَلُوْنَ فِي السُّوْقِ فَقَالَ ارْمُوا يَا بَنِيْ إِسْمَاعِيْلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ لِأَحَدِ الْفَرِيْقَيْنِ فَأَمْسَكُوا أَيْدِيَهُمْ فَقَالَ ارْمُوْا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلَانٍ؟ قَالَ ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ۔

(৩৫) সালামা ইব্নল আক্ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, (একদা) আল্লাহ্র রাসূল (সা) আসলাম সম্প্রদায়ের লোকজনদের উদ্দেশ্যে বের হন। ঐ সময় তারা বাজারে পরস্পরে তীর নিক্ষেপ ও যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণে লিপ্ত ছিল। রাসূল (সা) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে বনূ ইসমাঈল, তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। তোমাদের পিতা (ইসমাঈল) তীরন্দাজ ছিলেন। তোমরা নিক্ষেপ কর, আমি তোমাদের দুই দলের মধ্যে অমুক দলের পক্ষে আছি। তখন তারা তীর নিক্ষেপ বন্ধ করে দিল। রাসূল (সা) বললেন, তোমরা নিক্ষেপ চালিয়ে যাও। তারা বলবো, আমরা কীভাবে তীর নিক্ষেপ করবো, আপনি অমুক সম্প্রদায়ের পক্ষ নিয়েছেন। তিনি বললেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ চালিয়ে যাও, আমি তোমাদের সবার সাথেই আছি। [১৪শ খণ্ডে কিতাবল জিহাদে এই হাদীসের বরাত উল্লেখ করা হয়েছে, দ্রষ্টব্য।]

(٣٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَرِيْمُ ابْنُ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ۔

(৩৬) ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, নিশ্চয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র সম্ভ্রান্তের পৌত্র ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (আ) [বুখারী]

باب ذكر نبي الله يوسف عليه السلام۔
পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্র নবী ইউসুফ (আ)

(٣٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْكَرِيْمَ ابْنَ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلَ الرَّحْمٰنِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ ثُمَّ جَاءَنِي الدَّاعِي لَأَجَبْتُهُ إِذْ جَاءَهُ الرَّسُوْلُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ۔

Contents

(৩৭) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, নিশ্চয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পৌত্র এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রপৌত্র হচ্ছেন ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম খলীলুর রহমান। এবং আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেন, আমি যদি ইউসুফের (আ) ন্যায় কারাগারে বন্দী থাকতাম এবং আমার কাছে কোন আহ্বায়ক আসতো, তাহলে আমি তাৎক্ষণিকভাবে তার কথা মেনে নিতাম। যখন তাঁর (ইউসুফ) কাছে দূত এসেছিল তিনি বলেছিলেন, ফিরে যাও তোমার প্রভুর কাছে এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যেমন মহিলারা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল, তাদের অবস্থা কী? নিশ্চয় আমার প্রভু তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত। [এই হাদীসের উদ্ধৃতি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।]

(٣٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ يُوسُفُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ شَطْرَ الْحُسْنِ.

(৩৮) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন, ইউসুফকে (আ) সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করা হয়েছে। (অর্থাৎ দুনিয়াবাসীর জন্য বরাদ্দকৃত গোটা সৌন্দর্যের অর্ধেক)। [মুসলিম]

باب ذكر نبى الله ايوب عليه السلام.

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্র নবী আইয়ূব (আ)

(٣٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُرْسِلَ عَلَى أَيُّوبَ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ أَلَمْ أُغْنِكَ يَا أَيُّوبُ؟ قَالَ يَا رَبِّ وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَحْمَتِكَ أَوْ قَالَ مِنْ فَضْلِكَ (وعنه عن طريق ثان) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ.

(৩৯) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আইউব (আ) সুস্থ হওয়ার পর তাঁর কাছে স্বর্ণের পঙ্গপাল প্রেরণ করা হয়। আইউব (আ) সেগুলো কুড়াতে শুরু করলেন। তখন আল্লাহ্ বললেন, হে আইউব, আমি কি তোমাকে ঐশ্বর্য দেইনি? তিনি বললেন, হে প্রভু, আপনার রহমত (অথবা বলেছেন) ও ফযল (করুণা) প্রাপ্তিতে কে পরিতৃপ্ত হয়? (একই রাবী থেকে ভিন্ন সময়ে এসেছে) রাসূল (সা) বলেছেন, (সুস্থ হওয়ার পর) আইউব (আ) উলঙ্গ হয়ে গোসল করছিলেন, সেই সময় তাঁর উপর স্বর্ণের পঙ্গপাল পতিত হতে থাকে। তখন তিনি তা তাঁর কাপড়ে সংগ্রহ করতে থাকেন। তখন তাঁর রব ডাক দিয়ে বললেন, হে আইয়ুব, তুমি যা দেখছ আমি কি তোমাকে তার চেয়ে বেশী ঐশ্বর্য দেইনি? তিনি উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই, হে প্রভু। তবে আপনার বরকত থেকে আমার বেনিয়াযী নেই। [বুখারী ও তাইলাসী]

باب ذكر نبى الله يونس عليه السلام.

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্র নবী ইউনুস (আ) প্রসঙ্গ

(٤٠) عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ.

www.waytojannah.com

وعنه من طريق ثان عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى نَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ أَصَابَ ذَنْبًا ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ.

(৪০) আবুল আলিয়্যাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের নবীর (সা) চাচার ছেলে অর্থাৎ ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, কোন বান্দার এইরূপ বলা উচিত নয় যে, আমি মাত্তার পুত্র ইউনুসের চেয়ে উত্তম (অর্থাৎ ইউনুসকে তাঁর পিতার সাথে সম্পৃক্ত করে তার মর্যাদাহানির চেষ্টা করা উচিত নয়)।

(এই রাবী থেকে অন্য ধারায় বর্ণিত) ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন, কারো এইরূপ বলা সঙ্গত নয়, আমি ইউনুস ইব্ন মাত্তার চেয়ে উত্তম। তিনি অপরাধ করে ফেলেছিলেন অতঃপর তাঁর প্রভু তাঁকে মনোনীত করেন। [বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ]

(٤١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنَاهُ هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ.

(৪১) আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কোন নবীরই এইরূপ বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস ইব্ন মাত্তার-এর চেয়ে উত্তম। আবু আবদুর রহমান বলেন, হারূণ ইব্ন মা'রূফ আমাদের কাছে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। [আবূ দাউদ, সনদ উত্তম।]

(٤٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى اله وصحبه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدٍ بَدَلَ نَبِيٍّ.

(৪২) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে পূর্বের হাদীসের (আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর বর্ণিত) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে সেখানে 'নবী'-এর পরিবর্তে 'বান্দা' শব্দটির উল্লেখ এসেছে। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

باب ما جاء فى دعوة ذى النون يعنى يونس عليه السلام وحجه.

পরিচ্ছেদ : "যুন্নুন তথা ইউনুস (আ)-এর দা'ওয়াত ও হজ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ"

(٤٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي وَالِدِي مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ مَرَرْتُ بِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَمَلَأَ عَيْنَيْهِ مِنِّي ثُمَّ لَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَأَتَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ حَدَثَ فِي الْإِسْلَامِ شَيْءٌ؟ مَرَّتَيْنِ قَالَ لَا وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ قُلْتُ لَا إِلَّا أَنِّي مَرَرْتُ بِعُثْمَانَ آنِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَمَلَأَ عَيْنَيْهِ مِنِّي ثُمَّ لَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ قَالَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى عُثْمَانَ فَدَعَاهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَكُونَ رَدَدْتَ عَلَى أَخِيكَ السَّلَامَ؟ قَالَ عُثْمَانُ مَا فَعَلْتُ قَالَ سَعْدٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ حَتَّى حَلَفَ وَحَلَفْتُ قَالَ ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ ذَكَرَ فَقَالَ بَلَى وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ إِنَّكَ مَرَرْتَ بِي آنِفًا وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَاللهِ مَا ذَكَرْتُهَا قَطُّ إِلَّا تَغَشَّى بَصَرِي وَقَلْبِي غِشَاوَةٌ قَالَ قَالَ سَعْدٌ فَأَنَا أُنَبِّئُكَ بِهَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ لَنَا أَوَّلَ دَعْوَةٍ ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَشَغَلَهُ حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّبَعْتُهُ فَلَمَّا أَشْفَقْتُ أَنْ يَسْبِقَنِي إِلَى مَنْزِلِهِ ضَرَبْتُ بِقَدَمِي الْأَرْضَ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ هَذَا أَبُو إِسْحَاقَ؟ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ

www.waytojannah.com

Contents

اللهِ قَالَ فَمَهْ قَالَ قُلْتُ لَا وَاللهِ إِلَّا أَنَّكَ ذَكَرْتَ لَنَا أَوَّلَ دَعْوَةٍ ثُمَّ جَاءَ هَذَا الْأَعْرَابِيُّ فَشَغَلَكَ قَالَ نَعَمْ دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ هُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ رَبَّهُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ.

(৪৩) ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ তাঁর দাদা সা'দ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি উছমান ইব্ন 'আফ্ফান (রা)-এর পাশ দিয়ে মসজিদের মধ্যে যাচ্ছিলাম; আমি তাঁকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমা থেকে চোখ ঘুরিয়ে নেন এবং সালামের কোন উত্তর দেননি। তখন আমি আমীরুল মু'মিনীন উমর ইব্নর খাত্তাবের (রা) নিকট এসে বললাম, ইসলামে কোন জিনিস দু'বার ঘটেছে নাকি? তিনি বলেন, না। ব্যাপার কী? আমি বললাম, এইমাত্র মসজিদে আমি উছমানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমি তাঁকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং আমার সালামের উত্তর দিলেন না। উমর (রা) উছমানকে (রা) ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞেস করেন, তুমি তোমার এই ভাইকে সালামের উত্তর দাওনি কেন? উছমান (রা) বললেন, না আমি এইরূপ করিনি। আমি বললাম, করেছেন। এইভাবে শেষ পর্যন্ত তিনি শপথ করেন এবং আমিও শপথ করে বললাম। কিন্তু একটু পরে উছমানের (রা) বিষয়টি মনে পড়লো এবং তিনি বললেন, আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি (আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাওবা করছি); হ্যাঁ, একটু আগে তুমি আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলে। কিন্তু তখন আমি মনে মনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শ্রুত একটি কথা স্মরণ করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্র শপথ, যখনই কথাটি স্মরণ করতে যাচ্ছিলাম, তখনই আমার চক্ষু ও অন্তরের সামনে যেন একটি পর্দা পড়ে যাচ্ছে (অর্থাৎ সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারছি না)। তখন রাবী সা'দ বলেন, ঠিক আছে আমি আপনাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। (একদা) রাসূল (সা) আমাদেরকে প্রথম দোয়া বা দাওয়াত সম্পর্কে বলছিলেন, এমন সময় এক বেদুঈন এসে রাসূলকে (সা) অন্য প্রসঙ্গে ব্যস্ত করে ফেলে। (একসময়) রাসূল (সা) উঠে দাঁড়ান, আমিও তাঁর পেছনে পেছনে চলতে থাকি। যখন দেখলাম যে তিনি আমার পূর্বেই বাড়ী পৌঁছে যাবেন, তখন আমি শব্দ করে দ্রুত অগ্রসর হলাম, তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বললেন, কে? আবু ইসহাক? আমি বললাম, জি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! রাসূল (সা) বললেন, ব্যাপার কী? আমি বললাম, একটু আগে আপনি আমাদের উদ্দেশ্যে প্রথম দা'ওয়াত সম্পর্কে বলছিলেন, কিন্তু ঐ বেদুঈন এসে আপনাকে অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে যায়। রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ, সেটি হচ্ছে যুন্নুন (আ)-এর দা'ওয়াত (দোয়া)। তিনি মাছের পেটে অবস্থান করে বলেছিলেন, "লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনায যোয়ালিমীন।" কোন মুসলিম এই কালেমা পাঠান্তে যদি তার প্রভুর নিকট কোন বিষয় প্রার্থনা করে, তবে প্রভু তা অবশ্যই কবুল করে নেন। [১৪শ খণ্ডে কিতাবুল আযকারে এই হাদীসের তাখরীজ বর্ণিত হয়েছে।]

(٤٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما مر ثبنية هرشاء حين حج قَالَ أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ؟ قَالُوا ثَنِيَّةُ هَرْشَاءَ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ قَالَ هُشَيْمٌ يَعْنِي لِيفًا وَهُوَ يُلَبِّي.

(৪৪) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জের সময় যখন হারমা নামক টিলা অতিক্রম করছিলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন এটি কোন্ টিলা?' লোকজন বললো, হারশা টিলা। রাসূল (সা) বললেন, আমি যেন ইউনুস ইব্ন মাত্তাকে (আ) দেখতে পাচ্ছি। লাল বর্ণের উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হয়ে পশমের জুব্বা পরিধান করে যাচ্ছেন। তাঁর উষ্ট্রীর লাগাম খেজুর বৃক্ষের বাকল দ্বারা তৈরী। [মুসলিম ও অন্যান্য]

www.waytojannah.com

ابواب ذكر نبى الله موسى بن عمران عليه السلام۔

আল্লাহ্‌র নবী মূসা ইব্‌ন ইমরান (আ) সম্পর্কিত পরিচ্ছেদসমূহ

باب ما جاء فى فضل نبى الله موسى وشىء من فضل نبينا عليهما الصلاة والسلام۔

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী মূসা (আ)-এর মর্যাদা এবং খানিকটা আমাদের প্রিয়নবী (সা)-এর মর্যাদা

(٤٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ قَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِى اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى العَالَمِيْنَ فَقَالَ اليَهُودِيُّ وَالَّذِى اصْطَفَى مُوسَى عَلَى العَالَمِيْنَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ اليَهُودِيِّ فَذَهَبَ اليَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ العَرْشِ فَلاَ أَدْرِى أَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ۔

(৪৫) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক মুসলিম এবং ইয়াহুদীদের এক ব্যক্তি বিতর্ক করছিল। মুসলিম ব্যক্তি বলরো, সেই সত্তার শপথ, যিনি মুহাম্মদ (সা)-কে সমগ্র সৃষ্টজগতে উপর নির্বাচিত (সম্মানিত) করেছেন। ইয়াহুদী বললো, সেই সত্তার শপথ, যিনি মূসাকে (আ) সমগ্র জগতের উপর নির্বাচিত (সম্মানিত) করেছেন। এতে মুসলিম ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে ইয়াহুদীকে চোখের উপর ঘুষি মেরে বসলো। ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলো। রাসূল (সা) সেই ব্যক্তিকে ডেকে ঘটনার সত্যতার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, সে তা স্বীকার করলো। তখন রাসূল (সা) বললেন, তোমরা মূসা (আ)-এর উপর আমাকে প্রাধান্য দিও না। কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ বজ্রাহত ও বেহুশ হয়ে পড়বে। আমি সর্বপ্রথম সম্বিত ফিরে পাব এবং মূসাকে (আ) দেখতে পাব, তিনি আরশের একপাশ ধরে দণ্ডায়মান। আমি জানিনা, তিনি কি বেহুঁশ হওয়ার পর আমার পূর্বেই সম্বিত ফিরে পেয়েছেন, নাকি তিনি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক ব্যতিক্রমী মর্যাদাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত (ফলে বেহুশই হননি)। [হাদীসটি গরীব]

(٤٦) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ۔

(৪৬) আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٤٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ قَسْمًا قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَقُلْتُ يَا عَدُوَّ اللهِ أَمَا لَأُخْبِرَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ

www.waytojannah.com

Contents

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قُلْتَ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْمَرَّ وَجْهُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَى مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ۔

(৪৭) আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কিছু বণ্টন করেন। তখন আনসারের জনৈক ব্যক্তি বলে ওঠে, এটি এমন বণ্টন যদ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র শত্রু, তুই যা বলেছিস আমি তা অবশ্যই রাসূলকে (সা) বলে দিব। অতঃপর রাসূলকে (সা) এই বিষয় জানানো হলে, তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে ওঠে। এরপর রাসূল (সা) বলেন, মূসার (আ) উপর আল্লাহ্র রহমত হোক; তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং সবরই বাঞ্ছনীয়। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٤٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الإِسْرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السادسة فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ (ص) فَقِيلَ وَقَدْ بعث إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بعث إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بمسوسى فَرَحَّبَ وَدَعَا (وفيه ايضا) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى وَفَرَضَ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسِينَ صَلَاةً فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قَالَ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ وَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ أَيْ رَبِّ خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِي فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَعَلْتَ؟ قُلْتُ حَطَّ عَنِّي خَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي وَبَيْنَ مُوسَى وَيَحُطُّ عَنِّي خَمْسًا خَمْسًا حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ هِيَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ فَتِلْكَ خَمْسُونَ صَلَاةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى لَقَدِ اسْتَحْيَيْتُ۔

(৪৮) আনাস ইব্ন মালিক (রা) হাদীসুল ইস্রা থেকে বর্ণনা পান, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, অতঃপর আমাদেরকে ষষ্ঠ আকাশে আরোহণ করানো হয়। জিব্রাইল (আ) দরজা খুলতে বলেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি কে? তিনি বলেন, জিব্রাইল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বলেন, মুহাম্মদ (সা)। বলা হলো, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ ডাকা হয়েছে। এরপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হল। তখন আমি মূসার (আ) মুখোমুখি হলাম। তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন এবং কল্যাণ কামনায় দোয়া করলেন। (এই হাদীসে আরও এসেছে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি যা ওহী করবার তা করেন এবং তিনি আমার উপর দিবা-রাত্রি পঞ্চাশবার সালাত ফরয করেন। আমি অবরোহণ করে মূসার (আ) নিকট পৌছালাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার প্রভু আপনার উম্মতের উপর কী ফরয করেছেন? আমি বললাম, দিবা-রাত্রিতে পঞ্চাশ বার সালাত। তিনি বললেন, আপনি আবার প্রভুর কাছে ফিরে গিয়ে আরো সহজ করার অনুরোধ করুন। আপনার উম্মত তা পালনে সমর্থ হবে না। আমি বনী ইসরাইলকে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং তাদের খবর আমি জানি।

www.waytojannah.com

রাসূল (সা) বলেন, অতঃপর আমি মহাপ্রভুর নিকট ফিরে গিয়ে আরয করলাম, ইয়া রব, আমার উম্মতের জন্য সহজ করে দিন। তখন তিনি পাঁচ কমিয়ে দেন। আবার আমি মূসার (আ) কাছে ফিরে এলাম, তিনি বললেন, আপনি কী করেছেন? আমি বললাম, আমার প্রতিপালক পাঁচবার কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আপনার উম্মত তা করতে পারবে না, আপনি আপনার প্রভুর কাছে ফিরে গিয়ে উম্মতের জন্য আরও সহজ করার প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এইভাবে আমি আমার প্রভু ও মূসার (আ) মধ্যে যাতায়াত করতে থাকি; এবং প্রতিবারই পাঁচ পাঁচ করে তিনি কমাতে থাকেন। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি (প্রভু) বলেন, হে মুহাম্মদ, এই নিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত দিবা-রাত্রিতে। প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য দশ (ওয়াক্ত উহ্য) থাকলো, আর তাতেই পঞ্চাশ ওয়াক্ত পূরো হলো। আর যে ব্যক্তি কোন নেক কাজের নিয়্যত করলো, কিন্তু বাস্তবে করতে পারলোনা, তার জন্য একটি নেকী (পুণ্য) লেখা হবে। আর যদি সে বাস্তবে তা আমল করে, তাহলে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে। অপরদিকে যদি কেউ কোন খারাপ কাজ করার নিয়্যত করে, কিন্তু তা বাস্তবায়ন না করে, তাহলে এ বিপরীতে কিছু লেখা হবে না। তবে যদি সে তা বাস্তবায়িত করে, তাহলে মাত্র একটি গোনাহ লেখা হবে। (প্রভুর এই নির্দেশক প্রাপ্তির পর) আমি অবরোহণ করে মূসার (আ) কাছে এসে (সবিস্তারে) তাঁকে অবহিত করি। কিন্তু তিনি বললেন, আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে গিয়ে আপনার উম্মতের জন্য আরো সহজ করার অনুরোধ করুন। কারণ, আপনার উম্মত তা পালন করতে পারবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি আমার রবের কাছে একবার ফিরে গিয়েছি যে, এখন আমি লজ্জাবোধ করছি। [এটি একটি সুদীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। বিস্তারিত বর্ণনা ও তাখরীজ 'ইস্‌রা'-এর ঘটনায় আসছে ইনশাআল্লাহ্।]

(٤٩) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطَ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلَ وَالرَّجُلَيْنِ وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَقُلْتُ هَذِهِ أُمَّتِي فَقِيْلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ ثُمَّ قِيْلَ لِي انْظُرْ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ الْآخَرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَقِيْلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ ثُمَّ نَهَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ فَخَاضَ الْقَوْمُ فِي ذَلِكَ فَقَالُوا مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ صَحِبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا قَطُّ وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تَخُوضُونَ فِيْهِ؟ فَأَخْبَرُوهُ بِمَقَالَتِهِمْ فَقَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيُّ فَقَالَ أَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ الْآخَرُ فَقَالَ أَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ.

(৪৯) ইব্ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, আমার সম্মুখে উম্মতসমূহ (বিভিন্ন) পেশ করা হয়। আমি জনৈক নবীকে (সা) দেখলাম, তাঁর সাথে একটি সম্প্রদায়। আরেক নবীকে (আ) দেখলাম তাঁর সাথে একজন ও দুইজন পুরুষ। আরেক নবীকে (আ) দেখলাম– তাঁর সাথে কেউ নেই। এই সময় আমার সম্মুখে বিশাল জনতা পেশ করা হয়, আমি বললাম–এটি কি আমার উম্মত? বলা হলো, এঁরা হচ্ছেন মূসা (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়। আপনি সম্মুখ দিগন্তে দৃষ্টিপাত করুন। (আমি চেয়ে দেখলাম)

www.waytojannah.com

বিশাল জনতা; বলা হলো, অন্য দিগন্তে দেখুন। (আমি দেখলাম) বিশাল জনতা। বলা হলো, এই হচ্ছে আপনার উম্মত এবং এদের সাথে রয়েছে সত্তর হাজার, যাঁরা বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবীগণের মধ্যে কেউ কেউ মন্তব্য করছিলেন, সম্ভবতঃ এঁরা (এই সত্তর হাজার) নবীর (সা) সাহাবীবৃন্দ (রা)। আবার কেউ বলছিলেন, এঁরা সম্ভবতঃ সেই সব লোক, যাঁরা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহ্‌র সাথে কখনও কোন শরীক করেননি। এছাড়া অন্য বিষয়াদিও তাঁরা উল্লেখ করেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের সম্মুখে বের হয়ে আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কী বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত ছিলে? তখন তাঁরা তাঁকে আলোচিত বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন রাসূল (সা) বলেন, তাঁরা (সত্তর হাজার) হচ্ছেন সেই সব লোক, যাঁরা (গরম লোহার) দাগ লাগায় না, তাবিজ-তুমার করে না, শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্য পানি উড়ায় না। এবং তারা তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করে। একথা শুনে 'উকাশা ইব্‌ন মিহসান আল 'আশ'আরী (রা) দণ্ডায়মান হয়ে আরয করেন, আমি কি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাসূল (সা) বলেন, হ্যাঁ তুমি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর অন্য একজন দণ্ডায়মান হয়ে জিজ্ঞেস করে, আমি কি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত, ইয়া রাসূলাল্লাহ্? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এ বিষয়ে 'উকাশা তোমার অগ্রে চলে গিয়েছে। [এই হাদীসের বরাত সপ্তদশ খণ্ডে 'কিতাবুত তিব্ব'-এ বর্ণিত হয়েছে।]

باب ما جاء فى صفة نبى الله موسى عليه السلام وحجه وصومه۔

পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র নবী মূসার (আ) গুণাগুণ, তাঁর হজ ও সওম প্রসংগ

(٥٠) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِوَادِى الْأَزْرَقِ فَقَالَ أَىُّ وَادٍ هَذَا؟ قَالُوا هَذَا وَادِى الْأَزْرَقِ فَقَالَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ هَابِطٌ مِنَ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى أَتَى عَلَى ثَنِيَّةِ هَرْشَى فَقَالَ أَىُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ؟ قَالُوا ثَنِيَّةُ هَرْشَى قَالَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ قَالَ هُشَيْمٌ يَعْنِى لِيفًا وَهُوَ يُلَبِّى۔

(৫০) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আয্‌রাক উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন (অর্থাৎ হজ্জের সময়), তখন জিজ্ঞেস করেন, এটি কোন্ উপত্যকা? লোকজন বললো, আয্‌রাক উপত্যকা। তখন তিনি বলেন, আমি যেন মূসাকে (আ) দেখতে পাচ্ছি। তিনি টিলা থেকে নামছেন, আর তিনি উচ্চস্বরে আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে তালবিয়্যা পাঠ করছেন। (চলতে চলতে) অতপর রাসূল (সা) হাব্‌শা টিলায় উপনীত হন এবং জিজ্ঞেস করেন, এটি কোন টিলা? লোকজন বললো, হাবশা টিলা। রাসূল (সা) বলেন, আমি যেন ইউনুস ইব্‌ন মাত্তাকে (আ) দেখতে পাচ্ছি, তিনি তাঁর লাল রংয়ের উষ্ট্রীর উপর সওয়ার। আঁটসাঁট দেহবিশিষ্ট ও পশমী জোব্বা পরিহিত। তার উটের লাগাম খেজুর গাছের বাকলের। [তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ]

(٥١) قَالَ قَالَ نَبِىُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِى مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ رَجُلًا آدَمَ طُوَالًا جَعْدًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبْطَ الرَّأْسِ (وله فى رواية اخرى) وَرَأَيْتُ مُوسَى أَسْحَمَ آدَمَ كَثِيرَ الشَّعْرِ قَالَ حَسَنٌ الشَّعَرَةِ شَدِيدَ الْخَلْقِ۔

(৫১) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে রাত্রে আমাকে ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই রাত্রে আমি মূসা ইব্‌ন ইমরানকে (আ) দেখেছি দীর্ঘাকৃতি ও কোঁকড়া চুলবিশিষ্ট।

www.waytojannah.com

তিনি যেন 'শানুআ' গোত্রের কোন সুপুরুষ। আমি ঈসা ইব্ন মারয়ামকে (আ) দেখেছি, মধ্য আকৃতির ও ঋজু ও ঝুলন্ত চুলবিশিষ্ট। (অন্য বর্ণনায়) আমি মুসাকে (আ) দেখেছি অধিক কেশরাশি সম্পন্ন সুঠাম দেহের অধিকারী (হাসান الشَّغْ এর পরিবর্তে الشَّعْرَة বলেছেন।) [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٥٢) عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ.

(৫২) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমার সম্মুখে নবীগণকে (আ) পেশ করা হয়। মূসাকে (আ) দেখলাম– তিনি যেন শানূআহ গোত্রের একজন সুদর্শন পুরুষ। [এই হাদীসের তাখরীজ ফেরেশতা সৃষ্টি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।]

(٥٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَ؟ قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ قَالَ فَصَامَهُ مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ قَالَ فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ.

(৫৩) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় এসে (হিজরতের পর) দেখলেন, ইয়াহুদীরা আশুরার দিন সওম পালন করছে। তিনি বললেন, এটা কোন দিনে তোমরা সওম পালন করছো? তারা বললো, এটি একটি ভাল দিন। এই দিনে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাইলকে তাদের শত্রুদের কবল থেকে মুক্তি দেন। অতঃপর মূসা (আ) এই দিনে সওম পালন করেন। রাসূল (সা) বলেন, মূসাকে (আ) অনুসরণের ক্ষেত্রে আমি তোমাদের চেয়েও অগ্রগামী। সুতরাং রাসূল (সা) নিজে সেই দিনে সওম পালন করেন এবং অন্যদেরও তা করতে নির্দেশ দেন। [এই হাদীসের তাখরীজ ১০ম খণ্ডে 'কিতাবুত তাখরীজ'-এ বর্ণিত হয়েছে।]

باب قصته مع الحجر.

পরিচ্ছেদ : প্রস্তরখণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত মূসার (আ) ঘটনা

(٥٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً (وفي رواية ينظر بعضهم الى سواة بعض) وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ مُوسَى مِنْهُ الْحَيَاءُ وَالسِّتْرُ وَكَانَ يَسْتَتِرُ إِذَا اغْتَسَلَ فَطَعَنُوا فِيهِ بِعَوْرَةٍ (وفي رواية فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادر) قَالَ فَبَيْنَمَا نَبِيُّ اللهِ مُوسَى يَغْتَسِلُ يَوْمًا وَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَخْرَةٍ فَانْطَلَقَتِ الصَّخْرَةُ بِثِيَابِهِ فَاتَّبَعَهَا نَبِيُّ اللهِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ وَهُوَ يَقُولُ ثَوْبِي يَا حَجَرُ ثَوْبِي يَا حَجَرُ حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتَوَسَّطَهُمْ فَقَامَتْ (اى الصخرة) وَأَخَذَ نَبِيُّ اللهِ ثِيَابَهُ فَنَظَرُوا فَإِذَا أَحْسَنُ النَّاسِ خَلْقًا وَأَعْدَلُهُ صُورَةً فَقَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ: قَاتَلَ اللهُ أَفْكَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَكَانَتْ بَرَاءَتُهُ الَّتِي بَرَّأَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا (وفي رواية) فَأَخَذَ ثَوْبَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ نَدَبًا سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ (ومن طريق ثان) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ قُلْتُ مِنَ الشَّامِ قَالَ فَقَالَ لِي هَلْ رَأَيْتَ حَجَرَ مُوسَى؟

www.waytojannah.com

Contents

قُلْتُ وَمَا حَجَرُ مُوسَى؟ قَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا لِمُوسَى قَوْلًا تَحْتَ ثِيَابِهِ فِي مَذَاكِيرِهِ قَالَ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَخْرَةٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ قَالَ فَسَعَتْ بِثِيَابِهِ قَالَ فَتَبِعَهَا فِي أَثَرِهَا وَهُوَ يَقُولُ يَا حَجَرُ أَلْقِ ثِيَابِي يَا حَجَرُ أَلْقِ ثِيَابِي حَتَّى أَتَتْ بِهِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأَوْهُ سَوِيًّا حَسَنَ الْخَلْقِ فَلَجَبَهُ ثَلَاثَ لَجَبَاتٍ فَوَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْ كُنْتُ نَظَرْتُ لَرَأَيْتُ لَجَبَاتِ مُوسَى فِيهِ.

(৫৪) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, বনী ইসরাইল একত্রে উলঙ্গ হয়ে গোসল করতো (অন্য বর্ণনায়–তারা একে অপরের গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করতো)। কিন্তু আল্লাহ্র নবী মূসা (আ) তাতে লজ্জাবোধ করতেন। গোসলের সময়ও পর্দা করতেন। এতে বনী ইসরাইল তার গুপ্তাংগে দোষারোপ করল। (অন্য বর্ণনায়– তারা বললো আল্লাহ্র কসম, মূসা একশিরার রোগী। এই কারণেই সে আমাদের সাথে গোসল করে না)। (এই যখন অবস্থা তখন) আল্লাহ্র নবী মূসা (আ) একদিন একটি পাথরের উপর তাঁর কাপড় রেখে গোসল করছিলেন। পাথর তাঁর কাপড় নিয়ে ছুটতে থাকে। আল্লাহ্র নবীও পাথরের পেছনে পেছনে তাঁর লাঠি হাতে ছুটতে থাকেন আর বলতে থাকেন, হে পাথর আমার কাপড় দিয়ে যা–। এইরূপ করতে করতে তিনি বনী ইসলাইলদের সর্দারদের মাঝখানে গিয়ে পৌঁছেন, আর পাথরও তখন থেমে যায়। আল্লাহ্র নবী তাঁর কাপড় নিয়ে নেন। এই সুযোগে বনী ইসরাইল সম্প্রদায় তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাঁর উত্তম শারীরিক গঠন ও পূর্ণাঙ্গ আকৃতি দেখতে পায়। তখন তারা বলে ওঠে, বনী ইসরাইলের জঘন্য মিথ্যাবাদীদের আল্লাহ্ ধ্বংস করুন। এই ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দোষারোপ থেকে তাঁকে মুক্ত করেন। (অন্য এক বর্ণনায় এসেছে–) মূসা (আ) তাঁর কাপড় উঠিয়ে নিয়ে পাথরকে আঘাত করতে থাকেন। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ, ঐ পাথরে মূসার (আ) আঘাতের ছয় অথবা সাতটি চিহ্ন রয়েছে। (দ্বিতীয় একটি বর্ণনায় এসেছে) আবদুল্লাহ ইব্ন শাক্বীক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুরাইরা (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোথা হতে এসেছ? আমি বললাম শাম (সিরিয়া) থেকে। তিনি বললেন, তুমি কি মূসার (আ) পাথর দেখেছ? আমি বললাম, মূসার (আ) পাথর, সে আবার কি? তখন তিনি বলেন, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় তাদের আলোচনায় মূসার (আ) কাপড়ের নীচে তার অণ্ডকোষ সম্পর্কে অনর্থক কথাবার্তা বলে। একদা তিনি একটি পাথরের উপর তাঁর কাপড় রেখে গোসল করতে থাকেন। এমন সময় সেই পাথর তাঁর কাপড় নিয়ে দৌড় দেয়। তিনিও পাথরের পেছনে দৌড়াতে থাকেন আর বলতে থাকেন, হে পাথর, আমার কাপড় রেখে যা কিন্তু ততক্ষনে পাথর কাপড় নিয়ে বনী ইসরাইলদের মধ্যে পৌঁছে যায় এবং তারা মূসাকে (আ) তাঁর উত্তম শারীরিক গঠনে দেখতে পায়। মূসা (আ) সেই পাথরকে (তাঁর লাঠির সাহায্যে) তিনবার আঘাত করেন। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আবু হুরাইরার প্রাণ, আমি যদি সেই পাথরটিকে দেখতাম, তাহলে অবশ্যই তাতে মূসার (আ) আঘাতের চিহ্নগুলো দেখতে পেতাম। [বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও অন্যান্য]

باب ذكر هلاك فرعون وجنوده ودس جبريل عليه السلام الطين فى فيه.

পরিচ্ছেদ : ফিরআউন ও তার সৈন্য-সামন্তের ধ্বংস ও জিব্রাইল (আ) কর্তৃক তার মুখে মাটি ছিটিয়ে দেওয়া

(٥٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَالَ فِرْعَوْنُ (آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ) قَالَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ يَا مُحَمَّدُ لَوْ رَأَيْتَنِي وَقَدْ أَخَذْتُ حَالًا مِنْ حَالِ الْبَحْرِ

www.waytojannah.com

فَدَسَّيْتُهُ فِي فِيهِ مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَهُ الرَّحْمَةُ (ومن طريق ثان) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَدُسُّ فِي فَمِ فِرْعَوْنَ الطِّينَ مَخَافَةَ أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

(৫৫) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, (মৃত্যুর পূর্বে) ফিরআউন যখন বললো, "আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যে, বনী ইসরাইল যে সত্তায় বিশ্বাস করেছে, সেই সত্তা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।" জিব্রাইল (আ) আমাকে বলেছেন, হে মুহাম্মদ, সেই সময় আপনি যদি আমাকে দেখতেন, আমি কেমন করে একটি সমুদ্রের থেকে কিছু কাদা নিয়ে তা ফিরআউনের মুখে ঠেসে দেই যাতে রহমত (আল্লাহ্র) তাকে স্পর্শ না করে। (দ্বিতীয় ধারায় মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন 'আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, জিব্রাইল (আ) ফিরআউনের মুখের মধ্যে মাটি ঢুকিয়ে দিচ্ছিলেন– যেন সে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলতে না পারে। [এই হাদীসের সনদ, ব্যাখ্যা ও তাখরীজ ১৮শ পর্বে 'ফাযাইলুল কুরআন' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।]

باب قصة موسى علية السلام مع بنى اسرائيل اذ قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة.

পরিচ্ছেদ : বনী ইসরাইল যখন বলেছিল, "হে মূসা, আমাদের জন্য ইলাহ সাব্যস্ত করুন–ওদের যেমন অনেক ইলাহ রয়েছে" সেই ঘটনা প্রসংগ

(٥٦) عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا عَنْ مَكَّةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ قَالَ وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيُعَلِّقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ قَالَ فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ خَضْرَاءَ عَظِيمَةٍ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى (اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) إِنَّهَا السُّنَنُ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُنَّةً سُنَّةً.

(৫৬) আবূ ওয়াক্বিদ আল-লাইছী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নেতৃত্বে মক্কা তেকে হুনাইনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। সেখানে কাফিরদের মালিকানায় একটি কুলবৃক্ষ ছিল। তারা সেখানে অবস্থান করতো এবং তাদের অস্ত্র-শস্ত্র সেই বৃক্ষে ঝুলিয়ে রাখতো। সেই বৃক্ষকে বলা হতো 'যাতু আনওয়াত। রাবী বলেন, আমরা সেখানে প্রকাণ্ড সবুজ এক কুলবৃক্ষের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাদের জন্য একটি 'যাতু আনওয়াত' বানিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমার প্রাণ যাঁর হাতে, সেই সত্তার শপথ, তোমরা এমন কথা বললে যেমনটি মূসার (আ) সম্প্রদায় বলেছিল– "আমাদের জন্য একজন ইলাহ ঠিক করে দিন, যেমন তাদের রয়েছে বহু ইলাহ্। মূসা বললেন, তোমরা নিশ্চয় মূর্খ সম্প্রদায়।" (রাসূল (সা) বলেন) এসব হচ্ছে– সুনান বা রীতি-পদ্ধতি। তোমরা পূর্ববর্তীদের রীতি-পদ্ধতিসমূহ একটি একটি করে রপ্ত করতে থাকবে (এবং ভ্রষ্টতার পথে অগ্রসর হবে)। [নাসাঈ ও তিরমিযী। তিরমিযীর মতে এটি হাসান ও সহীহ।]

www.waytojannah.com

باب قصة عبادتهم العجل فى غيبة كليم الله عنهم والقائه الواح التوراة عند ما عاين ذلك فانكسرت.

পরিচ্ছেদ : মুসা কালীমুল্লাহর (আ) অনুপস্থিতিতে তাদের বাছুর পুজা ও এতদ্দর্শনে মূসা কর্তৃক তাওরাতের তক্তাসমূহ ফেলে দেওয়া ও তা ভেঙ্গে যাওয়া

(٥٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قَوْمُهُ فِي الْعِجْلِ فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ فَلَمَّا عَايَنَ مَا صَنَعُوا أَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَانْكَسَرَتْ.

(৫৭) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, সংবাদ কখনও প্রত্যক্ষ দর্শনের মত হয় না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মূসার (আ) কওম যা করেছিল সে সম্পর্কে মূসাকে (আ) অবহিত করেছিলেন, তাতে মূসা (আ) তাওরাতের তক্তাসমূহ ফেলে দেননি। কিন্তু তারা যা করেছে (গোবৎস পুজা) তা সচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর তিনি তক্তাসমূহ ফেলে দেন এবং তা ভেঙ্গে যায়। [মালিক, ইব্ন হাব্বান, তাইলিসী ও বায্যার]

باب ما جاء فى جبن بنى اسرائيل وخوفهم من قتال الجبارين.

পরিচ্ছেদ : বনী ইসরাইলের কাপুরুষতা ও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় তাদের ভয়-ভীতি

(٥٨) عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرٍ خَرَجَ فَاسْتَشَارَ النَّاسَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَسَكَتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّمَا يُرِيدُكُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ لَا نَكُونُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى (اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ) وَلَكِنْ وَاللهِ لَوْ ضَرَبْتَ أَكْبَادَهَا حَتَّى تَبْلُغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَكُنَّا مَعَكَ.

(৫৮) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বদরের উদ্দেশ্যে বের হন, তখন তিনি লোকদের কাছ থেকে পরামর্শ আহ্বান করেন। অতপর আবূ বকর (রা) তাকে এক পরামর্শ দিলেন। রাসূল (সা) পুনরায় পরামর্শ আহ্বান করেন। এবার উমার (রা) তাকে এক পরামর্শ দেন। রাসূল (সা) চুপ থাকেন। তখন আনসারদের জনৈক ব্যক্তি বললেন, রাসূল (সা) তোমাদেরকে উদ্দিষ্ট করেছেন। তখন তাঁরা (আনসারগণ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র শপথ, আমরা কখনও বনী ইসরাইল মূসাকে (আ) যেরূপ বলেছিল "আপনি এবং আপনার প্রভু এগিয়ে যান এবং যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে পড়লাম" – এরূপ হবো না। বরং আল্লাহ্র শপথ, আপনি যদি উষ্ট্র হাঁকিয়ে চলতে থাকেন এবং এমনকি ইয়ামানের 'বারকুল-গিমাদ' পর্যন্ত পৌঁছে যান, তবুও আমরা আপনার সাথেই থাকবো। [নাসাঈ ও ইব্ন হাব্বান]

www.waytojannah.com

باب قصة مع الخضر عليه السلام.

পরিচ্ছেদ : খিযির (আ)-এর সাথে মূসা (আ) এর ঘটনা

(٥٩) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ إِذْ مَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا مُوسَى فِي مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ لَا قَالَ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ وَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً فَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ قَالَ ابْنُ مُصْعَبٍ فِي حَدِيثِهِ فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ (آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا) فَعِنْدَ ذَلِكَ فَقَدَ الْحُوتَ (فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا) فَجَعَلَ مُوسَى يَتْبَعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ قَالَ فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ.

(৫৯) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, (একদা) তিনি এবং হুর ইব্ন ক্বাইস ইব্ন হিস্ন আল-ফাযারী মূসার (আ) সেই সঙ্গী বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন, যাঁর সাক্ষাত লাভের আশায় তিনি রাস্তার সন্ধান করেছিলেন। ইব্ন 'আব্বাস বলেন, তিনি খাযির (আ)। এই সময় তাঁদের (ইব্ন আব্বাস ও হুর) পাশ দিয়ে উবাই ইব্ন কা'ব (রা) যাচ্ছিলেন। ইব্ন 'আব্বাস তাকে ডাক দিয়ে থামালেন এবং বললেন, আমি ও আমার এই সাথী মূসার (আ) সেই সঙ্গীর ব্যাপারে তর্কে লিপ্ত হয়ে পড়েছি, যাঁর সাক্ষাতের আশায় তিনি (মূসা) রাস্তার সন্ধান করেছিলেন! আপনি কি এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) থেকে কোন কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি– একদা মূসা (আ) বনী ইসরাইলের নেতৃস্থানীয়দের মাঝে ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী কোন লোককে আপনি চেনেন? তিনি উত্তর দেন, না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে ওহী প্রেরণ করে বললেন, তিনি হচ্ছেন আমার বান্দা খাযির। তখন মূসা (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে রাস্তার সন্ধান প্রার্থনা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য (মূসা) একটি মাছকে নিদর্শন হিসেবে সাব্যস্ত করে দেন। এবং তাঁকে (মূসা) বলা হয়, যখন আপনি মাছটি হারিয়ে ফেলবেন, তখন ফিরে যাবেন। অতঃপর তাঁদের দু'জনের (মূসা ও খিযির) ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে বিবৃত করেছেন। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য। হাদীসটি সহীহ]

(٦٠) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الشَّامِيَّ يَزْعُمُ أَوْ يَقُولُ لَيْسَ مُوسَى صَاحِبَ خَضِرٍ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ كَذَبَ نَوْفٌ عَدُوُّ اللهِ حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مُوسَى قَامَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ خَطِيبًا فَقَالُوا لَهُ مَنْ أَعْلَمُ النَّاسِ؟ قَالَ أَنَا فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنَّ لِي عَبْدًا أَعْلَمَ مِنْكَ

www.waytojannah.com

قَالَ رَبِّ فَأَرِنِيهِ قَالَ قِيلَ تَأْخُذُ حُوتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ فَحَيْثُمَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ قَالَ فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ وَجَعَلَ هُوَ وَصَاحِبُهُ يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَقَدَ مُوسَى وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ فَوَقَعَ فِي الْبَحْرِ فَحَبَسَ اللهُ عَلَيْهِ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ الْمَاءُ فَاسْتَيْقَظَ مُوسَى فَقَالَ لِفَتَاهُ (اٰتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا) وَلَمْ يُصِبِ النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ الَّذِي أَمَرَهُ اللهُ بِهِ قَالَ فَقَالَ (أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ فَارْتَدَّا عَلَى اٰثَارِهِمَا) قَصَصًا فَجَعَلَا يَقُصَّانِ اٰثَارَهُمَا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا قَالَ أَمْسَكَ عَنْهُ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّاقِ فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَكَانَ لِمُوسَى عَجَبًا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى عَلَيْهِ ثَوْبٌ فَسَلَّمَ مُوسَى عَلَيْهِ فَقَالَ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ نَعَمْ (أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا) قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللهِ لَا تَعْلَمُهُ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحُمِلَ بِغَيْرِ نَوْلٍ فَلَمْ يُعْجِبْهُ وَنَظَرَ فِي السَّفِينَةِ فَأَخَذَ الْقَدُومَ يُرِيدُ أَنْ يَكْسِرَ مِنْهَا لَوْحًا فَقَالَ حُمِلْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ وَتُرِيدُ أَنْ تَخْرُقَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا قَالَ (أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا) قَالَ إِنِّي نَسِيتُ وَجَاءَ عُصْفُورٌ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ قَالَ الْخَضِرُ مَا يُنْقِصُ عِلْمِي وَلَا عِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا كَمَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْ هَذَا الْبَحْرِ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَرَأَى غُلَامًا فَأَخَذَ رَأْسَهُ فَانْتَزَعَهُ فَقَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ (أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا) قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَى قَالَ فَانْطَلَقَا فَإِذَا جِدَارٌ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ وَأَرَانَا سُفْيَانُ بِيَدَيْهِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ هَكَذَا رَفْعًا فَوَضَعَ رَاحَتَيْهِ فَرَفَعَهُمَا بِبَطْنِ كَفَّيْهِ رَفْعًا فَقَالَ (لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَتِ الْأُولَى نِسْيَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَوْ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِ.

(৬০) সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন 'আব্বাসকে (রা) বললাম, নাওফ আশ্-শামী মনে করে অথবা বলে যে, মূসা (আ) খাযিরের সাথী নয় (অর্থাৎ বনী ইসরাইলের মূসা)। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নাওফ আল্লাহ্র শত্রু, সে মিথ্যা বলেছে। আমাকে উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, মূসা (আ) একদিন বনী ইসরাঈলদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করে, সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, আমি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে ওহী প্রেরণ করে জানিয়ে দেন আমার এক বান্দা রয়েছেন যিনি আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। তিনি বলেন, হে আমার রব, আপনি আমাকে তাঁর দর্শন লাভ করান। কথা হলো, আপনি একটি মাছ থলেতে নিয়ে (সম্মুখে) চলতে থাকুন। যেখানে আপনি মাছটি হারিয়ে ফেলবেন সেখানেই তিনি। অতঃপর একটি মাছ থলেতে ভরে তিনি এবং তাঁর সঙ্গী সমুদ্রের উপকূল ঘেঁষে চলতে থাকেন। তাঁরা

www.waytojannah.com

একটি পাথরের কাছে পৌছান। মূসা (আ) ঘুমিয়ে পড়েন, মাছটি থলের ভিতর নড়াচড়া করতে থাকে এবং একসময় সমুদ্রে চলে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা পানির গতিরোধ করে দেন। পানিতে নড়াচড়ার শব্দ হলো। মূসা (আ) জেগে উঠলেন এবং তাঁর (সঙ্গী) যুবককে বললেন, আমাদের নাশতা আন। আমরা এই সফরে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি।" বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যেখানে যেতে আদেশ করেছিলেন, সেই স্থান অতিক্রম করার পরই শ্রান্তিবোধ করেন, তার আগে নয়। সঙ্গী যুবক বললেন, "আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন প্রস্তরখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে একথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল।"...অতঃপর তাঁরা নিজেদের চিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে চললেন। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে। পানির গতিধারা স্তব্ধ হয়ে যায় এবং একটা সুড়ংগের মত হয়ে যায়। অর্থাৎ মাছটির জন্য সমুদ্রে চলার পথ হয়ে যায় এবং মূসার (আ) জন্য তা হয় আশ্চর্যের চূড়ান্ত। তাঁরা পুনরায় সেই প্রস্তরখণ্ডের কাছে ফিরে আসেন। সেখানে দেখতে পেলেন কাপড়ে আবৃত এক ব্যক্তিকে। মূসা (আ) তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি বললেন এই (জনমানবহীন) প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এল? তিনি বললেন, আমি মূসা। তিনি বললেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? মূসা বললেন, হাঁ। আমি এই শর্তে আপনার অনুসরণ করতে চাই যে, "সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন।" তিনি খাযির বললেন, হে মূসা, আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন ইল্ম বা জ্ঞান লাভ করেছি, যা আপনি জানেন না। আর আপনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন ইলম পেয়েছেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা কেবল আপনাকেই শিখিয়েছেন (আমাকে নয়)। অতঃপর তারা দু'জন উপকূল ধরে চলতে থাকেন। এ সময় একটি নৌকা এল। তারা খাযিরকে চিনে ফেললো। নৌকার মালিক ভাড়া ছাড়াই উঠিয়ে নিল, এতে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন না। তিনি নৌকার দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং কুঠারের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা ভেঙ্গে দিতে উদ্যত হলেন। মূসা (আ) বললেন, সে ভাড়া ছাড়াই আমদের উঠিয়ে নিল, অথচ আপনি নৌকাটি ফুটো করে দিতে চাচ্ছেন–যার ফলে এর আরোহী বা মালিক ডুবে যাবে! খাযির বললেন, আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না! তিনি বললেন, ওহ, আমি ভুলে গিয়েছি। এই সময় একটি চড়ুই পাখি এসে সমুদ্র থেকে তার চঞ্চু দিয়ে পানি পান করলো। খাযির বললেন, আমার জ্ঞান ও আপনার জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞানসমুদ্র থেকে ততটুকুই করে যতটুকু এই চড়ুই এই সুমদ্র থেকে হ্রাস করেছে। তাঁরা দু'জন আবার চলতে থাকেন, এবং (একসময়) একটি গ্রামে এলে গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন কিন্তু তারা তাঁদেরকে আপ্যায়ন করতে অস্বীকার করলো। এই সময় খাযির এক কিশোরকে দেখতে পান এবং তার শির ধরে টান দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। মূসা (আ) বলে উঠলেন, আপনি একটি নিষ্পাপ আত্মাকে কোন অপরাধ ছাড়াই হত্যা করে ফেললেন! আপনি নিশ্চয় একটি মন্দ কাজ করেছেন। খাযির বললেন, আমি কি বলি নাই যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না! সুফিয়ান বলেন, আমর (রা) বলেছেন, এটি ছিল প্রথমবারের চেয়ে অধিক শক্ত। তাঁরা দু'জন (আবারো) চলতে থাকলেন; সম্মুখে একটি দেওয়াল পেলেন যা ছিল পতনোন্মুখ, খাযির তা দাঁড় করিয়ে দিলেন। সুফিয়ান তাঁর দুই হাত দিয়ে (দেওয়াল উঠিয়ে দেওয়ার দৃশ্যটি) দেখালেন। এইভাবে যে, তিনি তাঁর হাত মুখ উপরে উঠিয়ে তারপর অন্য হাতের তালুর সাথে মেলালেন। তারপর উভয় হাত আস্তে আস্তে উপরে তুললেন। মূসা (আ) বললেন, আপনি চাইলে এই কাজের জন্য বিনিময় (মজুরী) নিতে পারতেন। খাযির বললেন, এখানেই (হোক) আমার ও আপনার মধ্যকার বিচ্ছেদ। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মূসার (আ) প্রথম আপত্তিটি ছিল ভুলবশতঃ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আল্লাহ্ মূসাকে (আ) রহম করুন, তিনি যদি ধৈর্য ধারণ করতেন, এবং আমাদেরকে তাঁর বিষয়ে (আরো) জানাতেন, (তাহলে কতই না ভাল হতো)। [এই হাদীসটি সহীহ। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

www.waytojannah.com

باب الخسف بقارون وقصة نبي الله موسى معه۔

পরিচ্ছেদ : কারূণের মাটিতে ধ্বসে যাওয়া এবং আল্লাহ্‌র নবী মূসা (আ)-এর সাথে তার ঘটনা

(٦١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي بَيْنَ بُرْدَيْنِ مُخْتَالًا خَسَفَ اللهُ بِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

(৬১) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, একদা এক লোক (কারূন) তার এক জোড়া কাপড় পরিধান করে চলছিল। এ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে যমিন তাকে গ্রাস করে নেয়। সে কিয়ামত পর্যন্ত সেখানে বহাল থাকবে।

(٦٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ بُرْدَيْنِ فَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ الْأَرْضَ فَبَلَعَتْهُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

(৬২) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুবর আবুল কাসিম মুহাম্মদ (সা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার এক জোড়া কাপড় পরে দর্পভরে চলছিল। এতে ভীষণ অহঙ্কারী ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর ক্রুদ্ধ হন এবং যমিনকে নির্দেশ দেন, যমিন তাকে গ্রাস করে নেয়। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সেই (অভিশপ্ত) ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত মাটির অভ্যন্তরে তলিয়ে যেতে থাকবে। [হাদীসটি সহীহ। বুখারী ও মুসলিম]

باب ما جاء في ذم قارون وفرعون وهامان۔

পরিচ্ছেদ : কারূন, ফিরআউন ও হামানের নিন্দা

(٦٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا؟ كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ۔

(৬৩) আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) সালাত বিষয়ে কথা বলছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সালাতের প্রতি গুরুত্বের সাথে যত্নবান হবে, কিয়ামতের দিন সালাত সেই ব্যক্তির জন্য "নূর" (জ্যোতি), বুরহান (অকাট্য দলীল) ও নাজাত (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি) হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তা করবে না, তার জন্য সালাত নূর, বুরহান ও নাজাত হবে না। বরং কিয়ামতের দিন সে থাকবে কারূন, ফিরআউন, হামান ও উবাই বিন খাল্‌কের সাথে। [এই হাদীসের সনদ ও তাখরীজ দ্বিতীয় খণ্ডের ৮১নং হাদীসের টীকায় দ্রষ্টব্য।]

باب ذكر قصته مع ملك الموت ووفاته ومكان قبره عليه السلام۔

পরিচ্ছেদ : মালাকুল মউতের সাথে মূসার (আ), তাঁর ওফাত ও কবর সম্পর্কিত ঘটনা

(٦٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ كَانَ مَلَكُ الْمَوْتِ يَأْتِي النَّاسَ عِيَانًا قَالَ فَأَتَى مُوسَى فَلَطَمَهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ فَأَتَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ يَا رَبِّ عَبْدُكَ مُوسَى فَقَأَ عَيْنِي وَلَوْلَا كَرَامَتُهُ

www.waytojannah.com

عَلَيْكَ لَعَنُفْتُ بِهِ وَقَالَ يُونُسُ لَشَقَقْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ إِلَى عَبْدِى فَقُلْ لَهُ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى جِلْدِ أَوْ مَسْكِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ وَارَتْ يَدُهُ سَنَةٌ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ مَا بَعْدَ هَذَا؟ قَالَ الْمَوْتُ قَالَ فَالْآنَ قَالَ فَشَمَّهُ شَمَّةً فَقَبَضَ رُوحَهُ قَالَ يُونُسُ فَرَدَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ عَيْنَهُ فَكَانَ يَأْتِي النَّاسَ خُفْيَةً (وعنه من طريق ثان) قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْآنَ فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ

(৬৪) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, প্রথমদিকে মালাকুল মওত (আজরাইল (আ)) মানুষের কাছে প্রকাশ্যে আগমন করতেন। মুসার (আ) মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি মূসার (আ) কাছে আসেন। মূসা (আ) তাঁকে সজোরে থাপ্পড় মারেন এবং এতে তাঁর একটি চক্ষু নষ্ট হয়ে যায় (মূসা (আ) তাঁকে চিনতে না পেরেই এমনটি করে থাকবেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ)। সুতরাং তিনি (মালাকুল মওত) তাঁর মহামহিম প্রভুর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, হে রব, তোমার বান্দা মূসা আমার চক্ষু গলিয়ে দিয়েছে। আপনার কাছে তাঁর বিশেষ মর্যাদা যদি না থাকতো, তবে আমি তাঁকে সজোরে একটি ধমক লাগিয়ে দিতাম। ইউনুস (এই হাদীসের জনৈক রাবী) বলেন, (মালাকুল মওত বলেছেন) তাঁকে খুব শক্ত কথা বলতাম। তখন মহাপ্রভু বললেন, তুমি আমার বান্দার কাছে যাও এবং তাঁকে বল তিনি যেন একটি বলদের পিঠে তাঁর হাত রাখেন; তাঁর হাতের নীচে যত পশম থাকবে, প্রতিটি পশমের জন্য একবছর করে তাঁর আয়ু বৃদ্ধি করা হবে। মালাকুল মওত সেমতে তাঁর কাছে আসলেন (এবং মহাপ্রভুর প্রস্তাব নিবেদন করলেন)। মূসা (আ) বললেন, এরপর কী হবে? তিনি বললেন, এরপর মৃত্যু। মূসা (আ) বললেন, তাহলে এখনই (মৃত্যু শ্রেয়)। তখন মালাকুল মওত তাঁর কাছে আসলেন এবং তাঁর রূহ কবয করলেন। ইউনুস বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চক্ষু পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেন। এরপর থেকে মালাকুল মওত মানুষের কাছে সংগোপনে আগমন করেন।

(আবূ হুরাইরা (রা) থেকে দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে) মালাকুল মওত-কে মূসার (আ) নিকট প্রেরণ করা হয়। যখন তিনি তাঁর কাছে আসলেন, তখন মূসা (আ) তাঁকে থাপ্পড় মারেন। এবং এতে মালাকুল মওতের চক্ষু নষ্ট হয়ে যায়। তিনি তাঁর মহামহিম প্রভুর কাছে ফিরে এসে অভিযোগ করে বলেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দার কাছে প্রেরণ করেছেন, যিনি মৃত্যু চাচ্ছেন না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চক্ষু পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেন এবং বলেন, তুমি তাঁর কাছে আবার যাও এবং তাকে বল সে যেন একটি বলদের পিঠে হাত রাখে এবং তাঁকে তাঁর হাতের নিচের প্রতিটি পশমের জন্য এক বছর করে আয়ু বৃদ্ধি করা হবে। (মালাকুল মওত এই প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে গেলে) তিনি বলেন, ইয়া রব, এরপর কী? রব বললেন, মৃত্যু। তখন তিনি বললেন, তবে (তা হোক) এখনই। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করেন যেন তাঁকে পবিত্র ভূমির নিকট প্রস্তর নিক্ষেপের সমপরিমাণ দূরত্বে পৌঁছিয়ে দেন। (অর্থাৎ একটি পাথর নিক্ষেপ করলে যতটুকু দূরত্বে পতিত হয়, অতটুকু পবিত্র ভূমির ততটুকু কাছে যেন তাঁকে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। কারণ সেখানে অন্যান্য নবীগণের কবর থাকার কারণে সেই ভূমির মর্যাদা অত্যধিক।) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি যদি (এই মুহূর্তে) সেখানে অবস্থান করতাম, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে লাল বালুকের নিচে রাস্তার পার্শ্বে তাঁর (মূসা (আ)) কবরটি দেখিয়ে দিতাম। [বুখারী, মুসলিম, ইব্ন হাব্বান ও অন্যান্য]

www.waytojannah.com

Contents

(٦٥) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى قَائِمًا يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ زاد فى رواية عِنْدَ الْكَثِيْبِ الأَحْمَرِ.

(৬৫) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, ইস্‌রার (মি'রাজ) রজনীতে আমাকে মূসার (আ) পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি তাঁকে তাঁর কবরে সালাতরত অবস্থায় দণ্ডায়মান দেখতে পেলাম। অন্য বর্ণনায় লাল বালুকার পার্শ্বে। [হাদীসটি গরীব]

باب ذكر نبوة يوشع بن نون وقيامه بامور بنى اسرائيل بعد وفاة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ومعجزته

পরিচ্ছেদ : ইউশা' ইব্‌ন নূন-এর নবুয়ত এবং মূসা ও হারূন (আ)-এর ওফাতের পর বনী ইসরাঈলের দায়দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হওয়া ও তাঁর মু'জেযা

(٦٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسْ عَلَى بَشَرٍ إِلَّا لِيُوشَعَ لَيَالِيَ سَارَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

(৬৬) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, ইউশা' ইব্‌ন নূন (আ) ব্যতীত অন্য কোন আদম সন্তানের জন্য সূর্যকে থামিয়ে দেওয়া হয়নি। তিনি বাইতুল মাক্‌দিসে রাত্রিতে রওয়ানা হয়েছিলেন। [ইব্‌ন কাছীর]

(٦٧) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمْ يَبْنِ وَلَا آخَرُ قَدْ بَنَى بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا وَلَا آخَرُ قَدِ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلَادَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ أَنْتِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيَّ شَيْئًا فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ فَقَالَ فِيكُمْ غُلُولٌ فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَبَايَعُوهُ فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ الْغُلُولُ فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ قَالَ فَبَايَعَتْهُ قَبِيلَتُهُ فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ الْغُلُولُ أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا.

(৬৭) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, নবীগণের মধ্যে অন্যতম জনৈক নবী (ইউশা' ইব্‌ন নুন আ.) এক যুদ্ধে অংশ নেন (নেতৃত্ব প্রদান করেন)। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার সাথে অংশ নিবে না, যে কয়েকজন স্ত্রীলোকের মালিক (স্বামী) এবং সে তাদের কাছ থেকে পুত্র সন্তান লাভ করতে চায় অথচ এখনো সে তা লাভ করেনি এবং সেই ব্যক্তিও নয়, যে কোন প্রাসাদ নির্মাণ করেছে কিন্তু এখনও তার ছাদ সম্পূর্ণ করেনি; এবং সেই ব্যক্তিও নয়, যে ছাগী অথবা মেষ ক্রয় করে তা থেকে বাচ্চা লাভের আশায় অপেক্ষা করছে। (যাহোক) সেই নবী (আ) যুদ্ধ করে অগ্রসর হতে হতে উদ্দিষ্ট জনপদের নিকটবর্তী হন। আসরের সালাতের সময় অথবা এর কাছাকাছি কোন সময় (সূর্যাস্তের পূর্বে)। (যেহেতু সেদিন ছিল

www.waytojannah.com

শুক্রবার এবং সূর্যাস্তের পর শনিবার হয়ে যাবে, যা ছিল তাঁদের শরীয়তে পবিত্র ও নিষিদ্ধ দিন) যিনি সূর্যকে বললেন, তুমি আদিষ্ট (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) এবং আমিও আদিষ্ট। হে আল্লাহ্, আপনি সূর্যকে অল্প সময়ের জন্য থামিয়ে দিন (যাতে আমি যুদ্ধের অসমাপ্ত অধ্যায়টি সমাপ্ত করতে পারি)। সুতরাং তাঁর জন্য সূর্যকে থামিয়ে দেওয়া হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বিজয় দান করেন। তখন তাঁরা গনিমতের সমস্ত সম্পদ একত্রিত করেন এবং আগুন ধরিয়ে দেন যেন আগুন তা গ্রাস করে। কিন্তু আগুন তা গ্রাস করল না। তখন সেই নবী (আ) বললেন, তোমাদের মধ্যে গণীমত-আত্মসাতকারী আছে। তাই তোমাদের প্রত্যেক কবিলা থেকে একজন করে আমার কাছে 'বাই'আত' বা অঙ্গীকার কর। তখন তারা (প্রত্যেক কবিলার একজন করে) নবীর (আ) নিকট বাই'আত করলেন, এই সময় এক ব্যক্তির হাত নবীর (আ) হাতের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। নবী (আ) বললেন, তোমাদের মধ্যে আত্মসাৎকারী রয়েছে। সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, তোমার কবিলা বাই'আত করুক। তখন তার কবিলা বাইআত করতে গেলে দুই অথবা তিনজন লোকের হাত তাঁর হাতের সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। নবী (আ) বলেন, তোমাদের মধ্যেই চোর রয়েছে, তোমরাই চুরি করেছ। তখন তারা ছাগের মাথার ন্যায় একটি স্বর্ণপিণ্ড বের করে দিল যা তারা লুকিয়ে রেখেছিল)। সেই স্বর্ণপিণ্ডটি জমাকৃত গণিমতের সম্পদের উপর রাখা হল। এবার আগুন দেওয়া হলো এবং আগুন তা গ্রাস করল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমাদের পূর্বে অন্য কারো জন্যে গনিমতের মাল হালাল ছিল না। (আমাদের জন্য তা হালার করা হয়েছে) কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের দুর্বলতা ও অপারগতার কথা ভেবেই তা আমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। [হাদীসটি সহীহ। মুসলিম ও অন্যান্য।]

باب ما جاء ف دخول بنى اسرائيل بيت المقدس وقول الله تعالى لهم "وادخلوا الباب سجدا الباب سجدا۔

পরিচ্ছেদ : বনী ইসরাঈলের বাইতুল মাক্‌দিসে প্রবেশ ও এতদসংক্রান্ত আল্লাহ্‌র বাণী "তোমরা অবনত মস্তকে দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং বল, মাফ করে দিন" প্রসংগ

(٦٨) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ لِبَنِي إِسْرَائِيْلَ (ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ يُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ) فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا الْبَابَ يَزْحَفُوْنَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ (وعنه من طريق ثان) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ بَدَّلُوا فَقَالُوا حِنْطَةٌ فِي شَعَرَةٍ۔

(৬৮) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, বনী ইসরাঈলকে বলা হয়েছিল, তোমরা অবনত মস্তকে প্রবেশদ্বার দিয়ে (বাইতুল মাকদিসে) প্রবেশ কর; এবং তোমরা (প্রবেশ করে) বলবে "হিত্তাতুন" ক্ষমা করে দিন। তাহলেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু তারা (এই নির্দেশ) পরিবর্তন করে ফেলে এবং তারা পাছা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে (মাথা নত করার পরিবর্তে) দ্বারে প্রবেশ করে এবং তারা বলে "হাব্বাতুন ফী শি'রিহি" (খোসার ভিতর যব)।

(একই রাবী থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে) আল্লাহ্‌র বাণী "তোমরা অবনত মস্তকে প্রবেশ কর..." বিষয়ে রাসূল (সা) বলেন, তারা (বরং উল্টো) উদ্ধতভাব প্রবেশ করে। এবং "তোমরা হিত্তাতুন বল" এর পরিবর্তে তারা বলেছিল খোসার ভিতরে যব)। [উভয় বর্ণনাধারায় হাদীসটি সহীহ। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

www.waytojannah.com

Contents

باب ذكر الخضر والياس عليهما السلام.

পরিচ্ছেদ : খিযির ও ইলিয়াস (আ)-এর আলোচনা

(٦٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسَمَّ خَضِرًا إِلَّا أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ خَضْرَاءَ الْفَرْوَةُ الْحَشِيشُ الْأَبْيَضُ وَمَا أَشْبَهُهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ أَظُنُّ هَذَا تَفْسِيرًا مِنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (وعنه من طريق ثان) عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَضِرِ قَالَ إِنَّمَا سُمِّيَ خَضِرًا أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَحْتَهُ هِيَ تَحْتَهُ تَهْتَزُّ خَضْرَاءَ.

(৬৯) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, খাযির (আ) কে এই কারণে 'খাযির' নাম দেওয়া হয়েছে যে, তিনি শুকনো সাদা মাটিতে (অথবা শুকনো ঘাসে) বসতেন, এর ফলে সেই স্থানে সবুজ-সতেজ ঘাস জমে দোল খেত।

অন্য বর্ণনায় আবূ হুরাইরা (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, খিযিরকে (আ) খিযির নামকরণ করা হয়েছে এই জন্যে যে, তিনি কোন সাদা মাটি অথবা শুকনো তৃণলতার উপর বসলে তাঁর বসার স্থানে সবুজের সমাহার ঘটতো। [হাদীসটি গরীব। বুখারী, মুসলিম, তায়ালিসী ও অন্যান্য]

باب عدد من جاوز النهر مع طالوت.

পরিচ্ছেদ : তালূতের সাথে নদী অতিক্রমকারীগণের সংখ্যা

(٧٠) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ عِدَّةَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ يَوْمَ جَاوَزَ طَالُوتُ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهْرَ قَالَ وَلَمْ يُجَاوِزْ مَعَهُ النَّهْرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

(৭০) আল-বারা' ইব্ন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (একদা) বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাহাবীগণের সংখ্যা বিষয়ে পরস্পর কথাবার্তা বলছিলাম যে, তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তালূতের সঙ্গীদের সমপরিমাণ। (অর্থাৎ) তিনশত দশের উপর, যাঁরা তাঁর সাথে নদী পার হয়েছিলেন। আর তাঁর সাথে যাঁরা পাড়ি দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে মু'মিন ছাড়া কেউ ছিল না। [বুখারী, ইব্ন জারীর ও বাগাবী]

باب ما جاء في فضله وقراءته وحسن صوته.

পরিচ্ছেদ : দাউদ (আ)-এর মর্যাদা, তাঁর কিরাআত ও মধুর কণ্ঠস্বর

(٧١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقُرْآنُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

(৭১) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কিরাআত যাবূর পাঠকে দাউদ (আ) এর জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর চতুষ্পদ জন্তুকে (সওয়ারী) জিন পরানোর নির্দেশ দিতেন। আর তা পরানোর আগেই তার কিতাব পাঠ শেষ হয়ে যেত। আর তিনি তাঁর স্বহস্ত উপার্জিত খাবার ভিন্ন অন্য খাবার গ্রহণ করতেন না। [বুখারী ও অন্যান্য। হাদীসটি গরীব]

www.waytojannah.com

(٧٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ صَوْتَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ يَقْرَأُ فَقَالَ لَقَدْ أُوتِيَ أَبُو مُوسَى مِنْ مَزَامِيرِ اٰلِ دَاوُدَ.

(৭২) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ মূসা আল-আশ'আরীর (রা) কুরআন পাঠের কণ্ঠ শুনতে পান (যা ছিল খুবই মধুর) এবং বলেন, আবূ মূসাকে দাউদের (আ) বংশের 'মিযমর' যুর-এর ন্যায় যুর দেওয়া হয়েছে। [হাদীসটি গরীব এবং তা ইব্ন কাছীর সংকলন করেছেন। তবে বুখারী ও মুসলিম আবূ মূসা (রা) থেকেই এরূপ বর্ণনা করেছেন।]

(٧٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ يَقْرَأُ فَقَالَ لَقَدْ أُعْطِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ اٰلِ دَاوُدَ (وفى لفظ) لَقَدْ أُعْطِيَ أَبُو مُوسَى مَزَامِيرَ دَاوُدَ.

(৭৩) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আব্দুল্লাহ ইব্ন কায়সের তিলাওয়াত শ্রবণ করেন এবং বলেন, একে দাউদ (আ) এর বংশের মিযমার-এর ন্যায় (সুন্দর) কণ্ঠস্বর প্রদান করা হয়েছে। (অন্য শব্দে এসেছে) আবূ মূসাকে দাউদ (আ) এর 'মাযামীর' (মিযমার-এর বহুবচন) দান করা হয়েছে। [ইব্ন মাজাহ]

باب ما جاء فى صومه وصلاته.

পরিচ্ছেদ : দাউদের (আ) সওম ও সালাত

(٧٤) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَهُ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

(৭৪) 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় সওম (রোযা) হচ্ছে দাউদের (আ) সওম; এবং তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় সালাত (নামায) হচ্ছে দাউদের (আ) সালাত। তিনি রাতের অর্ধেক নিদ্রা যেতেন, রাতের শেষভাগের এক তৃতীয়াংশ কিয়ামূল লাইল করতেন এবং এর (সর্বশেষ) এক ষষ্ঠমাংশে (আবার) নিদ্রা যেতেন এবং তিনি একদিন সওম পালন করতেন আবার পরদিন সওমবিহীন থাকতেন। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ]

باب ذكر وفاته وكيفيتها ومدة عمره عليه السلام.

পরিচ্ছেদ : দাউদ (আ) এর মৃত্যু, মৃত্যুপদ্ধতি ও তাঁর বয়স

(٧٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ دَاوُدُ النَّبِيُّ فِيهِ غَيْرَةٌ شَدِيدَةٌ وَكَانَ إِذَا خَرَجَ أُغْلِقَتِ الْأَبْوَابُ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى أَهْلِهِ أَحَدٌ حَتَّى يَرْجِعَ قَالَ فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَأُغْلِقَتِ الدَّارُ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ تَطَّلِعُ إِلَى الدَّارِ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ وَسَطَ الدَّارِ فَقَالَتْ لِمَنْ فِي الْبَيْتِ مِنْ أَيْنَ دَخَلَ هَذَا الرَّجُلُ الدَّارَ وَالدَّارُ مُغْلَقَةٌ وَاللهِ لَتُفْتَضَحُنَّ بِدَاوُدَ فَجَاءَ دَاوُدُ فَإِذَا الرَّجُلُ قَائِمٌ وَسَطَ الدَّارِ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ أَنَا

www.waytojannah.com

الَّذِى لَا أَهَابُ الْمُلُوكَ وَلَا يَمْتَنِعُ مِنِّى الْحُجَّابُ فَقَالَ دَاوُدُ أَنْتَ وَاللهِ إِذَنْ مَلَكُ الْمَوْتِ مَرْحَبًا بِأَمْرِ اللهِ فَرَمَلَ دَاوُدُ مَكَانَهُ حَيْثُ قُبِضَتْ رُوحُهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ شَأْنِهِ وَطَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِلطَّيْرِ أَظِلِّى عَلَى دَاوُدَ فَأَظَلَّتْ عَلَيْهِ الطَّيْرُ حَتَّى أَظْلَمَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ فَقَالَ لَهَا سُلَيْمَانُ اقْبِضِى جَنَاحًا جَنَاحًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُرِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَعَلَتِ الطَّيْرُ وَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَغَلَبَتْ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ الْمَصْرِحِيَّةُ.

(৭৫) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্র নবী দাউদ (আ) খুবই আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন (সতর্ক) ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় সমস্ত দরজা বন্ধ করে বের হতেন। ফলে তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত কেউ তাঁর পরিবারে (গৃহাভ্যন্তরে) প্রবেশ করতে পারতো না। এমনিভাবে তিনি ঘর বন্ধ করে বাইরে গেলেন। ইত্যবসরে তাঁর স্ত্রী গৃহে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন গৃহের মধ্যস্থলে জনৈক ব্যক্তি দণ্ডায়মান। এই দেখে তিনি ঘরের লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, এই লোক কীভাবে ঘরে প্রবেশ করলো, অথচ ঘর তো বন্ধ! আল্লাহ্র কসম, তোমার কপালে দুঃখ আছে। (এমন সময়) দাউদ (আ) আগমন করলেন এবং দেখতে পেলেন লোকটি গৃহের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। দাউদ (আ) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি হচ্ছি সেই সত্তা, যে বাদশাহগণকে ভয় পায় না এবং যাকে কোন কিছু দমিয়েও রাখতে পারে না। তখন দাউদ (আ) বললেন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শপথ, আপনি নিশ্চয়ই মালাকুল মওত। সুতরাং আল্লাহ্র নির্দেশকে স্বাগতম। দাউদ (আ) অতঃপর সেই স্থানে থামলেন এবং সেখানেই তাঁর রূহ কবজা করা হলো। এইভাবেই তাঁর জীবনের অবসান হলো। এবং তাঁর উপর সূর্য উদিত হলো রোদ পড়তে শুরু করল। তখন সুলায়মান (আ) পাখিকে নির্দেশ দিলেন, দাউদের (আ) উপর ছায়া প্রদান কর। পাখি তাঁর উপর এমনভাবে ছায়া বিস্তার করলো যে, তাঁদের উভয়ের জন্য যমিনে অন্ধকার নেমে আসলো। সুলায়মান (আ) পাখিকে বললেন, তোমার পাখা একটি একটি করে গুটিয়ে নাও। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হাত সংকুচিতকরে আমাদের দেখিয়ে দিলেন পাখি কীভাবে কী করেছিল। সেই দিন তার উপর (ছায়া দানে) বিশাল ডানাওয়ালা বাজপাখিদের সমাগত ঘটেছিল। [হাদীসটি গরীব, ইব্ন কাছীর]

باب ذكر نبى الله سليمان وعظم ملكه.

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্র নবী সুলায়মান (আ) ও তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য

(٧٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَأَلَ اللهَ ثَلَاثًا أَعْطَاهُ اثْنَتَيْنِ وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ تَكُونَ لَهُ الثَّالِثَةُ فَسَأَلَهُ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ وَسَأَلَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِى لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَسَأَلَهُ أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

(৭৬) 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি যে, সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছিলেন।

www.waytojannah.com

তান্মধ্যে দু'টি আল্লাহ্ তা'ল তাঁকে দান করেছেন এবং আমরা আশা পোষণ করি, তৃতীয়টিও তাঁকে প্রদান করা হবে। তিনি আল্লাহ্র কাছে এমন বিচারবুদ্ধি প্রার্থনা করেছিলেন, যা আল্লাহ্র ফায়সালার অনুগামী। আল্লাহ্ তাঁকে তা দান করেছেন। তিনি আল্লাহ্র কাছে এমন সাম্রাজ্য প্রার্থনা করেন, যা তাঁর পরে আর কাউকে দান করা সমীচীন হবে না। আল্লাহ্ তাঁর এই প্রার্থনাও মঞ্জুর করেছেন। তিনি এই প্রার্থনাও করেন যে, যদি কোন ব্যক্তি এই মসজিদে (বাইতুল মাকদিস) কেবল সালাত আদায়ের নিয়্যতে ঘর থেকে বের হয়ে আসে, তাহলে সে যেন তাঁর পাপাচার থেকে ঐ দিনের ন্যায় নির্মল হয়ে যায়, যেদিন তার জননী তাকে জন্ম দিয়েছিল। সুতরাং আমরা আশা করতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই প্রার্থনাও কবুল করে থাকবেন। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٧٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَدَعَتُّهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ أَجْمَعُونَ قَالَ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي قَالَ فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا.

(৭৭) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, গতকাল রাতে জ্বিন গোত্রীয় একটি শয়তান আমাকে বিরক্ত করছিল–আমার সালাত আদায়ে বিপত্তি ঘটানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে সামর্থ্য দিয়েছিলেন। আমি তাকে ধরে ফেলি এবং ইচ্ছা পোষণ করছিলাম যে মসজিদের স্তম্ভসমূহের কোন একটি সাথে ওকে বেঁধে রেখে দিই, যেন সকাল বেলায় তোমরা সবাই তাকে দেখতে পার। কিন্তু আমার ভাই সুলায়মানের (আ) দোয়া আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠলো। তিনি দোয়া করেছিলেন, প্রভু আমাকে এমন সাম্রাজ্য ক্ষমতা দান করুন, যা আমার পরে আর কাউকে প্রদান করা হবে না। সুতরাং রাসূল (সা) তাকে ব্যর্থ মনোরথ অবস্থায় ছেড়ে দেন। [হাদীসটি সহীহ। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

باب ما جاء فى شىء من حكمه فى القضايا.

পরিচ্ছেদ : মামলা-মোকদ্দমায় সুলায়মানের (আ) প্রজ্ঞা

(٧٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَانِ لَهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَأَخَذَ أَحَدَ الِابْنَيْنِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا فَدَعَاهُمَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ هَاتُوا السِّكِّينَ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا لَا تَشُقَّهُ فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللهِ إِنْ عَلِمْنَا مَا السِّكِّينُ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ.

(৭৮) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, একদা দুইজন স্ত্রীলোক তাদের নিজ নিজ শিশুপুত্র নিয়ে যাচ্ছিল। বাঘ এসে একটি শিশুকে নিয়ে যায়। এমতাবস্থায় স্ত্রীলোক দু'জন দাউদের (আ) নিকট (বর্তমান শিশুটির বিষয়ে) ফায়সালা প্রার্থনা করলো। দাউদ (আ) জ্যেষ্ঠ স্ত্রীলোকটির পক্ষে রায় দিলেন (অর্থাৎ শিশুটি জ্যেষ্ঠা স্ত্রীলোককে দিয়ে দিলেন)। তারা (এই ফায়সালার পর) বের হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সুলায়মান (আ) তাদেরকে কাছে ডেকে বললেন, আমাকে একটি চাকু এনে দাও আমি শিশুটিকে দু'টুকরা করে এদের মধ্যে ভাগ করে দিই। তখন কনিষ্ঠা স্ত্রীলোকটি বললো, আল্লাহ্ আপনার প্রতি দয়া করুন, এটি তারই পুত্র; আপনি একে কেটে ভাগ করবেন না। সুলায়মান (আ)

www.waytojannah.com

কনিষ্ঠার পক্ষেই রায় দেন। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ ঐদিনের পূর্বে (চাকু অর্থে) "সিক্কীন" শব্দটি আমরা জানতাম না। আমরা ইতিপূর্বে চাকুকে 'মুদিয়্যা" বলতাম। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

باب ما جاء فى كثرة نسائه وسراريه۔

পরিচ্ছেদ : সুলায়মানের (আ) এর স্ত্রী ও বাঁদীগণের আধিক্য

(٧٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ وَنَسِيَ أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَأَطَافَ بِهِنَّ قَالَ فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ وفى لفظ لَوْ أَنَّهُ كَانَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَوَلَدَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

(৭৯) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, (একদা) সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ) বলেন, আজকের রজনীতে আমি একশত স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করবো, তাঁরা প্রত্যেকেই একটি করে পুত্র সন্তান প্রসব করবে এবং (বড় হয়ে) এরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে। রাসূল (সা) বলেন, তিনি 'ইনশাআল্লাহ্' বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। যাহোক, তিনি একশত স্ত্রীর সাথে সহবাস করেন বটে; কিন্তু তাঁদের একজন বাদে কেউ কোন সন্তান প্রসব করেননি। যিনি প্রসব করেছিলেন, তিনিও অর্ধ মানবশিশু প্রসব করেন (পূর্ণাঙ্গ নয়)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তিনি যদি 'ইনশাআল্লাহ্' বলতেন, তাহলে তিনি ব্যর্থ হতেন না এবং তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারতেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে–তিনি যদি 'ইনশাআল্লাহ্' বলতেন, তবে সেই একশত স্ত্রীলোকের সবাই একজন করে পুত্রসন্তান প্রসব করতেন, এবং (বড় হয়ে) তারা তরবারীর সাহায্যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ (জিহাদ) করতো। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

باب قصة العزير وما جاء فى ذلك۔

পরিচ্ছেদ : 'উযাইর (আ)-এর ঘটনা

(٨٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ بِالنَّارِ فَأَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً۔

(৮০) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেন, (একদা) নবীগণের (আ) মধ্য থেকে জনৈক নবী (আ) একটি বৃক্ষের নীচে অবতরণ করেন। এই সময় একটি পিপিলিকা তাঁকে দংশন করে। তিনি (ক্রোধান্বিতহয়ে) তাঁর সঙ্গীদের নির্দেশ দেন। নির্দেশমত বৃক্ষের তলদেশ থেকে পিপিলিকার বাসা বের করে তাতে আগন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে প্রশ্ন রাখলেন– তবে একটি পিপিলিকা নয় কেন? (অর্থাৎ তোমাকে দংশন করেছিল, একটি পিপিলিকা আর তুমি কিনা পুড়িয়ে দিলে সব পিপিলিকা?) [এই হাদীসের তাখরীজ দ্রঃ খণ্ড ১৬, হাদীসনং ১৫]

www.waytojannah.com

ابواب ذكر انبياء الله زكريا ويحيى وعيسى وأمه مريم عليهم السلام۔

আল্লাহ্‌র নবী যাকারিয়্যা, ইয়াহইয়া, ‘ঈসা ও তাঁর জননী মারয়াম (আ) সম্পর্কিত পরিচ্ছেদসমূহ

باب ما جاء فى فضل زكريا ويحيى عليهما السلام۔

পরিচ্ছেদ : যাকারিয়্যা ও ইয়াহইয়া (আ)-এর মর্যাদা

(٨١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ نَجَّارًا۔

(৮১) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যাকারিয়্যা (আ) একজন কাঠমিস্ত্রী (পেশায়) ছিলেন। [মুসলিম ও ইব্‌ন মাজাহ]

(٨٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ اٰدَمَ إِلا قَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِيْئَةٍ لَيْسَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا وَمَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُوْلَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

(৮২) ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন যাকারিয়্যা (আ) ব্যতীত কোন আদম সন্তান এইরূপ নেই, যে কোন ধরনের ভুল-ত্রুটি বা গোনাহ করেনি অথবা গোনাহ করার ইচ্ছা পোষণ করেনি এবং কারো এইরূপ বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা (আ) থেকে উত্তম। [হাইছামী ও বায্‌যার]

باب وصية نبى الله يحيى لبنى اسرائيل۔

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী ইয়াহ্‌ইয়া (আ) কর্তৃক বনী ইসরাঈলকে উপদেশ

(٨٣) عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ وَأَنْ يَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ وَكَادَ أَنْ يُبْطِئَ فَقَالَ لَهُ عِيْسَى إِنَّكَ قَدْ أُمِرْتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ فَإِمَّا أَنْ تُبَلِّغَهُنَّ وَإِمَّا أَنْ أُبَلِّغَهُنَّ فَقَالَ يَا أَخِي إِنِّي أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي أَنْ أُعَذَّبَ أَوْ يُخْسَفَ بِي قَالَ فَجَمَعَ يَحْيَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ فَقَعَدَ عَلَى الشُّرَفِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَاٰمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَإِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي غَلَّتَهُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذٰلِكَ وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاٰمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا وَاٰمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ مَعَهُ صُرَّةٌ مِنْ مِسْكٍ فِي عِصَابَةٍ كُلُّهُمْ يَجِدُ رِيْحَ الْمِسْكِ وَإِنَّ خُلُوْفَ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللهِ

www.waytojannah.com

Contents

أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَاٰمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَشَدُّوا يَدَيْهِ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ فَقَالَ هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْتَدِيَ نَفْسِي مِنْكُمْ؟ فَجَعَلَ يَفْتَدِي نَفْسَهُ مِنْهُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ حَتَّى فَكَّ نَفْسَهُ وَاٰمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَثِيرًا وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي أَثَرِهِ فَأَتَى حِصْنًا حَصِينًا فَتَحَصَّنَ فِيهِ وَإِنَّ الْعَبْدَ أَحْصَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى؟ قَالَ وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِأَسْمَائِهِمْ بِمَا سَمَّاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৮৩. হারিছ আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকরিয়্যাকে (আ) পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে তিনি নিজে তা আমল করেন এবং বনী ইসরাঈলকে তা আল করার নির্দেশ দান করেন। কিন্তু তিনি (তা প্রচারে) প্রায় বিলম্ব করে ফেলেছিলেন। এমতাবস্থায় ঈসা (আ) তাঁকে বললেন, আপনাকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হলো, যাতে করে আপনি নিজে আমল করতে পারেন এবং বনী ইসরাঈলকেও তা আমল করতে নির্দেশ দেন। (কিন্তু আপনি এখনও তা প্রচার করেননি)। এখন আপনি বলুন, আল্লাহ্র সেই নির্দেশ আপনি পৌঁছাতেন, না কি আমি পৌঁছে দেব? ইয়াহ্ইয়া (আ) তাঁকে বললেন, প্রিয় ভাই! আপনি যদি আমার আগে এই নির্দেশ প্রচার করেন তাহলে আমার ভয়–আমাকে শাস্তি প্রদান করা হবে অথবা যমিন আমাকে গ্রাস করে ফেলবে। অতঃপর ইয়াহইয়া (আ) বনী ইসরাঈলকে বাইতুল মাক্দিস-এ একত্রিত করেন। মসজিদ লোকে ভর্তি হয়ে যায়। তিনি মিম্বরে বসে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন এবং সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচটি বিষয়ে আমাকে নির্দেশ প্রদান করেছেন, যাতে আমি নিজে আমল করি এবং তোমাদেরকেও সেই অনুসারে আমল করার নির্দেশ প্রদান করি। সর্বপ্রথম নির্দেশ, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন শরীক করবে না। এর উদাহরণ হচ্ছে– কোন লোক তার সৎ উপায়ে অর্জিত রূপা অথবা সোনা দিয়ে একটি দাস ক্রয় করলো। দাসটি কাজ-কর্ম করছে ঠিকই, কিন্তু তার মনিবের জন্য নয় বরং অন্যের স্বার্থে। তোমাদের কে এমন আছ যে, তার ক্রীতদাস এইরূপ হোক, তা চাইবে? নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সৃষ্টি করছেন তোমাদেরকে রিযিক দান করেছেন; সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আমি তোমাদেরকে আরো নির্দেশ দিচ্ছি সালাত কায়েম করা সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চেহারা তথা মনোযোগ নিবিষ্ট রাখেন তাঁর সালাতরত বান্দার চেহারার প্রতি–যতক্ষণ সেই বান্দা এদিক-সেদিক দৃষ্টিপাত না করে। সুতরাং তোমরা যখন সালাত আদায় করবে, তখন এদিক-সেদিক দৃষ্টিপাত করবে না। আর তোমাদেরকে সিয়াম পালন সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছি। কারণ, এর উদাহরণ হচ্ছে, সেই ব্যক্তির ন্যায়, যার কাছে একটি মিশ্কের পাত্র রয়েছে, তার সঙ্গী দলের প্রত্যেকেই সেই মিশ্কের সুগন্ধি নিতে পারছে। (জেনে রাখ) রোযাদার ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মিশ্কের সুগন্ধির চেয়ে উত্তম। আর আমি তোমাদেরকে সাদ্কা প্রদান সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছি। কারণ এর উদাহরণ হচ্ছে

www.waytojannah.com

সেই ব্যক্তির ন্যায়, যাকে শত্রুপক্ষ বন্দী করে ফেলেছে, তার দুই হাত গর্দানের কাছে নিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিয়েছে এবং তাকে হত্যার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। এমতাবস্থায় সে তাদেরকে বললো, তোমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য এমন কিছু আছে কি যদ্বারা আমি মুক্তিপণ দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে রেহাই পেতে পারি? এইভাবে সেই ব্যক্তি অল্প ও বিস্তর পণ্যের মাধ্যমে শত্রুদের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল। আর আমি তোমাদেরকে অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিক্‌র (স্মরণ) করতে নির্দেশ দিচ্ছি। কারণ এর উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায়, যাকে শত্রু ধাওয়া করেছে, সে দৌড়ে এসে দ্রুত একটি দুর্গে আশ্রয় নেয়। (জেনে রেখ) বান্দা যখন আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণে (যিক্‌র) মগ্ন থাকে, তখন সে শয়তান থেকে সেই দূর্গে আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তির চেয়েও অধিক নিরাপদ থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করছি, যা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলো হচ্ছে– জামা'আত, শ্রবণ, আনুগত্য, হিজরত ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। কেননা, যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত (অর্ধেক হাত) পরিমাণ দূরে বের হয়ে যায়, সে যেন তার গলা থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল (অর্থাৎ ইসলামের বিধিবিধান থেকে বের হয়ে গেল) যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতার যুগের সম্বোধন দ্বারা কাউকে আহ্বান করে, সে জাহান্নামের লাশ হবে। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদিও সে রোযা ও সালাত পালন করে? রাসূল (সা) বলেন, হ্যাঁ রোযা ও সালাত পালন করলেও এবং নিজকে একজন মুসলিম মনে করলেও (জাহান্নামে যাবে)। সুতরাং তোমরা মুসলিমগণকে মুসলিম, মুমিন, আল্লাহ্‌র বান্দা নামেই সম্বোধন করবে।

এই হাদীসের বরাত ও ব্যাখ্যার জন্য দ্রঃ পৃ. ১৯৭; হাদীস নং ৭৯।

باب ذكر نبى الله عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وابن امته مريم بنت عمران عليهما السلام.

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী, বান্দা ও রাসূল 'ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম বিনতু 'ইমরান (আ)

(٨٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ).

(৮৪) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে কোন জাতক (মনুষ্য) ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শয়তান তাকে খোঁচা দেয়। শয়তানের এই খোঁচার কারণেই সেই জাতক প্রথম বারের মত চিৎকার দিয়ে ওঠে; কিন্তু মারইমপুত্র 'ঈসা (আ) ও তাঁর মাতা এর ব্যতিক্রম। আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তোমরা ইচ্ছা করলে (এ প্রসঙ্গে) পাঠ করতে পার আল্লাহ্‌র বাণী, إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

"নিশ্চয় আমি তাঁকে এবং তাঁর সন্তানকে অভিশপ্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবো।" [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

باب ما جاء فى فضل مريم بنت عمران

পরিচ্ছেদ : মারইয়াম বিনতু ইমরানের (আ) মর্যাদা

(٨٥) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ.

www.waytojannah.com

(৮৫) 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা) বলতে শুনেছে (সে যুগের) শ্রেষ্ঠ নারী মারইয়াম এবং (এ যুগের) শ্রেষ্ঠ নারী খাদীজা (রা)। [হাদীসটি গরীব]

(٨٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ خُطُوطٍ قَالَ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ فَقَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَاٰسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ (رضى الله عنهن)۔

(৮৬) ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাটিতে চারটি দাগ টানেন এবং জিজ্ঞেস করেন– এটা কী, তা তোমরা জান কি? তারা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বোচ্চ জ্ঞাতা। তখন রাসূল (সা) বললেন, জান্নাতবাসিনী মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছেন খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিনত মুহাম্মাদ (সা), আসিয়া বিনত মুযাহিম–ফিরআউনের স্ত্রী ও মারইয়াম বিনত 'ইমরান (রাদিআল্লাহু 'আনহুমা)। [হাইছামী, তাবারানী, যাহাবী ও নাসাঈ]

(٨٧) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ وَاٰسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ۔

(৮৭) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, বিশ নারীকূলের মধ্যে তোমার জন্য যথেষ্ট (অর্থাৎ সর্বোত্তম) হচ্ছেন– মারইয়ম বিনতু 'ইমরান, খাদীজা বিন্‌তু খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতু মুহাম্মদ (সা) এবং ফিরআউনের স্ত্রী আসীয়া (রা)। [তিরমিযী, ইব্‌ন হাব্বান ও মালিক]

(٨٨) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَائِهِمْ إِلَّا مَا كَانَ لِمَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ۔

(৮৮) আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, হাসান ও হুসাইন (রা) জান্নাতবাসী যুবকদের নেতা এবং ফাতিমা জান্নাতের নারীদের নেত্রী, তবে মারইয়াম বিনতু 'ইমরানের যে বৈশিষ্ট্য আছে তা আলাদা। [ইব্‌ন হাব্বান, তাবারানী, মালিক]

باب ما جاء فى فضل نبى الله عيسى بن مريم عليه السلام۔

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী 'ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-এর মর্যাদা

(٨٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ بَنِي اٰدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِهِ حِيْنَ يُولَدُ إِلَّا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ ۔

(৮৯) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, প্রত্যেক আদমসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শয়তান তার পাজরে খোঁচা মারে। ব্যতিক্রম কেবল 'ঈসা ইব্‌ন মারইম (আ)। তাকেও শয়তান খোঁচা মারতে গিয়েছিল, কিন্তু সে তাঁর পরিবর্তে পর্দায় খোঁচা মারে। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٩٠) وعنه ايضا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الْأُولَى وَالْاٰخِرَةِ قَالُوا كَيْفَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ۔

www.waytojannah.com

(৯০) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, আমি 'ঈসা ইব্‌ন মারইয়ম (আ)-এর সর্বাধিক নিকটবর্তী (অর্থাৎ সকল মানুষের চেয়ে আমিই তাঁর সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ। দুনিয়াতে এবং আখিরাতে। লোকজন আরজ করলো, তা কিভাবে ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! রাসূল (সা) বললেন, নবীগণ (আ) সবাই সৎ ভাই, একই ঔরসজাত। তাঁদের জননী ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু তাঁদের দ্বীন এক ও অভিন্ন। আর আমাদের মাঝে (অর্থাৎ আমার ও ঈসার (আ) অন্য কোন নবী নেই। [বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ]

(٩١) وَعَنْهُ اَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّيْ لَأَرْجُوْ إِنْ طَالَ بِيْ عُمُرٌ أَنْ أَلْقَى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنْ عَجِلَ بِيْ مَوْتٌ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ. وثقه ابن حبان وضعفه ابو حاتم۔

(৯১) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যদি আমার হায়াত দীর্ঘ হয়, তবে আমি অবশ্যই আশা পোষণ করি যে, আমি 'ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামের (আ) সাথে মিলিত হব। কিন্তু যদি মৃত্যু আমার সাথে ত্বরা করে, তাহলে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁর সাক্ষাত পাবে, সে যেন আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম পৌঁছিয়ে দেয়। [হাইছামী ও আহমদ]

باب ماجاء فى صفته وشمائله ونزوله اخر الزمان وحكمه ومدة مكثه فى الارض وحجه وفناء كل ملة غير الاسلام ووفاته۔

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবী ও বান্দা 'ঈসা (আ)-এর গুণ-বৈশিষ্ট্য, শেষ যামানায় তাঁর অবতরণ, তাঁর নির্দেশ, তাঁর অবস্থানের সময়কাল, তাঁর হজ্জ পালন, ইসলাম ভিন্ন অন্যসব ধর্মের বিলুপ্তি ও তাঁর ওফাত

(٩٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ. أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَاعْرِفُوْهُ رَجُلٌ مَرْبُوْعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيَدُقُّ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَيُهْلِكُ اللهُ فِيْ زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهْلِكُ اللهُ فِيْ زَمَانِهِ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ ثُمَّ تَقَعُ الْأَمَنَةُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْأُسُوْدُ مَعَ الْإِبِلِ وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقَرِ وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ لَا تَضُرُّهُمْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ (زاد فى رواية) ويدفنوته (وعنه من طريق ثان) يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا (وفى لفظ حكما عادلا واماما مقسطا) يَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ۔

(৯২) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছন, নবীগণ পরস্পরে সৎ ভাই। তাঁদের জননী ভিন্ন, কিন্তু তাঁদের দ্বীন এক ও অভিন্ন। আর আমিই 'ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামের (আ) সবচেয়ে নিকটবর্তী। কারণ, আমার ও তাঁর মধ্যে অন্য কোন নবী নেই এবং তিনি অবশ্যই অবতরণ করবেন। যখন তোমরা তাঁকে দেখবে, তখন তাঁকে সুঠাম দেহের অধিকারী, লাল ও সাদা মিশ্রিত গায়ের রং এবং তাঁর গায়ে থাকবে দুইটি ঈষদ হালকা রংয়ের বস্ত্র। তাঁর কেশরাজি থেকে যেন পানির ফোঁটা টপ টপ করে ঝরছে, যদিও তাঁর কেশরাজি ভিজা নয়। তিনি এসে ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা

www.waytojannah.com

করবেন, জিযিয়া কর উঠিয়ে দেবেন এবং মানুষকে দ্বীন ইসলামের প্রতি আহ্বান করবেন। সুতরাং তাঁর সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম ভিন্ন অন্য সকল বাতিল ধর্ম ধ্বংস করে দিবেন। তাঁর সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা মাসীহ দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন। পৃথিবীতে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করবে। এমনকি সিংহ আর উট; চিতাবাঘ আর গাভী, বাঘ আর ছাগ একত্রে বিচরণ করবে। শিশুরা সাপ নিয়ে খেলা করবে, সাপ তাদের কোন ক্ষতি করবে না। এইভাবে ঈসা (আ) চল্লিশ বছর অতিবাহিত করবেন। অতঃপর তাঁর ওফাত হবে। মুসলিম জনতা তাঁর সালাতুল জানাযা আদায় করবেন। (অন্য বর্ণনায়) এবং তাঁকে তারা দাফনও করবেন। (আবূ হুরাইরা (রা) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে,) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, অচিরেই মারইয়ামপুত্র (ঈসা) তোমাদের মধ্যে একজন ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক হিসেবে অবতরণ করবেন (অন্য শব্দে ন্যায়পরায়ণ শাসক ও সুবিচারক ইমাম হিসেবে)। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযিয়া উঠিয়ে দিবেন। সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দেবে। এমনকি তা কেউ গ্রহণ করবে না। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইব্ন মাজাহ ও ইব্ন জারীর]

(٩٣) عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَمْحُو الصَّلِيْبَ وَتُجْمَعُ لَهُ الصَّلَاةُ وَيُعْطَى الْمَالُ حَتّٰى لَا يُقْبَلَ وَيَضَعُ الْخَرَاجَ وَيَنْزِلُ الرَّوْحَاءَ فَيَحُجُّ مِنْهَا أَوْ يَعْتَمِرُ أَوْ يَجْمَعُهُمَا قَالَ وَتَلَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا) فَزَعَمَ حَنْظَلَةُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يُؤْمِنُ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ عِيْسَى فَلَا أَدْرِيْ هٰذَا كُلُّهُ حَدِيْثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ (وعنه من طريق ثان) عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا۔

(৯৩) যুহ্রী (র) হান্যালার (রা) বরাতে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, 'ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ) অবতরণ করবেন এবং শূকর হত্যা করবেন, ক্রুশ বিলুপ্ত করে দেবেন। তার অধীনে সালাত কায়েম করা হবে। তখন সম্পদ প্রদান করা হবে কিন্তু তা গ্রহণ করা হবে না। তিনি "খারাজ" উঠিয়ে দিবেন। তিনি "রাওহা" নামক স্থানে অবতরণ করবেন (স্থানটি মদীনা শরীফ থেকে ত্রিশ অথবা ছত্রিশ অথবা চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত)। তিনি সেখান থেকে ইহরাম করবেন হজ্জের নিয়্যতে অথবা ওমরার নিয়্যতে, অথবা একত্রে উভয়টির নিয়্যতে। বর্ণনাকারী (যুহ্রী) বলেন, আবূ হুরাইরা (রা) এখানে আল্লাহ্র বাণী তিলাওয়াত করেন, وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا। অর্থাৎ আহলে কিতাবের প্রত্যেকেই মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে এবং কিয়ামত দিবসে তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবেন।

হানযালা (রা) মনে করেন "ঈসার মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উপর তারা ঈমান আনবে" আবূ হুরাইরার (রা) এ কথাটি সম্পূর্ণই রাসূলের (সা) বাণী, না কি আবূ হুরাইরার (রা) নিজের তা আমি জানি না। (একই রাবী থেকে দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে) হান্যালা আল-আস্লামী (রা) আবূ হুরাইরাকে (রা) বলতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, মুহাম্মদের জীবন যাঁর হাতে, সেই মহান সত্তার শপথ, মারইয়ম পুত্র (ঈসা) 'রাওহা' প্রান্তরে অবশ্যই অবতরণ করবেন হজ্জ পালনকারী হিসেবে অথবা ওমরা পালনকারী হিসেবে অথবা উভয়টি একত্রে পালনকারী হিসেবে। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

www.waytojannah.com

(٧٣) كتاب قصص الماضين من بنى اسرائيل وغيرهم

(الى اخر زمن الفترة وذكر ايام العرب وجاهليتهم)

অধ্যায়

বনী ইসরাঈল ও অতীতের অন্যান্য জাতিসমূহের ঘটনাবলী, আইয়্যামুল আরব তথা আরবদের ইতিহাস ও তাঁদের জাহিলিয়াত সংক্রান্ত ঘটনাবলী

باب ما جاء فى القصاصين.

পরিচ্ছেদ : কিস্‌সা-কাহিনী বর্ণনাকারী (ওয়াজ-নসীহতকারী) প্রসংগ

(١) عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا كَعْبٌ يَقُصُّ فَقَالَ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا كَعْبٌ يَقُصُّ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ كَعْبًا فَمَا رُئِيَ يَقُصُّ بَعْدُ.

(১) 'আবদুল জাব্বার আল-খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলের (সা) সাহাবীগণের মধ্য থেকে জনৈক সাহাবী (রা) মসজিদে প্রবেশ করেন। সেই সময় মসজিদে কা'ব কিস্‌সা বর্ণনা (ওয়াজ) করছিলেন। সাহাবী (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? লোকজন বললো, ইনি কা'ব, কিস্‌সা বর্ণনা (ওয়াজ) করছেন। তখন সেই সাহাবী (রা) বললেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি– কিস্‌সা বর্ণনা (ওয়াজ) করে কেবল (তিন প্রকার ব্যক্তি)। আমীর, মা'মুর (আমীর কর্তৃক নির্দেশপ্রাপ্ত), অথবা 'মুখতাল' (অহংকারী) ব্যক্তি। কা'বের কাছে এই সংবাদ পৌঁছানোর পর তাঁকে আর কখনও কিস্‌সা বর্ণনা করতে দেখা যায়নি। [হাইছামী এর সনদ হাসান]

(٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُرَاءٍ.

(২) 'আমর ইব্‌ন শু'আইব তাঁর পিতা থেকে, তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মানুষকে কিস্‌সা কাহিনী শোনায় (ওয়াজ করে) কেবল (তিন প্রকার লোক) আমীর (নেতা), মা'মুর (আমীর কর্তৃক নির্দেশপ্রাপ্ত) অথবা অহঙ্কারী ব্যক্তি। [ইব্‌ন মাজাহ, সনদ হাসান]

(٣) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ.

(৩) 'আউফ ইব্‌ন মালিক আল-আশ্‌জা'য়ী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি, মানুষের কাছে কিস্‌সা-কাহিনী বলে (ওয়াজ করে) থাকেন কেবল আমীর অথবা মা'মূর অথবা পদলোভী (অন্য শব্দে এসেছে) কিস্‌সা বর্ণনা (ওয়াজ) করে কেবল– আমীর, অথবা মা'মূর অথবা কৃত্রিমতা অবলম্বনকারী ব্যক্তি। [আবূ দাউদ ও তাইলসী, সনদ উত্তম।]

www.waytojannah.com

(٤) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُقَصُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ تَمِيْمٌ الدَّارِيُّ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَقُصَّ عَلَى النَّاسِ قَائِمًا فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ.

(৪) সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা) সময়ে এবং আবূ বকরের (রা) সময়ে কেউ কিস্‌সা বর্ণনা (ওয়াজ) করতো না। সর্বপ্রথম কিস্‌সা বর্ণনা করেন তামীম আদ্‌ দারী। তিনি 'উমরের (রা) নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন লোকজনদের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হয়ে কিস্‌সা-কাহিনী বর্ণনা করার নিমিত্ত। 'উমর (রা) তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। [হাইছামী, তাবারানী]

(٥) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ كُرْدُوسَ بْنَ قَيْسٍ وَكَانَ قَاصَّ الْعَامَّةِ بِالْكُوفَةِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَنْ أَقْعُدَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ أَيَّ مَجْلِسٍ يَعْنِي؟ قَالَ كَانَ قَاصًّا.

(৫) 'আবদুল মালেক ইব্ন মায়সারা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কারদূস ইব্ন ক্বাইসকে বলতে শুনেছি (উল্লেখ্য যে, তিনি কুফায় জনসমক্ষে কিস্‌সা-কাহিনী (ওয়াজ) বর্ণনা করতেন), তিনি বলেন, আমাকে জনৈক বদরী সাহাবী (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কাছ থেকে সংবাদ দিয়েছেন, রাসূল (সা) বলেন, এই ধরনের বৈঠকে বসা আমার কাছে চারজন দাসমুক্তি অপেক্ষা অধিক প্রিয়। শু'বা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম কী ধরনের বৈঠক (মজলিশ) বুঝাতে চাচ্ছেন? তিনি উত্তরে বললেন, সেই মজলিশে একজন কিস্‌সা বর্ণনাকারী (ওয়ায়েজ) ছিলেন। (অর্থাৎ সেই মজলিশটি ছিল আমীর কর্তৃক নির্দেশপ্রাপ্ত লেকান ওয়ায়েজের মজলিশ।) [হাইছামী ও ইব্ন হিব্বান]

(٦) قَالَ عَبْدُ اللهِ سَمِعْتُ مُصْعَبًا الزُّبَيْرِيَّ قَالَ جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ الْقَاصُّ على مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ إِنَّ قَوْمًا قَدْ نَهَوْنِي أَنْ أَقُصَّ هَذَا الْحَدِيْثَ صَلَّى اللهُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ فَقَالَ مَالِكٌ حَدِّثْ بِهِ وَقُصَّ بِهِ.

(৬) 'আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ (র) বলেন, আমি মুস'আব আল-যুবাইরীকে (র) বলতে শুনেছি– একদা কাহিনীকার আবূ তাল্‌হা মালিক ইব্ন আনাসের (রা) সমীপে একে আরজ করলেন, ইয়া আবা আবদিল্লাহ, একদল লোক আছেন এমন, যাঁরা এই হাদীসটি বর্ণনা করতে আমাকে নিষেধ করেছেন (হাদীসটি হচ্ছে) "আল্লাহ্‌ তা'আলা ইব্রাহীমের উপর রহমত বর্ষণ করুন, নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা রহমত বর্ষণ করেন মুহাম্মদেও (সা) উপর, তাঁর পরিবার পরিজনের উপর ও তাঁর স্ত্রীগণের উপর।" মালিক (রহ.) বললেন, তুমি এই হাদীস বয়ান ও বর্ণনা করবে। [আবূদাউদ ও নাসাঈ]

(٧) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَاصٍّ يَقُصُّ فَأَمْسَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُصَّ فَلَأَنْ أَقْعُدَ غُدْوَةً إِلَى أَنْ تُشْرِقَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ.

(৭) আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জনৈক কাহিনীকারের কাহিনী বর্ণনার সময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কাহিনীকার (রাসূলকে (সা) দেখে) থেমে গেল। রাসূল (সা) তখন

www.waytojannah.com

বললেন, তুমি বলে যাও। কেননা আমার কাছে এই ধরনের মজলিশে এক সকাল–সূর্য উদ্ভাসিত হওয়া পর্যন্ত বসা চারজন দাসমুক্তি অপেক্ষা অধিক প্রিয় এবং আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত বসা চারজন দাসমুক্তি অপেক্ষা অধিক প্রিয়। [হাইছামী, আহমদ ও তাবারানী]

باب ما جاء فى الرواية والتحديث عن اخبار بنى اسرائيل۔

পরিচ্ছেদ : বনী ইসরাঈলের সংবাদাদি সম্পর্কিত বর্ণনা

(٨) عَنِ ابْنِ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا اٰمَنَّا بِاللهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُمْ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُمْ۔

(৮) আবূ নাম্‌লা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, যখন আহলে-কিতাব তোমাদেরকে কোন কথা শোনায়, তখন তোমরা তাদেরকে সত্যায়নও করবে না এবং মিথ্যাচারীও বলবে না। বরং তোমরা বলবে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি। এতে করে তাদের বক্তব্য যদি সত্য হয়, তাহলে তাকে তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করছো না; আর যদি তা বাতিল বা অসত্য হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা তাকে সত্যায়ন করছো না। [আবূ দাউদ, এর সনদ উত্তম]

(٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا فَإِنَّكُمْ إِمَّا أَنْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ أَوْ تُكَذِّبُوا بِحَقٍّ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي۔

(৯) জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা আহলে কিতাবদের নিকট কোন বিষয়ে (জানার জন্য) প্রশ্ন করো না। কারণ, তারা কখনই তোমাদেরকে সঠিক (পথের দিশা বা) উত্তর দিবে না, যেহেতু তারা নিজেরাই গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) হয়ে রয়েছে। সুতরাং তোমরা যদি তাদের কাছে প্রশ্ন কর) হয় কোন অসত্যকে সত্য বলবে, অথবা কোন সত্যকে মিথ্যা বলবে। (জেনে রাখ) আজ যদি তোমাদের সম্মুখে মূসা (আ) জীবিত থাকতেন, তাহলে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ব্যতীত কোন গত্যন্তর থাকতো না। [এই হাদীসের সনদ, ব্যাখ্যা ও তাখরীজ "কিতাবুল ইল্‌ম"-এর উল্লেখিত রয়েছে।]

(١٠) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَامَّةَ لَيْلِهِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ (وفى رواية يحدثنا يُحَدِّثُنَا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى يُصْبِحَ) لَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى عُظْمِ صَلَاةٍ۔

(১০) 'ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায়শঃ রাত্রিবেলায় বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আমাদেরকে বর্ণনা শোনাতেন। (অন্য রিওয়াতে–তিনি বনী ইসরাইল সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতেন, এমনকি কখনও কখনও সকাল হয়ে যেত) তিনি এইসব হাদীস বর্ণনা থেকে ফরয সালাত ব্যতীত অন্য কোন কারণে উঠে যেতেন না। [হাইছামী, বায্‌যার ও তাবারানী]

www.waytojannah.com

Contents

باب ذكر ماشطة ابنة فرعون ومن تكلم فى المهد۔

পরিচ্ছেদ : ফিরআউন তনয়ার সেবিকা এবং কোলের শিশুর কথা বলা বিষয়ক

(١١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِى أُسْرِىَ بِى فِيهَا أَتَتْ عَلَىَّ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ؟ فَقَالَ هَذِهِ رَائِحَةُ مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ وَأَوْلادِهَا قَالَ قُلْتُ وَمَا شَأْنُهَا؟ قَالَ بَيْنَا هِىَ تُمَشِّطُ ابْنَةَ فِرْعَوْنَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ سَقَطَتِ الْمِدْرَى مِنْ يَدَيْهَا فَقَالَتْ بِسْمِ اللهِ فَقَالَتْ لَهَا ابْنَةُ فِرْعَوْنَ أَبِى؟ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ رَبِّى وَرَبُّ أَبِيكِ اللهُ قَالَتْ أُخْبِرُهُ بِذَلِكَ قَالَتْ نَعَمْ فَأَخْبَرَتْهُ فَدَعَاهَا فَقَالَ يَا فُلانَةُ وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيْرِى؟ قَالَتْ نَعَمْ رَبِّى وَرَبُّكَ اللهُ فَأَمَرَ بِبَقَرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُلْقَى هِىَ وَأَوْلادُهَا فِيهَا قَالَتْ لَهُ إِنَّ لِى إِلَيْكَ حَاجَةً قَالَ وَمَا حَاجَتُكِ؟ قَالَتْ أُحِبُّ أَنْ تَجْمَعَ عِظَامِى وَعِظَامَ وَلَدِى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَتَدْفِنَنَا قَالَ ذَلِكَ لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الْحَقِّ قَالَ فَأَمَرَ بِأَوْلادِهَا فَأُلْقُوا بَيْنَ يَدَيْهَا وَاحِدًا وَاحِدًا إِلَى أَنِ انْتَهَى ذَلِكَ إِلَى صَبِيٍّ لَهَا مُرْضَعٍ كَأَنَّهَا تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجْلِهِ قَالَ يَا أُمَّهْ اقْتَحِمِى فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ فَاقْتَحَمَتْ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَكَلَّمَ أَرْبَعَةٌ صِغَارٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ وَشَاهِدُ يُوسُفَ وَابْنُ مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ۔

(১১) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে রাত্রিতে আমাকে ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ করানো হয়, সেই সময় আমার কাছে একটি সুমিষ্ট গন্ধ অনুভূত হয়। আমি তখন জিব্রাইলকে (আ) জিজ্ঞেস করলাম, এই সুগন্ধি কিসের? তিনি উত্তরে বললেন, এটি ফিরআউন তনয়ার কেশবিন্যাসকারিনী ও তাঁর সন্তানদের সুগন্ধি। আমি বললাম, তাদের ঘটনা কী? জিব্রাইল (আ) বললেন, একদা তিনি ফিরআউনের কন্যার কেশবিন্যাস করছিলেন, এমন সময় তাঁর হাত থেকে চিরুনী পড়ে যায়। তখন তিনি বলেন, বিছমিল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে তিনি চিরুনীটি উঠিয়ে নেন)। ফিরআউন কন্যা তাঁকে বলেন, আমার পিতা? (অর্থাৎ আপনি কি আল্লাহ্ বলতে আমার পিতাকে বোঝাচ্ছেন?) যিনি উত্তরে বললেন, না বরং আমার প্রভু ও তোমার পিতার প্রভু আল্লাহ্। ফিরআউন কন্যা বললো, আমি কি আমার পিতাকে এ খবর জানাবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সে তার পিতাকে এই সংবাদ জানিয়ে দিল। তখন ফিরআউন মেয়েকে তলব করে বললো, আমি ভিন্ন তোমার অন্য কোন রব (প্রভু) আছে? তিনি বললেন, হাঁ, আমার রব ও তোমার রব আল্লাহ্ (অন্য বর্ণনায় আবার রব ও তোমার রব্ব হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি আকাশে আছেন)। তখন ফিরআউন একটি পিতলের বড় ডেগে (পানি বা তেল) ফুটানোর নির্দেশ দিল এবং তা ফুটানো হল। তারপর তাতে ঐ মহিলা ও তাঁর সন্তানদেরকে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিল। এই সময় মহিলাটি ফিরআউনকে বললেন, আপনার কাছে আমার একটি আর্জি আছে। সে বলল, কী তোমার আর্জি? তিনি বললেন, আমি চাই (মৃত্যুর পর) আমার ও আমার সন্তানের অস্থিসমূহ একত্রিত করে একটি কাপড়ে রেখে দাফন করা হবে। সে বললো, ঠিক আছে, তোমার জন্য এটি আমার একটি দায়িত্ব হিসেবে রইল। এরপর তাঁর সন্তানদের তাতে নিক্ষেপের নির্দেশ দিল। তারা তাঁর সম্মুখে এক এক করে তাঁর সন্তানদেরকে নিক্ষেপ করলো। অবশেষে তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশুটির পালা আসলে তিনি শিশুটির জন্য একটু ইতস্ততঃ করছিলেন। এই সময় শিশুটি বলে উঠলো, আম্মি, তুমি ঢুকে যাও (ইতস্ততঃ করো না) কেননা

www.waytojannah.com

দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তির তুলনায় অনেক হাল্কা। তখন তিনি তাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ পর্যায়ে (রাবী বলেন), ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, চারটি দুগ্ধপোষ্য শিশু (বিজ্ঞচিত) কথা বলেছিল ঃ ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ), জুরাইজের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত শিশু, ইউসুফ (আ)-এর সাক্ষী ও ফেরআউন তনয়ার কেশবিন্যাসকারিনী মহিলার শিশু। [হাইছামী, বায্যার, তাবারানী ও তাইলিসী]

باب ذكر قصة اصحاب الأخدود وفيها من تكلم فى المهد ايضا۔

পরিচ্ছেদ : আস্হাবুল উখ্দূদ এর ঘটনা এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা বলা

(١٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ حَبَسَنِي أَهْلِي وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ الْيَوْمَ أَعْلَمُ السَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ اللهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ أَيْ بُنَيَّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ فَقَالَ مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي فَقَالَ إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ فَآمَنَ بِاللهِ فَشَفَاهُ اللهُ فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ رَبِّي قَالَ وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ فَجِيءَ بِالْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ أَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ فَقَالَ إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَدَعَا بِالْمِئْشَارِ فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ اللهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ فَرَجَفَ بِهِمِ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ كَفَانِيهِمُ اللهُ فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَقَالَ اللهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ فَانْكَفَأَتْ بِهِمِ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ

www.waytojannah.com

فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ كَفَانِيهِمُ اللهُ فَقَالَ لِلْمَلِكِ إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا اٰمُرُكَ بِهِ قَالَ وَمَا هُوَ؟ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ ارْمِنِي فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ السَّهْمِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ اٰمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ اٰمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ اٰمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ قَدْ اٰمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالْأُخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا أَوْ قِيلَ لَهُ اقْتَحِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ يَا أُمَّهْ اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ.

(১২) আবদুর রহমান ইব্ন আবু লাইলা সুহাইব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক বাদশাহ ছিল। তার ছিল এক যাদুকর। সে যখন বৃদ্ধ হয়ে গেল, তখন বাদশাহকে বললো, আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং আমার মৃত্যুও সন্নিকটে। কাজেই একটি বালককে আমার নিকট পাঠিয়ে দিন। আমি তাকে যাদু শিক্ষা দেব। বাদশাহ একটি বালককে যাদু শিক্ষা করার জন্য তার কাছে প্রেরণ করলো। যাদুকর তাকে যাদু শিক্ষা দিতে লাগলো। বাদশাহ এবং যাদুকরের যাতায়াতস্থলের মাঝে এক খ্রীষ্টান দরবেশ থাকত। বালক পথিমধ্যে এই দরবেশের কাছে এসে তাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল। (এভাবে সে যাদুকরের কাছে আসার পথে দরবেশের কাছে বসতে লাগলো।) ফলে সে যাদুকরের কাছে (বিলম্বে গেলে সে তাকে মারধর করতো এবং জিজ্ঞেস করত, কে তোমাকে আটকে রেখেছিল? আর সে যখন তার পরিবারবর্গের কাছে (বিলম্বে) ফিরে আসতো, তখন তারা তাকে মারতো এবং জিজ্ঞেস করতো– কে তোমাকে আটকে রেখেছিল? বলক এ বিষয়ে দরবেশের কাছে অভিযোগ করলো। দরবেশ বলেন, যখন তুমি যাদুকরের জিজ্ঞাসাবাদের ভয় করবে, তখন তাকে বলবে, আমার পরিবারবর্গ আমাকে আটকে রেখেছিল। আর যখন তোমার পরিবারবর্গের ভয় করবে, তখন বলবে, যাদুকর আমাকে আটকে রেখেছিল। এইভাবেই চলছিল। এমতাবস্থায় একদিন একটি বিরাট ভয়াল জানোয়ার এসে লোকদের পথ আটকে দিল। লোকজন কোনক্রমেই চলাচল করতে পারছিলো না। বালকটি তখন (মনে মনে) বললো, আজ আমি জেনে যাব, আল্লাহ্‌র কাছে দরবেশের কাজ পছন্দনীয় নাকি যাদুকরের? তখন বালক একটি পাথর খণ্ড হাতে নিয়ে বললো, হে আল্লাহ্ দরবেশের কাজ যাদুকরের কাজ অপেক্ষা তোমার কাছে যদি অধিক পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক হয়, তবে এই জানোয়ারটিকে মেরে ফেল, যাতে করে লোকজন চলাচল করতে পারে। এই বলে পাথরটি নিক্ষেপ করবো, জানোয়ারটি মারা গেল এবং লোকজন চলাচল করতে পারলো। তারপর সে দরবেমের কাছে এসে তাকে এ খবর জানালো। দরবেশ বললেন, বৎস, আজ তুমি আমার চেয়ে উত্তম। তুমি শীঘ্রই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। যদি তুমি পরীক্ষায় পড়ে যাও, তবে আমার সন্ধান দেবে না। (অতঃপর বালক অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দিত এবং মানুষের সব রকম রোগের চিকিৎসা করতো। বাদশাহের পারিষদবর্গের একজন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে এ খবর শুনে বালকটির কাছে বহু উপহার-উপঢৌকনসহ উপস্থিত হল এবং বললো, তুমি আমাকে আরোগ্য করে দাও, বিনিময়ে এ সবই তোমার।

www.waytojannah.com

বালক বললো, আমি কারো আরোগ্য দান করি না। আল্লাহ্ই আরোগ্য দান করেন। যদি আপনি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনেন, তবে আমি আল্লাহ্র নিকট দোয়া করবো, তিনি আপনাকে আরোগ্য দান করবেন। সে তখন আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলো, বালক দোয়া করলো, আল্লাহ্ তাকে শেফা দান করলেন। তারপর সে পূর্বের ন্যায় বাদশাহর দরবারে বসে গেল। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলো, কে তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিল? সে উত্তর দিল, আমার প্রতিপালক। বাদশাহ বললো, আমি? সে বললো না। বরং আল্লাহ্, যিনি আমার প্রতিপালক এবং আপনারও প্রতিপালক। বাদশাহ বললো, আমি ছাড়াও তোমার রব আছে? সে উত্তর কররো, হ্যাঁ। এতে বাদশাহ তাকে ধরে শাস্তি দিতে লাগলো। অবশেষে সে বাদশাহকে বালকটির কথা বলে দিল। তখন বালকটিকে আনা হলো। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করলো, হে বৎস, তোমার যাদুশক্তি এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তুমি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করতে পার এবং এমনি আরো অনেক রোগের চিকিৎসা করতে সক্ষম হও? বালকটি বললো, আমি কাউকে আরোগ্য দান করি না। আরোগ্য দান করেন আল্লাহ্ তা'আলা। বাদশাহ বললো, আমি? বালক বললো, না। বাদশাহ বললো, আমি ছাড়াও তোমার রব আছে? বালক উত্তর দিল, হ্যাঁ। আমার রব এবং আপনার রব আল্লাহ্। বদশাহ বালকটিকে শাস্তি দিতে লাগলো। অবশেষে সে সেই দরবেশের কথা বলে দিল। তখন দরবেশকে আনা হল এবং তাকে বললো, তুমি তোমার দ্বীন থেকে ফিরে আস। সে অস্বীকার করলো। তখন বাদশাহ করাত আনতে বললো। তারপর করাতটি তার মাথার মাঝখানে রাখা হলো এবং করাত তাকে চিরে ফেললো। এমনকি যে দু'টুকরো হয়ে পড়ে গেল। তারপর বাদশাহর সেই অন্ধ পারিষদকে বললো, তোমার দ্বীন থেকে ফিরে আস। কিন্তু সে অস্বীকার কলো। তখন তার মাথার মাঝখানে করাত রাখা হলো, (করাত তাকে চিরে ফেললো) এবং দু'টুকরো হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। এবার বাদশাহ বালকটিকে বললো, তোমার দ্বীন থেকে ফিরে আস। সে অস্বীকার করলো। তখন তাকে বাদশাহ কতিপয় লোকের নিকট সোপর্দ করে একটি বিশেষ পাহাড়ে নিয়ে যেতে বললো এবং বলে দিল, পাহাড়ের উচ্চ শিখরে তাকে নিয়ে যখন পৌঁছবে, তখন সে যদি তার দ্বীন থেকে ফিরে আসে, তাহলে ভাল। নতুবা তাকে সেখান থেকে ফেলে দেবে। তারা তাকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ে উঠলো। বালক বললো, হে আল্লাহ্, তুমি যেভাবে চাও এদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দান কর। তখন পাহাড়টি কেঁপে উঠলো এবং তারা সবাই নীচে পড়ে গেল (এবং মৃত্যুবরণ করলো)। বালক ফিরে এসে বাদশাহর কাছে উপস্থিত হলো। বাদশাহ বললো, তোমার সঙ্গীদের কী হলো? সে বললো, আমার পক্ষ হতে আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের নিপাত করেছেন। তখন বাদশাহ তাকে অন্য একদল লোকের সাথে একটি নৌকায় করে পাঠাল এবং বলে দিল, তোমরা যখন তাকে নিয়ে মাঝ সাগরে যাবে, তখন সে যদি তার দ্বীন থেকে প্রত্যাবর্তন করে, ভাল। অন্যথায় তাকে সাগরে ফেলে দিবে। বালকটি বললো, ইয়া আল্লাহ্, তুমি যেভাবে চাও, এদের কাছ থেকে আমাকে মুক্তি দাও। এতে নৌকা তাদেরকে নিয়ে ডুবে গেল এবং তারা সবাই ডুবে মরলো। আর বালক চলে এল এবং বাদশাহর কাছে উপস্থিত হলো। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলো, তোমার সঙ্গীদের কী হলো? সে বললো, আল্লাহ্ই আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন। সে বাদশাহকে আরো বললো, আপনি আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হবেন না যতক্ষণ না আপনি আমার নির্দেশমত কাজ করবেন। আপনি যদি আমার নির্দেশমত কাজ করেন, আমাকে হত্যা করতে পারবেন, অন্যথায় আপনি আমাকে হত্যা করতে পারবেন না। বাদশাহ বললো, তা কী? সে বললো, একটি মাঠে লোকদেরকে একত্রিত করুন, তারপর আমাকে শূলের অগ্রভাগে উঠাবেন এবং আমার তূন থেকে একটি তীর নিয়ে ধনুকে যোজনা করবেন। তারপর বলবেন "বিসমিল্লাহি রাব্বিল গুলামি" অর্থাৎ আল্লাহ্র নামে, যিনি বালকের প্রতিপালক। এইরূপ করলেই কেবল আপনি আমাকে হত্যা করতে পারবেন। তখন বাদশাহ

www.waytojannah.com

তাই করলো। ধনুকে তীর যোজনা করে "বিছমিল্লাহি রাব্বিল গুলামি" বলে ছুঁড়ে দিল। তীরটি বালকের কানের কাছে মাথায় বিদ্ধ হলো। বালক সেখানে তার একটি হাত রাখলো এবং মৃত্যুবরণ করলো। উপস্থিত জনতা বলে উঠলো ঃ আমরা এই বালকের রবের প্রতি ঈমান আনলাম। তখন বাদশাহকে বলা হলো, যে আশংকা আপনার ছিল, তাই তো হয়ে গেল। সকল মানুষ (উপস্থিত) (আল্লাহ্‌র প্রতি) ঈমান এনেছে। বাদশাহ তখন রাস্তার পার্শ্বে বিশালাকৃতির গর্ত করার নির্দেশ দেয় এবং তাকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়। বাদশাহ ঘোষণা দিল, যে ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে ফিরে আসবে, তাকে ছেড়ে দিবে। অন্যথায় অগ্নিতে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর যারা তাদের দ্বীন থেকে ফিরে এল না, তাদেরকে সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো। অবশেষে মহিলা তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে এগিয়ে এল। সে যেন অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লো। তখন সেই শিশুটি বলে উঠলো, মাতঃ ধৈর্য ধারণ কর, কারণ তুমি সত্যের উপর (রয়েছ)। (সুতরাং এই অগ্নিতে ভয় করো না।) [মুসলিম, তিরমিযী ও অন্যান্য]

باب ذكر قصة جريج احد عباد بني اسرائيل وفيه من تكلم في المهد ايضا۔

পরিচ্ছেদ : বনী ইসরাঈলের জুরাইজ নামক জনৈক আবিদ ব্যক্তির ঘটনা ও কোলের শিশুর কথা বলা

(١٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ وَكَانَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ عَابِدٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ فَابْتَنَى صَوْمَعَةً وَتَعَبَّدَ فِيهَا قَالَ فَذَكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَوْمًا عِبَادَةَ جُرَيْجٍ فَقَالَتْ بَغِيٌّ مِنْهُمْ لَئِنْ شِئْتُمْ لَأُفْتِنَنَّهُ فَقَالُوا قَدْ شِئْنَا قَالَ فَأَتَتْهُ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا فَأَمْكَنَتْ نَفْسَهَا مِنْ رَاعٍ كَانَ يَأْوِي غَنَمَهُ إِلَى أَصْلِ صَوْمَعَةِ جُرَيْجٍ فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالُوا مِمَّنْ؟ قَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ فَشَتَمُوهُ وَضَرَبُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا إِنَّكَ زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ فَوَلَدَتْ غُلَامًا قَالَ وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالُوا هَا هُوَ ذَا قَالَ فَقَامَ فَصَلَّى وَدَعَا ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْغُلَامِ فَطَعَنَهُ بِإِصْبَعِهِ وَقَالَ بِاللهِ يَا غُلَامُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ أَنَا ابْنُ الرَّاعِي فَوَثَبُوا إِلَى جُرَيْجٍ فَجَعَلُوا يُقَبِّلُونَهُ وَقَالُوا نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ ابْنُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ قَالَ وَبَيْنَمَا امْرَأَةٌ فِي حِجْرِهَا ابْنٌ لَهَا تُرْضِعُهُ إِذْ مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذَا قَالَ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَى ثَدْيِهَا يَمُصُّهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي عَلَيَّ صَنِيعَ الصَّبِيِّ وَوَضْعَهُ إِصْبَعَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ تُضْرَبُ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا قَالَ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الْأَمَةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا قَالَ فَذَلِكَ حِينَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ فَقَالَتْ حَلْقَى مَرَّ الرَّاكِبُ ذُو الشَّارَةِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ فَقُلْتَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ وَمُرَّ بِهَذِهِ الْأَمَةِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا فَقُلْتَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا فَقَالَ يَا أُمَّتَاهُ إِنَّ الرَّاكِبَ ذُو الشَّارَةِ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَإِنَّ هَذِهِ الْأَمَةَ يَقُولُونَ زَنَتْ وَلَمْ تَزْنِ وَسَرَقَتْ وَلَمْ تَسْرِقْ وَهِيَ تَقُولُ حَسْبِيَ اللهُ (وعنه من طريق ثان) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَصَبِيٌّ كَانَ فِي زَمَانِ جُرَيْجٍ وَصَبِيٌّ آخَرُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَأَمَّا جُرَيْجٌ فَكَانَ رَجُلًا عَابِدًا فِي

www.waytojannah.com

بَنِي إِسْرَائِيْلَ وَكَانَتْ لَهُ أُمٌّ فَكَانَ يَوْمًا يُصَلِّي إِذِ اشْتَاقَتْ إِلَيْهِ أُمُّهُ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ يَا رَبِّ الصَّلَاةُ خَيْرٌ أَمْ اُتِيْهَا؟ ثُمَّ صَلَّى وَدَعَتْهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ دَعَتْهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَصَلَّى فَاشْتَدَّ عَلَى أُمِّهِ وَقَالَتْ اللهُمَّ أَرِ جُرَيْجًا الْمُومِسَاتِ ثُمَّ صَعِدَ صَوْمَعَةً لَهُ وَكَانَتْ زَانِيَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ (وعنه من طريق ثالث) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ تَاجِرًا وَكَانَ يَنْقُصُ مَرَّةً وَيَزِيْدُ أُخْرَى قَالَ مَا فِي هَذِهِ التِّجَارَةِ خَيْرٌ لَأَلْتَمِسُ تِجَارَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ هَذِهِ فَبَنَى صَوْمَعَةً وَتَرَهَّبَ فِيْهَا وَكَانَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ۔

(১৩) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় তিনজন মানব শিশু ব্যতীত অন্য কোন শিশু কথা বলেনি। তাদের একজন হচ্ছে– 'ঈসা ইব্ন মারইয়াম। আর বনী ইসরাঈলের জুরাইজ নামক একজন আবিদ (তাপস) ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একটি ছোট ডেরা তৈয়ার করে তাতে ইবাদত-বন্দেগী করতেন। আবূ ইসরাঈল একদা তাঁর ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা করলো (অর্থাৎ তাঁর ইবাদতের আধিক্য বা নিবিষ্টতা আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়)। জনৈকা পতিতা বললো, তোমরা চাইলে আমি তাঁকে একটু বাজিয়ে দেখতে পারি। তারা বললো, "হ্যাঁ, আমরা চাই"। এরপর সেই পতিতা তার কাছে এসে নিজকে তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করলো। কিন্তু তিনি তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না। অগত্যা সেই পতিতা এক রাখালের সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়, সে জুরাইজের ডেরার পশে মেষ-বকরি চড়াতো। এতে সে গর্ভবতী হয়ে একটি শিশু জন্ম দেয়। লোকজন পতিতাকে জিজ্ঞেস করলো এই শিশু কার ঔরসজাত? সে বললো, জুরাইজের। তখন তারা তাঁর কাছে এসে তাঁকে টেনে-হেঁচড়ে ডেরা থেকে নামিয়ে দেয়, গালিগালাজ করে, মারধোর করে এবং তার ডেরা ভেঙ্গে দেয়। জুরাইজ (কিছু বুঝতে না পেরে) জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কী হল, ব্যাপার কি? তারা বললো, তুমি এই পতিতার সাথে ব্যভিচার করেছ, এই শিশু তার ফসল। তিনি বললেন, কোথায় শিশু? তারা বললো, এইতো সেই শিশু। অতঃপর তিনি সালাত আদায় করে আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করেন এবং শিশুটির কাছে ফিরে এসে তাঁর আংগুল দিয়ে শিশুটিকে খোঁচা মেরে বললেন, হে বাচ্চা, আল্লাহ্র শপথ। বল– তোমার পিতা কে? তখন শিশুটি বলে উঠলো, আমি রাখালের পুত্র। তখন লোকজন জুরাইজের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়লো এবং তাঁকে চুমু দিতে লাগলো। তারা বললো, আমরা তোমার ডেরা স্বর্ণ দিয়ে নির্মাণ করে দেব। জুরাইজ বললেন, তার কোন প্রয়োজন নেই। ডেরাটি যেমন ছিল তেমনি মাটি দিয়ে তৈয়ার করে দাও। (অন্য একটি ঘটনা এরূপ ঃ) একদা এক স্ত্রীলোক তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে কোলে নিয়ে দুধ পান করাচ্ছিল। এমন সময় তার পাশ দিয়ে জমকালো বেশভুষাধারী এক আরোহী যাচ্ছিল। স্ত্রীলোকটি বললো, ইয়া আল্লাহ্, আমার পুত্রকে এই লোকের মত করে দিও। শিশুটি তৎক্ষণাত স্তনবৃন্ত ছেড়ে দিল। তারপর সেই আরোহীর দিকে লক্ষ্য করে বললো, ইয়া আল্লাহ্, আমাকে এর মত করো না। কথা শেষ করেই সে পুনরায় মায়ের দুধের বাট চুষতে থাকে। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, আমি যেন রাসূলকে (সা) দেখতে পাচ্ছি তিনি সেই শিশুর ন্যায় অভিনয় করে দেখাচ্ছেন এবং তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি মুখে দিয়ে চুষতে থাকেন। এরপর তাদের কাছ দিয়ে জনৈকা দাসীকে পেটাতে পেটাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল! স্ত্রীলোকটি বললো, ইয়া আল্লাহ্, আমার পুত্রকে এর মত করো না। শিশুটি তৎক্ষণাৎ তার স্তনবৃন্ত ছেড়ে দিল এবং সেই দাসীর দিকে মুখ করে বললো, ইয়া আল্লাহ্, আমাকে এর মত করে দিও।

www.waytojannah.com

স্ত্রীলোকটি বললো, কী আশ্চর্য! একজন জমকালো বেশ-ভূষাধারী লোক যাচ্ছিল আর আমি বললাম, আল্লাহ্ আমার পুত্রকে এঁর মত করে দিও। তখন তুমি বললে, ইয়া আল্লাহ্ আমাকে এর মত করো না। আবার ওই দাসীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্ আমার পুত্রকে এর মত করো না; তখন তুমি বললে, ইয়া আল্লাহ্ আমাকে এর ন্যায় (নিষ্পাপ!) করে দিও! তখন শিশুটি বললো, সেই জমকালো আরোহী লোকটি একজন স্বৈরাচারী, আর ঐ দাসীটি যার সম্পর্কে লোকজন বলছিল সে ব্যভিচার করেছে, চুরি করেছে, প্রকৃতপক্ষে সে ব্যভিচার করেনি, চুরিও করেনি। সে বলছিল আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

(আবূ হুরাইরা (রা) থেকে দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে) রাসূল (সা) বলেছেন, মাতৃক্রোড়ে মাত্র তিনজন শিশু কথা বলেছে– ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ), জুরাইজের সময়কার এ শিশু এবং অন্য আরেকটি শিশু। (এরপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন।)

জুরাইজ ছিলেন বনী ইসরাঈলের একজন আবিদ ব্যক্তি। তাঁর মা জীবিত ছিলেন। জুরাইজ একদা সালাত আদায়ে রত ছিলেন; এমন সময় তাঁর মা কোন প্রয়োজনে তাঁকে ডাক দিলেন– "হে জুরাইজ।" জুরাইজ মনে মনে বললেন, হে রব, আমার জন্য সালাত উত্তম নাকি মায়ের আহ্বানে সাড়া দেওয়া? এরপর তিনি সালাত আদায়ে মনোনিবেশ করেন। তাঁর মা আবার ডাকলেন, আর তিনি মনে মনে ঐরূপ ভাবলেন। এরপর আবারও তাঁর মা ডাকলেন; এবং তিনি পূর্ববৎ করলেন এবং সালাত আদায় করলেন। মায়ের মনে এতে কষ্ট লাগে এবং তিনি বলেন, ইয়া আল্লাহ্, জুরাইজকে বেশ্যার সম্মুখীন করো। এরপর জুরাইজ তাঁর ডেরায় (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) উঠে যান এবং বনী ইসরাঈলের জনৈকা বেশ্যা বা পতিতা...অতঃপর পূর্বোক্ত ধারার ন্যায় বর্ণনা করেন।

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে ছিলেন এক ব্যবসায়ী। ওজনে তিনি কখনো কম আবার কখনও বেশী করতেন। তখন তিনি (এই জাতীয় ব্যবসায়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে) বললেন, আমি এই ব্যবসার চেয়ে উত্তম ব্যবসার অন্বেষণ করি। অতপর তিনি (ইবাদতের জন্য)– ডেরা তৈয়ার করেন এবং নির্জনে ইবাদতে মগ্ন হন। তাঁকে জুরাইজ নামে ডাকা হতো।...অতপর পূর্বোক্ত ধারার ন্যায় হাদীস বর্ণনা করেন। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

باب ذكر قصة الثلاثة الذين اووا الى الغار فانطبق عليهم.

পরিচ্ছেদ : সেই তিন ব্যক্তির ঘটনা যাঁরা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং গুহার প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল

(١٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرَقِ الْأَرُزِّ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا صَاحِبُ فَرَقِ الْأَرُزِّ؟ قَالَ خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فَغَيَّمَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ فَدَخَلُوا غَارًا فَجَاءَتْ صَخْرَةٌ مِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ حَتَّى طَبَّقَتِ الْبَابَ عَلَيْهِمْ فَعَالَجُوهَا فَلَمْ يَسْتَطِيعُوهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَقَدْ وَقَعْتُمْ فِي أَمْرٍ عَظِيمٍ فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ بِأَحْسَنِ مَا عَمِلَ لَعَلَّ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُنْجِيَنَا مِنْ هَذَا فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَكُنْتُ أَحْلُبُ حِلَابَهُمَا فَأَجِيئُهُمَا وَقَدْ نَامَا فَكُنْتُ أَبِيتُ قَائِمًا وَحِلَابُهُمَا عَلَى يَدِي أَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِأَحَدٍ قَبْلَهُمَا أَوْ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَصِبْيَتِي يَتَضَاغَوْنَ حَوْلِي فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُهُ مِنْ خَشْيَتِكَ فَافْرُجْ عَنَّا قَالَ فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ قَالَ وَقَالَ

www.waytojannah.com

الثَّانِي اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمٍّ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمَّا خَلَقْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا فَسُمْتُهَا نَفْسَهَا فَقَالَتْ لَا وَاللهِ دُونَ مِائَةِ دِينَارٍ فَجَمَعْتُهَا وَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا حَتَّى إِذَا أَنَا جَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ فَقَالَتْ اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ عَنْهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّمَا فَعَلْتُهُ مِنْ خَشْيَتِكَ فَافْرُجْ عَنَّا قَالَ فَزَالَتِ الصَّخْرَةُ حَتَّى بَدَتِ السَّمَاءُ وَقَالَ الثَّالِثُ اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ مِنْ أُرْزٍّ فَلَمَّا أَمْسَى عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ وَذَهَبَ وَتَرَكَنِي فَتَحَرَّجْتُ مِنْهُ وَثَمَّرْتُهُ لَهُ وَأَصْلَحْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَلَقِيَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ اتَّقِ اللهَ وَأَعْطِنِي أَجْرِي وَلَا تَظْلِمْنِي فَقُلْتُ انْطَلِقْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَخُذْهَا فَقَالَ اتَّقِ اللهَ وَلَا تَسْخَرْ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لَسْتُ أَسْخَرُ بِكَ فَانْطَلَقَ فَاسْتَاقَ ذَلِكَ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ خَشْيَةً مِنْكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَتَدَحْرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ.

(১৪) ইব্‌ন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এক ফারাক চাল (প্রায় পনের সের)-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মত হওয়ার সামর্থ্য রাখে, সে যেন ঐরূপ হয়ে যায় (বা হওয়ার চেষ্টা করে)। সাহাবীগণ (রা) জিজ্ঞেস করেন, এক ফারাক চাল সংশ্লিষ্ট লোক কে? রাসূল (সা) বলেন, তিন ব্যক্তি (একদা সফরে) বের হন। হঠাৎ তাঁদের উপর আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। তাঁরা একটি পাহাড়ের গুহার মধ্যে আশ্রয় নেন। পাহাড়ের উপর দিক থেকে একটি পাথর গড়িয়ে পড়ে এবং তাঁদের প্রবেশদ্বার বন্ধ হয়ে যায়। তাঁরা অনেক চেষ্টা-তদবীর করেন, কিন্তু প্রস্তরখণ্ড সরাতে সক্ষম হননি। তখন তাঁরা পরস্পর একে অপরকে বললেন, তোমরা নিদারুণ বিপদে আপতিত। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত তার জীবনের সর্বোত্তম আমলের উসিলা দিয়ে দোয়া করা; হতে পারে আল্লাহ্ তা'আলা এর বদৌলতে আমাদেরকে এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। তখন তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, ইয়া আল্লাহ্, আপনি জানেন যে, আমার পিতা-মাতা উভয়ই অত্যন্ত বৃদ্ধ। আমিই তাঁদের জন্য ছাগীর দুধ দোহন করে পান করাতাম (এটি ছিল তাঁদের রাতের খাবার বা পানীয়; তো একদিন কাঠ সংগ্রহের কাজে অনেক দূরে চলে যাওয়া রাতে ফিরে আসতে বেশ বিলম্ব হয়)। আমি এসে দেখি তাঁরা দু'জনই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি তাদের জন্য হাতে দুধের পেয়ালা নিয়ে দাঁড়িয়ে রাতভর জেগে রইলাম। তাঁদের পূর্বে অন্য কাউকে দুধ দিতে আমার পছন্দ হচ্ছিল না; আবার তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলাও ভাল মনে হচ্ছিল না। অন্যদিকে আমার সন্তানরা ক্ষুধার জ্বালায় আমারই পাশে চিৎকার করছিল। সুতরাং (হে আল্লাহ্!) তুমি যদি জেনে থাক যে, এই কাজটি, আমি তোমারই ভয়ে করেছিলাম, তাহলে এই বিপদ আমাদের থেকে দূর করে দাও। এতে প্রস্তরখণ্ডটি নড়াচড়া করলো (এবং কিছুটা ফাঁকা হলো)।

দ্বিতীয়জন বললো, ইয়া আল্লাহ্, আপনি জানেন যে, আমার এক চাচাত বোন ছিল। সে ছিল আমার কাছে আপনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। আমি তার সাথে মিলনের আকাংখা প্রকাশ করলাম। কিন্তু সে একশত দীনার না দেওয়া পর্যন্ত রাজি হল না। তাই আমি একশত দীনার সংগ্রহ করলাম এবং তা তাকে দিলাম (সে রাজী হল)। অবশেষে আমি যখন তার উপর উঠে বসলাম, তখন সে বললো, আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং অবৈধভাবে আমার সতীত্ব হরণ করো না। তখনই আমি তাকে ছেড়ে উঠে গেলাম। হে আল্লাহ্, আপনি যদি মনে করেন যে, আমি আপনারই ভয়ে এইরূপ করেছিলাম, তাহলে আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। তখন প্রস্তরখণ্ডটি হেলে গেল এবং আকাশ দৃষ্টিগোচর হল।

তৃতীয়জন বললো, ইয়া আল্লাহ্, আপনি জানেন যে, আমি একদা মজুরীর বিনিময়ে (এক ফারাক চাল এর বিনিময়ে) আমি একজন মজুর রেখেছিলাম। দিন শেষে সন্ধ্যাবেলায় আমি তার মজুরী পেশ

www.waytojannah.com

Contents

করলাম, কিন্তু সে তা গ্রহণে অস্বীকার করে চলে গেল। আমি তাকে খুঁজে পেলাম না। আমি তার মজুরীটা ব্যবসায়ে খাটালাম, তা বৃদ্ধি পেল এবং অবশেষে তা দিয়ে একটি গরু খরিদ করলাম এবং রাখালও রাখলাম। অবশেষে একদা দীর্ঘদিন সে আমার সাথে সাক্ষাত করে আমাকে বললো, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আমার পারিশ্রমিক প্রদান কর এবং জুলুম করো না। আমি তাকে বললাম, ঐ গরুর পাল ও রাখালের দিকে যাও এবং ঐসব নিয়ে যাও। সে বললো, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আমার সাথে উপহাস করো না। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে উপহাস করছি না। পরিশেষে সে সবকিছু নিয়ে চলে গেল। ইয়া আল্লাহ্, আপনি যদি জেনে থাকেন যে, এ সবই আমি করেছি আপনার সন্তুষ্টির আশায় এবং আপনার ভয়ে, তাহলে আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। এবার প্রস্তরখণ্ড সরে গেল এবং তাঁরা গুহা থেকে বের হয়ে চলে গেল। [বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ ও অন্যান্য]

(١٥) عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الرَّقِيْمَ فَقَالَ إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ كَانُوا فِي كَهْفٍ فَوَقَعَ الْجَبَلُ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ فَأُوصِدَ عَلَيْهِمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ تَذَاكَرُوا أَيُّكُمْ عَمِلَ حَسَنَةً لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِرَحْمَتِهِ يَرْحَمُنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَدْ [ص:] عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي أُجَرَاءُ يَعْمَلُونَ فَجَاءَنِي عُمَّالٌ لِي اسْتَأْجَرْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَجَاءَنِي رَجُلٌ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَطَ النَّهَارِ فَاسْتَأْجَرْتُهُ بِشَرْطِ أَصْحَابِهِ فَعَمِلَ فِي بَقِيَّةِ نَهَارِهِ كَمَا عَمِلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِي نَهَارِهِ كُلِّهِ فَرَأَيْتُ عَلَيَّ فِي الذِّمَامِ أَنْ لَا أُنْقِصَهُ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُ بِهِ أَصْحَابَهُ لِمَا جَهِدَ فِي عَمَلِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَتُعْطِي هَذَا مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَنِي وَلَمْ يَعْمَلْ إِلَّا نِصْفَ نَهَارٍ؟ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللهِ لَمْ أَبْخَسْكَ شَيْئًا مِنْ شَرْطِكَ وَإِنَّمَا هُوَ مَالِي أَحْكُمُ فِيهِ مَا شِئْتُ قَالَ فَغَضِبَ وَذَهَبَ وَتَرَكَ أَجْرَهُ قَالَ فَوَضَعْتُ حَقَّهُ فِي جَانِبٍ مِنَ الْبَيْتِ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ مَرَّتْ بِي بَعْدَ ذَلِكَ بَقَرٌ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ فَصِيلَةً مِنَ الْبَقَرِ فَبَلَغَتْ مَا شَاءَ اللهُ فَمَرَّ بِي بَعْدَ حِينٍ شَيْخًا ضَعِيفًا لَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ إِنَّ لِي عِنْدَكَ حَقًّا فَذَكَّرَنِيهِ حَتَّى عَرَفْتُهُ فَقُلْتُ إِيَّاكَ أَبْغِي هَذَا حَقُّكَ فَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ جَمِيعَهَا فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَسْخَرْ بِي إِنْ لَمْ تَصَدَّقْ عَلَيَّ فَأَعْطِنِي حَقِّي قَالَ وَاللهِ مَا أَسْخَرُ بِكَ إِنَّهَا لَحَقُّكَ مَا لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ جَمِيعًا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا قَالَ فَانْصَدَعَ الْجَبَلُ حَتَّى رَأَوْا مِنْهُ وَأَبْصَرُوا قَالَ الْآخَرُ قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي فَضْلٌ فَأَصَابَتِ النَّاسَ شِدَّةٌ فَجَاءَتْنِي امْرَأَةٌ تَطْلُبُ مِنِّي مَعْرُوفًا قَالَ فَقُلْتُ وَاللهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ فَأَبَتْ عَلَيَّ فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَذَكَّرْتُنِي بِاللهِ فَأَبَيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ لَا وَاللهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ فَأَبَتْ عَلَيَّ وَذَهَبَتْ فَذَكَرَتْ لِزَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا أَعْطِيهِ نَفْسَكِ وَأَغْنِي عِيَالَكِ فَرَجَعَتْ إِلَيَّ فَنَاشَدْتُنِي بِاللهِ فَأَبَيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ وَاللهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ أَسْلَمَتْ إِلَيَّ نَفْسَهَا فَلَمَّا تَكَشَّفْتُهَا وَهَمَمْتُ بِهَا ارْتَعَدَتْ مِنْ تَحْتِي فَقُلْتُ لَهَا مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ قُلْتُ لَهَا خِفْتِيهِ فِي الشِّدَّةِ وَلَمْ أَخَفْهُ فِي الرَّجَاءِ فَتَرَكْتُهَا وَأَعْطَيْتُهَا مَا يَحِقُّ عَلَيَّ بِمَا تَكَشَّفْتُهَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا قَالَ فَانْصَدَعَ حَتَّى عَرَفُوا وَتَبَيَّنَ لَهُمْ قَالَ الْآخَرُ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَكَانَتْ لِي غَنَمٌ فَكُنْتُ أُطْعِمُ أَبَوَيَّ وَأَسْقِيهِمَا ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى غَنَمِي قَالَ فَأَصَابَنِي يَوْمًا غَيْثٌ حَبَسَنِي فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَأَخَذْتُ

www.waytojannah.com

مِحْلَبِي فَحَلَبْتُ وَغَنَمِي قَائِمَةٌ فَمَضَيْتُ إِلَى أَبَوَيَّ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَشَقَّ عَلَيَّ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَشَقَّ عَلَيَّ أَنْ أَتْرُكَ غَنَمِي فَمَا بَرِحْتُ جَالِسًا وَمِحْلَبِي عَلَى يَدِي حَتَّى أَيْقَظَهُمَا الصُّبْحُ فَسَقَيْتُهُمَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا قَالَ النُّعْمَانُ لَكَأَنِّي أَسْمَعُ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَبَلُ طَاقٌ فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا.

(১৫) নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে 'রাক্বীম' সম্পর্কে বলতে শুনেছেন (রাক্বীম হচ্ছে গুহাযুক্ত পাহাড়। তিনি বলেন, তিন ব্যক্তি পাহাড়ের গুহায় অবস্থান করছিলেন। এমতাবস্থায় পাহাড়ের একটি অংশ গুহার দরজায় ধসে পড়ে। ফলে তারা গুহায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তখন তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, তোমরা কে কী ভাল কাজ করেছ, তা স্মরণ কর। সেই ভাল কাজের উছিলায় আল্লাহ্ তা'আলা হয়তো বা নিজ কৃপায় আমাদের উপর রহমত করতে পারেন।

তখন তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, আমি একবার একটি ভাল কাজ করেছিলাম। আমার কিছুসংখ্যক মজুর ছিল, তারা আমার কাজে নিয়োজিত ছিল। (একদা) কয়েকজন শ্রমিক আমার কাছে আসে, আমি তাদের প্রত্যেককে নির্ধারিত মজুরীর বিনিময়ে রেখে দিলাম। কিন্তু একদিন দুপুরে একজন শ্রমিক এসে হাজির হয় (এবং কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে)। আমি তাকে অন্যদের তুলনায় অর্ধেক মজুরীতে কাজ দিলাম। সে দিবসের অবশিষ্টাংশে সেই পরিমাণ কাজ করলো, যা অন্য শ্রমিকরা সারা দিনে করেছিল। সুতরাং আমার বিবেক তার মজুরী বা পারিশ্রমিক কম না করার পক্ষে রায় দিল, কারণ সে তার কাজে অধিক শ্রম দিয়েছে। (তাই আমি তাকে পূর্ণ দিনের মজুরী দিলাম) তখন অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে একজন আমাকে বললো, আপনি একে আমার সমপরিমাণ মজুরী দান করলেন, অথচ সে কাজ করেছে অর্ধ দিবস? আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহ্র বান্দা, আমি তো তোমার চুক্তি থেকে তোমাকে কিছু কম দেইনি। বাকী আমার সম্পদে আমি ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত নিতে পারি। তখন সে (আমার এ কথা শুনে) রাগান্বিত হয়ে চলে গেল এবং তার পারিশ্রমিক রেখে গেল। তখন আমি তার সেই প্রাপ্য পারিশ্রমিকের অংশ ঘরের এক পাশে আল্লাহর ইচ্ছায় রেখে দেই। পরে তার সেই পারিশ্রমিকের অর্থ দিয়ে একটি গরুর বাছুর খরিদ করি, এরপর আল্লাহ্র ইচ্ছায় তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দীর্ঘদিন পর জনৈক দুর্বল বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার কাছে উপস্থিত হল, আমি তাকে চিনতে পারলাম না। সে বললো, তোমার কাছে আমার ন্যায্য পাওনা রয়েছে, এই বলে সে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল এবং আমি তাকে চিনতে পারলাম। আমি বললাম, আমি তো তোমাকেই খুঁজছি। এই হচ্ছে তোমার সেই প্রাপ্য। এই বলে আমি তার সবকিছুই উপস্থাপন করলাম, সে তখন আমাকে বললো, হে আল্লাহ্র বান্দা, যদি তুমি দান করতে না চাও, অন্ততঃ আমার সাথে ঠাট্টা করো না। আমার ন্যায্য অধিকারই আমাকে দিয়ে দাও। আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না; এ সবই তোমার অধিকারভুক্ত। এখানে আমার কিছু নেই। অতঃপর আমি সবকিছু তাকে দিয়ে দিলাম। হে আল্লাহ্, আমি যদি ঐ কর্মটি তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে আপনি আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। তখন সেটি (পাহাড়ের ঐ অংশটি একটু) সরে গেল এবং তারা গুহার বাইরের দৃশ্য দেখতে পেলেন।

অন্য একজন বললেন, আমি একবার একটি ভাল কাজ করেছিলাম। আমি ছিলাম অর্থ, বিত্তের মালিক। (একদা) লোকজন দুর্ভিক্ষে পতিত হয়। এ সময় জনৈকা মহিলা আমার কাছে দান পাওয়ার আশায় আসে। কিন্তু আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্র শপথ, তুমি নিজকে সমর্পণ না করা পর্যন্ত কোন দান পাবে না। কিন্তু সে অস্বীকার করে এবং চলে যায়। সে তার স্বামীর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করে। তার

www.waytojannah.com

স্বামী তাকে আমার কাছে সমর্পিত হতে এবং পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করতে পরামর্শ দেয়। তাই সে পুনরায় আমার কাছে ফিরে আসে এবং আল্লাহ্‌র নামে আমার কাছে প্রার্থনা করে। কিন্তু আমি রাজি না হয়ে বলি, আল্লাহ্‌র শপথ, তোমাকে না পাওয়া ভিন্ন তা হবে না। সে যখন আমার দৃঢ়তা লক্ষ্য করলো, তখন (অনন্যোপায় হয়ে) নিজকে আমার কাছে সমর্পণ করলো। যখন আমি তাকে অনাবৃত করে উপগত হওয়ার নিকটবর্তী হই, তখন সে নড়ে ওঠে। আমি বললাম, তোমার কী হলো? সে বললো, আমি বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করি। আমি বললাম, তুমি এই কষ্টের মধ্যেও তাঁকে ভয় কর অথচ আমি এই প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও তাঁকে ভয় করছি না! এরপর আমি তাকে ছেড়ে দিই এবং তাকে তার প্রাপ্য দিয়ে দিই। হে আল্লাহ্, আমি যদি এই কর্ম আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে আমাদেরকে উদ্ধার করুন। তখন পাহাড় আরও একটু সরে গেল, তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারলেন এবং সবকিছু তাঁদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠলো।

অন্য একজন বললেন, আমি একবার একটি ভাল কাজ করেছিলাম। আমার পিতা-মাতা ছিলেন অত্যন্ত বৃদ্ধ। আমার কয়েকটি বকরি ছিল। আর আমিই আমার পিতামাতার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করতাম এবং দায়িত্ব পালন শেষে বকরি পালের কাছে ফিরে যেতাম। একদিন অধিক পরিমাণে বৃষ্টির কারণে আমি আটকে পড়লাম। সন্ধ্যার পর আমি পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরলাম। দুধ দোয়ানোর পাত্র নিয়ে দুধ দোয়ালাম। আমার বকরিগুলো ঐ অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিল। যাহোক, আমি দুধ নিয়ে পিতা-মাতার কাছে গিয়ে দেখলাম, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন আমার কাছে তাঁদেরকে জাগ্রত করা এবং আমার বকরিগুলোকে ছেড়ে দেওয়া দুটোই কষ্টকর মনে হচ্ছিল। তখন আমি সেইভাবেই দুধের পাত্র হাতে নিয়ে বসে রইলাম। প্রত্যুষে তাঁদের নিদ্রা ভঙ্গ হলো এবং আমি তাঁদেরকে দুধ পান করালাম। হে আল্লাহ্, আমি যদি এই কর্মটি আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে আপনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

নু'মান বলেন, আমি যেন এই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট থেকে শুনতে পাচ্ছি। তিনি যেন বলছেন, পাহাড়টির (গুহার) দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। (তাঁদের দোয়ার বরকতে) আল্লাহ্ তা ফাঁক করে দিলেন আর তাঁরা (গুহা থেকে) বের হয়ে আসলেন। [হাইছামী, আহমদ ও আবূ ই'য়ালা]

باب ذكر قصة الكفل وذى الكفل.

পরিচ্ছেদ : কিফ্‌ল ও যুল কিফ্‌ল-এর ঘটনা

(١٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مِرَارٍ وَلَكِنْ قَدْ سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ أَرْعَدَتْ وَبَكَتْ فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ أَكْرَهْتُكِ؟ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ هَذَا عَمَلٌ لَمْ أَعْمَلْهُ قَطُّ وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْحَاجَةُ قَالَ فَتَفْعَلِينَ هَذَا وَلَمْ تَفْعَلِيهِ قَطُّ؟ قَالَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ اذْهَبِي فَالدَّنَانِيرُ لَكِ ثُمَّ قَالَ وَاللهِ لَا يَعْصِي اللهَ الْكِفْلُ أَبَدًا فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْكِفْلِ.

(১৬) ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছ থেকে একটি হাদীস শুনেছি। এই হাদীসটি একবার দুইবার কিংবা সাতবার নয়, বরং এর চেয়েও অধিকবার শুনেছি।

www.waytojannah.com

(সেই হাদীসটি এইরূপ:) কিফ্‌ল নামক বনী ইসরাঈলে জনৈক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তার কাজে গোনাহকে ভয় করতেন না। একদা তার কাছে একজন স্ত্রীলোক আসে, তিনি তাকে ষাটটি দীনার দেন এই শর্তে যে, সে তাঁর সাথে উপগত হবে। যখন কিফ্‌ল সেই স্ত্রীলোকের কাছে বসলেন, স্ত্রীলোকটি নড়ে উঠলো এবং কান্না জুড়ে দিল। কিফ্‌ল জিজ্ঞেস করলেন, কী হল, কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে বাধ্য করেছি? সে বললো, না। বরং এই কাজটি আমি জীবনে কখনও করিনি। আর্থিক প্রয়োজনই আমাকে এ কাজে নিয়ে এসেছে। কিফ্‌ল বললেন, তুমি কখনও এ কাজ করোনি, অথচ আজ তা করছো? এরপর তিনি সঙ্গমস্থল থেকে নেমে এলেন এবং বললেন, তুমি চলে যাও, এই দীনারগুলোও তোমার। এরপর বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, কিফ্‌ল কখনও আল্লাহ্‌র নাফরমানী করেনি। সেই রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়, সকালে তাঁর দরজায় লেখা পাওয়া যায় ঃ قَدْ غَفَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْكِفْلِ [আল-মুনযিরী, তিরমিযী ও ইব্‌ন হিব্বান]

باب ذكر قصة الملكين الذين تخليا عن الدنيا وزخرفها۔

পরিচ্ছেদ : দুই বাদশাহর কাহিনী যাঁরা দুনিয়া ও দুনিয়ার সাজসজ্জা থেকে বিমুখ হয়ে গিয়েছিলেন

(١٧) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ فِي مَمْلَكَتِهِ فَتَفَكَّرَ فَعَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ مُنْقَطِعٌ عَنْهُ وَأَنَّ مَا هُوَ فِيْهِ قَدْ شَغَلَهُ عَنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ فَتَسَرَّبَ فَانْسَابَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ قَصْرِهِ فَأَصْبَحَ فِي مَمْلَكَةِ غَيْرِهِ وَأَتَى سَاحِلَ الْبَحْرِ وَكَانَ بِهِ يَضْرِبُ اللَّبِنَ بِالْأَجْرِ فَيَأْكُلُ وَيَتَصَدَّقُ بِالْفَضْلِ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى رَقِيَ أَمْرُهُ إِلَى مَلِكِهِمْ وَعِبَادَتُهُ وَفَضْلُهُ فَأَرْسَلَ مَلِكُهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَأْتِيَهُ فَأَعَادَ ثُمَّ أَعَادَ إِلَيْهِ فَأَبَى أَنْ يَأْتِيَهُ وَقَالَ مَا لَهُ وَمَا لِي؟ قَالَ فَرَكِبَ الْمَلِكُ فَلَمَّا رَآهُ الرَّجُلُ وَلَّى هَارِبًا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْمَلِكُ رَكَضَ فِي أَثَرِهِ فَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ فَنَادَاهُ يَا عَبْدَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنِّي بَأْسٌ فَأَقَامَ حَتَّى أَدْرَكَهُ فَقَالَ لَهُ مَنْ أَنْتَ رَحِمَكَ اللهُ؟ قَالَ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ صَاحِبُ مُلْكِ كَذَا وَكَذَا تَفَكَّرْتُ فِي أَمْرِي فَعَلِمْتُ أَنَّ مَا أَنَا فِيْهِ مُنْقَطِعٌ فَإِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ عِبَادَةِ رَبِّي فَتَرَكْتُهُ وَجِئْتُ هَاهُنَا أَعْبُدُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَا أَنْتَ بِأَحْوَجَ إِلَى مَا صَنَعْتَ مِنِّي قَالَ ثُمَّ نَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ فَسَيَّبَهَا ثُمَّ تَبِعَهُ فَكَانَا جَمِيْعًا يَعْبُدَانِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَدَعَوَا اللهَ أَنْ يُمِيْتَهُمَا جَمِيْعًا قَالَ فَمَاتَا قَالَ عَبْدُ اللهِ لَوْ كُنْتُ بِرُمَيْلَةِ مِصْرَ لَأَرَيْتُكُمْ قُبُوْرَهُمَا بِالنَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(১৭) ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি (বাদশাহ) তাঁর সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন্ তিনি গভীরভাবে চিন্তা করে অনুধাবন করতে পারলেন যে, তাঁর এই সাম্রাজ্য তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তাঁর এই পরিবেশ তাঁকে তাঁর প্রভুর ইবাদত থেকে অমনোযোগী করে রেখেছে এবং তার ব্যপ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং এক রাতে (গোপনে) তিনি তাঁর প্রাসাদ ছেড়ে রওয়ানা হলেন এবং ভোর হতে হতে আরেক সাম্রাজ্যে পৌঁছে গেলেন। সেখানে তিনি সমুদ্রের তীরে আশ্রয় নিলেন এবং অর্থের বিনিময়ে নিজের শ্রম দিয়ে ইট তৈরীর কাজ গ্রহণ করলেন। এতে তাঁর খাবার খরচ বাদে অতিরিক্ত যে অর্থ থাকত, তা সাদ্‌কা করে দিতেন। এভাবেই তাঁর দিন মাস চলছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর ইবাদত, সাদ্‌কা ও রহস্যময় জীবন যাপনের বিষয়টি সেখানকার বাদশাহর নিকট পৌঁছে যায়। বাদশাহ তাঁকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠান; কিন্তু তিনি সেখানে যেতে অস্বীকার

www.waytojannah.com

করেন। এভাবে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার বাদশাহ তাঁকে ডেকে পাঠান কিন্তু তিনি বারংবার অস্বীকার করেন এবং বলেন, বাদশাহর কাছে আমার কী প্রয়োজন আর আমারই বা কী প্রয়োজন তাঁর কাছে? অবশেষে বাদশাহ নিজেই তাঁর কাছে রওয়ানা দিলেন। বাদশাহকে দেখতে পেয়ে তিনি পালাতে লাগলেন। বাদশাহও সাওয়ারী নিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করলো। কিন্তু তাঁর নাগাল পেলেননা। শেষে বাদশাহ ডাক দিয়ে বললেন, হে আবদুল্লাহ, আমি তোমার কোন ক্ষতি করবো না। তখন তিনি থামেন এবং বাদশাহ তাঁকে নাগালে পান। বাদশাহ জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহমত করুন, আপনি কে? তখন তিনি উত্তরে বললেন, আমি অমুকের পুত্র অমুক এবং অমুক সাম্রাজ্যের অধিপতি। কিন্তু আমি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে বুঝতে পেরেছি যে, যে পরিবেশের মধ্যে আমি আবদ্ধ, তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং এই পরিবেশ আমাকে আমার রবের ইবাদত থেকে গাফেল করে রেখেছে; তাই আমি তা ছেড়ে এসেছি এবং এখানে এসে আমার মহাপ্রভুর ইবাদত-বন্দেগী করছি। তখন বাদশাহ বললেন, আপনি যা করেছেন, তার প্রয়োজনীয়তা আপনার চেয়ে আমার কাছে মোটেও কম নয়। এই বলে তিনি তাঁর সাওয়ারী থেকে অবতরণ করে সাওয়ারী ছেড়ে দেন এবং তাঁর অনুসরণ করতে থাকেন। তাঁরা দু'জন মিলে আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল হন। তাঁরা একসময় আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেন তাঁদের মৃত্যু যেন একই সময়ে হয়। অতঃপর তাঁরা মৃত্যুবরণ করেন। আবদুল্লাহ (এই হাদীসের রাবী) বলেন, আমি যদি এক্ষণে মিশরের রুমাইলায় থাকতাম, তাহলে আল্লাহ্র রাসূল (সা) আমাদেরকে যেসব চিন্তা-বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন, সে সবের আলোকে তাঁদের দু'জনের কবর দেখিয়ে দিতে পারতাম। [হাইছামী, আহমদ ও আবূ ই'য়ালা]

باب ما جاء فى العرب العاربة والمستعربة والى من يتسبون وذكر قحطان وقصة سبا۔

পরিচ্ছেদ : সাবা' ও তার সাথে সম্পৃক্ত বংশাবলী

(١٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبَإٍ مَا هُوَ أَرَجُلٌ أَمِ امْرَأَةٌ أَمْ أَرْضٌ؟ فَقَالَ بَلْ هُوَ رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةً فَسَكَنَ الْيَمَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَبِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فَأَمَّا الْيَمَانِيُّونَ فَمَذْحِجٌ وَكِنْدَةُ وَالْأَزْدُ وَالْأَشْعَرِيُّونَ وَأَنْمَارٌ وَحِمْيَرُ عَرَبًا كُلُّهَا وَأَمَّا الشَّامِيَّةُ فَلَخْمٌ وَجُذَامُ وَعَامِلَةُ وَغَسَّانُ۔

(১৮) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে সাবা সম্পর্কে প্রশ্ন করে : অর্থাৎ এটি কি পুরুষ না কি নারী না কোন ভূখণ্ড? রাসূল (সা) উত্তরে বলেন, সাবা বরং একজন পুরুষ, তাঁর বংশে দশজন সন্তান জন্মলাভ করে। এঁদের মধ্যে ছয়জন ইয়ামানে, চারজন শামে (সিরিয়ায়) আবসিত হন। ইয়ামনীগণ হচ্ছেন– মায্হিজ, কিন্দা, আয্দ, আশআরিউন, আন্মার ও হিময়ার; এঁরা সবাই আরব। আর শামীগণ হচ্ছেন– লাখ্ম, জুযাম, আমিলা ও গাস্সান। [এই হাদীসের বরাত ১৮শ খণ্ডে "কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন" অধ্যায়ে ৩৯৮ নং হাদীসে দ্রষ্টব্য।]

(١٩) عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُقَاتِلُ بِمُقْبِلِ قَوْمِي مُدْبِرَهُمْ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى اله وصحبه وَسَلَّمَ نَعَمْ فَقَاتِلْ بمقبل مدبرهم فَلَمَّا وُلِّيتُ دَعَانِي فَقَالَ لَا تُقَاتِلْهُمْ حَتَّى تَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ سَبَأً أَوَادٍ هُوَ؟ أَجَبَلٌ هُوَ؟ قَالَ لَا بَلْ هُوَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ وُلِدَ لَهُ عَشْرَةٌ فَتَيَامَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَتَشَاءَمَ أَرْبَعَةٌ تَيَامَنَ الْأَزْدُ وَالْأَشْعَرِيُّونَ وَحِمْيَرُ وَكِنْدَةُ وَمَذْحِجٌ وَأَنْمَارُ الَّذِينَ يُقَالُ مِنْهُمْ بَجَلِيَّةُ وَخَثْعَمُ وَتَشَاءَمَ لَخْمٌ وَجُذَامُ وَعَامِلَةُ وَغَسَّانُ۔

www.waytojannah.com

Contents

(১৯) ফারওয়াহ ইব্ন মুসাইক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আমার সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণকারীদের নিয়ে কি সেই সব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যারা ইসলাম থেকে বিমুখ? রাসূল (সা) বলেন, হ্যাঁ, তোমার সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণকারীদের নিয়ে ইসলাম হতে যারা বিমুখ, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আমি যখন ফিরে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না যতক্ষণ না তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে। এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! সাবা কী? এটি কোন উপত্যকা, নাকি পাহাড়, না অন্য কিছু? রাসূল (সা) বললেন, না। তিনি হচ্ছেন একজন আরবীয় পুরুষ। তাঁর বংশে জন্ম নেয় দশ সন্তান। তন্মধ্যে ছয়জন ইয়ামানে ও চারজন শামে বসতি স্থাপন করে। ইয়ামানে বসতি স্থাপনকারীরা হচ্ছে– আয্দ, আশ'আরিয়্যুন, হিময়ার, কিন্দা, মাযহিজ ও আন্মার – যাদেরকে "রাজিলা ও আশ্আম" বলা হয়। শামে (সিরিয়ায়) বসতি স্থাপনকারীরা হচ্ছে– লাখ্ম, জুদাম, আমিলা ও গাস্সান। [আবু দাউদ ও তিরমিযী]

(٢٠) عَنْ ذِي مِخْمَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ فِي حِمْيَرَ فَنَزَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ فَجَعَلَهُ فِي قُرَيْشٍ (وَسَيَعُودُ إِلَيْهِمْ) وَكَذَا كَانَ فِي كِتَابِ أَبِي مُقَطَّعًا وَحَيْثُ حَدَّثَنَا بِهِ تَكَلَّمَ عَلَى الِاسْتِوَاءِ.

(২০) যূমিখ্মার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এই রাজত্ব বা সাম্রাজ্য ছিল হিময়ার বংশে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেন এবং কুরাইশদের কাছে সমর্পণ করেন এবং ভবিষ্যতে তা পুনরায় তাদেও কাছে (হিময়ার বংশে) প্রত্যাবর্তন করবে।

আবূ মুকাত্তি-এর পাণ্ডুলিপিতে وَسَيَعُودُ إِلَيْهِمْ শব্দ দু'টি ছিল এইরূপ وَسَ يَ عُ ودُ إِ لَ يْ هِ مْ । কিন্তু তিনি বর্ণনার সময় সোজা সরলভাবেই উচ্চারণ করেন। [হাইছামী, আহমদ ও তাবারানী]

باب ما جاء فى ذكر تبع ملك اليمن وقصته مع اهل المدينة.

পরিচ্ছেদ : ইয়ামনের বাদশাহ তুব্বা' ও মদীনাবাসীদের সাথে তাঁর ঘটনা প্রসঙ্গ

(٢١) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى اله وصحبه وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَسُبُّوا تُبَّعًا، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ أَسْلَمَ.

(২১) সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি, তোমরা তুব্বা'কে গালি দিও না। কেননা, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। [তাবারানী, তাবায়ী, হাদীসটি গরীব।]

باب خبر عمر بن لحيّ وعبادة الاصنام.

পরিচ্ছেদ : উমর ইব্ন লুহাই-এর খবর ও মূর্তিপূজার প্রচলন

(٢٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَعَبَدَ الْأَصْنَامَ أَبُو خُزَاعَةَ عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ وَإِنِّي رَأَيْتُهُ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ فِي النَّارِ.

www.waytojannah.com

(২২) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সর্বপ্রথম 'সাইবা' এর প্রচলন ও মূর্তিপূজার গোড়াপত্তন করেছিল আবূ খুযা'আ আমর ইব্ন 'আমের এবং তাকে দেখেছি জাহান্নামের ভেতর তার নাড়ি-ভূরি হেঁচড়িয়ে চলছে। [আহমদ, হাদীসটির সনদ দুর্বল কিন্তু মতন সহীহ।]

(٢٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّائِبَةَ وَبَحَرَ الْبَحِيرَةَ.

(২৩) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি– আমি আমর ইব্ন 'আমের আল-খুযায়ীকে দেখেছি, জাহান্নামে তার নাড়ি-ভূরি হেঁচড়িয়ে চলছে। সেই সর্বপ্রথম উষ্ট্রীকূলে সায়িবা ও বাহীরার প্রচলন করেছিল। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

www.waytojannah.com

ابواب ذكر جماعة مشهورين كانوا فى الجاهلية

জাহেলী যুগে কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদসমূহ

باب ما جاء فى حاتم الطائى

পরিচ্ছেদ : হাতিম তাঈ

(٢٤) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَقْرِى الضَّيْفَ وَيَفْعَلُ كَذَا قَالَ إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ شَيْئًا فَأَدْرَكَهُ.

(২৪) 'আদি ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার পিতা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতেন, মেহমানদের মেহমানদারী করতেন এবং এ ধরনের আরো কাজ করতেন। রাসূল (সা) বলেন, তোমার পিতা এসব কাজের বিনিময়ে যা আকাঙ্খা করেছিলেন, তা তিনি পেয়ে গেছেন। (অর্থাৎ তাঁর ঐসব প্রকাশিত কাজের প্রশংসা তিনি মানুষের কাছ থেকে পেয়েছেন, আল্লাহ্র নিকট এর কোন প্রতিদান নেই।) [এই হাদীসের সনদ উত্তম। ইব্ন কাছীর।]

باب ما جاء فى عبد الله بن جدعان

পরিচ্ছেদ : আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাদ'আন

(٢٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمَسَاكِيْنَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ لَا يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيْئَتِي يَوْمَ الدِّيْنِ.

(২৫) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা), ইব্ন জুদ'আন জাহেলী যুগে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতেন এবং মিসকিনদেরকে খাবার খাওয়াতেন, এতে তার কোন উপকার হবে কি? রাসূল (সা) বললেন, না, আয়েশা। সে কোন দিন বলেনি– হে প্রভু কিয়ামতের দিন আমার গোনাহ ক্ষমা করো। [মুসলিম, বগভী ও অন্যান্য]

باب ما جاء فى امرىء القيس بن حجر الشاعر المشهور

পরিচ্ছেদ : প্রসিদ্ধ কবি ইমরুল কায়স ইব্ন হাজ্র

(٢٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرُؤُ الْقَيْسِ صَاحِبُ لِوَاءِ الشُّعَرَاءِ إِلَى النَّارِ.

(২৬) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ইমরুল কায়স জাহেলী যুগের কবিদের ঝান্ডাধারী সর্দার, সে দোযখের দিকে চলতে তাদের নেতৃত্ব দিবে। [হাইছামী ও বায্যার]

www.waytojannah.com

باب ما جاء فى امية بن ابى الصلت وشىء من شعره۔

পরিচ্ছেদ : উমাইয়্যা ইব্ন আবীস সালত ও তাঁর কিছু কবিতা

(٢٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَشْعَرُ بَيْتٍ (وفى رواية أَصْدَقُ بَيْتٍ) قَالَتِ الْعَرَبُ (أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ) وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ۔

(২৭) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, আরবদের রচিত কবিতার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর (অন্য বর্ণনায় সর্বাধিক সত্য) কবিতা হচ্ছে, (সাবধান, আল্লাহ্ ভিন্ন সবকিছু ধ্বংসন্মুখ।) এবং উমাইয়্যা ইব্ন আবীস্ সাল্ত ইসলাম গ্রহণের খুব নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল।

(٢٨) عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْشَدَهُ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ قَالَ فَأَنْشَدَهُ مِائَةَ قَافِيَةٍ فَلَمْ أُنْشِدْهُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ إِيهِ إِيهِ حَتَّى إِذَا اسْتَفْرَغْتُ مِنْ مِائَةِ قَافِيَةٍ قَالَ كَادَ أَنْ يُسْلِمَ۔

(২৮) 'আমর ইব্নশ শারীদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে উমাইয়্যা ইব্ন আবিস্ সাল্তের কবিতা থেকে আবৃত্তি করে শোনাতে বলেন। তখন তিনি রাসূলকে (সা) একশত পংক্তি আবৃত্তি করে শোনান। তিনি যখনই একটু আবৃত্তি করতেন, রাসূল (সা) "আহ্" "ইহ্" আরও শোনাও বলতেন। এইভাবে একশত পংক্তি শেষ হওয়ার পর তিনি বলেন, উমাইয়্যা ইসলাম গ্রহণের খুব নিকটবর্তী হয়ে পড়েছিল। [এ দু'টি হাদীসের তাখরীজ ১৯শ খণ্ডে দ্রষ্টব্য।]

باب ما جاء فى زيد بن عمرو بن نفيل۔

পরিচ্ছেদ : যায়দ ইব্ন 'আমর ইব্ন নুফাইল

(٢٩) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةً فِيهَا لَحْمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَا أَكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلَا أَكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ حَدَّثَ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى اله وصحبه وَسَلَّمَ۔

(২৯) সালিম ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে, তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্র (সা) উপর ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে (নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে) তিনি (একদা) বায়দাহ'র নিচের দিকে যায়েদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইলের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জন্য কিছু খাবার পেশ করেন, তাতে গোশ্ত ছিল। কিন্তু যায়েদ সেই খাবার থেকে খেতে অস্বীকার করেন। এরপর তিনি বলেন,তোমরা যা তোমাদের দেবদেবীর উদ্দেশ্যে জবেহ কর, তা আমি গ্রহণ করি না এবং যে প্রাণী জবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কেবল সেই প্রাণীর গোশ্তই ইআমি খেয়ে থাকি।

www.waytojannah.com

এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) কাছ থেকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) বর্ণনা করেছেন। [এর বরাত ১৭শ খণ্ডে কিতাবুস সাইদ-এ বর্ণিত হয়েছে।]

باب ما جاء فى ورقه بن نوفل بن عم خديجة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهما۔

পরিচ্ছেদ : রাসূলের (সা) স্ত্রী হযরত খাদিজার চাচাতো ভাই ওয়ারকা ইব্‌ন নাওফাল

(٣٠) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ خَدِيْجَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْمَنَامِ فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ ثِيَابَ بَيَاضٍ فَأَحْسِبُهُ لَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيَاضٌ۔

(৩০) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত খাদিজা (রা) একদা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে ওয়ারাকা ইব্‌ন নওফাল সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। উত্তরে রাসূল (সা) বলেন, আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি। তাঁর পরিধানে আমি সাদা কাপড় দেখতে পেয়েছি। তাই আমি ধারণা করি যে, যদি তিনি দোযখবাসী হতেন, তাহলে তাঁর পরিধানে সাদা বস্ত্র থাকতো না। [আহমদ, বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য এবং হাদীসটি হাসান।]

www.waytojannah.com

كتاب سيرة اول النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد بن عبد الله رضى الله عنه
وذكر ايامه وعز واته وسر اياه والوفود اليه وشمائله وفضائله الى ان لحق بالرفيق الأعلى وهو
ثلاثة اقسام
(القسم الأول من ابتداء نسبه الشريف ومولده الى هجرته من مكة الى المدينة)

অধ্যায়

সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (সা)-এর জীবনচরিত

[তাঁর সময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতি, তাঁর যুদ্ধাভিযানসমূহ, তাঁর নিকট আসা প্রতিনিধিদল, তাঁর শারীরিক গঠন-বৈশিষ্ট্য, তাঁর মর্যাদা এবং ওফাত পর্যন্ত তাঁর জীবনালেখ্য।]

[গোটা বিষয়বস্তুকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।]

باب ذكر نسبه الشريف وطيب اصله المنيف.

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বংশ-পরিচয় ও কুল মর্যাদা

(١) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

(১) ওয়াছিলা ইব্নল আসকা' (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ইসমাঈলকে (আ) ইব্রাহীমের (আ) বংশ থেকে চয়ন করেছেন, আর কিনানাকে চয়ন করেছেন ইসমাঈলের (আ) বংশ থেকে। কিনানার বংশধর থেকে কুরাইশকে চয়ন করেছেন; আর বনু হাশিমকে চয়ন করেছেন কুরাইশ থেকে। তিনি আমাকে চয়ন করেছেন বনূ হাশিম থেকে। [তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ]

(٢) عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ أَتَى نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ إِنَّمَا مِثْلُ مُحَمَّدٍ مِثْلُ نَخْلَةٍ نَبَتَتْ فِي كَبَا قَالَ حُسَيْنٌ الْكِبَا الْكُنَاسَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَنَا؟ قَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللهِ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ فَمَا سَمِعْنَاهُ قَطُّ يَنْتَمِي قَبْلَهَا أَلَا إِنَّ اللهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ خَلْقِهِ ثُمَّ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ الْفِرْقَتَيْنِ ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا.

(২) আবদুল মুত্তালিব ইব্ন রাবী'আ ইব্নল হারিছ ইব্ন 'আবদিল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) আন্সারগণের মধ্য থেকে একদল লোক রাসূলুল্লাহ্র (সা) কাছে আগমন করেন এবং বলেন, আমরা আপনার কওম (বংশ) সম্পর্কে বিভিন্ন কথা শুনতে পাই। এমনকি তাদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি এমনও বলে থাকে যে, মুহাম্মদের (সা) উদাহরণ হচ্ছে এমন একটি খেজুর বৃক্ষ, যা

www.waytojannah.com

Contents

নিম্নমানের মাটিতে জন্মেছে। তখন রাসূল (সা) বললেন, হে লোকসকল, (তোমরা বল) আমি কে? তারা বললো, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)। রাসূল (সা) বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব। (রাবী বলেন, ইতিপূর্বে আমরা তাঁকে এভাবে পরিচয় দিতে শুনিনি)। (জেনে রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট (মানুষ ও জ্বিন) সৃষ্টি করে আমাকে তাঁর উত্তম সৃষ্টভুক্ত (মানুষ) করেছেন। সেই সৃষ্টিকেও (মানুষকে) দুইভাগে বিভক্ত করেছেন এবং সর্বোত্তমভাগে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন (অর্থাৎ আরব করে পাঠিয়েছেন)। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আরবদের মধ্যে বিভিন্ন গোত্র ও কবীলা সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে সর্বোত্তম কবীলায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এরপর তিনি কবীলার মধ্যে বিভিন্ন ঘরানা সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানেও আমাকে সর্বোত্তম ঘরানা (বনূ হাশিম) দান করেছেন। সুতরাং আমি তোমাদের মধ্যে (সমগ্র মানব সন্তানের মধ্যে) বংশ ও ঘরানার দিক থেকে এবং ব্যক্তি হিসেবে সর্বোত্তম। [তিরমিযী]

(٣) عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْضَمٍ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفْدٍ لَا يَرَوْنَ أَنِّي أَفْضَلُهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَزْعُمُ أَنَّكُمْ مِنَّا قَالَ نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنُ كِنَانَةَ لَا نَقْفُو أُمَّنَا وَلَا نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا قَالَ فَكَانَ الْأَشْعَثُ يَقُولُ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ نَفَى قُرَيْشًا مِنَ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ إِلَّا جَلَدْتُهُ الْحَدَّ.

(৩) মুসলিম ইব্‌ন হাইদম বর্ণনা করেন আল-আশ'আছ ইব্‌ন কায়স থেকে, তিনি বলেন, আমি (একদা) একটি প্রতিনিধিদলের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করি। প্রতিনিধি দলের লোকজন আমাকে তাদের মধ্যে বংশগত দিক দিয়ে সর্বোত্তম মনে করতো না। তখন আমি রাসূলকে (সা) বললাম, আমরা মনে করে থাকি যে, আপনি আমাদের বংশোদ্ভূত। রাসূল (সা) বললেন, আমরা হচ্ছি বনূ নযর বিন কিনানা, আমরা আমাদের জননীগণকে অভিযুক্ত করি না এবং পিতা ভিন্ন অন্য কারো পরিচয়ে পরিচিত হই না। রাবী বলেন, এরপর থেকে আশ'আছ বলতেন, যে ব্যক্তি কুরাইশকে নযর বিন কিনানা-এর অংশ মনে করে না–তাকে আমি মিথ্যারোপের অভিযোগে শাস্তি দেব। [ইব্‌ন মাজাহ, হাদীসটি গরীব।]

باب ما جاء فى بعض فضائله صلى الله عليه وسلم وانه خاتم النبيين لا نبى بعده.

পরিচ্ছেদ : রাসূলের (সা) মর্যাদা এবং তাঁর সর্বশেষ নবী হওয়া প্রসংগ

(٤) عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي عِنْدَ اللهِ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ دَعْوَةِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةِ عِيسَى قَوْمَهُ وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ وَكَذَلِكَ تَرَى أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ.

(৪) আল-'ইরবায ইব্‌ন সারীয়াহ আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা) বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র নিকট রক্ষিত উম্মুল কিতাবে সেই সময়ও সর্বশেষ নবী, যখন আদম (আ) তাঁর মৃত্তিকায় নিপতিত (অর্থাৎ তখনও আদমের দেহে রূহ দেওয়া হয়নি)। এই কথার ব্যাখ্যা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। ইব্রাহীম (আ) এর দোয়া ঈসা (আ) কর্তৃক তাঁর কওমের প্রতি সুসংবাদ এবং আমার জননীর স্বপ্ন–তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তাঁর থেকে একটি আলোকরশ্মি বের হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত করে ফেলেছে। এমনিভাবে সব নবীর জননীগণ স্বপ্ন দেখেছিলেন। [হাকিম; তিনি এটাকে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।]

www.waytojannah.com

Contents

(٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى كُتِبْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ وَاٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ.

(৫) আবদুল্লাহ ইব্ন শাক্বীক বর্ণনা করেছেন– মায়সারা আল-ফজর থেকে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জিজ্ঞেস করলাম– আপনি কখন নবী ছিলেন, অথবা কখন আপনাকে নবী বানানো হয়? রাসূল (সা) বলেন, সেই আদিতে যখন আদম (আ) ছিলেন শরীর ও আত্মার মধ্যবর্তী অবস্থায়। [হায়ছামী; তাবারানী]

(٦) عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ وَدَجَّالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي.

(৬) হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে রয়েছে সাতাশজন মিথ্যাবাদী ও ধোঁকাবাজ। এদের মধ্যে চারজন স্ত্রীলোক এবং আমি হচ্ছি সর্বশেষ নবী, আমার পরে কোন নবী নেই। [হাইছামী, তাবারানী ও বায্যার]

(٧) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ.

(৭) আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমি কিয়ামত দিবসে বনূ আদমের সর্দার এবং এতে আমার কোন অহঙ্কার নেই; কিয়ামতের দিবসে সর্বপ্রথম আমার উপর থেকেই মাটি বিদীর্ণ করা হবে (উত্থিত করা হবে) এবং এতে আমার কোন অহংকার নেই; এবং আমিই কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম শাফা'আতকারী এবং এতে আমার কোন অহঙ্কার নেই। [তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ। ইমাম তিরমিযীর মতে হাদীসটি হাসান-সহীহ।]

(٨) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ.

(৮) উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আমি হবো নবীগণের (আ) ইমাম, খতীব (অন্য কাউকে কথা বলার অধিকার দেওয়া হবে না) এবং তাঁদের শাফায়াতকারী এবং এতে আমার কোন অহঙ্কার নেই। [তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ ও মালিক]

باب ذكر بعض أسمائه الشريفة وانه اول النبيين واخرهم وافضلهم.

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কতিপয় মোবারক নাম এবং তিনিই নবীগণের (আ) মধ্যে সর্বপ্রথম, সর্বশেষ ও সর্বোত্তম

(٩) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ.

(৯) মুহাম্মদ ইব্ন জুবাইর ইব্ন মুত'য়িম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমার কয়েকটি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ; আমি আহমদ; আমি হাশির। আমার পায়ের

www.waytojannah.com

কাছে মানুষকে একত্রিত করা হবে এবং আমি মাহী, আমার দ্বারাই কুফরকে মিটিয়ে দেওয়া হবে এবং আমি আল আখির (সর্বশেষ) অর্থাৎ যার পরে আর কোন নবী নেই। [বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ]

(١٠) عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ أَسْمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظْنَا فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفِّي وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ قَالَ يَزِيدُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ.

(১০) আবূ মূসা আল আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) তাঁর নিজের কতিপয় নাম বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে আমরা কয়টি মুখস্থ রেখেছি। তিনি বলেছিলেন আমি মুহাম্মদ, আহমদ, আল-সুক্‌ফী, আল-হাশির ও নবী উর রহমাহ। ইয়াযীদ বলেন এবং নবী উত তাওবা ও নবী-উল-মালহামা। [মুসলিম]

(١١) عَنْ حُذَيْفَةَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ قَالَ إِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَالْحَاشِرُ وَالْمُقَفِّي وَنَبِيُّ الْمَلَاحِمِ.

(১১) হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি মদীনার রাস্তায় হাঁটছিলাম, এমন সময় আমি আল্লাহর রাসূলকে (সা) যেতে দেখলাম এবং শুনতে পেলাম তিনি বলছেন– আমি মুহাম্মাদ। আমি আহমদ, নবী-উর রহমাহ, নবী উত্ তাওবাহ, আল-হাশির, আল-মুক্‌ফী ও নবী উল মানাহিম। [হাইছামী, বায়হাকী]

باب ما جاء فى ذكر مولده صلى الله عليه وسلم.

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) এর জন্ম

(١٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وُلِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَاسْتُنْبِئَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَتُوُفِّيَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَرَفَعَ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ.

(১২) ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) জন্মগ্রহণ করেন সোমবার, নবুয়তপ্রাপ্ত হয়েছেন সোমবার, ওফাত পেয়েছেন সোমবার, মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হন সোমবার এবং হাজরুল আস্‌ওয়াদ উত্তোলন করেন সোমবার। [হাইছামী, আহমদ ও তাবারানী]

(١٣) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ مَا كَانَ أَوَّلُ بَدْءِ أَمْرِكَ؟ قَالَ دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبُشْرَى عِيسَى وَرَأَتْ أُمِّي نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ.

(১৩) আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া নাবীআল্লাহ (সা) আপনার সূচনার বিষয়টি কীরূপ? তিনি বলেন, (আমি) আমার পিতা ইব্রাহীমের (আ) দোয়া, ঈসার (আ) সুসংবাদ এবং আমার জননী স্বপ্নে দেখেন আলোকরশ্মি, যদ্বারা সিরিয়ার প্রাসাদগুলো আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। [হাইছামী ও তাবারানী, এর সনদ হাসান]

(١٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ قَالَ وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى اله وصحبه وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ فَنَحْنُ لِدَانِ وُلِدْنَا مَوْلِدًا وَاحِدًا.

www.waytojannah.com

(১৪) কায়স ইব্ন মাখ্‌রামা ইব্ন আবদিল মুত্তালিব ইব্ন আবদ মানাফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) হস্তি-বর্ষে (আমূল ফীল) জন্মগ্রহণ করেছি। সুতরাং আমরা দু'জন সমবয়সী একই বছরের জাতক। [ইব্ন ইসহাক। সনদ উত্তম।]

باب ما جاء فى ذكر رضاعه صلى الله عليه وسلم ومراضعه وحواضنه۔

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুগ্ধপান ও দুধ মা, লালন-পালনকারিনীগণ

(١٥) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي؟ قَالَ فَأَصْنَعُ بِهَا مَاذَا؟ قَالَتْ تَزَوَّجُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحِبِّيْنَ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَقُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي قَالَتْ فَوَاللهِ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتْ تَحِلُّ لِي لَمَا تَزَوَّجْتُهَا قَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةُ بَنِي هَاشِمٍ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ أَخَوَاتِكُنَّ وَلَا بَنَاتِكُنَّ۔

(১৫) উম্মু সালামা (রা) থেকে যয়নব বিনতু আবী সালামা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) কাছে এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার বোনের ব্যাপারে আপনার কোন আগ্রহ আছে কি? রাসূল (সা) বলেন, তার বিষয়ে কী করতে চাও? তিনি বলেন, আপনি তাঁকে বিয়ে করুন। রাসূল (সা) বললেন, তাই কি তুমি চাও? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি আপনার একজন মাত্র পত্নী নই এবং আমার বোনই আমার সাথে কোন মঙ্গলে শরীক হওয়ার বেশী হকদার। তখন রাসূল (সা) তাঁকে বললেন, সে (তোমার বোন) আমার জন্য হালাল নয়। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি উম্মে সালামা বিনতি আবী সালামার কন্যা দুররাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে চাচ্ছেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, সে যদি (এদিক থেকে) আমার জন্য হালাল হতও, তবুও আমি তাকে বিয়ে করতে পারতাম না। কারণ বনূ হাশিমের দাসী ছুয়াইবা আমাকে এবং তার (দুররার) পিতাকে দুগ্ধ পান করিয়েছেন। সুতরাং তোমরা কখনো তোমাদের ভগ্নি ও তোমার কন্যাদেরকে আমার জন্য প্রস্তাব করবে না। [বুখারী, মুসলিম ও শাফি'য়ী। হাদীসটি সহীহ।]

باب ذكر رضاعه صلى الله عليه وسلم من حليمة السعدية وما ظهر عليه من ايات النبوة۔

পরিচ্ছেদ : রাসূল (সা) কর্তৃক হালিমা সা'দিয়্যা (রা)-এর দুগ্ধপান এবং তাঁর থেকে শৈশবে নবুয়তের আলামত প্রকাশ পাওয়া

(١٦) عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ شَأْنِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ كَانَتْ حَاضِنَتِي مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنٌ لَهَا فِي بَهْمٍ لَنَا وَلَمْ نَأْخُذْ مَعَنَا زَادًا فَقُلْتُ يَا أَخِي اذْهَبْ فَأْتِنَا بِزَادٍ مِنْ عِنْدِ أُمِّنَا فَانْطَلَقَ أَخِي وَمَكَثْتُ عِنْدَ الْبَهْمِ فَأَقْبَلَ طَيْرَانِ أَبْيَضَانِ كَأَنَّهُمَا نَسْرَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَهُوَ هُوَ؟ قَالَ نَعَمْ فَأَقْبَلَا يَبْتَدِرَانِي فَأَخَذَانِي فَبَطَحَانِي إِلَى الْقَفَا فَشَقَّا بَطْنِي ثُمَّ اسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقَّاهُ فَأَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ يَزِيْدُ فِي حَدِيْثِهِ

www.waytojannah.com

ائْتِنِي بِمَاءٍ ثَلْجٍ فَغَسَلَا بِهِ جَوْفِي ثُمَّ قَالَ ائْتِنِي بِمَاءٍ بَرَدٍ فَغَسَلَا بِهِ قَلْبِي ثُمَّ قَالَ ائْتِنِي بِالسَّكِينَةِ فَذَرَّاهَا فِي قَلْبِي ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ حِصْهُ فَحَاصَهُ وَخَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ وَقَالَ حَيْوَةٌ فِي حَدِيثِهِ حِصْهُ فَحَصَّهُ وَاخْتِمْ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ وَاجْعَلْ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِهِ فِي كِفَّةٍ فَإِذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْأَلْفِ فَوْقِي أُشْفِقُ أَنْ يَخِرَّ عَلَيَّ بَعْضُهُمْ فَقَالَ لَوْ أَنَّ أُمَّتَهُ وُزِنَتْ بِهِ لَمَالَ بِهِمْ ثُمَّ انْطَلَقَا وَتَرَكَانِي وَفَرِقْتُ فَرَقًا شَدِيدًا ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُهُ فَأَشْفَقَتْ عَلَيَّ أَنْ يَكُونَ أُلْبِسَ بِي قَالَتْ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ فَرَحَلَتْ بَعِيرًا لَهَا فَجَعَلَتْنِي وَقَالَ يَزِيدُ فَحَمَلَتْنِي عَلَى الرَّحْلِ وَرَكِبَتْ خَلْفِي حَتَّى بَلَغْنَا إِلَى أُمِّي فَقَالَتْ أَوَأَدَّيْتُ أَمَانَتِي وَذِمَّتِي؟ وَحَدَّثَتْهَا بِالَّذِي لَقِيتُ فَلَمْ يَرُعْهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ إِنِّي رَأَيْتُ خَرَجَ مِنِّي نُورًا أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ.

১৬. 'উত্‌বা ইব্‌ন আব্‌দ আস্‌ সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা) জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা) আপনার শৈশবের অবস্থা কীরূপ ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, আমার দুগ্ধমাতা ছিলেন বনূ সা'দ ইব্‌ন কা'ব গোত্রীয়। একদা আমি ও তাঁর (দুগ্ধমাতার) ছেলে বক্‌রি চড়াতে গেলাম। কিন্তু আমরা সাথে খাবার সামগ্রী নিয়ে যাইনি। আমি বললাম, ভাই তুমি আমাদের মায়ের কাছ থেকে খাবার নিয়ে আস। আমার সেই ভাইটি চলে গেল। আমি (একা) ছাগপালের কাছে রয়ে গেলাম। এমন সময় দু'টি সাদা পাখি উড়ে এল। পাখি দু'টি বাজপাখির ন্যায়। একটি পাখি (ফেরেশ্‌তা) তার সাথীকে বললো, এই কি সে? অতঃপর তাঁরা দু'জন দ্রুত আমার কাছে এল, আমাকে নিয়ে চিৎ করে শুইয়ে দিল এবং আমার পেট ফেঁড়ে ফেলল। এরপর আমার হৃদপিণ্ড বের করে আনল এবং তা ফেঁড়ে সেখান থেকে দু'টি কালো রক্তপিণ্ড বের করে ফেলল। তখন একজন অপরজনকে বলল, বরফপানি এনে দাও। তখন তাঁরা সেই বরফ-পানি দিয়ে আমার পেট ধৌত করল। এরপর একজন বলল, ঠাণ্ডা পানি এনে দাও। এরপর তাঁরা আমার হৃৎপিণ্ড সেই পানি দিয়ে ধৌত করল। এরপর একজন বললেন, প্রশান্তি নিয়ে আস। অতঃপর সেই প্রশান্তি আমার অন্তরে ঢেলে দিল। এরপর একজন অন্যজনকে বলল, সেলাই কর, তারপর তা সেলাই করে তার উপর নবুয়তের সীলমোহর মেরে দিল।

এর রাবী হাইওয়াহ (র) তাঁর হাদীসে বলেন, সেলাই কর, তখন সে সেলাই করল এবং তার উপর নবুয়তের সীল মেরে দিল। এরপর একজন অপরজনকে বলল, এঁকে এক পাল্লায় রাখ এবং তাঁর উম্মতের এক হাজার জনকে অপর পাল্লায় রাখ। ঐ সময় আমি আমার উপর সেই এক হাজার জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম। আমার ভয় হচ্ছিল যে, তাদের মধ্য থেকে কেউ না আমার উপর পড়ে যায়! বললেন, যদি এঁর সমগ্র উম্মতকেও তাঁর সাথে পরিমাপ করা হয়, তবুও ইনিই ভারি হবেন। এরপর তাঁরা চলে গেল এবং আমাকে ছেড়ে দিল। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। এরপর আমার মায়ের কাছে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি (ঘটনা শুনে) ঘাবড়ে গেলেন এবং আমার উপর জিন্নের আছর করার অপেক্ষা করলেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে আমার নিরাপত্তা প্রার্থনা করলেন। তারপর তিনি বাহক উট প্রস্তুত করলেন এবং আমাকে তাতে উঠালেন। অন্যতম রাবী ইয়াযীদ বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে বাহনে উঠালেন, আমি তাঁর পেছনে বসলাম এবং আমার জননীর কাছে পৌঁছে গেলাম। আমার দুধ মা বললেন, আমি কি আমার আমানত ও যিম্মা আদায় করলাম? তিনি আমার মা'কে আমার সেই ঘটনার কথাও উল্লেখ করলেন। কিন্তু মা এতে ভীত হলেন না। তিনি (বরং) বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, আমার ভিতর

www.waytojannah.com

থেকে একটি জ্যোতি বের হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত করে দিয়েছে। [হাইছামী, আহমদ, তাবারানী]

(١٧) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَأَتَاهُ اٰتٍ فَأَخَذَهُ فَشَقَّ بَطْنَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَرَمَى بِهَا وَقَالَ هَذِهِ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لَأَمَهُ فَأَقْبَلَ الصِّبْيَانُ إِلَى ظِئْرِهِ قُتِلَ مُحَمَّدٌ قُتِلَ مُحَمَّدٌ فَاسْتَقْبَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ انْتَقَعَ لَوْنُهُ قَالَ أَنَسٌ فَلَقَدْ كُنَّا نَرَى أَثَرَ الْمَخِيطِ فِي صَدْرِهِ۔

(১৭) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শৈশবে শিশু-কিশোরদের সাথে খেলা করতেন। (একদা) জনৈক আগন্তুক তাঁর কাছে এসে তাঁকে ধরে তাঁর পেট ফেঁড়ে ফেলল এবং সেখান থেকে জমাট রক্তপিণ্ড বের করে ছুড়ে ফেলে দিল এবং বলল এটি হচ্ছে আপনার মধ্যে শয়তানের অংশ। অতঃপর স্বর্ণের পাত্রে যমযমের পানি দিয়ে তা ধৌত করল। অতঃপর খেলার সাথীরা তাঁর দুগ্ধমাতার নিকট সংবাদ দিল মুহাম্মদ নিহত হয়েছেন। মুহাম্মদ নিহত হয়েছেন। অতঃপর তাঁর মা রাসূলের (সা) সম্মুখে এলেন এবং দেখতে পেলেন মুহাম্মদ (সা)-এর গায়ের রং ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। আনাস (রা) বলেন, আমরা তাঁর বুকে সেলাইর দাগ দেখতে পেতাম।

باب ما جاء فى انه صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم فى صغره وحفظ الله له وحياطته وصيانته من أقذار الجاهلية۔

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্র (সা) শৈশবে ছাগল চড়ানো এবং আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁকে জাহেলিয়াতের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে সুরক্ষা

(١٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ قَالَ قُلْنَا وَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ رَعَاهَا۔

(১৮) জাবির ইব্ন 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আরাক গাছের ফল পাড়ছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা কালো দেখে দেখে পাড়বে। কারণ, তাই বেশী সুস্বাদু। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আপনি কি ছাগল চড়াতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! প্রত্যেক নবীই (আ) ছাগল চড়িয়েছেন।

(١٩) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ افْتَخَرَ أَهْلُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي أَهْلِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يَرْعَى غَنَمًا عَلَى أَهْلِهِ وَبُعِثْتُ أَنَا وَأَنَا أَرْعَى غَنَمًا لِأَهْلِي بِجِيَادٍ۔

(১৯) আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উটের মালিক আর ছাগলের মালিক রাসূলুল্লাহ্র (সা) নিকট গৌরব করছিল। তখন রাসূল (সা) বললেন, গৌরব ও অহংকার রয়েছে উটের মালিকদের মধ্যে; আর প্রশান্তি ও ধৈর্য রয়েছে ছাগলের মালিকদের মধ্যে। রাসূল (সা) আরও বলেন, মূসাকে (আ) নবুওয়াত দান করা হয়, আর তিনি তাঁর পরিবারের ছাগল চড়িয়েছেন। আমাকে নবুওয়াত দেওয়া হয়েছে আর আমিও জিয়াদ নামক স্থানে আমার গোত্রের ছাগল চড়িয়েছি।

www.waytojannah.com

Contents

باب شق صدره الشريف للمرة الثانية وهو ابن عشر سنين واشهر.

পরিচ্ছেদ : দশ বছর কয়েকমাস বয়সে দ্বিতীয়বার রাসূলের (সা) বক্ষ বিদারণ

(٢٠) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ جَرِيئًا عَلَى أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ لَا يَسْأَلُهُ عَنْهَا غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَوَّلُ مَا رَأَيْتَ فِي أَمْرِ النُّبُوَّةِ؟ فَاسْتَوَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي لَفِي صَحْرَاءَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَأَشْهُرٍ وَإِذَا بِكَلَامٍ فَوْقَ رَأْسِي وَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ لِرَجُلٍ أَهُوَ هُوَ؟ قَالَ نَعَمْ فَاسْتَقْبَلَانِي بِوُجُوهٍ لَمْ أَرَهَا لِخَلْقٍ قَطُّ وَأَرْوَاحٍ لَمْ أَجِدْهَا مِنْ خَلْقٍ قَطُّ وَثِيَابٍ لَمْ أَرَهَا عَلَى أَحَدٍ قَطُّ فَأَقْبَلَا إِلَيَّ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَضُدِي لَا أَجِدُ لِأَخْذِهِمَا مَسًّا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَضْجِعْهُ فَأَضْجَعَانِي بِلَا قَصْرٍ وَلَا هَصْرٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ افْلِقْ صَدْرَهُ فَهَوَى أَحَدُهُمَا إِلَى صَدْرِي فَفَلَقَهَا فِيمَا أَرَى بِلَا دَمٍ وَلَا وَجَعٍ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْغِلَّ وَالْحَسَدَ فَأَخْرَجَ شَيْئًا كَهَيْئَةِ الْعَلَقَةِ ثُمَّ نَبَذَهَا فَطَرَحَهَا فَقَالَ لَهُ أَدْخِلِ الرَّأْفَةَ وَالرَّحْمَةَ فَإِذَا مِثْلُ الَّذِي أَخْرَجَ يُشْبِهُ الْفِضَّةَ ثُمَّ هَزَّ إِبْهَامَ رِجْلِي الْيُمْنَى فَقَالَ اغْدُ وَاسْلَمْ فَرَجَعْتُ بِهَا أَغْدُو بِهِ رِقَّةً عَلَى الصَّغِيرِ وَرَحْمَةً لِلْكَبِيرِ.

(২০) উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুরাইরা (রা) এমন সব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) কাছে জিজ্ঞেস করার ব্যাপারে অধিক উৎসাহী ছিলেন, যা (তাকে ভিন্ন) অন্য কেউ জিজ্ঞেস করত না। (একদা) তিনি জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নবুয়ত (প্রাপ্তি) বিষয়ে সর্বপ্রথম আপনি কী দেখতে পান? রাসূলুল্লাহ্ (সা) সোঁজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, আবূ হুরাইরা তুমি (এ বিষয়ে) প্রশ্ন করছ! (শোন তবে) আমার বয়স তখন দশ বছর কয়েক মাস। (একদা একসময়) আমি উন্মুক্ত মাঠে ছিলাম। হঠাৎ আমার মাথার উপর কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেলাম। জনৈক ব্যক্তি অপর একজনকে বলেছেন– ইনিই কি তিনি? প্রথম জন বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তাঁরা দুজন আমার কাছে এগিয়ে আসলেন; তাঁদের চেহারা এমন, যা আমি অন্যকোন সৃষ্টিতে কখনও দেখিনি এবং তাঁদের আত্মার প্রকৃতি এরূপ, যা আমি অন্য কোন সৃষ্টিতে কখনও পাইনি। তাঁদের পরিধেয় বস্ত্র এইরূপ, যা আমি অন্য কাউকে কখনও পরতে দেখিনি। তাঁরা দুজন পায়ে হেঁটে আমার কাছে এলেন এবং আমার বাহু ধরলেন, কিন্তু আমি তাদের এই পাকড়াও অনুভব করতে পারিনি। তখন একজন অপরজনকে বললেন, শুইয়ে দাও। অতঃপর তারা দুজন মিলে আমাকে শুইয়ে দিলেন কোনরূপ জোর-জবরদস্তি ও কষ্ট প্রদান ব্যতিরেকে। এবার একজন অপরজনকে বললেন, এঁর বক্ষ বিদারণ কর। সেমতে (তাঁদের দু'জনের মধ্যে একজন) আমার বক্ষে মনোযোগী হল এবং রক্তপাত বা ব্যথা দেওয়া ব্যতিরেকেই তা চিরে ফেলল। প্রথমজন বললেন হিংসা-দ্বেষ বা পরশ্রীকাতরতা বের করে ফেল। তখন তিনি (দ্বিতীয় জন) রক্তপিণ্ডের ন্যায় একটি বস্তু (আমার বক্ষ থেকে) বের করে দূরে নিক্ষেপ করলেন। প্রথমজন বললেন, বিনয় ও দয়া-মায়া প্রবেশ করাও। অতঃপর তিনি রৌপ্যপিণ্ডের ন্যায় একটি বস্তু সেখানে (আমার বক্ষে) ঢুকালেন। এরপর আমার ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ধরে টান দিয়ে বলেন, প্রস্থান কর এবং নিরাপদে থাক। আমি (অতঃপর) তাই নিয়ে প্রত্যাবর্তন করি এবং তখন থেকেই ছোটদের স্নেহ এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি দয়া অনুভব করতে থাকি।

www.waytojannah.com

باب ما جاء فى ذكر زواجه صلى الله عليه وسلم بالسيدة المصونة خديجة بنت خويلد رضى الله عنها۔
পরিচ্ছেদ : খাদীজা বিনতু খুয়াইলদের (রা) সাথে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) বিবাহ

(٢١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ خَدِيجَةَ وَكَانَ أَبُوهَا يَرْغَبُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَصَنَعَتْ طَعَامًا وَشَرَابًا فَدَعَتْ أَبَاهَا وَنَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ فَطَعِمُوا وَشَرِبُوا حَتَّى ثَمِلُوا فَقَالَتْ خَدِيجَةُ لِأَبِيهَا إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَخْطُبُنِي فَزَوِّجْنِي إِيَّاهُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ فَخَلَعَتْهُ وَأَلْبَسَتْهُ حُلَّةً وَكَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ بِالْآبَاءِ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ سُكْرُهُ نَظَرَ فَإِذَا هُوَ مُخَلَّقٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ فَقَالَ مَا شَأْنِي مَا هَذَا؟ قَالَتْ زَوَّجْتَنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَنَا أُزَوِّجُ يَتِيمَ أَبِي طَالِبٍ لَا لَعَمْرِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ أَمَا تَسْتَحِي تُرِيدُ أَنْ تُسَفِّهَ نَفْسَكَ عِنْدَ قُرَيْشٍ؟ تُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّكَ كُنْتَ سَكْرَانَ؟ فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى رَضِيَ۔

(২১) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদা আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) খাদীজা (রা) প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। খাদীজা (রা) এর পিতা রাসূলের (সা) এর সাথে তাঁর বিবাহে অনিচ্ছুক ছিল। অতঃপর তিনি (খাদীজা) খানাপিনার আয়োজন করেন এবং তাঁর পিতামহ কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে দা'ওয়াত করেন। তারা খাদ্যসামগ্রী আহার ও পানীয় (শরাব) গ্রহণ করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় খাদীজা (রা) তাঁর পিতাকে বললেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন; সুতরাং আপনি আমাকে তাঁর সাথে বিবাহ দিয়ে দিন। তখন তাঁর পিতা তাঁর সাথে খাদীজার বিবাহ সম্পন্ন করে। খাদীজা (রা) তখন তাঁর পিতাকে জাফরানমিশ্রিত সুগন্ধি মাখিয়ে দেন এবং একজোড়া কাপড় পরিয়ে দেন। তৎকালীন আরবের প্রথা অনুসারে কনের পিতাকে বিবাহের আসরে ঐরূপ করা হতো। কিন্তু যখন তার নেশা কেটে গেল, তখন দেখতে পেল যে, সে সুগন্ধিমথিত এবং তাঁর পরিধানে সেই কাপড়। তখন সে বলে উঠল! এ কী? খাদীজা (রা) বললেন, তুমি আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহর সাথে বিবাহ দিয়েছ। পিতা বলল, আবু তালিবের এতীমের সাথে আমি বিবাহ দেব! আমার জীবনের শপথ, কখনও না। খাদীজা (রা) বললেন, আপনার লজ্জা করে না? কুরাইশদের কাছে তোমার সম্মান ভুলুণ্ঠিত করতে চাও? তারা জেনে যাক যে, তুমি নেশাগ্রস্ত ছিলে? অগত্যা তাঁর পিতা রাজি হয়ে যায়। [হাইছামী, আহমাদ ও তাবারানী]

باب فى ذكر تجديد قريش بناء الكعبة قبل البعث بخمس سنين واختلافهم فى رفع الحجر وتحكيمه صلى الله عليه وسلم فى رفعه وتسميته فى الجاهلية بالأمين۔
পরিচ্ছেদ : নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে কুরাইশ কর্তৃক কাবা গৃহ পুনঃনির্মাণ, হাজরে আসওয়াদ উত্তোলন নিয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য, এই বিষয়ে রাসূলকে (সা) শালিস মানা এবং জাহেলিয়াত যুগে তাঁকে আল-আমীন খেতাব দান

(٢٢) عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ وَذَكَرَ بِنَاءَ الْكَعْبَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَهَدَمَتْهَا قُرَيْشٌ وَجَعَلُوا يَبْنُونَهَا بِحِجَارَةِ الْوَادِي تَحْمِلُهَا قُرَيْشٌ عَلَى رِقَابِهَا فَرَفَعُوهَا فِي السَّمَاءِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ حِجَارَةً مِنْ أَجْيَادٍ وَعَلَيْهِ نَمِرَةٌ فَضَاقَتْ عَلَيْهِ النَّمِرَةُ فَذَهَبَ يَضَعُ النَّمِرَةَ عَلَى عَاتِقِهِ فَتُرَى عَوْرَتُهُ مِنْ صِغَرِ النَّمِرَةِ فَنُودِيَ يَا مُحَمَّدُ خَمِّرْ عَوْرَتَكَ (وفى روايه فَنُودِيَ لَا تَكْشِفْ عَوْرَتَكَ فَأَلْقَى الْحَجَرَ وَلَبِسَ ثَوْبَهُ) فَلَمْ يُرَ عُرْيَانًا بَعْدَ ذَلِكَ۔

www.waytojannah.com

(২২) আবুত তুফাইল থেকে বর্ণিত, তিনি জাহেলিয়াত যুগে কাবা নির্মাণ প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক বলেন, অতঃপর কুরাইশরা কা'বা ঘর ভেংগে পুনরায় তা উপত্যকার পাথর দ্বারা পুনর্নির্মাণ করতে থাকে। কুরাইশরা কাঁধে করে পাথর বহন করে আনে। এইভাবে তারা কাবা শরীফের দেওয়াল বিশ গজ পর্যন্ত উঁচু করে। ঐ সময় নবী (সা) আজ্‌য়াদ থেকে একটি পাথর বহন করে আনেন। তাঁর পরিধানে ছিল একটি ডোরাকাটা চাঁদর যা তার ছোট হচ্ছিল। তিনি সেটি কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে গেলে, নিচ থেকে সতর দেখা যাচ্ছিল। যেহেতু চাঁদরটি ছোট ছিল তখন অদৃশ্য আওয়াজ আসল, হে মুহাম্মদ তোমার সতর চাঁদর দ্বারা আবৃত কর (অন্য বর্ণনায় এসেছে তোমার সতর উন্মুক্ত করো না। তখন তিনি পাথর ফেলে দেন এবং কাপড় পরিধান করেন) এরপর আর কখনও তাঁকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখা যায়নি। [হাকেম ও যাহ্‌বী]

(٢٣) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمْ حِجَارَةَ الْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ عُرْيَانًا.

(২৩) 'আমর ইব্‌ন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবিরকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সাথে (কুরাইশদের সাথে) কাবা গৃহ নির্মাণের সময় পাথর বহন করছিলেন, তখন তাঁর পরিধানে ছিল ইযার। তাঁর চাচা আব্বাস বললেন, হে ভাতিজা, তোমার ইযারটি খুলে তোমার কাঁধে পাথরের নীচে দিয়ে নিতে পার। তখন তিনি ইযারটি খুলে তাঁর কাঁধে স্থাপন করলেন। অমনি তিনি বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। ঐ দিনের পর আর কখনও তাঁকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখা যায়নি। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٢٤) عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَوْلَاهُ (يَعْنِي السَّائِبَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ) أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ يَبْنِي الْكَعْبَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ وَلِي حَجَرٌ أَنَا نَحَتُّهُ بِيَدَيَّ أَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَأَجِيءُ بِاللَّبَنِ الْخَاثِرِ الَّذِي أَنْفُسُهُ عَلَى نَفْسِي فَأَصُبُّهُ عَلَيْهِ فَيَجِيءُ الْكَلْبُ فَيَلْحَسُهُ ثُمَّ يَشْغَرُ فَيَبُولُ فَبَنَيْنَا حَتَّى بَلَغْنَا مَوْضِعَ الْحَجَرِ وَمَا يَرَى الْحَجَرَ أَحَدٌ فَإِذَا هُوَ وَسْطَ حِجَارَتِنَا مِثْلَ رَأْسِ الرَّجُلِ يَكَادُ يَتَرَاءَى مِنْهُ وَجْهُ الرَّجُلِ فَقَالَ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ نَحْنُ نَضَعُهُ وَقَالَ اٰخَرُونَ نَحْنُ نَضَعُهُ فَقَالُوا اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ حَكَمًا قَالُوا أَوَّلَ رَجُلٍ يَطْلُعُ مِنَ الْفَجِّ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَتَاكُمُ الْأَمِينُ فَقَالُوا لَهُ فَوَضَعَهُ فِي ثَوْبٍ ثُمَّ دَعَا بُطُونَهُمْ فَأَخَذُوا بِنَوَاحِيهِ مَعَهُ فَوَضَعَهُ هُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(২৪) মুজাহিদ সায়িব ইব্‌ন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তাঁকে বলেছেন যে, তিনি জাহেলিয়াত যুগে কাবাগৃহ নির্মাণকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি আরও বলেন, আমার একটি পাথর ছিল (সম্ভবতঃ কাবার অভ্যন্তরে) যা আমি স্বহস্তে খোদাই করতাম এবং আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কে বাদ দিয়ে তার পূজা করতাম। আমি গরম দুধ নিজে না খেয়ে তার কাছে নিয়ে আসতাম এবং তার উপর তা ঢেলে দিতাম। তারপর কুকুর এসে তার গা চাটত এবং চাটা শেষ হলে এক পা উচিয়ে তার গায়ে পেশাব করে দিত, যা হোক আমরা কাবাগৃহ নির্মাণ (পুনঃনির্মাণ) করতে থাকলাম এবং একপর্যায়ে আমরা হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌছে যাই। কিন্তু পাথরটি কেউ দেখতে পাচ্ছিল না। হঠাৎ দেখা গেল সেটি আমাদের অন্যান্য পাথরের মধ্যখানে পড়ে রয়েছে। দেখতে অনেকটা মানুষের মাথার মত। এত স্বচ্ছ যে,

www.waytojannah.com

তার ভেতর যেন মানুষের চেহারা দেখা যাচ্ছিল। এই সময় কুরাইশ বংশীয় কবীলাসমূহ বলতে লাগলো আমরা এটি প্রতিস্থাপন করবো। (সবাই একই দাবি করছিল)। অবশেষে তারা বললো, তোমাদের মধ্যে একজন সালিশ নির্ধারণ কর। তারা বললো, সালিশ হবেন (তিনিই), যিনি সর্বপ্রথম এই প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে আগমন করবেন। অতঃপর নবী (সা) সেই রাস্তায় আগমন করলেন। তাঁকে দেখে সবাই বললো, (উত্তম হয়েছে) তোমাদের কাছে আল-আমীন এসে গেছেন। তারা অতঃপর তাঁকে (ঘটনা খুলে) বললো। রাসূল (সা) একটি বস্ত্রে হাজরে আসওয়াদ রাখলেন এবং কবীলাসমূহকে ডাকলেন (অর্থাৎ নেতৃস্থানীয়দের)। তারা সবাই তাঁর সাথে বস্ত্রের কিনারায় ধরে বহন করলো; অবশেষে রাসূল (সা) নিজে তা (যথাস্থানে) স্থাপন করলেন। [মালিক ও যাহাবী]

(٢٥) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ حَدَّثَتْنِي خَالَتِي عَائِشَةُ (أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِشِرْكٍ أَوْ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ فَأَلْزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَزِدْتُ فِيْهَا مِنَ الْحَجَرِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حِيْنَ بَنَتِ الْكَعْبَةَ.

(২৫) সা'ঈদ ইব্ন মীনা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্নয যুবাইরকে (রা) বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমার খালা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বলেছেন, যদি তোমার সম্প্রদায় (অর্থাৎ কুরাইশ) ইসলামে নবদীক্ষিত না হতো অথবা জাহিলিয়াত ছেড়ে আসার সময় স্বল্প না হতো, তাহলে আমি অবশ্যই কা'বাগৃহ ভেঙ্গে যমিনের সাথে মিলিয়ে নির্মাণ করতাম, দু'টি দরজা একটি পূর্বদিকে অপরটি পশ্চিম দিকে তৈয়ার করতাম এবং হিজর (হাতীম) থেকে আরো ছয় গজ বর্ধিত করে দিতাম। কারণ কুরাইশরা কা'বা পুনঃনির্মাণের সময় তা ছোট করে ফেলেছিল। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٢٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ ثُمَّ جَعَلْتُهَا عَلَى أُسِّ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّ قُرَيْشًا يَوْمَ بَنَتْهَا اسْتَقْصَرَتْ وَلَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفًا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ خِلْفًا.

(২৬) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যদি তোমার সম্প্রদায় কুফর থেকে ইসলামে নবদীক্ষিত না হতো, তবে আমি অবশ্যই কাবাগৃহ ভেঙ্গে ইবরাহীম (আ) এর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতাম। কেননা কুরাইশরা কাবা পুনঃনির্মাণের সময় তা ছোট করে ফেলেছিল। আর আমি এর পেছনেও আর একটি দরজা রাখতাম। আবূ উছামা 'খালফান' خَلْفًا শব্দের পরিবর্তে خِلْفًا 'খিলফান' ব্যবহার করেছেন। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

باب ما جاء فى العلامات الدالة على نبوته والتبشير مبعثه صلى الله عليه وسلم وصفته فى التوراة.

পরিচ্ছেদ : রাসূলের (সা) আগমনের সুসংবাদ, তাওরাতে বর্ণিত তাঁর বৈশিষ্ট্য ও নবুওয়াতের নিদর্শনাবলী

(٢٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ (وفى رواية ليالى بعثت) إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ.

www.waytojannah.com

Contents

(২৭) জাবির ইব্ন সামুরা থেকে (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি অবশ্যই মক্কার একটি পাথরকে জানি, সেটি আমার নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে (অন্য বর্ণনায়, আমার নবুয়তপ্রাপ্তির কয়েক রাত পূর্বেই) আমাকে সালাম করতো; এবং আমি অবশ্যই সেটি এখনও চিনি। [মুসলিম ও তিরমিযি]

(٢٨) عَنْ أَبِي صَخْرٍ الْعُقَيْلِيِّ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ قَالَ جَلَبْتُ جَلُوبَةً إِلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ بَيْعَتِي قُلْتُ لَأَلْقَيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ فَلَأَسْمَعَنَّ مِنْهُ قَالَ فَتَلَقَّانِي بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ فَتَبِعْتُهُمْ فِي أَقْفَائِهِمْ حَتَّى أَتَوْا عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ نَاشِرًا التَّوْرَاةَ يَقْرَؤُهَا يُعَزِّي بِهَا نَفْسَهُ عَلَى ابْنٍ لَهُ فِي الْمَوْتِ كَأَحْسَنِ الْفِتْيَانِ وَأَجْمَلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْشُدُكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ هَلْ تَجِدُ فِي كِتَابِكَ ذَا صِفَتِي وَمَخْرَجِي؟ فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا أَيْ لَا فَقَالَ ابْنُهُ إِي وَالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِنَا صِفَتَكَ وَمَخْرَجَكَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ أَقِيمُوا الْيَهُودَ عَنْ أَخِيكُمْ ثُمَّ وَلِيَ كَفْنَهُ وَجَنَنَهُ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ.

(২৮) আবূ সখর আল-উক্বাইলী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে জনৈক বেদুঈন বলেন, রাসূলুল্লাহ্র (সা) জীবদ্দশায় আমি একদা মদীনায় পণ্য নিয়ে আসলাম। তা বিক্রি শেষ হওয়ার পর আমি (মনে মনে) বললাম, আমি অবশ্যই এই ব্যক্তির সাথে মিলিত হবো এবং তাঁর কাছ থেকে তা শুনবো। আমি তাঁর সাক্ষাত পেলাম আবূবকর ও ওমর (রা) এর সাথে তিনি পায়ে হেঁটে অগ্রসর হচ্ছেন। আমি তাঁদের পেছনে পেছনে চললাম। তাঁরা জনৈক ইয়াহুদী ব্যক্তির কাছে এসে থামলেন। সেই ব্যক্তি তাওরাত খুলে তা পাঠ করছিল এবং তাঁর মুমূর্ষু ছেলের মৃত্যুকষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে দোয়া করছিল। ছেলেটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয়। রাসূল (সা) বললেন, যিনি তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন, তাঁর শপথ, তুমি কি তাওরাতে আমার কোন গুণ-বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেয়েছ? সে তার মাথা নাড়িয়ে না বাচক উত্তর দিল। তখন সেই ছেলেটি বললো, যিনি তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন তাঁর শপথ, আমরা অবশ্যই আমাদের এই কিতাবে আপনার গুণবৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেয়ে থাকি এবং আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি–আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই এবং আপনি নিশ্চয় আল্লাহ্র রাসূল। তখন রাসূল (সা) বললেন, এ হচ্ছে তোমাদের ভাই, তোমাদের এই ভাইয়ের কাছ থেকে ইয়াহুদীকে সরিয়ে দাও। অতঃপর রাসূল (সা) তার কাফনের ব্যবস্থা করলেন, তাকে সুগন্ধি মথিত করলেন এবং তার জানাযা পড়লেন। [ইব্ন কাছীর ও আহমদ]

(٢٩) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَاةِ فَقَالَ أَجَلْ وَاللهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِصِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا) وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ وَأَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَسْتَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ قَالَ يُونُسُ وَلَا صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا قَالَ عَطَاءٌ لَقِيتُ كَعْبًا فَسَأَلْتُهُ فَمَا اخْتَلَفَا فِي حَرْفٍ إِلَّا أَنَّ كَعْبًا يَقُولُ بِلُغَتِهِ أَعْيُنًا عُمُوَى وَآذَانًا صُمُوَى وَقُلُوبًا غُلُوفًا قَالَ يُونُسُ غُلْفًا.

www.waytojannah.com

(২৯) আতা ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্রুবনুল 'আস (রহ) এর সাথে সাক্ষাত করি এবং তাওরাতে বর্ণিত আল্লাহ্র রাসূলের (সা) গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করি। উত্তরে তিনি বললেন, জ্বি হ্যাঁ, আল্লাহ্র শপথ, পবিত্র কুরআনে যেমন তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে তাওরাতেও তেমনি বর্ণনা আছে।

পবিত্র কুরআনে যেমন–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

"হে নবী আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি" বলা হয়েছে–তাওরাতেও বলা হয়েছে, হে নবী আমি আপনাকে উম্মীদের আশ্রয়দাতা ও ভরসাস্থল করে প্রেরণ করেছি; এবং আপনি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি আপনার নামকরণ করেছি "আল-মুতাওয়াক্কিল'। আপনি কঠিন অন্তকরণ ও পাষাণ প্রকৃতির নন। এমনকি আপনি বাজারসমূহে শোরগোলকারী নন। ইউনুস (এই হাদীসের জনৈক রাবী) سَخَّابٍ এর পরিবর্তে صَخَّابٍ বলেছেন। (উভয় শব্দের অর্থ শোরগোল, হট্টগোল, অযথা চিৎকার ইত্যাদি)। খারাপ (কথা বা আচরণ)-এর মুকাবিলা তিনি খারাপ দ্বারা করেন না; বরং তিনি ক্ষমা ও অনুকম্পা প্রদর্শন করেন। (এবং) যতক্ষণ পযন্ত আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র অন্তকরণ দ্বারা দ্বীনের যাবতীয় বক্রতা বা আবিলতা দূর না করবেন এবং লোকদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে অন্ধ চোখ, বধির কর্ণ ও অবুখ (ময়লা আবৃত) অন্তরকে সতেজ ও সজীব না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রাণ হরণ করবেন না। বর্ণনাকারী আতা বলেন, আমি এই হাদীস বিষয়ে কা'ব-কে (কা'ব আল-আহবার একজন বিজ্ঞ ইয়াহুদী আলিম) জিজ্ঞেস করেছিলাম, দেখা গেল দুইজনের বর্ণনায় নিম্নোক্ত শাব্দিক পরিবর্তন ছাড়া মৌলিক কোন পরিবর্তন নেই। কা'ব-এর বর্ণনায় এসেছে– أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا قَالَ يُونُسُ غُلْفًا [হাইছামী ও আহমদ]

(٣٠) عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَنَحْنُ فِي غَزْوَةِ رُودِسَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ عَبْسٍ قَالَ كُنْتُ أَسُوقُ لِإِبِلٍ لَنَا بَقَرَةً قَالَ فَسَمِعْتُ مِنْ جَوْفِهَا يَا آلَ ذَرِيحٍ قَوْلٌ فَصِيحٌ رَجُلٌ يَصِيحُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ.

(৩০) মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন আবাস নামক জনৈক শায়েখ (বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি) থাকা অবস্থায় যিনি জাহেলিয়তের যুগ পেয়েছিলেন আমরা তখন রূডিস যুদ্ধাভিযানে ছিলাম। তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, আমি একদা আমাদের পরিবারের একটি গাভী চরাচ্ছিলাম। এমন সময় গাভীর পেট থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম, হে যুরাইহ গোত্রীয় সন্তান জনৈক পুরুষ ঘোষণা করবেন (অচিরেই), বিশুদ্ধ বাণী, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অতঃপর আমরা মক্কায় আগমন করে দেখতে পেলাম যে নবী করীম (সা) মক্কায় আবির্ভূত হয়েছেন। [হায়ছমী ও আহমদ। রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٣١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ عَدَا الذِّئْبُ عَلَى شَاةٍ فَأَخَذَهَا فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ فَأَقْعَى الذِّئْبُ عَلَى ذَنَبِهِ قَالَ أَلَا تَتَّقِي اللهَ تَنْزِعُ مِنِّي رِزْقًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَجَبِي ذِئْبٌ مُقْعٍ عَلَى ذَنَبِهِ يُكَلِّمُنِي كَلَامَ الْإِنْسِ فَقَالَ الذِّئْبُ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ؟ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَثْرِبَ يُخْبِرُ النَّاسَ بِأَنْبَاءِ مَا

www.waytojannah.com

قَدْ سَبَقَ قَالَ فَأَقْبَلَ الرَّاعِي يَسُوقُ غَنَمَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَزَوَاهَا إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُودِيَ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لِلرَّاعِي أَخْبِرْهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ وَيُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَيُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ (وعنه من طريق ثان) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَعْرَابِيٌّ فِي بَعْضِ نَوَاحِي الْمَدِينَةِ فِي غَنَمٍ لَهُ عَدَا عَلَيْهِ الذِّئْبُ فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ (فذكر نحو الطريق الأولى وفيه ان الذئب قال للأعرابي) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّخْلَتَيْنِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُحَدِّثُ النَّاسَ عَنْ نَبَإِ مَا قَدْ سَبَقَ وَمَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ فَنَعَقَ الْأَعْرَابِيُّ بِغَنَمِهِ حَتَّى أَلْجَأَهَا إِلَى بَعْضِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ضَرَبَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْنَ الْأَعْرَابِيُّ صَاحِبُ الْغَنَمِ؟ فَقَامَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِّثِ النَّاسَ بِمَا سَمِعْتَ وَمَا رَأَيْتَ الْحَدَّثَ (وعنه من طريق ثالث) قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ يَهُشُّ عَلَيْهَا فِي بَيْدَاءِ ذِي الْحُلَيْفَةِ إِذْ عَدَا عَلَيْهِ ذِئْبٌ فَانْتَزَعَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ فَجَهْجَأَهُ الرَّجُلُ فَرَمَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى اسْتَنْقَذَ مِنْهُ شَاتَهُ ثُمَّ إِنَّ الذِّئْبَ أَقْبَلَ حَتَّى أَقْعَى مُسْتَذْفِرًا بِذَنَبِهِ مُقَابِلَ الرَّجُلِ فَذَكَرَهُ نَحْوَ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ.

(৩১) আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (জনৈক রাখাল ছাগপাল চরাচ্ছিল) নেকড়ে এসে একটি ছাগলের উপর হামলা করল এবং সেটি ধরে ফেলল। রাখাল সেটি খোঁজ করতে থাকল। পরিশেষে নেকড়ের কাছ থেকে ছাগলটি কেড়ে নিল। তখন নেকড়ে তার লেজের উপর (সামনের দু'পা খাড়া করে কুকুরের ন্যায়) বসলো এবং রাখালকে উদ্দেশ্য করে বললো, তুমি কি আল্লাহ্‌কে ভয় কর না? তুমি আমার কাছ থেকে আমার রিযিক (খাবার) ছিনিয়ে নিলে, যা আল্লাহ্ আমার কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। রাখাল বলে উঠলো, কী আশ্চর্য! নেকড়েটি তো দেখছি তার লেজের উপর উপবিষ্ট হয়ে আমার সাথে মানুষের ন্যায় কথা বলছে! নেকড়েটি বললো, এ আর কী? এর চেয়েও অধিক আশ্চর্যের বিষয় তোমাকে জানাবো নাকি? (শোন) ইয়াসরিবে (মদীনায়) আবির্ভূত মুহাম্মদ (সা) মানুষকে পূর্ববর্তীদের (বিগত উম্মতদের) সংবাদাদি অবহিত করে থাকেন। রাবী বলেন, অতঃপর সেই রাখাল তার ছাগপাল নিয়ে চলে আসে এবং মদীনায় প্রবেশ করে এবং ছাগলগুলোকে মদীনার এক প্রান্তে নির্ধারিত স্থানে রেখে দেয়। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সকাশে হাযির হয়ে ঘটনা খুলে বলে। এই সময় রাসূল (সা) জামাতে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেন এবং সেমতে আযান দেওয়া হয়। সালাত সমাপনান্তে রাসূল (সা) বের হয়ে আসেন এবং রাখালকে বলেন, মানুষকে তোমার এই ঘটনা অবহিত কর। সে তাদেরকে তা অবহিত করল। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বললেন, রাখাল সত্য বলেছে। আমার জীবন যাঁর হাতে, সেই সত্তার শপথ, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না হিংস্রপ্রাণী মানুষের সাথে কথা বলবে। লোকের সাথে কথা বলবে তার লাঠির মাথা, তার জুতার ফিতা এবং তাকে তার উরুদেশ অবহিত করবে, তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী কী ঘটিয়েছে। একই রাবী (অর্থাৎ আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা)) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম (সা) বলেন, একদা জনৈক বেদুঈন মদীনার কোন এক প্রান্তে ছাগপাল চরাচ্ছিল।

www.waytojannah.com

নেকড়ে এসে তার এক ছাগলের উপর চড়াও হয় এবং একটি ছাগল নিয়ে যায়। (বাকী অংশ পূর্বের বর্ণনার ন্যায়, তবে এতে বলা হয়েছে– নেকড়ে বেদুঈনকে বললো) রাসূলুল্লাহ্ (সা) আছেন দুই হার্‌রার মাঝখানে কঙ্করময় ও কৃষ্ণকায় ভূমিতে (অর্থাৎ মদীনা শরীফে)। তিনি মানুষকে অতীতকালের ঘটনাবলী ও ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য বিষয়ের সংবাদ প্রদান করে থাকেন। অতঃপর বেদুঈন হুঙ্কার দিয়ে নেকড়ের কাছ থেকে ছাগলটি ছিনিয়ে নেয় এবং মদীনার পার্শ্বে কোন এক স্থানে ছাগলগুলোকে জড়ো করে রাখে। পরে সে নবীর (সা) সকাশে উপস্থিত হয়ে দরজার কড়া নাড়ে। (রাসূল (সা) তখন নামায আদায় করছিলেন)। নামায শেষে রাসূল (সা) বললেন, রাখাল বেদুঈন কোথায়? বেদুঈন তখন দণ্ডায়মান হলে রাসূল (সা) তাকে বললেন, তুমি যা শুনেছ এবং দেখেছ তা মানুষের মধ্যে প্রচার করে দাও।

(একই রাবী থেকে তৃতীয় বর্ণনায় এসেছে) আসলাম গোত্রীয় এক ব্যক্তি যুল-হুলাইফা উপত্যকায় তার ছাগপাল চরাচ্ছিল। এমন সময় এক নেকড়ে এসে আক্রমণ করলো এবং তার পাল থেকে একটি ছাগল নিয়ে গেল। লোকটি তৎক্ষণাৎ জোরে হুঙ্কার দিয়ে নেকড়ের প্রতি একটি পাথর নিক্ষেপ করলো, ফলে ছাগলটি নেকড়ের কবল থেকে রক্ষা পেল। কিন্তু (তাতে নেকড়েটি চলে গেল না) নেকড়েটি লোকটির দিকে অগ্রসর হয়ে লেজের উপর ভর দিয়ে লোকটির সামনা-সামনি বসলো...। হাদীসের বাকী অংশটি শু'আইব ইব্‌ন আবী হামযার হাদীসের অনুরূপ। [আল-কুস্তাল্লানী, তিরমিযী ও হাকেম]

باب ما جاء فى إخبار الكهان بظهور بعثته صلى الله عليه وسلم.

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) আগমন সম্পর্কে গণকদের ভবিষ্যদ্বাণী

(٣٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ خَبَرٍ قَدِمَ عَلَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ لَهَا تَابِعٌ قَالَ فَأَتَاهَا فِي صُورَةِ طَيْرٍ فَوَقَعَ عَلَى جِذْعٍ لَهُمْ قَالَ فَقَالَتْ أَلَا تَنْزِلُ فَنُخْبِرَكَ وَتُخْبِرَنَا؟ قَالَ إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ رَجُلٌ بِمَكَّةَ حَرَّمَ عَلَيْنَا الزِّنَا وَمَنَعَ مِنَ الْفِرَارِ.

(৩২) জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে আমরা সর্বপ্রথম অবহিত হই এভাবে– যে, জনৈকা মহিলার এক (জিন্ন) অনুগামী ছিল। একদা সে পাখির আকৃতি ধারণ করে সেই মহিলার কাছে হাযির হলো এবং তাদের একটি গাছের গোড়ায় বসলো। মহিলা বললো, তুমি কি নীচে আসবে না? তোমাকে কিছু খবর জানাতাম, আর তুমিও আমাদেরকে কিছু খবরাখবর বলতে! সে (জ্বিন) বললো, নিশ্চয় মক্কায় এক মানব আবির্ভূত হয়েছেন, তিনি আমাদের জন্য ব্যভিচার (যিনা) হারাম করে দিয়েছেন এবং জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করতে নিষেধ করেছেন। [হাইছামী, আহমদ ও তাবারানী]

باب فى بدء الوحى وكيف كان يأتيه ورؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام.

পরিচ্ছেদ : ওহীর সূচনা ও কীভাবে জিব্রাইল (আ) রাসূলের (সা) কাছে আসতেন এবং কীরূপে তিনি তাঁকে দেখতেন?

(٣٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِخَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنِّي أَرَى ضَوْءًا وَأَسْمَعُ صَوْتًا وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَكُونَ بِي جَنَنٌ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ يَا ابْنَ عَبْدِ اللهِ ثُمَّ أَتَتْ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنْ يَكُ صَادِقًا فَإِنَّ هَذَا نَامُوسٌ مِثْلُ نَامُوسِ مُوسَى فَإِنْ بُعِثَ وَأَنَا حَيٌّ فَسَأُعَزِّرُهُ وَأَنْصُرُهُ وَأُومِنُ بِهِ.

www.waytojannah.com

Contents

(৩৩) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজাকে (রা) বলেন, আমি (মাঝেমাঝে) আলোকরশ্মি দেখতে পাই এবং আওয়াজ শুনতে পাই। আমার আশঙ্কা হয় যে, আমাকে মস্তিষ্ক বিকৃতি পেয়ে বসেছে। খাদীজা (রা) বলেন, হে ইব্ন আবদুল্লাহ, আল্লাহ্ কখনও আপনার সাতে এরূপ (আচরণ) করবেন না। অতঃপর খাদীজা (রা) ওয়ারাকা ইব্ন নওফাল-এর কাছে গিয়ে ঘটনার বর্ণনা দেন। ওয়ারাকা বলেন, যদি মুহাম্মদের কথা সত্যি হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই তা 'নামূস' (জিব্রীল ফিরিশ্তা), মূসার (আ) নামূসের ন্যায় (অর্থাৎ মূসা (আ) এর কাছে যে ফেরেশতা আগমন করতেন, ইনিও সেই একই ফেরেশতা–জিব্রীল আ.)। আমি যদি তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তির সময় জীবিত থাকি, তাহলে আমি তাঁকে সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা করবো এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনবো। [হাইছামী, আহমদ ও তাবারানী]

(٣٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ وَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءَ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءَ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فِيهِ فَقَالَ (اقْرَأْ) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ (اقْرَأْ) فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ (اقْرَأْ) فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) حَتَّى بَلَغَ (مَا لَمْ يَعْلَمْ) قَالَ فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ يَا خَدِيجَةُ مَالِي؟ فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ قَالَ وَقَدْ خَشِيتُ عَلَيَّ فَقَالَتْ لَهُ كَلَّا أَبْشِرْ فَوَاللهِ لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخِي أَبِيهَا وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ فَكَتَبَ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ خَدِيجَةُ أَيْ ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ وَرَقَةُ ابْنَ أَخِي مَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟ فَقَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ مِنْهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَقًّا فَيُسْكِنُ ذَلِكَ جَأْشَهُ وَتَقَرُّ نَفْسُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَيَرْجِعُ فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ وَفَتَرَ الْوَحْيُ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.

www.waytojannah.com

Contents

(৩৪) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলের (সা) প্রতি ওহীর সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা ভোরের আলোকরশ্মির ন্যায় সত্যরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। অতঃপর নির্জনতা বা একাকী জীবন যাপনের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। তিনি হেরা গুহাতে এস একাধাওে কয়েক রাত ইবাদতে মগ্ন থাকতেন এবং এর জন্য তিনি সাথে পাথেয় (খাবার ও পানীয়) নিয়ে যেতেন। (খাবার সামগ্রী ফুরিয়ে গেলে) পুনরায় তিনি খাদীজার (রা) কাছে ফিরে আসতেন এবং খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে গুহাতে ফিরে যেতেন। (অবশেষে) একদিন তাঁর কাছে সত্য সমাগত হলো। রাসূল (সা) তখন হেরা গুহায় অবস্থান করছিলেন। এমন সময় ফেরেশতা (জিব্রীল আ.) আগমন করে বললেন, পড়ুন। রাসূল (সা) বলেন, আমি বললাম, আমি তো পাঠ করতে পারি না। অতঃপর তিনি আমাকে কাছে টেনে নিলেন এবং এত জোরে আলিঙ্গন করলেন যে, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম; তিনি আমাকে আলিঙ্গনমুক্ত করে বললেন, পড়ুন। উত্তরে আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। পুনরায় দ্বিতীয়বর তিনি আমাকে কাছে টেনে খুব জোরে চেপে ধরলেন, ফলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। এরপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন। আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না। অতঃপর ফেরেশতা আমাকে তৃতীয় বার তাঁর কাছে টেনে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন, ফলে আমি আরও ক্লান্ত হয়ে উঠলাম। এরপর তিনি আমাকে আলিঙ্গনমুক্ত করে বললেন,

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ.

পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন...

এমনিভাবে তিনি مَالَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত পাঠ করে শোনান। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূল (সা) তা নিয়ে ফিরে আসলেন। (ভয়ে) তাঁর কাঁধের পেশি কাঁপছিল। তিনি খাদীজার গৃহে প্রবেশ করে বললেন, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। তারা তখন তাঁকে বস্ত্রাবৃত করেন। যখন তাঁর ভয়-ভীতি বিদূরিত হয়ে গেল, তখন তিনি খাদীজা (রা) বললেন, আমার এ কী হলো খাদীজা! অতঃপর সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন এবং বললেন, আমি আমার জীবন নিয়ে শঙ্কাবোধ করছি। খাদীজা (রা) বললেন, কখনও না। সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ্‌র শপথ, তিনি কখনও আপনাকে অপমানিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখেন, সদা সত্য বলেন, অসহায়দের অভাব দূর করেন, অতিন্দ্রিয় সেবা করেন। অপরের বিপদে সাহায্য করেন। অতঃপর খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা) সাথে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্‌ন নওফাল ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই-এর কাছে গেলেন। ওয়ারাকা জাহেলী যুগে ঈসায়ী ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় পুস্তকাদি লিখতেন। এমনকি তিনি আরবী ভাষায় ইঞ্জিলের কিছু অংশ, যা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়েছিল, লিখেছিলেন। তাঁর বয়সও হয়েছিল অনেক এবং দৃষ্টিশক্তিও লোপ পেয়েছিল। খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন, ভাই (চাচাত), আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছ থেকে (ঘটনার বিবরণ) শুনুন। ওয়ারাকা বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি কী দেখেছ? তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) যা দেখেছিলেন, সব খুলে বর্ণনা করলেন। (ঘটনা শুনে) ওয়ারাকা বললেন, ইনি হচ্ছেন 'নামূস' (জিব্রীল আ.), যাঁকে মূসার (আ) কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। হায় আফসোস! আমি যদি সেই সময় বেঁচে থাকতাম, যখন তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমাকে বহিস্কার করে দেবে! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন– তারা কি আমাকে বিতাড়িত করবে? ওয়ারাকা বললেন, হ্যাঁ, যিনিই তোমার ন্যায় এইরূপ সত্য নিয়ে আগমন করেছেন (অতীতে), তাঁকেই দেশ থেকে বিতাড়ন করা হয়েছে। তোমার জীবনের ঐ দিনগুলোতে যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে আমি সর্বশক্তি দিয়ে তোমাকে

www.waytojannah.com

সাহায্য করবো। কিন্তু এরপর ওয়ারাকা বেশী দিন বেঁচে থাকেননি এবং কিছুদিনের জন ওহী আসা বন্ধ হয়ে যায়। ওহীর এই বিরতির একপর্যায়ে আল্লাহ্‌র রাসূল খুব পেরেশান ও চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়েন। এমনকি তিনি কয়েকবার পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহননের ইচ্ছা করেন। কিন্তু যখনই তিনি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করতেন, সেখান থেকে নীচে পড়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে, তখনই জিব্রীল (আ) তাঁর সম্মুখে ভেসে উঠতেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, হে মুহাম্মদ, সত্যি আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। এতে তাঁর মনের অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়ে যেত এবং তিনি ফিরে আসতেন। এরপরও যখন ওহীর বিরতিমাত্রা দীর্ঘায়িত হতো, তিনি আবারো বিচলিত হয়ে পড়তেন। যখনই পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করতেন, তখনই জিব্রীল (আ) তাঁর সম্মুখে প্রতিভাত হয়ে পূর্বের ন্যায় সান্ত্বনা বাণী শুনতেন। [বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ]

(٣٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِيْنَ وَكَانَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا فَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّيْنَ.

(৩৫) ইব্‌ন 'আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর বয়স চল্লিশ বছর। এরপর তিনি মক্কায় ছিলেন তের বছর আর মদীনায় দশ বছর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٣٦) وعنه ايضا قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً سَبْعَ سِنِيْنَ يَرَى الضَّوْءَ وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ وَثَمَانِي سِنِيْنَ يُوحَى إِلَيْهِ وَأَقَامَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ.

(৩৬) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় পনর বছর অবস্থান (বা অতিবাহিত) করেন। তন্মধ্যে সাত বছর যাবত তিনি আলোকরশ্মি দেখতেন এবং (বিশেষ ধরনের) শব্দ শুনতে পেতেন। আর আট বছর তিনি ওহী (প্রত্যাদেশ) পেতেন। তিনি মদীনায় দশ বছর অতিবাহিত করেন। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য। তবে হাদীসটি গরীব।]

(٣٧) عَنْ عَمَّارٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَمْ أَتَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ؟ قَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى مِثْلَكَ فِي قَوْمِهِ، يَخْفَى عَلَيْكَ ذَلِكَ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ [ص:] فَاخْتُلِفَ عَلَيَّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْلَمَ قَوْلَكَ فِيهِ. قَالَ: أَتَحْسِبُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " أَمْسِكْ: أَرْبَعِينَ بُعِثَ لَهَا، وَخَمْسَ عَشْرَةَ أَقَامَ بِمَكَّةَ يَأْمَنُ وَيَخَافُ، وَعَشْرًا مُهَاجِرًا بِالْمَدِينَةِ.

(৩৭) বনূ হাশিমের মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন 'আব্বাসকে (রা) জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইন্তিকালের সময় রাসূলের (সা) বয়স কত হয়েছিল? তিনি বলেন, (কী আশ্চর্য!) তাঁর গোত্রে এ বিষয়টা তোমার মত লোকের অজানা থাকবে তা আমি ভাবতে পারিনি। আমি বললাম, আমি (বিষয়টা সম্পর্কে অনেককে) জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু তারা আমাকে বিভিন্ন কথা বলেছে। তাই আমি এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য অবগত হতে আগ্রহী। তিনি বলেন, তুমি কি হিসাব (অংক) কষতে জান? বললাম, হাঁ। তখন তিনি বললেন, (তাহলে) চল্লিশ বছর তাঁর (রাসূলের সা.) নবুয়তপ্রাপ্তির জন্য ধর; পনর বছর মক্কায় অবস্থান নিরাপদে ও ভয়-ভীতির মধ্য দিয়ে কাটান। এরপর হিজরত করে মদীনায় দশ বছর কালাতিপাত করেন। [মুসলিম]

www.waytojannah.com

(٣٨) عَنِ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَا أَبَا حَمْزَةَ بِسِنِّ أَيِّ الرِّجَالِ كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ بُعِثَ؟ قَالَ ابْنَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ ثُمَّ كَانَ مَاذَا؟ قَالَ كَانَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ فَتَمَّتْ لَهُ سِتُّونَ سَنَةً ثُمَّ قَبَضَهُ اللهُ إِلَيْهِ قَالَ سِنُّ أَيِّ الرِّجَالِ هُوَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ كَأَشَبِّ الرِّجَالِ وَأَحْسَنِهِ وَأَجْمَلِهِ وَأَلْحَمِهِ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَلْ غَزَوْتَ مَعَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ نَعَمْ غَزَوْتُ مَعَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ.

(৩৮) আল-'আলা ইব্ন যিয়াদ আল-'আদাওয়ী থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস ইব্ন মালিককে (রা) জিজ্ঞেস করেন; হে আবূ হামযা, নবুওয়াতপ্রাপ্তির সময় রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) বয়স কত হয়েছিল? উত্তরে তিনি (আনাস রা.) বললেন, তাঁর বয়স হয়েছিল চল্লিশ বছর। রাবী বলেন, এরপর কী? আনাস (রা) বলেন, অতঃপর মক্কায় ছিলেন দশ বছর এবং মদীনায় দশ বছর। সুতরাং তাঁর বয়স পূর্ণ ষাট বছর। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তাঁর কাছে উঠিয়ে নেন। রাবী পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, ঐ সময় (ওফাতের সময়) তাঁর বয়স (বা স্বাস্থ্য) কেমন ছিল? আনাস (রা) বলেন, ঐ সময় তিনি ছিলেন সুঠামদেহী, সুন্দরতম, সর্বাধিক কমনীয় যুবকের ন্যায়। এরপর রাবী বলেন, হে আবু হাম্‌যা, আপনি কি তাঁর সাথে কোন যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তাঁর সাথে হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। [হাদীসটি গরীব। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ]

(٣٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءَ شَهْرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِيْ نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِيْ فَنُودِيْتُ فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيْتُ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاءِ فَأَخَذَتْنِي رَجْفَةٌ شَدِيْدَةٌ فَأَتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُونِي فَدَثَّرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً فَأَنْزَلَ اللهُ (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ).

(৩৯) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন– আমি হেরা গুহায় এক মাস অতিবাহিত করলাম। যখন আমার প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন আমি সেখান থেকে অবতরণ করে 'বাতনুল ওয়াদী' এর মধ্যখানে উপস্থিত হলাম। এমন সময় আমকে ডাক দেওয়া হলো; আমি দৃষ্টিপাত করলাম আমার সম্মুখে, পেছনে, ডানে ও বামে, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। এরপর আবারও আমাকে ডাক দেওয়া হলো। আমি দৃষ্টিপাত করলাম, কিন্তু কাউকে দেখলাম না। পুনরায় আমাকে ডাক দেওয়া হলো। এবার আমি উপরের দিকে মাথা উঁচু করে তাকালাম। এবার আমি তাঁকে দেখতে পেলাম– শূন্যে সিংহাসনে উপবিষ্ট। (অন্য বর্ণনায় তিনি আসমান ও যমীন বরাবর বিশাল সিংহাসনে উপবিষ্ট। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। এবং খাদীজার কাছে এসে বললাম, আমাকে কম্বল মুড়ি দিয়ে দাও। অতঃপর তাঁরা আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন, আর আমার উপর পানি ছিটিয়ে দিলেন। ঠিক এই সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন,

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

(٤٠) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بُرْذَوْنٍ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ طَرَفُهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَأَيْتِيْهِ؟ ذَاكَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

www.waytojannah.com

Contents

(৪০) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, জিব্রীল (আ) রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) কাছে আগমন করেন তুর্কী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তাঁর মাথায় পাগড়ি যার প্রান্ত ছিল দুই কাঁধের মাঝে। আমি তাঁর বিষয়ে রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করলাম। রাসূল (সা) বললেন, তুমি তাঁকে দেখতে পেয়ছ? ইনি তো জিব্রীল (আ)। [আহমদ]

(٤١) عَنْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُنَاجِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَزَعَمَ أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ تَجَنَّبَ أَنْ يَدْنُوَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَخَوَّفَ أَنْ يَسْمَعَ حَدِيثَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُسَلِّمَ إِذْ مَرَرْتَ بِي الْبَارِحَةَ؟ قَالَ رَأَيْتُكَ تُنَاجِي رَجُلًا فَخَشِيتُ أَنْ تَكْرَهَ أَنْ أَدْنُوَ مِنْكُمَا قَالَ وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ؟ قَالَ لَا قَالَ فَذَلِكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَوْ سَلَّمْتَ لَرَدَّ السَّلَامَ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ غَيْرِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ.

(৪১) মূসা ইব্‌ন 'আক্বাবা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আবু সালামা বর্ণনা দিয়েছেন এমন এক ব্যক্তির বরাতে, যিনি রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূল (সা) তখন জিব্রীলের (আ) সাথে নীচু আওয়াজে কথা বলছিলেন। আবু সালামার ধারণা– সেই ব্যক্তি পাছে রাসূলের (সা) কথাবার্তা শোনা যায়–এই ভয়ে তার কাছে যাননি। কিন্তু সকালবেলায় রাসূল (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, গতকাল তুমি আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে সালাম দাওনি কেন? সেই ব্যক্তি বললেন, আমি দেখলাম আপনি এক জনের সাথে একান্তে কথা বলছিলেন, তাই আমি আশংকা করলাম, আপনাদের নিকটবর্তী হওয়া আপনি পছন্দ করবেন না। (তাই আমি কাছে গিয়ে আপনাদের সালাম দেওয়া থেকে বিরত থেকেছি)। রাসূল (সা) বললেন, তুমি কি জান, সেই লোকটি কে? বললেন, না। রাসূল (সা) বললেন, তিনি ছিলেন জিব্রীল (আ); তুমি যদি সালাম দিতে, তাহলে তিনি তোমার সালামের উত্তর প্রদান করতেন। রাবী বলেন, আমি আবু সালামা ছাড়াও হারিছা ইব্‌নন্ নু'মানের কাছ থেকে (এই হাদীস) শুনেছি। [হাকিম, আহমদ ও তাবারানী]

(٤٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ تُحِسُّ بِالْوَحْيِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ أَسْمَعُ صَلَاصِلَ ثُمَّ أَسْكُتُ عِنْدَ ذَلِكَ فَمَا مِنْ مَرَّةٍ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنَّ نَفْسِي تُفِيضُ.

(৪২) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা) জিজ্ঞেস করেছিলাম– আপনি কি ওহীর আগমন সম্পর্কে পূর্বাভাস পেয়ে থাকেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হ্যাঁ, আমি ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাই, অতঃপর আমি নিশ্চুপ হয়ে যাই। যখনই (বা যতবারই) আমার কাছে ওহী আসে, তখনই আমার মনে হয়, এই বুঝি আমার জান কবজ করা হচ্ছে। [হাইছামী ও হাকেম]

(٤٣) عَنْ عَلِيٍّ أَوْ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا فَيُذَكِّرُنَا بِأَيَّامِ اللهِ حَتَّى نَعْرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَكَأَنَّهُ نَذِيرُ قَوْمٍ يُصَبِّحُهُمِ الْأَمْرُ غُدْوَةً وَكَانَ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجِبْرِيلَ لَمْ يَتَبَسَّمْ ضَاحِكًا حَتَّى يَرْتَفِعَ عَنْهُ.

(৪৩) আলী (রা) অথবা যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বরেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করতেন এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অতীত জাতিসমূহের ঘটনাবলী বর্ণনা করতেন। (তাদের অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ্‌র আযাবে পতিত হওয়ার বর্ণনাও তিনি প্রদান করতেন)। এমনকি

www.waytojannah.com

Contents

আমরা তাঁর চেহারা মুবারকে ভীতির ছায়া লক্ষ্য করতাম; মনে হত তিনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করছেন, যাদের উপর পরবর্তী ভোরেই আল্লাহ্‌র গযব অবতীর্ণ হবে। আর জিব্রীল (আ) এর সাথে সাক্ষাতের অব্যবহিত পরে অর্থাৎ ওহীর কাঠিন্য বিদূরিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি হাসতেন না। [হাইছামী, বাযযার ও তাবারানী]

(٤٤) عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ يُسْمَعُ عِنْدَ وَجْهِهِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ.

(৪৪) 'উমার ইব্‌নল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলের (সা) উপর ওহী অবতীর্ণ হতো, তখন তাঁর চেহারা মুবারকের কাছে মৌমাছির গুনগুনানির মত এক প্রকার শব্দ শোনা যেত। [এ হাদীসের তাখরীজ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

(٤٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ لَيُنْزَلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ ثُمَّ تَفِيضُ جَبْهَتُهُ عَرَقًا.

(৪৫) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) উপর যদি শীতার্ত ভোরেও ওহী অবতীর্ণ হতো, তখনও (ওহীর প্রচণ্ড চাপে) তাঁর ললাট ঘর্মাক্ত হয়ে উঠতো। [হাদীসটি গরীব। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٤٦) وعنها ايضا أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ لَيُوحَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَتَضْرِبُ بِجِرَانِهَا.

(৪৬) আয়েশা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) উপর কোন বাহনের উপর সওয়ারী অবস্থায় ওহী অবতীর্ণ হতো, তবে (ওহীর প্রচণ্ড চাপের দরুন) সেই সওয়ারী (কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে) মাটিতে তার গলদেশ ঘর্ষণ করতে থাকতো। [হাইছামী, আহমদ]

(٤٧) وعنها ايضا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ يُدَارِسُهُ، كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

(৪৭) আয়েশা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সাক্ষাতকারে জিব্‌রীল (আ)-এর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন, তার অব্যবহিত পর কল্যাণ বিতরণে বেগবান বায়ুর চেয়েও অধিক উদার হয়ে যেতেন। [এটি একটি সুদীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। এর ব্যাখ্যা ও তাখরীজ 'ফাযাইলুল কুরআন' অধ্যায়ে আসছে, ইনশাআল্লাহ্]

(٤٨) وعنها ايضا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ قَالَ أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ ثُمَّ يُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ وَأَحْيَانًا يَأْتِينِي مَلَكٌ فِي مِثْلِ صُورَةِ الرَّجُلِ فَأَعِي مَا يَقُولُ.

(৪৮) আয়েশা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, হারিছ ইব্‌ন হিশাম (রা) (একদা) রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা) প্রশ্ন করেন, কীভাবে আপনার কাছে ওহীর আগমন হয়? রাসূল (সা) বলেন, কখনও (ওহী আসে) ঘণ্টাধ্বনির ন্যায়, যা আমার জন্য সবচেয়ে বেশী কষ্টকর (মনে হয়); আমার শরীর থেকে ঘাম নির্গত হয়, আর (সাথে সাথেই) তা আমার মুখস্থ হয়ে যায়। আবার কখনও ফেরেশতা (জিব্রীল আ.) মানুষের আকৃতি ধারণ করে আসেন এবং তিনি যা কিছু বলেন আমি মুখস্থ করে ফেলি। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

www.waytojannah.com

باب فی ذکر اول من امن به صلی الله علیه وسلم قبل اظهار الدعوة۔

পরিচ্ছেদ : প্রকাশ্য দা'ওয়াতের পূর্বে রাসূলের (সা) প্রতি যাঁরা ঈমান এনেছিলেন

(٤٩) وعنها ایضا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ قَالَ أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ ثُمَّ يُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ وَأَحْيَانًا يَأْتِينِي مَلَكٌ فِي مِثْلِ صُورَةِ الرَّجُلِ فَأَعِي مَا يَقُولُ۔

(৪৯) যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম যিনি সালাত (নামায) আদায় করেন, (অন্য বর্ণনায়) সর্বপ্রথম যিনি রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে ইসলাম কবুল করেন, তিনি হচ্ছেন 'আলী (রা)। 'আমর বলেন এ বিষয়টি আমি ইব্রাহীম (নখয়ী)-এর কাছে উত্থাপন করলে তিনি তা অস্বীকার করেন এবং বলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন– আবূ বকর (রা)। (অন্য বর্ণনায় এসেছে) ইব্রাহীম (র) বলেন, আবূ বকর (রা) হচ্ছেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) সাথে ঈমান এনেছেন। [ইব্ন জারীর ও ইব্ন ইসহাক]

(٥٠) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِيَاسِ بْنِ عَفِيفٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنْتُ امْرَأً تَاجِرًا فَقَدِمْتُ الْحَجَّ فَأَتَيْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لِأَبْتَاعَ مِنْهُ بَعْضَ التِّجَارَةِ وَكَانَ امْرَأً تَاجِرًا فَوَاللهِ إِنِّي لَعِنْدَهُ بِمِنًى إِذْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ خِبَاءٍ قَرِيبٍ مِنْهُ فَنَظَرَ إِلَى الشَّمْسِ فَلَمَّا رَاهَا مَالَتْ يَعْنِي قَامَ يُصَلِّي قَالَ ثُمَّ خَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ ذَلِكَ الْخِبَاءِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَامَتْ خَلْفَهُ تُصَلِّي ثُمَّ خَرَجَ غُلَامٌ حِينَ رَاهَقَ الْحُلُمَ مِنْ ذَلِكَ الْخِبَاءِ فَقَامَ مَعَهُ يُصَلِّي قَالَ فَقُلْتُ لِلعَبَّاسِ مَنْ هَذَا يَا عَبَّاسُ؟ قَالَ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنُ أَخِي قَالَ فَقُلْتُ مَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ هَذِهِ امْرَأَتُهُ خَدِيجَةُ ابْنَةُ خُوَيْلِدٍ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا الْفَتَى؟ قَالَ هَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ابْنُ عَمِّهِ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا هَذَا الَّذِي يَصْنَعُ؟ قَالَ يُصَلِّي وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَلَمْ يَتْبَعْهُ عَلَى أَمْرِهِ إِلَّا امْرَأَتُهُ وَابْنُ عَمِّهِ هَذَا الْفَتَى وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَيُفْتَحُ عَلَيْهِ كُنُوزُ كِسْرَى وَقَيْصَرَ قَالَ فَكَانَ عَفِيفٌ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ يَقُولُ وَأَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ لَوْ كَانَ اللهُ رَزَقَنِي الْإِسْلَامَ يَوْمَئِذٍ فَأَكُونُ ثَالِثًا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ۔

(৫০) ইসমা'ঈল ইব্ন ইয়াস ইব্ন 'আকীক আল-কিন্দী, তার পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ছিলাম একজন ব্যবসায়ী মানুষ। আমি (একদা) হজের মৌসুমে আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের কাছে যাই–ব্যবসার উদ্দেশ্যে তার কাছ থেকে কিছু পণ্য খরিদ করার উদ্দেশ্যে। কারণ,তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। আল্লাহ্‌র শপথ, আমি 'আব্বাসের সাথে মিনায় অবস্থানরত ছিলাম; এমন সময় জনৈক ব্যক্তি নিকটস্থ এক তাঁবু থেকে বের হয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, মিনায় সূর্য হেলে গিয়েছে, তখন তিনি সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হলেন। এরপর যে তাবু থেকে পূর্বোক্ত লোকটি বের হয়েছিলেন, সেই তাঁবু থেকে জনৈকা মহিলা বের হলেন এবং সেই লোকটির পেছনে সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর সেই একই তাঁবু থেকে জনৈক কিশোর (বালক) বের হয়ে প্রথমোক্ত, লোকের সাথে সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে গেল। রাবী চলেন, (এই দৃশ্য দেখে) আমি আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, এই লোকটি কে, আব্বাস? আব্বাস বললেন, এ হচ্ছে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। আমি বললাম, ঐ স্ত্রীলোকটি কে? আব্বাস

www.waytojannah.com

Contents

বললেন, এ হচ্ছে তার স্ত্রী খাদীজা বিনুত খুয়াইলিদ। আমি বললাম ওই কিশোর বালকটি কে? আব্বাস বললেন বালকটি হচ্ছে তার ভাতিজা আলী ইব্ন আবী তালিব। আমি বললাম, (পরিচয় তো পেলাম, কিন্তু) এরা করছে কী? আব্বাস বললেন, সালাত (নামায) আদায় করছে। সে (মুহাম্মদ) মনে করে যে, সে একজন নবী, তবে তার স্ত্রী ও তার ভাতিজা এই বালক ছাড়া এই বিষয়ে এখনও কেউ তাকে অনুসরণ করেনি। (আব্বাস বলেন) সে এও মনে করে থাকে যে, (এক দিন) রোম ও পারস্য সম্রাটের ভান্ডারসমূহ তার করতলগত হবে। রাবী বলেন, এরপর থেকে (আমার দাদা তথা) আশা'আছ ইব্ন ক্বাইসের ভাতিজা 'আফীফ, যিনি পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাতে তিনি নিষ্ঠাবান ছিলেন, (প্রায়শঃ) বলতেন, ঐ সময় বা ঐদিন আল্লাহ্ পাক যদি আমাকে ইসলাম কবুল করা মঞ্জুর করতেন, তাহলে আমি আলী ইব্ন আবী তালিবের সাথে (ইসলাম গ্রহণে) তৃতীয় হয়ে যেতে পারতাম। [মালিক, আয্-যাহ্বী, ইব্ন সা'দ, নাসাঈ, বগ্ভী আবু ইয়ালা, তাবারী, বুখারী (তারীখিল কাবীর) প্রমুখ]

(٥١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ خَدِيْجَةَ عَلِيٌّ وَقَالَ مَرَّةً أَسْلَمَ.

(৫১) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খাদীজার (রা) পর আল্লাহ্র রাসূলের (সা) সাথে প্রথম যিনি সালাত আদায় করেন, (আরেকবার রাবী বলেছেন যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন) তিনি হচ্ছেন আলী (রা)। [হাদীসটি গরীব। তবে সনদ উত্তম, তিরমিযি]

(٥٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمَّارٌ وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ وَالْمِقْدَادُ فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللهُ بِقَوْمِهِ وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيْدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ فَمَا مِنْهُمْ إِنْسَانٌ إِلَّا وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالٌ فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ وَأَخَذُوا يَطُوفُونَ بِهِ شِعَابَ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ أَحَدٌ أَحَدٌ.

(৫২) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম যাঁরা ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন, তাঁরা সংখ্যায় সাতজন। রাসূলুল্লাহ্ (সা), আবূ বকর, আম্মার ইব্ন ইয়াসির, আম্মার জননী সুমাইয়্যা, সুহাইব, বিলাল ও আল-মিকদাদ (রা)। তবে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্কে (সা) তাঁর চাচা আবূ তালিবের মাধ্যমে এবং আবূ বকরকে (রা) তাঁর কওমের মাধ্যমে (মুশরিকদের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু বাকী অন্যান্য সবাইকে মুশরিকরা ধরে নিয়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে সূর্যের নীচে চিৎ করিয়ে রেখেছে। তাঁদের সবাই মুশরিকদের ইচ্ছামত–যা তারা করতে বলেছে, তাই করেছেন। কিন্তু বিলাল তা করেননি। আল্লাহ্র জন্য তাঁর জীবনকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ও তাকে দুর্বল পেল। সুতরাং তারা তাকে (উচ্ছৃঙ্খল) বালকদের হাতে তুলে দেয়। তারা (বালকরা) তাকে নিয়ে মক্কার গলিতে গলিতে ঘুরাতে থাকে; কিন্তু তিনি 'আহাদ' 'আহাদ' বলতে থাকেন। [মালিক ও ইব্ন মাজাহ]

(٥٣) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ؟ قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ حَتَّى يُمَكِّنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ قَالَ وَكَانَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَرُبُعُ الْإِسْلَامِ.

www.waytojannah.com

(৫৩) 'আমর ইব্ন 'আবাসা আল-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলকে (সা) উদ্দেশ্য করে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সাথে এই কর্মে আর কে কে আছেন? (অর্থাৎ আপনার আর কে ইসলাম গ্রহণ করেছে?) উত্তরে তিনি বললেন, এক জন আযাদ ও এক জন দাস। ঐ সময় তাঁর সাথে ছিলেন আবূ বকর আর বিলাল (রা)। এরপর রাসূল (সা) 'আমরকে (রা) বললেন, তুমি তোমার কওমে ফিরে যাও–যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে (সা) প্রতিষ্ঠিত করেন। রাবী বলেন, (এরপর) 'আমর ইব্ন 'আবাসা (প্রায়শঃ) বলতেন, আমাকে দেখতে পাচ্ছ ইসলাম কবুলকারীদের চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে। (কারণ, তিনি ঐ সময়ই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং আল্লাহ্র রাসূলের (সা) নির্দেশমত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা গোপন রেখেছিলেন। [মুসলিম ও আহমদ]

(٥٤) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ وَهُوَ يُصَلِّي نَحْوَ الرُّكْنِ قَبْلَ أَنْ يَصْدَعَ بِمَا يُؤْمَرُ وَالْمُشْرِكُونَ يَسْتَمِعُونَ (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ).

(৫৪) আসমা বিনতি আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (কা'বার) রুক্নে (ইয়ামানী)-এর পাশে (কাবা এর দিকে মুখ করে) আমি আল্লাহ্র রাসূলকে (সা) সালাত আদায় করতে দেখেছি এবং সালাতে তিনি আল্লাহ্র কালাম পাঠ করছিলেন এবং মুশরিকরা তা শুনতে পাচ্ছিল فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ এটা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আগের কথা। [আহমদ ও হাইছামী]

باب فى امر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم باظهار الدعوة والصدع بها وما لاقاه من ايذاء كفار قريش له وتعذيبهم المستضعفين ممن اسلموا معه.

পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তাঁর নবীকে (সা) প্রকাশ্য দা'ওয়াতের নির্দেশ দান এবং এর ফলশ্রুতিতে কুরাইশ বংশীয় কাফিরদের পক্ষ থেকে তাঁর কষ্টভোগ এবং তাঁর সাথে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে দুর্বলদের উপর কাফিরদের কঠোর নির্যাতন

(٥٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا مَعْشَرَ بَنِي هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي وَاللهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِلَّا أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا.

(৫৫) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এই আয়াত وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (তোমার নিকটাত্মীয়দের ভীতি প্রদর্শন কর) অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরাইশদের সাধারণ ও বিশেষজনদের (অন্য বর্ণনায় কুরাইশদের সকল গোত্রকে একটি একটি করে আহ্বান করতে থাকেন) আহ্বান করেন এবং (তাদের উদ্দেশ্যে) বলেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর। হে বনূ কা'ব বিন লুয়াই গোত্র, তোমরা জাহান্নাম থেকে নিজেদের রক্ষা কর। হে বনূ আবদে মানাফ তোমরা জাহান্নাম থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কর। হে বনূ হাশিম তোমরা জাহান্নাম থেকে নিজেদের রক্ষা কর। হে বনূ আবদুল মুত্তালিব, তোমরা নিজেদেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর। হে ফাতিমা বিনতি মুহাম্মদ, তুমি নিজকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর। কেননা, আল্লাহ্র শপথ, আল্লাহ্র আযাব

www.waytojannah.com

থেকে তোমাদের রক্ষা করার কোন ক্ষমতা আমার নেই। তবে হ্যাঁ, তোমাদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক যা আছে। আমি তার সিঞ্চনে তোমাদের সিক্ত করে যাব। [এই হাদীসের তাখরীজ ফাযাইলুল কুরআন অধ্যায় ১৮তম খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। সূরা আশ্-শু'আরা এর তাফসীর দ্র.]

(٥٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفَا فَصَعِدَ عَلَيْهِ ثُمَّ نَادَى يَا صَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ بَيْنَ رَجُلٍ يَجِيءُ إِلَيْهِ وَبَيْنَ رَجُلٍ يَبْعَثُ رَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ صَدَّقْتُمُونِي؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَمَا دَعَوْتَنَا إِلَّا لِهَذَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ).

(৫৬) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (তোমার নিকটাত্মীয়গণকে সতর্ক করে দাও) অবতীর্ণ করেন, তখন আল্লাহ্র রাসূল (সা) সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করে লোকজনকে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করেন। অতঃপর লোকজন তাঁর সন্নিকটে সমবেত হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে বনূ আবদুল মুত্তালিব, হে বনূ ফিহ্র, হে বনূ লুয়াই, (শোন) আমি যদি তোমাদেরকে এই সংবাদ দিই যে, পাহাড়ের ঐদিকে একটি অশ্বারোহী বাহিনী তোমাদের উপর হামলার জন্য উদ্যত, তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা বললো, অবশ্যই (করবো)। রাসূল (সা) বললেন, আমি তোমাদেরকে এক ভয়াবহ শাস্তির ব্যাপারে সতর্ককারী। তখন আবূ লাহাব বললো, তুমি ধ্বংস হও, আজকে তুমি কি এ কথা বলার জন্যই ডেকেছ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন– تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও)। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٥٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ اشْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنَ اللهِ لَا أُغْنِي عَنْكُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا سَلَانِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمَا.

(৫৭) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধররা, তোমরা আল্লাহ্র শাস্তি থেকে নিজেদেরকে খরিদ (রক্ষা) কর। সে সাফিয়া। রাসূলুল্লাহ্র ফুফু; হে ফাতিমা–রাসূলের কন্যা, তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা কর। (কারণ) আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে আমি (আখিরাতে) তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবো না; (অবশ্য) দুনিয়াতে তোমাদের (সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে) আমার সম্পদ থেকে তোমরা যা খুশী চাইতে পার (এবং তা আমি দিতেও পারবো)। [হাদীসটি গরীব। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

www.waytojannah.com

ابواب ذكر من تولوا ايذاءه صلى الله عليه وسلم بعد اظهار الدعوة

প্রকাশ্য দা'ওয়াতের নির্দেশ প্রাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উৎপীড়নে যারা নেতৃত্বদান করেছিল– এ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদসমূহ

باب أن من تولى كبر ايذائه عمه ابولهب.

পরিচ্ছেদ : উৎপীড়ন-নির্যাতনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল চাচা আবূ লাহাব

(٥٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عِبَادٍ الدِّيْلِيِّ وَكَانَ جَاهِلِيًّا أَسْلَمَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَ عَيْنِيْ بِسُوْقِ ذِي الْمَجَازِ يَقُوْلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوْا وَيَدْخُلُ فِيْ فِجَاجِهَا وَالنَّاسُ مُتَقَصِّفُوْنَ عَلَيْهِ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَقُوْلُ شَيْئًا وَهُوَ لَا يَسْكُتُ يَقُوْلُ أَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوْا إِلَّا أَنَّ وَرَاءَهُ رَجُلًا أَحْوَلَ وَضِيْءَ الْوَجْهِ ذَا غَدِيْرَتَيْنِ يَقُوْلُ إِنَّهُ صَابِئٌ كَاذِبٌ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا؟ قَالُوْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَذْكُرُ النُّبُوَّةَ قُلْتُ مَنْ هٰذَا الَّذِيْ يُكَذِّبُهُ؟ قَالُوْا عَمُّهُ أَبُو لَهَبٍ قُلْتُ إِنَّكَ كُنْتَ يَوْمَئِذٍ صَغِيْرًا قَالَ لَا وَاللهِ إِنِّيْ يَوْمَئِذٍ لَأَعْقِلُ.

(৫৮) আবদুর রহমান ইব্ন আবূয যিনাদ তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি রবী'আহ ইব্ন 'ইবাদ আদ-দীনী, যিনি জাহেলী যুগ পেয়েছেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, থেকে বর্ণনা করেন–আমি রাসূলুল্লাহ্কে (সা) যুল-মাজায নামক বাজারে স্বচক্ষে দেখেছি (প্রকাশ্য দা'ওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে), তিনি বলছিলেন, হে লোকসকল, তোমরা বল– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাহলে তোমরা মুক্তিলাভ করবে। রাসূল (সা) (এসব কথা বলতে বলতে) বাজারের গলিগুলোতে প্রবেশ করছেন, আর লোকজন তাঁর চারপাশে ভীড় করছিল। তাঁর কথা শুনে কাউকি কিছু বলতে দেখলাম না। তিনি একাধারে বলে চলছেন, হে লোকসকল, তোমরা বল– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তোমরা মুক্তিলাভ করবে। কিন্তু তাঁর পেছনে উজ্জ্বল চেহারার দু'ভাগে বিন্যস্ত কেশরাজিবিশিষ্ট এক লোক (রাসূলের (সা) কথার প্রতিবাদে) বলছিল, এ হচ্ছে ধর্মত্যাগী, মিথ্যুক (এর কথা তোমরা বিশ্বাস করো না)। তখন আমি বললাম, ইনি কে? তারা বললো, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ, যিনি নবুয়ত দাবী করছেন। আমি বললাম, ওই লোকটি কে, যে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলছে? তারা বললো, তাঁর চাচা আবূ লাহাব। রাবী বলেন, আমি রবী'আকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ঐ সময় ছোট ছিলেন? তিনি বললেন, না, আল্লাহ্র শপথ, ঐ সময় আমি সবকিছু বুঝতাম।

وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ قَالَ إِنِّيْ لَمَعَ أَبِيْ رَجُلٌ شَابٌّ أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُ الْقَبَائِلَ وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ أَحْوَلُ وَضِيْءٌ ذُوْ جُمَّةٍ يَقِفُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبِيْلَةِ فَيَقُوْلُ يَا بَنِيْ فُلَانٍ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ آمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تُصَدِّقُوْنِيْ وَتَمْنَعُوْنِيْ حَتّٰى أُنْفِذَ عَنِ اللهِ مَا

www.waytojannah.com

بَعَثَنِي بِهِ فَإِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَقَالَتِهِ قَالَ الْآخَرُ مِنْ خَلْفِهِ يَا بَنِي فُلَانٍ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ مِنْكُمْ أَنْ تَسْلُخُوا اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَحُلَفَاءَكُمْ مِنَ الْجِنِّ بَنِي مَالِكِ بْنِ أُقَيْشٍ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْبِدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ فَلَا تَسْمَعُوا لَهُ وَلَا تَتَّبِعُوهُ فَقُلْتُ لِأَبِي مَنْ هَذَا؟ قَالَ عَمُّهُ أَبُو لَهَبٍ.

একই রাবী থেকে দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে–আমি একজন পূর্ণবয়স্ক যুবক; আমি আমার পিতার সাথে থেকে রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা) সমর্থন করেছি (দেখেছি), তিনি বিভিন্ন গোত্রের লোকদের কাছে যাচ্ছেন এবং তাঁর পেছনে সুন্দর চেহারা ও কাঁধ পর্যন্ত ঝুলানো কেশরাজিবিশিষ্ট এক লোক তাঁকে অনুসরণ করে চলছে। আল্লাহ্‌র রাসূল এক একটি গোত্রের কাছে যাচ্ছেন এবং বলছেন, হে অমুক গোত্রের লোকজন, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে প্রেরিত, আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর তোমরা আমাকে সত্যায়ন করবে, যাতে করে আমি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত দায়িত্ব বাস্তবায়ন করতে পারি। রাসূল (সা) তাঁর বক্তব্য সম্পন্ন করার পরপরই তাঁর পেছন থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলো, হে অমুক সম্প্রদায়ের লোকজন, এই মুহাম্মদ চায়, তোমরা তোমাদের লাত ও উয্‌যাকে পরিত্যাগ কর। এবং তোমাদের মিত্র বনু মালিক ইব্‌ন আক্‌ইয়াশ গোত্রের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটাও। সে (মুহাম্মদ) বিদ'আত ও ভ্রষ্টতার দিকে তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছে। সুতরাং তোমরা তার কথা শুবনে না এবং তাকে অনুসরণ করবে না। রাবী বলেন, আমি আমার বাবাকে বললাম, এই লোকটি কে? বাবা বললেন, তাঁর (মুহাম্মদ) চাচা আবূ লাহাব।

وعنه ايضا من طريق ثالث قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ بِمِنًى فِي مَنَازِلِهِمْ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ الخ الحَدِيْثَ كَمَا تَقَدَّمَ.

একই রাবী থেকে তৃতীয় সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা) মদীনায় হিজরত করার পূর্বে মিনায় দেখেছি–তিনি মানুষের অবস্থানসমূহে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছেন এবং বলছেন, হে লোকসকল...এরপর হাদীসের ভাষ্য পূর্ববৎ।

وعنه ايضا من طريق رابع أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا لَهَبٍ بِعُكَاظٍ وَهُوَ يَتْبَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا قَدْ غَوَى فَلَا يُغْوِيَنَّكُمْ عَنْ اٰلِهَةِ اٰبَائِكُمْ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ عَلَى أَثَرِهِ وَنَحْنُ نَتْبَعُهُ وَنَحْنُ غِلْمَانٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أَحْوَلُ ذُو غَدِيرَتَيْنِ أَبْيَضَ النَّاسِ وَأَجْمَلَهُمْ.

একই রাবী থেকে চতুর্থ সময়ে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উকায বাজারে (বা মেলায়) আবূ লাহাবকে দেখলাম যে, সে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) পেছনে পেছনে যাচ্ছে আর বলে যাচ্ছে, হে লোকসকল, এই মুহাম্মদ পথভ্রষ্ট হয়েছে; সুতরাং সে যেন তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রভুদের থেকে বিচ্যুত করতে না পারে (সাবধান। রাসূল (সা) তার কাছ থেকে দূরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সে (নাছোড়বান্দা), তাঁর পেছন পেছন লেগেই আছে। আমরাও তাঁদের অনুসরণ করে অগ্রসর হচ্ছিলাম। আমরা ঐ সময় কিশোর। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম, মনে হচ্ছিল তিনি যেন সুবিন্যস্ত কেশরাজির অধিকারী উজ্জ্বল ও ফর্সা এবং সবচেয়ে সুন্দর একজন মানুষ। [বায়হাকী ও তাবারানী। এ হাদীসটির সনদ উত্তম।]

www.waytojannah.com

باب ومنهم ابو جهل۔

পরিচ্ছেদ : আবূ জাহ্লও উৎপীড়নে অন্যতম ভূমিকা পালনকারী

(٥٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ لَئِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَآتِيَنَّهُ حَتَّى أَطَأَ عَلَى عُنُقِهِ قَالَ فَقَالَ لَوْ فَعَلَ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عِيَانًا وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّوْا الْمَوْتَ لَمَاتُوا وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجَعُوا لَا يَجِدُونَ مَالًا وَلَا أَهْلًا۔

(৫৯) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ জেহেল বলেছিল, যদি আমি রাসূলুল্লাহ্কে (সা) কা'বা শরীফের কাছে সালাত আদায় করতে দেখি, তাহলে আমি অবশ্যই তার কাছে যাবো এবং তার ঘাড় মট্কে দেব। এ কথা শুনে রাসূল (সা) বলেছিলেন, সে যদি এরূপ করে, তাহলে ফেরেশতাগণ তাকে অবশ্যই দিবালোকেই পাকড়াও করবে। আর ইয়াহুদীরা যদি মৃত্যু কামনা করে, তবে তারা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে এবং জাহান্নামের অগ্নিতে তাদের আবাসস্থল দেখতে পাবে। আর যারা রাসূলুল্লাহ্র (সা) সাথে 'মুবাহালা' করতে চায় এবং সেই উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয় (নাসারাদের বুঝানো হয়েছে), তারা অবশ্যই গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তাদের সম্পদ ও পরিজনকে পাবে না (বরং সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে)। [ইব্ন কাছীর, আহমদ। এছাড়া বুখারী, তিরমিযী ও নাসাঈ। আবদুর রায্যাক-এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান ও সহীহ বলেছেন।]

(٦٠) عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ قَالَ فَقِيلَ نَعَمْ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى يَمِينًا يَحْلِفُ بِهَا لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ وَلَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ قَالَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي زَعَمَ لِيَطَأُ عَلَى رَقَبَتِهِ قَالَ فَمَا فَجَأَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ قَالَ فَقَالُوا لَهُ مَا لَكَ؟ قَالَ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهَوْلًا وَأَجْنِحَةً قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ دَنَا مِنِّي لَخَطِفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا قَالَ فَأَنْزَلَ لَا أَدْرِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ شَيْءٍ بَلَغَهُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى) إِلَى آخِرِ السُّورَةِ۔

(৬০) আবূ হাযেম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ জাহ্ল (একদা) বলেছিল– মুহাম্মদ কি তোমাদের সম্মুখে তার চেহারা অবনত করে? (অর্থাৎ সালাত আদায় করে কি?)। বলা হলো, হ্যাঁ। আবূ জাহ্ল তখন লাত ও উয্যার শপথ করে বললো, আমি যদি তাকে ঐরূপ করতে দেখি, আমি অবশ্যই তার গর্দান মট্কে দেব অথবা তার চেহারা মাটির মধ্যে দাবিয়ে দেব। রাবী বলেন (পরক্ষণেই দেখা গেল), রাসূল (সা) আগমন করলেন এবং সালাত আদায় করতে লাগলেন। তখন আবূ জাহ্ল তাঁর গর্দান মটকে দেওয়ার জন্য উদ্যত হলো। কিন্তু সেই সে একটু অগ্রসর হতে চাইলো, অমনি দেখা গেল সে পেছনে হটে আসছে এবং দু'হাত উঁচু করে নিজকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। লোকজন তখন তাকে প্রশ্ন করলো তোমার কী হলো? উত্তরে সে বললো, (আমি দেখলাম) আমার ও তার মধ্যখানে আগুনের এক পরিখা, ভীতিকর শব্দ তরঙ্গ ও অনেক পাখা। অতঃপর রাসূল (সা) বলেন, সে যদি আমার নিকটবর্তী হতো, তাহলে ফেরেশতাগণ তাঁর এক একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছোঁ মেরে নিয়ে যেত। আবু হাযিম বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা– إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى থেকে সুরার শেষ পর্যন্ত নাযিল করেন। কিন্তু এ

www.waytojannah.com

অংশটি হাদীসের অংশ নাকি অন্য কোনভাবে তাঁর কাছে পৌঁছেছে তা আমি জানি না। [এই হাদীসের তাখ্‌রীজ ১৮শ খণ্ডে 'ফাযাইলুল কুরআন' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।]

(٦١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

(৬১) ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে অনুরূপ (পূর্ববৎ) হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। [এই হাদীসেরও সনদ, ব্যাখ্যা ও তাখরীজ ১৮শ খণ্ডে উল্লিখিত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে]

باب ومنهم عقبة بن ابي معيط.

পরিচ্ছেদ : 'উক্‌বা ইব্‌ন আবু মু'আয়তও উৎপীড়নকারীদের অন্যত

(٦٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ أَوْ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ شُعْبَةُ الشَّاكُّ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ غَيْرَ أَنَّ أُمَيَّةَ أَوْ أُبَيًّا تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِئْرِ.

(৬২) আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাস'উদ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) সাজদাহরত অবস্থায় ছিলেন এবং তাঁর চারপাশে কুরাইশ বংশীয় লোকজন ছিল, এমন সময় 'উক্‌বা ইব্‌ন আবু মু'আয়ত মৃত প্রাণীর নাড়ি-ভুরি বা বর্জ্য নিয়ে এল এবং তা আল্লাহ্‌র রাসূলের পিঠে নিক্ষেপ করে দিল; এর ফরে রাসূল (সা) (সাজদা থেকে) তাঁর মাথা উঠাতে পারছিলেন না। তখন ফাতিমা (রা) এসে তাঁর পিঠ থেকে ঐসব বর্জ্যপদার্থ সরিয়ে দেন এবং (সাথে সাথে) যে (হতভাগ্য) এইরূপ করেছিল, তার উপর বদ-দোয়া করলেন। তখন আল্লাহ্‌র রাসূলও (সা) কুরাইশের ঐসব (পাপিষ্ঠ) নেতৃবৃন্দের নাম উল্লেখ করে আল্লাহ্‌র কাছে বদ-দোয়া করেন। এরা হচ্ছে, আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম, উত্‌বা ইব্‌ন রবীয়া, শাইবা ইব্‌ন রবীয়া, উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মু'আইত, উমাইয়্যা ইব্‌ন খালাফ অথবা উবাই ইব্‌ন খালাফ (রাবী শু'বা শেষোক্ত দুটি নাম নিয়ে সন্দিহান)। রাবী বলেন, আমি এদের সবাইকে বদরের যুদ্ধে নিহত হতে দেখেছি এবং এদের সবাইকে একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল (অর্থাৎ এদের মরদেহ), অবশ্য উমাইয়্যা অথবা উবাই ব্যতীত। কেননা তাঁর অংগ-প্রত্যংগ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই তাকে কুয়ায় ফেলা হয়নি।

(ومن طريق ثان) قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ وَزَادَ وَعِمَارَةَ بْنَ الْوَلِيدِ.

দ্বিতীয় বর্ণনায় পূর্ববৎ বর্ণনার সাথে বলা হয়েছে– 'আমর ইব্‌ন হিশাম, উমাইয়্যা ইব্‌ন খালাফ এবং অতিরিক্ত এসেছে আম্মারা ইব্‌ন ওয়ালীদ। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٦٣) وعنه ايضا قَالَ اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَدَعَا عَلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ سَبْعَةٍ فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى عَلَى بَدْرٍ وَقَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا.

www.waytojannah.com

(৬৩) আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাস'ঊদ) (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ করে কুরাইশদের সাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে (আল্লাহ্র কাছে) বদ-দোয়া করেন। এদের মধ্যে আছে– আবূ জাহ্ল, উমাইয়্যা ইব্ন খাল্ফ, শাইবা ইব্ন রবী'য়া ও উক্বা ইব্ন মু'আয়ত। আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি– আমি বদর প্রান্তরে এদের ছিন্ন-ভিন্ন মরদেহ দেখেছি; প্রচণ্ড সূর্যতাপে এদের চেহারা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। (কারণ) বদরের যুদ্ধের দিন ছিল উত্তপ্ত দিন। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٦٤) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ أَخْبِرْنِي بِأَشَدِّ مَا صَنَعَ المُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِفِنَاءِ الكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوَى ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بِهِ خَنْقًا شَدِيدًا فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ (أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ).

(৬৪) উরওয়াহ ইব্ন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্নল 'আসকে (রা) অনুরোধ করলাম, মুশরিকরা আল্লাহ্র রাসূলের (সা) সাথে কঠিনতম (বা জঘন্যতম) উৎপীড়ন কী করেছে, সে বিষয়ে (অনুগ্রহ করে) আমাকে বলুন। তিনি বললেন, (একদা) আল্লাহ্র রাসূল (সা) কা'বা শরীফের আঙ্গিনায় সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় উক্বা ইব্ন আবু মু'আইত এগিয়ে গেল। সে আল্লাহ্র নবীর (সা) কাঁধদ্বয় দুই বাহুসহ) ধরে ফেললো এবং তার কাপড় দিয়ে রাসূলের (সা) গলদেশ শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরল। ফলে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। এমতাবস্থায় আবূ বকর (রা) এগিয়ে আসলেন এবং তার দুই বাহু ধরে সজোরে টান দিয়ে রাসূলের (সা) কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন এবং বলেন, "তোমরা কি এমন একজন লোককে হত্যা করতে চাও, যিনি বলছেন, আমার রব (প্রভু) আল্লাহ্ এবং তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের রবের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছেন?" [বুখারী]

(٦٥) عَنْ يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا أَكْثَرَ مَا رَأَيْتَ قُرَيْشًا أَصَابَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ فِيمَا كَانَتْ تُظْهِرُ مِنْ عَدَاوَتِهِ؟ قَالَ حَضَرْتُهُمْ وَقَدِ اجْتَمَعَ أَشْرَافُهُمْ يَوْمًا فِي الْحِجْرِ فَذَكَرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مَا رَأَيْنَا مِثْلَ مَا صَبَرْنَا عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ قَطُّ سَفَّهَ أَحْلَامَنَا وَشَتَمَ آبَاءَنَا وَعَابَ دِينَنَا وَفَرَّقَ جَمَاعَتَنَا وَسَبَّ آلِهَتَنَا لَقَدْ صَبَرْنَا مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ أَوْ كَمَا قَالُوا قَالَ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ مَرَّ بِهِمْ طَائِفًا بِالْبَيْتِ فَلَمَّا أَنْ مَرَّ بِهِمْ غَمَزُوهُ بِبَعْضِ مَا يَقُولُ قَالَ فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ مَضَى فَلَمَّا مَرَّ بِهِمُ الثَّانِيَةَ غَمَزُوهُ بِمِثْلِهَا فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ مَضَى ثُمَّ مَرَّ بِهِمُ الثَّالِثَةَ فَغَمَزُوهُ بِمِثْلِهَا فَقَالَ تَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ فَأَخَذَتِ الْقَوْمَ كَلِمَتُهُ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا كَأَنَّمَا عَلَى رَأْسِهِ طَائِرٌ وَاقِعٌ حَتَّى إِنَّ أَشَدَّهُمْ فِيهِ وَصَاةً قَبْلَ ذَلِكَ لَيَرْفَؤُهُ بِأَحْسَنِ مَا يَجِدُ مِنَ الْقَوْلِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُولُ انْصَرِفْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ انْصَرِفْ رَاشِدًا فَوَاللهِ مَا كُنْتَ جَهُولًا قَالَ فَانْصَرَفَ

www.waytojannah.com

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ اجْتَمَعُوا فِي الْحِجْرِ وَأَنَا مَعَهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ذَكَرْتُمْ مَا بَلَغَ مِنْكُمْ وَمَا بَلَغَكُمْ عَنْهُ حَتَّى إِذَا بَادَأَكُمْ بِمَا تَكْرَهُونَ تَرَكْتُمُوهُ فَبَيْنَمَا هُمْ فِي ذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَثَبُوا إِلَيْهِ وَثْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَأَحَاطُوا بِهِ يَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ لِمَا كَانَ يَبْلُغُهُمْ عَنْهُ مِنْ عَيْبِ آلِهَتِهِمْ وَدِينِهِمْ قَالَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ أَنَا الَّذِي أَقُولُ ذَلِكَ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ أَخَذَ بِمَجْمَعِ رِدَائِهِ قَالَ وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ دُونَهُ يَقُولُ وَهُوَ يَبْكِي (أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ)؟ ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَأَشَدُّ مَا رَأَيْتُ قُرَيْشًا بَلَغَتْ مِنْهُ قَطُّ.

(৬৫) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন 'উরওয়া ইব্ন যুবাইর (তাঁর পিতা উরওয়া থেকে) এবং 'উরওয়া আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্নল 'আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন– আমি ('উরওয়া) তাঁকে (আমরকে) বললাম, কুরাইশরা রাসূলকে (সা) তাদের শত্রুতাবশতঃ সবচেয়ে অধিক কষ্ট দিয়েছে–এমন ঘটনা আপনি কোন্‌টি প্রত্যক্ষ করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি (একদা) তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম। তাদের নেতৃস্থানীয়রা (একদিন) কা'বা সংলগ্ন হিজ্‌রে সমবেত হয়। তখন রাসূল (সা) প্রসঙ্গে তারা আলোচনা-সমালোচনা করতে থাকে। তারা বলে, আমরা এই ব্যক্তির (মুহাম্মদ) ব্যাপারে যেরূপ ধৈর্য ধারণ করেছি, এইরূপ ধৈর্য আমরা আর কখনও কারো ব্যাপারে প্রদর্শন করিনি। সে (মুহাম্মদ) আমাদের বুদ্ধিমানদের মূর্খ ঠাওরিয়েছে, আমাদের পিতৃপুরুষকে গালি দিয়েছে, আমাদের দ্বীনকে (ধর্ম) দোষারোপ করেছে, আমাদের ঐক্যে ফাঁটল ধরিয়েছে এবং আমাদের মাবূদদেরকে মন্দ বলেছে। আমরা তার প্রতি তার এই বিশাল অন্যায় কাজে সবর করেছি। অথবা তারা এইরূপই অন্য কথাবার্তা বলেছিল। তারা (কুরাইশ নেতারা) এইরূপ আলোচনায় মত্ত ছিল, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের মাঝে আগমনকরলেন। রাসূল (সা) হেঁটে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে রুক্‌ন (ইয়ামানী) চুম্বন করলেন। এরপর তাদের পাশ দিয়ে অগ্রসর হয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ শুরু করলেন। যখন তিনি তাদেরকে অতিক্রম করছিলেন, তখন তারা তাঁর কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করে তাঁর প্রতি বিদ্রূপ করতে লাগলো। রাবী বলেন, আমি তাদের বিদ্রূপের প্রতিক্রিয়া রাসূলের (সা) চেহারায় লক্ষ্য করলাম। দ্বিতীয় চক্করে আবার যখন তিনি তাদের অতিক্রম করছিলেন, তখনও তারা পূর্বের ন্যায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলো এবং আমি এর প্রতিক্রিয়া তাঁর চেহারায় লক্ষ্য করলাম। তৃতীয় চক্করে আবারও তাদেরকে অতিক্রম করার সময় তারা তাঁকে পূর্বের ন্যায় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করলো। এবার রাসূল (সা) বললেন, হে কুরাইশ অধিপতিরা, তোমরা শুনে রাখ, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সা) এর জীবন, নিশ্চয় আমি তোমাদের ধ্বংস নিয়ে এসেছি। তাঁর এই কথায় তাদের মধ্যে ভীষণ (মনস্তাত্ত্বিক) প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল (শুনশান নীরবতা পেয়ে বসলো)। তাদের প্রত্যেকের মাথায় যেন এক একটি পাখি অবতরণ করলো। এমনকি ইতিপূর্বে তাঁকে কথার মাধ্যমে যে সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছে–সেও তার জ্ঞাত সর্বোত্তম বাক্য দ্বারা তাঁর প্রশংসা করতে শুরু করলো। সবশেষে সে বললো, হে আবুল কাসিম, তুমি সুপথে ফিরে এস। আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি মূর্খ নও। অতঃপর রাসূল (সা) চলে গেলেন। পরদিন পুনরায় তারা হিজরের কাছে সমবেত হলো। আমিও ছিলাম তাদের সাথে। তারা পরস্পর বলাবলি করছিল তাদের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে আর তাঁর কাছ থেকে তাদের কাছে যেসব বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল, তার উপর পর্যালোচনা করা হলো। তারা বললো, এমনকি প্রথমদিকে তাঁর কারণে

www.waytojannah.com

(বা জন্য) তোমরা অনেক অপ্রিয় বিষয়ও ছেড়ে দিয়েছ। তারা এইরূপ আলোচনায় মগ্ন, এমন সময় আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আগমন করলেন। অকস্মাৎ তারা একযোগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁকে চক্রাকারে ঘিরে ফেললো। তারা বলছিল, তুমিই কি আমাদের ধর্ম ও উপাস্যদের সম্পর্কে এইরূপ এইরূপ মন্দ কথা বলে থাক? রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি যে ঐরূপ বলে থাকে। তখন তাদের মধ্য থেকে একজনকে দেখলাম (উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মু'আইত) তাঁর চাঁদরের সংযোগস্থল ধরে টানছে। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) (ঐ সময়) তাঁর পেছনে ছিলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তোমরা কি হত্যা করতে চাও এমন একজনকে যিনি বলছেন, "আমার রব আল্লাহ্‌"। অতঃপর তারা তাঁর কাছ থেকে প্রস্থান করলো। এটিই ছিল আমার দেখামতে কুরাইশদের পক্ষ থেকে তাঁর উপর কঠিনতম উৎপীড়ন। [ইব্‌ন ইসহাক তাঁর সীরাতে এইরূপ বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু বুখারী সংক্ষিপ্ত আকারে পূর্বের হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।]

باب ما جاء فى تعذيبهم المستضعفين وضربهم للنبى صلى الله عليه وسلم وسبه.

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নবীকে (সা) কুরাইশ কর্তৃক গালি ও আঘাত প্রদান এবং দুর্বল মুসলিমদের প্রতি তাদের উৎপীড়ন

(٦٦) عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ دَعَا عُثْمَانُ (بْنُ عَفَّانَ) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا ثُمَّ قَالَ فَقَالَ عُثْمَانُ أَلَا أُحَدِّثُكُمَا عَنْهُ يَعْنِي عَمَّارًا؟ أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِذًا بِيَدِي نَتَمَشَّى فِي الْبَطْحَاءِ حَتَّى أَتَى عَلَى أَبَوَيْهِ وَهُمَا يُعَذَّبُونَ فَقَالَ أَبُو عَمَّارٍ يَا رَسُولَ اللهِ الدَّهْرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْبِرْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِآلِ يَاسِرٍ وَقَدْ فَعَلْتُ.

(৬৬) সালিম ইব্‌ন আবুল জা'আদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) রাসূলের (সা) সাহাবীগণের মধ্য থেকে কিছু লোককে (তাঁর কাছে) ডেকে পাঠালেন অথবা দাওয়াত করলেন। তন্মধ্যে একজন ছিলেন 'আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)। অতঃপর তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করেন। (যার বর্ণনা পরবর্তীতে আসছে ইনশাআল্লাহ্‌)! অতঃপর উছমান (রা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে 'আম্মার সম্পর্কে কিছু কথা বলবো না? (একদা) রাসূলের (সা) সাথে আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরে প্রস্তরময় ময়দানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। অবশেষে তিনি 'আম্মারের পিতা ও মাতার কাছে পৌঁছালেন। ঐ সময় 'আম্মারের উপর তারা (কুরাইশরা) উৎপীড়ন চালাচ্ছিল। আম্মারের পিতা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমাদের কাল এভাবে যাচ্ছে! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, ধৈর্য ধারণ কর এবং দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্‌, ইয়াসিরের বংশধরকে ক্ষমা করুন। তাঁর সেই দোয়া আল্লাহ্‌ কবুল করেছেন। [হাইছামী ও আহমদ; তবে হাদীসটি মুন্‌কাতি'। কেননা, সালিম উছমানকে (রা)-কে পাননি।]

(٦٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يُصْرَفُ عَنِّي شَتْمُ قُرَيْشٍ كَيْفَ يَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَيَشْتُمُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ.

(৬৭) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা কি দেকতে পাচ্ছ না (আশ্চর্যান্বিত হচ্ছনা)! কীভাবে আমার উপর থেকে কুরাইশদের নিন্দাবাদ ফিরানো হচ্ছে? তারা

www.waytojannah.com

আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে মন্দ বলে; গালি দিচ্ছে খারাপ বলে, অথচ আমি মুহাম্মদ (প্রশংসিত বা নন্দিত; নিন্দিত নই)। [বুখারী ও নাসাঈ। হাদীসটি গরীব।]

(٦٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيْلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ جَالِسٌ حَزِيْنًا قَدْ خُضِبَ بِالدِّمَاءِ ضَرَبَهُ بَعْضُ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ؟ قَالَ فَقَالَ لَهُ فَعَلَ بِي هَؤُلَاءِ وَفَعَلُوا قَالَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتُحِبُّ أَنْ أُرِيَكَ اٰيَةً؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْوَادِي فَقَالَ ادْعُ بِتِلْكَ الشَّجَرَةِ فَدَعَاهَا فَجَاءَتْ تَمْشِي حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَرْجِعْ فَأَمَرَهَا فَرَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبِي.

(৬৮) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জিব্রীল (আ) আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা) কাছে আগমন করলেন। তিনি (মুহাম্মদ সা.) তখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পেরেশান অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর শরীর রক্তরঞ্জিত। মক্কার কিছু লোক তাঁকে আঘাত করেছে। জিব্রীল (আ) এসে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কী হয়েছে? রাসূল (সা) উত্তরে বললেন, ওরা আমার সাথে এই ব্যবহার করেছে। জিব্রীল (আ) বললেন, আমি কি আপনাকে একটি নিদর্শন দেখাতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিব্রীল (আ) তখন উপত্যকার পেছনে একটি বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং নবীকে (সা) বললেন, ওই বৃক্ষটিকে ডাক দিন। তিনি ডাক দিলেন, বৃক্ষটি হেঁটে হেঁটে এসে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান হলো। জিব্রীল (আ) বললেন, এবার নির্দেশ করুন সে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাক। রাসূল (সা) নিদেশ দিলেন, বৃক্ষটি তার স্বস্থানে ফিরে গেল। তখন রাসূল (সা) বললেন, যথেষ্ট হয়েছে। [আহমদ ও বায্‌যার। বর্ণনাকারীগণ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারীদের ন্যায়।]

(٦٩) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيَّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ مَرَّ وَصَاحِبٌ لَهُ بِأَيْمَنَ وَفِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ حَلُّوا أُزُرَهُمْ فَجَعَلُوهَا مَخَارِيْقَ يَجْتَلِدُوْنَ بِهَا وَهُمْ عُرَاةٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَمَّا مَرَرْنَا بِهِمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ قِسِّيْسُوْنَ فَدَعُوهُمْ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَبْصَرُوهُ تَبَدَّدُوا فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا حَتَّى دَخَلَ وَكُنْتُ أَنَا وَرَاءَ الْحُجْرَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ لَا مِنَ اللهِ اسْتَحْيَوْا وَلَا مِنْ رَسُولِهِ اسْتَتَرُوا وَأُمُّ أَيْمَنَ عِنْدَهُ تَقُولُ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَبِلَأْيٍ مَا اسْتَغْفَرَ لَهُمْ.

(৬৯) সুলাইমান ইব্ন যিয়াদ আল-হাদারমী বর্ণনা করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্নল হারিছ আল-যুবাইদী তাঁকে বলেছেন যে, তিনি কোথাও যেতে যেতে দেখতে পান যে, তাঁর বন্ধু আয়মান ও কতিপয় কুরাইশী তাদের পরনের ইযার খুলে গোল করে খেলনা বানিয়ে তারা উলঙ্গাবস্থায় পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করছে। আবদুল্লাহ্ বলেন, আমরা যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, তারা বললো, এরা হচ্ছে খ্রীস্টান-আলিম; সুতরাং এঁদেরকে ডাক। (স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে–তাদের বক্তব্য ছিল বিদ্রূপাত্মক)। এরপর রাসূল (সা) আগমন করলেন। তারা তাঁকে দেখতে পেয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে গেল। রাসূল রাগান্বিত অবস্থায় ফিরে আসলেন এবং (হুজরায়) প্রবেশ করলেন। আমি হুজরার পেছনে (দাঁড়িয়ে) ছিলাম। শুনতে পেলাম তিনি বলছেন, সুবহানাল্লাহ, না এরা আল্লাহ্‌কে লজ্জা পেল, আর না তাঁর রাসূল থেকে নিজেদের আব্রু আবৃত করলো। উম্মু আয়মান (আয়মানের মা) (রা) তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্,

www.waytojannah.com

Contents

আপনি ওদের জন্য দোয়া (ইস্তিগফার) করুন। আবদুল্লাহ্ বলেন, এরপর রাসূল (সা) বেশ ইতস্ততঃ করে তাদের জন্য ইস্তিগফার করেন। [আহমদ, বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য]

(٧٠) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ فَكُنْتُ أَعْمَلُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَاجْتَمَعَتْ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا أُقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ وَاللهِ لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ فَإِذَا بُعِثْتُ كَانَ لِي مَالٌ وَوَلَدٌ (وفي رواية فَإِنِّي إِذَا مُتُّ ثُمَّ بُعِثْتُ وَلِي ثَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَأُعْطِيتُكَ) قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا حَتَّى بَلَغَ فَرْدًا}.

(৭০) মাস্রূক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খাব্বাব ইব্নল আর্ত (রা) বলেন, আমি মক্কায় 'আস ইব্ন ওয়ায়িলের কাজ-কর্ম করতাম (শ্রমিক হিসেবে)। এইভাবে আমি তার কাছে বেশকিছু দিরহাম প্রাপ্য হয়ে গেলাম। সুতরাং আমি তার কাছে আমার প্রাপ্য দিরহাম তলব করলাম। সে বললো, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে তোমার প্রাপ্য পরিশোধ করবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি মুহাম্মদকে (সা) অস্বীকার করবে (নবী হিসেবে)। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম, আমি মুহাম্মদের সাথে কুফ্রী করবো না এমনকি তুমি মরে পুনরায় জীবিত হয়ে আসলেও না। সে বলল, আমি, তুমি জীবিত হয়ে আসলে, তখন আমি সম্পদ ও সন্তানের অধিকারী থাকব। (অন্য বর্ণনায় এসেছে– যখন আমি মরার পর আবার জীবিত হয়ে উঠব, তখন আমার সম্পদ ও সন্তান থাকবে। ঐ সময় বরং আমি তোমাকে দান করতে পারব।) রাবী বলেন, অতঃপর এ বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ্কে (সা) অবহিত করলাম। ঐ সময় আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا حَتَّى بَلَغَ فَرْدًا.

তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবেই.... (মারয়াম ঃ ৭৭-৮০)। [এই হাদীসের ব্যাখ্যা, সনদ ও তাখরীজ ১৮শ খণ্ডে 'ফাযাইলুল কুরআন' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।]

(٧١) عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ مُتَوَسِّدًا بُرْدَةً لَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ لَنَا وَاسْتَنْصِرْهُ قَالَ فَاحْمَرَّ لَوْنُهُ أَوْ تَغَيَّرَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ حُفْرَةٌ وَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمٍ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ وَلَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخْشَى إِلَّا اللهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ.

(৭১) খাব্বাব ইব্নল আর্ত থেকে বর্ণিত, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে গেলাম। তখন তিনি কাবা শরীফের ছায়ায় তাঁর একখানি চাঁদর মুড়ি দিয়ে বসেছিলেন। আমরা তাঁকে অনুরোধ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করুন এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করুন। (আমাদের কথা শুনে) রাসূলের (সা) চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল অথবা পরিবর্তিত হলো। তখন তিনি বললেন (স্মরণ কর) তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য গর্ত খনন করা হতো; করাতের সাহায্যে মাথা দ্বিখণ্ডিত করা হতো, তবু তাঁরা আল্লাহ্র দ্বীন থেকে ফিরে যাননি। তাঁদের (কারো কারো) উপর লৌহ নির্মিত

www.waytojannah.com

চিরুনী দিয়ে আঁচড়িয়ে অস্থির উপর থেকে গোশত খুলে আনা হতো, (কিন্তু) তাঁরা আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে এতটুকু বিচ্যুত হননি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য এই কাজ (দ্বীনের) সহজ করে দিয়ে আমাদের উপর বিশেষ করুণা করেছেন। এই (বিশেষ করুণার) কারণে সানা' থেকে একজন আরোহী (এখন) হাদরা-মাউত পর্যন্ত নিরাপদে-নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে তার কোন প্রকার ভয় করার থাকবে না। আর নেকড়ে তার ছাগপালের কাছেই থাকবে (কিন্তু তা তাদের কোন ক্ষতি করবে না)। বস্তুত তোমরা ত্বরা করে থাক। [এই হাদীসের সনদ, ব্যাখ্যা ও তাখরীজ "কিতাবুস্ সব্‌র" অধ্যায়ে ৯১৯শ খণ্ডে) বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি বুখারী, আবূ দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন।]

باب ما جاء فى تعنت قريش فى طلب الايات واصرارهم على العناد وتامرهم على قتل سيد العباد صلى الله عليه وسلم.

পরিচ্ছেদ : কুরাইশদের একগুঁয়েমী, নিদর্শন দাবী, বিদ্বেষ ও মানবতার নেতা (সা)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র

(٧٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰيَةً فَانْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا اٰيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ).

(৭২) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কার লোকজন রাসূলের (সা) কাছে নিদর্শন দাবী করল। অনন্তর মক্কায় দুই বার চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়। তখন তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا اٰيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ.

কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাচরিত যাদু–(কামার ঃ১-২)। [এই হাদীসের সনদ, ব্যাখ্যা ও তাখরীজ ১৮শ খণ্ডে 'ফাযাইলুল কুরআন' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

(٧٣) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةً عَلَى هَذَا الْجَبَلِ وَفِرْقَةً عَلَى هَذَا الْجَبَلِ فَقَالُوا سَحَرَنَا مُحَمَّدٌ فَقَالُوا إِنْ كَانَ سَحَرَنَا فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ.

(৭৩) জুবাইর ইব্‌ন মুত্‌'ইম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময়ে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়। অর্থাৎ দুই টুকরায় বিভক্ত হয়ে এক টুকরা এই পাহাড়ের উপর আর অন্য টুকরাটি ওই পাহাড়ের উপর চলে যায়। তখন তারা (মুশ্‌রিকরা) বলাবলি করল, মুহাম্মদ (সা) আমাদের যাদু করেছেন। (কিন্তু অপর দল) বললো, না, তিনি আমাদেরকে যাদুগ্রস্ত করতে পারলেও তাঁর পক্ষে সকল মানুষকে যাদু করা সম্ভব নয়। [বায়হাকী ও ইব্‌ন জারীর]

(٧٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا وَنُؤْمِنُ بِكَ قَالَ وَتَفْعَلُونَ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَدَعَا فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ

www.waytojannah.com

Contents

إِنْ شِئْتَ أَصْبَحَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ عَذَّبْتُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ قَالَ بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ.

(৭৪) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, কুরাইশরা নবীকে (সা) বললো, আপনি আপনার রবের কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিণত করেন। তাহলে আমরা আপনার উপর ঈমান আনবো। রাসূল (সা) বললেন, ঠিক তো? তারা বললো, হ্যাঁ। তখন রাসূল (সা) আল্লাহ্র কাছে দোয়া করলেন। পরক্ষণে জিব্রীল (আ) আগমন করলেন এবং বললেন, আপনার রব আপনার প্রতি সালাম (রহমত) পাঠ করেছেন এবং বলছেন, আপনি যদি চান, তবে আমি সাফা পাহাড়কে সোনা বানিয়ে দিব। কিন্তু এরপর যদি কেউ কুফরী করে, তবে আমি তাকে এমন শাস্তি প্রদান করবো, যা পৃথিবীর অন্য কাউকে দেইনি। পক্ষান্তরে আপনি যদি চান, তো তাদের জন্য তওবা ও রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে। তখন রাসূল (সা) বললেন, বরং তওবা ও রহমতের দরজাই উত্তম। [হাইছামী, আহমদ; বায্যারও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।]

(٧٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ اجْتَمَعُوا فِي الْحِجْرِ فَتَعَاقَدُوا بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةِ الْأُخْرَى وَنَائِلَةَ وَإِسَافٍ لَوْ قَدْ رَأَيْنَا مُحَمَّدًا لَقَدْ قُمْنَا إِلَيْهِ قِيَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَلَمْ نُفَارِقْهُ حَتَّى نَقْتُلَهُ فَأَقْبَلَتِ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَبْكِي حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هَؤُلَاءِ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ تَعَاقَدُوا عَلَيْكَ لَوْ قَدْ رَأَوْكَ لَقَدْ قَامُوا إِلَيْكَ فَقَتَلُوكَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا قَدْ عَرَفَ نَصِيبَهُ مِنْ دَمِكَ فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ أَرِينِي وَضُوءًا فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِمُ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا هَا هُوَ ذَا وَخَفَضُوا أَبْصَارَهُمْ وَسَقَطَتْ أَذْقَانُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ وَعَقِرُوا فِي مَجَالِسِهِمْ فَلَمْ يَرْفَعُوا إِلَيْهِ بَصَرًا وَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلٌ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَامَ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنَ التُّرَابِ فَقَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ ثُمَّ حَصَبَهُمْ بِهَا فَمَا أَصَابَ رَجُلًا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْحَصَى حَصَاةٌ إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ كَافِرًا.

(৭৫) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, (একদা) কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কা'বা শরীফের হিজরের কাছে সমবেত হয়ে লাত, 'উয্যা, মানাত (তৃতীয় আরেকটি মূর্তি), নায়েলা ও ইসাকের নামে এই মর্মে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলো যে, যদি আমরা মুহাম্মদকে (সা) দেখতে পাই, তবে আমরা একত্রিত (সম্মিলিত) হয়ে তাকে পাকড়াও করবো এবং তাকে হত্যা না করে ছাড়বো না। তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে এসে বললেন, কুরাইশের ঐসব সর্দাররা আপনাকে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, যদি তারা আপনাকে দেখতে পায়, তবে তারা সম্মিলিতভাবে আপনাকে হত্যা করবে। তাদের প্রত্যেকেই আপনার রক্তপণের ব্যাপারে তাদের হিস্সা নির্ধারণ করে ফেলেছে। তখন রাসূল (সা) বললেন, বেটি, তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, আমি ওযু করছি। ওযু শেষে রাসূল (সা) তাদের সম্মুখেই মসজিদে প্রবেশ করলেন। তারা তাঁকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো, এই তো সে এবং তাদের দৃষ্টি অবনত হয়ে গেল, তাদের চিবুক বুকে ঠেকলো এবং তাদের বসার স্থলে তারা জড়োসড়ো হয়ে গেল। তাদের কেউ আর দৃষ্টি উত্তোলন করতে পারলো না এবং তাঁর দিকে অগ্রসর হতে পারলো না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের মাথার কাছে এগিয়ে আসলেন এবং এক মুষ্টি মাটি হাতে তুলে নিলেন। তিনি বললেন, চেহারাসমূহ ধ্বংস হোক। এরপর বালুকারাজি ছড়িয়ে দিলেন। আর সেই বালুকণা যাকেই স্পর্শ করেছে, তারা সবাই বদরের যুদ্ধে কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে। [আহমদ। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

www.waytojannah.com

باب فى تخصيصه صلى الله عليه وسلم بنى عبد المطلب بدعوة ليريهم بعض الايات الدالة على نبوته رحمة بهم لانهم أقرب الناس اليه فلم يستجيبوا له۔

পরিচ্ছেদ : রাসূল (সা) কর্তৃক বনূ আবদুল মুত্তালিবকে বিশেষভাবে দা'ওয়াত দেওয়া এবং তাদের প্রতি বিশেষ করুণাবশতঃ নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ কিছু নিদর্শন প্রদর্শন। কেননা তারাই ছিল তাঁর সবচেয়ে আপনজন। কিন্তু তারা তাঁর দাওয়াত কবুল করেনি

(٧٦) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِيهِمْ رَهْطٌ كُلُّهُمْ يَأْكُلُ الْجَذَعَةَ وَيَشْرَبُ الْفَرَقَ قَالَ فَصَنَعَ لَهُمْ مُدًّا مِنْ طَعَامٍ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا قَالَ وَبَقِيَ الطَّعَامُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ ثُمَّ دَعَا بِغُمَرٍ فَشَرِبُوا حَتَّى رَوَوْا وَبَقِيَ الشَّرَابُ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ أَوْ لَمْ يُشْرَبْ فَقَالَ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّي بُعِثْتُ لَكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ بِعَامَّةٍ وَقَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ مَا رَأَيْتُمْ فَأَيُّكُمْ يُبَايِعُنِي عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَصَاحِبِي؟ قَالَ فَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ قَالَ فَقَالَ اجْلِسْ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ أَقُومُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ لِي اجْلِسْ حَتَّى كَانَ فِي الثَّالِثَةِ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِي۔

(৭৬) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের দাওয়াত করলেন, তাদের প্রত্যেকেই একটি (চার বছরের) উট খেতে পারত এবং এক ফারক (বৃহৎ গামলা বিশেষ) পানি পান করতে পারত। এক মুদ্দ (আনুমানিক এক সের) পরিমাণ খাবার তৈয়ার করা হলো এবং সবই সেখান থেকে খাবার গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হলো। রাবী বলেন, কিন্তু খাবার যে পরিমাণ ছিল সেই পরিমাণই অবশিষ্ট থেকে গেল; মনে হলো যেন কেউ তা স্পর্শই করেনি। এরপর ছোট একটি পেয়ালা হাজির করা হলো। সবাই তা থেকে পরিতৃপ্তি সহকারে পানীয় গ্রহণ করলো, কিন্তু তারপরও তা সেই রকমই অবশিষ্ট রইল, যেন কেউ তা স্পর্শ করেনি অথবা পান করেনি। তখন রাসূল (সা) বললেন, হে বনূ আবদুল মুত্তালিব, আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে বিশেষকরে তোমাদের জন্য; এবং সাধারণবাবে অন্য মানুষের জন্য। তোমরা এই নিদর্শন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলে! সুতরাং তোমাদের মধ্যে কে আছ, যে আমার হাতে বাইয়াত হয়ে আমার ভাই ও সহযোগী হবে? রাবী বলেন, কেউ উঠে দাঁড়াল না। কেবল আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম। অথচ আমি ছিলাম তাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট। রাসূল (সা) আমাকে বললেন, বস্ এইভাবে তিনি তিন তিন বার আহ্বান জানালেন। প্রত্যেকবার কেবল আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দাঁড়ালাম; প্রতিবারই আমাকে তিনি বসতে বললেন। তৃতীয়বার তিনি তাঁর হাত আমার হাতে সজোরে রাখলেন। [হাইছামী, বায্যার, আহমদ ও তাবারনী]

باب فى تكسيره صلى الله عليه وسلم الأصنام التى كانت لقريش على الكعبة مع على رضى الله عنه انتصارا للحق وازهاقا للباطل۔

পরিচ্ছেদ : আলী (রা) সহ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক সত্যের আনুকূল্য ও মিথ্যার অপণোদন কল্পে কাবা শরীফে রক্ষিত কুরাইশদের মূর্তিসমূহ ভাংচুর করা

(٧٧) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَيْنَا الْكَعْبَةَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسْ وَصَعِدَ عَلَى مَنْكِبَيَّ فَذَهَبْتُ لِأَنْهَضَ بِهِ فَرَأَى مِنِّي ضَعْفًا فَنَزَلَ وَجَلَسَ لِي نَبِيُّ اللهِ صَلَّى

www.waytojannah.com

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اصْعَدْ عَلَى مَنْكِبَيَّ قَالَ فَصَعِدْتُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ فَنَهَضَ بِي قَالَ فَإِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنِّي لَوْ شِئْتُ لَنِلْتُ أُفُقَ السَّمَاءِ حَتَّى صَعِدْتُ عَلَى الْبَيْتِ وَعَلَيْهِ تِمْثَالُ صُفْرٍ أَوْ نُحَاسٍ فَجَعَلْتُ أُزَاوِلُهُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ حَتَّى إِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْذِفْ بِهِ فَقَذَفْتُ بِهِ فَتَكَسَّرَ كَمَا تَتَكَسَّرُ الْقَوَارِيرُ ثُمَّ نَزَلْتُ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَبِقُ حَتَّى تَوَارَيْنَا بِالْبُيُوتِ خَشْيَةَ أَنْ يَلْقَانَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ۔

(৭৭) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) আমি ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) একত্রে অগ্রসর হতে হতে কাবা শরীফের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলাম। রাসূল (সা) আমাকে বললেন, বস। (আমি বসলাম) তিনি আমার কাঁধে চড়লেন। আমি তাঁকে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হলাম; কিন্তু তিনি আমার শারীরিক দুর্বলতা ধরতে পারলেন। তাই তিনি (আমার কাঁধ থেকে) নেমে আসলেন। এবার নবী (সা) নিজে বসলেন এবং আমাকে বললেন, তুমি আমার কাঁধে ওঠ। সুতরাং আমি তাঁর (নির্দেশে) কাঁধে উঠলাম। তিনি আমাকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন চাইলে আকাশের দিগন্ত স্পর্শ করতে পারি। যাহোক, আমি কাবা গৃহের উচ্চতায় উঠে তাতে প্রবেশ করলাম, সেখানে ছিল পিতল অথবা তামার মূর্তি। আমি ওর ডানে-বামে, সম্মুখে ও পেছনে আঘাত করার চেষ্টা করতে থাকলাম। শেষপর্যন্ত আমি মূর্তির পতন ঘটাতে সক্ষম হলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ওটা নিক্ষেপ করে ফেলে দাও। আমি নিক্ষেপ করলাম; সেটি কাঁচের বেতলের ন্যায় ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এরপর আমি নেমে আসলাম। অতৎপর আমি ও রাসূল (সা) দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করে গৃহের পেছনে আঁড়ি পেতে (লুকিয়ে) রইলাম, যেন কেউ আমাদের সাক্ষাত না পায়। [হাইছামী, আহমদ, আবূ ইয়ালা ও বায্যার]

(٧٨) وعنه ايضا قَالَ كَانَ عَلَى الْكَعْبَةِ أَصْنَامٌ فَذَهَبْتُ لِأَحْمِلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا فَلَمِ أَسْتَطِعْ فَحَمَلَنِي فَجَعَلْتُ أَقْطَعُهَا وَلَوْ شِئْتُ لَنِلْتُ السَّمَاءَ۔

(৭৮) আলী (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, কাবা শরীফের অভ্যন্তরে অনেক মূর্তি ছিল; আমি রাসূলুল্লাহ্কে (সা) বহন করতে চাইলাম, কিন্তু আমি তাঁকে বহন করতে সক্ষম হলাম না। সুতরাং তিনি আমাকে বহন করে (উপরের দিকে) উঠালেন; আর আমি মূর্তিগুলো কাট্তে লাগলাম। আমার মনে হচ্ছিল, আমি চাইলে আকাশ স্পর্শ করতে পারবো। [এটি পূর্ববর্তী হাদীসের সংক্ষিপ্ত রূপ। এটিও বর্ণনা করেছেন হাইছামী, আহমদ, আবূ ইয়ালা ও বায্যার]

باب ما جاء فى هجرة بعض الصحابة رضى الله عنهم الى الحبشة فرارا بدينهم من الفتنة وهى اول هجرة فى الاسلام۔

পরিচ্ছেদ : রাসূলের (সা) কতিপয় সাহাবী (রা) কর্তৃক ফিতনা হতে নিজ দ্বীন রক্ষার্থে হাবশায় হিজরত

(٧٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّجَاشِيِّ وَنَحْنُ نَحْوٌ مِنْ ثَمَانِينَ رَجُلًا فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَجَعْفَرٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُرْفُطَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَأَبُو مُوسَى فَأَتَوُا النَّجَاشِيَّ وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَعُمَارَةَ بْنَ الْوَلِيدِ بِهَدِيَّةٍ فَلَمَّا دَخَلَا عَلَى النَّجَاشِيِّ

www.waytojannah.com

سَجَدَا لَهُ ثُمَّ ابْتَدَرَاهُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَا لَهُ إِنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي عَمِّنَا نَزَلُوا أَرْضَكَ وَرَغِبُوا عَنَّا وَعَنْ مِلَّتِنَا قَالَ فَأَيْنَ هُمْ؟ قَالَ هُمْ فِي أَرْضِكَ فَابْعَثْ إِلَيْهِمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ جَعْفَرٌ أَنَا خَطِيْبُكُمُ الْيَوْمَ فَاتَّبَعُوهُ فَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْجُدْ فَقَالُوا لَهُ مَا لَكَ لَا تَسْجُدُ لِلْمَلِكِ؟ قَالَ إِنَّا لَا نَسْجُدُ إِلَّا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْجُدَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَإِنَّهُمْ يُخَالِفُونَكَ فِي عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأُمِّهِ؟ قَالُوا نَقُولُ كَمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ كَلِمَةُ اللّٰهِ وَرُوحُهُ أَلْقَاهَا إِلَى الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ الَّتِي لَمْ يَمَسَّهَا بَشَرٌ وَلَمْ يَفْرِضْهَا وَلَدٌ قَالَ فَرَفَعَ عُودًا مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْحَبَشَةِ وَالْقِسِّيْسِيْنَ وَالرُّهْبَانِ اللّٰهِ مَا يَزِيْدُونَ عَلَى الَّذِي نَقُولُ فِيْهِ مَا يَسْوَى هَذَا مَرْحَبًا بِكُمْ وَبِمَنْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللّٰهِ فَإِنَّهُ الَّذِي نَجِدُ فِي الْإِنْجِيْلِ وَإِنَّهُ الرَّسُولُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ انْزِلُوا حَيْثُ شِئْتُمْ وَاللّٰهِ لَوْلَا مَا أَنَا فِيْهِ مِنَ الْمُلْكِ لَأَتَيْتُهُ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَحْمِلُ نَعْلَيْهِ وَأُوَضِّئُهُ وَأَمَرَ بِهَدِيَّةِ الْآخَرِيْنَ فَرُدَّتْ إِلَيْهِمَا ثُمَّ تَعَجَّلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى أَدْرَكَ بَدْرًا وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَغْفَرَ لَهُ حِيْنَ بَلَغَهُ مَوْتُهُ.

(৭৯) ইব্ন মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে নাজ্জাশীর কাছে প্রেরণ করেন। আমরা সংখ্যায় ছিলাম আশি জনের মত পুরুষ। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ, জাফর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উরফুতাহ, উছমান ইব্ন মাযঊন ও আবূ মূসা ছিলেন এঁদের অন্যতম (প্রধান) তারা নাজ্জাশীর কাছে আসেন। (অপরদিকে) কুরাইশরা আমর ইব্নল 'আস ও আম্মারা ইব্নল ওলীদকে (নাজ্জাশীর জন্য) উপঢৌকনসহ প্রেরণ করে। এরা দু'জন নাজ্জাশীর দরবারে হাজির হয়ে তাঁকে সাজদাহ করল (সম্মানার্থে) এবং তাঁর ডানে ও বায়ে কুর্নিশ করে আরজ করল, আমাদের চাচার বংশের একদল লোক আপনার ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে; এঁরা আমাদেরকে এবং আমাদের ধর্মকে অবজ্ঞা করছে। নাজ্জাশী বলেন, তারা কোথায়? (দরবারীরা) বললো, তারা আপনার রাজত্বেই (ভূখণ্ডে) আছে। আপনি তাদেরকে ডেকে পাঠান। নাজ্জাশী তাদেরকে ডেকে পাঠালেন। জাফর (ইব্ন আবূ তালিব) বলেন, আজ আমিই হবো তোমাদের মুখপাত্র (বা নেতা)। সেমতে (মুসলিম মুহাজিরগণ) সবাই তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিলেন। (জাফরের নেতৃত্বে মুসলিমগণ নাজ্জাশীর দরবারে প্রবেশ করে) তাঁকে সালাম জানায় কিন্তু সাজ্দাহ করেননি। দরবারীরা বললো, তোমার কী হলো যে, বাদশাহকে সাজদাহ করছ না? উত্তর দিলেন, আমরা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে সাজদাহ করি না। নাজ্জাশী বললেন, ঐ বিষয়টি কী? জাফর বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কাছে তাঁর রাসূল (সা) কে প্রেরণ করেছেন এবং আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন আমরা যেন আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন অন্য কাউকে সাজদাহ না করি। তিনি আমাদেরকে আরো নির্দেশ প্রদান করেছেন সালাত ও যাকাত সম্পর্কে। তখন (কুরাইশ দূত) আমর ইব্নল আস বললো, (জাহাঁপনা) এরা 'ঈসা ইব্ন মারইয়ম বিষয়ে আপনার মতের বিরোধিতা করে। নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা ঈসা ইব্ন মারইয়ম ও তাঁর মাতা সম্পর্কে কী বলে থাক? জাফর বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ বলেছেন, আমরাও সেইরূপ বলে থাকি, অর্থাৎ তিনি (ঈসা আ) কালিমাতুল্লাহি (আল্লাহ্র নির্দেশ) রূহুল্লাহি (আল্লাহ্ প্রদত্ত রূহ), যা তিনি সতী-সাধ্বী কুমারীর গর্ভে নিক্ষেপ করে দিয়েছেন, যাঁকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং (ঈসা আ-এর আগে) তার আর কোন সন্তান হয়নি। রাবী বলেন, নাজ্জাশী

www.waytojannah.com

Contents

তখন মাটি থেকে একটি কাঠি কুড়িয়ে নিলেন এবং বললেন, হে হাবশার অধিবাসীগণ, ইন্‌জীল ও তাওরাত বিশেষজ্ঞগণ, আল্লাহ্‌র শপথ, এঁরা যে বক্তব্য পেশ করেছে (ঈসা আ ও তাঁর মাতা সম্পর্কে), তাতে এই কাঠির মতও কিছু বাড়িয়ে বলেনি। (সুতরাং হে মুসলিম দল) তোমাদেরকে এবং তোমরা এই বক্তব্য যাঁর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছ তাঁকে স্বাগতম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনিই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত সেই রাসূল, যাঁর উল্লেখ আমরা ইঞ্জিলে পাই; এবং যাঁর বিষয়ে ঈসা ইব্‌ন মারইয়ম সুসংবাদ প্রদান করে গেছেন। তোমরা (আমার রাজ্যে) তোমাদের ইচ্ছানুসারে যেখানে খুশী বসবাস কর। আল্লাহ্‌র শপথ, রাষ্ট্রীয় কর্মের ব্যস্ততা না থাকলে আমি অবশ্যই তাঁর খেদমতে হাজির হতাম, তার জুতা বহন করতাম এবং তাঁকে ওযু করিয়ে দিতাম। এরপর কুরাইশ দূতদ্বয়ের উপঢৌকন হাজির করার নির্দেশ দিলেন এবং তা তাদের নিকট ফেরত দেওয়া হলো। এরপর (আমরা হাবশায় নিরাপদে বসবাস করতে থাকলাম, তবে) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) ত্বরা করলেন (মদীনায় ফিরে আসলেন) এবং তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। রাবী মনে করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নাজ্জাশীর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর তাঁর জন্য (ইস্তিগ্‌ফার) দোয়া করেন। [হাইছামী ও তাবারানী]

(٨٠) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ابْنَةِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلْنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ جَاوَرَنَا بِهَا خَيْرَ جَارٍ النَّجَاشِيَّ أَمِنَّا عَلَى دِينِنَا وَعَبَدْنَا اللهَ تَعَالَى لَا نُؤْذَى وَلَا نَسْمَعُ شَيْئًا نَكْرَهُهُ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا ائْتَمَرُوا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَى النَّجَاشِيِّ فِينَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ وَأَنْ يُهْدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا مِمَّا يُسْتَطْرَفُ مِنْ مَتَاعِ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَعْجَبِ مَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَيْهِ الْأَدَمُ فَجَمَعُوا لَهُ أَدَمًا كَثِيرًا وَلَمْ يَتْرُكُوا مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِطْرِيقًا إِلَّا أَهْدَوْا لَهُ هَدِيَّةً ثُمَّ بَعَثُوا بِذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيَّ وَأَمَرُوهُمَا أَمْرَهُمْ وَقَالُوا لَهُمَا ادْفَعَا إِلَى كُلِّ بِطْرِيقٍ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمُوا النَّجَاشِيَّ فِيهِمْ ثُمَّ قَدِّمُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَاهُ ثُمَّ سَلُوهُ أَنْ يُسَلِّمَهُمْ إِلَيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهُمْ قَالَتْ فَخَرَجَا فَقَدِمَا عَلَى النَّجَاشِيِّ وَنَحْنُ عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ وَخَيْرِ جَارٍ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِطْرِيقٌ إِلَّا دَفَعَا إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَا النَّجَاشِيَّ.

(৮০) আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌নল হারিছ ইব্‌ন হিশাম আল-মাখ্‌যূমী রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) সহধর্মিনী উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা হাবশায় (আবিসিনিয়া) উপনীত হওয়ার পর একজন উত্তম প্রতিবেশী পেলাম। তিনি স্বয়ং নাজ্জাশী। আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করলাম। নির্বিঘ্নে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে লাগলাম। আমাদের কোন প্রকার কষ্টের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল না এবং কোন অপ্রীতিকর কথাও আমাদের শুনতে হচ্ছিল না। কুরাইশরা যখন তা (আমাদের সুব্যবস্থার কথা) জানতে পারলো, তখন তারা ষড়যন্ত্র করে সিদ্ধান্ত নিল যে, নাজ্জাশীর কাছে আমাদের ব্যাপারে দু'জন শক্তিশালী ও দক্ষ দূত পাঠাবে এবং নাজ্জাশীর কাছে মক্কার দুর্লভ ও উৎকৃষ্ট সামগ্রী উপঢৌকন পাঠাবে। নাজ্জাশীর কাছে মক্কা থেকে যেসব সামগ্রী আসতো, তন্মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বিবেচিত হতো সেখানকার চামড়া (বা চামড়াজাত সামগ্রী)। তাই তারা নাজ্জাশীর প্রভুর প্রচুর চামড়া (সামগ্রী) সংগ্রহ করলো। (তাছাড়া) নাজ্জাশীর রাজকর্মচারী ও দরবারীদের কাউকেই তারা উপহার দিতে বাদ রাখেনি। অতঃপর তারা এসব উপহার সামগ্রীসহ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী রবী'আ ইব্‌নল মুগীরা আল-মাখযূমী ও আমর ইব্‌নল আস ইব্‌ন ওয়ায়িল আস্-

www.waytojannah.com

সাহ্মীকে নাজ্জাশীর কাছে প্রেরণা করলো এবং তাদের করণীয় কাজ তাদেরকে বুঝিয়ে দিল। তারা দূতদ্বয়কে বলে দিল, মুহাজিরদের সম্পর্কে নাজ্জাশীর সাথে কথা বলার পূর্বে তোমরা প্রত্যেক দরবারী বা রাজকর্মচারীকে তাদের উপহার প্রদান করবে। এরপর নাজ্জাশীকে প্রদেয় উপহারসামগ্রী পেশ করবে এবং তাঁকে অনুরোধ জানাবে, তিনি যেন মুহাজিরদের সাথে কোন কথাবার্তা না বলেই তাদেরকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করেন। রাবী (উম্মু সালামা) বলেন, অতঃপর আমরা রওয়ানা হলাম এবং নাজ্জাশীর কাছে উপনীত হলাম। তখন আমরা উত্তম প্রতিবেশীর কাছে উত্তম স্থানে বসবাস করছিলাম। (এদিকে) দূতদ্বয় নাজ্জাশীর সাথে কথা বলার আগেই প্রতিটি দরবারী ও রাজকর্মচারীকে আনীত উপহার সামগ্রী প্রদান করে।

ثُمَّ قَالَا لِكُلِّ بِطْرِيْقٍ مِنْهُمْ إِنَّهُ قَدْ صَبَا إِلَى بَلَدِ الْمَلِكِ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ فَارَقُوا دِيْنَ قَوْمِهِمْ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِيْنِكُمْ وَجَاءُوا بِدِيْنٍ مُبْتَدَعٍ لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتُمْ وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَى الْمَلِكِ فِيْهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ لِنَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ فَإِذَا كَلَّمْنَا الْمَلِكَ فِيْهِمْ فَأَشِيْرُوا عَلَيْهِ بِأَنْ يُسَلِّمَهُمْ إِلَيْنَا وَلَا يُكَلِّمَهُمْ فَإِنَّ قَوْمَهُمْ أَعْلَى بِهِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُمَا نَعَمْ ثُمَّ إِنَّهُمَا قَرَّبَا هَدَايَاهُمْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فَقَبِلَهَا مِنْهُمَا ثُمَّ كَلَّمَاهُ فَقَالَا لَهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ إِنَّهُ قَدْ صَبَا إِلَى بَلَدِكَ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ فَارَقُوا دِيْنَ قَوْمِهِمْ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِيْنِكَ وَجَاءُوا بِدِيْنٍ مُبْتَدَعٍ لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَيْكَ فِيْهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَعْمَامِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ لِتَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ فَهُمْ أَعْلَى بِهِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتَبُوهُمْ فِيْهِ قَالَتْ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيْعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ النَّجَاشِيُّ كَلَامَهُمْ فَقَالَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ صَدَقُوا أَيُّهَا الْمَلِكُ قَوْمُهُمْ أَعْلَى بِهِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ فَأَسْلِمْهُمْ إِلَيْهِمَا فَلْيَرُدَّاهُمْ إِلَى بِلَادِهِمْ وَقَوْمِهِمْ.

তারা (দূতদ্বয়) দরবারীদের প্রত্যেককে বললো, আমাদের দেশ থেকে কিছুসংখ্যক বেকুব যুবক বাদশাহর রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তারা নিজ জাতির ধর্ম পরিত্যাগ করেছে অথচ আপনাদের ধর্মও কবুল করেনি। তারা এক অভিনব ধর্ম তৈয়ার করেছে, যা আপনাদের কিংবা আমাদের কারোর কাছেই পরিচিত নয়। তাদের জাতির সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত লোকেরা আমাদেরকে বাদশাহর কাছে পাঠিয়েছেন যেন তিনি ওদেরকে ওদের স্বজাতির কাছে পেরত পাঠান। সুতরাং আমরা যখন ওদের ব্যাপারে বাদশাহর সাথে কথা বলবো, তখন আপনারা তাঁকে পরামর্শ দিবেন যেন তিনি ওদেরকে আমাদের কাছে সমর্পণ করেন; আর সমর্পণ করার পূর্বে তাদের সাথে যেন কোন কথা না বলেন। কারণ, ওদের বিসয়ে ওদের সম্প্রদায়ই অধিক অবগত এবং তাদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে তাদের জাতিই সবচেয়ে ভাল জানে। দরবারীরা এতে সবাই সম্মতি জ্ঞাপন করলো। অতঃপর তারা নাজ্জাশীর সম্মুখে তাদের আনীত উপহারসমুহ পেশ করলো। তিনি তা গ্রহণ করলেন। এরপর দূতদ্বয় বাদশাহর সাথে কথা বলতে শুরু করলো। তারা বললো, 'হে বাদশাহ, আমাদের দেশ থেকে কতিপয় নির্বোধ যুবক আপনার দেশে আশ্রয় নিয়েছে। তারা তাদের স্বজাতির ধর্ম পরিত্যাগ করেছে এবং আপনার ধর্মও গ্রহণ করেনি। তারা একটা উদ্ভট ধর্ম উদ্ভাবন করে নিয়েছে যা আপনার ও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। তাদের ব্যাপারে তাদের কওমের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিরা আমাদেরকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন। যারা আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন, তাদের মধ্যে

www.waytojannah.com

এমনকি এদের পিতা-পিতামহ, পিতৃব্য ও আত্মীয়-স্বজনও রয়েছেন, যেন আপনি এদেরকে তাদের (আত্মীয়-স্বজনদের) কাছে ফেরত পাঠান। এদের খবরাখবর, দোষ-ত্রুটি ইত্যাদি বিষয়ে তারাই (আত্মীয়-স্বজনরা) সবচেয়ে বেশী অবগত। রাবী উম্মু সালামা বলেন, নাজ্জাশী তাঁদের (মুসলিম মুহাজিরদের) কথা শুনুক এটা ছিল আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ রবী'আ ও আমর ইব্নল 'আস-এর কাছে সবচেয়ে অবাঞ্ছিত ব্যাপার। বাদশাহর দরবারীরা বললো, জাঁহাপনা এরা সত্যই বলেছে। মুহাজিরদের জাতিই তাদের দোষত্রুটি ভাল জানে। সুতরাং আপনি ওদেরকে এই দুইজনের হাতে সমর্পণ করে দিন। এরা দু'জন ওদেরকে স্বদেশ ও স্বজাতির কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাক।

قَالَ فَغَضِبَ النَّجَاشِيُّ ثُمَّ قَالَ لَا هَايْمُ اللهِ إِذًا لَا أُسْلِمَهُمْ إِلَيْهِمَا وَلَا أَكَادُ قَوْمًا جَاوَرُونِي وَنَزَلُوا بِلَادِي وَاخْتَارُونِي عَلَى مَنْ سِوَايَ حَتَّى أَدْعُوَهُمْ فَأَسْأَلَهُمْ مَا يَقُولُ هَذَانِ فِي أَمْرِهِمْ فَإِنْ كَانُوا كَمَا يَقُولَانِ أَسْلَمْتُهُمْ إِلَيْهِمَا وَرَدَدْتُهُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَنَعْتُهُمْ مِنْهُمَا وَأَحْسَنْتُ جِوَارَهُمْ مَا جَاوَرُونِي قَالَتْ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُ اجْتَمَعُوا ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَا تَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا جِئْتُمُوهُ؟ قَالُوا نَقُولُ وَاللهِ مَا عَلِمْنَا وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَائِنٌ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ.

(এদের বক্তব্য শুনে) নাজ্জাশী ভীষণ রেগে গেলেন। পরে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ্‌র কসম, এ অবস্থায় ওদেরকে দূতদ্বয়ের হাতে সমর্পণ করবো না। একদল (নিরীহ) লোক আমার সান্নিধ্যে বাস করছে, তারা আমার দেশে (অতিথি) হয়ে এসেছে। তারা অন্যত্র না গিয়ে আমার কাছে আমাকে বেছে নিয়েছে। (সুতরাং) আমি তাদেরকে ডাকবো এবং এই আগন্তুকদ্বয় তাদের সম্পর্কে যা বলেছে, সে সম্পর্কে তাদের বক্তব্যও শুনবো। যদি দেখি, এরা দু'জন যেরূপ বলেছে, আশ্রিতরা সত্যিই তদ্রূপ, তাহলে তাদেরকে এদের হাতে সমর্পণ করবো এবং তাদের স্বজাতির কাছে ফেরত পাঠাবো। অন্যথায় আমি তাদেরকে ফেরত পাঠাবো না। (বরং যত দিন ইচ্ছা) আমার সুসান্নিধ্যে তারা থাকবে, যেমনটি তারা (এতদিন) থেকে আসছে। উম্মু সালামা বলেন, অতঃপর নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) সাহাবীগণকে ডেকে পাঠালেন। নাজ্জাশীর বার্তাবাহক যখন তাঁদেরকে ডাকতে গেল তখন তাঁরা পরামর্শ করার জন্য সমবেত হলেন। একে অপরকে জিজ্ঞেস করলেন বাদশাহর দরবারে গিয়ে তোমরা কী বলবে? (পরিশেষে) সবাই (ঐক্যমত হয়ে) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আমাদের নবী (সা) যা আমাদেরকে শিখিয়েছেন এবং যেরূপ নির্দেশ করেছেন, আমরা তাই বলবো, পরিণতি যা হয় হবে।...

فَلَمَّا جَاءُوهُ وَقَدْ دَعَا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتَهُ فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ سَأَلَهُمْ فَقَالَ مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي فَارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكُمْ وَلَمْ تَدْخُلُوا فِي دِينِي وَلَا فِي دِينِ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ؟ قَالَتْ فَكَانَ الَّذِي كَلَّمَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ وَنُسِيءُ الْجِوَارَ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ فَدَعَانَا إِلَى اللهِ تَعَالَى لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ وَأَمَرَ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ.

www.waytojannah.com

(আশ্রিত মুহাজিরগণ) দরবারে এলেন। নাজ্জাশী ইতোমধ্যেই তাঁর ধর্মযাজকদের ডেকে হাজির করে রেখেছেন। তারা তার চারপাশে তাদের কিতাবাদি (ইঞ্জিল) খুলে বসেছেন। বাদশাহ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদেও সেই ধর্মটা কী যা গ্রহণ করে তোমরা নিজ জাতিকে বিভক্ত করেছ, অথচ তোমরা আমার ধর্মে কিংবা এই উম্মতসমূহের কারো কোন ধর্মে প্রবেশ করোনি? উম্মু সালামা (রা) বলেন, (যিনি আমাদের পক্ষ থেকে বাদশাহর সাথে কথা বলছিলেন তিনি ছিলেন জাফর ইব্ন আবূ তালিব (রা), তিনি বললেন, হে সদাশয় সম্রাট, আমরা ছিলাম অজ্ঞ-মূর্খ জাতি। আমরা মূর্তি পূজা করতাম, মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণ করতাম এবং অশ্লীল ও খারাপ কাজে লিপ্ত থাকতাম, আমার নিকটাত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীকে অবজ্ঞা করতাম এবং আমাদের মধ্যে যে সবল সে দুর্বলের অধিকার হরণ করতো। আমরা এই অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করছিলাম। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কাছে আমাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল করে পাঠালেন। আমরা তাঁর বংশমর্যাদা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক স্বচ্ছতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তিনি আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করার ও তাঁর একত্বে বিশ্বাস করার আহ্বান জানান। আমরা এবং আমাদের পিতৃপুরুষরা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য যেসব বস্তু তথা পাথর, মূর্তি ইত্যাদির পূজা করতাম, তা তিনি পরিহার করতে বললেন। তিনি সত্যা বলা, আমানত রক্ষা করা, আত্মীয়ের সাথে সদাচরণ করা, প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করা এবং নিষিদ্ধ কাজ ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকার আদেশ দেন।...

وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ قَالَ فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَّا بِهِ وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ فَعَبَدْنَا اللهَ وَحْدَهُ فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَعَذَّبُونَا فَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الْخَبَائِثِ فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَشَقُّوا عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ وَرَجَوْنَا أَنْ لَا نُظْلَمَ عِنْدَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ.

তিনি (রাসূল সা) আমাদের অশ্লীল কাজ করতে, মিথ্যা কথা বলতে, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাত করতে ও নিরপরাধ সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করতে নিষেধ করেন। আমাদেরকে তিনি একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করতে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে নির্দেশ দেন। তিনি আমাদেরকে সালাত, যাকাত ও সিয়ামের নির্দেশ দেন। এমনিভাবে জাফর (রা) একে একে ইসলামের বিধানসমূহ তুলে ধরে বললেন, অতঃপর আমরা তাঁকে সত্য বলে মেনে নিলাম এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম। তিনি যে বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন, তার অনুসরণ আমরা করতে শুরু করলাম। আমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করতে লাগলাম এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করলাম না। তিনি যেসব বিষয় হারাম ঘোষণা করলেন তা থেকে আমরা বিরত রইলাম, আর যে জিনিস তিনি হালাল ঘোষণা করলেন আমরা তা হালাল বলে মেনে নিলাম। এতে আমাদের জাতি আমাদের শত্রু হয়ে গেল, তারা আমাদের উপর নির্যাতন চালাতে লাগলো এবং আমাদেরকে এক আল্লাহ্র ইবাদত থেকে মূর্তিপূজার দিকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। তারা চায় যেন আমরা পুনরায় সেই সব ঘৃণ্য অপকর্মগুলো শুরু করি (হালাল মনে করে)। (এমনিভাবে) তারা যখন আমাদের উপর উৎপীড়ন শুরু করলো, যুলুম নির্যাতন করে আমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুললো এবং (সর্বোপরি) তারা যখন আমাদের দীন পালনে বাধা হয়ে

www.waytojannah.com

দাঁড়ালো তখন আমরা আপনার দেশে এসে আশ্রয় নিলাম। অন্যদের চেয়ে আপনাকেই উত্তম মনে করলাম এবং আপনার প্রতিবেশী হয়ে থাকতে আগ্রহী হলাম। এবং হে বাদশাহ, আমরা আশা করি আপনার কাছে আমরা অত্যাচারের শিকার হবো না।...

قَالَتْ فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ فَاقْرَأْهُ عَلَيَّ فَقَرَأَ عَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ كهيعص قَالَتْ فَبَكَى وَاللهِ النَّجَاشِيُّ حَتَّى أَخْضَلَ لِحْيَتَهُ وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا تَلَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ إِنَّ هَذَا وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ انْطَلِقَا فَوَاللهِ لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمْ أَبَدًا وَلَا أَكَادُ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَاللهِ لَآتِيَنَّهُ غَدًا أَعِيبُهُمْ عِنْدَهُ ثُمَّ أَسْتَأْصِلُ بِهِ خَضْرَاءَهُمْ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَكَانَ أَتْقَى الرَّجُلَيْنِ فِينَا لَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَامًا وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُونَا قَالَ وَاللهِ لَأُخْبِرَنَّهُ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَبْدٌ قَالَتْ ثُمَّ غَدَا عَلَيْهِ الْغَدَ فَقَالَ لَهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَوْلًا عَظِيمًا فَأَرْسِلْ إِلَيْهِمْ فَسَلْهُمْ عَمَّا يَقُولُونَ فِيهِ.

উম্মু সালামা (রা) বলেন, নাজ্জাশী তাঁকে (জাফরকে (রা)) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নবী আল্লাহ্‌র যে বাণী নিয়ে এসেছেনতার কোন অংশ তোমার কাছে আছে কি? জাফর বললেন, হ্যাঁ আছে। নাজ্জাশী বললেন, আমাকে পড়ে শোনাও। জাফর সূরা মারইয়মের (কাফ. হা. 'আইন সোওয়াদ) কতিপয় আয়াত পাঠ করে শোনালেন। (আয়াতগুলো শুনে) নাজ্জাশী কাঁদতে লাগলেন, আল্লাহ্‌র শপথ। এমনকি তাঁর দাঁড়ি অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। (তাঁর সাথে) তাঁর ধর্মযাজকরাও কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁদের কিতাবাদি (ইঞ্জিলসমূহ) ভিজিয়ে ফেললেন–পাঠকৃত আয়াতসমূহ শ্রবণ করে। অতঃপর নাজ্জাশী বললেন, আমি নিশ্চিত, আল্লাহ্‌র শপথ, এই বাণী এবং মূসা (আ)-এর কাছে যে বাণী আসতো তা একই উৎস থেকে আগত। হে কুরাইশ দূতদ্বয়, তোমরা বিদায় হও। আল্লাহ্‌র শপথ, আমি কিছুতেই ওঁদেরকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করবো না।...

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ قَالَتْ وَلَمْ يَنْزِلْ بِنَا مِثْلُهَا فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَاذَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْهُ؟ قَالُوا نَقُولُ وَاللهِ فِيهِ مَا قَالَ اللهُ وَمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَائِنًا فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُمْ مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ؟ قَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ قَالَتْ فَضَرَبَ النَّجَاشِيُّ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَأَخَذَ مِنْهَا عُودًا ثُمَّ قَالَ مَا عَدَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَا قُلْتَ هَذَا الْعُودَ.

উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমরা যখন দরবার থেকে বের হয়ে আসলাম তখন আমর ইব্‌নল আস বললো, আল্লাহ্‌র কসম, আগামীকাল আমি তাদের দোষ-ত্রুটিসমূহ তুলে ধরবো এবং এদেরকে সমূলে উৎখাত করে ছাড়বো। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী রবী'আ আমাদের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত সংযত ছিল। সে (তার সঙ্গীকে) বললো, এরূপ করো না, যদিও তারা আমাদের বিরোধী, তথাপি তাদের রক্তের সম্পর্কের অনেক আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। আমর ইব্‌নল আস বললো, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি অবশ্যই নাজ্জাশীকে

www.waytojannah.com

Contents

বলবো যে, এরা ঈসা ইব্ন মারইয়মকে স্রেফ একজন বান্দা (আল্লাহ্‌র) বলে বিশ্বাস করে। উম্মু সালামা (রা) বলেন, পরদিন সে (বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে) বলে, হে বাদশাহ, এরা ঈসা ইব্ন মারইয়ম সম্পর্কে খুব মারাত্মক কথা বলে থাকে। আপনি ওদের ডাকুন এবং ঈসা (আ) সম্পর্কে তাদের মতামত জিজ্ঞেস করে দেখুন। ঈসা (আ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য বাদশাহ পুনরায় মুহাজিরদের দরবারে ডেকে পাঠালেন। উম্মু সালমা (রা) বলেন, এবার আমরা আগের দিনের চেয়েও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলাম। আবার (পরামর্শের জন্য) সবাই সমবেত হলেন। সবার এক প্রশ্ন, বাদশাহ ঈসা (আ) সম্পর্কে জানতে চাইলে তোমরা কী বলবে? অবশেষে সবাই স্থির করলেন, আল্লাহ্‌র শপথ তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ যা বলেছেন এবং আমাদের নবী (সা) যে লিখন নিয়ে এসেছেন, আমরা তাই বলবো, তাতে পরিণতি যা হবার তাই হবে। মুহাজিরগণ দরবারে হাজির হলে বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ) সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ কর? জাফর (রা) বললেন, আমাদের নবী (সা) তাঁর সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন, আমরা তা-ই বলে থাকি (বিশ্বাস করি)। তিনি (ঈসা আ) আল্লাহ্‌র বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁরই ফুঁকে দেওয়া আত্মা এবং তাঁরই বাণী যা তিনি কুমারী মাতা ও পুরুষদের স্পর্শমুক্ত রমনী মারইয়ামের উপর নিক্ষেপ করেছিলেন। উম্মু সালামা (রা) বলেন, একথা শোনামাত্র নাজ্জাশী প্রবল উচ্ছ্বাস বশে মাটিতে হাত চাপড়িয়ে একখানা ক্ষুদ্র কাঠি হাতে নিলেন এবং বললেন, নিশ্চয় তুমি যা বলেছ তার সাথে ঈসা ইব্ন মারইয়মের এই কাঠির পরিমাণ পার্থক্যও নেই।...

فَتَنَاخَرَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ حِيْنَ قَالَ مَا قَالَ فَقَالَ وَإِنْ نَخَرْتُمْ وَاللّٰهِ اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ سُيُومٌ بِأَرْضِي وَالسُّيُومُ الْآمِنُونَ مَنْ سَبَّكُمْ غَرِمَ ثُمَّ مَنْ سَبَّكُمْ غَرِمَ ثُمَّ مَنْ سَبَّكُمْ غَرِمَ فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي دَيْرَ ذَهَبٍ وَأَنِّي اٰذَيْتُ رَجُلًا مِنْكُمْ وَالدَّيْرُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْجَبَلُ رُدُّوا عَلَيْهِمَا هَدَايَاهُمَا فَلَا حَاجَةَ لَنَا بِهَا فَوَاللّٰهِ مَا أَخَذَ اللّٰهُ مِنِّي الرِّشْوَةَ حِيْنَ رَدَّ عَلَيَّ مُلْكِي فَآخُذَ الرِّشْوَةَ فِيْهِ وَمَا أَطَاعَ النَّاسَ فِيَّ فَأُطِيْعَهُمْ فِيْهِ قَالَتْ فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ مَقْبُوحَيْنِ مَرْدُودًا عَلَيْهِمَا مَا جَاءَا بِهِ وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ مَعَ خَيْرِ جَارٍ.

বাদশাহর এই কথা বলার সময় তাঁর পার্শ্বস্থ দরবারীরা (নাখোশ হয়ে) ফিসফিস করে কি যে বলাবলি করলো। বাদশাহ (তা লক্ষ্য করলেন এবং) বললেন, তোমরা ফিস্‌ফিস করলেও (আমার মত অপরিবর্তিত থাকবে)। তোমরা (হে মুহাজিরগণ) আমার ভূখণ্ডে মুক্ত–স্বাধীন। তোমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ (এবং নিশ্চিন্তে বসবাস কর)। যে তোমাদের গালাগাল করবে, তাকে জরিমানা করা হবে। এরপরও যদি কেউ তোমাদের গালমন্দ করে, তাকে আরো জরিমানা করা হবে। তোমাদের একজনকেও কষ্ট দিয়ে আমি যদি পাহাড়সম স্বর্ণ লাভ করি, তথাপি আমি তা পছন্দ করি না। (রাবী বলেন, বাদশাহ তাঁর এই ফরমানে 'দুবুর' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, হাব্‌শী ভাষায় 'জাবাল' বা পাহাড়ের প্রতিশব্দ এটি।)। হে রাজকর্মচারীগণ, তোমরা এই দূতদ্বয়ের দেওয়া উপহারসামগ্রী ফিরিয়ে দাও। এগুলোতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্‌র শপথ, তিনি যখন আমাকে এই রাজত্ব দান করেছেন, তখন এর বিনিময়ে আল্লাহ্ আমার কাছ থেকে কোন ঘুষ নেননি, তো আমি ঘুষ নেব কেন? আমার সিদ্ধান্তে কেউ ঐকমত্য পোষণ করেনি, তো আমি কেন তাদের মতামতের গুরুত্ব দেব?...

উম্মু সালামা (রা) বলেন, এরপর তারা (দূতদ্বয়) চরম লাঞ্ছনার গ্লানি নিয়ে ফিরে গেল। তাদের আনীত উপহারসামগ্রীও ফেরত দেওয়া হলো। আমরা তাঁর কাছে অত্যন্ত নিরুদ্বেগ আবাসিক পরিবেশে ও পরম সুজন প্রতিবেশীর সাহচর্যে বসবাস করতে থাকলাম।...

www.waytojannah.com

قَالَتْ فَوَاللهِ إِنَّا عَلَى ذَلِكَ إِذْ نَزَلَ بِهِ يَعْنِي مَنْ يُنَازِعُهُ فِي مُلْكِهِ قَالَتْ فَوَاللهِ مَا عَلِمْنَا حُزْنًا قَطُّ كَانَ أَشَدَّ مِنْ حُزْنٍ حَزِنَّاهُ عِنْدَ ذَلِكَ تَخَوُّفًا أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ عَلَى النَّجَاشِيِّ فَيَأْتِيَ رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ مِنْ حَقِّنَا مَا كَانَ النَّجَاشِيُّ يَعْرِفُ مِنْهُ قَالَتْ وَسَارَ النَّجَاشِيُّ وَبَيْنَهُمَا عُرْضُ النِّيلِ قَالَ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَجُلٌ يَخْرُجُ حَتَّى يَحْضُرَ وَقْعَةَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَأْتِينَا بِالْخَبَرِ.

উম্মু সালামা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ (আমরা শান্তিতে বসবাস করছিলাম), এমন সময় এক ব্যক্তি নাজ্জাশীর সাথে তাঁর রাজত্বের অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলো। সেই সময় আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা যে চরম দুশ্চিন্তার মধ্যে পতিত হয়েছিলাম, সেইরূপ দুশ্চিন্তার মধ্যে ইতিপূর্বে আমরা কখনও পতিত হইনি। আমাদের শঙ্কার কারণ ছিল, ঐ ব্যক্তি যদি নাজ্জাশীর বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে যায়, তাহলে সে হয়তো নাজ্জাশীর ন্যায় আমাদের অধিকার প্রদান করবে না। উম্মু সালামা (রা) বলেন, নাজ্জাশী (তাঁর সেই প্রতিদ্বন্দ্বির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে) চলে গেলেন। দুই প্রতিপক্ষের মাঝখানে পড়লো নীল নদ। রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) সাহাবীগণ বললেন, এমন কেউ কি এখানে আছেন, যিনি সেই যুদ্ধের সময় রণাঙ্গনে উপস্থিত হবেন এবং ফলাফল কি হয়, তা দেখে এসে আমাদের জানাবেন?...

قَالَتْ فَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ أَنَا قَالَتْ وَكَانَ مِنْ أَحْدَثِ الْقَوْمِ سِنًّا قَالَتْ فَنَفَخُوا لَهُ قِرْبَةً فَجَعَلَهَا فِي صَدْرِهِ ثُمَّ سَبَحَ عَلَيْهَا حَتَّى خَرَجَ مِنْ نَاحِيَةِ النِّيلِ الَّتِي بِهَا مُلْتَقَى الْقَوْمِ ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى حَضَرَهُمْ قَالَتْ وَدَعَوْنَا اللهَ تَعَالَى لِلنَّجَاشِيِّ بِالظُّهُورِ عَلَى عَدُوِّهِ وَالتَّمْكِينِ لَهُ فِي بِلَادِهِ وَاسْتَوْسَقَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْحَبَشَةِ فَكُنَّا عِنْدَهُ فِي خَيْرِ مَنْزِلٍ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمَكَّةَ.

উম্মু সালামা (রা) বলেন, যুবাইর ইব্‌নল আওয়াম বললেন, আমি আছি। বয়সে তিনি ছিলেন সবার মধ্যে কনিষ্ঠতম। সবাই মিলে একটি চামড়ার মশকে হাওয়া ভরে তা যুবাইরের বুকের উপর স্থাপন করা হলো। তিনি মশকের উপর ভর দিয়ে সাঁতরে নীল নদ পাড়ি দিয়ে কিনারায় উঠলেন এবং পরে পায়ে হেঁটে রণাঙ্গণে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হলেন। উম্মু সালামা (রা) বলেন, এই সময় আল্লাহ্‌র দরবারে আমরা দোয়া করতে থাকি যেন নাজ্জাশী তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ী হন এবং দেশের উপর তাঁর কর্তৃত্ব বহাল থাকে। (যাহোক শেষ পর্যন্ত) হাবশার জনগণ নাজ্জাশীর কর্তৃত্ব মেনে নেয় এবং তাঁর রাজত্বে স্থিতি ফিরে আসে। আমরা সেখানে সর্বোত্তম স্থানে অবস্থান করছিলাম। অবশেষে আমরা রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) নিকট ফিরে যাই। তিনি তখনও মক্কায় অবস্থান করছিলেন। [ইব্‌ন হিশাম, হাইছামী ও আহমদ]

باب ما جاء فى اسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه وسببه.

পরিচ্ছেদ : উমর ইব্‌নল খাত্তাবের (রা) ইসলাম গ্রহণ ও এর কারণ

(٨١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.

(৮১) ইব্‌ন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করেন– ইয়া আল্লাহ্, আবূ জাহ্‌ল অথবা উমার ইব্‌নল খাত্তাব এই দুজনের মধ্যে তোমার নিকট প্রিয়তর একজনের মাধ্যমে তুমি ইসলামকে শক্তিশালী কর। (বাস্তবে দেখা গেল) উভয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়তর হচ্ছেন 'উমার ইব্‌নল খাত্তাব (রা)। [তিরমিযী, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব]

www.waytojannah.com

(٨٢) عَنْ شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَرَجْتُ أَتَعَرَّضُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ أُسْلِمَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْحَاقَّةِ فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ مِنْ تَأْلِيفِ الْقُرْاٰنِ قَالَ فَقُلْتُ هَذَا وَاللهِ شَاعِرٌ كَمَا قَالَتْ قُرَيْشٌ قَالَ فَقَرَأَ (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ) قَالَ قُلْتُ كَاهِنٌ قَالَ (وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) إِلَى اٰخِرِ السُّورَةِ قَالَ فَوَقَعَ الْإِسْلامُ فِي قَلْبِي كُلَّ مَوْقِعٍ.

(৮২) শুরাইহ ইব্ন উবাইদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উমার ইব্নল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্কে (সা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তালাশ করতে বের হলাম। দেখা গেল তিনি আমার পূর্বেই মসজিদে প্রবেশ করে সালাতে দণ্ডায়মান হয়েছেন। আমি তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। তিনি সূরা 'আল-হাক্কাহ' শুরু করেছেন। আমি আল-কুরআনের শাব্দিক গাঁথুনি (রচনাশৈলী) লক্ষ্য করে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছিলাম। আমি (মনে মনে) বললাম, আল্লাহ্র শপথ, এ নিশ্চয় কোন কবি, যেমনটি কুরাইশরা বলেছে। এমন সময় রাসূল (সা) পাঠ করলেন– إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ "নিশ্চয় এটি সম্ভ্রান্ত রাসূলের বাণী এবং এটি কোন কবির কাব্য নয়। তোমাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান এনে থাক।" এরপর আমি (মনে মনে) বললাম, এ নিশ্চয়ই কাহিনী (অতীন্দ্রিয়বাদী)। এবার রাসূল (সা) পাঠ করলেন– وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ "এবং এটি কোন কাহেনের কথাও নয়; তোমরা বরং অল্পসংখ্যকই স্মরণ করে থাক...এভাবে সূরার শেষ পর্যন্ত তিনি পাঠ করলেন। এরপর ইসলাম আমার অন্তরে পরিপূর্ণভাবে স্থান করে নিল। [হাইছামী ও তাবারানী]

باب ما جاء فى تحالف كنانة وقريش على بنى هاشم وبنى عبدا المطلب أن لا ينا كحوهم ولا يبايعوهم وحصرهم اياهم فى شعب ابى طالب.

পরিচ্ছেদ : বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিবের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও বেচাকেনা করবে না এই মর্মে বনু কিনানা ও কুরায়শের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা ও তাদেরকে শিআবে আবূ তালিবে অবরোধ করে রাখা

(٨٣) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ فِي حَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ يَعْنِي الْمُحَصَّبَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُؤْوُوهُمْ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي.

(৮৩) উসামা ইব্ন যায়েদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্কে (সা) বললাম, আগামী কাল হজ্জের সময় কোথায় অবতরণ করবেন? তিনি বললেন, আক্বীল কি আমাদের জন্য কোন গৃহ রেখে

www.waytojannah.com

গেছে? অতঃপর বললেন, আমরা আগামীকাল ইনশাআল্লাহ্ বনূ কিনানার 'খাইফে' (অর্থাৎ মুহাস্সাবে) অবতরণ করবো, যেখানে কুরাইশরা কুফরীতে সন্ধি-চুক্তি করেছিল। (চুক্তিটি ছিল এরূপ যে,) বনূ কানানা কুরাইশদের সাথে বনূ হাশিমের বিষয়ে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল যে, তারা তাদের (বনূ হাশিমের বিষয়ে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল যে, তারা তাদের (বনূ হাশিমের) সাথে বিয়ে-শাদী ও কোনরকম লেনদেন করবে না, তাদেরকে আশ্রয় দেবে না। এরপর রাসূল (সা) প্রসঙ্গতঃ বলেন, কোন কাফির মুসলিমের এবং মুসলিম কাফিরের উত্তরাধিকারী হবে না। যুহরী বলেন 'খাইফ' হচ্ছে 'ওয়াদী' বা উপত্যকা। [বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইব্ন মাজাহ ও বায়হাকী।]

باب ما جاء فى مرض أبى طالب ووفاته ودفنه وما ورد فيه.

পরিচ্ছেদ : আবূ তালিবের পীড়া, মৃত্যু, দাফন ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি

(٨٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ فَأَتَتْهُ قُرَيْشٌ وَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ وَعِنْدَ رَأْسِهِ مَقْعَدُ رَجُلٍ فَقَامَ أَبُو جَهْلٍ فَقَعَدَ فِيهِ فَقَالُوا إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ فِي اٰلِهَتِنَا وَقَالَ مَا شَأْنُ قَوْمِكَ يَشْكُونَكَ؟ قَالَ يَا عَمِّ أُرِيدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ وَتُؤَدِّي الْعَجَمُ إِلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ قَالَ مَا هِيَ؟ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَقَامُوا فَقَالُوا أَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا؟ قَالَ وَنَزَلَ (ص وَالْقُرْاٰنِ ذِي الذِّكْرِ) فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ (إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ) وحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وقَالَ أَبِي قَالَ الْأَشْجَعِيُّ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ.

(৮৪) ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ তালিব রোগাক্রান্ত হলে কুরাইশ (নেতৃবৃন্দ) তাঁর কাছে আগমন করে; ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ও (সা) তাঁর কাছে আসেন সেবা-শুশ্রূষা করার উদ্দেশ্যে। আবূ তালিবের মাথার কাছে একটি আসন ছিল। আবূ জাহল তাতে উপবেশন করলো। তারা বললো, হে আবূ তালিব। আপনার ভাতিজা আমাদের উপাস্যগণের বিরোধিতা করে থাকে। আবূ তালিব বললেন, ভাতিজা, তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে–কারণটা কি? রাসূল (সা) বললেন, চাচাজান, আমি চাই তারা একটি মাত্র কালেমায় (কাজে) ঐকমত্য পোষণ করুক, যার বদৌলতে সমগ্র আরব তাদের অনুসরণ করবে এবং অনারব লোকেরা তাদের জিয়্যা দেবে। তিনি বললেন, সেটি কী? রাসূল (সা) বললেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। অতঃপর (এ কথা শুনে) তারা দাঁড়িয়ে গেল এবং বললো, (তুমি কি চাও) আমরা আমাদের উপাস্যগণকে মাত্র একজন উপাস্যে পরিণত করবো? তখন আল্লাহ্ তা'আলা 'সূরা সোয়াদ'-এর কিছু আয়াত নাযিল করেন–

ص وَالْقُرْاٰنِ ذِي الذِّكْرِ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ.

"সাদ। উপদেশে পরিপূর্ণ আল-কুরআনের শপথ। অবিশ্বাসীরাই বরং অহংকার ও হঠকারিতায় লিপ্ত। তাদের পূর্বে আমি কত জাতিকেই না ধ্বংস করে দিয়েছি। তখন তারা আর্তনাদ করে উঠেছে। কিন্তু তখন আর রক্ষা পাওয়ার অবকাশ ছিল না। এই লোকেরা তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হওয়ায় বিস্মিত হয়েছে। আর অবিশ্বাসীরা বলতে লাগলো, এই ব্যক্তি তো যাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে কি সমস্ত উপাস্যের স্থলে একজন মাত্র উপাস্য বানিয়েছিল! এটা নিতান্তই অদ্ভূত ব্যাপার।" [তিরমিযী ও হাকিম; হাদীসটি সহীহ।]

www.waytojannah.com

(٨٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) الاية.

(৮৫) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর চাচাকে (আবূ তালিবকে) মৃত্যুর সময়) বলেছিলেন, আপনি বলুন– "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। আমি কিয়ামতের দিন আপনার এই উচ্চারণের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবো। আবূ তালিব বললেন, যদি কুরাইশরা আমাকে এই বলে তিরস্কার না করতো যে, আবূ তালিব নিছক ভয়ে (মৃত্যুভয়ে) এই কাজ করেছে (ঈমান এনেছে), তাহলে আমি অবশ্যই তোমার সম্মুখে ঐ স্বীকারোক্তি প্রদান করতাম। এসময় আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ "নিশ্চয় তুমি চাইলেই কাউকে হিদায়াত প্রদান করতে পারবে না।" [মুসলিম, হাদীসটি সহীহ]

(٨٦) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ قَدْ مَاتَ قَالَ اذْهَبْ فَوَارِهِ وَلَا تُحْدِثْ مِنْ أَمْرِهِ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ وَلَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَدَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي بِهِنَّ حُمْرُ النَّعَمِ وَسُودُهَا وَقَالَ ابْنُ بَكَّارٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ السُّدِّيُّ وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا غَسَلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ.

(৮৬) আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবূ তালিবের মৃত্যুর পর আমি নবীর (সা) এর কাছে এসে খবর দিলাম যে, আপনার বৃদ্ধ চাচা (আবূ তালিব) মৃত্যুবরণ করেছেন। রাসূল (সা) বললেন, যাও তাঁর দাফনের ব্যবস্থা কর; এবং তারপর আমার কাছে না আসা পর্যন্ত কোন কথা বলবে না। অতঃপর আমি তাঁকে দাফন করে পুনরায় রাসূল (সা) এর কাছে আসলাম। তিনি বললেন, যাও গোসল করে আস এবং আমার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত কোন কথা বলবে না। অতঃপর আমি গোসল সেরে পুনরায় রাসূলের (সা) কাছে আসলাম। এবার তিনি আমার জন্য (আল্লাহ্র কাছে) এমন সব দোয়া করলেন যার দুরুন আমি যত খুশী হয়েছিলাম যে, লাল অথবা কালো (অতিশয় মূল্যবান) উট পেলেও তত খুশী হতাম না। রাবী বলেন, এ ঘটনার পর আলী (রা) যখনই কোন মৃতের গোসল করাতেন; তখন তারপর তিনি নিজেও গোসল করে নিতেন।

ومن طريق ثان عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَوَارِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا فَقَالَ اذْهَبْ فَوَارِهِ قَالَ فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي اغْتَسِلْ.

দ্বিতীয় আরেকটি বর্ণনায় নাজিয়াহ ইব্ন কা'ব আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (আলী (রা) নবী (সা) এর কাছে এসে খবর দিলেন যে, আবূ তালিব ইন্তিকাল করেছেন। নবী (সা) তাঁকে নির্দেশ দিলেন, "যাও তাঁকে দাফন কর।" আলী (রা) বললেন, তিনি তো মুশরিক অবস্থায় মারা গেলেন। রাসূল (সা) বললেন, তুমি যাও, দাফনের ব্যবস্থা কর। আমি দাফন সম্পন্ন করে তাঁর কাছে পুনরায় ফিরে আসলে তিনি আমাকে বললেন, গোসল করে নাও। [নাসাঈ, বায্যার, বাইহাকী]

www.waytojannah.com

(٨٧) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ.

(৮৭) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সম্মুখে (একদা) তাঁর চাচা আবূ তালিবের আলোচনা হচ্ছিল। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত তাঁর (কিছুটা হলেও) উপকারে আসতে পারে। তাকে আগুনের জ্বলন্ত অংগার রাখা হবে, যা তাঁর পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং তাতেই তাঁর মাথার মগজ ফুটতে থাকবে। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٨٨) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَمُّكَ أَبُو طَالِبٍ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَنْفَعُكَ قَالَ إِنَّهُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ وَلَوْلا أَنَا كَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

(৮৮) আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে রাসূল (সা) আপনার চাচা আবূ তালিব আপনাকে সুরক্ষা করেছেন (এবং স্নেহ করেছেন, তাতে তাঁর কোন প্রতিদান কি আল্লাহ্র কাছে পাবেন না?) রাসূল (সা) বললেন, তিনি গায়ের গোড়ালি ডোবে এ পরিমাণ আগুনের গর্তে আছেন। আমি না হলে তার স্থান হত জাহান্নামের তলদেশে। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٨٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ.

(৮৯) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে আযাবের দিক থেকে আবূ তালিবের আযাব হবে সবচেয়ে হালকা। তাঁকে আগুনের তৈরি একজোড়া জুতা পরানো হবে, তাতেই তার মাথার মগজ ফুটন্ত হয়ে যাবে। [মুসলিম ও অন্যান্য]

باب ما جاء في تاريخ وفاة خديجة وزواجه صلى الله عليه وسلم بعائشة وسودة رضى الله عنهن.

পরিচ্ছেদ : খাদীজার (রা) ওফাতের তারিখ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক আয়েশা (রা) ও সাওদাকে (রা) বিবাহকরণ

(٩٠) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَفَّى خَدِيجَةَ قَبْلَ مَخْرَجِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ.

(৯০) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজার (রা) ওফাতের পর এবং মদীনায় হিজরতের দুই অথবা তিন বছর পূর্বে বিবাহ করেন। ঐ সময় আমি সাত বছরের বালিকা।

(٩١) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ وَيَحْيَى قَالَا لَمَّا هَلَكَتْ خَدِيجَةُ جَاءَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَزَوَّجُ؟ قَالَ مَنْ؟ قَالَتْ إِنْ شِئْتَ بِكْرًا وَإِنْ شِئْتَ ثَيِّبًا؟ قَالَ فَمَنِ الْبِكْرُ؟ قَالَتْ ابْنَةُ أَحَبِّ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْكَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ وَمَنِ الثَّيِّبُ؟ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ آمَنَتْ بِكَ وَاتَّبَعَتْكَ عَلَى مَا تَقُولُ قَالَ فَاذْهَبِي فَاذْكُرِيهِمَا عَلَيَّ فَدَخَلَتْ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ يَا أُمَّ رُومَانَ مَاذَا أَدْخَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ؟ قَالَتْ وَمَا ذَاكِ؟ قَالَتْ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْطُبُ

www.waytojannah.com

عَلَيْهِ عَائِشَةَ قَالَتْ انْتَظِرِى أَبَا بَكْرٍ حَتَّى يَأْتِيَ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَتْ يَا أَبَا بَكْرٍ مَاذَا أَدْخَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ؟ قَالَ وَمَا ذَاكِ؟ قَالَتْ أَرْسَلَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْطُبُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ قَالَ وَهَلْ تَصْلُحُ لَهُ؟ إِنَّمَا هِيَ ابْنَةُ أَخِيهِ فَرَجَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ قَالَ ارْجِعِي إِلَيْهِ فَقُولِي لَهُ أَنَا أَخُوكَ وَأَنْتَ أَخِي فِي الْإِسْلَامِ وَابْنَتُكَ تَصْلُحُ لِي فَرَجَعَتْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ قَالَ انْتَظِرِى وَخَرَجَ قَالَتْ أُمُّ رُومَانَ إِنَّ مُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ قَدْ كَانَ ذَكَرَهَا عَلَى ابْنِهِ فَوَاللهِ مَا وَعَدَ وَعْدًا قَطُّ فَأَخْلَفَهُ لِأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ وَعِنْدَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ الْفَتَى فَقَالَتْ يَا ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ لَعَلَّكَ مُصْبِئُ صَاحِبَنَا مُدْخِلُهُ فِي دِينِكَ الَّذِى أَنْتَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ إِلَيْكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِلْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَقَوْلُ هَذِهِ تَقُولُ قَالَ إِنَّهَا تَقُولُ ذَلِكَ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَقَدْ أَذْهَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ مِنْ عِدَتِهِ الَّتِي وَعَدَهُ فَرَجَعَ فَقَالَ لِخَوْلَةَ ادْعِي لِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَتْهُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَعَائِشَةُ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ.

(৯১) আবূ সালামা ও ইয়াহ্ইয়া থেকে বর্ণিত; খাদীজার (রা) ইন্তিকালের পর খাওলা বিনতি হাকীম (উছমান ইব্ন মায্উনের স্ত্রী রা.) রাসূলুল্লাহ্র (সা) কাছে এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি বিয়ে করবেন না? রাসূল (সা) বললেন, কাকে? খাওলা (রা) বললেন, আপনি চাইলে (একজন) কুমারীকে; আর যদি চান (একজন) প্রাপ্তবয়স্ককে। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী কে? খাওলা (রা) বললেন, আপনার বিবেচনায় যিনি আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয়জন সেই আবুবকরের কন্যা আয়েশা। বললেন, প্রাপ্তবয়স্কা কে? খাওলা (রা) বললেন, যাস্'আর কন্যা সাওদা, যিনি ইতিমধ্যে আপনার উপর ঈমান এনেছেন এবং আপনার কথা-বার্তা মেনে চলছেন। রাসূল (সা) বললেন, তাহলে যাও, তাঁদেও কাছে আমার (বিয়ের) প্রস্তাব উত্থাপন করে দেখ। অতঃপর খাওলা প্রথমে আবূ বকরের (রা) গৃহে প্রবেশ করেন এবং আবূ বকরের স্ত্রী উম্মু রুমানকে উদ্দেশ্য করে বরলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার গৃহে কতই না কল্যাণ ও বরকত রেখে দিয়েছেন! তিনি বললেন, সেটা কী? খাওলা (রা) বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) আয়েশার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি (উম্মু রুমান) বললেন, আবূ বকর আসা পর্যন্ত (একটু) অপেক্ষা করুন। আবূ বকর (রা) গৃহে আসার পর খাওলা বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার গৃহে কতই না কল্যাণ ও বরকত রেখে দিয়েছেন, হে আবূ বকর! আবূ বকর (রা) বললেন, সেটা কী? খাওলা (রা) বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) আয়েশার বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। আবূ বকর (রা) বললেন, আয়েশা কি তাঁর জন্যে বৈধ হবে, সে তো তাঁর ভাতিজী। সুতরাং আমি রাসূলের (সা) কাছে ফিরে গিয়ে সেই বিবরণ পেশ করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, তুমি আবূ বকরের কাছে ফিরে গিয়ে বল যে, আমি তাঁর ভাই আর তুমি আমার ইসলামী (ধর্মীয়) ভাই। আর তোমার কন্যা আমার জন্য বৈধ হবে। সুতরাং আমি পুনরায় আবূ বকরের (রা) কাছে আগমন করে রাসূলের (সা) বক্তব্য তাঁর কাছে উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন, (ঠিক আছে) তুমি একটু অপেক্ষা কর। এই বলে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। উম্মু রুমান বললেন, (ব্যাপার হচ্ছে) মুদ'ইম ইব্ন আদী তার ছেলের জন্য আয়েশার প্রস্তাব করেছিল। তবে আল্লাহ্র শপথ, এই ব্যাপারে সে কোন ওয়াদা কখনো করেনি, সুতরাং আবূ বকরের ওয়াদা ভঙ্গের প্রশ্নই আসে না। যাহোক, আবূ বকর (তথাপি) মুত'ইম ইব্ন 'আদীর নিকট গমন করলেন, সেখানে তাঁর স্ত্রী উম্মূল কাতাও উপস্থিত ছিলেন। উম্মূল কাতা বললো, হে আবূ কুহাফার বেটা, (আবূ বকর) আপনি সম্ভবতঃ ধরে নিয়েছেন যে, আমাদের

www.waytojannah.com

ছেলের সাথে আপনার মেয়ের বিয়ের মাধ্যমে তাকে আপনার ধর্মে প্রবেশ করাতে পারবেন। আবূ বকর (রা) এই কথা শুনে মুত'ইম বললেন, এই কি আপনারও কথা, যা সে বললো! মুত'ইম বললো, সে তো এইরূপই বলে থাকে। (অর্থাৎ আবূ বকর (রা) এর বুঝতে বাকী রইল না যে, তারা আয়েশার সাথে বিবাহের ব্যাপারে আগ্রহী নয়)। সুতরাং তিনি সেখান থেকে বের হয়ে এলেন এবং তাঁর মনে ওয়াদা বিষয়ক যে সংশয় ছিল, তা আল্লাহ্ তা'আলা বিদূরিত করে দিলেন। আবূ বকর (রা) গৃহে প্রত্যাবর্তন করে খাওলাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্কে (সা) এখানে নিয়ে আসো। খাওলা (রা) রাসূলুল্লাহ্কে (সা) ডেকে নিয়ে গেলেন; আর আবূ বকর (রা) আয়েশার সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন করে দিলেন। আয়েশা (রা) ঐ সময় ছয় বছরের বালিকা।

ثُمَّ خَرَجَتْ فَدَخَلَتْ عَلَى سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ مَاذَا أَدْخَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكِ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ؟ قَالَتْ مَا ذَاكَ؟ قَالَتْ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْطُبُكِ عَلَيْهِ قَالَتْ وَدِدْتُ ادْخُلِي إِلَى أَبِي فَاذْكُرِي ذَاكِ لَهُ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ أَدْرَكَتْهُ السِّنُّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ الْحَجِّ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فَحَيَّتْهُ بِتَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ قَالَ فَمَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ أَرْسَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْطُبُ عَلَيْهِ سَوْدَةَ قَالَ كُفْءٌ كَرِيمٌ مَاذَا تَقُولُ صَاحِبَتُكِ؟ قَالَتْ تُحِبُّ ذَاكَ قَالَ ادْعُهَا لِي فَدَعَتْهَا فَقَالَ أَيْ بُنَيَّةُ إِنَّ هَذِهِ تَزْعُمُ أَنَّ كُفْءٌ كَرِيمٌ مَاذَا تَقُولُ صَاحِبَتُكِ؟ قَالَتْ تُحِبُّ ذَاكَ قَالَ ادْعُهَا لِي فَدَعَتْهَا فَقَالَ أَيْ بُنَيَّةُ إِنَّ هَذِهِ تَزْعُمُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَرْسَلَ يَخْطُبُكِ وَهُوَ كُفْءٌ كَرِيمٌ، أَتُحِبِّينَ أَنْ أُزَوِّجَكِ بِهِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ ادْعِيهِ لِي فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ فَجَاءَهَا أَخُوهَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ مِنَ الْحَجِّ فَجَعَلَ يَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ التُّرَابَ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ لَعَمْرُكَ إِنِّي لَسَفِيهٌ يَوْمَ أَحْثِي فِي رَأْسِي التُّرَابَ أَنْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ.

অতঃপর খাওলা (রা) পুনরায় বের হলেন এবং সাওদা বিনতি যাম'আর কাছে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি বললেন, আপনার গৃহে আল্লাহ্ তা'আলা কতই না কল্যাণ ও বরকত রেখেছেন! তিনি বললেন, সেটা কী? খাওলা (রা) বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি রাজি। তবে আপনি পিতার কাছে যান এবং তাকে এই প্রস্তাবের বিষয় খুলে বলুন। তাঁর পিতা ছিলেন বয়োবৃদ্ধ (বয়সের ভারে নূব্জ্য)। অধিক বয়সের কারণে তিনি সেই বছর হজ্জও পালন করতে পারেননি। খাওলা (রা) তার কাছে গিয়ে জাহেলিয়াত যুগের প্রথানুযায়ী অভিবাদন করলেন। তিনি বললেন, তুমি কে? উত্তর দিলেন খাওলা বিনতি হাকীম। বললেন, কেন এসেছ? খাওলা (রা) বললে, আমাকে মুহাম্মদ (সা) ইব্ন আবদুল্লাহ সাওদাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। সাওদার পিতা বললেন, মহান পাত্র। তা তোমার বান্ধবী (সাওদা) কী বলে? খাওলা বললেন, তিনি প্রস্তাবে রাজী। পিতা বললেন, তাহলে সাওদাকে আমার কাছে ডাক; আমি তাঁকে ডাকলাম। পিতা বললেন, হে বেটি, এই খাওলা বলছে যে, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (সা) তোমার বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে তাকে পাঠিয়েছেন। তিনি একজন মহান পাত্র। তুমি কি চাও আমি তার সাথে তোমার বিবাহ দিই? সাওদা (রা) বললেন, হ্যাঁ। বৃদ্ধ বললেন, তবে তাঁকে (মুহাম্মদকে) ডেকে নিয়ে আস। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার কাছে আগমন করলেন এবং বৃদ্ধ পিতা তাঁর সাথে কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করে দিলেন। বিয়ের পর সাওদার (রা) ভাই আব্দ ইব্ন যাস্আ হজ্জ শেষে প্রত্যাবর্তন করলেন। সে তার মাথায় মাটি ঢেলে দিতে লাগলো (অর্থাৎ রাসূলের (সা) সাথে বোনের বিবাহের প্রতিবাদে)। কিন্তু তিনি (আব্দ) ইসলাম গ্রহণের পর বলেছিলেন, আমি কতই না নির্বোধ ছিলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ্র (সা) সাথে সাওদার বিয়ের দিনে আমার মাথায় মাটি নিক্ষেপ করেছিলাম।

www.waytojannah.com

قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ مِنَ الْخَزْرَجِ فِي السُّنْحِ قَالَتْ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بَيْتَنَا وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَنِسَاءٌ فَجَاءَتْ بِي أُمِّي وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ بَيْنَ عَذْقَيْنِ تَرْجَحُ بِي فَأَنْزَلَتْنِي مِنَ الْأُرْجُوحَةِ وَلِي جُمَيْمَةٌ فَفَرَقَتْهَا وَمَسَحَتْ وَجْهِي بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ أَقْبَلَتْ تَقُودُنِي حَتَّى وَقَفَتْ بِي عِنْدَ الْبَابِ وَإِنِّي لَأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ مِنْ نَفْسِي ثُمَّ دَخَلَتْ بِي فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى سَرِيرٍ فِي بَيْتِنَا وَعِنْدَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَجْلَسَتْنِي فِي حِجْرِهِ ثُمَّ قَالَتْ هَؤُلَاءِ أَهْلُكَ فَبَارَكَ اللهُ لَكِ فِيهِمْ وَبَارَكَ لَهُمْ فِيكِ فَوَثَبَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَخَرَجُوا وَبَنَى بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِنَا مَا نُحِرَتْ عَلَيَّ جَزُورٌ وَلَا ذُبِحَتْ عَلَيَّ شَاةٌ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيْنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بِجَفْنَةٍ كَانَ يُرْسِلُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَارَ إِلَى نِسَائِهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

...আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর আমরা মদীনায় আগমন কলাম। সেখানে বনূ হারিছ ইব্নল খাযরাজ গোত্রের অধীন 'সুনুহ' নামক স্থানে অবতরণ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের (সেখানকার) গৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর আগে অনেক আনসারী নারী ও পুরুষ সমবেত হলো। (এমন সময়) আমার মা আমার কাছে আসলেন। আমি তখন দুই খেজুর শাখায় খুলন্ত দোলনায় বসে দোল খাচ্ছিলাম)। মা আমাকে দোলনা থেকে নামালেন। আমার চুল ছিল কাঁধ বরাবর। মা তা দুই ভাগে বিভক্ত করে দিলেন এবং পানি জাতীয় কিছু দ্বারা আমার মুখমণ্ডল মুছে দিলেন। এরপর তিনি আমাকে নিয়ে গৃহপানে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং পরিশেষে দরজার কাছে এসে থামলেন। আমি তখনও জোরে নিশ্বাস নিচ্ছিলাম। যখন আমি স্বাভাবিক হলাম, তখন তিনি আমাকে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করলেন (আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে) দেখতে পেলাম আল্লাহ্র রাসূল (সা) আমাদের গৃহের মধ্যে চৌকির উপর উপবিষ্ট। তাঁর আগে অনেক আনসারী পুরুষ ও মহিলা রয়েছেন। মা আমাকে একটি আসনে (পাথর ধরনের) বসালেন এবং বললেন, এঁরা হচ্ছেন তোমার স্বজন। তাঁদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তোমায় বরকত দান করুন; আর তোমার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বরকতময় করুন। নারী-পুরুষ সবাই ভীড় করলেন এবং পরে সবাই বের হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার সাথে রইলেন–আমাদের সেই গৃহে। (এই অনুষ্ঠানে) কোন উট যবাহ করা হয়নি এমনকি জবাহ্ করা হয়নি কোন ছাগল। ঐ সময় সা'দ ইব্ন 'উবাদা খাবার ভর্তি তস্তরী আমাদের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁর স্ত্রীগণের সাথে রাত্রিযাপন করতেন, তখন সা'দ (খাবার পাঠানোর) এ কাজটি বরাবরই করতেন। এই সময় আমি নয় বছরের কিশোরী। [হাইছামী। এই হাদীসের অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন আহমদ।

باب ما ورد فى فضل ام المؤمنين خديجة بنت خويلد.

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্র নবীর (সা) উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারীনি ও তাকে সত্য বলে প্রতিপন্নকারিনী উম্মূল মুমিনীন খাদিজা বিনতি খুয়াইলাদ (রা) এর মর্যাদা

(٩٢) عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ.

(৯২) আবূ যুর'আ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরাকে (রা) বলতে শুনেছি, একদা জিব্রীল (আ) রাসূল (সা) এর নিকট আগমন করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা), ঐ যে খাদীজা আসছেন, তাঁর হাতে রয়েছে একটি পাত্র যার মধ্যে রয়েছে ব্যঞ্জন অথবা খাবার অথবা পানীয়। (যাহোক)

www.waytojannah.com

যিনি আপনার কাছে আসলে পর তাঁর রবের ও আমার পক্ষ থেকে তাঁর উপর সালাম পাঠ করবেন; এবং তাঁকে জান্নাতে এমন একটি আলয়ের সুসংবাদ প্রদান করবেন, যা স্বচ্ছ মণি-মুক্তায় নির্মিত এবং যেখানে কোন কোলাহল ও কস্ট-ক্লেশ থাকবে না। [বুখারী, মুসলিম, তাবারানী ও তাইলাসী]

(٩٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُبَشِّرَ خَدِيْجَةَ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ.

(৯৩) আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর ইব্ন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি যেন খাদীজাকে জান্নাতের এমন একটি আলয়ের সুসংবাদ জ্ঞাপন করি যা স্বচ্ছ মণি-মুক্তায় নির্মিত এবং যা হবে কোলাহল ও কষ্টমুক্ত। [হাদীসটি গরীব]

(٩٤) عَنْ إِسْمَاعِيْلَ (يعنى ابن ابى خالد) قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَّرَ خَدِيْجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ قَالَ يَعْلَى وَقَدْ قَالَ مَرَّةً لَا صَخَبَ أَوْ لَا لَغْوَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ.

(৯৪) ইসমা'ঈল ইব্ন আবু খালিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্র (সা) সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আউফাকে (রা) জিজ্ঞেস করেছিলাম– রাসূল (সা) কি খাদীজাকে (রা) সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। তাকে জান্নাতে (তাঁর জন্যে) স্বচ্ছ মণি-মুক্তার একটি এমন আলয়ের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, যেখানে কোন কোলাহল ও কষ্ট থাকবে না। ইয়'লা বলেন– একবার বলেছিলেন لَا صَخَبَ অথবা لَا لَغْوَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ। [হাদীসটি গরীব]

(٩٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِيْنَ لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِي فِي خُلَّتِهَا مِنْهَا.

(৯৫) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কোন স্ত্রীলোকের প্রতি এত ঈর্ষান্বিত হইনি, যেমনটি আমি হয়েছি খাদীজার (রা) উপর। অথচ তিনি আমার বিয়ের তিন বছর পূর্বে ইন্তিকাল করেছেন। ঈর্ষার কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কথা প্রায়ই উল্লেখ করতেন (যা ছিল খাদীজার প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ)। (তাছাড়া) রাসূলকে (সা) তাঁর রব্ব এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন খাদীজার জন্য জান্নাতে স্বচ্ছ মনি-মুক্তায় নির্মিত একটি বিশেষ নিবাসের সুসংবাদ প্রদান করেন। উপরন্ত, কোন ছাগল জবাই করা হলে এর অংশবিশেষ খাদীজার বান্ধবীদ্বয়ের জন্য রাসূল (সা) হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করতেন। [বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ ও অন্যান্য]

(٩٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ خُطُوطٍ قَالَ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ فَقَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَاٰسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(৯৬) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) আল্লাহ্ রাসূল (সা) মাটিতে চারটি রেখা অংকন করেন এবং জিজ্ঞেস করেন– তোমরা কি জান এটি কী? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা) সর্বোত্তম জ্ঞাতা। তখন রাসূল (সা) বললেন, জান্নাতে মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম

www.waytojannah.com

Contents

হচ্ছেন– খাদীজা বিনতি খুয়াইলাদ, ফাতেমা বিনতি মুহাম্মদ (সা), ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতি মুযাহিম ও মারইয়ম বিনতি ইমরান (রা)। [এই হাদীসের ব্যাখ্যা, সনদ ও বরাত 'মারইয়ম'-এর মর্যাদা বিষয়ক পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। দ্র.]

(٩٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

(৯৭) আনাস ইব্ন মালিক (রা) নবী (সা) থেকে এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন। [এই হাদীসের সনদ, ব্যাখ্যা ও তাখরীজ উপর্যুক্ত পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।]

(٩٨) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ.

(৯৮) আলী (রা) বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, সর্বোত্তম নারী হলেন মরাইয়াম বিনতে ইমরান এবং খাদিজা (রা)।

(٩٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ أَثْنَى عَلَيْهَا فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ قَالَتْ فَغِرْتُ يَوْمًا فَقُلْتُ مَا أَكْثَرَ مَا تَذْكُرُهَا حَمْرَاءَ الشِّدْقِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا خَيْرًا مِنْهَا قَالَ مَا أَبْدَلَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهَا قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ وَرَزَقَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ.

(৯৯) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) যখন খাদীজা বিষয়ে কথা বলতেন, তখন তাঁর প্রশংসা করতেন এবং খুব সুন্দর পন্থায় প্রশংসা করতেন। আয়শা (রা) বলেন, এমনি একদিন (খাদীজার প্রশংসা শুনে) ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলাম এবং রাসূলকে (সা) বললাম, আপনি একজন দণ্ডবিহীন থুরথুরে বৃদ্ধার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পরিবর্তে আপনাকে আরো উত্তম বদলা দিয়েছেন। রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চাইতে উত্তম বদলা দেননি (তিনি ছিলেন অনুপমা)। তিনি আমার প্রতি ঈমান এনেছেন সেই সময়, যখন লোকজন আমাকে অস্বীকার করেছে। তিনি আমাকে সত্যায়ন করেছেন সেই সময়, যখন লোকজন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তিনি আমাকে তার অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন, যখন লোকজন আমাকে বঞ্চিত করেছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর গর্ভেই আমার সন্তানাদি দান করেছেন, অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভে নয়।

وعنها من طريق ثان قَالَتْ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا خَدِيجَةَ فَأَطْنَبَ فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهَا فَأَدْرَكَنِي مَا يُدْرِكُ النِّسَاءَ مِنَ الْغَيْرَةِ فَقُلْتُ لَقَدْ أَعْقَبَكَ اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ قَالَتْ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغَيُّرًا لَمْ أَرَهُ تَغَيَّرَ عِنْدَ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ أَوْ عِنْدَ الْمَخِيلَةِ حَتَّى يَعْلَمَ رَحْمَةٌ أَوْ عَذَابٌ.

আয়েশা (রা) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে– তিনি বলেন, একদিন আল্লাহ্র রাসূল খাদীজা প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন এবং তাঁর খুব বেশী প্রশংসা করতে থাকেন। তখন স্ত্রীলোকদের স্বভাবগত একধরনের ঈর্ষা আমাকে পেয়ে বসে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলা আপনার কাছ থেকে কুরাইশ বংশীয়া একজন রূপ-লাবণ্য ও দন্তবিহীন বৃদ্ধাকে উঠিয়ে নিয়েছেন। (আমার কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ্র (সা) মুখমণ্ডল এমন পরিবর্তিত হয়ে গেল, যেরূপ পরিবর্তন কেবল ওহী নাযিল হওয়ার সময় এবং আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখার সময়ই (বিপদের আশংকায়) আমি দেখেছি। অন্য কোন সময় নয়। মেঘের ঘনঘটা

www.waytojannah.com

দেখলে তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়তেন–যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নিশ্চিত হতেন যে, আসন্ন মেঘমালা রহমতের লক্ষণ, না আযাবের। [বুখারী ও মুসলিম হাদীসটির অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া হাইছামী, আহমদ, তাবরানীও উল্লেখ করেছেন।]

باب ما جاء فى ذهابه صلى الله عليه وسلم الى الطائف لما اشتد عليه ايذاء قريش بعد موت عمه ابى طالب مستنجدا وردهم عليه أسو ارد۔

পরিচ্ছেদ : চাচা আবূ তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশদের নির্যাতনের ভয়াবহতায় অতিষ্ঠ হয়ে রাসূল (সা)-এর তায়েফ যাত্রা এবং সেখানে তাঁর প্রতি তায়েফবাসীদের জঘন্যতম আচরণ৩৬৯

(١٠٠) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ الْعَدْوَانِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشْرِقِ ثَقِيْفٍ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا حِيْنَ أَتَاهُمْ يَبْتَغِي عِنْدَهُمُ النَّصْرَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ حَتَّى خَتَمَهَا قَالَ فَوَعَيْتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا مُشْرِكٌ ثُمَّ قَرَأْتُهَا فِي الْإِسْلَامِ قَالَ فَدَعَتْنِي ثَقِيْفٌ فَقَالُوا مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ؟ فَقَرَأْتُهَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ مَعَهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ نَحْنُ أَعْلَمُ بِصَاحِبِنَا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا يَقُولُ حَقًّا لَاتَّبَعْنَاهُ۔

(১০০) আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ আল 'আদওয়ানী থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন– রাবী রাসূলুল্লাহ্কে (সা) তায়েফের হাক্বীক গোত্রের পূর্বপাশে ধনুক অথবা লাঠির উপর ভর দিয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখেছেন। এটা সেই সময়, যখন আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর সাহায্য সহযোগিতার আশায় তাদের কাছে গিয়েছিলেন। রাবী বলেন, আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, তিনি সূরা وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত পাঠ করছিলেন। আমি জাহেলিয়াতের ঐ সময় সেই সূরাটি শুনে মুখস্থ করে ফেলেছিলা, অথচ আমি তখনও একজন মুশরিক। ইসলাম গ্রহণ করার পরও আমি সেই সুরাটি (মুখস্থ) পাঠ করেছি। (যাহোক) একটু পর ছাক্বীফ গোত্রের লোকেরা আমাকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস কররো, ঐ লোকটির কাছ থেকে কী শুনলে? তখন আমি সেই সুরাটি তাদেরকে পাঠ করে শুনালাম। কুরাইশদের কিছুসংখ্যক লোক যারা তাদের সাথে উপস্থিত ছিল, তারা বললো, আমাদের সহচর (বা স্বগোত্রীয়) সম্পর্কে আমরাই সবচেয়ে বেশী অবগত। সে যা বলছে, তা যদি আমরা সত্য মনে করতাম, তাহলে আমরা অবশ্যই তার অনুসরণ করতাম। [আহমদ, সনদ উত্তম]

(١٠١) عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ أَصَابَ إِصْبَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ (احد الرواة) حَجَرٌ فَدَمِيَتْ فَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ۔

(১০১) জুনদুব আল-বাজ্লী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর অঙ্গুলীতে কোন কিছু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হন; জাফর (এ হাদীসের জনৈক রাবী) বলেন, পাথর দ্বারা (আঘাতপ্রাপ্ত হন) এবং আঘাত থেকে রক্তপাত হতে থাকে। (এ ঘটনা তায়েফে অবস্থানকালীন সময়)। তখন রাসূল (সা) বললেন, هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ অর্থাৎ, "তুমি একটি অঙ্গুলী মাত্র, যে রক্তাক্ত হয়েছ। আর তুমি যে কষ্ট পেয়েছ তা আল্লাহ্র রাস্তায়ই পেয়েছ।" [বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী। হাদীসটি গরীব।]

www.waytojannah.com

ابواب قصة الاسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্‌রা ও মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদসমূহ

باب ما ورد فى ذلك عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضى الله عنهما

পরিচ্ছেদ : এ সম্পর্কে আনাস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সা'সা'আ (রা)-এর বর্ণিত ঘটনাসংক্রান্ত বর্ণনা

(١٠٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ مَالِكَ بْنَ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا فِي الْحَطِيمِ وَرُبَّمَا قَالَ قَتَادَةُ فِي الْحِجْرِ مُضْطَجِعٌ إِذْ أَتَانِي اٰتٍ فَجَعَلَ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ الْأَوْسَطِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ قَالَ فَأَتَانِي فَقَدَّ وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي مَا يَعْنِي قَالَ مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ قَصِّهِ إِلَى شِعْرَتِهِ قَالَ فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيمَانًا وَحِكْمَةً فَغُسِلَ قَلْبِي ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أُعِيدَ ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ قَالَ فَقَالَ الْجَارُودُ هُوَ الْبُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ قَالَ نَعَمْ يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ قَالَ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى بِيَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا اٰدَمُ فَقَالَ هَذَا أَبُوكَ اٰدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ فَقَالَ هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا قَالَ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا السَّلَامَ ثُمَّ قَالَا مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يُوسُفُ قَالَ هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ وَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هٰذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِدْرِيسُ قَالَ هٰذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هٰذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ

www.waytojannah.com

مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُوْنُ قَالَ هَذَا هَارُوْنُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ۔

(১০২) ...কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা) জানিয়েছেন যে, নবী (সা) তাদেরকে তাঁর ইস্‌রা-রজনী সম্পর্কে এইরূপ জানিয়েছেন, আমি কা'বা শরীফের হাতীমে অবস্থান করছিলাম। অবশ্য কাতাদাহ কখনও কখনও বলেছেন যে, হিজরে (হাতীমে) শায়িত ছিলাম। এমন সময় একজন আগন্তুক (জিব্রীল আ) এলেন এবং তাঁর সঙ্গীকে (মিকাইল আ.) যে ছিল তিনজনের মাঝখানে, কি যেন বলতে লাগলেন। তিনি (মিকাইল আ) এসে (আমাকে) ফেঁড়ে ফেললেন। রাবী বলেন, আমি কাতাদাহকে বলতে শনেছি, "অতঃপর তিনি এখান থেকে এইখান পর্যন্ত ফেঁড়ে ফেললেন।" কাতাদাহ বলেন, আমি জারাদকে (জনৈক বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি আমার পাশেই ছিলেন, "এইখান থেকে এইখান পর্যন্ত" এর অর্থ কী! তিনি বলেছিলেন, কণ্ঠনালীর গোড়া থেকে বক্ষদেশের শেষ পর্যন্ত (বক্ষে লোম গজানোর স্থান) অবশ্য তিনি এও বলে থাকতে পারেন مِنْ قَصِّهِ إِلَى شِعْرَتِهِ (যাহোক) তাঁরা আমার (বক্ষ বিদারণ করে) কাল্‌ব (হৃদয়) বের করে নিয়ে আসেন। এরপর সোনার তৈরি তস্তরী আনা হয়; তা ছিল ঈমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ। তাঁরা আমার হৃদয় ধৌত করলেন (এবং তাতে ঈমান ও হিকমত ভরে দিলেন), অতঃপর তা যথাস্থানে পুনস্থাপিত করা হলো। এরপর খচ্চর ও গাধার মাঝামাঝি আকারের একটি প্রাণী আনা হলো। জারাদ বলেন, হে আবূ হামযা! সেটি ছিল 'বুরাক'। রাবী বলেন, হ্যাঁ। সে প্রাণীটি তার প্রতিটি কদম রাখত তার দৃষ্টির শেষ সীমানায়। (অর্থাৎ অতিশয় দ্রুতগতি সম্পন্ন)। আমাকে সেই জন্তুর উপর সওয়ার করানো হয়। এরপর জিব্রীল (আ) আমাকে নিয়ে (উপরের দিকে) অগ্রসর হতে থকেন। একপর্যায়ে দুনিয়ার আকাশে (প্রথম আকাশ) পৌছান এবং ফটক খুলতে বলেন। জিজ্ঞাসা করা হলো– আপনি কে? উত্তর হলো আমি জিব্রীল। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো আপনার সাথে কে? উত্তর দিলেন– মুহাম্মদ। জিজ্ঞেস করা হরো– তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? জিব্রীল বললেন, হ্যাঁ। তখন বলা হলো, তাঁকে স্বাগতম, কতই না মর্যাদাবান আগন্তুক তিনি। ফটক খুলে দেওয়া হলো। সেখানে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম আদমকে (আ)। জিব্রীল (আ) বললেন, ইনি আপনার পিতা আদম, তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, সুসন্তান ও সুযোগ্য নবীকে স্বাগতম। এরপর জিব্রীল (আ) (আমাকে নিয়ে) উপরের দিকে উঠতে লাগলেন এবং দ্বিতীয় আকাশে পৌছালেন। ফটক উন্মুক্ত করতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? উত্তর জিব্রীল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মদ। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁকে সুস্বাগতম, কতই সম্মানিত আগন্তুক আগমন করেছেন। ফটক খুলে দেওয়া হলো। সেখানে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম দুই খালাতো ভাই ইয়াহ্ইয়া ও ঈসাকে (আ)। জিব্রীল পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এঁরা হচ্ছেন ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা। এঁদেরকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তাঁরা সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, সুযোগ্য ভাই ও সুযোগ্য নবীকে স্বাগতম। এরপর জিব্রীল (আ) উপরের দিকে উঠতে থাকলেন এবং তৃতীয় আকাশে পৌঁছে ফটক খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জিব্রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মদ। বলা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (এবার) বলা হলো তাঁকে স্বাগতম, কতই না মর্যাদাবান আগন্তুক আগমন করেছে। ফটক খুলে দেওয়া হলো। সেখানে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম ইউসুফকে (আ)। জিব্রীল (আ) বললেন ইনি হচ্ছেন ইউসুফ, তাঁকে সালাম

www.waytojannah.com

করুন। আমি সালাম করলাম, তিনি সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, সুযোগ্য ভ্রাতা ও সুযোগ্য নবীকে স্বাগতম। জিব্রীল আবারও উপরের দিকে উঠতে থাকলেন এবং চতুর্থ আকাশে আরোহণ করে ফটক খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মদ। বলা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁকে স্বাগতম। কতই না সম্মানিত আগন্তুক তিনি। ফটক খুলে দেওয়া হলো। সেখানে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম ইদ্রিসকে (আ)। জিব্রীল (আ) বললেন, ইনি হচ্ছেন ইদ্রিস, তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, সুযোগ্য ভাই ও সুযোগ্য নবীকে স্বাগতম। আবারও জিব্রীল (আ) উপরের দিকে উঠতে লাগলেন এবং পঞ্চম আকাশে আরোহণ করে ফটক খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো আপনি কে? তিনি বললেন, জিব্রীল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মদ। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁকে স্বাগতম। কতই না সম্মানিত আগন্তুক আগমন করেছেন। ফটক খুলে দেওয়া হলো। আমি সেখানে প্রবেশ করে হারূনকে (আ) দেখতে পেলাম। জিব্রীল (আ) বললেন ইনি হচ্ছেন– হারূন। এঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম।

قَالَ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى قَالَ هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى قِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ أَبْكِي لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي قَالَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ رُفِعَتْ إِلَيَّ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ.

তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, সুযোগ্য ভাই ও সুযোগ্য নবী তোমায় স্বাগতম। জিব্রীল আবারও (আ) আবারো উপরের দিকে উঠতে লাগলেন এবং ষষ্ঠ আকাশে আরোহণ করলেন, ফটক খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জিব্রীল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? বলেন, মুহাম্মদ। বলা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁকে স্বাগতম, কতই না সম্মানিত আগন্তুক এসেছেন। ফটক খুলে দেওয়া হলো। আমি প্রবেশ করেই দেখতে পেলাম মূসাকে (আ)। জিব্রীল (আ) বললেন, ইনি হচ্ছেন মূসা। এঁকে সালাম করুন। আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর প্রদান করলেন এবং বললেন, স্বাগতম সুযোগ্য ভাই ও সুযোগ্য নবীকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি যখন তাঁকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। বলা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, কাঁদছি এজন্য যে, এই যে, যুবকটি (মুহাম্মদ) তাঁকে পাঠানো হলো আমার পরে, অথচ তাঁর উম্মতের যে সংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে, তা আমার উম্মতের জান্নাতে প্রবেশকারীর সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। অতঃপর জিব্রীল (আ) আবারো উপরের দিকে উঠতে থাকলেন এবং সপ্তম আকাশে এসে (থামলেন) এবং ফটক খুলতে

www.waytojannah.com

বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জিব্রীল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মদ। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো তাঁকে স্বাগতম। কতই না সম্মানিত আগন্তুক আগমন করেছেন। ফটক খুলে দেওয়া হলো। আমি সেখানে প্রবেশ করেই দেখতে পেলাম ইব্রাহীমকে (আ)। জিব্রীল (আ) বললেন, ইনি ইব্রাহীম (আ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, সুযোগ্য পুত্র ও সুযোগ্য নবীকে স্বাগতম। এরপর আমাকে উত্থিত করা হলো সিদ্‌রাতুল মুনতাহায়। সেই কক্ষের ফল হাজার (ইয়ামানের একটি অঞ্চল)-রে মটকার মত। আর তার পাতা হাতির কানের মত।

فَقَالَ هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى قَالَ وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهَرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهَرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ قَالَ ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ قَالَ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ قَالَ هَذِهِ الْفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ قَالَ ثُمَّ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِخَمْسِينَ صَلَاةً وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْتُ بِأَرْبَعِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَرْبَعِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا أُخْرَى فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ لِي بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْتُ أُمِرْتُ بِثَلَاثِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِثَلَاثِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا أُخَرَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْتُ بِعِشْرِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِعِشْرِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْتُ أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ قُلْتُ قَدْ سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ فَلَمَّا نَفَذْتُ نَادَى مُنَادٍ قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي۔

www.waytojannah.com

Contents

জিব্রীল (আ) বললেন, এটি হচ্ছে– সিদ্‌রাতুল মুনতাহা। সেখানে চারটি ঝর্ণা দেখা গেল। তন্মধ্যে দু'টি সুপ্ত আর দু'টি ব্যক্ত। সুতরাং আমি বললাম এটি কী হে জিব্রীল? তিনি বললেন, সুপ্ত দুটি ঝর্ণা হচ্ছে জান্নাতের, প্রকাশমান দু'টি হচ্ছে নীল ও ফুরাত। এরপর আমাকে 'বাইতুল মা'মূর'-এ উত্থিত করা হরো। ক্বাতাদাহ বলেন এবং আবূ হুরাইরাহ (রা)-এর বর্ণনায় হাসান আমাদের বলেছেন যে, নবী (সা) বাইতুল মা'মূর দেখেছেন। সেখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশাত প্রবেশ করেন কিন্তু তাঁরা কখনই আর সেখানে ফিরে আসেন না।

যহোক, রাবী পুনরায় আনাসের (রা) হাদীসে ফিরে আসেন। রাসূল (সা) বলেন, অতঃপর আমাকে একপাত্র শরাব (মদ্য), একপাত্র দুধ এবং একপাত্র মধু দেওয়া হলো। আমি দুধের পাত্র গ্রহণ করলাম (এবং কিছু দুধ পান করলাম)। জিব্রীল (আ) বললেন, এটিই ফিতরাত (স্বভাব-ধর্ম তথা ইসলামের লক্ষণ)। আপনি ও আপনার উম্মত এই ফিতরতের উপরই প্রতিষ্ঠিত আছেন। এরপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। রাসূল (সা) বলেন, এরপর আমি মূসার (আ) নিকট ফিরে আসি। তিনি বললেন, আপনাকে কী নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে? বললাম, প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত পালনে সক্ষম হবে না। এ বিষয়ে আপনার পূর্বে মানুষকে আমি পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইসরাঈলকে নিয়ে কঠোর অনুশীলন করেছি। সুতরাং আপনি প্রভুর কাছে ফিরে গিয়ে আপনার উম্মতের জন্য সহজীকরণ প্রার্থনা করুন। আমি প্রভুর কাছে ফিরে গেলাম। তিনি দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। আমি পুনরায় মূসার (আ) কাছে ফিরে আসলে জিজ্ঞেস করলেন, কী নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে? বললাম, চল্লিশ ওয়াক্ত সালাত প্রতিদিন। তিনি বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক চল্লিশ ওয়াক্ত সালাত পালনে সক্ষম হবে না। আমি মানুষকে আপনার পূর্বে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইসরাঈলকে নিয়ে কঠোর অনুশীলন করেছি। সুতরাং আপনি রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরো সহজীকরণ প্রার্থনা করুন। আমি আবার প্রভুর কাছে ফিরে গেলাম। তিনি আরো দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। মূসার কছে (আ) ফিরে এলাম। মূসা (আ) জিজ্ঞেস করলেন কী নির্দেশ আপনাকে প্রদান করা হলো? আমি বললাম, দৈনিক ত্রিশ ওয়াক্ত সালাত। তিনি বললেন আপনার উম্মত ত্রিশ ওয়াক্ত সালাত পালনে সক্ষম হবে না। আমি আপনার পূর্বে এ বিষয়ে মানুষকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইসরাঈলকে নিয়ে কঠোর অনুশীলন করেছি। সুতরাং আপনার রবের নিকট ফিরে গিয়ে আপনার উম্মতের জন্য সহজীকরণ প্রার্থনা করুন। আমি ফিরে গেলাম। আমার উপর থেকে তিনি আরো দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। আবার মূসার (আ) কাছে ফিরে এলাম। তিনি বললেন, কী নির্দেশ প্রদান করা হলো আপনাকে? আমি বললাম, বিশ ওয়াক্ত সালাত প্রতিদিন। মূসা (আ) বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক বিশ ওয়াক্ত সালাত পালনে সক্ষম হবে না। আমি আপনার পূর্বে এ বিষয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেছি, আর বনী ইসরাঈলকে দিয়ে কঠোর অনুশীলন করেছি। সুতরাং আপনি আবার আপনার রবের কাছে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরো সহজীকরণ প্রার্থনা করুন। আমি রবের কাছে তখন আমাকে দৈনিক দশ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ দেওয়া হলো। মূসার (আ) আবারও ফিরে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন আপনাকে কী নির্দেশ প্রদান করা হরো। আমি বললাম, দৈনিক দশ ওয়াক্ত সালাত। তিনি (আবারো) বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক দশ ওয়াক্ত সালাত পালনে সক্ষম হবে না। কারণ, আপনার পূর্বে এ বিষয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেছি এবং বনী ইসরাঈলকে নিয়ে কঠোর অনুশীলন করেছি। সুতরাং আপনি আপনার রবের কাছে আবার ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরো সহজীকরণ প্রার্থনা করুন। সুতরাং আমি আবার রবের কাছে ফিরে গেলাম, এবার আমি

www.waytojannah.com

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশপ্রাপ্ত হলাম। আমি মূসার (আ) কাছে গেলে পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী নির্দেশ প্রদান করা হলো আপনাকে? আমি বললাম, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি। তিনি পুনরায় বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পালনে সক্ষম হবে না। আমি আপনার পূর্বে এ বিষয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেছি এবং বনী ইসরাঈলকে নিয়ে কঠোর অনুশীলন করেছি। সুতরাং আপনি পুনরায় আপনার রবের কাছে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য সহজীকরণ প্রার্থনা করুন। এইবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি আমার রবের কাছে (বহুবার) প্রার্থনা করেছি। কিন্তু এখন লজ্জাবোধ করছি। আমি বরং সন্তুষ্টচিত্তে (আল্লাহ্র সর্বশেষ নির্দেশ) মেনে নিচ্ছি। এবার আমি যখন সেখান থেকে প্রস্থান করছি, আমি আহ্বানকারীর আহ্বান শুনলাম–আমি আমার ফরয পূর্ণ করে দিলাম আর আমার বান্দার উপর থেকে দায়িত্বের চাপ হালকা করে দিলাম।

ومن طريق ثان حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ الْكَعْبَةِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ رُفِعَ لَنَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ اٰخِرَ مَا عَلَيْهِمْ قَالَ ثُمَّ رُفِعَتْ إِلَيَّ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ اٰذَانِ الْفِيَلَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَقُلْتُ لَقَدِ اخْتَلَفْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ لَا وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ نُودِيتُ أَنْ قَدْ خَفَّفْتُ عَلَى عِبَادِي وَأَمْضَيْتُ فَرَائِضِي وَجَعَلْتُ لِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا۔

আনাস ইব্ন মালিক সা'সা'আহ্র পুত্র মালিক থেকে নবীর (সা) বরাতে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেন, আমি কা'বার সন্নিকটে নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি একটি অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় জনৈক কথককে (জিব্রীল (আ)) বলতে শুনলাম, তিনি এ তিনজনের (আমাদের মধ্যে) একজনকে বলছেন...অতঃপর হাদীস বর্ণনা করেন (সংক্ষিপ্তাকারে) এইভাবে–অতঃপর আমাদেরকে বাইতুল মা'মূরে উত্তোলন করা হলো, যেখান দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে বের হয়ে পুনরায় প্রবেশের সুযোগ পান না। এরপর আমাকে উঠানো হলো 'সিদরাতুল মুনতাহায়'। এই বৃক্ষটির পাতা হাতির কানের মত (বৃহৎ)। এর পরের অংশ...এইরূপ, রাসূল (সা) বলেন, আমি আমার মহামহিম রবের কাছে বারংবার ফিরে গিয়েছি এবং শেষ পর্যন্ত লজ্জাবশতঃ তাঁর নির্দেশ সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছি। যখন আমি প্রস্থান করতে উদ্যত, তখন আমাকে এই বলে ডাক দেওয়া হলো– নিশ্চয় আমি আমার বান্দার উপর থেকে দায়িত্বভার হালকা করে দিয়েছি এবং আমার ফরযসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। আর প্রতিটি সৎকর্মের বিনিময় নির্ধারণ করেছি দশগুণ।...

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْ أَقْبَلَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَلْأَن حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِ الْبَطْنِ فَغُسِلَ الْقَلْبُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ ثُمَّ انْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ

www.waytojannah.com

فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ.

তৃতীয় আরেকটি সনদে ইয়াহইয়া ইব্ন সা'ঈদ পূর্বোক্ত রাবী (মালিক) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি বাইতুল্লাহ শরীফের কাছে নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলাম। তখন (আমাকে ইঙ্গিত করে) বলা হলো এই দুইজনের মধ্যবর্তী তৃতীয়জন। অতঃপর একট স্বর্ণের তস্তরী (পাত্র) আনা হলো যা হিকমত ও ঈমানে পরিপর্ণ ছিল। এরপর (আমার) কণ্ঠদেশ থেকে পেটের উপরিভাগ পর্যন্ত বিদীর্ণ করে হৃদপিণ্ডটি (আমার) যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করা হলো। এরপর সেটি হিকমত ও ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেওয়া হলো। এরপর একটি জন্তু নিয়ে আসা হলো, যার আকৃতি খচ্চরের চেয়ে ছোট কিন্তু গাধার চেয়ে বড়। (সেটিতে সওয়ার হয়ে) আমি জিব্রীলের (আ) সাথে চলতে থাকলাম এবং (প্রথমেই আমরা উপনীত হলাম পৃথিবীর আকাশে। তখন জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জিব্রীল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সা)। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন বলা হলো, তাঁকে স্বাগতম। কতই না সম্মানিত আগন্তুক আগমন করেছেন। এর পরবর্তী অংশ পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। [এই হাদীসের প্রথম বর্ণনাধারা বুখারী কর্তৃক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারার বর্ণনাদ্বয় মুসলিম কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে। অন্যদিকে নাসাঈ ও তিরমিযী খুব সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করেছেন।]

باب ما جاء فى ذلك من رواية أنس بن مالك عن ابى بن كعب رضى الله عنهما.

পরিচ্ছেদ : এ প্রসঙ্গে উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে আনাস ইব্ন মালিক (রা) এর বর্ণনা

(١٠٣) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جَاءَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَافْتَتَحَ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ نَعَمْ مَعِي مُحَمَّدٌ قَالَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَافْتَتَحَ فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا إِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ تَبَسَّمَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ لِجِبْرِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا آدَمُ وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى قَالَ ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى جَاءَ السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَفَتَحَ لَهُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ وَلَمْ يُثْبِتْ لِي كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدْرِيسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قَالَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ هَذَا مُوسَى ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى

www.waytojannah.com

فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ هَذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ بِمُسْتَوًى أَسْمَعُ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ.

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً فَقَالَ لِي مُوسَى رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ فَرَاجَعْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ قَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى أَتَى بِي سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى قَالَ فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ مَا أَدْرِي مَا هِيَ قَالَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ.

(১০৩) ইব্ন শিহাব থেকে বর্ণিত, আনাস ইব্ন মালিক বলেন, উবাই ইব্ন কা'ব এইমর্মে হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি মক্কায় থাকা অবস্থায় আমার গৃহের ছাদ বিদীর্ণ হয়ে যায়। আর জিব্রীল (আ) অবতরণ করেন। তিনি আমার বক্ষ বিদারণ করেন। এরপর (বক্ষস্থ হৃদপিণ্ড ইত্যাদি) যমযমের পানির সাহায্যে ধৌত করেন। এরপর ঈমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের পাত্র নিয়ে আসেন এবং আমার বক্ষে ঢেলে দেন।। অতঃপর তা পোড়া দেওয়া হয়। অতঃপর জিব্রীল (আ) আমার হাত ধরে ঊর্ধ্বলোকে আকাশের দিকে উঠে গেলেন। দুনিয়ার আকাশে পৌঁছানোর পর তিনি ফটক খুলতে বললেন, কিন্তু ফটকের দায়িত্বশীল বললেন, আপনি কে? বললেন, জিব্রীল। বললেন আপনার সাথে অন্য কেউ আছে কি? জিব্রীল বললেন, আমার সাথে আছেন মুহাম্মদ। তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? জিব্রীল (আ) বললেন, হ্যাঁ। তখন ফটক খুলে দিলেন। দুনিয়ার আকাশের উপর ওঠার পর এক ব্যক্তিকে দেখা গেল, যার ডান পাশে রয়েছে একদল মানুষের রূহ, আবার তাঁর বাম পাশেও রয়েছে একদল মানুষের রূহ। তিনি যখন ডান দিকে ফিরে তাকান, তখন তাঁর মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। আর বাম দিকে দৃষ্টিপাত করলে পর তিনি কেঁদে ফেলেন। তিনি বলে উঠলেন, স্বাগতম সুযোগ্য নবীকে, স্বাগতম সুসন্তানকে। রাসূল (সা) বলেন, আমি জিব্রীলকে (আ) জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? বললেন, আদম (আ)। তাঁর ডানে ও বামে বিরাজমান আত্মাসমূহ হচ্ছে তাঁর সন্তানাদি। ডান পাশের সন্তানাদি হচ্ছে জান্নাতবাসী, আর তাঁর বাম পাশের আত্মাসমূহ হচ্ছে নরকবাসী। সুতরাং তিনি যখন ডান দিকে তাকান, তখন হাসেন; আর বাম দিকে যখন তাকান, তখন তিনি কাঁদেন। রাসূল (সা) বলেন, অতঃপর জিব্রীল (আ) আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশ অতিক্রম করলেন। রক্ষককে ফটক খুলে দিতে বললেন। কিন্তু ফটকরক্ষক তাঁকে দুনিয়ার আকাশের ফটক রক্ষক যা বলেছিলেন তাই বললেন এবং শেষে ফটক খুলে দিলেন। আনাস ইব্ন মালিক বলন, অতপর রাসূল (সা) বলেন যে, তিনি আকাশসমূহে আদম, ইদ্রীস, মূসা, ঈসা ও ইব্রাহীমের (আ) সাক্ষাত লাভ করেন। অবশ্য তিনি কোন আকাশে কে ছিলেন, তা সঠিক করে বলেননি। কেবল এতটুকু বলেছেন যে, আদমকে (আ) পেয়েছেন দুনিয়ার আকাশে আর ইব্রাহীমকে

www.waytojannah.com

(আ) পেয়েছেন ষষ্ঠ আকাশে। আনাস বলেন, যখন জিব্রীল (আ) ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইদ্রীসের (আ) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, সুযোগ্য নবী ও সুযোগ্য ভ্রাতাকে স্বাগতম। আমি জিব্রীলকে (আ) জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইনি কে? বললেন, ইদ্রীস। অতঃপর আমি মূসাকে (আ) অতিক্রম করেছি, তিনি (আমার উদ্দেশ্যে) বলেছেন, স্বাগতম সুযোগ্য নবী ও সুযোগ্য ভ্রাতাকে। আমি জিজ্ঞেস বলেছিলাম, ইনি কে? জিব্রীল (আ) বললেন, ইনি মূসা (আ)। অতঃপর আমি ঈসার (আ) পাশ দিয়ে গেলাম। তিনিও বললেন, স্বাগতম সুযোগ্য নবী ও সুযোগ্য ভাইকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? বললেন, ঈসা ইব্ন মারইয়মম (আ)। অতঃপর আমি ইব্রাহীমকে (আ) অতিক্রম করলাম, তিনি বললেন, স্বাগতম সুযোগ্য নবীকে, স্বাগতম সুযোগ্য সন্তানকে। আমি বললাম, ইনি কে? জিব্রীল বললেন, ইনি ইব্রাহীম (আ)। ইব্ন শিহাব বলেন, আমাকে ইব্ন হাযম বলেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) ও আবূ হাব্বাহ আল-আন্সারী (রা) বলেছেন, রাসূল (সা) বলেন, তারপর আমাকে নিয়ে আরো উপরে আরাহণ করা হলো এবং এমন এক পর্যায়ে উপনীত করা হলো যে, কলমসমূহের লেকার (খস্খস্) শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

ইব্ন হাযম ও আনাস ইব্ন মালিক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তাবারাকা ও তা'আলা আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছিলেন, তাই নিয়ে আমি ফিরে আসি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি মূসার (আ) নির্দেশ পাই। তিনি (মূসা আ.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপনার উম্মতের উপর কী ফরয করলেন? আমি বললাম, তাদের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। মূসা (আ) আমাকে বললেন, আপনার রব তাবারাকা ওয়া তা'আলার শরণাপন্ন হোন, কারণ আপনার উম্মত তা পারবে না অতঃপর আমি মহামহিম রব্বের মরণাপন্ন হই, তিনি অর্ধেক বাদ দিয়ে দেন। মূসার (আ) নিকট ফিরে এসে খবর দিলাম, তিনি আবারো বললেন, আপনার রবের কাছে যান, কারণ, আপনার উম্মত এইটুকু পালনেও সক্ষম হবে না। সুতরাং আবার আমার মহামহিম রবের অনুগ্রহের শাণাপন্ন হলাম। তিনি বললেন, এই হচ্ছে পাঁচ আর এই পাঁচই পঞ্চাশ। আমার নিকট কথার কোন রকম পরিবর্তন নেই। রাসূল (সা) বলেন, তিনি আবারও বললেন, আপনার রবের শরণাপন্ন হন। কিন্তু এবার আমি বললাম, আমি আমার রব তাবারাকা ওয়া তা'আলার কাছে (একই আর্জি নিয়ে আবারও) যেতে লজ্জাবোধ করছি। এরপর জিব্রীল (আ) আমাকে নিয়ে চলতে চলতে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত পৌঁছালেন। অতঃপর তা ঢাকা পড়ে গেল বিভিন্ন রংয়ে। আমি জানি না, তা কী? এরপর আমাকে প্রবেশ করানো হলো জান্নাতে। জান্নাতের গম্বুজসমূহ মনি-মুক্তার আর এর মাটি (মেঝে) হচ্ছে মিশ্ক-এর (সুগন্ধিমিশ্রিত)।

[মুসলিম ইউনুসুসের বরাতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া হাইছামী ও হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।]

باب ما جاء فى ذلك من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه من مسنده۔

পরিচ্ছেদ : আনাস ইব্ন মালিকের (রা) বর্ণনায় এ বিষয়ে আরো যা উল্লেখিত হয়েছে

(١٠٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ فَرَكِبْتُهُ فَسَارَ بِي حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَرَبَطْتُ الدَّابَّةَ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ فِيهَا الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ دَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ قَالَ جِبْرِيلُ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ قَالَ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا

www.waytojannah.com

فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ فَقِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ فَقِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابْنَيِ الْخَالَةِ يَحْيَى وَعِيْسَى فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ فَقِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوْسُفَ فَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ فَقِيْلَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ الْبَابُ فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيْسَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا) ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ فَقِيْلَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهَارُوْنَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ فَقِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوْسَى فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيْمَ وَإِذَا هُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُوْدُوْنَ إِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَهَا تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَصِفَهَا مِنْ حُسْنِهَا قَالَ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى وَفَرَضَ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسِيْنَ صَلَاةً فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوْسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قَالَ قُلْتُ خَمْسِيْنَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيْفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذَلِكَ وَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ أَيْ رَبِّ خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِي فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوْسَى فَقَالَ مَا فَعَلْتَ؟ قُلْتُ حَطَّ عَنِّي خَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيْفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي وَبَيْنَ مُوْسَى وَيَحُطُّ عَنِّي خَمْسًا خَمْسًا حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ هِيَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ فَتِلْكَ خَمْسُوْنَ صَلَاةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوْسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيْفَ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذَاكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى لَقَدِ اسْتَحْيَيْتُ.

(১০৪) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমার কাছে একটি বুরাক আনা হলো। এটি হচ্ছে সাদা রঙের একটি জন্তু, যা আকৃতিতে গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চেয়ে

www.waytojannah.com

ছোট; দৃষ্টির শেষ প্রান্তে এর কদম পড়ে (এত দ্রুতগতিসম্পন্ন)। আমি তাতে সওয়ার হলাম। সে আমাকে নিয়ে রাত্রিতে চলতে থাকলো এবং শেষ পর্যন্ত বাইতুল মাকদিসে নিয়ে পৌঁছালো। আমি জন্তুটিকে সেই খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলাম, যে খুটিতে অন্যান্য নবীগণ (আ) বাহন বেঁধে রাখতেন। এরপর আমি সেই মমজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষে বের হলাম। এই সময় জিব্রীল (আ) আমার কাছে একটি মদের পাত্র ও আরেকটি দুধের পাত্র এগিয়ে দিলেন। আমি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলাম। জিব্রীল (আ) বললেন, আপনি সঠিক (বাছাই) করেছেন এবং ফিতরতকে (আল-ইসলাম) গ্রহণ করেছেন। অতঃপর তিনি আমাদের নিয়ে দুনিয়ার আকাশের পানে উঠে গেলেন। জিব্রীল (আ) আকাশের ফটক খুলতে বললেন। তখন বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জিব্রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মদ। বলা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ ডেকে পাঠানো হয়েছে। তখন দরজা খুলে দিলেন। (সেখানে প্রবেশ করার পর) দেখলাম আমার দুই ভাই ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ)। তাঁরা আমাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন এবং আমার কল্যাণ কামনা করলেন। অতঃপর আমাদের নিয়ে তৃতীয় আকাশে আরোহণ করলেন। জিব্রীল (আ) দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জিব্রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মদ। বলা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ তাকে ডাকা হয়েছে। এবার দরজা আমাদের জন্য" উন্মুক্ত করে দিলেন্ সেখানে দেখা হলো ইউসুফ (আ) এর সাথে। সমস্ত সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করা হয়েছে তাঁকে। তিনি অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন এবং দোয়া করলেন। অতঃপর আমাদের নিয়ে উঠে গেলেন চতুর্থ আকাশে। জিব্রীল (আ) দরজা খুলে দিতে বললেন। বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জিব্রীল। বলা হলো আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মদ। বলা হলো তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, ডেকে পাঠানো হয়েছে। এবার দরজা খুলে দিলেন। সেখানে দেখতে পেলাম ইদ্রীসকে (আ)। তিনি আমাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন এবং আমার জন্য কল্যাণের দোয়া করলেন। এরপর মহামহিম আল্লাহ্ বলেন, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا এবং আমি তাঁকে সুউচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করলাম। এরপর আমাদেরকে পঞ্চম আকাশে উত্থিত করা হলো। জিব্রীল (আ) ফটক খুলে দেওয়ার কথা বললো। বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জিব্রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মদ। বলা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, ডেকে পাঠানো হয়েছে। তখন তিনি (রক্ষী) ফটক খুলে দিলেন। সেখানে পেলাম হারূনকে (আ)-কে, তিনি অভিনন্দন জানালেন এবং আমার মঙ্গল কামনা করলেন। এরপর আমরা উপনীত হলাম ষষ্ঠ আকাশে। জিব্রীল (আ) ফটক খুলতে বললেন, তখন বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জিব্রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন মুহাম্মদ। বলা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ ডেকে পাঠানো হয়েছে। তখন আমাদের জন্য ফটক খুলে দিলেন। সেখানে পেলাম মূসাকে (আ)। তিনি অভিনন্দন জানালেন এবং আমার কল্যাণ কামনা করে দোয়া করলেন। এরপর আমরা উপনীত হলাম সপ্তম আকাশে। জিব্রীল (আ) দরজা খুলতে বললেন। তখন বলা হলো, আপনি কে? বললেন, মুহাম্মদ। বলা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, বলে পাঠানো হয়েছে। অতঃপর ফটক খুললেন। এখানে পেলাম ইব্রাহীমকে (আ)। তিনি বাইতুল মা'মূরে ঠেস দিয়ে বসে ছিলেন। প্রতিদিন সেখানে সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করেন, তাঁরা সেখানে আর ফিরে আসেন না। রাসূল (সা) বলেন, এরপর আমাকে নিয়ে গেলেন সিদরাতুল মুনতাহায়। এর পত্রসমূহ হাতির কানের মত বড়। আর এর ফলগুলো হাজার (ইয়ামানের একটি অঞ্চল)-এর মটকার মত। এরপর আমার রব্বের নির্দেশে বৃক্ষটিকে যা আচ্ছন্ন করবার তা আচ্ছন্ন

www.waytojannah.com

Contents

করল। ফলে তাতে এমন পরিবর্তন ঘটল যে, আল্লাহ্‌র কোন সৃষ্টির পক্ষে তার সৌন্দর্য বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, অতঃপর মহামহিম আল্লাহ্ আমার প্রতি ওহী নাযিল করলেন যা তিনি চেয়েছেন; এবং আমার উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। এরপর আমি সেখান থেকে অবতরণ করে মূসার (আ) নিকট পৌঁছালাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার রব আপনার উম্মতের উপর কী ফরয করলেন? আমি বললাম, দিবা-রাত্রি পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত। তিনি বললেন, আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আরো হালকা দায়িত্বের প্রার্থনা করেন। কারণ, আপনার উম্মত তা পালনে সক্ষম হবে না এবং আমি ইতিপূর্বে বনী ইসলাঈলকে পরীক্ষা করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। সুতরাং আমি আমার মহামহিম রবের কাছে ফিরে গিয়ে আরজ করলাম, ইয়া রব, আমার উম্মতের জন্য হালকা করে দেন। তিনি সেমতে পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। মূসার কাছে আমি ফিরে আসার পর তিনি জানতে চাইলেন, কি করলেন? আমি বললাম, পাঁচ ওয়াক্ত কমানো হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত তা পালনেও সক্ষম হবে না, আপনি আপনার রবের কাছে গিয়ে আপনার উম্মতের জন্য আরো হালকা দায়িত্বের আর্জি পেশ করুন। রাসূল (সা) বলেন, এইভাবে আমি একবার আমার রবের দরবারে আরেকবার মূসার (আ) কাছে যাতায়াত করতে থাকলাম। পাঁচ ওয়াক্ত পাঁচ ওয়াক্ত করে প্রতিবার আল্লাহ্ তা'আলা কমাতে থাকলেন। পরিশেষে রব বললেন, হে মুহাম্মদ, এই হল দিবা-রাত্রি মিলিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত। প্রতিটি সালাতের বিনিময়ে রয়েছে দশ দশটি সালাত; এইভাবে পূর্ণ করা হলো সেই পঞ্চাশ ওয়াক্ত। আর যে ব্যক্তি একটি নেক কাজের নিয়্যত বা পরিকল্পনা করলো অথচ তা করলো না (বা করতে পারলো না), তার বিনিময়ে একটি নেকী লেখা হবে। আর যদি সেই নেক কাজটি কার্যকর করে, তবে তার বিনিময়ে দশটি নেকী লেখা হবে। আর যদি কেউ খারাপ (নিষিদ্ধ) কাজের নিয়ত বা পরিকল্পনা করে, কিন্তু তা কার্যকর না করে, তবে তার বিপরীতে কিছুই লেখা হবে না। কিন্তু যদি তা কার্যে বাস্তবায়ন করে, তবে এর বিপরীতে একটিমাত্র গোনাহ লেখা হবে। এরপর আমি সেখান থেকে অবতরণ করে আবার মূসার (আ) কাছে গিয়ে তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি এইবারও আমাকে বললেন, আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরো সহজতর দায়িত্ব প্রার্থনা করুন। কেননা, আপনার উম্মত ০ তা প ালনে সক্ষম হবে না। (কিন্তু) রাসূলুল্লাহ্ (সা) (এবার) বললেন, আমি আমার রবের কাছে বার বার ফিরে গেছি, এখন লজ্জাবোধ করছি। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

باب إنكار حذيفة بن اليمان صلاة النبى صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس ليلة الاسراء.

পরিচ্ছেদ : ইস্‌রার রজনীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক বাইতুল মাকদিসে সালাত আদায়কে হুযাইফা ইব্‌নুল ইয়ামান কর্তৃক অস্বীকার

(١٠٥) عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ أَتَيْتُ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِىَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ فَانْطَلَقْتُ أَوْ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَلَمْ يَدْخُلَاهُ قَالَ قُلْتُ بَلْ دَخَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَتَئِذٍ وَصَلَّى فِيهِ قَالَ مَا اسْمُكَ يَا أَصْلَعُ؟ فَإِنِّي أَعْرِفُ وَجْهَكَ وَلَا أَدْرِى مَا اسْمُكَ قَالَ قُلْتُ أَنَا زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ قَالَ فَمَا عِلْمُكَ بِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ لَيْلَتَئِذٍ؟ قَالَ قُلْتُ الْقُرْآنُ يُخْبِرُنِي بِذَلِكَ قَالَ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ فَلَجَ اقْرَأْ قَالَ فَقَرَأْتُ (سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) قَالَ فَلَمْ أَجِدْهُ صَلَّى فِيهِ قَالَ يَا أَصْلَعُ هَلْ تَجِدُ صَلَّى فِيهِ؟ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ وَاللهِ مَا صَلَّى

www.waytojannah.com

فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَتَئِذٍ لَوْ صَلَّى فِيْهِ لَكُتِبَ عَلَيْكُمْ صَلاَةٌ فِيْهِ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمْ صَلاَةٌ فِي الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ وَاللهِ مَا زَايَلاَ الْبُرَاقَ حَتَّى فُتِحَتْ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَرَأَيَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَوَعْدَ الْاٰخِرَةِ أَجْمَعَ ثُمَّ عَادَا عَوْدَهُمَا عَلَى بَدْئِهِمَا قَالَ ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ قَالَ وَيُحَدِّثُونَ أَنَّهُ رَبَطَهُ أَلِيَفِرَّ مِنْهُ؟ وَإِنَّمَا سَخَّرَهُ لَهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ قَالَ قُلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ أَيُّ دَابَّةٍ الْبُرَاقُ؟ قَالَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيْلٌ هَكَذَا خَطْوُهُ مَدُّ الْبَصَرِ.

(১০৫) যিরর ইব্ন হুবাইশ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুযাইফা ইব্নল ইয়ামান (রা)-এর কাছে গেলাম। ঐ সময় তিনি রাসূলের (সা) ইস্‌রা রজনী (মি'রাজ) সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। তাঁর ভাষায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলছেন, অতঃপর আমি অথবা আমরা এগিয়ে চললাম (বা অগ্রসর হতে থাকলাম) এবং পরিশেষে বাইতুল মাকদিসে এসে পৌঁছালাম। রাবী (হুযাইফা) বলেন, কিন্তু তাঁরা সেখানে প্রবেশ করেননি। আমি (যিরর) বললাম, না, রাসূল (সা) সেই রাত্রে সেখানে প্রবেশ করেছেন এবং সালাত আদায় করেছেন। তিনি বললেন, হে বৎস (আস্‌লা') তোমার নাম কী? তোমার চেহারা আমার পরিচিত, কিন্তু নামটা কি জানি না। আমি বললাম, আমি যিরর ইব্ন হুবাইশ। তিনি বললেন, তোমাকে কে শেখালো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ রাত্রে সেখানে সালাত আদায় করেছেন? আমি বললাম পবিত্র কুরআন এ বিষয়ে আমাকে সংবাদ জানিয়েছে। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কুরআনের ভিত্তিতে কথা বলে, সে তার প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেয়। আচ্ছা পড়ে শোনাও দেখি! সুতরাং আমি পবিত্র কুরআনের سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ আয়াত পাঠ করে শোনালাম। তিনি বললেন, রাসূল (সা) সেখানে সালাত আদায় করেছেন– এর উল্লেখ আমি এখানে পেলাম না। তিনি বললেন, হে টেকো! তুমি কি পেয়েছ তিনি সালাত আদায় করেছেন? আমি বললাম, জ্বি না। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ সেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে সালাত আদায় করেননি। তিনি যদি সেখানে সালাত আদায় করতেন, তাহলে সেখানে সালাত করা তোমাদের উপরও ফরয হয়ে যেত। যেমনটি হয়েছে বাইতুল্লাহ শরীফে তোমাদের উপর সালাত আদায় করা। আল্লাহ্‌র শপথ, বুরাক তাঁদেরকে নিয়ে (উপরের দিকে) আরোহণ করতে থাকে এবং তাঁদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তাঁরা জান্নাত, জাহান্নাম ও আখিরাতের যাবতীয় ওয়াদাসমূহ পরিদর্শন করেন। এরপর তাঁরা উভয়ই যাত্রা শুরুর স্থানে ফিরে আসেন। রাবী বলেন, (এসব বলার পর) তিনি হেসে ফেললেন এবং আমি তাঁর সম্মুখের দন্তগুলোও দেখতে পেলাম। তিনি আরও বলেন, লোকেরা বলে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বুরাককে বেঁধে রেখেছিলেন যেন তা ছুটে পালিয়ে না যায়; অথচ বুরাককে আল্লাহ্ 'আলিমুল গায়ব ওয়াশ্ শাহাদাহ তাঁর জন্য একান্ত অনুগত করে পাঠিয়েছিলেন!

রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আবূ আবদুল্লাহ্, বুরাক কী ধরনের জন্তু? তিনি বলেন, এই রকম দীর্ঘ ও সাদা একটি প্রাণী, দৃষ্টির শেষ সীমানায় যে এক একটি কদম রাখে।

عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُتِيْتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيْلٌ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ فَلَمْ نُزَايِلْ ظَهْرَهُ أَنَا وَجِبْرِيْلُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَفُتِحَتْ لَنَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَرَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَلَمْ يُصَلِّ فِي

www.waytojannah.com

بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ قَالَ زِرٌّ فَقُلْتُ لَهُ بَلَى قَدْ صَلَّى قَالَ حُذَيْفَةُ مَا اسْمُكَ يَا أَصْلَعُ؟ فَإِنِّي أَعْرِفُ وَجْهَكَ وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُكَ؟ فَقُلْتُ أَنَا زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى؟ قَالَ فَقُلْتُ يَقُولُ اللهُ (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُهُ صَلَّى؟ لَوْ صَلَّى لَصَلَّيْتُمْ فِيهِ كَمَا تُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ زِرٌّ وَرَبَطَ الدَّابَّةَ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَوَكَانَ يَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ مِنْهُ وَقَدْ اٰتَاهُ اللهُ بِهَا؟.

হুযাইফা ইব্নল ইয়ামান থেকেই দ্বিতীয় একটি সময়ে (আসেম ইব্ন বাহদালাহর মাধ্যমে) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, বুরাক হচ্ছে একটি সাদা ও দীর্ঘকায় জন্তু, দৃষ্টির শেষ প্রান্তে যার একেকটি কদম পড়ে। এমনি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বুরাক আমার কাছে নীত হলো। আমি আর জিব্রীল বুরাকের পিঠে সওয়ার হয়ে বাইতুল মাকদিসে উপনীত হলাম। অতঃপর আকাশের দরজাসমূহ আমাদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখলাম। হুযাইফা ইব্নল ইয়ামান বলেন, তিনি বাইতুল মাকদিসে সালাত আদায় করেননি। যির্‌রা বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ তিনি সালাত আদায় করেছেন। হুযাইফা বললেন, তোমার নাম কি হে? আমি তোমার চেহারা চিনি, কিন্তু তেমার নাম জানি না। আমি বললাম, আমি যিররা ইনু হুবাইশ। তিনি বললেন, তোমাকে কে বললো যে, তিনি সেখানে সালাত আদায় করেছেন? আল্লাহ্ জাল্লা শানুহূ বলেছেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তার বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম হতে মসজিদুল আকসায়, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (নবী ইসরাঈল ঃ ১)।

তিনি বললেন, এখানে তিনি সালাত আদায় করেছেন, এ কথা কি পেয়েছ? যদি তিনি সালাত আদায় করতেন, তাহলে তোমরাও সেখানে সালাত আদায় করতে, যেমনটি তোমরা মসজিদুল হারামে আদায় করে থাক। যির্‌রা বলেন, (তবে) তিনি জন্তুটিকে সেই খুঁটির সাথে বেঁধেছিলেন, যে খুঁটির সাথে অন্যান্য নবীগণ (আ) বাঁধতেন। প্রতি উত্তরে হুযাইফা বললেন, তবে কি তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, জন্তুটি সেখান থেকে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ্ তা'আলাই সেটি তাঁকে দিয়েছিলেন। [ইব্ন কাছীর, আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ।]

باب من روى انه صلى الله عليه وسلم صلى فى بيت المقدس ليلة الأسراء والمعراج بالنبيين أجمعين عليهم الصلاة واتم التسليم.

পরিচ্ছেদ : যারা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইস্‌রা ও মি'রাজ রজনীতে বাইতুল মাক্‌দিসে সমস্ত নবীগণ সমেত (আ) সালাত আদায় করেছেন

(١٠٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِنَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَسَمِعَ مِنْ جَانِبِهَا وَجْسًا قَالَ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا؟ قَالَ هَذَا بِلَالٌ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءَ إِلَى النَّاسِ

www.waytojannah.com

قَدْ أَفْلَحَ بِلَالٌ رَأَيْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَلَقِيَهُ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ بِهِ وَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ فَقَالَ وَهُوَ رَجُلٌ اٰدَمُ طِوِيلٌ سَبْطٌ شَعَرُهُ مَعَ أُذُنَيْهِ أَوْ فَوْقَهُمَا فَقَالَ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ هَذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَمَضَى فَلَقِيَهُ عِيسَى فَرَحَّبَ بِهِ وَقَالَ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ هَذَا عِيسَى قَالَ فَمَضَى فَلَقِيَهُ شَيْخٌ جَلِيلٌ مَهِيبٌ فَرَحَّبَ بِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَكُلُّهُمْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ قَالَ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ هَذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ فَنَظَرَ فِي النَّارِ فَإِذَا قَوْمٌ يَأْكُلُونَ الْجِيَفَ قَالَ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَرَأَى رَجُلًا أَحْمَرَ أَزْرَقَ جَعْدًا شَعِثًا إِذَا رَأَيْتَهُ قَالَ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ هَذَا عَاقِرُ النَّاقَةِ قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى قَامَ يُصَلِّي ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا النَّبِيُّونَ أَجْمَعُونَ يُصَلُّونَ مَعَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ جِيءَ بِقَدَحَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ الْيَمِينِ وَالْآخَرُ عَنِ الشِّمَالِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الْآخَرِ عَسَلٌ فَأَخَذَ اللَّبَنَ فَشَرِبَ مِنْهُ فَقَالَ الَّذِي كَانَ مَعَهُ الْقَدَحُ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ.

(১০৬) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রজনীতে আল্লাহ্‌র নবীকে (সা) ভ্রমণ করানো হয় এবং তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেন, সেখানে জান্নাতের পাশে তিনি মৃদু শব্দ শুনতে পান। জিব্রীলকে (আ) জিজ্ঞেস করেন, এটি কী? তিনি বললেন, ইনি হচ্ছেন মুয়ায্‌যিন বিলাল। অতঃপর রাসূল (সা) যখন মানুষের কাছে ফিরে আসেন, তখন বলেন, নিশ্চয় বিলাল নাজাত পেয়ে গেছে, আমি তাঁর সম্পর্কে এই এই দেখেছি। রাবী বলেন, এরপর রাসূল (সা) মূসার (আ) সাক্ষাত লাভ করেন, তিনি তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন, উম্মী নবীকে স্বাগতম। তিনি (মূসা আ.) হচ্ছেন তামাটে রংবিশিষ্ট দীর্ঘদেহী আকর্ণলম্বিত কেশবিশিষ্ট একজন সুপুরুষ। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? বললেন, মূসা (আ)। রাসূল (সা) আরও এগিয়ে গেলেন। এবার ঈসার (আ) সাথে সাক্ষাত হলো। তিনি তাঁকে স্বাগত জানালেন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? জিব্রীল (আ) বললেন, ইনি হচ্ছেন ঈসা (আ)। এরপর তিনি আরও এগিয়ে গেলেন এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুদর্শন বৃদ্ধের সাথে দেখা হলো। তিনি তাঁকে অভিনন্দন ও সালাম প্রদান করলেন; তাছাড়া সবাই তাঁকে সালাম জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? জিব্রীল (আ) বললেন, আপনার পিতা ইব্রাহীম (আ)। এরপর রাসূল (সা) জাহান্নামের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং দেখতে পেলেন সেখানে একদল লোক মরা খাচ্ছে। রাসূল (সা) বললেন, এরা কারা হে জিব্রীল? এরা হচ্ছে সেই সব লোক যারা মানুষের মাংস ভক্ষণ করে (গীবত করে)। (এছাড়া) তিনি একজন লাল-বাদামী রংবিশিষ্ট এবং নীল চক্ষুবিশিষ্ট সুস্বাস্থ্যের অধিকারী একজন সুপুরুষকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন হে জিব্রীল, ইনি কে? বললেন, ইনি হচ্ছেন সেই উটনীর মালিক সালিহ (আ)। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মসজিদুল আক্‌সায় প্রবেশ করেন, তখন সালাত আদায়ে দাঁড়ান এবং এপাশ ওপাশ তাকিয়ে দেখতে পান যে, সমস্ত নবীগণ (আ) তাঁর সাথে সালাত আদায় করছেন। যখন তিনি (রাসূল সা) ফিরে আসেন, তখন তাঁর সম্মুখে ডানে ও বামে দু'টি পেয়ালা আনা হলো। একটিতে দুধ, অপরটিতে মধু। রাসূল (সা) দুধের পেয়ালা নিয়ে কিছুটা পান করলেন। যাঁর কাছে পেয়ালা ছিল, তিনি রাসূলকে (সা) উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনি সঠিক ফিতরত (স্বভাব ধর্ম) বেছে নিয়েছেন। [ইব্ন কাছীর ও আহমদ]

www.waytojannah.com

باب فى ذكر من راهم النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء والمعراج من الملائكة والنبيين واخرين من الكفار والمذنبين وصفة بعضهم.

পরিচ্ছেদ : ইস্‌রা ও মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফেরেশতা, নবীকুল (আ) ও অন্যান্য কাফির-পাপিষ্ঠদের পরিদর্শন এবং তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য

(١٠٧) عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ قَالَ وَذَكَرَ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ وَأَنَّهُ رَأَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اٰدَمَ طُوَالًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى عِيسَى مَرْبُوعًا إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ جَعْدًا وَذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى الدَّجَّالَ وَمَالِكًا خَازِنَ النَّارِ.

(১০৭) আবূল 'আলিয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে তোমাদের নবীর (সা) চাচার পুত্র (আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রা.) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, কোন বান্দার এইরূপ বলা সঙ্গত নয় যে, আমি ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা থেকে উত্তম, তার বংশ লতিকা তার পিতার সাথেই সম্পৃক্ত (অর্থাৎ মাত্তা তার পিতার নাম) রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও উল্লেখ করেছেন যে, তাঁকে রাত্রিকালীন ভ্রমণ (ইসরা ও মি'রাজ) করানো হয়েছে। তিনি সেখানে মূসাকেও (আ) দেখেছেন; বাদামী রংয়ের দীর্ঘকায় যেন শানুয়া গোত্রের কোন লোক। তিনি ঈসাকে (আ) দেখেছেন। ঈসা (আ) মাঝারী গড়তে, লাল-সাদা মিশ্রিত বর্ণের সুগঠিত দেহের পুরুষ। এছাড়া রাসূল (সা) দাজ্জালকে দেখেছেন এবং জাহান্নামের প্রধান রক্ষীকেও দেখেছেন। [এই হাদীসের ওয়াজ 'বিশ্বসৃষ্টি অধ্যায়ে' ৫৯ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। দ্র.।]

(١٠٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ رَجُلًا اٰدَمَ طُوَالًا جَعْدًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبْطَ الرَّأْسِ.

(১০৮) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, ইস্‌রার রজনীতে আমি মূসা ইব্‌ন 'ইমরানকে (আ) দেখেছি–বাদামী রংয়ের দীর্ঘকায়, সুগঠিত দেহবিশিষ্ট। মনে হয় যেন তিনি শানুয়া গোত্রের কোন লোক। আর 'ঈসা ইব্‌ন মারইয়মকে (আ) দেখেছি–মাঝারী গড়নের লাল-সাদা মিশ্রিত বর্ণের সোজা ও নরম কেশধারী পুরুষ। [এই হাদীসের সনদ, ব্যাখ্যা ও বরাত "আহাদীসুল আম্বিয়া" অধ্যায়ে ৫১ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, দ্র.।]

(١٠٩) وعنه ايضا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ فَأَمَّا عِيسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ وَأَمَّا مُوسَى فَاٰدَمُ جَسِيمٌ قَالُوا لَهُ فَإِبْرَاهِيمُ؟ قَالَ انْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ.

(১০৯) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমি ঈসা ইব্‌ন মারইয়ম, মূসা ও ইব্রাহীমকে (আ) দেখেছি। ঈসা (আ) হচ্ছেন সুগঠিত দেহী বাদামী রঙের। মূসা

www.waytojannah.com

Contents

(আ) বিশালদেহী। তাঁরা (সাহাবীগণ) জিজ্ঞেস করলেন, ইব্রাহীম (আ) কেমন? রাসূল (সা) বললেন, তোমাদের সঙ্গীর দিকে চেয়ে দেখ, অর্থাৎ স্বয়ং তাঁর মত দেখতে। [এই হাদীসের বরাত "কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া" অধ্যায়ে ৩২ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, দ্র.।]

(١١٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي وَضَعْتُ قَدَمَيَّ حَيْثُ تُوضَعُ أَقْدَامُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَعُرِضَ عَلَيَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُرِضَ عَلَيَّ مُوسَى فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَعُرِضَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمُ قَالَ فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ شَبَهًا بِصَاحِبِكُمْ.

(১১০) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে রজনীতে আমাকে ভ্রমণ করানো হলো, আমাকে উপরের দিকে উঠানো হলো (কোন কোন কপিতে) অন্যান্য নবীগণ বাইতুল মাকদিসে তাঁদের কদম (পা) যেখানে রেখেছিলেন আমি সেই স্থানে (তাঁদের পদাঙ্কে) আমার পা রেখেছে। আমার সম্মুখে হাজির করা হয় ঈসা ইব্ন মারইয়মকে–তিনি হচ্ছেন সাদৃশ্যের দিক থেকে 'উরওয়াহ ইব্ন মাস'উদের কাছাকাছি। আমার সম্মুখে মূসাকে (আ) হাজির করা হয়। তিনি একজন মধ্যম গড়নের পুরুষ, যেন শানুয়া গোত্রের লোক। ইব্রাহীমকেও (আ) আমার সম্মুখে হাজির করা হয়। তিনি সাদৃশ্যের বিচারে তোমাদের এই সঙ্গীর সাথে তুল্য। [মুসলিম থেকে অনুরূপ একটি হাদীস এই পরিচ্ছেদেই আসছে। এছাড়া অন্য কেউ এটি উদ্ধৃত করেছেন বলে জানা যায়নি।]

(١١١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا أُسْرِيَ بِي مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ.

(১১১) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যখন মি'রাজ রজনীতে ঊর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন আমি মূসার (আ) পাশ দিয়ে গিয়েছি, তখন তিনি তাঁর কবরের পাশে সালাতে রত ছিলেন লাল রঙের টিলার কাছে। [এই হাদীসের ব্যাখ্যা ও বরাত কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া" ৯৫ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্র.।]

(١١٢) عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ فَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ.

(১১২) জাবর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন (ইসরার রজনীতে) আমার সম্মুখে মূসা (আ) কে হাজির করা হয়। তিনি মধ্যম গড়নের পুরুষ। তাঁকে শানুয়া গোত্রের একজন বলে মনে হয়। অতঃপর আমি ঈসাকে (আ) দেখলাম। তাঁকে সাদৃশ্যের দিক দিয়ে উরওয়া ইব্ন মাসউদের ন্যায় মনে হলো। ইব্রাহীম (আ)-কে দেখলাম সাদৃশ্যের বিচারে তোমাদের সঙ্গীর স্বয়ং রাসূলের (সা) ন্যায়। জিব্রীল (আ)-কে দেখলাম তিনি সাদৃশ্যের দিক থেকে দিহ্য়া আল-কালবীর ন্যায়। [মুসলিম]

(١١٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَنَظَرْتُ فَوْقَ فَوْقِ قَالَ عَفَّانُ فَوْقِي فَإِذَا أَنَا بِرَعْدٍ وَبَرْقٍ وَصَوَاعِقَ قَالَ فَأَتَيْتُ عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ

www.waytojannah.com

كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا فَلَمَّا نَزَلْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا نَظَرْتُ أَسْفَلَ مِنِّي فَإِذَا أَنَا بِرَهَجٍ وَدُخَانٍ وَأَصْوَاتٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ هَذِهِ الشَّيَاطِينُ يُحَرِّفُونَ عَلَى أَعْيُنِ بَنِي اٰدَمَ أَنْ لَا يَتَفَكَّرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَوْا الْعَجَائِبَ.

(১১৩) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, যে রজনীতে আমাকে উর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, সে রজনীতে আমরা সপ্তম আকাশে পৌঁছালাম; আমি উপর দিকে দৃষ্টিপাত করলাম (জনৈক রাবী আফ্‌ফান বলেন– "আমার উপরে তাকালাম।")। মেঘমালা, বিদ্যুতের চমক ও বজ্রের আওয়াজ সেখানে দেখতে ও শুনতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এরপর আমি আসলাম এমন কিছু লোকের কাছে যাদের পাকস্থলী গৃহের ন্যায়, সেখানে অনেক সাপ যা পেটের বাহির থেকে দেখা যাচ্ছে। আমি জিব্রীলকে (আ) জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সুদখোর। যখন আমি দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করলাম, তখন আমার নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। দেখতে পেলাম, ধূলিকণা, ধোঁয়া ও বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ। আমি জিব্রীলকে (আ) জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তিনি বললেন, এরা হচ্ছে সেই সব শয়তান যারা বনী আদমের দৃষ্টিতে অন্তরায় সৃষ্টি করে, যাতে তারা ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলসমূহের সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করতে না পারে। বা যদি এইরূপ করা না হতো, তাহলে আদমসন্তানরা অবশ্যই বিস্ময়কর বিষয়াদি অবলোকন করতে পারতো। [ইব্‌ন কাছীর, আহমদ ও ইব্‌ন মাজাহ]

(١١٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ؟.

(১১৪) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে রজনীতে আমাকে উর্ধ্বলোকে ভ্রমণ করানো হলো, সেই রজনীতে আমি এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম যাদের মুখ আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তাঁরা (ফেরেশতারা) বললেন, এরা দুনিয়াবাসীদের মধ্য থেকে সেইসব বক্তা (ওয়ায়েয) যারা মানুষকে সৎকাজের উপদেশ দান করতো কিন্তু নিজেদেরকে ভুলে যেত (অর্থাৎ) উপদেশ অনুসারে আমল করতো না।)। তারা কিতাব পাঠ করতো তবু তারা কি অনুধাবন করবে না? [ইব্‌ন কাছীর, ইব্‌ন মারদুইয়্যা, ইব্‌ন হাব্বান, ইব্‌ন আবী হাতিম।]

(١١٥) وعنه ايضا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَرَجَ بِي رَبِّي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ.

(১১৫) আনাস ইব্‌ন মালিক থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যখন আমার রব আমাকে উর্ধ্বাকাশে নিয়ে যান, তখন (এক পর্যায়ে) আমি এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখ (শক্ত) তামার তৈরী। তারা তাদের চেহারা ও বক্ষ নিজেরাই খামচিয়ে

www.waytojannah.com

আহত করছে। আমি জিব্রীল (আ) কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা হচ্ছে সেই সব পাপিষ্ঠ যারা মানুষের মাংস ভক্ষণ করে এবং তাদের সম্মানহানি করে থাকে। [ইব্ন কাছীর, আহমদ, আবূ দাউদ]

باب ما ورد فى أمور متفرقه تتلق بالاسراء والمعراج.

পরিচ্ছেদ ঃ ইসরা ও মি'রাজ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি

(١١٦) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مُسَرَّجًا مُلَجَّمًا لِيَرْكَبَهُ فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟ فَوَاللهِ مَا رَكِبَكَ أَحَدٌ قَطُّ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْهُ فَارْفَضَّ عَرَقًا.

(১১৬) আনাস ইব্ন মালিক থেকে বর্ণিত, ঊর্ধ্বলোকে ভ্রমণের রজনীতে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) কাছে জিন ও রাগামসহ বুরাক হাজির করা হয়, যেন তিনি তাতে সওয়ার হতে পারেন। কিন্তু তাতে চড়া তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তখন জিব্রীল (আ) বোরাককে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি এরূপ ছটফট করছ কেন? আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ্‌র কাছে এই আরোহণকারীর চেয়ে বেশী সম্মানিত কেউ কখনই তোমার উপর আরোহন করেননি। তখন বোরাকের (লজ্জায়) ঘাম ছোটে (এবং শান্ত হয়ে যায়)। [তিরমিযী]

(١١٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي أُتِيتُ بِقَدَحَيْنِ قَدَحِ لَبَنٍ وَقَدَحِ خَمْرٍ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِمَا فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ.

(১১৭) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে রজনীতে আমাকে ঊর্ধ্বলোকে ভ্রমণ করানো হয় সেই রজনীতে আমার সম্মুখে দু'টি পাত্র পেশ করা হয়; একটি দুধের এবং অপরটি শরাবের। আমি দু'টো পাত্রই অবলোকন করলাম এবং দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলাম। তখন জিব্রীল (আ) বললেন, "সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র যিনি আপনাকে ফিতরত (আর-ইসলাম)-এর প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেছেন। (কারণ) যদি আপনি শরাব-পাত্র গ্রহণ করতেন, তাহলে আপনার উম্মত নিশ্চিত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত। [বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী]

(١١٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ (إِذْ يَغْشَى) السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى قَالَ فِرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ.

(১১৮) আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে রজনী ভ্রমণের সময়ে সিদ্‌রাতুল মুনতাহায় পৌঁছানো হয়। সিদরাতুল মুনতাহার অবস্থান ষষ্ঠ আকাশে। দুনিয়া থেকে যা কিছু ঊর্ধ্বলোকে পৌঁছায়, তা এখানে এসেই ক্ষান্ত হয় এবং এখান থেকেই তা তুলে নেওয়া হয়। (অপরদিকে) তার উপর থেকে যা কিছু নীচের দিকে ধাবিত হয় (বা প্রেরণ করা হয়) তাও এখানে

www.waytojannah.com

Contents

(সিদরাতুল মুনতাহায়) এসে থেকে যায়, এবং সেখান থেকে তা গৃহীত হয়। আল্লাহ্‌র বাণী– إِذْ يَغْشَى (السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى এর অর্থ হচ্ছে স্বর্ণনির্মিত প্রজাপতি সিদরাতুল মুনতাহাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। মি'রাজের এই ভ্রমণে রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা) তিনটি বস্তু প্রদান করা হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, সূরা আল-বাক্বারার শেষাংশ এবং তাঁর উম্মতের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র একত্বে কোন কিছু শরীক সাব্যস্ত না করবে, তাদের গোনাহসমুহ ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি। [ইব্‌ন কাছীর, মুসলিম ও বায়হাকী]

(١١٩) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ وَوَرَقُهَا مِثْلُ اٰذَانِ الْفِيَلَةِ يَخْرُجُ مِنْ سَاقِهَا نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا هٰذَانِ؟ قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيْلُ وَالْفُرَاتُ.

(১১৯) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন, (মি'রাজ রজনীতে) আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় উত্তোলন করা হয়। সেটির অবস্থান সপ্তম আকাশে। এর ফল হাজার (ইয়ামানের একটি এলাকা)-এর মটকার মত এবং পাতা হাতির কানের মত। এর পার্শ্ব থেকে দু'টি প্রকাশ্য নহর (নদী) আর দু'টি গুপ্ত নহর প্রবাহিত হয়। আমি জিব্রীল (আ) কে জিজ্ঞেস করলাম, এ দু'টি কী? তিনি বললেন, গুপ্ত দু'টি জান্নাতে, আর প্রকাশমান দু'টি হচ্ছে নীল ও ফুরাত। [হাদীসটি সহীহ ও বুখারী কর্তৃক উদ্ধৃত।]

(١٢٠) وعنه ايضا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَيْتُ إِلَى السِّدْرَةِ فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ الْجِرَارِ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ اٰذَانِ الْفِيَلَةِ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَهَا تَحَوَّلَتْ يَاقُوتًا أَوْ زُمُرُّدًا أَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ.

(১২০) আনাস (রা) থেকে আরও বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন, মি'রাজ রজনীতে আমি সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছে দেখতে পাই যে, এই বৃক্ষের ফলসমূহ মটকার ন্যায়, আর এর পাতা হাতির কানের মত। এরপর আল্লাহ্‌র নির্দেশে যখন তা আচ্ছাদিত হয়ে যায়, তখন তা মনি-মুক্তা বা ইয়াকুত অথবা যামরাদ কিংবা এ ধরনের অন্যকিছুর রূপ পরিগ্রহ করে। [শেষাংশ ব্যতীত বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক উদ্ধৃত। এটি আহমদের ছুলাছিয়াতের অন্যতম একটি হাদীস।]

باب رؤية النبى صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فى صورته التى خلق عليها وهل راى ربه عز وجل ليلة المعراج ام لا

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক জিব্রীলকে (আ) তাঁর প্রকৃত সৃষ্টিগত আকৃতিতে দর্শন এবং রাসূল (সা) কি মি'রাজ রজনীতে তাঁর রবের দর্শন লাভ করেছিলেন?

(١٢١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ) وَقَدْ سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ أَبِي أَمْلَى عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ اٰخَرَ.

(১২১) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, আমি আমার রব্ব তাবারাকা ওয়া তা'আলাকে দেখেছি। (আবদুল্লাহ ইব্‌নল ইমাম আহমদ) বলেন, আমি এই হাদীসটি আমার পিতার কাছ থেকে অন্যত্র শ্রবণ করেছি (কিন্তু) তা অস্পষ্ট (তালগোল পাঁকানো) হয়ে গিয়েছে। [হাদীসটি গরীব]

www.waytojannah.com

(١٢٢) حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهُ قَالَ وَمَا كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ كُنْتُ أَسْأَلُهُ هَلْ رَأَى رَبَّهُ؟ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّي قَدْ سَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُهُ نُورًا أَنَّى أَرَاهُ؟.

(১২২) আবদুল্লাহ ইব্ন শাক্বীক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ যর (রা)-কে বলেছিলাম, যদি আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে (সা) দেখতে পেতাম তাহলে তাঁকে একটি প্রশ্ন করতাম। তিনি বললেন, কী প্রশ্ন করতে? বললাম, তাঁকে প্রশ্ন করতাম যে, তিনি তাঁর মহামহিম রবকে দর্শন করেছেন কি? আবূ যর (রা) বললেন, আমি তাঁকে এই প্রশ্নটি করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, তিনি এক নূর (জ্যোতি) দেখেছেন এবং বলেছেন, তাকে কিরূপে দেখব? [হাদীসটি গরীব]

(١٢٣) ومن طريق ثان قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ بَهْزٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهُ قَالَ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ؟ قُلْتُ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتُهُ فَقَالَ نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ يَعْنِي عَلَى طَرِيقِ الْإِيجَابِ.

(১২৩) দ্বিতীয় ধারায় বর্ণিত (আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাক্বীক থেকে) আমি আবূ যরকে (রা) বললাম, আমি যদি রাসূলকে (সা) পেতাম, তাহলে একটি প্রশ্ন করতাম। তিনি বললেন, কী সম্পর্কে? বললাম, তিনি তাঁর রবকে দেখেছেন কী? আবূ যর (রা) বললেন, আমি এ প্রশ্নটি তাঁকে করেছিলাম। তিনি ইতিবাচক উত্তরে বলেছেন, আলোকময় সত্তা দেখেছি। [মুসলিম উভয় ধারায় এবং তায়লসী প্রথম ধারায়।]

(١٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ أَتَى مَسْرُوقٌ عَائِشَةَ فَقَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ؟ قَالَتْ سُبْحَانَ اللهِ لَقَدْ قَفَّ شَعْرِي لِمَا قُلْتَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ؟ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ) (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) وَمَنْ أَخْبَرَكَ بِمَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ) هَذِهِ الْآيَةَ وَمَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ مَرَّتَيْنِ.

(১২৪) 'আমির থেকে ইসমাঈল বর্ণনা করেন, (একদা) মাসরাক আয়েশার (রা) কাছে আগমন করেন এবং জিজ্ঞেস করেন, ইয়া উম্মাল মু'মিনীন, মুহাম্মদ (সা) কি তাঁর রব্বকে দর্শন করেছেন? আয়েশা (রা) বলেন, সুবহানাল্লাহি...! আমার মাথার চুল দাঁড়িয়ে গেছে তোমার প্রশ্ন শুনে। (এ কী বলছো তুমি?)। তুমি তিনটি বিষয় সম্পর্কে কোথায় রয়েছ? কেউ যদি তোমার কাছে তা বর্ণনা করে তবে সে মিথ্যাই বলে। যদি কেউ তোমাকে বলে যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর রব্বকে দেখেছেন, তবে সে মিথ্যা বলেছে। অতঃপর আয়েশা (রা) এই আয়াত পাঠ করেন لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ (অর্থাৎ কোন চক্ষুই তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে না, অথচ তিনি সকল চক্ষু ও দৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ করছেন)। وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ কোন মানুষের সাধ্য নেই যে, ওহীর মাধ্যম কিংবা

www.waytojannah.com

পর্দার অন্তরাল ব্যতীত আল্লাহ্‌র সাথে কথোপকথন করবে। আর যে ব্যক্তি তোমাকে আগামীকালের সংবাদ দিবে (ভবিষ্যতবাণী করবে), সে মিথ্যা বলছে। এরপর তিনি (আয়েশা) এই আয়াত পাঠ করেন– إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ "নিশ্চয় কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহ্‌র নিকট, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করান, গর্ভাশয়ে যা কিছু আছে, তা তিনি সম্যক অবগত...।"

আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র কোন আয়াত গোপন করেছেন, সে মিথ্যা বলেছে। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন– يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ "হে রাসূল, আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা পৌঁছে দিন।" অবশ্য এটা সত্য যে, রাসূল (সা) জিব্রীলকে (আ) তাঁর স্বআকৃতিতে দুইবার দেখেছেন।

ومن طريق ثان عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَائِشَةَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ؟ قَالَ ذَلِكَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ فِيهَا إِلَّا مَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

দ্বিতীয় ধারায়ও মাসরূক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশার (রা) কাছে হেলান দিয়ে বসে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আবূ আয়েশা, আমি এই বিষয়ে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা) প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আমি তাঁকে দুইবার মাত্র তাঁর সৃষ্টিগত রূপে দেখেছি। তাঁকে আমি দেখেছি আকাশ ও জমিনের মধ্যস্থিত শূন্যস্থান পূর্ণ করে আদিগন্ত বিস্তৃত অবস্থায়। [উভয় ধারা উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম।]

(١٢٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ أَنْ يَرَاهُ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ ادْعُ رَبَّكَ قَالَ فَدَعَا رَبَّهُ قَالَ فَطَلَعَ عَلَيْهِ سَوَادٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ قَالَ فَجَعَلَ يَرْتَفِعُ وَيَنْتَشِرُ قَالَ فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِقَ فَأَتَاهُ فَنَعَشَهُ وَمَسَحَ الْبُزَاقَ عَنْ شِدْقِهِ.

(১২৫) ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিব্রীলকে তাঁর স্বরূপে দেখার আকাঙ্খা পেশ করেন। জিব্রীল (আ) বলেন, আপনি তাহলে আপনার রব্বের কাছে দোয়া করুন। রাসূল (সা) তাঁর রব্বের কাছে দোয়া করলেন। ফলে পূর্ব দিগন্তে উদয় হলো এক মূর্তি, যা ক্রমে উপরে উঠছিল ও বিস্তার লাভ করছিল। নবী করীম (সা) (সে বিশাল-ভয়ার মূর্তিতে) তাকে দেখে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর জিব্রীল (আ) এসে তাঁকে উত্তোলন করলেন এবং তাঁর মুখের দু'পাশ থেকে গাঁজ মুছে দিলেন। [হাইছামী ও তাবারানী]

(١٢٦) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ. يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ. حِجَابُهُ النَّارُ لَوْ كَشَفَهَا لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ ثُمَّ قَرَأَ أَبُو عُبَيْدَةَ (نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).

(১২৬) আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলা নিদ্রা যান না। এবং নিদ্রা যাওয়া তাঁর পক্ষে শোভনও নয়। তিনি (সর্বদা) ন্যায়দণ্ড উঁচু-নীচু করে থাকেন। তাঁর আচ্ছাদনপর্দা হচ্ছে আগুন। সেই পর্দা যদি তিনি উঠিয়ে দিতেন,

www.waytojannah.com

Contents

তাহলে তাঁর চেহারার তীব্ররশ্মি তাঁর দৃষ্টির আওতাধীন সবকিছুকে ভস্মীভূত করে দিত। এরপর আবূ উবাইদা এই আয়াত পাঠ করেন–

نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

"এবং এই বলে আহ্বান করা হয়– অগ্নিস্থিত সেই সত্তা বরকতময়, আর সবকিছু রয়েছে তাঁর চতুষ্পার্শে। সমগ্র বিশ্বজাহানের প্রভু আল্লাহ্ তা'আলা পূত-পবিত্র ও মহিমান্বিত।"

باب رجوعه صلى الله عليه وسلم بعد الاسراء والمعراج إلى مكة وإخبار قريش بما راى وتكذيبهم اياه.

পরিচ্ছেদ : ইস্‌রা ও মি'রাজ শেষে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) মক্কায় প্রত্যাবর্তন, কুরাইশদেরকে তাঁর দেখা বিষয়সমূহের সংবাদ প্রদান ও কুরাইশ কর্তৃক তাঁকে মিথ্যা প্রতিপাদন

(١٢٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ أُسْرِيَ بِي وَأَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ فَظِعْتُ بِأَمْرِي وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِّبِيَّ فَقَعَدَ مُعْتَزِلًا حَزِينًا قَالَ فَمَرَّ بِهِ عَدُوُّ اللهِ أَبُو جَهْلٍ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ كَالْمُسْتَهْزِئِ هَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ مَا هُوَ؟ قَالَ إِنَّهُ أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ قَالَ إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ قَالَ ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَمْ يُرِ أَنَّهُ يُكَذِّبُهُ مَخَافَةَ أَنْ يَجْحَدَهُ الْحَدِيثَ إِنْ دَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ قَوْمَكَ تُحَدِّثُهُمْ مَا حَدَّثْتَنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فَقَالَ هَيَّا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ حَتَّى قَالَ فَانْتَفَضَتْ إِلَيْهِ الْمَجَالِسُ وَجَاءُوا حَتَّى جَلَسُوا إِلَيْهِمَا قَالَ حَدِّثْ قَوْمَكَ بِمَا حَدَّثْتَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ قَالُوا إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالُوا ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمِنْ بَيْنِ مُصَفِّقٍ وَمِنْ بَيْنِ وَاضِعٍ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجِّبًا لِلْكَذِبِ زَعَمَ قَالُوا وَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ؟ وَفِي الْقَوْمِ مَنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى ذٰلِكَ الْبَلَدِ وَرَأَى الْمَسْجِدَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ أَنْعَتُ فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ حَتَّى الْتَبَسَ عَلَيَّ بَعْضُ النَّعْتِ قَالَ فَجِيءَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَارِ عِقَالٍ أَوْ عُقَيْلٍ فَنَعَتُّهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ قَالَ وَكَانَ مَعَ هٰذَا نَعْتٌ لَمْ أَحْفَظْهُ قَالَ فَقَالَ الْقَوْمُ أَمَّا النَّعْتُ فَوَاللهِ لَقَدْ أَصَابَ.

(১২৭) ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেন, ইস্‌রা রজনী শেষে ভোরে আমি মক্কায় ভীত-সন্তস্ত অবস্থায় ছিলাম, কারণ, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, মানুষ আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। তাই তিনি জনবিচ্ছিন্ন ও চিন্তিত অবস্থায় ঘরে বসে থাকলেন। এমন সময় তাঁর পাশ দিয়ে আল্লাহ্‌র দুশমন আবূ জাহ্‌ল যাচ্ছিল। সে তাঁর কাছে এসে বসলো এবং ঠাট্টাচ্ছলে বললো, "কোন কিছু ঘটেছে কি?" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ। সে বললো, সেটা কী? তিনি বললেন, গতরাতে আমাকে ভ্রমণ করানো হয়েছে। সে বললো, কোথায়? তিনি বললেন, বাইতুল মাক্‌দিসে। সে বললো, সেই ভ্রমণ শেষ করে তুমি সকাল বেলায় আমাদের সম্মুখে হাজির? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে তখন এমন ভাব প্রদর্শন করলো যে, রাসূল (সা) যেন বুঝতে না পারেন সে তাঁর কথা অবিশ্বাস করছে, যাতে সে যখন তার গোত্রের লোকদের ডেকে নিয়ে আসবে তখন তিনি নিজ কথা অস্বীকার না করেন। সে বললো, আমি যদি তোমার গোত্রের লোকদের ডেকে নিয়ে আসি, তাহলে কি তুমি আমাকে যা বলেছ তা বলবে? রাসূল

www.waytojannah.com

(সা) বললেন, হ্যাঁ। তখন আবূ জাহ্ল তাদেরকে বললো, হে বনূকা'ব ইব্ন লুই-এর লোকসকল, তোমরা দ্রুত এখানে আস। তখন সবাই নিজ নিজ বৈঠক বাদ দিয়ে, তাঁদের কাছে চলে আসলো এবং তাঁদের পাশে বসে গেল। আবূ জাহ্ল বললো, এবার তুমি তোমার গোত্রীয় লোকদের সেই ঘটনা বল, যা তুমি আমাকে বলেছ। তখন আল্লাহ্র রাসূল (সা) বললেন, গত রাতে আমাকে এক (অসাধারণ) ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁরা জিজ্ঞেস করলো, কোথায়? আমি বললাম, বাইতুল মাক্দিসে। তাঁরা বললো, অতঃপর তুমি (এক রাত্রের মধ্যেই ভ্রমণ শেষ করে) আমাদের মাঝে হাজির হয়ে গেলে? তিনি বললেন, হ্রাঁ। ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর মনে করে তারা এটিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করল। কেউ চিৎকার করে উঠলো আবার কেউ বা মাথায় হাত দিল। (শেষে) তারা বললো, তুমি কি আমাদের কাছে সেই মসজিদটির (মসজিদুল আক্সা) বর্ণনা দিতে পারবে? সমবেতদের মধ্যে কেউ কেউ সেই দেশে সফর করেছিল এবং মসজিদও দেখেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তখন আমি মসজিদের বর্ণনা দিতে শুরু করলাম এবং একপর্যায়ে কিছু বর্ণনায় তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। এই সময় মসজিদটি আমার সম্মুখে নিয়ে আসা হল। এমনকি সেটি ইক্বাল বা 'উকাইল এর বাড়ির সামনে রেখে দেওয়া হল। আমি দেখে দেখে তার বর্ণনা দিলাম। এতদসত্ত্বেও কিছু বর্ণনা আমি মনে রাখতে পারিনি। তখন সমবেত লোকজন বললো, আল্লাহ্র শপথ, বর্ণনা যা দিয়েছে, তা তো সঠিক। [হাইছামী, বায্যার, তাবারনী ও তাইলাছী]

(١٢٨) وعنه ايضا قَالَ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ جَاءَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَحَدَّثَهُمْ بِمَسِيْرِهِ وَبِعَلَامَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَبِعِيْرِهِمْ فَقَالَ نَاسٌ قَالَ حَسَنٌ نَحْنُ نُصَدِّقُ مُحَمَّدًا بِمَا يَقُوْلُ؟ فَارْتَدُّوا كُفَّارًا فَضَرَبَ اللهُ أَعْنَاقَهُمْ مَعَ أَبِي جَهْلٍ وَقَالَ أَبُو جَهْلٍ يُخَوِّفُنَا مُحَمَّدٌ بِشَجَرَةِ الزَّقُّوْمِ هَاتُوا تَمْرًا وَزُبْدًا فَتَزَقَّمُوا وَرَأَى الدَّجَّالَ فِي صُوْرَتِهِ رُؤْيَا عَيْنٍ لَيْسَ رُؤْيَا مَنَامٍ وَعِيْسَى وَمُوْسَى وَإِبْرَاهِيْمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَّالِ؟ فَقَالَ أَقْمَرُ هِجَانًا قَالَ حَسَنٌ قَالَ رَأَيْتُهُ فَيْلَمَانِيًّا أَقْمَرَ هِجَانًا إِحْدَى عَيْنَيْهِ قَائِمَةٌ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ كَأَنَّ شَعْرَ رَأْسِهِ أَغْصَانُ شَجَرَةٍ وَرَأَيْتُ عِيْسَى شَابًّا أَبْيَضَ جَعْدَ الرَّأْسِ حَدِيْدَ الْبَصَرِ مُبَطَّنَ الْخَلْقِ وَرَأَيْتُ مُوْسَى أَسْحَمَ أَدْمَ كَثِيْرَ الشَّعْرِ قَالَ حَسَنٌ الشَّعَرَةِ شَدِيْدَ الْخَلْقِ وَنَظَرْتُ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ فَلَا أَنْظُرُ إِلَى إِرْبٍ مِنْ أَرَابِهِ إِلَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ مِنِّي كَأَنَّهُ صَاحِبُكُمْ فَقَالَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَلِّمْ عَلَى مَالِكٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ.

(১২৮) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, মিরাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ্কে (সা) বাইতুল মাক্দিসে নিয়ে যাওয়া হয়, তিনি সেখান থেকে ঐ রজনীতেই ফিরে আসেন এবং তাঁর সেই সফরের কথা লোকজনদের কাছে বর্ণনা করেন। এছাড়া বাইতুল মাক্দিসের আলামত বা চিহ্নসমূহ হুবহু বর্ণনা করেন। লোকজন তাঁর বর্ণনা শুনে বললো, আমরা মুহাম্মদের কথা সত্য বলে স্বীকার করবো। অতঃপর তারা মুরতাদ হয়ে কাফির হয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা আবূ জাহ্লসহ তাদের গর্দান মেরে দেন (বদরের যুদ্ধে নিহত হয়)। আবূ জাহ্ল বলেছিল, মুহাম্মদ আমাদেরকে যাক্কুম বৃক্ষের ভয় দেখায়। তোমরা খেজুর আর যবের ছাতু নিয়ে মিশ্রিত করে যাক্কুম তৈয়ার কর (এবং স্বাদ গ্রহণ কর, এতে ভয়ের কী আছে?)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিরাজ সফরে দাজ্জালকে তার স্বীয় আকৃতিতে দেখেছেন; তিনি দেখেছেন স্বচক্ষে (বাস্তবে) নিদ্রায় স্বপ্নযোগে নয়। তিনি আরও দেখেছেন– ঈসা, মূসা ও ইব্রাহীমকে (আ)। রাসূলুল্লাহ্কে (সা) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল দাজ্জাল সম্পর্কে। তিনি বলেছিলেন, সে ধবধবে সাদা রঙবিশিষ্ট

www.waytojannah.com

ও বিশালদেহী। তার চোখ একটি। অপর চোখের কোন অস্তিত্বই নেই। তার চোখটি উজ্জ্বল তারকার ন্যায়; তার মাথার চুল ঘন কালো (যেন বৃক্ষশাখা)। ঈসাকে (আ) দেখেছি– ফর্সা রঙের সুঠাম দেহের অধিকারী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন, ঘনচুলবিশিষ্ট এক যুবক। মূসাকে (সা) দেখেছি– অধিক চুলবিশিষ্ট সুস্বাস্থ্যের অধিকারী (হাসান বলেন– الشَّعَرَةِ), মজবুত গড়নের সুপুরুষ। আর আমি ইব্রাহীমের (আ) প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখেছি, তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি যেন তোমাদের এই সঙ্গীর ন্যায়। জিব্রীল (আ) আমাকে বললেন, মালিক (জাহান্নামের প্রধান রক্ষী)-কে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। [ইব্ন কাছীর, আহমদ,নাসাঈ ও হাইছামী]

(١٢٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ حِينَ أُسْرِيَ بِي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَا اللهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ.

(১২৯) জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্কে (সা) বলতে শুনেছি, বাইতুল মাক্দিস পর্যন্ত ভ্রমণ করানোর রজনীতে আমাকে কুরাইশরা যখন মিথ্যার অপবাদ দিল, তখন আমি হিজর (হাতীম)-এর কাছে (চিন্তাক্লিষ্ট মনে) দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য বাইতুল মাক্দিসকে উদ্ভাসিত করে তুলে ধরলেন। আর আমি সেই দিকে তাকিয়ে দেখে দেখে বাইতুল মাক্দিসের চিহ্নসমূহের খবর তাদেরকে শুনিয়ে দিলাম। [ইব্ন কাছীর, আহমদ, বায়হাকী। তাছাড়া যুহরীর বর্ণনাধারা অনুসারে বুখারী ও মুসলিমও উদ্ধৃত করেছেন।]

باب ما جاء في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة على احياء العرب في مواسم الحج بمنى في منازلهم عى أن يأووه وينصروه ويمنعوه ممن كذبه وخالفه.

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক হজ্জের মওসুমে মীনায় তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে আরব গোত্রসমূহের কাছে স্বীয় অবস্থান তুলে ধরে তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করার এবং যারা তাঁকে মিথ্যার অপবাদ দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাদেরকে প্রতিহত করার অনুরোধ

(١٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ عِبَادٍ الدِّيلِيَّ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ بِمِنًى فِي مَنَازِلِهِمْ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قَالَ وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ يَقُولُ هَذَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدَعُوا دِينَ آبَائِكُمْ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ؟ فَقِيلَ هَذَا أَبُو لَهَبٍ.

(১৩০) মুহাম্মদ ইব্নল মুন্কাদির আমাদের বলেছেন যে, তিনি রবীয়া ইব্ন 'আব্বাদ আল-দীলীকে বলতে শুনেছেন; আমি মীনায় রাসূলুল্লাহ্কে (সা) শিবিরে শিবিরে গিয়ে মানুষের কাছে ঘুরতে দেখেছি। সময়টি ছিল মদীনায় হিজরতের পূর্বে। তিনি লেছিলেন, হে লোকসকল, নিশ্চয় আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না কর। রাবী বলেন, তাঁর পেছনে জনৈক ব্যক্তি বলে যাচ্ছিল, এই (মুহাম্মদ) তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিচ্ছে। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই লোকটি কে? বলা হলো এ হচ্ছে আবূ লাহাব।

www.waytojannah.com

ومن طريق ثان عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عِبَادٍ أَيْضًا قَالَ وَاللهِ إِنِّي لَأَذْكُرُهُ (يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَطُوفُ عَلَى الْمَنَازِلِ بِمِنًى وَأَنَا مَعَ أَبِي غُلَامٌ شَابٌّ وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ أَحْوَلُ ذُو غَدِيْرَتَيْنِ كُلَّمَا وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَقُولُ الَّذِي خَلْفَهُ إِنَّ هَذَا يَدْعُوكُمْ إِلَى أَنْ تُفَارِقُوا دِيْنَ اٰبَائِكُمْ وَأَنْ تَسْلُخُوا اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَحُلَفَاءَكُمْ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ أَقَيْشٍ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْبِدْعَةِ وَالضَّلَالِ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي مَنْ هَذَا؟ قَالَ هَذَا عَمُّهُ أَبُو لَهَبٍ عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ۔

রবীয়া ইব্ন আব্বাদ থেকেই দ্বিতীয় ধারায় বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি অবশ্যই রাসূল (সা) সম্পর্কে বলবো। তিনি মীনায় (হজ্জের মওসুমে) শিবিরে শিবিরে ঘুরে ঘুরে মানুষের কাছে গিয়ে দাওয়াত পেশ করেছেন; আমি আমার পিতার সাথে ছিলাম। তখন আমি এক তরুণ যুবক। দেখলাম আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা) পেছনে দু'ভাগে বিভক্ত ঘন লম্বা কেশরাজিবিশিষ্ট সুন্দর চেহারার এক লোক। রাসূল (সা) যখনই কোন গোত্রের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা তাঁরই ইবাদত কর, এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক না কর। তখনই তাঁর পেছনের সেই লোকটি বলছিল, নিশ্চয় এই (মুহাম্মদ) তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছে যেন তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ কর। লাত ও উয্‌যাকে অপমানিত কর এবং বনূ মালিক ইব্ন আক্‌ইয়াশের সাথে মৈত্রীচুক্তি ভঙ্গ কর। সে আহ্বান জানাচ্ছে নতুন ধর্মমত (বিদআত) ও ভ্রষ্টতার দিকে। রাবী বলেন, তখন আমার নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম লোকটি কে? পিতা বললেন, এ হচ্ছে তাঁর চাচা আবূ লাহাব আবদুল উয্‌যা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। [ইব্ন ইসহাক ও বায়হাক্বী]

(١٣١) حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ يَتَخَلَّلُهَا يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا قَالَ وَأَبُو جَهْلٍ يَحْثِي عَلَيْهِ التُّرَابَ وَيَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَغُرَّنَّكُمْ هَذَا عَنْ دِيْنِكُمْ فَإِنَّمَا يُرِيدُ لِتَتْرُكُوا اٰلِهَتَكُمْ وَتَتْرُكُوا اللَّاتَ وَالْعُزَّى قَالَ وَمَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْنَا انْعَتْ لَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ مَرْبُوعٌ كَثِيْرُ اللَّحْمِ حَسَنُ الْوَجْهِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ أَبْيَضُ شَدِيْدُ الْبَيَاضِ سَابِغُ الشَّعْرِ۔

(১৩১) আশ্‌'আছ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে বনূ মালিক ইব্ন কিনানা গোত্রের জনৈক বৃদ্ধ বলেছেন; আমি রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা) দেখেছি যুলমাজায নামক বাজারে (লোকদের কাছে) ঘুরে ঘুরে বলছেন, হে লোকসকল, তোমরা বল– "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ" তোমরা নাজাত পাবে। অপরদিকে আবূ জাহ্‌ল তাঁর উপর মাটি বা ধুলিকণা ছড়াচ্ছিল, আর বলে যাচ্ছিল, লোকসকল, এ যেন তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে বিপথগামী করতে না পারে। সে (মুহাম্মদ) তো চাচ্ছে তোমরা তোমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ কর; লাত ও উয্‌যাকে পরিত্যাগ কর। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) তাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করছিলেন না। রাবী বলেন, আমরা সেই বৃদ্ধকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) দৈহিক বর্ণনা শোনান। তিনি বললেন, তিনি ছিলেন দুইটি চাঁদর পরিচিত, রক্তিম বর্ণের, সজীব, সুঠাম, সুন্দর চেহারা, মিশ্‌মিশে কালো কেশধারী, অতিশয় ফর্সা, ঘন ও লম্বা চুলের অধিকারী এক সুপুরুষ। [ইব্ন কাছীর ও বায়হাকী। সনদ উত্তম।]

www.waytojannah.com

باب ما جاء فى عرضه صلى الله عليه وسلم الاسلام على فتية بنى الأشهل حينما جاءوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج ومنقبة لا ياس بن معاذ وذكر وقعه بعاث।

পরিচ্ছেদ : বনূ আশ্‌হাল গোত্রীয় লোকজন মক্কার কুরাইশদের সাথে মৈত্রীচুক্তির মাধ্যমে খাযরাজ গোত্রের সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকাতে মক্কায় আগমন করলে পর রাসূল (সা) কর্তৃক তাদের কাছে স্বীয় অবস্থান তুলে ধরা, ইয়াস ইব্‌ন মু'আযের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও বু'আস যুদ্ধ প্রসংগ

(١٣٢) عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ أَبُو الْحَيْسَرِ أَنَسُ بْنُ رَافِعٍ مَكَّةَ وَمَعَهُ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فِيهِمْ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ يَلْتَمِسُونَ الْحِلْفَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى قَوْمِهِمْ مِنَ الْخَزْرَجِ سَمِعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُمْ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ هَلْ لَكُمْ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا جِئْتُمْ لَهُ؟ قَالُوا وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللهِ بَعَثَنِي إِلَى الْعِبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْزَلَ عَلَيَّ كِتَابًا ثُمَّ ذَكَرَ الْإِسْلَامَ وَتَلَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ وَكَانَ غُلَامًا حَدَثًا أَيْ قَوْمِ هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ مِمَّا جِئْتُمْ لَهُ قَالَ فَأَخَذَ أَبُو حَيْسَرٍ أَنَسُ بْنُ رَافِعٍ حَفْنَةً مِنَ الْبَطْحَاءِ فَضَرَبَ بِهَا فِي وَجْهِ إِيَاسِ بْنِ مُعَاذٍ وَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ وَانْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَكَانَتْ وَقْعَةُ بُعَاثٍ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ قَالَ ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ أَنْ هَلَكَ قَالَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ حَضَرَهُ مِنْ قَوْمِي عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا يَسْمَعُونَهُ يُهَلِّلُ اللهَ وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيُسَبِّحُهُ حَتَّى مَاتَ فَمَا كَانُوا يَشُكُّونَ أَنْ قَدْ مَاتَ مُسْلِمًا لَقَدْ كَانَ اسْتَشْعَرَ الْإِسْلَامَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ حِينَ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَمِعَ।

(১৩২) 'আব্দুল-আশহাল গোত্রীয় মাহমুদ ইব্‌ন লাবীদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনূ আবদুল আশ্‌হারের একদল লোক নিয়ে আবুল জালীস আনাস ইব্‌ন রাফি' (মদীনা থেকে) মক্কায় আগমন করেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ইয়াস ইব্‌ন মু'আয। তাদের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া, যাতে করে তাদের গোত্র খাযরাজ গোত্র কর্তৃক আক্রান্ত হলে পরে তারা কুরাইশদের সর্বাত্মক সাহায্য পায়। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) তাদের আগমন সংবাদ অবগত হওয়ার পর তাদের কাছে গেলেন এবং তাদের সাথে বসলেন। তিনি তাদের বললেন, যে লক্ষ্যে আপনারা এসেছেন, তাতে আপনাদের কোন কল্যাণ আছে কি? তারা বললো, সেটি কেমন? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি আমাকে তাঁর বান্দাদের কাছে প্রেরণ করেছেন, আমি তাদেরকে আহ্বান জানাই তারা যেন এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছু শরীক না করে। আল্লাহ্ আমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন। এরপর তিনি ইসলামের দাওয়াত পৌঁছালেন এবং তাদেরকে কুরআন থেকে তিলাওয়াত করে শোনালেন। তখন ইয়াস ইব্‌ন মু'আয সেই সময় একজন তরুণ যুবক–বললো, হে সম্প্রদায়, আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা যে লক্ষ্য নিয়ে এখানে আগমন করেছ–তার চেয়ে এটি উত্তম। রাবী বলেন, (এ কথা শুনে) দলপতি আবূ জালীস প্রস্তরাকীর্ণ সরু মরু থেকে একটি পাথর উঠিয়ে নিয়ে ইয়াস ইব্‌ন মু'আযের চেহারায় আঘাত করলো। অতঃপর রাসূল (সা) সেখান থেকে ফিরে আসেন। তারাও মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে। এরপর আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বুআছের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাবী বলেন, এর কিছুদিন পর ইয়াস ইব্‌ন মু'আয মৃত্যুবরণ করেন। মাহমূদ ইব্‌ন লাবীদ বলেন, তাঁর মৃত্যুর সময় যারা কাছে ছিলেন, তারা তাঁকে মৃত্যুকালীন সময়ে আল্লাহ্‌র হামদ-ছানা, তাকবীর-তাহলিল ও তাসবীহ পাঠ করতে

www.waytojannah.com

শুনেছেন। তারা সর্বদা অভিযোগ করতো যে, সে মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। তাঁর হৃদয়-পটে ইসলাম সেই বৈঠকেই স্থান করে নিয়েছিল, যে বৈঠকে তিনি আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা) কাছ থেকে যা শুনবার তা শুনেছিলেন। [মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ও হাফিয আসক্বালানী]

(١٣٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاثَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَؤُهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ وَجُرِّحُوا فَقَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُخُولِهِمْ فِي الإِسْلاَمِ.

(১৩৩) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বু'আছের যুদ্ধ ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের (সা) জন্য (একটি বিশেষ) করুণার বিষয়। এরই সুবাদে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) মদীনায় আগমন করেন। কাফির-মুশরিকদের ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তাদের নেতৃস্থানীয়রা নিহত হয় এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের (সা) মহব্বতে অবশিষ্টরা ইসলামে প্রবেশ করে। [বুখারী]

(١٣٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ فَيَقُولُ هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلاَمَ رَبِّي فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ مِنْ هَمْدَانَ قَالَ فَهَلْ عِنْدَ قَوْمِكَ مِنْ مَنَعَةٍ؟ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَشِيَ أَنْ يَخْفِرَهُ قَوْمُهُ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ائْتِيهِمْ فَأَخْبِرْهُمْ ثُمَّ ائْتِيكَ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ فَانْطَلَقَ وَجَاءَ وَفْدُ الأَنْصَارِ فِي رَجَبٍ.

(১৩৪) জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) (হজ্জ মওসুমে আরাফাতে) শিবিরসমূহে গিয়ে (আগত) মানুষের কাছে স্বীয় অবস্থা ও অবস্থান (নবী হিসেবে) তুলে ধরতেন। তিনি বলতেন, এমন কেউ কি আছেন, যিনি আমাকে তার গোত্রে নিয়ে যাবেন; কেননা, কুরাইশরা আমার রব্ব আল্লাহ্‌ শানুহুর বাণী প্রচার করতে বাধা দিচ্ছে। রাসূলের (সা) আহ্বানে সাড়া দিয়ে হামাদান গোত্রীয় জনৈক লোক এগিয়ে এলেন। রাসূল (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোন গোত্রীয়? তিনি বললেন, হামাদানের। রাসূল (সা) বললেন, আপনার গোত্রে এমন নিরাপত্তা বিধানকারী হিতৈষী আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। কিন্তু পরক্ষণে তিনি এই ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন যে, পাছে তার গোত্র তাকে তিরস্কার করে। (তাই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে রাসূলকে (সা) সাথে নিতে সম্মত হতে পারলেন না)। যাহোক, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা) (এই বলে আশ্বস্ত করলেন) বললেন, আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে আপনার সংবাদ জানাবো, এরপর আগামী বছর পুনরায় আপনার কাছে আসবো। রাসূল (সা) বললেন, ঠিক আছে। লোকটি চলে গেলেন এবং রজব মাসে আন্‌সারীদের একটি প্রতিনিধিদল আগমন করলো। [মালিক, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজাহ]

باب قدوم اثنى عشر رجلا من الأنصار الى المدينة وبيعة العقبة الأولى.

পরিচ্ছেদ : আন্‌সারীগণের মধ্য থেকে বারজন লোকের মদীনা থেকে আগমন এবং 'আকাবার প্রথম বাই'য়াত

(١٣٥) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ حَضَرَ الْعَقَبَةَ الأُولَى وَكُنَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فَبَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْتَرَضَ الْحَرْبُ عَلَى: " أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ

www.waytojannah.com

شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيَهُ فِي مَعْرُوفٍ، فَإِنْ وَفَّيْتُمْ فَلَكُمُ الْجَنَّةُ وَإِنْ غَشِيتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَأَمْرُكُمْ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَكُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَكُمْ.

(১৩৫) 'উবাদা ইব্নস্ সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আক্বাবার প্রথম বাইয়াতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন আমি ছিলাম তাঁদের অন্যতম। আমরা সংখ্যায় ছিলাম বারজন পুরুষ। নারীদের বাইআতে যে ধারাসমূহ বর্ণিত হয়েছে আমরা তার উপর বাই'আত সম্পন্ন করি, আর এটি ছিল যুদ্ধ (জিহাদ) ফরয হওয়ার পূর্বের ঘটনা। আমরা রাসূলের (সা) সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলাম যে, আল্লাহ্র সাথে শরীক করবো না, চুরি করবো না, ব্যভিচার করবো না, আমাদের সন্তানদের হত্যা করবো না, কারো বিরুদ্ধে হাত ও পায়ের মাধ্যমে (প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য) মিথ্যা অপবাদ রটাবো না এবং ন্যায়সঙ্গত ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্র (সা) অবাধ্যতা বা বিরুদ্ধাচরণ করবো না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এসব অঙ্গীকার পূরণ করলে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে। আর এর কোন একটি ভঙ্গ করলে তোমাদের পরিণতি আল্লাহ্র হাতে ন্যস্ত থাকবে। ইচ্ছে করলে তিনি শাস্তি দেবেন, ইচ্ছে করলে মাফ করে দেবেন।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيهِ الْوَلِيدِ عَنْ جَدِّهِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ أَحَدَ النُّقَبَاءِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ الْحَرْبِ وَكَانَ عُبَادَةُ مِنَ الِاثْنَيْ عَشَرَ الَّذِينَ بَايَعُوا فِي الْعَقَبَةِ الْأُولَى عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ فِي السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَلَا نُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

দ্বিতীয় একটি ধারায় বর্ণিত হয়েছে উবাদা ইব্নুল ওয়ালীদ ইব্ন উবাদা ইব্ন সামিত থেকে, তিনি তার পিতা আল-ওয়ালীদ থেকে, তিনি তাঁর দাদা উবাদাতুব বুস সামিত থেকে যিনি ছিলেন সম্প্রদায়ের একজন নকীব বা সর্দার। তিনি বলেন, আমরা রাসূলের (সা) সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে বাইআত (অঙ্গীকার) করলাম। 'উবাদাহ ছিলেন সেই বারজনের অন্যতম যাঁরা প্রথম আক্বাবার বাইয়াতে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাতে নারীদের বাইয়াতের অনুরূপ বিষয়বস্তুর উপর বায়'আত গ্রহণ করা হয়েছিল। তিনি বলেন, আমরা অংগীকার করেছিলাম যে, শোকে দুঃখে আনন্দ-বেদনায়, খারাপ-ভাল সর্বাবস্থায় তাঁর আনুগত্য করব। কোন বিষয়ে তার প্রকৃত হকদারের সাথে বিবাদে লিপ্ত হব না। ন্যায় ও সত্য যেখানেই থাকবে আমরা তার সমর্থন করব। আর আল্লাহ্র রাস্তায় আমরা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় (গ্রাহ্য) করবো না। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

باب قدوم سبعين رجلا وامرأتين من الأنصار بعد العقبة الأولى بعام وبيعة العقبة الثانية.

পরিচ্ছেদ : প্রথম 'আকাবার বায়'আতের পর আনসারীগণের মধ্য থেকে সত্তরজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার আগমন যা দ্বিতীয় আক্বাবার বায়'আত নামে পরিচিত

(١٣٦) عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَكَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يَتْبَعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ بِعُكَاظٍ وَمَجَنَّةَ وَفِي الْمَوَاسِمِ بِمِنًى يَقُولُ مَنْ يُؤْوِينِي؟ مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةُ؟ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ أَوْ مِنْ مِصْرَ كَذَا قَالَ فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ فَيَقُولُونَ احْذَرْ غُلَامَ قُرَيْشٍ لَا يَفْتِنُكَ

www.waytojannah.com

وَيَمْشِي بَيْنَ رِجَالِهِمْ وَهُمْ يُشِيْرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ حَتَّى بَعَثَنَا اللهُ لَهُ مِنْ يَثْرِبَ فَأَوَيْنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنَّا فَيُؤْمِنُ بِهِ وَيُقْرِئُهُ الْقُرْاٰنَ فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا وَفِيهَا رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ ثُمَّ ائْتَمَرُوا جَمِيعًا فَقُلْنَا حَتَّى مَتَى نَتْرُكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْرَدُ فِي جِبَالِ مَكَّةَ وَيَخَافُ؟ فَرَحَلَ إِلَيْهِ مِنَّا سَبْعُونَ رَجُلًا حَتَّى قَدِمُوا عَلَيْهِ فِي الْمَوْسِمِ فَوَاعَدْنَاهُ شِعْبَ الْعَقَبَةِ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ حَتَّى تَوَافَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَامَ نُبَايِعُكَ قَالَ تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَنْ تَقُولُوا فِي اللهِ لَا تَخَافُونَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي فَتَمْنَعُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ قَالَ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ وَأَخَذَ بِيَدِهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ وَهُوَ مِنْ أَصْغَرِهِمْ فَقَالَ رُوَيْدًا يَا أَهْلَ يَثْرِبَ فَإِنَّا لَمْ نَضْرِبْ أَكْبَادَ الْإِبِلِ إِلَّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَّةً وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ وَأَنْ تَعَضَّكُمُ السُّيُوفُ فَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللهِ وَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ جَبِيْنَةً فَبَيِّنُوا ذَلِكَ فَهُوَ أَعْذَرُ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ قَالُوا أَمِطْ عَنَّا يَا أَسْعَدُ فَوَاللهِ لَا نَدَعُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ أَبَدًا وَلَا نَسْلُبُهَا أَبَدًا قَالَ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ فَأَخَذَ عَلَيْنَا وَشَرَطَ وَيُعْطِينَا عَلَى ذَلِكَ الْجَنَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ۔

(১৩৬) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দশ বছর উকায মেলায় ও মীনার মাজান্নায় প্রতি হজ্জের মওসুমে শিবিরে শিবিরে গিয়ে মানুষের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত দিয়ে কাটান। তিনি মানুষকে লক্ষ্য করে বলতেন, কে আমাকে সহযোগিতা করবে? কে আমাকে সাহায্য করবে? যাতে করে আমি আমার রবের বাণী পৌঁছে দিতে পারি। আর তার জন্যে রয়েছে জান্নাত। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কখনও কখনও ইয়ামনী অথবা মুদার গোত্রীয় কোন পুরুষ এগিয়ে আসতো, রাসূলের (সা) কওমের লোকেরা তাদেরকে সতর্ক করে দিত এই বলে যে, তোমরা কুরাইশী এই যুবকের খপ্পর থেকে বেঁচে থাকবে। এই বলে তারা ঐসব গোত্রের লোকদের মধ্যে হেঁটে হেঁটে রাসূলের (সা) প্রতি অঙ্গুলি নিদেশ করে দেখিয়ে দিত। এমন এক অবস্থার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াছরিব থেকে আমাদেরকে তাঁর কাছে প্রেরণ করেন। অতঃপর আমরা তাঁকে আশ্রয় দিলাম এবং সত্য বলে মেনে নিলাম। আমাদের মধ্যকার এক একজন করে এগিয়ে আসতো এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনতো। তিনি তাকে কুরআন পাঠ করে শোনাতেন। অতঃপর সে নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যেত এবং তারাও তাদের নিকট থেকে ইসলাম গ্রহণ করত। এমনকি আন্সারীদের মধ্যে কোন একটি ঘরও অবশিষ্ট থাকল না, যেখানে মুসলিমদের একটি দল গড়ে ওঠেনি এবং তারা প্রকাশে ইসলাম প্রচার করেনি। (এই অবস্থার প্রেক্ষিতে) কুরাইশী কাফির মুশরিকরা সামগ্রিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। আমরা বললাম, আর কতকাল আমরা আল্লাহ্র রাসূলকে (সা) এভাবে ফেলে রাখব যে, তিনি মক্কার পাহাড়ে-পাহাড়ে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় তাড়িত হতে থাকবেন? অতঃপর আমাদের মধ্য থেকে তাঁর কাছে হজ্জের মওসুমে সত্তরজন পুরুষ আগমন করে। আমরা 'আকাবার গিরি-সঙ্কটে তাঁর সাথে সাক্ষাতের সময় ধার্য করি। আমরা একজন দু'জন করে তাঁর সাথে সাক্ষাত করি এবং বাইয়াত গ্রহণ করি। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আমরা আপনার

www.waytojannah.com

Contents

কাছে বাইয়াত গ্রহণ করতে চাই। তিনি বললেন, তোমরা এই মর্মে বায়'আত গ্রহণ কর যে, উদ্যম ও আবসাদ সর্বাবস্থায় আনুগত্য করবে, সংকটে ও স্বচ্ছলতায় ব্যয় করবে, সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধ করবে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে তোয়াক্কা করবে না, আর আমি যখন তোমাদের মাঝে (মদীনায়) গমন করবো, তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে, নিরাপত্তার ব্যবস্তা করবে যেভাবে তোমরা তোমাদের নিজেদের ও স্ত্রী-সন্তানদের নিরাপত্তা বিধান করে থাক। বিনিময়ে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। রাবী বলেন, এরপর একে একে আমরা সবাই তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বাইয়াত গ্রহণ করলাম। সর্বপ্রথম তাঁর (রাসূলের) হাত ধরলেন আস'আদ ইব্‌ন যুরারা। তিনি ছিলেন বয়সে সর্বকনিষ্ঠ। তিনি বললেন, হে ইয়াস্‌রিববাসী, শুনে রাখ, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এটা বিশ্বাস করেই আমরা তার কাছে এসেছি। আজ তাকে এ দেশ থেকে বের করে নেওয়ার মাধ্যমে গোটা আরব জাতির সাথে শত্রুতা অবধারিত হয়ে যাবে। তোমাদের শ্রেষ্ঠজনদের রক্ত দিতে হবে এবং তোমাদের উপর তরবারি চালনা করা হবে। সেক্ষেত্রে তোমরা হয়ত ধৈর্য ধারণ করবে। আর তা করতে পারলে আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে তোমাদের প্রতিদান। আর যদি তোমরা তোমাদের জীবনের ভয়ে কাপুরুষতাবশতঃ শঙ্কিত হও; তাও বল। সেটি আল্লাহ্‌র কাছে ওযর হিসেবে গণ্য হতে পারে। সমবেত লোকজন বললেন, হে আশ'আদ তুমি তোমার হাত সরাও (অর্থাৎ রাসূলের (সা) হাত থেকে)। আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা এই বাইয়াতকে কখনও পরিত্যাগ করবো না, কখনও তা ভঙ্গ করবো না। রাবী বলেন, এরপর আমরা তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বাইয়াত গ্রহণ করলাম–এই শর্তে যে, এর বিনিময়ে আল্লাহ্ আমাদেরকে জান্নাত প্রদান করবেন। (আল্লাহ্ তা'আলা এঁদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। [মালিক ও বায়হাকী]

(١٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ وَعَفَّانُ قَالَ ثَنَا رَبِيْعَةُ بْنُ كُلْثُومٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا غَادِيَةَ يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ بِيَمِيْنِكَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَا جَمِيْعًا فِي الْحَدِيْثِ وَخَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثُمَّ قَالَ أَلَا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

(১৩৭) আবূ সা'ঈদ ও 'আফ্‌ফান রবীয়াহ ইব্‌ন কুলসুম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবূ গাদীয়াহকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) কাছে বাইয়াত গ্রহণ করি। আবূ সাঈদ বললেন, আপনার ডান হাত দ্বারা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত দু'জন রাবী বলেন, আমরা সবাই (বাইয়াত) গ্রহণ করলাম।]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আক্বাবার ঐ দিনে আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন, হে লোকসকল, তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের উপর হারাম, সেই দিবস পর্যন্ত যে দিবসে তোমরা তোমাদের মহামহিম রবের সাথে মিলিত হবে। (তোমাদের রক্ত ও সম্পদ এমন সম্মানিত) যেমন তোমাদের জন্য আজকের এই দিন–তোমাদের এই (পবিত্র) মাসে, তোমাদের এই পবিত্র শহর বা জনপদে। আমি কি পৌঁছিয়ে দিতে পেরেছি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (সা) বললেন, হে আল্লাহ্, তুমি সাক্ষী থেকো। এরপরে তিনি বললেন, সাবধান, আমার পরে তোমরা যেন আবার কাফির হয়ে না যাও যে, একে অপরকে হত্যায় মেতে না উঠবে। [হাফিয পূরো হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী ও মুসলিম ইব্‌ন আব্বাসের বর্ণনায় ভাষণের অংশটুকু বর্ণনা করেছেন।]

www.waytojannah.com

(١٣٨) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ فَحَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي كَعْبِ بْنِ الْقَيْنِ أَخُو بَنِي سَلِمَةَ أَنَّ أَخَاهُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ وَكَانَ مِنْ أَعْلَمِ الْأَنْصَارِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَكَانَ كَعْبٌ مِمَّنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ وَبَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا قَالَ خَرَجْنَا فِي حُجَّاجِ قَوْمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ صَلَّيْنَا وَفَقِهْنَا وَمَعَنَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ كَبِيرُنَا وَسَيِّدُنَا فَلَمَّا تَوَجَّهْنَا لِسَفَرِنَا وَخَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ الْبَرَاءُ لَنَا يَا هَؤُلَاءِ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ وَاللهِ رَأْيًا وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَدْرِي تُوَافِقُونِي عَلَيْهِ أَمْ لَا قَالَ قُلْنَا لَهُ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ أَنْ لَا أَدَعَ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ مِنِّي بِظَهْرٍ يَعْنِي الْكَعْبَةَ وَأَنْ أُصَلِّيَ إِلَيْهَا قَالَ فَقُلْنَا وَاللهِ مَا بَلَغَنَا أَنَّ نَبِيَّنَا يُصَلِّي إِلَّا إِلَى الشَّامِ وَمَا نُرِيدُ أَنْ نُخَالِفَهُ فَقَالَ إِنِّي أُصَلِّي إِلَيْهَا قَالَ فَقُلْنَا لَهُ لَكِنَّا لَا نَفْعَلُ فَكُنَّا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ صَلَّيْنَا إِلَى الشَّامِ وَصَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ أَخِي وَقَدْ كُنَّا عِبْنَا عَلَيْهِ مَا صَنَعَ وَأَبَى إِلَّا الْإِقَامَةَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلْهُ عَمَّا صَنَعْتُ فِي سَفَرِي هَذَا فَإِنَّهُ وَاللهِ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ خِلَافِكُمْ إِيَّايَ فِيهِ قَالَ فَخَرَجْنَا نَسْأَلُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا لَا نَعْرِفُهُ لَمْ نَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَقِيَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ تَعْرِفَانِهِ؟ قَالَ قُلْنَا لَا قَالَ فَهَلْ تَعْرِفَانِ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّهُ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَكُنَّا نَعْرِفُ الْعَبَّاسَ كَانَ لَا يَزَالُ يَقْدَمُ عَلَيْنَا تَاجِرًا قَالَ فَإِذَا دَخَلْتُمَا الْمَسْجِدَ فَهُوَ الرَّجُلُ الْجَالِسُ مَعَ الْعَبَّاسِ قَالَ فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَإِذَا الْعَبَّاسُ جَالِسٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ جَالِسٌ فَسَلَّمْنَا ثُمَّ جَلَسْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ هَلْ تَعْرِفُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا أَبَا الْفَضْلِ؟ قَالَ نَعَمْ هَذَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ سَيِّدُ قَوْمِهِ وَهَذَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ فَوَاللهِ مَا أَنْسَى قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّاعِرُ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي خَرَجْتُ فِي سَفَرِي هَذَا وَهَدَانِي اللهُ لِلْإِسْلَامِ فَرَأَيْتُ أَنْ لَا أَجْعَلَ هَذِهِ الْبَنِيَّةَ مِنِّي بِظَهْرٍ فَصَلَّيْتُ إِلَيْهَا وَقَدْ خَالَفَنِي أَصْحَابِي فِي ذَلِكَ حَتَّى وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَمَاذَا تَرَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ لَقَدْ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا قَالَ فَرَجَعَ الْبَرَاءُ إِلَى قِبْلَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى مَعَنَا إِلَى الشَّامِ قَالَ وَأَهْلُهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ حَتَّى مَاتَ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَمَا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ قَالَ وَخَرَجْنَا إِلَى الْحَجِّ فَوَاعَدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَقَبَةَ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْحَجِّ وَكَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وَعَدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ أَبُو جَابِرٍ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا وَكُنَّا نَكْتُمُ مَنْ مَعَنَا مِنْ قَوْمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمْرَنَا فَكَلَّمْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ يَا أَبَا جَابِرٍ إِنَّكَ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا وَشَرِيفٌ مِنْ أَشْرَافِنَا وَإِنَّا نَرْغَبُ بِكَ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ أَنْ تَكُونَ حَطَبًا لِلنَّارِ غَدًا ثُمَّ دَعَوْتُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبَرْتُهُ

www.waytojannah.com

بِبَيْعَادِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ وَشَهِدَ مَعَنَا الْعَقَبَةَ وَكَانَ نَقِيبًا قَالَ فَنِمْنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَعَ قَوْمِنَا فِي رِحَالِنَا حَتَّى إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ خَرَجْنَا مِنْ رِحَالِنَا لِمِيعَادِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَسَلَّلُ مُسْتَخْفِينَ تَسَلُّلَ الْقَطَا حَتَّى اجْتَمَعْنَا فِي الشِّعْبِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ وَنَحْنُ سَبْعُونَ رَجُلًا وَمَعَنَا امْرَأَتَانِ مِنْ نِسَائِهِمْ نَسِيبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ أُمُّ عُمَارَةَ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي سَلِمَةَ وَهِيَ أُمُّ مَنِيعٍ۔

(১৩৮) কা'ব ইব্ন মালিক থেকে বর্ণিত, যিনি স্বয়ং আক্বাবায় উপস্থিত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) হাতে তথায় বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমরা আমাদের গোত্রের মুশরিক হাজীদের সাথে (মিলেমিশে হজ্জের উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হলাম। আমরা ইতোমধ্যে সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হয়েছি ও দীন সম্পর্কে (কিছুটা) জ্ঞান লাভ করেছি। আমাদের (এই কাফেলার) সাথে ছিলেন বারা ইব্ন সা'রূর, আমাদের প্রবীণ মুরুব্বী ও গোত্রপতি। আমরা সফরের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হতেই বারা আমাদেরকে বললেন, হে লোকসকল শোন, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি নিজে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছি। আল্লাহ্‌র শপথ, আমি জানি না তোমরা আমার এই সিদ্ধান্তের সাথে একমত হবে কি না! আমরা তাঁকে বললাম, সেটি কী? তিনি বললেন, আমি স্থির করেছি যে, আমি এই (পবিত্র) গৃহ কা'বাকে সালাতের সময় আমার পেছনে রাখবো না, (বরং) কা'বার দিকে ফিরেই সালাত আদায় করবো। আমরা তাকে বললাম, আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে আমাদের নবী (সা) সিরিয়ার দিকে (বাইতুল মাক্‌দিস) মুখ করেই সালাত আদায় করেন। আমরা তাঁর বিরোধিতা করতে চাই না। তিনি বললেন, আমি কা'বার দিকেই সালাত আদায় করবো; আমরা বললাম, কিন্তু আমরা তা করতে পারবো না। সুতরাং সালাতের ওয়াক্ত হলে আমরা সিরিয়ার দিকে আর তিনি কাবা শরীফের দিকে মুখ করে সালাত করতে থাকলেন এবং এই অবস্থাতেই আমরা মক্কায় এসে পৌঁছলাম। রাবী বলেন (আমার ভাই বলেছেন) আমরা গোটা রাস্তায় এ বিষয়ে তাঁকে তিরস্কার করতে করতে এসেছি, কিন্তু তিনি তার জিদে অটল থেকেছেন এবং আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করেছেন। মক্কায় পৌঁছার পর তিনি আমাকে বললেন, ভাতিজা, আমাকে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) কাছে নিয়ে চলো। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করবো, সারাপথে আমি যা করেছি (যেভাবে সালাত আদায় করেছি) তা ঠিক হলো কি না? এ বিষয়ে তোমাদেরকে যেভাবে আমার বিরুদ্ধে কাজ করতে দেখেছি, তাতে আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে।

রাবী বলেন, অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) সন্ধানে বের হলাম। আমরা তাঁকে চিনতাম না এবং ইতিপূর্বে আমরা তাঁকে কখনও দেখিনি। (এমন সময়) জনৈক মক্কাবাসীর সাথে দেখা হলো; আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোথায় আছেন? লোকটি জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি তাঁকে চেন? আমরা বললাম, না। সে বললো, তাঁর চাচা আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবকে কি চেন? আমরা বললাম, হ্যাঁ।

রাবী বলেন, আমরা আব্বাসকে আগে থেকেই চিনতাম। (কারণ) তিনি আমাদের এলাকা দিয়ে ব্যবসায় উপলক্ষে যাতায়াত করতেন। মক্কাবাসী লোকটি বললো, তোমরা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে যাঁকে আব্বাসের সাথে উপবিষ্ট দেখতে পাবে, তিনিই সেই ব্যক্তি। আমরা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলাম এবং দেখতে পেলাম আব্বাস বসে আছেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) তার পাশেই বসে আছেন। আমরা সালাম জানিয়ে তাঁর কাছে বসে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আব্বাসকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি

www.waytojannah.com

এ দু'জনকে চিনেন, হে আবুল ফযল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইনি হচ্ছেন গোত্রপতি বারা ইব্ন মা'রূর; আর ইনি হলেন– কা'ব ইব্ন মালিক। এ কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন, কবি কা'ব? আল্লাহ্র শপথ, তার এ কথাট আমি কোন দিনও ভুলব না। আব্বাস বললেন, হ্যাঁ। তখন রাবী বললেন, হে আল্লাহ্র নবী, আমি সফরে বের হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ আমাকে ইসলাম গ্রহণের তওফীক দিয়েছেন। এরপর আমি নিজেই সিদ্ধান্ত নিলাম যে এই গৃহকে (কাবা শরীফকে) পেছনে রেখে সালাত আদায় করবো না। সেমতে আমি ঐভাবেই সালাত আদায় করে আসছি। কিন্তু আমার সাথীরা আমার মতের বিরোধিতা করেছে। সুতরাং আমার মনে সংশয়ের উদ্রেক হয়েছে। হে আল্লাহ্র রাসূল, এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী? রাসূল (সা) বললেন, তুমি একটি কিবলার অনুসরণ করতে, সুতরাং ধৈর্য্য ধারণ করে সেই কিবলার অনুসরণ করাই শ্রেয় ছিল। রাবী বলেন, এরপর বারা রাসূলের অনুসৃত কিবলার দিকে ফিরে আসেন এবং আমাদের সাথে সিরিয়ার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে থাকেন। রাবী বলেন, তবে বারার পরিজন বা আত্মীয় স্বজনরা মনে করে থাকে যে, তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কা'বার দিকে মুখ করেই সালাত আদা"য় করে গেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি ঠিক নয় যেরূপ তারা বর্ণনা করেছে। কারণ, বারা সম্পর্কে তাদের চেয়ে আমরাই বেশী জানি। এরপর আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আইয়্যামে তাশ্রীকের মাঝামাঝি সময়ে আমরা রাসূলের (সা) সাথে মিলিত হওয়ার ওয়াদা করলাম। যেদিন হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ হলো, তার পরবর্তী রাতটিই ছিল রাসূলের (সা) সাথে আমাদের মিলিতহ হওয়ার প্রতিশ্রুত রাত। তখন আমাদের সাথে ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন হারম আবূ জাবির। তিনি ছিলেন আমাদের অন্যতম নেতা। তাকেও আমরা সাথে নিলাম। কিন্তু আমাদের সফরসঙ্গী আমাদের গোত্রের মুশরিকদের কাছ থেকে আমাদের (পরিকল্পিত) বিষয়টি গোপন করে রেখেছিলাম। আমরা আবূ জাবিরকে বললাম, হে আবূ জাবির, আমাদের অন্যতম সম্মানিত নেতা! আপনি যে জীবন-পদ্ধতি অনুসরণ করে চলছেন, এটি আমদের বিবেচনায় অত্যন্ত গর্হিত ব্যাপার। এর কারণে আপনি আগামী দিনে (পরকালে) জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হোন, তা আমরা চাই না। এরপর আমি তাঁকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলাম এবং রাসূলের (সা) সাথে আমাদের মিলিত হওয়ার নির্ধারিত সময়ের কথা জানালাম। আবু জাবির তখন ইসলাম কবুল করলেন এবং আমাদের সাথে আকাবার বাইয়াতে অংশগ্রহণ কররেন। তিনি ছিলেন একজন নকীব (আহ্বায়ক বা সর্দার)। রাবী বলেন, সেই রাতে আমরা কওমের অন্যান্য লোকদের সাথে কাফিলার মধ্যেই নিদ্রা গেলাম। রাত এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমরা অতি সন্তর্পণে রাসূলকে (সা) দেওয়া প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আকাবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। নিশাচর পাখির ন্যায় অতি সন্তর্পণে ও গোপনে পথ চলতে চলতে আমরা আকাবার গিরিসংকটে গিয়ে সমবেত হলাম। আমরা সংখ্যায় সত্তরজন পুরুষ। দুইজন স্ত্রীলোকও ছিলেন। তাঁরা হলেন নু'সাইবা বিনতি কা'ব, যিনি উমারার মাতা ও বনূ মাযিন ইব্নন্ নাজ্জার গোত্রীয় মহিলা। অপরজন আসমা বিনতি আমর ইব্ন 'আদী ইব্ন সাবিত, ইনি উম্মু মানী' (বা মানী'র মাতা) ও বনূ সালামার জনৈকা মহিলা।

قَالَ فَاجْتَمَعْنَا بِالشِّعْبِ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَنَا وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ إِلَّا أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ ابْنِ أَخِيهِ وَيَتَوَثَّقُ لَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوَّلَ مُتَكَلِّمٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ قَالَ وَكَانَتِ الْعَرَبُ مِمَّا يُسَمُّونَ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ الْخَزْرَجَ أَوْسَهَا وَخَزْرَجَهَا إِنَّ مُحَمَّدًا مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ وَقَدْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَوْمِنَا مِمَّنْ هُوَ عَلَى مِثْلِ رَأْيِنَا فِيهِ وَهُوَ فِي عِزٍّ مِنْ قَوْمِهِ وَمَنَعَةٍ فِي بَلَدِهِ قَالَ فَقُلْنَا قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْتَ فَتَكَلَّمْ يَا رَسُولَ اللهِ فَخُذْ لِنَفْسِكَ

www.waytojannah.com

وَلِرَبِّكَ مَا أَحْبَبْتَ قَالَ فَتَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَا وَدَعَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَغَّبَ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ قَالَ فَأَخَذَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَنَمْنَعَنَّكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أُزُرَنَا فَبَايِعْنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَنَحْنُ أَهْلُ الْحُرُوبِ وَأَهْلُ الْحَلْقَةِ وَرِثْنَاهَا كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ قَالَ فَاعْتَرَضَ الْقَوْلَ وَالْبَرَاءُ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الرِّجَالِ حِبَالًا وَإِنَّا قَاطِعُوهَا يَعْنِي الْعُهُودَ فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ نَحْنُ فَعَلْنَا ذَلِكَ ثُمَّ أَظْهَرَكَ اللهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى قَوْمِكَ وَتَدَعَنَا؟ قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَلِ الدَّمَ الدَّمَ وَالْهَدْمَ الْهَدْمَ أَنَا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنِّي أُحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ وَأُسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُمْ.

...রাবী (কা'ব ইব্ন মালিক রা) বলেন, আমরা গিরিসংকটে সমবেত হয়ে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) প্রতীক্ষায় ছিলাম। এমন সময় তিনি তাঁর চাচা 'আব্বাস ইব্ন 'আব্দুল মুত্তালিবকে সাথে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। আব্বাস তখনও তার কওমের দ্বীনের উপর ছিলেন (তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি)। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ভাতিজার এই গুরুত্বপর্ণ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করা এবং তাঁর নিরাপত্তা বিধানের পক্ষেই রাসূলের (সা) সাথে এসেছিলেন। আমরা যখন (বৈঠকে) বসলাম, তখন সর্বপ্রথম কথা বললেন আব্বাস। তিনি বললেন, হে খাযরাজ গোত্রের সম্মানীয়) লোকজন, (রাবী বলেন, উল্লেখ্য যে, আরবরা আন্‌সারীদেরকে সাধারণভাবে খাযরাজ নামে অভিহিত করত, তা খাযরাজ গোত্রের লোকই হোক বা আওস গোত্রের হোক।) মুহাম্মদ আমাদের মধ্যে কিরূপ মর্যাদার অধিকারী তা আপনাদের নিশ্চয় জানা আছে। আমরা তাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ের এমন সব লোকদের যুলুম-নির্যাতন থেকে রক্ষা করেছি, যারা তাঁর ব্যাপারে আমাদের মতই ধারণা রাখে। ফলে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ে সম্মান ও স্বদেশে নিরাপত্তার সাথেই আছেন। রাবী বলেন, আমরা বললাম, (হে আবুল ফযল আল-আব্বাস) আমরা আপনার বক্তব্য শুনলাম। এবার আপনি বলুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) এবং আপনার ও আপনার রবের পক্ষে যেরূপ প্রতিশ্রুতি আপনি পছন্দ করবেন, সেইরূপ গ্রহণ করুন।

এবার আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) তাঁর কথা বললেন। প্রথমে তিনি আল-কুরআন থেকে তিলাওয়াত করলেন, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর দরবারে দোয়া করলেন এবং ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে (সবাইকে) অনুপ্রাণিত করলেন। তারপর বললেন, আমি আপনাদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি প্রত্যাশা করি যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে যেভাবে রক্ষা করে থাকো, আমাকেও সেভাবে রক্ষা করবে। (তৎক্ষনাৎ) বারা ইব্ন মা'রূর রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) হাত ধরে বললেন, হ্যাঁ। যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, আমরা যেভাবে আমাদের স্ত্রী-স্বজনদের রক্ষা করে থাকি, আপনাকেও সেভাবে রক্ষা করবো। অতঃপর আমরা রাসূলের (সা) হাতে এই মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলাম (এবং আমরা তাঁকে এও জানালাম যে,) আমরা যুদ্ধ ও অস্ত্রের মধ্যেই লালিত পালিত। আমরা বংশানুক্রমে (উত্তরাধিকার সূত্রে) যোদ্ধা জাতি।

রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) সাথে বারার কথাবার্তা শেষ হতে না হতেই তায়্যিহান বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) বনূ আবদুল আশ্‌হাল গোত্র অর্থাৎ ইয়াহুদীদের সাথে আমাদের মৈত্রী চুক্তি রয়েছে, আমরা তা ছিন্ন করতে চাচ্ছি। আমরা তা করার পর (ইয়াহুদীদের সাথে মৈত্রী চুক্তি ছিন্ন করার পর) আল্লাহ্ যদি আপনাকে বিজয় দান করেন, আপনি কি আমাদেরকে পরিত্যাগ করে নিজ গোত্রে ফিরে

www.waytojannah.com

যাবেন? একথা শুনে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) মুচকি হেসে বললেন, আমি বরং তোমাদের জীবন-মরণ ও সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গী হয়ে থাকবো, আমি (চিরদিন) তোমাদের থাকব এবং তোমরাও আমার থাকবে। তোমাদের রক্তপাতকে আমার রক্তপাত বলে মনে করবো। তোমরা যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আমিও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো, আর তোমরা যার সাথে আপোষ বা সন্ধি করবে, আমিও তাদের সাথে আপোষ করবো।...

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرِجُوا إِلَيَّ مِنْكُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا يَكُونُونَ عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَخْرَجُوا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا مِنْهُمْ تِسْعَةٌ مِنَ الْخَزْرَجِ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوْسِ وَأَمَّا مَعْبَدُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنِي فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ ضَرَبَ عَلَى يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ ثُمَّ تَتَابَعَ الْقَوْمُ فَلَمَّا بَايَعَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَخَ الشَّيْطَانُ مِنْ رَأْسِ الْعَقَبَةِ بِأَبْعَدِ صَوْتٍ سَمِعْتُهُ قَطُّ يَا أَهْلَ الْجُبَاجِبِ وَالْجُبَاجِبُ الْمَنَازِلُ هَلْ لَكُمْ فِي مُذَمَّمٍ وَالصُّبَاةُ مَعَهُ؟ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى حَرْبِكُمْ قَالَ عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ مَا يَقُولُهُ عَدُوُّ اللهِ مُحَمَّدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَزَبُّ الْعَقَبَةِ هَذَا ابْنُ أَزْيَبَ اسْمَعْ أَيْ عَدُوَّ اللهِ أَمَا وَاللهِ لَأُفْرُغَنَّ لَكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفَعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ نَضْلَةَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَئِنْ شِئْتَ لَنَمِيلَنَّ عَلَى أَهْلِ مِنًى غَدًا بِأَسْيَافِنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ فَرَجَعْنَا فَنِمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا غَدَتْ عَلَيْنَا جُلَّةُ قُرَيْشٍ حَتَّى جَاءُونَا فِي مَنَازِلِنَا فَقَالُوا يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ إِلَى صَاحِبِنَا هَذَا تَسْتَخْرِجُونَهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا وَتُبَايِعُونَهُ عَلَى حَرْبِنَا وَاللهِ إِنَّهُ مَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ أَبْغَضَ إِلَيْنَا أَنْ تَنْشَبَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مِنْكُمْ قَالَ فَانْبَعَثَ مَنْ هُنَالِكَ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِنَا يَحْلِفُونَ لَهُمْ بِاللهِ مَا كَانَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ وَمَا عَلِمْنَاهُ وَقَدْ صَدَقُوا لَمْ يَعْلَمُوا مَا كَانَ مِنَّا قَالَ فَبَعْضُنَا يَنْظُرُ إِلَى بَعْضٍ قَالَ وَقَامَ الْقَوْمُ وَفِيهِمُ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ جَدِيدَانِ قَالَ فَقُلْتُ كَلِمَةً كَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُشْرِكَ الْقَوْمَ بِهَا فِيمَا قَالُوا مَا تَسْتَطِيعُ يَا أَبَا جَابِرٍ وَأَنْتَ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا أَنْ تَتَّخِذَ نَعْلَيْنِ مِثْلَ نَعْلَيْ هَذَا الْفَتَى مِنْ قُرَيْشٍ فَسَمِعَهَا الْحَارِثُ فَخَلَعَهُمَا ثُمَّ رَمَى بِهِمَا إِلَيَّ فَقَالَ وَاللهِ لَتَنْتَعِلَنَّهُمَا قَالَ يَقُولُ أَبُو جَابِرٍ أَحْفَظَتْ وَاللهِ الْفَتَى فَازْدُدْ عَلَيْهِ نَعْلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ وَاللهِ لَا أَرُدُّهُمَا فَأْلٌ وَاللهِ صَالِحٌ وَاللهِ لَئِنْ صَدَقَ الْفَأْلُ لَأَسْلُبَنَّهُ فَهَذَا حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ الْعَقَبَةِ وَمَا حَضَرَ مِنْهَا

(এ পর্যায়ে) রাসূল (সা) বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে বারজন প্রতিনিধি (নকীব) চয়ন করে আমার কাছে পাঠাও, যেন তাঁরা নিজ নিজ গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে (এবং এই বাইয়াতে সামিল করে নিতে পারে)। তখন তাঁরা তাঁদের মধ্য থেকে বারজন নকীব ঠিক করেন; তন্মধ্যে নয়জন খাযরাজ ও তিনজন আউস গোত্রীয়। যিনি সর্বপ্রথম রাসূলের (সা) হাত ধরে বাইআত করেন, তিনি ছিলেন বারা ইব্‌ন মা'রূর। পরে তিনি তাঁর নিজের গোত্রকে ঐ বাইআতে শামিল করে নেন। রাবী বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে বাই'আত সম্পন্ন করলাম, তখন আক্বাবার পর্বত শীর্ষ থেকে শয়তান এমন জোরে

www.waytojannah.com

চিৎকার করে উঠলো যে ওরকম বিকট চিৎকার আমি আর কোন দিন শুনিনি। সে চিৎকার করে বলছিল, হে মীনার অধিবাসীরা, তোমরা কি লক্ষ্য করলে না, এই যে 'মুযাম্মাম' নিন্দিত ব্যক্তির সাথে ধর্মত্যাগীরা যোগসাজস করে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছে গেছে? (ইব্ন ইসহাক বলেন, আল্লাহ্‌র শত্রুরা মুহাম্মদ (সা)-কে 'মুযাম্মাম' বলতো। অর্থাৎ মুহাম্মদ হচ্ছে প্রশংসিত–নন্দিত, কিন্তু তারা বলতো মুযাম্মাম বা নিন্দিত।) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এটি হচ্ছে আকাবার শয়তান আযেব ইব্ন উযাইবের চিৎকার। শুনে রাখ, হে আল্লাহ্‌র দুশমন, আল্লাহ্‌র শপথ, তোর আধিপত্যের দিন অবশ্যই শেষ হতে যাচ্ছে। অতঃপর রাসূল (সা) আমাদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা নিজ নিজ কাফিলায় ফিরে যাও। (এই সময়) আব্বাস ইব্ন উবাদা ইব্ন নাদ্‌লা বললেন, যে মহান সত্ত্বা আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ, আপনি চাইলে আমরা আগামীকাল সকলেই মীনায় অবস্থানকারী (মুশরিকদের উপর) তরবারী নিয়ে হামলা চালাবো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি এ ব্যাপারে (এখনও) আদিষ্ট হইনি। অতঃপর আমরা কাফিলায় ফিরে আসলাম এবং সকাল পর্যন্ত নিদ্রায় কাটালাম। সকাল হতেই কুরাইশদের এক বিরাট দল আমাদেরকে ঘিরে ধরলো। এমনকি তারা আমাদের শিবিরে প্রবেশ করে বললো, হে খাযরাজ গোত্রের লোকজন, আমরা জানতে পেরেছি যে, তোমরা আমাদের গোত্রীয় সাথীকে (মুহাম্মদকে) আমাদের কাছ থেকে বের করে নিয়ে যেতে এসেছ এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছ। আল্লাহ্‌র শপথ, আরবের অন্য কোন গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার চেয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া আমাদের কাছে সবচেয়ে অপ্রীতিকর। (তাদের এসব কথা শুনে) আমাদের কাফিলার গোত্রীয় মুশরিকরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে তাদেরকে বলতে লাগলো, এ ধরনের কোন কিছু ঘটেনি (বা কোন ষড়যন্ত্র হয়নি) এবং আমরা এর কিছুই জানি না। বস্তুতঃ তারা সত্য কথাই বলছিল,কারণ তারা আমাদের ঐ বিষয়ে কিছুই জানতে পারেনি। (এই সময় আমরা কোন কথা না বলে) আমরা একে অপরের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। তখন কুরাইশী কাফিররা হারিছ ইব্নল মুগীরা আল-মাখযূমীসহ দণ্ডায়মান হলো; হারিছের পায়ে ছিল এক জোড়া নতুন জুতা। রাবী বলেন, তখন আমি কুরাইশীদের মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষিত করার লক্ষ্যে বললাম, হে আবূ জাবির, আপনি আমাদের অন্যতম প্রধান নেতা। আপনি কি কুরাইশী এই যুবকের (হারিছ) জুতার ন্যায় এক জোড়া জুতা ব্যবহার করতে পারেন না? হারিছ আমার কথাটি শুনতে পায় এবং জুতাজোড়া খুলে আমার দিকে নিক্ষেপ করে দিয়ে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি এগুলো পায়ে পড়ে নাও। আবূ জাবির (রা) বললেন, হায়, তুমি তো এই যুবকটিকে ক্ষেপিয়ে দিলে, তার জুতাগুলো ফেরত দাও। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তা ফেরত দেব না। এটি একটি শুভ লক্ষণ। এই লক্ষণ যদি সত্য হয়, তাহলে আমি অবশ্য যুদ্ধের ময়দানে একে পরাজিত করে তা ছিনিয়ে নেব। [ইব্ন হিশাম ইব্ন ইসহাক থেকে।]

(١٣٩) عَنْ عَامِرٍ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ إِلَى السَّبْعِيْنَ مِنَ الْأَنْصَارِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِيَتَكَلَّمْ مُتَكَلِّمُكُمْ وَلَا يُطِيْلُ الْخُطْبَةَ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَيْنًا وَإِنْ يَعْلَمُوا بِكُمْ يَفْضَحُوكُمْ فَقَالَ قَائِلُهُمْ وَهُوَ أَبُو أُمَامَةَ سَلْ يَا مُحَمَّدُ لِرَبِّكَ مَا شِئْتَ ثُمَّ سَلْ لِنَفْسِكَ وَلِأَصْحَابِكَ مَا شِئْتَ ثُمَّ أَخْبِرْنَا مَا لَنَا مِنَ الثَّوَابِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَيْكُمْ إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ؟ قَالَ فَقَالَ أَسْأَلُكُمْ لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَسْأَلُكُمْ لِنَفْسِي وَلِأَصْحَابِي أَنْ تُؤْوُونَا وَتَنْصُرُونَا وَتَمْنَعُونَا مِمَّا مَنَعْتُمْ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ قَالُوا فَمَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ؟ قَالَ لَكُمُ الْجَنَّةُ قَالُوا فَلَكَ ذَلِكَ.

www.waytojannah.com

(১৩৯) আমির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর চাচা আব্বাসসহ আকাবার নিকট একটি বৃক্ষের নীচে সত্তরজন আন্সারীর সাথে মিলিত হতে গমন করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যিনি (মুখপাত্র) তিনি কথা বলা শুরু করুন। তিনি বক্তব্যের ভূমিকা যেন দীর্ঘ না করেন। কারণ, আপনাদের উপর মুশরিকদের চোখ (গুপ্তচর) রয়েছে। যদি তারা আপনাদের সম্পর্কে জেনে যায়, তবে তারা আপনাদের নিগৃহীত করবে। তখন তাঁদের মধ্যকার মুখপাত্র আবূ উমামা বললেন, হে মুহাম্মদ আপনি আপনার রবের জন্য (আমাদের কাছে) কী প্রত্যাশা করেন? তা ব্যক্ত করুন। এরপর আপনার নিজের জন্য এবং আপনার সাহাবীগণের জন্য কী চান, তা ব্যক্ত করুন। অতঃপর আপনি আমাদেরকে সংবাদ প্রদান করুন–যদি আমরা আপনার কথামত সবকিছু ঠিকঠাক সম্পন্ন করি, তাহলে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু এবং আপনারা আমাদেরকে কী প্রতিদান দিবেন? রাসূল (সা) বললেন, আমার মহান রবের জন্য তোমাদের কাছে আমার প্রত্যাশা হচ্ছে– তোমরা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না। আর আমার ও আমার সাহাবীগণের জন্য প্রত্যাশা হচ্ছে–তোমরা আমাদের আশ্রয় দিবে, সাহায্য করবে এবং এমনভাবে নিরাপত্তা বিধান করবে যেমন তোমরা নিজেদের জন্য করে যাও। তারা বললো, আমরা এরূপ করলে আমাদের প্রতিদান কী? রাসূল (সা) বললেন, তোমাদেরকে দেওয়া হবে জান্নাত। তখন তারা বললেন, ঠিক আছে, আপনি যা বললেন তাই হবে।

وعنه من طريق ثان عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ نَحْوَ هَذَا قَالَ وَكَانَ أَبُو مَسْعُودٍ أَصْغَرَهُمْ سِنًّا.

আমির থেকে দ্বিতীয় একটি সনদে আবূ মাসউদ আল-আনসারী থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে–আবূ মাসউদ ছিলেন বয়সে সবচেয়ে কনিষ্ঠ। [ইব্ন কাছীর, বায়হাকী ও আহমদ]

www.waytojannah.com

ابواب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة الى المدينة
রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ কর্তৃক মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত

باب اذنه صلى الله عليه وسلم لاصحابه بالهجرة من مكة الى المدينة
পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্র রাসূল (সা) কর্তৃক তাঁর সাহাবীগণকে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি প্রদান

(١٤٠) عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ قَالَ فَجَعَلَا يُقْرِئَانِ النَّاسَ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلَالٌ وَسَعْدٌ قَالَ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِيْ عِشْرِيْنَ ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ قَطُّ فَرَحَهُمْ بِهِ حَتّٰى رَأَيْتُ الْوَلَائِدَ وَالصِّبْيَانَ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَاءَ قَالَ فَمَا قَدِمَ حَتّٰى قَرَأْتُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى فِيْ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ.

(১৪০) আবূ ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বারা ইব্ন আযিবকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্র (সা) সাহাবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম যাঁরা আমাদের কাছে (মদীনায়) আগমন করেন, তাঁরা হলেন মুস'আব ইব্ন 'উমাইর ও ইব্ন উম্মি মাক্তূম। তাঁরা এসেই) মানুষকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিতে শুরু করেন। এরপর (একে একে) আগমন করেন– 'আম্মার, বিলাল ও সা'দ। এরপর আসেন 'উমর ইব্নল খাত্তাব (রা) বিশজনের দল নিয়ে। এরপর আগমন করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)। তাঁর আগমনে মদীনাবাসীগণ যেরূপ খুশী হয়েছিল, আমি তাদেরকে ঐরূপ খুশী হতে আর কখনও দেখিনি। (খুশীর আতিশয্যে) এমনকি ছোট ছোট বাচ্চা-শিশুরা পর্যন্ত বলতে লাগলো, এই যে (আমাদের মাঝে) আল্লাহ্র রাসূল (সা) এসে গেছেন। তিনি আসার সময়ই আমি দীর্ঘ সূরার অন্যতম সাব্বিহিস্মা রাব্বিকাল আ'লা سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى পাঠ করে ফেলেছি। [এই হাদীসটি বুখারী সুদীর্ঘ আকারে একাধিক স্থানে উদ্ধৃত করেছেন। তাছাড়া মুসলিম আবূ কুরাইব বর্ণনা করেছেন।]

باب تامر كفار قريش على قتل النبى صلى الله عليه وسلم وأمر الله عز وجل له بالهجرة
পরিচ্ছেদ : কুরাইশ গোত্রীয় কাফির সম্প্রদায় কর্তৃক রাসূল (সা) কে হত্যার ষড়যন্ত্র এবং আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু কর্তৃক হিজরতের নির্দেশ

(١٤١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ) قَالَ تَشَاوَرَتْ قُرَيْشٌ لَيْلَةً بِمَكَّةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَصْبَحَ فَأَثْبِتُوْهُ بِالْوَثَاقِ يُرِيْدُوْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلِ اقْتُلُوْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ أَخْرِجُوْهُ فَأَطْلَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ عَلٰى ذٰلِكَ فَبَاتَ عَلِيٌّ عَلٰى فِرَاشِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ

www.waytojannah.com

اللَّيْلَةَ وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَحِقَ بِالْغَارِ وَبَاتَ الْمُشْرِكُونَ يَحْرُسُونَ عَلِيًّا يَحْسَبُونَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحُوا ثَارُوا إِلَيْهِ فَلَمَّا رَأَوْا عَلِيًّا رَدَّ اللهُ مَكْرَهُمْ فَقَالُوا أَيْنَ صَاحِبُكَ هَذَا؟ قَالَ لَا أَدْرِى فَاقْتَصُّوا أَثَرَهُ فَلَمَّا بَلَغُوا الْجَبَلَ خُلِّطَ عَلَيْهِمْ فَصَعِدُوا فِي الْجَبَلِ فَمَرُّوا بِالْغَارِ فَرَأَوْا عَلَى بَابِهِ نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ فَقَالُوا لَوْ دَخَلَ هَاهُنَا لَمْ يَكُنْ نَسْجُ الْعَنْكَبُوتِ عَلَى بَابِهِ فَمَكَثَ فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ.

(১৪১) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ ("অর্থাৎ যখন কাফিররা আপনার ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করছিল...)" সম্পর্কে বলেন, এক রাত্রে কুরাইশরা মক্কায় বসে ষড়যন্ত্র করলো। তাদের কেউ বললো, সকাল হলে পর তাকে অর্থাৎ নবী (সা) কে শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে ফেলবে। কেউ কেউ বললো, বরং তাকে হত্যা করে ফেলবে। আবার কেউ কেউ বললো, তাকে বহিষ্কার করে দিবে। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু তাঁর নবীকে (সা) তাদের এই ষড়যন্ত্রের বিষয়ে অবহিত করে সতর্ক করেছেন। সেমতে সেই রাত্রে আল্লাহ্‌র নবীর (সা) বিছানায় আলী (রা) শয়ন করেন এবং নবী (সা) বের হয়ে গিয়ে পর্বতগুহায় পৌঁছান। মুশরিকরা সারা রাত আলীকে (রা) পাহাড়া দিয়ে রাখে এই ভেবে যে, ইনিই নবী (মুহাম্মদ (সা))। কিন্তু সকাল বেলায় তারা যখন তাঁর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো, তখন দেখতে পেল তিনি (রা)। এইভাবে আল্লাহ্ তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। তখন তারা বললো, তোমার সঙ্গী কোথায়? আলী (রা) বললেন, জানি না। তারা (কালবিলম্ব না করে) তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করে খোঁজাখুজি করতে লাগলো। পর্বতের কাছে পৌঁছে বিভ্রান্ত হলো (অর্থাৎ পদচিহ্ন হারিয়ে ফেললো)। (তারপরও) তারা পর্বতে আরোহণ করলো। সেই গুহার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তারা লক্ষ্য করলো গুহার প্রবেশমুখে মাকড়সার জাল। (এই দেখে) তারা বললো, (মুহাম্মদ) যদি এখানে প্রবেশ করতো, তাহলে এর প্রবেশদ্বারে মাকড়সার জাল থাকতো না। অতঃপর আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) সেখানে তিন রাত অবস্থান করেন। [এই হাদীসের বরাত "কিতাবুল খিলাফাহ ওয়াল ইসারাহ" অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্র.]

(١٤٢) وعنه ايضا قَالَ لَبِسَ ثَوْبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَامَ مَكَانَهُ قَالَ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَرْمُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ نَائِمٌ قَالَ وَأَبُو بَكْرٍ يَحْسَبُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ قَالَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ انْطَلَقَ نَحْوَ بِئْرِ مَيْمُونٍ فَأَدْرِكْهُ قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ فَدَخَلَ مَعَهُ الْغَارَ قَالَ وَجَعَلَ عَلِيٌّ يُرْمَى بِالْحِجَارَةِ كَمَا كَانَ يُرْمَى نَبِيُّ اللهِ وَهُوَ يَتَضَوَّرُ قَدْ لَفَّ رَأْسَهُ فِي الثَّوْبِ لَا يُخْرِجُهُ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ كَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالُوا إِنَّكَ لَلَئِيمٌ كَانَ صَاحِبُكَ نَرْمِيهِ فَلَا يَتَضَوَّرُ وَأَنْتَ تَتَضَوَّرُ وَقَدِ اسْتَنْكَرْنَا ذَلِكَ.

(১৪২) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) আল্লাহ্‌র নবীর (সা) বস্ত্র পরিধান করে তাঁর শয়নস্থানে নিদ্রা যান। এদিকে মুশরিকরা আল্লাহ্‌র রাসূলকে (সা) লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করছিল। এমতাবস্থায় আবূ বকর (রা) (নবীগৃহে) আগমন করেন। আলী (রা) (নবীর বস্ত্র পরিহিত অবস্থায়) তখনও নিদ্রিত বা শায়িত। আবূ বকর ভেবেছিলেন, নিশ্চয় ইনিই আল্লাহ্‌র নবী (সা)। তাই তিনি "হে আল্লাহ্‌র নবী" বলে তাঁকে ডাক দিলেন। তখন আলী (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র নবী (সা)

www.waytojannah.com

"বি'র-ই-মায়মূন"-এর দিকে চলে গেছেন। আবূ বকর (রা) নবীকে (সা) নির্ধারিত স্থানে পেয়ে যান এবং চলতে চলতে নবীর (সা) সাথে গুহায় প্রবেশ করেন। (এদিকে কাফিরদের পক্ষ থেকে) আলীর উপর (রাতভর) পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, যেমনটি আল্লাহ্‌র নবীর (সা) উপর করা হতো। আর তিনি পাথরের আঘাত থেকে নিজকে রক্ষা করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। তিনি বস্ত্র দ্বারা তাঁর মাথা আবৃত করে রেখেছিলেন এবং সকাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা খোলেননি। সকালে যখন তিনি মাথা থেকে কাপড় সরিয়ে নিলেন, তখন কাফিররা বললো, তুমি নিশ্চয় ধিকৃত। আমরা তোমার সঙ্গীর (মুহাম্মদের) উপর পাথর ছুড়ে মারতাম, কিন্তু সে উহ্-আহ্ করতো না, কিন্তু তুমি তা করেছ। এই বিষয়টি আমাদেরকে সংশয়াপন্ন করেছিল। (কারণ, রাসূলের (সা) কাছ থেকে পাথর নিক্ষেপকালীন সময়ে এ ধরনের আচরণটি ছিল তাদের কাছে অপরিচিত)।

(١٤٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ (وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا).

(১৪৩) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় অবস্থান করছিলেন। এরপর (নির্ধারিত সময়ে) তাঁকে হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং তাঁর উপর এই আয়াত নযিল হয়,

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.

"এবং আপনি বলুন, হে আমার রব আমাকে প্রবেশ করান কল্যাণের সাথে এবং আমাকে বের করেন কল্যাণের সাথে এবং আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।" (বনী ইসরাইল ঃ ৮০)

[এই হাদীসের ব্যাখ্যা, সনদ ও তাখরীজ ১৮শ খণ্ডের ২৩১ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্র.।]

باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم واختياره ابا بكر رضى الله عنه ليكون رفيقه فى الهجرة وتجهيزهما لذلك وخروجهما من مكة الى ان دخلا غار ثور.

পরিচ্ছেদ : নবী (সা) এর হিজরত। হিজরতে তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে আবু বকর (রা)-কে নির্বাচন, সফরের প্রস্তুতি এবং তাঁদের মক্কা থেকে গারে-ছওরে প্রবেশ

(١٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بِرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجَنِي قَوْمِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِينَ قَدْ رَأَيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ أُرِيتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ وَهُمَا حَرَّتَانِ فَخَرَجَ مَنْ كَانَ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَوَ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ

www.waytojannah.com

وَأُمِّي؟ قَالَ نَعَمْ فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصُحْبَتِهِ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ مِنْ وَرَقِ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسًا فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِدَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي إِنْ جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ لَأَمْرٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ لِأَبِي بَكْرٍ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَالصَّحَابَةَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثَّمَنِ قَالَتْ فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجِهَازِ وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ نِطَاقِهَا فَأَوْكَتِ الْجِرَابَ فَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ فَمَكَثَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ.

(১৪৪) 'উরওয়া ইব্নয্ যুবাইর আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আশৈশব আমার মা-বাবাকে দীনে ইসলামের অনুসারীরূপে পেয়েছি এবং এমন কোন দিন আমাদের অতিবাহিত হয়নি, যেদিন আল্লাহ্র রাসূল (সা) সকাল ও বিকেল দু'বেলা আমাদের কাছে না আসতেন। মুসলিমদের উপর যুলুম-নির্যাতনের পরীক্ষা যখন শুরু হলো, তখন আবূ বকর (রা) হাবশার (আবিসিনিয়া) দিকে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লেন। তিনি যখন "বারকুল গিমাদ" নামক স্থানে পৌঁওছান, তখন তাঁর সাথে তথাকার গোত্রপ্রধান ইব্নদ্ দাগিনা' এর দেখা হয়। ইব্নদ দাগিনা বললেন, কোন্ দিকে যাচ্ছেন, হে আবূ বকর? আবূ বকর বললেন, আমার গোত্রীয় লোকেরা আমাকে বহিষ্কার করে দিয়েছে, এরপর তিনি পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি (যা বুখারী কর্তৃক উদ্ধৃত) বর্ণনা করেন।

এদিকে আল্লাহ্র রাসূল (সা) মুসলিমদেরকে বললেন, আমি তোমাদের হিজরতের স্থান (বা এলাকা) দেখেছি। কালো, অনুর্বয়র, প্রস্তরময় উঁচু ভূমি যেখানে খেজুর উৎপন্ন হয়। রাসূলের বক্তব্য শুনে অনেকেই মদীনার দিকে হিজরত করে চলে গেলেন এবং যারা হাবশার দিকে এবং মুসলিমদের মধ্যে যাঁরা ইতোমধ্যে হাবশার দিকে হিজরত করছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এদিকে আবূ বকর (রা) হিজরতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন, একটু ধৈর্য্য ধারণ করুন, আমি আশা করছি যে, আমাকেও (হিজরতের) অনুমতি প্রদান করা হবে। আবূ বকর বললেন, আমার বাবা-মা কুরবান হোন, সত্যি কি আপনি এরূপ আশা করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আবূ বকর রাসূলের (সা) সান্নিধ্য লাভের আশায় হিজরত করা থেকে (আপাততঃ) বিরত থাকলেন এবং তিনি তাঁর দু'টি সওয়ারীকে (উষ্ট্রী) চার মাস ধরে ঘাস-পাতার মাধ্যমে পর্যাপ্ত খাবার দিয়ে যাচ্ছিলেন (অর্থাৎ সওয়ারী দু'টিকে ভাল খাবার খাইয়ে মোটাতাজা ও শক্তিশালী করে তুলছিলেন) আয়েশা (রা) বলেন, এমনি সময় একদিন দুপুরের রৌদ্রের তীব্রতার সময় ঘরে বসে ছিলাম, তখন কে একজন ডেকে আবূ বকরকে (রা) বললো, ঐ যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাথা আবৃত করে এগিয়ে আসছেন। ঐ সময়ে তিনি কখনও আমাদের (বাসার) কাছে আসতেন না। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, তাঁর জন্যে আমার

www.waytojannah.com

মা-বাবা কুরবান হোন, এই সময় তিনি কোন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আসেননি। যাহোক, রাসূল (সা) এসে গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন; তাঁকে অনুমতি প্রদান করা হলো। গৃহে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকরকে বললেন, অন্য যারা গৃহে আছে তাঁদেরকে বের করে দিন। আবূ বকর (রা) বললেন, যাঁরা গৃহে আছেন, তাঁরা আপনারই পরিজন (আয়শা ও আসমা রা.), আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোন। রাসূল (সা) বললেন, আমাকে বের হওয়ার (হিজরতের) অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। আবূ বকর (রা) বললেন, আমি কি আপনার সফরসঙ্গী হবো না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবূ বকর (রা) বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোন, আপনি এ দু'টি সওয়ারীর যে কোন একটি গ্রহণ করুন। রাসূল (সা) বললেন, আমি গ্রহণ করবো, তবে মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে। আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর আমরা তাঁদের জন্য আমাদের মনমত (উত্তম পন্থায়) সফর সামগ্রী গুছিয়ে দিলাম, খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করে একটি থলিতে রাখলাম; এবং আসমা (রা) বিনতি আবূ বকর তাঁর ব্যবহারের কোমরবন্দ বস্ত্র ছিড়ে (ফিতার মত করে) ঐ খাদ্যের পাত্রটি ভাল করে বেঁধে দিলেন। এ কারণে তাঁকে (আসমাকে) 'যাতুন্ নিতাকাইন' বা দুই কোমরবন্দ বিশিষ্ট বলা হতো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ বকর (রা) একটি পর্বত গুহায় প্রবেশ করলেন এবং সেখানে তিন রাত অবস্থান করলেন।

(١٤٥) عَنْ يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ جَدَّتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ احْتَمَلَ أَبُو بَكْرٍ مَالَهُ كُلَّهُ مَعَهُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَتْ وَانْطَلَقَ بِهَا مَعَهُ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَيْنَا جَدِّي أَبُو قُحَافَةَ وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَقَالَ وَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ قَدْ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ مَعَ نَفْسِهِ قَالَتْ قُلْتُ كَلَّا يَا أَبَهْ إِنَّهُ قَدْ تَرَكَ لَنَا خَيْرًا كَثِيرًا قَالَتْ فَأَخَذْتُ أَحْجَارًا فَوَضَعْتُهَا فِي كُوَّةِ الْبَيْتِ كَانَ أَبِي يَضَعُ فِيهَا مَالَهُ ثُمَّ وَضَعْتُ عَلَيْهَا ثَوْبًا ثُمَّ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ يَا أَبَهْ ضَعْ يَدَكَ عَلَى هَذَا الْمَالِ قَالَتْ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ قَدْ تَرَكَ لَكُمْ هَذَا فَقَدْ أَحْسَنَ وَفِي هَذَا لَكُمْ بَلَاغٌ قَالَتْ وَلَا وَاللهِ مَا تَرَكَ لَنَا شَيْئًا وَلَكِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُسْكِنَ الشَّيْخَ بِذَلِكَ.

(১৪৫) আস্মা বিনতি আবীবকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) (মদীনার উদ্দেশ্যে) বের হলেন, এবং তাঁর সঙ্গী হিসেবে আবূ বকর (রা) বের হলেন, তখন আবূবকর তাঁর (সঞ্চিত) সব সম্পদ সাথে করে নিয়ে নেন। (পরিমাণ ছিল) পাঁচ হাজার অথবা ছয় হাজার দিরহাম। এসবই তিনি তাঁর সাথে করে নিয়ে যান। (তিনি চলে যাওয়ার পর) আমার দাদা আবু কুহাফা আগমন করেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি এসে বললেন, আল্লাহর শপথ, আমার মনে হচ্ছে সে (আবূ বকর) তোমাদেরকে বিপন্ন করে গেছে–তার সাথে তার যাবতীয় সম্পদ নিয়ে চলে গিয়ে। আমি বললাম, না দাদাজান, তিনি (আব্বা) আমাদের জন্য অনেক সম্পদ রেখে গেছেন। আস্মা (রা) বলেন, এরপর আমি বেশকিছু পরিমাণ পাথর নিয়ে ছেড়ে দিলাম (যাতে শব্দ হলো); এবং তা গৃহের নির্ধারিত কুঠরীর মধ্যে তা রেখে দিলাম, যেখানে আমার আব্বা তাঁর সম্পদ রাখতেন। এরপর (ঐ পাথরগুলোর) উপর কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলাম। এবার তাঁর হাত ধরে (সেখানে দিয়ে গেলাম) বললাম, দাদাজান, এই সম্পদের উপর আপনার হাত রাখুন। অতঃপর আবূ কুহাফা তাঁর হাত সেখানে রাখলেন এবং বললেন, ঠিক আছে, সে যদি তোমাদের জন্য এই সম্পদ রেখে গিয়ে থাকে; তাহলে সে ভালই করেছে। এতে তোমাদের চলে যাবে।

www.waytojannah.com

রাবী (আসমা রা.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র শপথ, আব্বা আমাদের জন্য কিছুই রেখে যাননি। আমি কেবল এর মাধ্যমে বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছি।

(١٤٦) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْغَارِ وَقَالَ مَرَّةً وَنَحْنُ فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا.

(১৪৬) আনাস (ইব্‌ন মালিক) থেকে বর্ণিত, আবূ বকর (রা) তাঁকে (আনাসকে) বলেছেন, আমি নবীকে (সা) গিরিগুহায় অবস্থানের সময় বললাম, (অন্য আরেকবার বলেন, আমরা গিরিগুহায় অবস্থানের সময় বললাম), তাদের (কুরাইশী মুশরিকদের) কেউ যদি তাঁর পদদ্বয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহলে অবশ্যই আমাদেকে দেখে ফেলবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আবূ বকর, আপনি এমন দুইজন সম্পর্কে কী মনে করেন, যাদের সংগে তৃতীয় জন হচ্ছেন আল্লাহ্। [বুখারী ও মুসলিম এ হাদীসটি জাম্মারের হাদীস থেকে উদ্ধৃত করেছেন।]

باب قصتهما مع سراقة بن مالك وما جرى لهما في الطريق.

পরিচ্ছেদ ঃ সুরাকা ইব্‌ন মালিকের সাথে রাসূল (সা) ও আবূ বকরের ঘটনা এবং মদীনায় যাওয়ার পথে তাঁদের সাথে তার কথোপকথন

(١٤٧) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ مِنْ عَازِبٍ سَرْجًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَازِبٍ مُرِ الْبَرَاءَ فَلْيَحْمِلْهُ إِلَى مَنْزِلِي فَقَالَ لَا حَتَّى تُحَدِّثَنَا كَيْفَ صَنَعْتَ حِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ مَعَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ خَرَجْنَا فَأَدْلَجْنَا فَأَحْثَثْنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا حَتَّى أَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ فَضَرَبْتُ بِبَصَرِي هَلْ أَرَى ظِلًّا نَأْوِي إِلَيْهِ؟ فَإِذَا أَنَا بِصَخْرَةٍ فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا بَقِيَّةُ ظِلِّهَا فَسَوَّيْتُهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرَشْتُ لَهُ فَرْوَةً وَقُلْتُ اضْطَجِعْ يَا رَسُولَ اللهِ فَاضْطَجَعَ ثُمَّ خَرَجْتُ أَنْظُرُ هَلْ أَرَى أَحَدًا مِنَ الطَّلَبِ؟ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ؟ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْهَا ثُمَّ أَمَرْتُهُ فَنَفَضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ ثُمَّ أَمَرْتُهُ فَنَفَضَ كَفَّيْهِ مِنَ الْغُبَارِ وَمَعِي إِدَاوَةٌ عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ فَحَلَبَ لِي كُثْبَةً مِنَ اللَّبَنِ فَصَبَبْتُ عَلَى الْقَدَحِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ ثُمَّ قُلْتُ هَلْ أَنَى الرَّحِيلُ؟ قَالَ فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَنَا فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا فَقَالَ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَّا فَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ قَدْرُ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا وَبَكَيْتُ قَالَ لِمَ تَبْكِي؟ قَالَ قُلْتُ أَمَا وَاللهِ مَا عَلَى نَفْسِي أَبْكِي وَلَكِنْ أَبْكِي عَلَيْكَ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ فَسَاخَتْ

www.waytojannah.com

Contents

قَوَائِمُ فَرَسِهِ إِلَى بَطْنِهَا فِي أَرْضٍ صَلْبٍ وَوَثَبَ عَنْهَا وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُكَ فَادْعُ اللهَ أَنْ يُنْجِيَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ فَوَاللهِ لَأُعَمِّيَنَّ عَلَى مَنْ وَرَائِي مِنَ الطَّلَبِ وَهَذِهِ كِنَانَتِي فَخُذْ مِنْهَا سَهْمًا فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ بِإِبِلِي وَغَنَمِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا قَالَ وَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُطْلِقَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَمَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَتَلَقَّاهُ النَّاسُ فَخَرَجُوا فِي الطَّرِيقِ وَعَلَى الْأَجَاجِيرِ فَاشْتَدَّ الْخَدَمُ وَالصِّبْيَانُ فِي الطَّرِيقِ يَقُولُونَ اللهُ أَكْبَرُ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَتَنَازَعَ الْقَوْمُ أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزِلُ اللَّيْلَةَ عَلَى بَنِي النَّجَّارِ أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لِأُكْرِمَهُمْ بِذَلِكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا حَيْثُ أُمِرَ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَوَّلُ مَنْ كَانَ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ أَخُو بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى أَخُو بَنِي فِهْرٍ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ رَاكِبًا فَقُلْنَا مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ هُوَ عَلَى أَثَرِي ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ قَالَ الْبَرَاءُ وَلَمْ يَقْدَمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَرَأْتُ سُوَرًا مِنَ الْمُفَصَّلِ قَالَ إِسْرَائِيلُ وَكَانَ الْبَرَاءُ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ.

(১৪৭) বারা ইব্ন আযিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) একদা আযিবের নিকট থেকে তের দিরহামের বিনিময়ে একটি জিন ক্রয় করেন। তারপর তিনি আযিবকে অনুরোধ করলেন যে, বারাকে বলুন, প্রদীপটি আমার বাসায় যেন পৌঁছে দেয়। আযিব বললেন, (ঠিক আছে) তার আগে আপনি (দয়া করে) বলুন কীভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনাকে সাথে নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে আসলেন। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, আমরা রওয়ানা করেছিলাম রাত্রির প্রথম অথবা শেষ প্রহরে, আমরা দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম এবং শেষপর্যন্ত যোহরের সময় সেখানে পৌঁছালাম। তখন দ্বিপ্রহরের গরম ও উত্তাপের তীব্রতা ছিল প্রচণ্ড। আমি চতুষ্পার্শে দৃষ্টিপাত করে কোথাও ছায়া পাওয়া যায় কি না তা দেখতে লাগলাম, যাতে করে আমরা ছায়ার নীচে একটুখানি আশ্রয় নিতে পারি। এমন সময় একটি বিশাল পাথর দেখতে পেলাম, কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম তার ছায়া অবশিষ্ট আছে। আমি রাসূলের (সা) জন্যে জায়গাটি সমান করে দিলাম এবং তার জন্য একটি চামড়া বিছিয়ে দিলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা), আপনি শুয়ে বিশ্রাম করুন। এরপর বাইরে এসে আমি লক্ষ্য করলাম যে, যারা আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তাদের কাউকে দেখা যায় কি না। এমন সময় আমি একজন মেষপালককে দেখতে পেলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার শ্রমিক হে যুবক? সে উত্তর দিল, আমি কুরাইশ গোত্রীয় এক ব্যক্তির শ্রমিক। সে তার মনিবের নাম বললো এবং তাকে চিনতে পারলাম। (যাহোক) আমি তাকে বললাম, তোমার পালের কোন বক্‌রি বা ছাগলের দুধ আছে কি? সে বললো, হ্যাঁ, আমি বললাম, তুমি কি আমার জন্য (কিছু পরিমাণ) দুধ দোহন করবে? সে বললো, হ্যাঁ। আমি তাকে নির্দেশ দিলাম, তবে দাও। তখন সে একটি ছাগী পাল থেকে বেঁধে নিল। এরপর আমার নির্দেশক্রমে সে ছাগীর উলানের ধূলাবলি পরিষ্কার করলো। তারপর আমার নির্দেশক্রমে তার হাতের তালুদ্বয় থেকে ধুলাবালি পরিষ্কার করে নিল। তার দুধ দোহন করার পাত্রটি আমি ধরে রাখলাম, ঐ পাত্রের মুখে একটি ছাঁকনী ছিল। সে আমার জন্য এক পেয়ালা পরিমাণ দুধ দোহন করলো। আমি পাত্রের নিম্নাংশে পানি ছিটিয়ে দিলাম, ফলে পাত্রের নিম্নাংশ ঠাণ্ডা হলো। এরপর

www.waytojannah.com

আমি রাসূলের (সা) কাছে এসে ডাক দিলে তিনি জাগ্রত হন। তখন আমি বললাম, (এটি) পান করুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তিনি পান করলেন। আমার হৃদয় খুশীতে ভরে গেল। এরপর আমি বললাম, কখন যাত্রা শুরু করবেন? আমরা (তৎক্ষণাৎ) যাত্রা শুরু কলাম; আর শত্রুরা আমাদের খুঁজে ফিরছে। কিন্তু একমাত্র সুরাক্বা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শুস তাঁর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আমাদের কাছাকাছি পৌঁছাতে সক্ষম হলো। সে ছাড়া অন্য কেউ আমাদের নাগাল পায়নি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) এই সন্ধানী তো আমাদরেকে তার নাগালে পেয়ে গেছে। রাসূল (সা) বললেন, দুশ্চিন্তা করবেন না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে রয়েছেন। কিন্তু সে আমাদের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেছে, আর মাত্র এক, দুই অথবা তিনটি তীর নিক্ষেপের সমান দূরত্বে এসে গেছে। আমি (ভয়ে) কেঁদে ফেললাম। রাসূল (সা) বললেন, কাঁদছো কেন? আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ, আমি আমার জন্য কাঁদছি না, আমি কাঁদছি আপনার জন্য (আপনার জীবনাশঙ্কায়)। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূল (সা) তার উপর বদ দোয়া করে বললেন, হে আল্লাহ্, আপনি যেভাবে খুশী তার আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করুন। ফলে সুরাকার ঘোড়ার পাগুলো পাকস্থলী পর্যন্ত শুষ্ক ও শক্ত মাটিতে দেবে গেল এবং সে আছড়ে পড়ে গেল। সে পড়ে গিয়ে বললো, হে মুহাম্মদ, আমি জানি এটি আপনারই কাজ। সুতরাং আপনি আল্লাহ্র কাছে আমার জন্য দোয়া করুন যাতে তিনি আমাকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন। আল্লাহ্র শপথ, আমি আমার পেছনে যেসব ধাওয়াকারী আছে, তাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে দেব (যাতে তারা আপনার সন্ধান না পায়)। এই যে আমার তূন, এখান থেকে আপনি একটি তীর উঠিয়ে নিন; আপনি সম্মুখে অমুক অমুক স্থানে আমার উট ও ছাগলের পালের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবেন; সেই পাল থেকে আপনি আপনার প্রয়োজনানুসারে নিয়ে নিবেন। আল্লাহ্র রাসূল (সা) বললেন, আমার তাতে কোন প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জন্য দোয়া করলেন, সে মুক্ত হয়ে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল। (এদিকে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন এবং একপর্যায়ে আমরা মদীনায় এসে উপস্থিত হই। মদীনার লোকজন তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসতে থাকে; (তারা তাঁকে দেখার জন্য) ঘর-বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে এবং খোলা ছাদের উপর আরোহণ করে। উৎসুক জনতা এবং ছোট্ট ছেলে-মেয়েরা রাস্তায় এসে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিতে থাকে। তারা বলতে থাকে, রাসূল (সা) এসে গেছেন। মুহাম্মদ এসে গেছেন। রাসূল (সা) কোথায় উঠবেন (কার মেহমান হবেন), এ নিয়ে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আজকের (প্রথম) রজনীতে আমি আবদুল মুত্তালিবের মামার গোষ্ঠী বনূ নাজ্জারের গোত্রে তাদের সম্মানার্থে আতিথ্য গ্রহণ করবো। সকাল হলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বারা ইব্ন 'আযিব বলেন, মুহাজিরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদের মাঝে আগমন করেন মুস'আব ইব্ন 'উমাইর (বনূ আবদুদ্ দার গোত্রীয় মুহাজির), তারপর আসেন ইব্ন উম্মি মাক্তূম (যিনি অন্ধ ছিলেন এবং বনূ ফিহ্র গোত্রীয় ছিলেন)। তাঁর পর উমর ইব্নল খাত্তাব (রা) বিশজনের দল নিয়ে সওয়ার হয়ে আসেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কী করেছেন? তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমার পরেই আগমন করবেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগমন করেন। আবূ বকর (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। বারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগমনের পূর্বেই আমি মুফাস্সাল থেকে কয়েকটি সূরা পড়ে ফেলেছিলাম।

ইসরাঈল (জনৈক রাবী) বলেন, বারা ইব্ন আযিব ছিলেন আনসারীদের মধ্যে বনূ হারিছা গোত্রের লোক। [ইব্ন কাছীর ও আহমদ ছাড়াও বুখারী ও মুসলিম ভিন্ন ধারায় হাদীসটি বর্ণনা করেন।]

(١٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيُّ وَهُوَ ابْنُ أَخِي سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ يَقُولُ جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ

www.waytojannah.com

قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَبِي بَكْرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ قَتَلَهُمَا أَوْ أَسَرَهُمَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجٍ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا سُرَاقَةُ إِنِّي رَأَيْتُ انِفًا أَسْوِدَةً بِالسَّاحِلِ إِنِّي أُرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ قَالَ سُرَاقَةُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ وَلَكِنْ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقَ انِفًا قَالَ ثُمَّ لَبِثْتُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَةً حَتَّى قُمْتُ فَدَخَلْتُ بَيْتِي فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تُخْرِجَ لِي فَرَسِي وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ وَأَخَذْتُ رُمْحِي فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ فَخَطَطْتُ بِرُمْحِي الْأَرْضَ وَخَفَضْتُ عَالِيَةَ الرُّمْحِ حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا فَرَفَعْتُهَا تَقَرَّبُ بِي حَتَّى رَأَيْتُ أَسْوِدَتَهُمَا فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُمْ حَيْثُ يُسْمِعُهُمُ الصَّوْتُ عَثَرَتْ بِي فَرَسِي فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ بِيَدَيَّ إِلَى كِنَانَتِي فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْأَزْلَامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا أَضُرُّهُمْ أَمْ لَا؟ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ أَنْ لَا أَضُرَّهُمْ فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ فَرَفَعْتُهَا تَقَرَّبُ بِي حَتَّى إِذَا دَنَوْتُ مِنْهُمْ عَثَرَتْ بِي فَرَسِي فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ بِيَدَيَّ إِلَى كِنَانَتِي فَأَخْرَجْتُ الْأَزْلَامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ أَنْ لَا أَضُرَّهُمْ فَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ وَرَكِبْتُ فَرَسِي فَرَفَعْتُهَا تَقَرَّبُ بِي حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ الِالْتِفَاتَ سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتِ الرُّكْبَتَيْنِ فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَزَجَرْتُهَا وَنَهَضَتْ فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً إِذَا لِأَثَرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ قَالَ مَعْمَرٌ قُلْتُ لِأَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ مَا الْعُثَانُ؟ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ هُوَ الدُّخَانُ مِنْ غَيْرِ نَارٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلَامِ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ أَنْ لَا أَضُرَّهُمْ فَنَادَيْتُهُمَا بِالْأَمَانِ فَوَقَفَا فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمْ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيَةَ وَأَخْبَرْتُهُمْ مِنْ أَخْبَارِ سَفَرِهِمْ وَمَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرْزَؤُونِي شَيْئًا وَلَمْ يَسْأَلُونِي إِلَّا أَنْ أَخْفِ عَنَّا فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ مُوَادَعَةٍ امَنُ بِهِ فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ لِي فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيمٍ ثُمَّ مَضَى.

(১৪৮) সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শুমের ভাতিজা আবদু রহমান বিন মালিক আল-মুদলিজী বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি সুরাকাকে বলতে শুনেছেন– আমাদের কাছে মক্কার কুরাইশ গোত্রীয় কাফিরদের বার্তাবাহকেরা এসে এই মর্মে ঘোষণা জানিয়ে দেয় যে, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ বকরকে (একত্রে অথবা পৃথকভাবে) যে কেউ হত্যা করলে অথবা বন্দী করলে তার জন্যে রয়েছে (উচ্চ মূল্যমানের) পুরস্কার। আমি ঐ সময় আমার বনূ মুদলিজ গোত্রীয় বৈঠকসমূহের কোন একটি বৈঠকে বসে ছিলাম। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আমাদের কাছে এগিয়ে এল এবং বললো, হে সুরাকা, আমি একটু আগে সমুদ্র তীরবর্তী রাস্তায় কয়েকজন লোকের একটি ক্ষুদ্র দল দেখলাম; আমার বিশ্বাস এটি মুহাম্মদ ও তার সাথীদের দল হবে। সুরাকা বললো, আমি বুঝতে পারলাম যে, ঐ দলটি নিশ্চয় তাদেরই সেই দল। কিন্তু আমি (মুখে) বললাম, না এটি তাদের সেই দল নয়, আমি তো একটু আগে দেখেছি অমুক অমুক ঐ দিক দিয়ে চলে যাচ্ছিল। অতঃপর কিছু সময়

www.waytojannah.com

আমি ঐ মজলিসেই বসে থাকলাম। এরপর সেখানে থকে উঠে এসে গৃহে প্রবেশ করলাম এবং আমার দাসীকে নির্দেশ দিলাম আমার ঘোড়াটি বের করতে। ঘোড়াটি তখন একটি টিলার পিছনে ঘাস খাচ্ছিল। দাসী ঘোড়াটি নিয়ে এল। আমি আমার বল্লমটি নিয়ে ঘর থেকে বের হলাম। (এসবই সে করছিল অতি সন্তর্পণে এককভাবে পুরস্কার লাভের আশায়)। বল্লমের সাহায্যে মাটিতে রেখা টানলাম এবং বল্লমের উপরের অংশটি নীচের দিকে নামিয়ে দিলাম (যাতে দূর থেকে কেউ বুঝতে না পারে)। ঘোড়ার কাছে এসে তাতে আরোহণ করলাম এবং দ্রুত হাঁকিয়ে দিলাম। (অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই) ঘোড়া আমাকে নিয়ে তাদের (মুহাম্মদ ও আবূ বকরের) দলের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। যখন তাদের এত কাছে এসে পৌঁছালাম যে তাদের কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ ঘোড়া হোঁচট খেল এবং আমি পড়ে গেলাম। আমি উঠে দাঁড়িয়ে তীর ভর্তি তূন থেকে শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্য একটি তীর হাত দিয়ে বের করে নিলাম। আমি তীরের সাহায্যে যাত্রার ভাগ্য পরীক্ষা করলাম, অর্থাৎ শুভ না কি অশুভ। পরীক্ষায় দেখা গেল নেতিবাচক (অশুভ) তীর বের হয়ে আসলো অর্থাৎ আমি তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারবো না। কিন্তু আমি এই পরীক্ষার ফলাফল উপেক্ষা করে পুনরায় ঘোড়ায় সওয়ার হলাম এবং দ্রুত হাঁকিয়ে দিলাম। (সহজেই) তাদের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। (আবারও) আমার ঘোড়া হোঁচট খেল। আমি ছিট্‌কে পড়ে গেলাম। এবার উঠে হাত বাড়িয়ে তূন থেকে একটি তীর বের করে যাত্রার ভাগ্য পরীক্ষা করলাম। এবারও সেই নেতিবাচক (অশুভ) তীর উঠে আসলো, যার অর্থ হচ্ছে, আমি তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবো না। আমি ভাগ্য পরীক্ষার ফলাফল উপেক্ষা করে আবার ঘোড়ায় চাপলাম এবং দ্রুত হাঁকিয়ে দিলাম। (একটু পরেই) তাদের কাছাকাছি এসে পৌঁছালাম। এত কাছে পৌঁছালাম যে, নবীর (সা) ক্বিরাত শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি মোটেও বিচলিত ছিলেন না (আমার দিকে ভ্রুক্ষেপ করছিলেন না)। কিন্তু আবু বকর (রা) বারংবার এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিলেন (বিচলিত বোধ করছিলেন)। (এমন সময় হঠাৎ) আমার ঘোড়ার সম্মুখের পদদ্বয় মাটিতে দেবে গেল; হাঁটু পর্যন্ত পুঁতে গেল। আমি ছিটকে পড়ে গেলাম। অনেক পীড়াপীড়ি ও চেষ্টা তদবীর করেও ঘোড়া তার পা উঠাতে পারছিল না। (পরিশেষে) ঘোড়া যখন স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়ালো দেখা গেল ঘোড়ার পায়ে কোন (ধূলাবালি বা ময়লার) চিহ্ন নেই। বরং তা থেকে আকাশে উছান বা সুস্পষ্ট ধোঁয়া উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিল। রাবী বলেন, আবূ আমর ইব্‌নল আলাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'উছান' (عثان) কী? তিনি কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বললেন, 'উছান' হচ্ছে অগ্নিবিহীন ধোঁয়া। যুহরী তাঁর হাদীসে বলেছেন– আয্‌লামের (তীর) সাহায্যে ভাগ্য পরীক্ষায় যখন দেখা গেল যে, আমি তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবো না, তখন আমি তাঁদেরকে নিরাপত্তার সাথে (নির্ভয় দিয়ে) ডাক দিলাম। তাঁরা থামলেন। আমি ঘোড়ায় চড়ে তাঁদের কাছে পৌঁছালাম। সাক্ষাতের সময় বারংবার বাধাগ্রস্ত হওয়ায় আমার মন বলছিল, নিশ্চয় রাসূলের (সা) বিষয়টি (নবুয়ত) প্রকাশ পাবে এবং বিজয়ী হবে। তখন আমি তাঁকে বললাম যে, আপনার কওম আপনার বিষয়ে পুরস্কার ঘোষণা করেছে (অর্থাৎ আপনাকে হত্যা অথবা বন্দী করতে পারলে অনেক পুরস্কার দেওয়া হবে)। তাছাড়া আমি তাঁদেরকে তাঁদের সফরের বিষয়ে খবরাখবর দিলাম এবং লোকজন তাঁদের পেছনে কিভাবে হন্যে হয়ে খুঁজছে, তাও বললাম। এরপর আমি তাঁদেরকে কিছু মাল-সামান (খাদ্য বা সফর সামগ্রী) পেশ করলাম। কিন্তু তাঁরা কিছুই গ্রহণ করেননি। তাঁরা শুধু তাঁদের অবস্থান বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন। আমি তাঁকে অনুরোধ জানালাম তিনি যেন আমাকে একটি বিদায়ী পত্র লিখে দেন। তিনি আমার অনুরোধক্রমে আমির ইব্‌ন ফুহাইরাকে (রা) নির্দেশ দিলেন। তিনি চামড়ার একটি টুকরায় তা লিখে দিলেন। অতঃপর তারা (মদীনার উদ্দেশ্যে) চলে গেলেন। [বুখারী, ইব্‌ন ইসহাক ও অন্যান্য]

www.waytojannah.com

(١٤٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَابٌّ لاَ يُعْرَفُ قَالَ فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ يَا أَبَا بَكْرٍ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِى السَّبِيْلَ قَالَ فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِى الطَّرِيْقَ وَإِنَّمَا يَعْنِى سَبِيْلَ الْخَيْرِ فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اصْرَعْهُ فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ مُرْنِى بِمَا شِئْتَ قَالَ فَقِفْ مَكَانَكَ لاَ تَتْرُكَنَّ أَحَدًا يَلْحَقُ بِنَا قَالَ فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اٰخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ قَالَ فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ جَانِبَ الْحَرَّةِ ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَاءُوا إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا وَقَالُوا ارْكَبَا اٰمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ۔

(১৪৯) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আবূ বকর (রা) কে সহযাত্রী বানিয়ে মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। আবূ বকর ছিলেন বয়স্ক (বৃদ্ধ) তাঁকে চেনা যেত। (অর্থাৎ তিনি বয়সের কারণে এবং ব্যবসায়িক সফরের কারণে অনেকের কাছে পরিচিত ছিলেন)। কিন্তু আল্লাহ্‌র নবী (সা) ছিলেন (তুলনামূলকভাবে) যুবক, সে কারণে তাঁকে কেউ চিনতো না। লোকজন সাক্ষাতের জন্য এসে জিজ্ঞেস করেন, হে আবূ বকর, আপনার সম্মুখে ইনি কে? আবূ বকর বলেন, ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি আমাকে সঠিক রাস্তার সন্ধান দেন। তখন কেউ কেউ মনে করে নিত যে, তিনি বোধ হয় রাহবর (পথপ্রদর্শক)। অবশ্য তিনি এর অর্থ ধরেছেন কল্যাণের রাস্তা (জীবন বিধান)। এমন সময় আবূ বকর (রা) তাকিয়ে দেখতে পান একজন ঘোড়সওয়ার তাদের কাছে চলে এসেছে। তিনি বললেন, ইয়া নাবীআল্লাহ্, এই ঘোড়সওয়ার আমাদের কাছে চলে এসেছে (তার উদ্দেশ্য ভাল মনে হচ্ছে না)। তখন নবী (সা) সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং দোয়া করলেন, ইয়া আল্লাহ্ আপনি একে আটকিয়ে দেন। অতঃপর তার ঘোড়া আটকে গেল এবং সে পড়ে গেল। এরপর ঘোড়া উঠে দাঁড়াল এবং শব্দ করলো। ঘোড়সওয়ার লোকটি তখন বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী, আপনি আমাকে যা খুশী হুকুম করুন। রাসূল (সা) বললেন, তুমি তোমার এই স্থানে অপেক্ষা করবে এবং অন্য কাউকেই (শত্রুদের) আমার পিছু নেওয়ার সুযোগ দিবে না, (তাদেরকে অবশ্যই প্রতিহত করে ঠেকিয়ে রাখবে)। (আল্লাহ্‌র কী কুদরত) সেই লোকটি দিবসের প্রথম দিকে ছিল নবীর (সা) হত্যাকারী, আর দিবসের শেষভাগে হয়ে গেল রাসূলের (সা) রক্ষক বা প্রহরী। অতঃপর আল্লাহ্‌র নবী (সা) হাররার দিকে অবতরণ করেন এবং তিনি আনসারীদেরকে খবর পাঠান। তাঁরা খবর পেয়ে নবীর (সা) কাছে এসে উভয়কে সালাম জানালেন এবং শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান করলেন। [বুখারী ও অন্যান্য]

باب حديث سعد الدليل فى طريق الهجرة واسلام اللصين من اسلم ونزوله صلى الله عليه وسلم بقباء على بنى عمرو بن عوف۔

পরিচ্ছেদ : হিজরতের পথপ্রদর্শক সা'দ এর হাদীস, আসলাম গোত্রীয় দুই চোরের ইসলাম গ্রহণ এবং কুবায় বনূ আমর ইবন 'আউফের বাড়ীতে রাসূলের (সা) মেহমান হওয়া

(١٥٠) عَنْ فَائِدٍ مَوْلَى عَبَادِلَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَبِيْعَةَ فَأَرْسَلَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى ابْنِ سَعْدٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ أَتَانَا ابْنٌ لِسَعْدٍ وَسَعْدٌ الَّذِى دَلَّ رَسُولَ

www.waytojannah.com

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيْقِ رَكُوبِهِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَخْبِرْنِي مَا حَدَّثَكَ أَبُوكَ؟ قَالَ ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُمْ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَتْ لِأَبِي بَكْرٍ عِنْدَنَا بِنْتٌ مُسْتَرْضَعَةٌ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ الِاخْتِصَارَ فِي الطَّرِيْقِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ هَذَا الْغَائِرُ مِنْ رَكُوبَةِ وَبِهِ لِصَّانِ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُمَا الْمُهَانَانِ فَإِنْ شِئْتَ أَخَذْنَا عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ بِنَا عَلَيْهِمَا قَالَ سَعْدٌ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا إِذَا أَحَدُهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ هَذَا الْيَمَانِي فَدَعَاهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَ عَلَيْهِمَا الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمَا ثُمَّ سَأَلَهُمَا عَنْ أَسْمَائِهِمَا فَقَالَا نَحْنُ الْمُهَانَانِ فَقَالَ بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ وَأَمَرَهُمَا أَنْ يَقْدَمَا عَلَيْهِ الْمَدِيْنَةَ فَخَرَجْنَا حَتَّى أَتَيْنَا ظَاهِرَ قُبَاءَ فَتَلَقَّى بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ أَبُو أُمَامَةَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ؟ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ إِنَّهُ أَصَابَ قَبْلِي يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُخْبِرُهُ لَكَ؟ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا طَلَعَ عَلَى النَّخْلِ فَإِذَا الشَّرْبُ مَمْلُوءٌ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ هَذَا الْمَنْزِلُ رَأَيْتُنِي أَنْزِلُ إِلَى حِيَاضٍ كَحِيَاضِ بَنِي مُدْلِجٍ.

(১৫০) ফাইদ (যিনি আবাদিল এর আযাদকৃত গোলাম) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্রাহীম ইবন আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন রবী'য়া-এর সাথে বের হলাম। ইব্রাহীম (পথিমধ্যে) ইবন সা'দকে ডেকে পাঠালেন। আমরা যখন 'আর্‌জ নামক স্থানে পৌঁছালাম তখন ইব্‌ন সা'দ ও সা'দ আমাদের কাছে এসে পৌঁছালেন, যিনি রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা) রাকুবার পথ চিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই ইব্রাহীম বললেন, তোমার পিতা যে হাদীস তোমাকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তা তুমি আমাদের শোনাও। ইব্‌ন সা'দ বললেন, আমার পিতা বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবূ বকরকে সাথে নিয়ে আমাদের কাছে আসলেন। আবূ বকরের (রা) একটি পালক কন্যা (তাঁর স্ত্রীর দুধ পান করেছিল) আমাদের কছে ছিল। যাহোক, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) চাচ্ছিলেন মদীনার রাস্তায় সফর সংক্ষিপ্ত করতে। তখন সা'দ তাঁকে বললেন, এই তো গাইর নামক পাহাড় (মদীনায় অবস্থিত) দেখা যাচ্ছে। সেখানে আসলাম গোত্রের দু'জন ডাকু থাকে যাদেরকে 'মুহানান' (ধিকৃত বা নিন্দিত) বলা হয়ে থাকে। আপনি চাইলে আমরা তাদের পাকড়াও করতে পারি। রাসূল (সা) বললেন, আমাদেরেকে তাদের কাছে নিয়ে চলো। সাদ বলেন, তখন আমরা সেদিকে রওয়ানা করলাম। ঐ দুই ডাকুর একজন আমাদেরকে খুব সম্মান করলো। সে তার অপর সঙ্গী ডাককে বললো, ইনি হচ্ছেন আল-ইয়ামনী। তখন রাসূল (সা) এদেরকে কাছে ডাকলেন এবং তাদের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত দিলেন; তারা ইসলাম গ্রহণ করলো। রাসূল (সা) তাদের নাম জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললো আমরা 'মুহানান' (ধিকৃত/নিন্দিত)। রাসূল (সা) বললেন, না; বরং তোমরা 'মুকরামান' (সম্মানিত/নন্দিত)। রাসূল (সা) তাদেরকে মদীনায় আসারও নির্দেশ দিলেন। এরপর আমরা পুনরায় রওয়ানা হলাম এবং কুবার উপকণ্ঠে উপনীত হলাম। বনূ আমর ইব্‌ন 'আউফের লোকজন তাঁর সাথে সাক্ষাত করলো। রাসূল (সা) বললেন আবূ উমামা আস'আদ ইব্‌ন যুরারাহ কোথায়? সা'দ ইব্‌ন বাহ্‌মাহ বললেন, সে আগেই চলে গেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা); এ বিষয়ে আমি তাঁকে সংবাদ দেব না কি? এরপর রাসূল (সা) আরও অগ্রসর হয়ে খেজুর বাগানের কাছে পৌঁছালেন। খেজুর বৃক্ষের গোড়ার পাশে পানিভর্তি চৌবাচ্চা। এবার রাসূল (সা) আবূ বকরের প্রতি তাকিয়ে বললেন, হে আবূ বকর এই সেই স্থান যা আমাকে দেখানো হয়েছিল, যেখানে আমি অবতরণ করবো সেখানে বনূ মুদলিজ গোত্রের চৌবাচ্চাসমূহের ন্যায় চৌবচ্চা থাকবে। [আহমদ ও ইব্‌ন কাছীর]

www.waytojannah.com

(١٥١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ فِي عُلْوِّ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

(১৫১) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন (মক্কা থেকে) আগমন করেন, তখন তিনি মদীনার উচ্চ অঞ্চলে বনূ 'আমর ইব্ন 'উফ নামক এক গোত্রের মেহমান হন এবং সেখানে চৌদ্দ রাত অবস্থান করেন।

باب ما جاء فى قدومه صلى الله عليه وسلم الى المدينة وخروج اهلها به واستقبالهم اياه جميعا رجالا ونساء ونزوله بدار أبي أيوب الانصارى.

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মদীনায় আগমন, মদীনাবাসী স্ত্রী পুরুষগণ সবাই মিলে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন এবং আবূ আইয়ুব আল-আন্সারীর (রা) গৃহে তাঁর অবস্থান

(١٥٢) عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَبُ وَأَبُو بَكْرٍ رَدِيفُهُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُعْرَفُ فِي الطَّرِيقِ لِاخْتِلَافِهِ إِلَى الشَّامِ وَكَانَ يَمُرُّ بِالْقَوْمِ فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا بَيْنَ يَدَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَيَقُولُ هَادٍ يَهْدِينِي فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ بَعَثَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي أُمَامَةَ وَأَصْحَابِهِ فَخَرَجُوا إِلَيْهِمَا فَقَالُوا ادْخُلَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ فَدَخَلَا قَالَ أَنَسٌ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا قَطُّ أَنْوَرَ وَلَا أَحْسَنَ مِنْ يَوْمِ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ الْمَدِينَةَ وَشَهِدْتُ وَفَاتَهُ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا قَطُّ أَظْلَمَ وَلَا أَقْبَحَ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ.

(১৫২) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হিজরতের সময় আগমন করেন, তখন রাসূল (সা) সওয়ারীর উপর আরোহণ করে আসছিলেন; আর আবূ বকর (রা) তাঁর পেছনে বসা ছিলেন। আবূ বকর (রা) সিরিয়ায় যাতায়াত করতেন বিধায় পথিমধ্যে (লোকজনের কাছে) পরিচিত ছিলেন। তাই তাঁরা যখন বিভিন্ন গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, তখন তারা আবূ বকরকে (রা) জিজ্ঞস করেন, আপনার সম্মুখে উপবিষ্ট ইনি কে? আবূ বকর (রা) বলেন, ইনি আমার পথ প্রদর্শক। তাঁরা যখন মদীনার সন্নিকটে উপনীত হন, তখন তারা আন্সারী মুসলিমগণের কাছে তথা আবূ উমামা ও তাঁর সাথীদের কাছে খবর প্রেরণ করেন। তখন তাঁরা (আন্সারগণ) এগিয়ে আসেন এবং বলেন, স্বাগতম, শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে আপনারা প্রবেশ করুন। অতঃপর তারা প্রবেশ করেন। আনাস বলেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ বকর (রা) মদীনায় প্রবেশ করেন, সেদিনের ন্যায় অত্যধিক আলোকিত ও সুন্দর দিন আরমা আর কখনও দেখিনি। পক্ষান্তরে আমি তাঁর ওফাতও প্রত্যক্ষ করেছি, আর সেদিনের ন্যায় এত অধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন ও খারাপ দিন প্রত্যক্ষ করিনি। [বুখারী, ইব্ন ইসহাকও এই মর্মে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।]

(١٥٣) وعنه ايضا قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ لِقُدُومِهِ بِحِرَابِهِمْ فَرَحًا بِذَلِكَ.

(১৫৩) আনাস (রা) হতে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্র রাসূল (সা) মদীনায় আগমন করেন, তখন এই আনন্দের আতিশয্যে তাঁরা তাঁর আগমন উপলক্ষে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় মেতে ওঠেন। (এমনকি ঈদের দিনের আনন্দের চেয়েও তারা অধিক আনন্দিত হয়েছিলেন।) [তিরমিযী, সনদ সহীহ।]

www.waytojannah.com

(١٥٤) عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَحَرُوا جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً وَقَالَ مَرَّةً نَحَرْتُ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً.

(১৫৪) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন, (সেদিন আনন্দের আতিশয্যে) তারা উট অথবা গরু জবাই করেন। (জাবির অন্য একবার বলেছেন- نَحَرْتُ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً আমি উট অথবা গরু জবাই করেছি)। [আহমদ, সনদ সহীহ।]

(١٥٥) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي لَأَسْعَى فِي الْغِلْمَانِ يَقُولُونَ جَاءَ مُحَمَّدٌ فَأَسْعَى فَلَا أَرَى شَيْئًا ثُمَّ يَقُولُونَ جَاءَ مُحَمَّدٌ فَأَسْعَى فَلَا أَرَى شَيْئًا قَالَ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ فَكَمَنَّا فِي بَعْضِ حِرَارِ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ بَعَثَا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لِيُؤْذِنَ بِهِمَا الْأَنْصَارَ فَاسْتَقْبَلَهُمَا زُهَاءَ خَمْسِ مِائَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَيْهِمَا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ انْطَلِقَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ فَخَرَجَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ حَتَّى إِنَّ الْعَوَاتِقَ لَفَوْقَ الْبُيُوتِ يَتَرَاءَيْنَهُ يَقُلْنَ أَيُّهُمْ هُوَ أَيُّهُمْ هُوَ؟ قَالَ فَمَا رَأَيْنَا مَنْظَرًا شَبِيْهًا بِهِ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ دَخَلَ عَلَيْنَا وَيَوْمَ قُبِضَ فَلَمْ أَرَ يَوْمَيْنِ شَبِيْهًا بِهِمَا.

(১৫৫) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, আমি বালকদের সাথে দৌড়াচ্ছিলাম। তারা বলছিল, মুহাম্মদ এসে গেছেন। আমি দৌড়াচ্ছিলাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। আবারও তারা বলছিল, মুহাম্মদ এসে গেছেন, আমি (তাঁকে দেখার জন্য) আবারও দৌড়ালাম, কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না। (অবশেষে) আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) তাঁর সাথী আবূ বকরকে (রা) সাথে নিয়ে উপস্থিত হলেন। আমরা সে সময় মদীনার কোন এক কৃষ্ণ ও প্রস্তরময় স্থানে ছিলাম (তাঁদের প্রতীক্ষায়)। তখন মদীনাবাসী জনৈক ব্যক্তি ডেকে বললো, আনাসারগণ যেন তাঁদের আগমনবার্তা ঘোষণা করে দেন। অতঃপর পাঁচশ আনসারের একটি বড় দল তাঁদেরকে স্বাগত জানাতে তাঁদের কাছে এগিয়ে গেল। আনসারীগণ বললেন, এখানে (কুবায়) অবস্থান করুন পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে, আপনাদের নির্দেশাবলী পালিত হবে। অতঃপর রাসূল (সা) ও তাঁর সাথী (তাদের) সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন (দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে)। মদীনাবাসীগণ রাস্তায় বের হয়ে আসেন। এমনকি যুবতী মেয়েরাও ঘরের ছাদের উপর উঠে তাঁকে দেখার চেষ্টা করতে থাকে, তারা বলতে থাকে, তিনি (মুহাম্মদ) কোন্‌জন? রাবী বলেন, ঐ দিনের ন্যায় আমি এমন কোন দৃশ্য আর কখনও দেখিনি। আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলকে দেখেছি যেদিন তিনি আমাদের মাঝে আগমন করলেন, আবার যেদিন তিনি ইন্তিকাল করেন সে দিনটিও দেখেছি; এই দু'টি বিশেষ দিনের সাথে তুল্য আর কোন দিন আমি দেখিনি। [বায়হাকী ও মালিক]

(١٥٦) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ اقْتَرَعَتِ الْأَنْصَارُ أَيُّهُمْ يُؤْوِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَعَهُمْ أَبُو أَيُّوبَ فَأَوَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ أُهْدِيَ لِأَبِي أَيُّوبَ قَالَ فَدَخَلَ أَبُو أَيُّوبَ يَوْمًا فَإِذَا قَصْعَةٌ فِيهَا بَصَلٌ فَقَالَ مَا هَذَا؟ فَقَالُوا أَرْسَلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ قَالَ فَاطَّلَعَ أَبُو أَيُّوبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

www.waytojannah.com

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا مَنَعَكَ مِنْ هَذِهِ الْقَصْعَةِ؟ قَالَ رَأَيْتُ فِيهَا بَصَلًا قَالَ وَلَا يَحِلُّ لَنَا الْبَصَلُ؟ قَالَ بَلَى فَكُلُوهُ وَلَكِنْ يَغْشَانِي مَا لَا يَغْشَاكُمْ وَقَالَ حَيْوَةُ إِنَّهُ يَغْشَانِي مَا لَا يَغْشَاكُمْ.

(১৫৬) জুবাইর ইব্ন নুফাইর (রহ.) আবূ আইয়্যুব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) মদীনায় আগমন করেন, তখন আন্‌সারগণ লটারীর ব্যবস্থা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কার বাড়ীতে মেহমান হবেন। লটারীতে আবূ আইয়্যুব বিজয়ী হলেন; রাসূল (সা) তার বাড়ীতেই অবস্থান করলেন। রাসূলুল্লাহ্‌র কাছে হাদিয়া স্বরূপ খাবার আসতো, তিনি তা থেকে আবূ আইয়্যুবকে হাদিয়া দিতেন। একদিন আবূ আইয়্যুব (রা) গৃহে প্রবেশ করে দেখতে পান যে, একটি খাবারের পাত্রে পেঁয়াজ রয়েছে (এবং রাসূল তা গ্রহণ করেন নি), তিনি জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপার কী? তারা (পরিবারের লোকজন) বললো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এটি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। আবূ আইয়্যুব (রা) তখন রাসূলের (সা) কাছে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ পাত্রের খাবার গ্রহণে আপনি কেন বিরত থাকলেন। রাসূল (সা) উত্তর দিলেন, আমি তাতে পেঁয়াজ দেখলাম, তাই। আনসারী বললেন, পেঁয়াজ কি তাহলে আমাদের জন্য হালাল নয়? রাসূল (সা) বললেন, হাঁ হালাল। তোমরা খাও। কিন্তু আমার (আমার পক্ষে একটু অসুবিধা) এমন জনের সাথে কথা-বার্তা বলতে হয় (যাঁরা এই গন্ধ পছন্দ করেন না), যা তোমাদের করতে হয় না। হাইওয়াহ বলেন– إِنَّهُ يَغْشَانِي مَا لَا يَغْشَاكُمْ (শাব্দিক সামান্য পার্থক্য থাকলেও অর্থ একই অর্থাৎ ফেরেশতা ইত্যাদি।) [আহমদ]

(١٥٧) عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَيْهِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلَ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعُلْوِّ فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَوَّلَ فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّفْلُ أَرْفَقُ بِي فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا فَتَحَوَّلَ أَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُلْوِّ فَكَانَ يَصْنَعُ طَعَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ فَإِذَا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَّبِعُ أَثَرَ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْكُلُ مِنْ حَيْثُ أَثَرُ أَصَابِعِهِ فَصَنَعَ ذَاتَ يَوْمٍ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ فَأُرْسِلَ بِهِ إِلَيْهِ فَسَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَثَرِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَمْ يَأْكُلْ فَصَعِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرَهُهُ قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ أَوْ مَا كَرِهْتَهُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى.

(১৫৭) আবূ আইয়্যুবের আযাদকৃত গোলাম আফলাহ্ আবূ আইয়্যুব আল-আন্‌সারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁর গৃহে মেহমান হয়ে ওঠেন, তখন নবী (সা) ছিলেন নীচতলায় আর আবূ আইয়্যুব (রা) ছিলেন দোতলায়। (তাঁর বাড়ীটি ছিল দ্বিতলবিশিষ্ট)। একরাতে (হঠাৎ) আবূ আইয়্যুবের খেয়াল হলো, একি (বেয়াদবী) আমরা রাসূলের (সা) মাথার উপর দিয়ে চলাচল করছি! সেই রাতে তিনি পরিজনসহ দোতলার এক পাশে রাত্রিযাপন করলেন। পরদিন সকালে তিনি রাসূলকে (সা) বিষয়টি অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, নীচ তলাই আমার জন্য বেশী সুবিধাজনক। আবূ

www.waytojannah.com

আইয়্যুব (রা) বললেন, আপনি যে ছাদের নীচে থাকতেন, সেই ছাদের উপরে আমি উঠবো না। অতঃপর আবূ আইয়্যুব (রা) নীচতলায় এবং রাসূল (সা) উপরতলায় অবস্থান করলেন। আবূ আইয়্যুব নবীর (সা) জন্য খাবার তৈয়ার করে (উপরে) পাঠাতেন। খাবারের অবশিষ্টাংশ রাসূলের (সা) কাছ থেকে ফেরত আসার পর তিনি জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন রাসূল (সা) খাবারের কোন পাশ (বা অংশ) তাঁর অঙ্গুলির স্পর্শ পেয়েছে; কারণ তিনি রাসূল (সা)-এর আংগুলের স্পর্শের স্থান থেকে (বরকতের জন্য) খাবার শুরু করতেন। একদিন তাঁর জন্য খাবার তৈরী হলো, তাতে পেঁয়াজ ছিল। রাসূল (সা) সেই খাবার ফেরত পাঠিয়ে দেন। আবূ আইয়্যুব (যথারীতি) খাবার গ্রহণের সময় রাসূলের (সা) অঙ্গুলির স্পর্শের স্থান সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তখন তাঁকে বলা হলো, রাসূল (সা) (এই খাবার) খাননি। আবূ আইয়্যুব (সা) তৎক্ষণাৎ উপরে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐটি (পেঁয়াজ) কি হারাম? উত্তরে তিনি বললেন, (না), আমি এটি অপছন্দ করি (অন্য কারণে)। আবূ আইয়্যুব (রা) বললেন, আপনি যা অপছন্দ করেন, আমিও তা অপছন্দ করবো (অথবা যা আপনি অপছন্দ করেছেন)। বস্তুতঃ রাসূলের (সা) কাছে ফেরেশতা ও ওহী নাযিল হতো (আর এটিই ছিল সেই বিশেষ কারণ)। [মুসলিম ও বায়হাকী]

www.waytojannah.com

ابواب احكام الهجرة

হিজরতের বিধানাবলী সম্পর্কিত পরিচ্ছেদসমূহ

باب ماورد فى فضلها واى الهجرة أفضل

পরিচ্ছেদ : হিজরতের ফযীলত ও কোন ধরনের হিজরত উত্তম

(١٥٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينَةٍ وَمَنْعَةٍ؟ قَالَ فَقَالَ حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَبَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي ذَخَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْأَنْصَارِ فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ فَرَآهُ فِي هَيْئَةٍ حَسَنَةٍ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَهُ فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ قَالَ غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَكَ؟ قَالَ قِيلَ لِي لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ قَالَ فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ.

(১৫৮) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তুফাইল ইব্ন 'আমর আদ্-দাওসী রাসূলুল্লাহ্র (সা) কাছে এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আপনার কি কোন সুরক্ষিত ও শক্তিশালী দুর্গের প্রয়োজন আছে? বর্ণনাকারী বলেন, জাহিলী যুগে দাওস গোত্রের একটি দুর্গ ছিল। (এর দ্বারা সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে) কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে যেতে অস্বীকার করেন। কারণ, সেই সম্মানটুকু আল্লাহ্ তা'আলা মদীনার আনসারগণের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (সা) যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন, তখন তুফাইল ইব্ন 'আমরও মদীনায় হিজরত করেন এবং তাঁর সাথে তাঁর স্বগোত্রীয় অপর এক ব্যক্তিও (মদীনায়) হিজরত করেন। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাঁদের জন্য প্রতিকূল হওয়ায় সেই লোকটি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং তা তীব্র আকার ধারণ করে। (অসুখের যন্ত্রণার তীব্রতায় অতিষ্ঠ হয়ে) তিনি তীরের ফলার অগ্রভাগের সাহায্যে তাঁর হাতের অঙ্গুলীর উপরিভাগের গিরা কেটে দেন। ফলে প্রচুর রক্তপাত হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি মারা যান। তুফাইল ইব্ন 'আমর (তাঁর মৃত্যুর পর) তাকে স্বপ্নে দেখতে পান খুবই ভাল অবস্থায়। কিন্তু তাঁর হাত ছিল আবৃত। তুফাইল স্বপ্নে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার রব তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করলেন? (অর্থাৎ তুমি কী অবস্থায় আছ?) উত্তরে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা শুধু নবীর (সা) সাথে হিজরতের কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুফাইল বললেন, তোমার হাত আচ্ছাদিত কেন? উত্তরে তিনি জানালেন, আমাকে বলা হয়েছে, যা আমি নিজে নষ্ট করে দিয়েছি, সেটি আর সঠিক করা হবে না। তুফাইল তাঁর এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত

www.waytojannah.com

রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা) অবহিত করলেন। রাসূল (সা) সেই সাহাবীর (রা) জন্য দোয়া করলেন এই বলে ঃ اَللّٰهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ "হে আল্লাহ্ তার হাত দু'টোকেও ক্ষমা করে দিন।" [আহমদ। হাদীসের সনদ সহীহ]

(١٥٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ مَنْ هَجَرَ مَا كَرِهَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

(১৫৯) জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবীর (সা) কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ হিজরত উত্তম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)? উত্তরে নবী (সা) বললেন, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু যা অপছন্দ করেন তা পরিত্যাগ করা। [এই হাদীসের ব্যাখ্যা ও বয়াত ১৯তম খন্ডে باب الترغيب فى خصال مجتمعة من افضل اعمال البر নামক পরিচ্ছদে ২৫ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٦٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ فَقَامَ ذَاكَ أَوْ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ وَالْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ هِجْرَةُ الْحَاضِرِ وَالْبَادِي فَهِجْرَةُ الْبَادِي أَنْ يُجِيبَ إِذَا دُعِيَ وَيُطِيعَ إِذَا أُمِرَ وَالْحَاضِرِ أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً وَأَفْضَلُهُمَا أَجْرًا.

(১৬০) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌নল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) কোন্ ইসলাম উত্তম? রাসূল (সা) বললেন, তোমার হাত ও তোমার জিহ্বা (মুখ) থেকে মুসলিমগণের নিরাপদে থাকা (হচ্ছে উত্তম কর্ম)। আবার দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ হিজরত উত্তম? উত্তরে রাসূল (সা) বললেন, তোমার রব যা অপছন্দ করেন, তা পরিত্যাগ করা। আর হিজরত হচ্ছে দুই প্রকার। নগরবাসীর বসবাসকারীর মরু (পল্লী) বাসীর হিজরত। মরু (পল্লী)বাসীর হিজরত হলো, যখন তাকে আহ্বান করা হবে, তখন সে সাড়া দিবে; যখন নির্দেশ প্রদান করা হবে, তখন সে তা পালন করবে। পক্ষান্তরে নগরবাসীর হিজরত বেশ কঠিন এবং এর প্রতিদানও সর্বোত্তম। [তাইলাসী। এই হাদীসের সনদ সহীহ্, সামান্য কমবেশী করে এটি আবূ দাউদ, হাকেম ও যাহবীও উদ্ধৃত করেছেন।]

باب ما جاء فى عدم انقطاع الهجرة مادام العدو يقاتل.

পরিচ্ছেদ : যতক্ষণ শত্রুরা যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হিজরত বন্ধ না হওয়া

(١٦١) عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ يَرُدُّهُ إِلَى مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ عَنِ ابْنِ السَّعْدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا دَامَ الْعَدُوُّ يُقَاتِلُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْهِجْرَةَ خَصْلَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَنْ تَهْجُرَ السَّيِّئَاتِ وَالْأُخْرَى أَنْ تُهَاجِرَ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا تُقُبِّلَتِ التَّوْبَةُ وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنَ الْمَغْرِبِ فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيهِ وَكُفِيَ النَّاسُ الْعَمَلَ.

www.waytojannah.com

(১৬১) ইব্নস্ সা'দী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যতদিন ইসলামের শত্রুদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না। এতদশ্রবণে মু'আবিয়া, আবদুর রহমান ইব্ন 'আউফ ও আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নল 'আস (রা) বলেন, নবী (সা) বলেছেন, হিজরতের দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি হচ্ছে অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করবে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে– আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের (সা) দিকে হিজরত করবে। আর হিজরতের (আধ্যাত্মিক) ধারাবাহিকতা ততদিন পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না, যতদিন পর্যন্ত 'তাওবা' কবুল করা হবে। আর যতদিন পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত তাওবা কবুল হতে থাকবে। কিন্তু যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় হয়ে যাবে, তখন মানুষের অন্তরে যা কিছু (ঈমান অথবা কুফরী) থাকবে, তাই (স্থায়ীভাবে) অঙ্কিত হয়ে যাবে। আর মানুষের কর্মই তার জন্য যথেষ্ট। [হাইছামী। আবূ দাউদ, নাসাঈ আংশিক উদ্ধৃত করেছেন। আহমদ, তাবারানী ও বায্যারও ভিন্ন ধারায় উদ্ধৃত করেছেন।]

(١٦٢) عَنْ أَبِي هِنْدٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ وَقَدْ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ فَتَذَاكَرْنَا الْهِجْرَةَ وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ قَدِ انْقَطَعَتْ وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ لَمْ تَنْقَطِعْ فَاسْتَنْبَهَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ مَا كُنْتُمْ فِيهِ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ قَلِيلَ الرَّدِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

(১৬২) আবূ হিন্দ আল-বাজালী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মু'আবিয়ার (রা) এর কাছে ছিলাম। তিনি ছিলেন তার চৌকির উপর এবং তাঁর চক্ষুদ্বয় তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল। এই সময় আমরা হিজরত বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন বললেন, হিজরত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অপর একজন বললেন, বন্ধ হয়নি। এই সময় মু'আবিয়া (রা) সচেতন হলেন এবং বললেন, কী বিষয়ে তোমরা কথোপকথন করছিলে? আমরা তাঁকে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করলাম। (উল্লেখ্য) তিনি রাসূল (সা) থেকে (তুলনামূলকভাবে) কমসংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী। (যাহোক) তিনি বললেন, এই বিষয়ে আমরা আল্লাহ্র রাসূলের (সা) সম্মুখে আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, তাওবা যতদিন বন্ধ না হবে, ততদিন হিজরতও বন্ধ হবে না। আর তাওবা ততদিন পর্যন্ত বন্ধ হবে না, যতদিন পর্যন্ত না সূর্য পশ্চিমাকাশে উদিত হবে। [আবূ দাউদ ও নাসাঈ]

(١٦٣) عَنِ ابْنُ مُحَيْرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا لَهُ احْفَظْ رِحَالَنَا ثُمَّ تَدْخُلُ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقَضَى لَهُمْ حَاجَتَهُمْ ثُمَّ قَالُوا لَهُ ادْخُلْ فَدَخَلَ فَقَالَ حَاجَتُكَ؟ قَالَ حَاجَتِي تُحَدِّثُنِي أَنْقَضَتِ الْهِجْرَةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتُكَ خَيْرٌ مِنْ حَوَائِجِهِمْ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ.

(১৬৩) ইব্ন মুহাইরিয থেকে বর্ণিত, তিনি বনূ মালিক ইবন হাসল গোত্রের আবদুল্লাহ ইব্নস সা'দী থেকে বর্ণিত, তিনি কিছুসংখ্যক সাহাবীর সাথে মিলে রাসূল (সা) এর কাছে আগমন করেন। সাহাবীগণ তাঁকে বললেন, তুমি আমাদের বাহনগুরোর দেখাশোনা কর (আমরা প্রয়োজন সেরে আসছি)। তারপর তুমি নবীর (সা) কাছে প্রবেশ করবে। তিনি (আব্দুল্লাহ ইব্নস সা'দী) সেই কওমেরই একজন ছিলেন, সুতরাং তিনি তাদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিলেন। এরপর তারা ফিরে এসে তাঁকে বললো, এবার তুমি প্রবেশ কর (রাসূল সকাশে)। তখন তিনি প্রবেশ করলেন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার

www.waytojannah.com

প্রয়োজন কি? তিনি বললেন, আমার প্রয়োজন হচ্ছে–আপনি আমাকে বলবেন হিজরত শেষ হয়ে গিয়েছে কি না। তখন (একথা শুনে) রাসূল (সা) বললেন, তোমার প্রয়োজনটি ওদের প্রয়োজনের চেয়ে উত্তম। হিজরত ততদিন পর্যন্ত বন্ধ হবে না যতদিন পর্যন্ত কাফির শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে। [হাফিয। বুখারী আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাইরিযের সূত্রে।]

(١٦٤) عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الرَّسُولِ الَّذِى سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ لَا تَنْقَطِعُ مَا جُوهِدَ الْعَدُوُّ۔

(১৬৪) রাজা ইব্ন হাইওয়াহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা এমন একজন বার্তাবাহকের কাছ থেকে জেনেছেন, যিনি আল্লাহ্‌র নবী (সা) কে হিজরতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। রাসূল (সা) বলেছিলেন, হিজরত বন্ধ হবে না–যতদিন পর্যন্ত কাফির শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত থাকবে। [আহমদ ও হাইছামী]

(١٦٥) عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّ جُنَادَةَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْهِجْرَةَ لَا تَنْقَطِعُ مَا كَانَ الْجِهَادُ۔

(১৬৫) আবুল খায়র থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুনাদাহ ইব্ন আবী উমায়্যা তাঁকে বলেছেন যে, আসহাবে রাসূলের (সা) কয়েকজন (হিজরত প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে) বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। কেউ কেউ বলেন যে, হিজরত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। (আবার কেউ কেউ এর বিপরীত মত ব্যক্ত করেন)। রাবী বলেন, তখন আমি নিজে রাসূল (সা) এর কাছে বললাম, কিছুসংখ্যক লোক বলাবলি করছে যে, হিজরত বন্ধ হয়ে গিয়েছে! তখন রাসূল (সা) বললেন, যতদিন জিহাদ অবশিষ্ট থাকবে, ততদিন পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না। [হাদীসটি গরীব]

(١٦٦) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ حُدَيْجٍ قَالَ هَاجَرْنَا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ طَلَعَ عَلَى الْمِنْبَرِ۔

(১৬৬) মু'আবিয়া ইব্ন হুদাইজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হিজরত করেছি আবূ বকর (রা) এর খিলাফতের সময়। আমরা তাঁর কাছে সমবেত ছিলাম, এমন সময় তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন। [আহমদ ও হাফিয। সনদ হাসান।]

باب قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعنى فتح مكة۔

পরিচ্ছেদ : রাসূল (সা) এর বাণী : (মক্কা) বিজয়ের পর কোন হিজরত নেই

(١٦٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا۔

(১৬৭) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, (মক্কা) বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও নিয়্যত (চিরকাল) অবশিষ্ট থাকবে। (সুতরাং) তোমাদেরকে যখন (ইমাম কর্তৃক জিহাদের) আহ্বান করা হবে, তখন তোমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিবে। [মুসলিম, আবূ দাউদ; মুনযিরীর মতে বুখারী, মুসলিম তিরমিযী ও নাসাঈ।]

www.waytojannah.com

(١٦٨) عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ أَخٍ لَهُ يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَلْ يُبَايِعُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَيَكُونُ مِنَ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ.

(১৬৮) মুজাশি ইব্ন মাস'উদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তিনি তাঁর এক ভাতিজাসহ নবীর (সা) কাছে আসেন–হিজরতের উপর বাই'য়াত হওয়ার জন্য। তখন রাসূল (সা) বলেন, না। বাইয়াত করতে হবে ইসলামের উপর। কেননা সকল বিজয়ের পর আর হিজরত অবশিষ্ট নেই; (তবে) অকৃত্রিমভাবে শরীতের নির্দেশাবলী পালনকারীগণ অবশ্যই থাকবেন।

وعنه من طريق ثان قَالَ قَدِمْتُ بِأَخِي مَعْبَدٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا فَقُلْتُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ؟ قَالَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ قَالَ فَلَقِيتُ مَعْبَدًا بَعْدُ وَكَانَ أَكْبَرَهُمَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ.

একই রাবী থেকে দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, আমি আমার ভাই মা'বাদকে নিয়ে মক্কা বিজয়ের পর রাসূলের (সা) কাছে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমার ভাইকে নিয়ে আপনার কাছে আসলাম। আপনি তাকে হিজরতের উপর বাইয়াত করিয়ে দেন। রাসূল (সা) বললেন, হিজরতকারীগণ তাঁদের প্রাপ্য সাওয়ার নিয়ে চলে গেছেন (অন্য শব্দে হিজরত চলে গেছে হিজরতকারীগণের জন্য)। তখন আমি বললাম, তবে তাকে কিসের উপর বাইয়াত করাবেন? রাসূল (সা) বললেন, ইসলাম, ঈমান ও জিহাদের উপর। রাবী বরেন, এরপর আমি মা'বাদ-এর সাথে সাক্ষাত করে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম–(উল্লেখ্য তাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মা'বাদ ছিলেন জ্যেষ্ঠ।), তিনি বলেছিলেন মুজাশি' সত্যই বলেছে। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(١٦٩) عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي أُمَيَّةُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ.

(১৬৯) ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়্যা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্র (সা) কাছে আমার পিতা উমায়্যাকে নিয়ে মক্কা বিজয়ের দিন হাজির হলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার পিতাকে হিজরতের উপর বাইয়াত করিয়ে নিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, বরং আমি তাকে বাইয়াত করাবো জিহাদের উপর। কারণ হিজরত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। [নাসাঈ। সনদ উত্তম।]

(١٧٠) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ قِيلَ لَهُ هَلَكَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ؟ قَالَ فَقُلْتُ لَا أَصِلُ إِلَى أَهْلِي حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبْتُ رَاحِلَتِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمُوا أَنَّهُ هَلَكَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ قَالَ كَلَّا أَبَا وَهْبٍ فَارْجِعْ إِلَى أَبَاطِحِ مَكَّةَ.

(১৭০) সাফ্ওয়ান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাফওয়ান তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়্যা ইব্ন খালাফকে বলা হলো, "ধ্বংস হয়েছে সেই ব্যক্তি যে হিজরত করেনি।" রাবী বলেন,

www.waytojannah.com

তখন আমি বললাম, আমার পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হব না যতক্ষণ না আমি রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) কাছে যাবো। তখন আমি আমার বাহনে সওয়ার হয়ে রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) লোকজন মনে করে যে, "ধ্বংস হয়েছে সেই ব্যক্তি যে হিজরত করেনি।" রাসূল (সা) বললেন, কখনও না। হে আবূ ওহাব, তুমি মক্কার পাথুরে যমিনে ফিরে যাও। [এই হাদীসের বরাত ১৬শ খণ্ডে "কিতাবুল হুদূদ"-এ ১৬৯ নং হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। দ্র.]

(١٧١) عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مُهَاجِرٌ قَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

(১৭১) সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়্যা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) লোকজন বলে থাকে, হিজরতকারী ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। রাসূল (সা) বললেন, মক্কা বিজয়ের পর হিজরত নেই। কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যত অবশিষ্ট আছে (এবং থাকবে)। সুতরাং যখন তোমাদেরকে (ইমাম কর্তৃক জিহাদের জন্য) ডাকা হবে, তখন তোমরা তাতে (অবশ্যই) সাড়া দিবে। [তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজাহ ও মালিক। মুসলিমও আংশিক উদ্ধৃত করেছেন।]

(١٧٢) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا أَجْرٌ بِمَكَّةَ؟ قَالَ لَتَأْتِيَنَّكُمْ أُجُورُكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي جُحْرِ ثُعْلَبٍ قَالَ فَأَصْغَى إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِهِ فَقَالَ إِنَّ فِي أَصْحَابِي مُنَافِقِينَ.

(১৭২) জুবাইর ইব্‌ন মুত'য়িম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা) জিজ্ঞেস করলাম, কিছু লোকের ধারণা, আমরা যারা মক্কায় আছি তাদের কোন ছাওয়াব নেই। রাসূল (সা) বললেন, তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের প্রতিদান দেওয়া হবে, এমনকি তোমরা খেকশিয়ালের গর্তে থাকলেও। অতঃপর জুবাইর তাঁর মাথাটি রাসূলের (সা) প্রতি ঝুঁকিয়ে দিলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, অবশ্য আমার সাহাবীগণের মধ্যে কতিপয় মুনাফিকও রয়েছে। [এই হাদীসের সনদ, ব্যাখ্যা ও বরাত 'আত্‌তারহীব মিনান্ নিফাক' নামক পরিচ্ছেদে ১৯তম খন্ডে ৮৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্র.]

(١٧٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ؟ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَحْلِبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتْرُكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا.

(১৭৩) আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী (সা) এর কাছে এসে হিজরত সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। রাসূল (সা) বললেন, কী বলছ! হিজরতের বিষয়টা যে বড় কঠিন! তোমার কি কোন উট আছে? লোকটি বললেন, জ্বি হ্যাঁ। রাসূল (সা) বললেন, তুমি কি এর যাকাত প্রদান কর? বললেন, জ্বি হ্যাঁ। রাসূল (সা) বললেন, তুমি কি সেই উটের দুধ থেকে কিছু দান কর? লোকটি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (সা) বললেন, তুমি কি বিশ্রামস্থলে সমবেত লোকদের জন্য তোমার উষ্ট্রীর দুগ্ধ দোহন কর? লোকটি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (সা) বললেন, তাহলে যেখানে খুশী অবস্থান করে তুমি আমলে রত থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমার কোন আমলকেই (বিনা প্রতিদানে) ছেড়ে দিবেন না। [বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন হাসান।]

www.waytojannah.com

(١٧٤) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ) قَالَ قَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَتَمَهَا وَقَالَ النَّاسُ حَيٌّ وَأَنَا وَأَصْحَابِي حَيٌّ وَقَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ كَذَبْتَ وَعِنْدَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَهُمَا قَاعِدَانِ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لَوْ شَاءَ هَذَانِ لَحَدَّثَاكَ فَرَفَعَ عَلَيْهِ مَرْوَانُ الدِّرَّةَ لِيَضْرِبَهُ فَلَمَّا رَأَيَا ذَلِكَ قَالَا صَدَقَ۔

(১৭৪) আবূ সা'ঈদ আ-খুদ্‌রী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, যখন সূরা আন্-নাস্‌র (ইযা জা'আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাত্‌হু...) নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, মানুষের মধ্যে দু'টি দল রয়েছে, একটি হচ্ছে যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি; অপরটি হচ্ছে আমি এবং আমার অনুসারীবৃন্দের দল। তিনি আরো বলেন, মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত (অবশিষ্ট) নেই। কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যত (অবশিষ্ট) আছে। (এ কথা শুনে) মারওয়ান আবূ সা'ঈদ আল খুদরীকে বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। এই সময় তাঁর পাশে চৌকির উপর উপবিষ্ট ছিলেন রাফি' ইব্‌ন খাদীজ ও যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা)। আবূ সা'ঈদ বললেন, এঁরা দু'জন ইচ্ছা করলে আপনাকে এ বিষয়ে বর্ণনা দিতে পারেন (সক্ষম)। কিন্তু প্রথমোক্তজন ভয় করেন যে, আপনি তাঁর কাছ থেকে তাঁর কওমের নেতৃত্ব কেড়ে নিবেন। আর দ্বিতীয় জনের ভয় হচ্ছে–আপনি তার যাকাত সংগ্রহকারীর চাকুরী ছিনিয়ে নিবেন। এ কারণেই তাঁরা দু'জন চুপ করে আছেন (এবং বর্ণিত হাদীসের সমর্থনে কথা বলছেন না)। তখন মারওয়ান আবূ সা'ঈদ আল-খুদরীকে (রা) মারার জন্য চাবুক হাতে নিলেন। কিন্তু যখন তাঁরা দু'জন (রাফি' ও যায়েদ) এই অবস্থা দেখতে পেলেন, তখন তারা বলে উঠলেন আবূ সা'ঈদ সত্য বলেছেন। [হাইছামী, আহমদ ও তাবারানী]

باب ما جاء فى بقاء ثواب الهجرة لمن هاجر الى المدينة قبل الفتح وان اقام فى غيرها بعد۔

পরিচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের পূর্বে যাঁরা মদীনায় হিজরত করেছেন, তাঁরা পরবর্তীতে অন্যত্র বসবাস করলেও তাঁদের হিজরতের ছাওয়াব অব্যাহত থাকা প্রসংগ

(١٧٥) عَنْ سَلَمَةَ (يَعْنِي ابْنَ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَدْوِ فَأَذِنَ لَهُ۔

(১৭৫) সালামা ইব্‌ন আক্‌ওয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) কাছে (মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদীনায় হিজরত করার পর) গ্রামাঞ্চলে গিয়ে বসবাস করার অনুমতি প্রার্থনা করলে, রাসূল (সা) তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। [মুসলিম। ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী 'উবাইদের ধারায় বুখারীও বর্ণনা করেন।]

(١٧٦) عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ سَلَمَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَهُ بُرَيْدَةُ بْنُ الْحَصِيبِ فَقَالَ ارْتَدَدْتَ عَنْ هِجْرَتِكَ يَا سَلَمَةُ؟ فَقَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنِّي فِي إِذْنٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ابْدُوا يَا أَسْلَمُ فَتَنَسَّمُوا الرِّيَاحَ وَاسْكُنُوا الشِّعَابَ فَقَالُوا إِنَّا نَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يَضُرَّنَا ذَلِكَ فِي هِجْرَتِنَا قَالَ أَنْتُمْ مُهَاجِرُونَ حَيْثُ كُنْتُمْ۔

(১৭৬) সা'ঈদ ইব্‌ন ইয়াস ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন আক্‌ওয়া থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা তাঁকে হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে, সালামা (রা) মদীনায় আগমন করে বুরাইদা ইব্‌নল হুমায়র (রা)-এর সাথে সাক্ষাত

www.waytojannah.com

করেন। তখন বুরাইদা তাঁকে বলেন, হে সালামা তুমি তো তোমার হিজরত বিনষ্ট করে ফেলেছ। সালামা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই (আল্লাহ্ না করুন)। আমি তো আল্লাহ্‌র রাসূলের অনুমতিক্রমে দূরে অবস্থান করছি। আমি রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা) বলতে শুনেছি, যে আস্‌লাম (গোত্রীয় লোকজন), তোমরা দূরাঞ্চলে (গ্রামে বা জঙ্গলে) ফিরে যাও, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন কর এবং উপত্যকায় বসবাস কর। রাসূলের (সা) এই বাণী শুনে লোকজন বললো, আমাদের ভয় হয়, পাছে আমাদের হিজরত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)। তখন রাসূল (সা) বললেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমরা মুহাজির। [হাইছামী, আহমদ ও তাবারানী]

(١٧٧) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَنْ بَقِيَ مَعَكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ بَقِيَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَسَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ فَقَالَ رَجُلٌ أَمَّا سَلَمَةُ فَقَدِ ارْتَدَّ عَنْ هِجْرَتِهِ فَقَالَ جَابِرٌ لَا تَقُلْ ذَلِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَسْلَمَ ابْدُوا يَا أَسْلَمُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ نَرْتَدَّ بَعْدَ هِجْرَتِنَا فَقَالَ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ مُهَاجِرُونَ حَيْثُ كُنْتُمْ.

(১৭৭) 'আমর ইবন আবদুর রহমান ইবন জারহাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনতে পেলাম জনৈক ব্যক্তি জাবির ইবন আবদুল্লাহকে (রা) জিজ্ঞেস করছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাহাবীগণের মধ্যে আপনার সঙ্গী আর কে কে অবশিষ্ট (জীবিত) আছেন? জাবির বললেন, অবশিষ্ট আছেন আনাস ইবন মালিক ও সালামা ইব্‌নল আক্‌ওয়া (রা)। তখন (উপস্থিত) অপর একজন বলে উঠলেন, সালামা তো তাঁর হিজরত থেকে পিছনে ফিরে গেছে। জাবির (রা) বললেন, এ ধরনের কথা বলবেন না। কারণ, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি, হে আস্‌লাম গোত্রীয় লোকজন, তোমরা নগর জীবন থেকে দূরাঞ্চলে (মরুভূমি, অরণ্য বা পর্বতগিরিতে) চলে যাও। তখন তারা বলেছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা), আমাদের ভয় হয় যে, হিজরত করার পর আমরা আবার না পশ্চাতে চলে যাই। রাসূল (সা) বললেন, না, তোমরা সেখানেই অবস্থান কর না কেন, তোমরা মুহাজির। [হাইছামী ও আহমদ]

(١٧٨) عَنِ الْفَرَزْدَقِ بْنِ حَنَانٍ الْقَاصِّ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ؟ خَرَجْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَيْدَةَ فِي طَرِيقِ الشَّامِ فَمَرَرْنَا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِكُمَا أَعْرَابِيٌّ جَافٍ جَرِيءٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ الْهِجْرَةُ إِلَيْكَ حَيْثُمَا كُنْتَ أَمْ إِلَى أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ لِقَوْمٍ خَاصَّةً أَمْ إِذَا مُتَّ انْقَطَعَتْ؟ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْهِجْرَةِ؟ قَالَ هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ فَأَنْتَ مُهَاجِرٌ وَإِنْ مُتَّ بِالْحَضْرَمَةِ قَالَ يَعْنِي أَرْضًا بِالْيَمَامَةِ.

(১৭৮) ফারাযদাক ইব্‌ন হানান আল-ক্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এরূপ একটি হাদীস শোনাব না যা তোমার কর্ণদ্বয় শ্রবণ করেছে, যা আমার অন্তর অনুধাবন করেছে এবং যা আমি এখনও ভুলিনি? (একদা) আমি আর আবদুল্লাহ্ ইবন হাইদাহ সিরিয়ার রাস্তায় বের হয়েছি। পথিমধ্যে আমরা আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর ইব্‌নল 'আস (রা) এর সংগে সাক্ষাত করলাম। তখন তিনি হাদসিটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তোমাদের (অর্থাৎ ফারাযদাক ও আবদুল্লাহ্‌কে সম্বোধন করছেন)

www.waytojannah.com

কওমের কর্কশভাষী ও দুঃসাহসী এক বেদুঈন এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! হিজরতের বিষয়টি কী? এটা কি আপনার কাছে আসা ও অবস্থান করা? নাকি নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডে সীমিত? নাকি নির্দিষ্ট কোন কওমের জন্য নির্ধারিত? নাকি এই হিজরত আপনার মৃত্যুর পর বন্ধ হয়ে যাবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলেন, হিজরত বিষয়ে প্রশ্নকারী কে? বেদুঈন বললেন, এই তো আমি এখানে ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! রাসূল (সা) বললেন, (শোন), তুমি যদি সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করে থাক এবং যাকাত প্রদান করে থাক, তাহলেই তুমি একজন মুহাজির, যদিও তুমি ইয়ামামার হাদরামায় মৃত্যুবরণ কর। [তাইলাসী, বায়হাকী ও মালিক]

(١٧٩) عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِلَادُ بِلَادُ اللهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللهِ فَحَيْثُمَا أَصَبْتَ خَيْرًا فَأَقِمْ.

(১৭৯) যুবাইর ইব্ন 'আওয়াম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন সকল দেশই আল্লাহ্র দেশ, আর সকল বান্দাই আল্লাহ্র বান্দা। সুতরাং যেখানেই তুমি কল্যাণ পাবে, সেখানেই অবস্থান করতে পার। [হাদীসটি গরীব। সুয়ূতী, এবং আয়েশা (রা) থেকে দারাকুতনী]

(١٨٠) عَنِ الْقَلُوصِ أَنَّ شِهَابَ بْنَ مُدْلِجٍ نَزَلَ الْبَادِيَةَ فَسَابَّ ابْنُهُ رَجُلًا فَقَالَ يَا ابْنَ الَّذِي تَعَرَّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ فَأَتَى شِهَابٌ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ النَّاسِ رَجُلَانِ رَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَهْبِطَ مَوْضِعًا يَسُوءُ الْعَدُوَّ وَرَجُلٌ بِنَاحِيَةِ الْبَادِيَةِ يُقِيمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَيُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُهُ؟ قَالَ نَعَمْ فَأَتَى بَادِيَتَهُ فَأَقَامَ بِهَا.

(১৮০) কালূস (আবদুল্লাহ ইব্ন হাস্সান বিনতু হাবীবা থেকে বর্ণিত), শিহাব ইব্ন মুদলিজ মরু এলাকায় বসতি গ্রহণ করেছিলেন। একদিন তার ছেলে জনৈক ব্যক্তিকে গালি দিলে সে প্রত্যুত্তর করল, হে এই হিজরত দ্বারা মদীনার হিজরত বিনষ্টকারীর সন্তান! এই কথা শুনে শিহাব মদীনায় আগমন করেন এবং আবূ হুরাইরাহ (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তখন তিনি আবূ হুরাইরা (রা) কে বলতে শোনেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন, সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছে দু'জন। একজন হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র রাস্তায় অভিযান চালিয়ে যুদ্ধ করে (বিজয়ী হয়েছেন) এবং এমন স্থানে অবতরণ করেছে, যা শত্রুরা পছন্দ করে না। অপরজন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে, জনশূন্য মরু এলাকায় বসবাস করে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করে, তাঁর সম্পদের হক (যাকাত) আদায় করে এবং তাঁর রবের ইবাদতে মশগুল থাকে–যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর 'ইয়াক্বীন' (মৃত্যু) এসে যায়। এ হাদীস শুনে তিনি তাঁর হাঁটুতে থাপ্পর দিয়ে বললেন, হে আবূ হুরায়রা! এ কথা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে আপনি নিজে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন শিহাব তাঁর সেই মরুর আবাসে ফিরে আসেন এবং সেখানেই বাস করতে থাকেন। [বুখারী। এই মর্মে ১৯তম খণ্ডে উদ্ধৃত "কিতাবুল মাজালিস ওয়া আদাবুহা" অধ্যায়ের ৩৮ নং হাদীসটি দ্রষ্টব্য, যা আবূ সা'ঈদ থেকে বর্ণিত এবং বুখারী, মুসলিম, হাকেম ছাড়াও আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ ও নাসাঈ কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।]

هذا ما عندي والعلم عند الله عز وجل وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين.

www.waytojannah.com

اَلْقِسْمُ الثَّانِيْ مِنَ السِّيْرَةِ النَّبَوِيَّةِ

فِيْ حَوَادِثِ مَا بَعْدَ الْهِجْرَةِ إِلَى أَنْ لَحِقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلَى

২য় পর্ব : সীরাতুন-নবী (সা)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিজরত থেকে সর্বোত্তম বন্ধু আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ

أَبْوَابُ حَوَادِثِ السَّنَةِ الْأُوْلَى مِنَ الْهِجْرَةِ

১ম হিজরী সনে সংঘটিত ঘটনাবলীর অনুচ্ছেদসমূহ

بَابُ مَبْدَئِ التَّارِيْخِ وَاسْتِشَارَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ الصَّحَابَةَ فِيْ ذٰلِكَ

পরিচ্ছেদ : হিজরী সন গণনার সূচনা–এ বিষয়ে সাহাবীগণের (রা) সাথে হযরত উমার (রা)-এর পরামর্শ–

(١٨١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بُعِثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ قَالَ فَمَاتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ سَنَةً.

وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ قَالَ أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ فَمَكَثَ بِمَكَّةَ عَشْرًا وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا وَقُبِضَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ.

১৮১. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে কিংবা তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন চল্লিশ বৎসর বয়সে। এরপর তিনি তের বৎসর মক্কায় অবস্থান করেছিলেন, দশ বৎসর মদীনায় অবস্থান করেছিলেন এবং ৬৩ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অন্য সনদে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ৪৩ বৎসর বয়সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে। এরপর তিনি মক্কায় দশ বৎসর এবং মদীনাতে দশ বৎসর অবস্থান করেছেন। এরপর তেষট্টি বৎসর বয়সে তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

www.waytojannah.com

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِسْلَامِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

(١٨٢) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَانِبَ الْحَرَّةِ (يَعْنِيْ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ هُوَ وَأَبُوْ بَكْرٍ) ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَاءُوْا نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُوْا عَلَيْهِمَا وَقَالُوا ارْكَبَا اٰمِنَيْنِ مُطْمَئِنَّيْنِ قَالَ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَحَفُّوْا حَوْلَهُمَا بِالسِّلَاحِ قَالَ فَقِيْلَ بِالْمَدِيْنَةِ جَاءَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَشْرَفُوْا نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ جَاءَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ يَسِيْرُ حَتّٰى جَاءَ إِلٰى جَانِبِ دَارِ أَبِيْ أَيُّوْبَ قَالُوْا فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهَا إِذْ سَمِعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ وَهُوَ فِيْ نَخْلٍ لِأَهْلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمْ مِنْهُ فَعَجِلَ أَنْ يَّضَعَ الَّذِيْ يَخْتَرِفُ فِيْهَا فَجَاءَ وَهِيَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ إِلٰى أَهْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ بُيُوْتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ قَالَ فَقَالَ أَبُوْ أَيُّوْبَ يَا نَبِيَّ اللهِ هٰذِهِ دَارِيْ وَهٰذَا بَابِيْ قَالَ فَانْطَلِقْ فَهَيِّئْ لَنَا مَقِيْلًا قَالَ فَذَهَبَ فَهَيَّأَ لَهُمَا مَقِيْلًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ هَيَّأْتُ لَكُمَا مَقِيْلًا فَقُوْمَا عَلٰى بَرَكَةِ اللهِ فَقِيْلَا فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ حَقًّا وَأَنَّكَ جِئْتَ بِحَقٍّ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْيَهُوْدُ أَنِّيْ سَيِّدُهُمْ وَابْنُ سَيِّدِهِمْ وَأَعْلَمُهُمْ وَابْنُ أَعْلَمِهِمْ فَادْعُهُمْ فَاسْأَلْهُمْ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ وَيْلَكُمُ اتَّقُوا اللهَ فَوَالَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ حَقًّا وَأَنِّيْ جِئْتُكُمْ بِحَقٍّ أَسْلِمُوْا قَالُوْا مَا نَعْلَمُهُ.

১৮২. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বকর (রা) কে সাথে নিয়ে মদী নায় এসে হার্‌রা বা বালুকাময় স্থানে অবতরণ করেছিলেন। এরপর আনসারদের নিকট তাঁর আগমন সংবাদ পাঠালেন। তারা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সামনে এল। তারা তাঁদের দুজনকে সালাম দিল এবং বলল আপনারা প্রশান্ত চিত্তে-নির্ভয়ে বাহনে আরোহণ করুন। তাঁরা দুজনে বাহনে আরোহণ করলেন। তারা সশস্ত্র অবস্থায় তাঁদেরকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আল্লাহ্‌র নবী (সা) মদীনায় এসেছেন এ সংবাদ মদীনায় ছড়িয়ে পড়ল। নবী এসেছেন-নবী এসেছেন বলে বলে মদীনাবাসী তাঁকে দেখার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ (সা) সম্মুখে এগিয়ে যেতে লাগলেন। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) বাসস্থানের নিকট পৌঁছার পর লোকজন বলল যে, তিনি নিশ্চয় এই গৃহকর্মীর সাথে কথা বলবেন। এসময়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম খেজুর বাগানে খেজুর সংগ্রহ করছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর আগমন সংবাদ শুনলেন। দ্রুত সংগৃহীত খেজুর পাত্রে ভরে সেটি সহ তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী ও বক্তব্য শুনলেন। এরপর আপন পরিবারের নিকট ফিরে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন যে, এখান থেকে আমাদের কার বাসস্থান নিকটতম? আবূ আইয়ূব (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী (সা)! এই যে, এটি আমার বাড়ী এবং এটি আমার দরজা। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তাহলে তুমি যাও এবং আমাদের দুপুর-নিদ্রার ব্যবস্থা কর। আবূ আইয়ূব (রা)

www.waytojannah.com

গিয়ে তাঁদের দুজনের দুপুর নিদ্রার ব্যবস্থা করে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী (সা)! আপনাদের নিদ্রার ব্যবস্থা করেছি, আল্লাহ্‌র বরকত নিয়ে আপনারা উঠুন এবং বিশ্রাম করুন।

রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে গমন করার পর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম সেখানে এলেন এবং বললেন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্য-সত্যই আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি সত্য নিয়েই এসেছেন, ইয়াহূদীগণ ভাল করেই জানে যে, আমি তাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী এবং সর্বাধিক জ্ঞানীর পুত্র, আমি তাদের নেতা এবং নেতার পুত্র। আপনি ওদেরকে ডাকুন এবং প্রশ্ন করুন। ইয়াহুদীগণ এল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! দুর্ভোগ তোমাদের জন্যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, সেই আল্লাহ্‌র কসম যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তোমরা তো ভাল করেই জান যে, আমি সত্যিই আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমি সত্য নিয়েই তোমাদের নিকট এসেছি। তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। তারা বলল না, আমরাতো তা জানিনা।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ

অনুচ্ছেদ : মদীনায় নবী (সা)-এর মসজিদ নির্মাণ

(١٨٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فِيْ عُلْوِ الْمَدِيْنَةِ فِيْ حَيٍّ يُقَالُ لَهُ بَنُوْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ فِيْهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَ فَجَاءُوْا مُتَقَلِّدِيْنَ سُيُوْفَهُمْ قَالَ فَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُوْ بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِيْ أَيُّوْبَ قَالَ فَكَانَ يُصَلِّيْ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّيْ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوْا فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِيْ بِحَائِطِكُمْ هٰذَا فَقَالُوْا وَاللهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ قَالَ وَكَانَ فِيْهِ مَا أَقُوْلُ لَكُمْ كَانَتْ فِيْهِ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ فِيْهِ حَرْثٌ وَكَانَ فِيْهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ وَبِالْحَرْثِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ قَالَ فَصَفُّوا النَّخْلَ إِلَى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوْا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً قَالَ وَجَعَلُوْا يَنْقُلُوْنَ ذٰلِكَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُوْنَ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهْ فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ.

১৮৩. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় এসে সেখানকার উঁচু অঞ্চলে বানূ আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রে অবতরণ করেছিলেন। চৌদ্দ রাত তিনি সেখানে অবস্থান করেছিলেন। এরপর তিনি বানূ নাজ্জার গোত্রের লোকদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা গলায় তরবারি ঝুলিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। বর্ণনাকারী বলেন আমি যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বাহনে উপবিষ্ট, আবূ বকর (রা) তাঁর পেছনে এবং বানূ নাজ্জারের নেতৃবর্গ তাঁর চারপাশে প্রহরা দিয়ে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে। আবূ আইয়ূব (রা)-এর বাসস্থানের পাশে তিনি অবতরণ করলেন। যেখানে নামাযের সময় হতো রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানেই নামায আদায় করে নিতেন। তিনি বকরী-শালায়ও নামায আদায় করতেন। এরপর তিনি মসজিদ তৈরির নির্দেশ দিলেন। বানূ নাজ্জার গোত্রের লোকদেরকে তিনি ডেকে বললেন, তোমাদের এই বাগানটির মূল্য কত তা আমাকে জানাও। তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম আমরা এটির মূল্য একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটই চাইব।

www.waytojannah.com

বর্ণনাকারী বলেন আমি তোমাদেরকে যেমনটি বলছি যে, সেখানে মুশরিক লোকদের কবর ছিল এবং সেখানে শস্যক্ষেত ও খেজুর গাছ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এর নির্দেশে কবরগুলো উপড়ে ফেলা হল, ক্ষেতগুলো সমান করে দেয়া হল এবং খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হল। এরপর খেজুর গাছগুলোকে মসজিদের কিবলার দিকে স্থান করা হল এবং দুপাশের দেয়াল তৈরী করল পাথর দিয়ে। তারা পাথরগুলো বহন করছিল আর সুর করে নিম্নের পংক্তি উচ্চারণ করছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) ও ওদের সাথে সাথে ছন্দাকারে বলছিলেন–

হে আল্লাহ্! পরকালীন কল্যাণ ছাড়া প্রকৃত কল্যাণ নেই, মুহাজির এবং আনসারগণকে আপনি সাহায্য করুন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُؤَاخَاةِ وَالْمُحَالَفَةِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ

পরিচ্ছেদ : মুহাজির এবং আনসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ও চুক্তি সম্পাদন

(١٨٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِيْنَةَ اٰخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ أُقَاسِمُكَ مَالِيْ نِصْفَيْنِ وَلِيْ امْرَأَتَانِ فَأُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّوْنِيْ عَلَى السُّوْقِ فَدَلُّوْهُ فَانْطَلَقَ فَمَا رَجَعَ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِّنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ قَدِ اسْتَفْضَلَهُ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِّنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمْ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ مَا أَصْدَقْتَهَا قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

১৮৪. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) মদীনায় আসার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মধ্যে এবং সা'দ ইব্ন রাবী' এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিলেন। তখন সা'দ ইব্ন রাবী' আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) কে বললেন আমার সম্পদাদি দু'ভাগ করে এক ভাগ আমি আপনাকে দিয়ে দিব এবং আমার দুজন স্ত্রী রয়েছে তাদের একজনকে আমি তালাক দিয়ে দিব, তার ইদ্দত পূর্ণ হলে আপনি তাকে বিয়ে করবেন। আবদুর রহমান (রা) বললেন, মহান আল্লাহ্ আপনার পরিবারে ও সম্পদে বরকত দিন। আপনারা আমাকে বরং একটি বাজারের সন্ধান দিন। তাঁরা তাঁকে একটি বাজার দেখিয়ে দিলেন। তিনি বাজারে গেলেন এবং ব্যবসা করে মুনাফারূপে কিছু পনীর ও ঘি নিয়ে ফিরে এলেন। এর কিছুদিন পর তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাক্ষাত ঘটে। তখন তাঁর মুখে যাফরান প্রসাধনীর কিছু চিহ্ন ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) আনন্দিত স্বরে বললেন, ব্যাপার কী? তিনি উত্তরে বললেন, জনৈকা আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) জানতে চাইলেন যে, কী পরিমাণ দেনমোহর দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন শস্য পরিমাণ স্বর্ণ, হুমায়দ-এর বর্ণনায় এসেছে যে, শস্যের ওজনমত স্বর্ণ। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন অন্তত একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমার আয়োজন কর।

(١٨٥) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ حَالَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِيْ دَارِيَ الَّتِيْ بِالْمَدِيْنَةِ.

www.waytojannah.com

Contents

وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ قَالَ حَالَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ فِيْ دَارِنَا قَالَ سُفْيَانُ (أَحَدُ الرُّوَاةِ) كَأَنَّهُ يَقُوْلُ أُخْيَ.

عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا وَقَالَ لَهُ قَائِلٌ بَلَغَكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ بَلٰى بَلٰى قَدْ حَالَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِيْ دَارِهِ.

وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ عَنْ أَنَسٍ أَيْضًا قَالَ حَالَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ فِيْ دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.

১৮৫. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার মদীনার গৃহে বসে কুরায়শদের মাঝে এবং আমাদের মাঝে মৈত্রী বন্ধন স্থাপন করেছেন।

হযরত আনাস (রা) থেকে অন্য সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন আমাদের বাসগৃহের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) মুহাজির এবং আনসারদের মাঝে মৈত্রী বন্ধন স্থাপন করেছেন। জনৈক বর্ণনাকারী সুফ্য়ান (রহ.) বলেছেন যে, এই বক্তব্য দ্বারা হযরত আনাস (রা) সম্ভবত ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপনের কথা বুঝিয়েছেন।

আসিম আল আহওয়াল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন আমি হযরত আনাস (রা) কে শুনেছি কেউ একজন তাঁকে বলেছিল যে, আপনার কাছে এমন হাদীছ পৌঁছেছে কিনা যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ইসলামে মৈত্রী চুক্তি নেই (অন্যায় সংঘটনে)। এতে হযরত আনাস (রা) রেগে ওঠেন এবং বলেন হাঁ হাঁ, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁরই গৃহে কুরায়শ ও আনসারদের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেছেন।

আসিম আল আহওয়াল অন্য সনদে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ (সা) আনাস (রা)-এর গৃহে মুহাজির ও আনসারদের মাঝে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন।

(١٨٦) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً.

১৮৬. জুবায়র ইব্ন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, ইসলামে মৈত্রী চুক্তি নেই। (অন্যায় কাজে)। জহেলী যুগে যে মৈত্রী ছিল (কল্যাণমূলক কাজে) ইসলাম সেটিকে আরো সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করেছে।

(١٨٧) عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِلْفِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُوْا بِهِ وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ.

১৮৭. কায়স ইব্ন আসিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মৈত্রী চুক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট জানতে চেয়েছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, জাহেলী যুগে যা সম্পাদিত হয়েছে তা তোমরা অটুট রাখবে। ইসলামে কোন মৈত্রী চুক্তি নেই।

www.waytojannah.com

(١٨٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيَّبِيْنَ مَعَ عُمُوْمَتِيْ وَأَنَا غُلَامٌ فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِيْ حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّيْ أَنْكُثُهُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصِبِ الْإِسْلَامُ حِلْفًا إِلَّا زَادَهُ شِدَّةً وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَقَدْ أَلَّفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ.

১৮৮. হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি আমার চাচাদের সাথে সুরভিত নেতৃস্থানীয় আরবদের মৈত্রী চুক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। আমি তখন ছিলাম অল্পবয়সী বালক। ওই চুক্তি ভঙ্গের বিনিময়ে লাল লাল উষ্ট্রপাল গ্রহণে আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করব না। যুহরী (রহ.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ইসলামে প্রাপ্ত পূর্ব সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তিকে ইসলাম শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করেছে, ইসলামে মৈত্রী চুক্তি নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) কুরায়শ ও আনসারদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে দিয়েছেন।

(١٨٩) عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً أَوْ حِدَّةً.

১৮৯. ইকরিমা বর্ণনা করেছেন ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন জাহেলী যুগে সম্পাদিত চুক্তিকে ইসলাম সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করেছে।

(١٩٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَتِ الْمُهَاجِرُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قَوْمٍ قَدِمْنَا عَلَيْهِمْ أَحْسَنَ بَذْلًا مِّنْ كَثِيْرٍ وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً فِيْ قَلِيْلٍ قَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ وَأَشْرَكُوْنَا فِي الْمَهْنَأِ فَقَدْ خَشِيْنَا أَنْ يَذْهَبُوْا بِالْأَجْرِ كُلِّهِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا مَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ بِهِ وَدَعَوْتُمُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ.

১৯০. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মুহাজিরগণ বলেছিল ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! প্রাচুর্যে এত অধিক দানশীল এবং দারিদ্র্যে এত অধিক সমবেদনা জ্ঞাপনকারী কোন সম্প্রদায় তো আমরা দেখিনি। (যেমনটি দেখতে পাচ্ছি আনসারগণকে)। তারা আমাদেরকে শ্রমসাধ্য কাজগুলো থেকে অব্যাহতি দিচ্ছেন আর আনন্দঘন উৎসবে অংশীদার করছেন। আমরা আশংকা করছি যে, তাঁরা সবটুকু ছাওয়াব নিয়ে যাবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না, তা নয় তোমরা ওদের যে প্রশংসা ও সুনাম করছ আর তাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করছ তাতে তোমরা ছাওয়াব পাবে।

(١٩١) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ أَنْ يَعْقِلُوْا مَعَاقِلَهُمْ وَأَنْ يَفْدُوْا عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

১৯১. আমর ইব্ন শুআয়ব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মুহাজির এবং আনসারদের মাঝে এই মর্মে চুক্তি সম্পাদন করে দিয়েছিলেন যে, তারা পরস্পর দিয়াত বা রক্তপণ পরিশোধে সহযোগিতা করবে, বন্দী মুক্তিতে সহায়তা করবে এবং মুসলমানদের মাঝে শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে।

www.waytojannah.com

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَيْعَةِ نِسَاءِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ

পরিচ্ছেদ : মদীনার মহিলাদের শপথ গ্রহণ

(١٩٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِيْ بَيْتٍ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ فَرَدَدْنَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ أَنَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُنَّ قُلْنَا مَرْحَبًا بِرَسُوْلِ اللهِ وَبِرَسُوْلِ رَسُوْلِ اللهِ وَقَالَ تُبَايِعْنَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنِيْنَ وَلَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ وَلَا تَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْكُنَّ وَأَرْجُلِكُنَّ وَلَا تَعْصِيْنَهُ فِيْ مَعْرُوْفٍ قُلْنَا نَعَمْ فَمَدَدْنَا أَيْدِيَنَا مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ وَمَدَّ يَدَهُ مِنْ خَارِجِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ وَأَمَرَنَا بِالْعِيْدَيْنِ أَنْ نُخْرِجَ الْعُتَّقَ وَالْحُيَّضَ وَنَهٰى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا وَسَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ قَالَتْ نُهِيْنَا عَنِ النِّيَاحَةِ.

১৯২. ইসমাঈল ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আতিয়্যাহ আনসারী থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর দাদী উম্মে আতিয়্যাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় এলেন তখন আনসারী মহিলাদেরকে তিনি একটি গৃহে সমবেত করেছিলেন। তারপর উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে ওদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি ওই গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে মহিলাদেরকে সালাম দিলেন। তাঁরা সালামের জবাব দিলেন। তিনি বললেন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর দূত হিসেবে তোমাদের নিকট এসেছি। আমরা বললাম সুস্বাগতম ও সাদর সম্ভাষণ রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি এবং তাঁর দূতের প্রতি। হযরত উমার (রা) বললেন তোমরা কি এই বিষয়ে বায়'আত করবে–অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে যে, তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না, যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, সজ্ঞানে মিথ্যা রচনা করে তা রটাবে না এবং সৎকার্যে রাসূলুল্লাহ (সা) কে অমান্য করবে না? আমরা বললাম, হাঁ, এসব বিষয়ে আমরা বায়আত করব। অতঃপর গৃহের ভেতর থেকে আমরা হাত বাড়িয়ে দিলাম আর গৃহের বাহিরে তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্ আপনি সাক্ষী থাকুন। এরপর তিনি আমাদের ঋতুবতী ও যুবতীদেরকে দু' ঈদের জামাতে হাজির হবার নির্দেশ দিলেন আর জানাযায় উপস্থিত হতে নিষেধ কলেন। আর বললেন যে, আমাদের জন্যে জুমু'আ ওয়াজিব নয়। وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ (সৎকার্যে তারা আপনাকে অমান্য করবে না) আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন যে, এই আলোকে আমাদেরকে কারো মৃত্যুতে সশব্দ ক্রন্দন ও মাতম প্রকাশে নিষেধ করা হয়েছে।

(١٩٣) وَعَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ نِسَاءٍ نُبَايِعُهُ فَأَخَذَ عَلَيْنَا مَا فِي الْقُرْاٰنِ أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا الْاٰيَةَ قَالَ فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ قُلْنَا اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا تُصَافِحُنَا؟ قَالَ إِنِّيْ لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِيْ لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِيْ لِمِائَةِ امْرَأَةٍ.

www.waytojannah.com

১৯৩. উমায়মা বিনত রাকীকাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, অন্য কতক মহিলার সাথে আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে গিয়েছিলাম বায়'আত হওয়ার জন্যে। অতঃপর কুরআন মাজীদের يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا (সূরা মুমতাহানা : ১২) আয়াতে বর্ণিত বিষয়াদিতে তিনি আমাদের অঙ্গীকার নিলেন। এরপর তিনি বললেন এসব পালনে তোমাদের সামর্থ বিবেচনা করা হবে। আমরা বললাম আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদের প্রতি আমাদের নিজেদের চেয়ে অধিক দয়াময়। আমরা বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আপনি আমাদের হাতে হাত মেলাবেন না? তিনি বললেন, আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করি না–হাত মিলাই না। বস্তুত একজন মহিলার উদ্দেশ্য আমার বক্তব্য শত মহিলার উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্যের ন্যায়।

(١٩٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِيْ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقِيْ وَلَا تَزْنِيْ وَلَا تَقْتُلِيْ وَلَدَكِ وَلَا تَأْتِيْ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ وَلَا تَنُوحِيْ وَلَا تَبَرَّجِيْ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى۔

১৯৪. আমর ইব্ন শুআয়ব বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে। তিনি বলেছেন, উমায়মা বিনত রাকীকা রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে এসেছিল। তাঁর নিকট ইসলামের বায়'আত হওয়ার জন্যে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন আমি তোমাকে বায়'আত নিচ্ছি–তোমার অঙ্গীকার নিচ্ছি এ মর্মে যে, তুমি আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না, তোমার সন্তানকে হত্যা করবে না, জেনে-শুনে মিথ্যা রচনা করে তা রটাবে না, কারো মৃত্যুতে চিৎকার করে কাঁদবে না এবং অতীত জাহেলী যুগের ন্যায় নিজেকে দর্শনীয় করে প্রকাশ করবে না।

بَابُ ذِكْرِ مَا أَصَابَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِنْ حُمَّى الْمَدِيْنَةِ۔

পরিচ্ছেদ : মুহাজিরগণের ম দীনাতে জ্বর-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া

(١٩٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاشْتَكٰى أَبُوْ بَكْرٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا فِي الْجُحْفَةِ۔

১৯৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় আগমন করেছিলেন তখন মদীনা ছিল আল্লাহ্র দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশী মহামারী পীড়িত জনপদ। এখানে হযরত আবূ বকর (রা) রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আয়েশা (রা) বলেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আ করে বললেন اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا فِي الْجُحْفَةِ। হে আল্লাহ্! মদীনাকে আমাদের জন্যে প্রিয় করে দিন যেমন প্রিয় ছিল মক্কা নগরী কিংবা তার চেয়েও বেশী প্রিয় করে দিন, এটিকে স্বাস্থ্যকর করে দিন, এটির দ্রব্যসামগ্রীতে বরকত দিন এবং এটির জ্বর-ব্যাধিকে জুহফাতে সরিয়ে দিন।

www.waytojannah.com

Contents

(١٩٦) عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا اَيْضًا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ اشْتَكٰى أَصْحَابُهُ وَاشْتَكٰى أَبُوْ بَكْرٍ وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلٰى أَبِيْ بَكْرٍ وَبِلَالٌ فَاسْتَأْذَنَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ عِيَادَتِهِمْ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ لِأَبِيْ بَكْرٍ كَيْفَ تَجِدُكَ فَقَالَ:

১৯৬. উরওয়া সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছন রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় এলেন তখন তাঁর সাহাবীগণ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। হযরত আবূ বকর (রা), তদীয় ক্রীতদাস আমির ইব্ন ফুহায়রা এবং হযরত বিলালও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট অসুস্থদের সেবা শুশ্রূষার অনুমতি চাইলেন। তিনি অনুমতি দিলেন। আয়েশা (রা) আবূ বকর (রা) কে জিজ্ঞেস করে বললেন, আপনার কেমন লাগছে? আবূ বকর (রা) বললেন–

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِيْ أَهْلِهِ ... وَالْمَوْتُ أَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ.

وَسَأَلْتُ عَامِرًا فَقَالَ: إِنِّيْ وَجَدْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ ... إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ.

প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিজনের মধ্যে সকালে শয্যাত্যাগ করে আর মৃত্যু তো তার জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। আমি আমিরের নিকট তার অবস্থা জানতে চেয়েছিলাম। সে বলেছিল মৃত্যু হবার আগে আমি মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করছি। ভীরুর মৃত্যু তো উপর থেকে দম বন্ধ হয়ে কার্যকর হয়। আমি বিলাল (রা) কে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন–

وَسَأَلْتُ بِلَالًا فَقَالَ: يَا لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً ... بِفَجٍّ وَحَوْلِيْ إِذْخِرٌ وَجَلِيْلٌ.

হায়! আমি যদি জানতে পারতাম যে, আমি মক্কার উপত্যকায় রাত্রিযাপন করতে পারব, সেখানে আমার চারিদিকে থাকবে ইয্খির ও জালীল ঘাসের সমারোহ।

فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ بِقَوْلِهِمْ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ وَأَشَدَّ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِهَا وَفِيْ مُدِّهَا وَانْقُلْ وَبَاءَهَا إِلٰى مَهْيَعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ كَمَا زَعَمُوْا.

এসব দেখে হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এলেন এবং তাঁদের অভিব্যক্তি ও অবস্থা তাঁকে অবগত করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আকাশের দিকে তাকালেন এবং বললেন–

হে আল্লাহ্ মদীনাকে আমাদের জন্যে প্রিয় করে দিন, যেমন প্রিয় করে দিয়েছেন মক্কাকে কিংবা তার চেয়েও বেশি প্রিয় (করে দিন), হে আল্লাহ্ মদীনার দ্রব্য-সামগ্রীতে আমাদের জন্য বরকত দান করুন এবং এখানকার মহামারীকে মাহ্য়াআহ্ অঞ্চলে সরিয়ে দিন। ভাষ্যকারদের মতে মাহ্য়াআহ হলো জুহফাহ্ অঞ্চল।

(١٩٧) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهِيَ وَبِيْئَةٌ ذُكِرَ أَنَّ الْحُمّٰى صَرَعَتْهُمْ فَمَرِضَ أَبُوْ بَكْرٍ وَكَانَ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمّٰى يَقُوْلُ:

১৯৭. হিশাম ইব্ন উরওয়া তার পিতা থেকে এবং তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় এলেন তখন সেটি ছিল মহামারী অধ্যুষিত জনপদ। সেখানে ছিল জ্বরের প্রকোপ। একপর্যায়ে হযরত আবূ বকর (রা) রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। জ্বরের প্রকোপ যখন বৃদ্ধি পেল তখন তিনি বিষাদভরে বলতেন–

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِيْ أَهْلِهِ ... وَالْمَوْتُ أَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ.

www.waytojannah.com

প্রত্যেকের এখানে ভোর হয় তার পরিবারের মধ্যে। এ অবস্থায় যে, তার মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়ে অধিক নিকটে।

قَالَتْ : وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

হযরত বিলাল (রা) যখন জ্বরে ভুগতেন তখন তিনি বলতেন–

أَلَا لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً ... بِوَادٍ وَحَوْلِيْ إِذْخِرٌ وَجَلِيْلُ.

হায় যদি আমি জানতে পারতাম যে, আমি সেই উপত্যকায় রাত যাপন করতে পারব যেখানে আমার চারিদিকে থাকবে ইযখির ও জলীল ঘাস।

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ ... وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِيْ شَامَةٌ وَطَفِيْلُ.

এও যদি জানতে পারতাম কোন একদিন আমি মাজিন্না মরুদ্যানে যেতে পারব আর শামা এবং তাফীল পর্বতদ্বয় আমার দৃষ্টিগোচর হবে।

اَللّٰهُمَّ الْعَنْ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلْفٍ كَمَا أَخْرَجُوْنَا مِنْ مَكَّةَ فَلَمَّا رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَقُوْا قَالَ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ اللّٰهُمَّ صَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ قَالَ فَكَانَ الْمَوْلُوْدُ يُوْلَدُ بِالْجُحْفَةِ فَمَا يَبْلُغُ الْحُلُمَ حَتّٰى تَصْرَعَهُ الْحُمّٰى.

হে আল্লাহ্ উতবাহ ইব্ন রাবীআহ, শায়বাহ ইব্ন রাবীআহ এবং উমাইয়া ইব্ন খাল্ফকে আপনি লা'নত দিন, যেমনটি তারা আমাদেরকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করেছে। সাহাবা-ই-কিরামের এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ اللّٰهُمَّ صَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ قَالَ فَكَانَ الْمَوْلُوْدُ يُوْلَدُ بِالْجُحْفَةِ হে আল্লাহ্! মদীনাকে আমাদের জন্যে প্রিয় করে দিন যেমন প্রিয় ছিল মক্কা কিংবা তার চেয়েও বেশি প্রিয়। হে আল্লাহ্! এটিকে স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ করে দিন আর সেটির দ্রব্যসামগ্রীতে বরকত দিন, সেটির জ্বর-ব্যাধিকে জুহফাতে সরিয়ে দিন। বর্ণনাকারী বলে এর পর থেকে জুহফা অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তি সাবালক হবার পূর্বেই জ্বর-ব্যাধির আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে যেত।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مِيْلَادِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَبِنَائِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ.

পরিচ্ছেদ : হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর জন্ম এবং হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বাসর রাত্রি উদযাপন

(١٩٨) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ فَأَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءً فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ فِيْ حُجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِيْ فِيْهِ فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيْقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ قَالَتْ ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ.

www.waytojannah.com

১৯৮. হযরত আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মক্কা থাকাকালীন সময়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) তাঁর গর্ভে আসে। তিনি বলেন, আমি যখন হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করি তখন গর্ভকালীন মেয়াদ ছিল শেষ পর্যায়ে। অতঃপর আমি মদীনায় এসে কুফাতে অবতরণ করি। সেখানে আমার গর্ভে আবদুল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করে। এরপর আমি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আসি এবং তাঁর কোলে তুলে দেই। তিনি একটি খেজুর আনিয়ে সেটি চিবিয়ে নেন এবং আবদুল্লাহ-এর মুখে এটা থুথুসহ তুলে দেন। সে প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর থুথুই সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ্-এর পেটে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহর মুখের ভেতর খেজুরটি ঢুকিয়ে দেন এবং তার জন্য বরকত ও কল্যাণের দুআ করেন। আবদুল্লাহ্ হল ইসলামী যুগে সর্বপ্রথম জন্মগ্রহণকৃত সন্তান (মদীনাতে)।

(١٩٩) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ شَوَّالٍ وَبَنَى بِيْ فِيْ شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّيْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِيْ شَوَّالٍ.

১৯৯. উরওয়া বর্ণনা করেছেন হযরত আয়েশা (রা) থেকে। তিনি বলেছেন শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বিয়ে করেছিলেন এবং আমাকে নিয়ে বাসর করেছিলেন শাওয়াল মাসে। এরপর অন্য কোন স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আমার চেয়ে বেশি প্রিয়? এই প্রেক্ষাপটে হযরত আয়েশা (রা) এটা পছন্দ করতেন যে, মেয়েরা শাওয়াল মাসে স্বামীগৃহে গমন করুক।

(٢٠٠) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ كُنْتُ صَاحِبَةَ عَائِشَةَ الَّتِيْ هَيَّأْتُهَا وَأَدْخَلْتُهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِيْ نِسْوَةٌ قَالَتْ فَوَاللهِ مَا وَجَدْنَا عِنْدَهُ قِرًى إِلَّا قَدَحًا مِنْ لَبَنٍ قَالَتْ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ عَائِشَةَ فَاسْتَحْيَتِ الْجَارِيَةُ فَقُلْنَا لَا تَرُدِّيْ يَدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِيْ مِنْهُ فَأَخَذَتْهُ عَلَى حَيَاءٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ نَاوِلِيْ صَوَاحِبَكِ فَقُلْنَا لَا نَشْتَهِيْهِ فَقَالَ لَا تَجْمَعْنَ جُوْعًا وَكَذِبًا قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ قَالَتْ إِحْدَانَا لِشَيْءٍ تَشْتَهِيْهِ لَا أَشْتَهِيْهِ يُعَدُّ ذٰلِكَ كَذِبًا قَالَ إِنَّ الْكَذِبَ يُكْتَبُ كَذِبًا حَتّٰى تُكْتَبَ الْكُذَيْبَةُ كُذَيْبَةً.

২০০. আসমা বিন্ত উমায়স (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন হযরত আয়েশা (রা) কে সাজিয়ে-গুজিয়ে যারা রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট পাঠিয়েছিল আমি তাদের অন্যতম। আমার সাথে অন্যান্য মহিলাও ছিল। আমরা যখন তাঁর গৃহে যাই তখন মেহমান আপ্যায়নের জন্যে শুধু এক বাটি দুধ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে একটু দুধ পান করলেন। তারপর বাটিটি আয়েশা (রা) কে দিলেন। বালিকা আয়েশা (রা) তা গ্রহণে লজ্জাবোধ করছিলেন। আমরা বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাত ফিরিয়ে দিও না, তা গ্রহণ কর। তিনি লজ্জায় লাজুক হয়ে তা গ্রহণ করলেন এবং কিছু দুধ পান করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমার সখীদেরকে পান করতে দাও। আমরা বললাম আমার দুধ পানের আগ্রহ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ক্ষুধা এবং মিথ্যা দুটোকে একত্রিত করো না। আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কেউ যদি কোনো কিছু গ্রহণের আসক্তি রেখে বলে সেটির প্রতি আমার আসক্তি নেই, তাহলে তা কি মিথ্যারূপে গণ্য হবে? তিনি বললেন মিথ্যা তো মিথ্যা রূপেই লিপিবদ্ধ হবে এমনকি মিথ্যাবাদী মহিলা মিথ্যাবাদিনীরূপে গণ্য হবে।

www.waytojannah.com

(٢٠١) عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ إِحْدٰى نِسَاءِ بَنِيْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ لَا أَشْتَهِيْهِ فَقَالَتْ إِنِّيْ قَيَّنْتُ عَائِشَةَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جِئْتُهُ فَدَعَوْتُهُ لِحِلْوَتِهَا فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلٰى جَنْبِهَا فَأُتِيَ بِعُسٍّ لَبَنٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَتْ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَانْتَهَرْتُهَا وَقُلْتُ لَهَا خُذِيْ مِنْ يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَأَخَذَتْ فَشَرِبَتْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيْ تِرْبَكِ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بَلْ خُذْهُ فَاشْرَبْ مِنْهُ ثُمَّ نَاوِلِيْهِ مِنْ يَدِكِ فَأَخَذَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَنِيْهِ قَالَتْ فَجَلَسْتُ ثُمَّ وَضَعْتُهُ عَلٰى رُكْبَتِيْ ثُمَّ طَفِقْتُ أُدِيْرُهُ وَأَتْبَعُهُ بِشَفَتَيَّ لِأُصِيْبَ مِنْهُ مَشْرَبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِنِسْوَةٍ عِنْدِيْ نَاوِلِيْهِنَّ فَقُلْنَ لَا نَشْتَهِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْمَعْنَ جُوْعًا وَكَذِبًا فَهَلْ أَنْتَ مُنْتَهٍ أَنْ تَقُوْلَ لَا أَشْتَهِيْهِ فَقُلْتُ أَيْ أُمَّهْ لَا أَعُوْدُ أَبَدًا۔

২০১. শাহ্‌র ইব্‌ন হাওশাব থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন বানূ আবদিল আশহাল গোত্রের মহিলা আসমা বিনত ইয়াযীদ ইব্‌ন সাকানের নিকট গেলেন। আসমা তাঁর জন্যে খাবার আনলেন। শাহ্‌র বললেন, আমার খাওয়ার আগ্রহ নেই। আসমা বললেন, আমি হযরত আয়েশা (রা) কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গৃহে পাঠানোর জন্যে নববধূরূপে সাজিয়ে দিয়েছিলাম। এরপর আমি এসে রাসূলুল্লাহ (সা) কে ডেকে নিয়ে যাই আয়েশা (রা) কে দেখার জন্যে। রাসূলুল্লাহ (সা) এলেন এবং আয়েশা (রা)-এর পাশে বসলেন। সেখানে বড় একটি দুধের পাত্র আনা হল। রাসূলুল্লাহ (সা) তা হতে দুধ পান করলেন। এরপর সেটি হযরত আয়েশা (রা) কে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা) লজ্জাবোধ করছিলেন এবং মাথা নীচু করে রেখেছিলেন। আসমা বলেন আমি তাঁকে কড়া স্বরে বলি– রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাত থেকে এটি গ্রহণ করুন। তিনি তা নিলেন এবং কিছু দুধ পান করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন এবার তোমার সখীকে (আসমাকে) দাও। আসমা বলেন আমি তখন বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! বরং পাত্রটি আপনার হাতে নিন এবং আপনি কিছুটা পান করে আমাকে দিন। তিনি পাত্র নিলেন এবং কিছুটা দুধ পান করে আমাকে দিলেন। আমি বসে পড়লাম। পাত্রটি আমার হাঁটুর উপর রাখলাম এবং ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমার ঠোঁট লাগাতে শুরু করলাম যাতে রাসূলুল্লাহ (সা) যেখানে মুখ লাগিয়েছিলেন সেই বরকতময় স্থানে আমার ঠোঁট লাগে। এরপর উপস্থিত মহিলাদের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বললেন, এবার ওদেরকে দাও। তারা বলল, আমাদের দুধ পানের আগ্রহ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ক্ষুধা এবং মিথ্যাচার দুটোকে একত্রিত করো না। সুতরাং হে শাহ্‌র! তুমি "আমার আগ্রহ নেই" এর কথা বলা থেকে বিরত থাকবে তো? বর্ণনাকারী শাহর বলেন যে, আমি তখন বললাম হে আম্মাজান! আমি আর কখনো সে কথা বলব না।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَشْرُوْعِيَّةِ الْأَذَانِ وَزِيَادَةِ رَكْعَتَيْنِ فِيْ صَلَاةِ الْحَضَرِ الخ

পরিচ্ছেদ : শরীআতে আযানের প্রচলন এবং মুকীম বা স্থানীয় ব্যক্তির জন্যে নামাযে দু'রাকআত বর্ধিতকরণ

(٢٠٢) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ يُنَادِيْ بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِتَّخِذُوْا نَاقُوْسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارٰى

www.waytojannah.com

وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ عُمَرُ أَوَلَا تَبْعَثُوْنَ رَجُلًا يُنَادِىْ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ-

২০২. নাফি' থেকে বর্ণিত। ইবন উমার (রা) বলেন যে, মুসলমানগণ যখন মদীনায় আগমন করেন তখন তাঁরা নামাযের জন্যে একত্রিত হয়ে একটি সময়ে নামায আদায় করতেন। তখন কেউ নামাযের জন্যে আযান কিংবা ঘোষণা দিত না। একদিন তারা এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন। কেউ বললেন এজন্যে খ্রিষ্টানদের ন্যায় ঘণ্টা বাজানোর ব্যবস্থা করুন। কেউ বললেন ইয়াহুদীদের ন্যায় শিংগাতে ফুঁ দেয়ার ব্যবস্থা করুন। হযরত উমর (রা) বললেন আপনারা কি একজন লোক পাঠাতে পারেন না যে নামাযে আসার আহ্বান জানাবে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে বেলাল, তুমি ওঠো এবং নামাযের জন্যে আহ্বান জানাও।

(٢٠٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّةَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ وَصَلَاةَ الْفَجْرِ لِطُوْلِ قِرَاءَتِهَا قَالَ وَكَانَ إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُوْلَى-

২০৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, মক্কাতে নামায ফরয হয়েছিল দু'রাকআত দু'রাকআত করে। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় এলেন তখন প্রতি দু'রাকআতের সাথে অতিরিক্ত দু'রাকআত করে যোগ হল। তবে মাগরিবের এবং ফজরের বিষয়টি ব্যতিক্রম। কারণ মাগরিব হল দিবাভাগের বেজোড় নামায আর ফজরে কিরআত দীর্ঘ পাঠ করা হয় বলে অতিরিক্ত যোগ হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সফরে যেতেন তখন প্রথম দিকে ফরয হওয়া নিয়মে নামায আদায় করতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ مُنَاوَاةِ الْيَهُوْدِ وَمُنَافِقِى الْمَدِيْنَةِ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে মদীনার ইয়াহূদী ও মুনাফিকদের শত্রুতার বিবরণ

(٢٠٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلَتْ يَهُوْدُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّا نَسْأَلُكَ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ فَإِنْ أَنْبَأْتَنَا بِهِنَّ عَرَفْنَا أَنَّكَ نَبِىٌّ وَاتَّبَعْنَاكَ فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ إِسْرَائِيْلُ عَلَى بَنِيْهِ إِذْ قَالُوْا اللهُ عَلَى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ قَالَ هَاتُوْا قَالُوْا أَخْبِرْنَا عَنْ عَلَامَةِ النَّبِىِّ قَالَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالُوْا أَخْبِرْنَا كَيْفَ تُؤَنِّثُ الْمَرْأَةُ وَكَيْفَ تُذَكِّرُ قَالَ يَلْتَقِى الْمَاءَانِ فَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَتْ وَإِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ أَنَّثَتْ قَالُوْا أَخْبِرْنَا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيْلُ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ كَانَ يَشْتَكِىْ عِرْقَ النَّسَا فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُلَائِمُهُ إِلَّا أَلْبَانَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَبِىْ قَالَ بَعْضُهُمْ يَعْنِى الْإِبِلَ فَحَرَّمَ لُحُوْمَهَا قَالُوْا صَدَقْتَ قَالُوْا أَخْبِرْنَا مَا هٰذَا الرَّعْدُ قَالَ مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ بِيَدِهِ أَوْ فِىْ يَدِهِ مِخْرَاقٌ مِنْ نَارٍ يَزْجُرُ بِهِ السَّحَابَ يَسُوْقُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللهُ قَالُوْا فَمَا هٰذَا الصَّوْتُ الَّذِىْ نَسْمَعُ قَالَ صَوْتُهُ قَالُوْا صَدَقْتَ إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ وَهِىَ الَّتِىْ نُبَايِعُكَ إِنْ أَخْبَرْتَنَا بِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِىٍّ إِلَّا لَهُ مَلَكٌ يَأْتِيْهِ بِالْخَبَرِ فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبُكَ قَالَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوْا جِبْرِيْلُ ذَاكَ الَّذِىْ يَنْزِلُ بِالْحَرْبِ وَالْقِتَالِ وَالْعَذَابِ عَدُوٌّ لَنَا لَوْ قُلْتَ

www.waytojannah.com

مِيْكَائِيْلَ الَّذِىْ يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْقَطْرِ لَكَانَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ) إِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ۔

২০৪. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ইয়াহূদীগণ রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এসে বলল, হে আবুল কাসিম! আমরা আপনাকে পাঁচটি প্রশ্ন করব। আপনি যদি সেগুলোর সঠিক উত্তর দিতে পারেন তাহলে আমরা বুঝে নিব যে, আপনি সত্য নবী এবং আমরা তখন আপনার অনুসরণ করব। اللهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ (সূরা ইউসুফ ঃ ৬৬) আয়াতে বর্ণিত পুত্রদের নিকট থেকে হযরত ইয়াকূব ওরফে ইসরাঈল (আ) এর গৃহীত অঙ্গীকারের ন্যায় রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের অঙ্গীকার নিলেন। এরপর তিনি বললেন, তোমাদের প্রশ্নগুলো উপস্থাপন কর। তারা বলল, নবীর চিহ্ন কি? তা আমাদেরকে বলুন। তিনি বললেন নবীর চক্ষুদ্বয় ঘুমায় অন্তর ঘুমায় না। তারা বলল, বাচ্চা কীভাবে পুরুষ কিংবা মহিলা হয়ে জন্ম নেয়? তিনি বলেন মায়ের জরায়ুতে স্বামী এবং স্ত্রীর বীর্য একত্রিত হয়। সেখানে স্বামীর বীর্যের উপর স্ত্রীর বীর্য প্রাধান্য ও শক্তিশালী হলে বাচ্চা মেয়ে হয় আর স্ত্রীর বীর্যের উপর স্বামীর বীর্য প্রাধান্য ও শক্তিশালী হলে বাচ্চাটি ছেলে হয়। তারা বলল, বলুন তো ইসরাঈল তথা ইয়াকূব নবী (সা) কি কি দ্রব্য তাঁর নিজের জন্যে নিষিদ্ধ করেছিলেন? তিনি বললেন হযরত ইয়াকূব (আ) ইরকুন্নাসা বা সাইটিকা বাত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এসময়ে রুচিকর দ্রব্য বলতে একমাত্র উটের দুধই ছিল তাঁর পছন্দের ও প্রিয়ের। অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি উটের গোশত হারাম ও নিষিদ্ধ করে নিয়েছিলেন তার নিজের জন্যে। তারা বলল, ঠিকই বলেছেন। এরপর তারা বলল, এই বজ্রপাতের রহস্য কী? তিনি বললেন, এটি হল ফিরিশতাগণের মধ্যে একজন ফিরিশতার বিষয়। মহান আল্লাহ্ তাকে বৃষ্টির দায়িত্ব দিয়েছেন। তার হাতে রয়েছে আগুনের হাতুড়ি। সেটি দিয়ে ভয় দেখিয়ে মেঘমালাকে আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। তারা বলল, যে শব্দ শোনা যায় সেটির কী অবস্থা? তিনি বললেন সেটি ওই ফিরিশতার শব্দ। তারা বলল, আপনি ঠিক বলেছেন। তবে আর একটি প্রশ্ন বাকী রয়েছে। সেটির সঠিক উত্তর দিতে পারলে আমরা আপনার অনুসরণ করব। সকল নবীর সাথে এক একজন বিশেষ ফিরিশতা থাকে, যে তাঁর নিকট পবিত্র বাণী নিয়ে আসে। এখন বলুন আপনার জন্যে নির্ধারিত ফিরিশতাটি কে? তিনি বললেন সে হল জিব্রাঈল। তারা বলল, হায় জিবরাঈল। সেতো যুদ্ধ বিগ্রহ এবং আযাব-গযব নিয়ে আসে, সে তো আমাদের দুশমন। আপনি যদি মীকাঈলের কথা বলতেন তাহলে তা সংগত হত। কারণ মীকাঈল রহমত, ফল-ফসল এবং বৃষ্টি নিয়ে আসে। তখন মহান আল্লাহ্ নাযিল করলেন–

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ۔

বলুন, যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু এজন্যে যে, সে আল্লাহ্র নির্দেশে আপনার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছিয়ে দিয়েছে, যা সেটির পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং মুমিনদের জন্য পথ প্রদর্শক ও শুভ সংবাদ (সূরা বাকারা ঃ ৯৭)।

(٢٠٥) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ أَهِيَ مِنْ نَسْلِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَمْ يَلْعَنْ قَوْمًا قَطُّ فَمَسَخَهُمْ فَكَانَ لَهُمْ نَسْلٌ حِيْنَ يُهْلِكُهُمْ وَلٰكِنْ هٰذَا خَلْقٌ كَانَ فَلَمَّا غَضِبَ اللهُ عَلَى الْيَهُوْدِ مَسَخَهُمْ فَجَعَلَهُمْ مِثْلَهُمْ۔

www.waytojannah.com

২০৫. হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা বানর ও শুকর জাতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, এগুলো ইয়াহূদীদের বংশজাত কিনা? ইয়াহূদীদের থেকে এগুলোর উৎপত্তি কিনা? নেতিবাচক উত্তর দিয়ে তিনি বললেন মহান আল্লাহ্ যখন কোন সম্প্রদায়কে লা'নত দিয়ে আকার ও আকৃতি বিকৃত করে দেন তখন তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে নির্বংশ করে দেন–তাদের কোন বংশধারা অবশিষ্ট রাখেন না। এই যে, বানর ও শুকর এগুলো আলাদা ও মৌলিক প্রজাতি। মহান আল্লাহ্ যখন ইয়াহূদীদের একটি নির্দিষ্ট অংশের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন, তখন তাদের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে তাদেরকে বানর ও শুকরের ন্যায় করে দিলেন।

(٢٠٦) عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ أَخِيْ بَنِيْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ قَالَ كَانَ لَنَا جَارٌ مِنْ يَهُوْدٍ فِيْ بَنِيْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَوْمًا مِنْ بَيْتِهِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَسِيْرٍ فَوَقَفَ عَلَى مَجْلِسِ بَنِيْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَ سَلَمَةُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ أَحْدَثُ مَنْ فِيْهِ سِنًّا عَلَيَّ بُرْدَةٌ مُضْطَجِعًا فِيْهَا بِفِنَاءِ أَهْلِيْ فَذَكَرَ الْبَعْثَ وَالْقِيَامَةَ وَالْحِسَابَ وَالْمِيْزَانَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَقَالَ ذٰلِكَ لِقَوْمٍ أَهْلِ شِرْكٍ أَصْحَابِ أَوْثَانٍ لَا يَرَوْنَ أَنَّ بَعْثًا كَائِنٌ بَعْدَ الْمَوْتِ فَقَالُوْا لَهُ وَيْحَكَ يَا فُلَانُ تَرٰى هٰذَا كَائِنًا إِنَّ النَّاسَ يُبْعَثُوْنَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ إِلٰى دَارٍ فِيْهَا جَنَّةٌ وَنَارٌ يُجْزَوْنَ فِيْهَا بِأَعْمَالِهِمْ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِيْ يُحْلَفُ بِهِ لَوَدَّ أَنَّ لَهُ بِحَظِّهِ مِنْ تِلْكَ النَّارِ أَعْظَمَ تَنُّوْرٍ فِي الدُّنْيَا يَحُمُّوْنَهُ ثُمَّ يُدْخِلُوْنَهُ إِيَّاهُ فَيُطْبَقُ بِهِ عَلَيْهِ وَأَنْ يَنْجُوَ مِنْ تِلْكَ النَّارِ غَدًا قَالُوْا لَهُ وَيْحَكَ وَمَا اٰيَةُ ذٰلِكَ؟ قَالَ نَبِيٌّ يُبْعَثُ مِنْ نَحْوِ هٰذِهِ الْبِلَادِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ مَكَّةَ وَالْيَمَنِ قَالُوْا وَمَتٰى تَرَاهُ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيَّ وَأَنَا مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا فَقَالَ إِنْ يَسْتَنْفِدْ هٰذَا الْغُلَامُ عُمُرَهُ يُدْرِكْهُ قَالَ سَلَمَةُ فَوَاللهِ مَا ذَهَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتّٰى بَعَثَ اللهُ تَعَالٰى رَسُوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَاٰمَنَّا بِهِ وَكَفَرَ بِهِ بَغْيًا وَحَسَدًا فَقُلْنَا وَيْلَكَ يَا فُلَانُ أَلَسْتَ بِالَّذِيْ قُلْتَ لَنَا فِيْهِ مَا قُلْتَ قَالَ بَلٰى وَلَيْسَ بِهِ۔

২০৬. বানূ আবদিল আশহালের মিত্র মাহমূদ ইব্ন লাবীদ সালামা ইব্ন সালামাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন আমাদের বানূ আবদিল আশহাল গোত্রে একজন ইয়াহূদী প্রতিবেশী ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এর আবির্ভাবের পূর্বে একদিন সে বানূ আশহাল গোত্রের এক সমাবেশে উপস্থিত হয়। সালমা বলেন আমি ছিলাম ওই সমাবেশে সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি। আমি একটি চাঁদর মুড়ি দিয়ে আমার পরিবারের লোকদের পাশে শোয়া ছিলাম। ইয়াহূদীটি তখন পুনর্জীবন, কিয়ামত, হিসাব-নিকাশ, নিক্তির আয়োজন এবং জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে সেখানে আলোচনা করল। ওখানে যারা ছিল তারা সকলে ছিল শিরকবাদী এবং মূর্তিপূজারী। মৃত্যু পরবর্তী পুনর্জীবনে তারা বিশ্বাস করত না। তারা বলল, ধুত্তুরী ওহে দুর্মুখ, এমনকি হবে যে, মানুষ তার মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হয়ে তার কর্ম অনুপাতে জান্নাতে-জাহান্নামে প্রতিফল পাবে? সে বলল, যার নামে কসম করা হয় তাঁর কসম করে বলছি হাঁ তা-ই হবে। তখন তারা কামনা করবে এবং আক্ষেপ করে বলবে হায়! সেখানকার সামান্য আগুনের পরিবর্তে দুনিয়াতে যদি তারা বিরাট চুলোর জ্বলন্ত আগুনে প্রবিষ্ট হয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে পুড়তে থাকত আর এই পোড়ানোর বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পেত, তাহলে অনেক ভালো হতো। ওরা বলল, দূর–ছাই! তার নিদর্শন কী? সে বলল, তার নিদর্শন হল ওই শহরগুলোর দিক থেকে একজন নবীর আবির্ভাব হবে। শহরগুলো বলে সে মক্কা ও ইয়ামানের দিকে ইঙ্গিত করেছিল। ওরা বলল,

www.waytojannah.com

আমরা কখন ওই নবীকে দেখতে পাব? আমি তো বয়সে সবার ছোট ছিলাম, যে আমার দিকে তাকিয়ে বলল এই বাচ্চাটি যদি তার স্বাভাবিক আয়ূ প্রাপ্ত হয় তাহলে সে ওই নবীকে দেখতে পাবে। সালামা বলেন, সময় বয়ে যাচ্ছিল। একপর্যায়ে মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা) কে প্রেরণ করলেন। ওই ইয়াহুদী তখনও জীবিত ছিল। আমাদের আশেপাশেই সে থাকত। আমরা রাসূলুল্লাহ এর প্রতি ঈমান আনলাম। কিন্তু হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে ইয়াহূদীটি রাসূল (সা) কে অস্বীকার করল। আমরা বললাম, দুর্ভোগ তোমার জন্যে। তুমি তো রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে আমাদের এই এই বলেছিলে। সে বলল, হাঁ বলেছিলাম তবে এইজন-সেইজন নয়।

(٢٠٧) عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ قَالَ مَرَّ بِيْ يَهُودِيٌّ وَأَنَا قَائِمٌ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ قَالَ فَقَالَ اِرْفَعْ أَوْ اِكْشِفْ ثَوْبَهُ عَنْ ظَهْرِهِ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ أَرْفَعُهُ قَالَ فَنَضَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ وَجْهِيْ مِنَ الْمَاءِ.

২০৭. মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ যুহরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন এক ইয়াহূদী লোক আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। আমি তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) উযূ করছিলেন। ইয়াহূদী আমাকে বলল তাঁর পিঠের কাপড়টি সরিয়ে দাও তো। মিসওয়ার বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর পিঠের কাপড় সরাতে যাচ্ছিলাম কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) বাধা দিলেন এবং আমার মুখমণ্ডলে পানি ছিঁটিয়ে দিলেন।

(٢٠٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَاءَ جُرْمُقَانِيٌّ إِلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُكُمْ هٰذَا الَّذِيْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ لَئِنْ سَأَلْتُهُ لَأَعْلَمَنَّ أَنَّهُ نَبِيٌّ أَوْ غَيْرُ نَبِيٍّ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْجُرْمُقَانِيُّ اِقْرَأْ عَلَيَّ أَوْ قُصَّ عَلَيَّ فَتَلَا عَلَيْهِ اٰيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَقَالَ الْجُرْمُقَانِيُّ هٰذَا وَاللهِ الَّذِيْ جَاءَ بِهِ مُوْسٰى قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مُنْكَرٌ.

২০৮. জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন জুরমুক অধিবাসী এক লোক সাহাবীগণের নিকট এসে বলল নবী দাবীদার আপনাদের সাথীটি কোথায়? আমি যদি তাঁর সাথে কথা বলতে পারি এবং কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি তাহলে আমি নিশ্চিত জানতে পারব তিনি নবী কি নবী নন। একপর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে এলেন। লোকটি বলল, আপনি কিছু আয়াত পাঠ করুন কিংবা কিছু ঘটনা বর্ণনা করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) কুরআন মজীদ থেকে কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। জুরমুকী আগন্তুক বলল, আল্লাহ্র কসম এটি তা-ই যা মূসা (আ) এনেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ বলেন এটি মুনকার (অগ্রহণযোগ্য) হাদীস।

(٢٠٩) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُوْدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِيْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذٰلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتّٰى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ فِيْهِمْ

www.waytojannah.com

عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغَبِّرُوْا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هٰذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُوْلُ حَقًّا فَلَا تُؤْذِيْنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ اِغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ قَالَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْيَهُوْدُ حَتّٰى هَمُّوْا أَنْ يَتَوَاثَبُوْا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُوْ حُبَابٍ يُرِيْدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ اُعْفُ عَنْهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاصْفَحْ فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِيْ أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هٰذِهِ الْبُحَيْرَةِ (وفي رواية البحيرة) أَنْ يُتَوِّجُوْهُ فَيُعَصِّبُوْهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِيْ أَعْطَاكَهُ شَرِقَ بِذٰلِكَ فَذَاكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২০৯. উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করে হযরত সা'দ ইব্ন উবাদাহ্ (রা) কে দেখতে যাচ্ছিলেন। গাধার পিঠে বসার জন্যে একটি পাতলা কাপড় এবং তার নীচে একটি ফাদাকে তৈরী মোটা চাঁদর ছিল। হযরত সা'দ অসুস্থ অবস্থায় বানূ হারিছ ইব্ন খাযরাজ গোত্রে অবস্থান করছিলেন। এটি ছিল বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। পথে তিনি একটি জনসমাবেশ দেখতে পেলেন। সেখানে মুসলমান, মূর্তি পূজারী, মুশরিক এবং ইয়াহূদীগণ ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)ও সেখানে ছিলেন। সওয়ারীর পদধূলি সমাবেশে ছড়িয়ে যাবার পর মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় চাঁদরে তার নাক ঢেকে বলল আমাদের সমাবেশে ধূলি উড়াবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে দাঁড়িয়ে সমবেত লোকজনকে সালাম দিলেন এবং কুরআন মাজীদের আয়াত তিলাওয়াত করে ওদেরকে আল্লাহ্র দিকে আসার দাওয়াত দিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় বলল, ওহে মানুষটি! আপনি কি এর চেয়ে ভাল কিছু জানেন না? আপনি যা বলছেন তা যদি সত্য ও সঠিক হয় তাহলে এখানে আমাদেরকে কষ্ট না দিয়ে আপনি আপনার সওয়ারীর নিকট ফিরে যান এবং যে ব্যক্তি আপনার নিকট যাবে তাকে এইসব কথা বলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়! তুমি তাঁকে আমাদের মধ্যে থাকতে দাও আমরা তাঁর বক্তব্য পছন্দ করছি। তখন মুসলমান, মুশরিক ও ইয়াহূদীগণ পরপর তর্কবিতর্ক ও গাল-মন্দ শুরু করে দিল। তাদের মধ্যে হাতাহাতি হবার উপক্রম হল। রাসূলুল্লাহ (সা) অনবরত তাদেরকে শান্ত করছিলেন। এরপর তিনি সওয়ারীতে উঠে সা'দ ইব্ন উবাদার (রা) নিকট গেলেন এবং তাঁকে বললেন দেখেন তো আবূ হুবাব অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় কী কাণ্ডটা ঘটাল। সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি ওকে ক্ষমা করে দিন। তার বিষয়টা ছেড়ে দিন, কারণ মহান আল্লাহ্ তো যা দেয়ার আপনাকেই দিয়েছেন। এই অঞ্চলের লোকেরা একটি চুক্তি করেছিল যে, ওরা আবদুল্লাহ্কে নেতা বানাবে। তার মাথায় নেতৃত্বের মুকুট পরাবে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ আপনাকে সত্য ও সঠিক বিষয় দান করে ওই চুক্তি রদ করে দিলেন এবং তাতে সে রাগে-ক্ষোভে জ্বলে ফুঁসে উঠেছে এবং আপনার সাথে এই আচরণ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

www.waytojannah.com

أَبْوَابُ حَوَادِثِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ

২য় হিজরী সনে সংঘটিত ঘটনাবলীর পরিচ্ছেদসমূহ

بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِ غَزَوَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَيْءٍ مِنْ آدَابِ الْغَزْوِ.

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুদ্ধের সংখ্যা এবং সমরনীতি

(٢١٠) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ غَزْوَةً (وَمِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ) حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَأَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِدَةٌ.

২১০. বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ১৫টি যুদ্ধ করেছেন। অন্য বর্ণনায় ইসরাঈল বর্ণনা করেছেন আবূ ইসহাক থেকে তিনি বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে, তিনি বলেছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে ১৫টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার সমবয়সী ছিলাম।

(٢١١) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَغَزَوْتُ مَعَهُ سَبْعَ عَشْرَةَ وَسَبَقَنِي بِغَزْوَتَيْنِ.

২১১. আবূ ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কয়টি যুদ্ধ করেছেন। তিনি বললেন ১৯টি, এবং আমি তাঁর সাথী হয়ে ১৭টি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আমার পূর্বে তিনি দুটো যুদ্ধ করেছেন।

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً.

ইব্ন বুরায়দাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথী হয়ে ১৬টি যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।

(٢١٢) عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَى أَوْ يُغْزَوْا فَإِذَا حَضَرَ ذَاكَ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ.

২১২. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করতেন না, যদি না তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হত। পূর্ব থেকে যুদ্ধ চলতে থাকলে যখন নিষিদ্ধ মাস আসত তখন তিনি যুদ্ধ বিরতি দিতেন। নিষিদ্ধ মাস অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতি অব্যাহত থাকত।

(٢١٣) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَأَنْتَ نَصِيرِي وَبِكَ أُقَاتِلُ.

২১৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যুদ্ধ করার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) এই দুআ পাঠ করতেন– اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَأَنْتَ نَصِيرِي وَبِكَ أُقَاتِلُ হে আল্লাহ্ আপনি আমার শক্তি আপনি আমার সাহায্যকারী। আপনার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে আমি যুদ্ধ করছি।

www.waytojannah.com

بَابُ مَا جَاءَ فِي غَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ

পরিচ্ছেদ : উশায়রার যুদ্ধ

(٢١٤) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ رَفِيقَيْنِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الْعُشَيْرَةِ فَلَمَّا نَزَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَامَ بِهَا رَأَيْنَا أُنَاسًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يَعْمَلُونَ فِي عَيْنٍ لَهُمْ فِي نَخْلٍ فَقَالَ لِي عَلِيٌّ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ هَلْ لَكَ أَنْ نَأْتِيَ هَؤُلَاءِ فَنَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلُونَ فَجِئْنَاهُمْ فَنَظَرْنَا إِلَى عَمَلِهِمْ سَاعَةً ثُمَّ غَشِيَنَا النَّوْمُ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ فَاضْطَجَعْنَا فِي صَوْرٍ مِنَ النَّخْلِ فِي دَقْعَاءَ مِنَ التُّرَابِ فَنِمْنَا فَوَاللهِ مَا أَهَبَّنَا إِلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُنَا بِرِجْلِهِ وَقَدْ تَتَرَّبْنَا مِنْ تِلْكَ الدَّقْعَاءِ فَيَوْمَئِذٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ يَا أَبَا تُرَابٍ لِمَا يُرَى عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمَا بِأَشْقَى النَّاسِ رَجُلَيْنِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أُحَيْمِرُ ثَمُودَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي يَضْرِبُكَ يَا عَلِيُّ عَلَى هَذِهِ يَعْنِي قَرْنَهُ حَتَّى تُبَلَّ مِنْهُ هَذِهِ يَعْنِي لِحْيَتَهُ.

২১৪. আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উশায়রার যুদ্ধে আমি এবং আলী (রা) সহযোদ্ধা ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সেখানে গিয়ে তাঁবু স্থাপন করে অবস্থান করছিলেন তখন আমরা বানূ মুদলাজ গোত্রের কতক লোককে তাদের বাগানের কূপে কাজ করতে দেখলাম। হযরত আলী (রা) আমাকে ডেকে বললেন, হে আবূ ইয়াকযান! আপনি কি সম্মত হবেন যে, আমরা ওই লোকগুলোর নিকট যাব এবং তারা কীভাবে কাজ করে তা দেখব? বস্তুতঃ আমরা সেখানে গেলাম এবং কিছুক্ষণ তাদের কাজ দেখলাম। এরপর আমাদের চোখ জুড়ে ঘুম এল। আমি এবং আলী (রা) গিয়ে খেজুর বাগানের মধ্যে একটি মাটির স্তূপের নিকট ঘুমিয়ে পড়লাম। আমরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। একপর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর পায়ের নাড়া অনুভব করলাম। আমরা তখন মাটিমাখা অবস্থায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলীর (রা) দেহে মাটি দেখে তাঁকে বললেন, হে আবা তুরাব (মাটিমাখা মানুষ)! আমি কি তোমাদের দুজনকে সর্বাধিক দুর্ভাগা দুজন লোকের পরিচয় বলে দিব? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! হাঁ, তা বলুন। তিনি বললেন, একজন হল ছামূদ গোত্রের সেই লাল বর্ণ লোক যে হযরত সালিহ (আ) এর উষ্ট্রী হত্যা করেছিল। আর দ্বিতীয়জন হলো হে আলী যে ব্যক্তি তোমার এই স্থানে অর্থাৎ কপালে আঘাত করবে। যে আঘাতের ফলে চোয়াল পর্যন্ত রক্ত গড়িয়ে পড়বে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَرِيَّةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ وَهُوَ أَوَّلُ أَمِيرٍ أُمِّرَ فِي الْإِسْلَامِ

পরিচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশের নেতৃত্বে সেনা-অভিযান, তিনি ইসলামী যুগের প্রথম সেনাপতি

(٢١٥) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جَاءَتْهُ جُهَيْنَةُ فَقَالُوا إِنَّكَ قَدْ نَزَلْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَأَوْثِقْ لَنَا حَتَّى نَأْتِيَكَ وَتُؤْمِنَّا فَأَوْثَقَ لَهُمْ فَأَسْلَمُوا قَالَ فَبَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ وَلَا نَكُونُ مِائَةً وَأَمَرَنَا أَنْ نُغِيرَ عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ إِلَى جَنْبِ جُهَيْنَةَ فَأَغَرْنَا عَلَيْهِمْ وَكَانُوا كَثِيرًا فَلَجَأْنَا إِلَى جُهَيْنَةَ فَمَنَعُونَا وَقَالُوا لِمَ تُقَاتِلُونَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَقُلْنَا إِنَّمَا نُقَاتِلُ مَنْ اَخْرَجَنَا مِنَ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ مَا تَرَوْنَ فَقَالَ بَعْضُنَا نَأْتِي نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُخْبِرُهُ وَقَالَ قَوْمٌ لَا بَلْ نُقِيمُ هَاهُنَا وَقُلْتُ أَنَا فِي أُنَاسٍ مَعِي لَا بَلْ نَأْتِي عِيرَ قُرَيْشٍ فَنَقْتَطِعُهَا

www.waytojannah.com

فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ وَانْطَلَقَ أَصْحَابُنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَامَ غَضْبَانًا مُحْمَرَّ الْوَجْهِ فَقَالَ أَذَهَبْتُمْ مِنْ عِنْدِي جَمِيعًا وَجِئْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمِ الْفُرْقَةُ لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلًا لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ أَصْبَرُكُمْ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ فَبَعَثَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشٍ الْأَسَدِيَّ فَكَانَ أَوَّلَ أَمِيرٍ أُمِّرَ فِي الْإِسْلَامِ.

২১৫. সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন জুহায়না গোত্রের লোকেরা তার নিকট এসে বলল, আপনি তো আমাদের কাছাকাছি এসে অবস্থান নিয়েছেন, এখন আপনি আমাদের থেকে অঙ্গীকার নিন এবং আমাদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হোন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের অঙ্গীকার নিলেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করল। তিনি বলেন এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে রজব মাসে একটি অভিযানে পাঠালেন। আমরা ছিলাম একশ জনের কম। তিনি আমাদেরকে জুহায়নাহ গোত্রের পার্শ্ববর্তী বানী কিনানাহ্-এর একটি গোত্রের উপর আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন। ওরা সংখ্যায় অধিক ছিল। আমরা পিছু হটে জুহায়নাহ গোত্রে আশ্রয় নিলাম। তারা আমাদেরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করল। তারা আমাদেরকে বলল, যুদ্ধ নিষিদ্ধ রজব মাসে যুদ্ধ করছ কেন? আমরা বললাম আমরা সেই সব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি যারা আমাদেরকে যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ শহর থেকে বহিষ্কার করেছে। এরপর আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করলাম। পরবর্তী কর্ম নির্ধারণ সম্পর্কে। আমাদেরকে কেউ কেউ বলল যে, আমরা এখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট ফিরে গিয়ে তাঁকে ঘটনা জানাব। কেউ কেউ বলল যে, আমরা এখানেই অবস্থান করব। কয়েকজন সাথী নিয়ে আমি বললাম যে, এখন আমি এগিয়ে গিয়ে কুরায়শী বাণিজ্য দলকে আক্রমণ করব এবং তাদের মালামাল ছিনিয়ে নিব। আমরা বাণিজ্য দলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। সে সময়ে নিয়ম ছিল যে, যে শত্রুপক্ষ থেকে যা ছিনিয়ে নিবে তা তারই। আমরা বাণিজ্য দলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম আর আমাদের অপর দল রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট গেল এবং তাকে ঘটনা জানাল। তিনি রাগে ফেটে পড়লেন, তাঁর চোখ মুখ রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। তিনি বললেন, তোমরা আমার নিকট থেকে গিয়েছিলে দলবদ্ধ হয়ে এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে এলে কেন? দলছুট ও বিচ্ছিন্ন হবার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকগণ ধ্বংস হয়েছে। এবার আমি এমন এক ব্যক্তিকে তোমাদের নেতারূপে পাঠাব যে তোমাদেরকে কোন ইখতিয়ার ও সুযোগ দিবে না যে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় শ্রেষ্ঠ ধৈর্যশীল। অতঃপর তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশ আসাদীকে আমাদের নেতারূপে পাঠালেন। বস্তুতঃ তিনিই হলেন ইসলামের প্রথম সেনাপতি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ

পরিচ্ছেদ : ২য় হিজরীতে কা'বাগৃহের প্রতি কিবলা পরিবর্তন

(٢١٦) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ وَأَخْوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةَ قَالَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ.

www.waytojannah.com

২১৬. হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় এসে প্রথমে আনসারীদের মধ্যে তাঁর মাতুল গোত্রে অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি ১৬ কিংবা ১৭ মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। কিন্তু তাঁর কিবলা কা'বাগৃহে হোক তিনি সেটা কামনা করতেন। অবশেষে কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এল। পরিবর্তিত কিবলায় তিনি প্রথম যে নামাযটি আদায় করেন সেটি ছিল আসরের নামায। এসময়ে তাঁর সাথে একদল সাহাবী নামায আদায় করেন। তাঁর সাথে নামায আদায়কারী একজন মুসল্লী বেরিয়ে গিয়ে অন্য একটি মসজিদে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁরা রুকুতে ছিলেন। তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন আমি আল্লাহ্‌র নামে সাক্ষ্য দিয়ে বলছি আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে মক্কার দিকে মুখ করে নামায আদায় করে এসেছি। তখন মুসল্লীগণ যেমনটি ছিলেন তেমনভাবে নামাযের মধ্যে কা'বাগৃহের দিকে মুখ করে নিল। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কামনা করতেন যে, কা'বাগৃহই তাঁর কিবলা হোক। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতি মুখ করে নামায আদায় করতেন তখন ইয়াহূদী ও কিতাবীগণ তাঁকে সমর্থন করত। আর যখন কিব্‌লা পরিবর্তন করে কা'বাগৃহকে কিবলাহ নির্ধারণ করা হল তখন তারা তাঁর বিরোধিতা করল।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنَّهُمْ لَا يَحْسُدُوْنَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُوْنَا عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّتِيْ هَدَانَا اللهُ لَهَا وَضَلُّوْا عَنْهَا وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِيْ هَدَانَا اللهُ لَهَا وَضَلُّوْا عَنْهَا وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ اٰمِيْنَ۔

২১৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বলেছিলেন যে, ইয়াহূদীগণ যে দুটো বিষয়ে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে অন্য বিষয়গুলোতে তেমন নয়। তারা জুমু'আর দিবস বিষয়ে আমাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে ওই দিবস সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা দিয়েছেন, আর তাদেরকে তা থেকে পথচ্যুত করেছেন। আর তারা কঠোর বিদ্বেষ পোষণ করে কিবলা বিষয়ে। মহান আল্লাহ্ এ বিষয়ে আমাদেরকে সঠিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আর তাদেরকে করেছেন পথভ্রষ্ট। আমরা যে নামাযের মধ্যে ইমামের পেছনে আমীন বলি তাতেও তারা আমাদেরকে হিংসা করে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَرِيْضَةِ صَوْمِ رَمَضَانَ فِي الثَّانِيَةِ أَيْضًا قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ۔

পরিচ্ছেদ : দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের পূর্বে রমাদানের রোযা ফরয হয়

(٢١٨) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أُحِيْلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ وَأُحِيْلَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ (فَذَكَرَ أَحْوَالَ الصَّلَاةِ) قَالَ وَأَمَّا أَحْوَالُ الصِّيَامِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلَ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (وفي رواية) وَقَالَ يَزِيْدُ فَصَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ رَبِيْعٍ الْأَوَّلِ إِلَى رَمَضَانَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَصَامَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ ثُمَّ إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ فَأَنْزَلَ اللهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ) إِلَى هٰذِهِ الْاٰيَةِ (وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ)

২১৮. মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নামায বিধিবদ্ধ হয়েছে তিন পর্যায়ে এবং রোযা বিধিবদ্ধ হয়েছে তিন পর্যায়ে। (এরপর তিনি নামায বিধিবদ্ধ হবার পর্যায়গুলো বর্ণনা করলেন) আর বললেন রোযার বিধিবদ্ধ হবার পর্যায় এই যে, রাসূলুল্লাহ মদীনায় এসে প্রতি মাসে তিনদিন করে রোযা

www.waytojannah.com

রাখতে শুরু করেন। এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি রবিউল আউয়াল থেকে রজব পর্যন্ত ১৭ মাস এভাবে রোযা রেখেছেন। তিনি আশুরার রোযাও রেখেছিলেন। এরপর মহান আল্লাহ্ তাঁর জন্যে রোযা ফরয করে দিলেন। মহান আল্লাহ্ বললেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ – হে মু'মিনগণ তোমাদের জন্যে রোযার বিধান দেয়া হল যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিল যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার (সূরা বাকারা ঃ ১৮৩) وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ – এটি যাদেরকে অতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদয়া– একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা (সূরা বাকারা ঃ ১৮৪)।

www.waytojannah.com

أَبْوَابُ مَا جَاءَ فِيْ غَزْوَةِ بَدْرِ الْكُبْرٰى فِيْ رَمَضَانَ

রামাদান মাসে বৃহৎ বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদসমূহ

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِسْتِشَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ بِشَأْنِهَا۔

পরিচ্ছেদ : বদর যুদ্ধ বিষয়ে সাহাবীগণের (রা) সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরামর্শ

(٢١٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا سَارَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى بَدْرٍ خَرَجَ فَاسْتَشَارَ النَّاسَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَسَكَتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّمَا يُرِيْدُكُمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاللهِ لَا نَكُوْنُ كَمَا قَالَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ لِمُوْسٰى (اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُوْنَ) وَلٰكِنْ وَاللهِ لَوْ ضَرَبْتَ أَكْبَادَهَا حَتّٰى تَبْلُغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَكُنَّا مَعَكَ۔

২১৯. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন– রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন তখন তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে তিনি জনগণের পরামর্শ আহ্বান করলেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর পরামর্শ পেশ করলেন। আবার পরামর্শ চাইলেন। এবার হযরত উমার (রা) তাঁর পরামর্শ পেশ করলেন। এরপর তিনি নীরব রইলেন; অতঃপর জনৈক আনসারী সাহাবী বললেন ওহে আনসারগণ! রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদের পরামর্শ চাচ্ছেন। এবার আনসারীগণ বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা মূসা (আ) এর সম্প্রদায়ের মত হব না। তাঁর সম্প্রদায় তো তাঁকে বলেছিল اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ আপনি আর আপনার প্রতিপালক যান এবং যুদ্ধ করুন আমরা এখানে বসে থাকব। (সূরা মায়িদা ঃ ২৪)। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা বরং এমন থাকব যে আপনি যদি উটের মৃত্যু ঘটিয়ে সুদূর বারকাল গামাদ নামক স্থানেও যান আমরা আপনার সাথে থাকব।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِرْسَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَسْبَسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا فَعَلَتْ عِيْرُ أَبِيْ سُفْيَانَ ثُمَّ الْإِذْنُ بِالْقِتَالِ

পরিচ্ছেদ : আবূ সুফয়ানের বাণিজ্য দলের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক বাসবাসাহ (রা)-কে গোয়েন্দারূপে প্রেরণ এবং যুদ্ধের অনুমতি প্রদান

(٢٢٠) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيْرُ أَبِيْ سُفْيَانَ فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِيْ وَغَيْرُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَدْرِيْ مَا اسْتَثْنٰى بَعْضَ نِسَائِهِ فَحَدَّثَهُ الْحَدِيْثَ قَالَ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لَنَا طَلِبَةً فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُوْنَهُ فِيْ ظَهْرٍ لَهُمْ فِيْ عُلْوِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ لَا إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَتّٰى سَبَقُوا الْمُشْرِكِيْنَ إِلٰى بَدْرٍ وَجَاءَ الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلٰى شَيْءٍ حَتّٰى أَكُوْنَ أَنَا أُوْذِنُهُ فَدَنَا الْمُشْرِكُوْنَ

www.waytojannah.com

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْمُوْا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ قَالَ يَقُوْلُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ بَخٍ بَخٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ قَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُوْنَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ أَنَا حَيِيْتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِيْ هٰذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيْلَةٌ قَالَ ثُمَّ رَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ.

২২০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বাসবাসাহ (রা) কে গোয়েন্দারূপে পাঠালেন আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্য দলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে। তিনি ফিরে এলেন রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট, তখন গৃহে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং আমি ছাড়া কেউ ছিল না। বাসবাসাহ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) কে যা বলার বললেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) ঘর থেকে বের হয়ে একটি বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন অবিলম্বে আমাদের একদল সৈন্য দরকার। যাদের বাহন মজুদ আছে, যারা এখনই আমাদের সাথে যাত্রা করবে। যাদের বাহন মদীনার ঊর্ধ্বাঞ্চলে তারা তা যাবার অনুমতি চাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না– তা হবে না বরং যাদের বাহন উপস্থিত আছে তারা যাবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাথীগণ যাত্রা করলেন। তাঁরা মুশরিকদলের পূর্বে বদর প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছলেন। এরপর মুশরিক পক্ষ সেখানে এল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাথীগণকে বললেন, আমি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত কেউই সম্মুখে অগ্রসর হবে না। মুশরিকগণ কাছাকাছি এসে পৌঁছল। রাসূলুল্লাহ (সা) মুজাহিদগণের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও, যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়। উমায়র ইব্ন হাম্মাম আনসারী (রা) বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেই জান্নাত যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়? তিনি বললেন হাঁ, তাই। উমায়র বললেন, বাহ্! বাহ্! রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কিসে তোমায় বাহ্ বাহ্ বলতে আগ্রহী করে তুলল? উমায়র (রা) বললেন, এই প্রত্যাশা যে, আমি ওই জান্নাতের অধিবাসী হব। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, নিশ্চয়ই তুমি ওই জান্নাতের অধিবাসী। বর্ণনাকারী বলেন এরপর উমায়র তাঁর থলি থেকে কয়েকটি খেজুর বের করে খেতে শুরু করলেন এবং বললেন, এই খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত যদি আমি জীবিত থাকি তাহলে তা আমার জন্যে অনেক দীর্ঘ জীবন বলে গণ্য হবে। এরপর তিনি অবশিষ্ট খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। শেষে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سِيَاقِ الْقِصَّةِ وَالتَّحْرِيْضِ عَلَى الْقِتَالِ

পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে উৎসাহ প্রদান ও তার প্রেক্ষাপট

(٢٢١) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ أَصَبْنَا مِنْ ثِمَارِهَا فَاجْتَوَيْنَاهَا وَأَصَابَنَا بِهَا وَعْكٌ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَبَّرُ عَنْ بَدْرٍ فَلَمَّا بَلَغَنَا أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ أَقْبَلُوْا سَارَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرٍ وَبَدْرٌ بِئْرٌ فَسَبَقْنَا الْمُشْرِكِيْنَ إِلَيْهَا فَوَجَدْنَا فِيْهَا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ وَمَوْلًى لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِيْ مُعَيْطٍ فَأَمَّا الْقُرَشِيُّ فَانْفَلَتَ وَأَمَّا مَوْلَى عُقْبَةَ فَأَخَذْنَاهُ فَجَعَلْنَا نَقُوْلُ لَهُ كَمِ الْقَوْمُ فَيَقُوْلُ هُمْ وَاللهِ كَثِيْرٌ عَدَدُهُمْ شَدِيْدٌ بَأْسُهُمْ فَجَعَلَ الْمُسْلِمُوْنَ إِذَا قَالَ ذٰلِكَ ضَرَبُوْهُ حَتَّى انْتَهَوْا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

www.waytojannah.com

فَقَالَ لَهُ كَمِ الْقَوْمُ قَالَ هُمْ وَاللهِ كَثِيْرٌ عَدَدُهُمْ شَدِيْدٌ بَأْسُهُمْ فَجَهَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْبِرَهُ كَمْ هُمْ فَأَبَى ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ كَمْ يَنْحَرُوْنَ مِنَ الْجُزُرِ فَقَالَ عَشْرًا كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْمُ أَلْفٌ كُلُّ جَزُوْرٍ لِمِائَةٍ وَتَبِعَهَا ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَنَا مِنَ اللَّيْلِ طَشٌّ مِنْ مَطَرٍ فَانْطَلَقْنَا تَحْتَ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ نَسْتَظِلُّ تَحْتَهَا مِنَ الْمَطَرِ وَبَاتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْفِئَةَ لَا تُعْبَدْ قَالَ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ نَادَى الصَّلَاةَ عِبَادَ اللهِ فَجَاءَ النَّاسُ مِنْ تَحْتِ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ فَصَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَرَّضَ عَلَى الْقِتَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ جَمْعَ قُرَيْشٍ تَحْتَ هٰذِهِ الضِّلَعِ الْحَمْرَاءِ مِنَ الْجَبَلِ فَلَمَّا دَنَا الْقَوْمُ مِنَّا وَصَافَفْنَاهُمْ إِذَا رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَحْمَرَ يَسِيْرُ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ نَادِ لِي حَمْزَةَ وَكَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ وَمَاذَا يَقُوْلُ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ يَأْمُرُ بِخَيْرٍ فَعَسَى أَنْ يَكُوْنَ صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فَجَاءَ حَمْزَةُ فَقَالَ هُوَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَهُوَ يَنْهَى عَنِ الْقِتَالِ وَيَقُوْلُ لَهُمْ يَا قَوْمُ إِنِّي أَرَى قَوْمًا مُسْتَمِيْتِيْنَ لَا تَصِلُوْنَ إِلَيْهِمْ وَفِيْكُمْ خَيْرٌ يَا قَوْمُ اعْصِبُوْهَا الْيَوْمَ بِرَأْسِي وَقُوْلُوْا جَبُنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَسْتُ بِأَجْبَنِكُمْ قَالَ فَسَمِعَ ذٰلِكَ أَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ أَنْتَ تَقُوْلُ هٰذَا وَاللهِ لَوْ غَيْرُكَ يَقُوْلُ هٰذَا لَأَعْضَضْتُهُ قَدْ مَلَأَتْ رِئَتُكَ جَوْفَكَ رُعْبًا فَقَالَ عُتْبَةُ إِيَّايَ تُعَيِّرُ يَا مُصَفِّرَ اسْتِهِ سَتَعْلَمُ الْيَوْمَ أَيُّنَا الْجَبَانُ قَالَ فَبَرَزَ عُتْبَةُ وَأَخُوْهُ شَيْبَةُ وَابْنُهُ الْوَلِيْدُ حَمِيَّةً فَقَالُوْا مَنْ يُبَارِزُ فَخَرَجَ فِتْيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ سِتَّةٌ فَقَالَ عُتْبَةُ لَا نُرِيْدُ هٰؤُلَاءِ وَلٰكِنْ يُبَارِزُنَا مِنْ بَنِي عَمِّنَا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ يَا عَلِيُّ وَقُمْ يَا حَمْزَةُ وَقُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ فَقَتَلَ اللهُ تَعَالَى عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدَ بْنَ عُتْبَةَ وَجُرِحَ عُبَيْدَةُ فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ سَبْعِيْنَ وَأَسَرْنَا سَبْعِيْنَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَصِيْرٌ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَسِيْرًا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ هٰذَا وَاللهِ مَا أَسَرَنِي لَقَدْ أَسَرَنِي رَجُلٌ أَجْلَحُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهًا عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ مَا أُرَاهُ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَا أَسَرْتُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ اُسْكُتْ فَقَدْ أَيَّدَكَ اللهُ تَعَالَى بِمَلَكٍ كَرِيْمٍ فَقَالَ عَلِيٌّ فَأَسَرْنَا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْعَبَّاسَ وَعَقِيْلًا وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ۔

২২১. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা যখন হিজরত করে মদীনায় আসি, তখন সেখানকার আবহাওয়া আমাদের প্রতিকূল পাই। আমরা জ্বরে আক্রান্ত হই। সে সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বদর প্রান্তরের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতেন। মুশরিকগণ এগিয়ে আসছে এসব জানার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বদর প্রান্তরের দিকে যাত্রা করলেন। বদর হল একটি কূপের নাম। মুশরিকদের পূর্বে আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম। সেখানে আমরা দুজন লোকের সাক্ষাত পেলাম। একজন কুরায়শ বংশোদ্ভূত অন্যজন উকবা ইব্ন আবূ মুঈতের ক্রীতদাস। আমাদের দেখে কুরায়শী লোকটি চুপিসারে পালিয়ে যায়। উকবার দাসটিকে আমরা ধরে ফেলি। আমরা তার কাছে জানতে চাইলাম যে, মুশরিকদের দলে লোকসংখ্যা কত?

www.waytojannah.com

সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম তারা সংখ্যায় অধিক। তাদের শক্তি ও যুদ্ধপ্রস্তুতি রয়েছে পূর্ণমাত্রায়। সরাসরি উত্তর না পেয়ে মুসলমানগণ তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট নিয়ে যায়। তিনি তাকে ওদের লোকসংখ্যা কত তা জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, তাদের সংখ্যা অনেক। তাদের শক্তি ও প্রস্তুতি জোরালো। স্পষ্টভাবে ওদের সংখ্যা জানার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। সে তা জানাতে অস্বীকার করে। এবার রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন যে, ওরা খাবারের জন্যে কতটি উট জবাই করে? সে বলল প্রতিদিন দশটি করে উট জবাই করে। রাসূলুল্লাহ (সা) হিসেব করে বললেন যে, তাহলে ওদের সংখ্যা এক হাজার। প্রতি শত মানুষের জন্যে একটি করে উট। সে রাতে আমাদের উপর হালকা বৃষ্টিপাত হল। আমরা বৃক্ষতলায় ও ঢালের নীচে আশ্রয় নিলাম। রাতভর রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আ মুনাজাতে লিপ্ত থাকলেন। তিনি বলছিলেন হে আল্লাহ্! মুসলমানদের এই সেনাদল যদি ধ্বংস হয় তাহলে এই ধরাতে আপনার আর ইবাদত বন্দেগী হবে না। ফজরের নামাযের সময় হবার পর তিনি ডেকে বললেন ওহে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! নামাযের জন্য আস। মুসলমানগণ বৃক্ষতলা এবং ঢালের নীচ থেকে বেরিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ (সা) আমদেরকে নিয়ে শপথ আদায় করলেন এবং যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করলেন। তিনি বললেন মুশরিক কুরায়শ সৈন্যগণ এই লাল পাহাড়ের নীচে আছে। একপর্যায়ে ওরা এগিয়ে এল। আমরা সারিবদ্ধ হলাম। একজন লোক বা লাল উটে চড়ে লোকজনের মাঝে চক্কর দিচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ওহে আলী! হামযাকে আমার নিকট ডেকে নিয়ে আস। হযরত হামযা মুশরিকদের অধিকতর নিকটাত্মীয় ছিলেন। তাঁকে ডেকে পাঠালেন এটা জানার জন্য যে, উষ্ট্রারোহী লোকটি কে এবং সে কি বলছে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, শত্রুপক্ষের মধ্যে যদি কোন কল্যাণকামী লোক থাকে তাহলে ওই লাল উষ্ট্রারোহীই হবে। হযরত হামযা (রা) এলেন এবং বললেন ওই লোক হল উতবাহ ইব্‌ন রাবীআহ, সে ওদেরকে যুদ্ধে বারণ করছে, নিবৃত্ত করছে। সে ওদেরকে বলছে, হে আমার সম্প্রদায়! আমি বিপরীত পথে নিরাপত্তা প্রাপ্ত লোকজন দেখছি, তোমরা ভালোয় ভালোয় ওদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের জন্যে উত্তম হল আমার পরামর্শে তোমরা পেছনে সরে যাও আর বলতে থাক যে, উতবাহ্ ইব্‌ন রাবীআহ কাপুরুষ হয়ে গিয়েছে। মূলতঃ তোমাদের জানা আছে যে, আমি তোমাদের মধ্যে কাপুরুষ নই। আবূ জাহ্‌ল তার বক্তব্য শুনল। সে বলল, আপনি এমন কথা বলে যাচ্ছেন? আপনি ছাড়া অন্য কেউ এমন কথা বললে আমি তাকে দাঁতে কামড়িয়ে শেষ করে দিতাম। আপনার অপ্রস্তুতি আপনার পেটে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। উতবা বলল ওহে হলুদ নিতম্বের লোক! তুমি আমাকে তিরস্কার করছ? আজ বুঝতে পারবে আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি দুর্বল ও কাপুরুষ। এরপর উতবাহ, তদীয় ভ্রাতা শায়বা এবং তদীয় পুত্র ওলীদ প্রচণ্ড ক্ষোভ নিয়ে ময়দানে বেরিয়ে এল এবং বলল, আমাদের বিরুদ্ধে কে লড়বে? মুসলমানদের পথে কয়েকজন তরুন আনসারী বেরিয়ে এল ওদের মুকাবিলা করার জন্যে। উতবাহ বলল আমরা তো এদেরকে চাই না আমরা চাচ্ছি আবদুল মুত্তালিব বংশের আমাদের চাচাত ভাইদেরকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ওহে আলী, হামযা এবং উবায়দা ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব তোমরা প্রস্তুত হও বেরিয়ে পড়। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ্ উতবাহ, শায়বা এবং রাবীআহকে হত্যা করলেন। মুসলমানদের পক্ষে উবায়দা (রা) আহত হলেন। আমরা সেদিন ওদের ৭০ জনকে হত্যা করেছি এবং ৭০ জনকে বন্দী করেছি। এরপর জনৈক বেঁটে আনসারী হযরত আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবকে বন্দী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট নিয়ে এল। হযরত আব্বাস (রা) বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই ব্যক্তি আমাকে বন্দী করেনি। জনৈক লাল যুলফীধারী সুপুরুষ চিত্রাবর্ণের অশ্বে আরোহণ করে আমাকে বন্দী করেছে। আমি এখন তাকে দেখছি না। আনসারী বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আমিই

www.waytojannah.com

তাঁকে বন্দী করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, থাম-চুপ কর। সম্মানিত ফিরিশতা দিয়ে মহান আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করেছেন। হযরত আলী (রা) বলেন, আমরা সেদিন আবদুল মুত্তালিব বংশের আব্বাস, আকীল এবং নাওফিল ইব্ন হারিছ সহ অন্যান্য গোত্রের লোকদেরকে বন্দী করি।

(٢٢٢) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلاثُ مِائَةٍ وَنَيِّفٌ وَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَإِذَا هُمْ أَلْفٌ وَزِيَادَةٌ فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ رِدَاؤُهُ وَإِزَارُهُ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ أَيْنَ مَا وَعَدْتَنِيْ اللّٰهُمَّ أَنْجِزْ مَا وَعَدْتَنِيْ اللّٰهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ فَلا تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ أَبَدًا قَالَ فَمَا زَالَ يَسْتَغِيْثُ رَبَّهُ وَيَدْعُوْهُ حَتّٰى سَقَطَ رِدَاؤُهُ فَأَتَاهُ أَبُوْ بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَرَدَّاهُ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ كَذَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (إِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ) فَلَمَّا كَانَ يَوْمَئِذٍ وَالْتَقَوْا فَهَزَمَ اللهُ الْمُشْرِكِيْنَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُوْنَ رَجُلًا وَأُسِرَ مِنْهُمْ سَبْعُوْنَ رَجُلًا فَاسْتَشَارَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعَلِيًّا وَعُمَرَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ يَا نَبِيَّ اللهِ هٰؤُلاءِ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيْرَةُ وَالإِخْوَانُ فَإِنِّيْ أَرٰى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ فَيَكُوْنُ مَا أَخَذْنَا مِنْهُمْ قُوَّةً لَنَا عَلَى الْكُفَّارِ وَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ فَيَكُوْنُوْنَ لَنَا عَضُدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرٰى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ قُلْتُ وَاللهِ مَا أَرٰى مَا رَأٰى أَبُوْ بَكْرٍ وَلٰكِنِّيْ أَرٰى أَنْ تُمَكِّنَنِيْ مِنْ فُلانٍ قَرِيْبٍ لِعُمَرَ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيْلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكِّنَ حَمْزَةَ مِنْ فُلانٍ أَخِيْهِ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ حَتّٰى يَعْلَمَ اللهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ هٰؤُلاءِ صَنَادِيْدُهُمْ وَأَئِمَّتُهُمْ وَقَادَتُهُمْ فَهَوٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ

فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ عُمَرُ غَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَإِذَا هُمَا يَبْكِيَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخْبِرْنِيْ مَاذَا يُبْكِيْكَ أَنْتَ وَصَاحِبَكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنَ الْفِدَاءِ وَلَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُكُمْ أَدْنٰى مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ لِشَجَرَةٍ قَرِيْبَةٍ وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ) إِلَى قَوْلِهِ (لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ) مِنَ الْفِدَاءِ ثُمَّ أُحِلَّ لَهُمُ الْغَنَائِمُ

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عُوْقِبُوْا بِمَا صَنَعُوْا يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُوْنَ وَفَرَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلٰى رَأْسِهِ وَسَالَ الدَّمُ عَلٰى وَجْهِهِ فَأَنْزَلَ اللهُ (أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ) إِلٰى قَوْلِهِ (إِنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) بِأَخْذِكُمُ الْفِدَاءَ۔

www.waytojannah.com

২২২. হযরত উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন বদর দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীগণের প্রতি তাকালেন। তিনি দেখলেন তারা তিনশ এর কিছু বেশী। তিনি মুশরিকদের দিকে তাকালেন। দেখলেন যে, তারা এক হাজারের বেশী। এরপর তিনি কিবলামুখী হয়ে দুহাত ঊর্ধ্বে তুললেন। তাঁর শরীরে তখন একটি চাঁদর ও একটি লুঙ্গি ছিল। এরপর তিনি বললেন ওহে আল্লাহ্! আপনার প্রতিশ্রুতি কোথায়? হে আল্লাহ্! আপনার ওয়াদা পূরণ করুন। হে আল্লাহ্ এই মুসলিম জনগোষ্ঠি যদি আজ ধ্বংস হয়, তাহলে দুনিয়াতে আর কখনো আপনার ইবাদত-বন্দেগীকারী হবে না। তিনি এভাবে দুআ ও আহাজারী করেই যাচ্ছিলেন। একপর্যায়ে তাঁর গায়ের চাঁদর মাটিতে পড়ে গেল। হযরত আবূ বকর (রা) এসে তাঁর চাঁদর উঠিয়ে গায়ে পরিয়ে দিলেন এবং পেছন দিক থেকে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনার মালিককে আপনি আরজি দিয়েছেন তা-ই আপনার জন্যে যথেষ্ট। তিনি অবিলম্বে আপনাকে দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন। তখন মহান আল্লাহ্ নাযিল করলেন–

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ.

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে। তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক হাজার ফিরিশতা দ্বারা যারা একের পর এক আসবে (সূরা-আনফাল–৯) এরপর যখন উভয় পক্ষ মুখোমুখি হল এবং যুদ্ধে লিপ্ত হল তখন মহান আল্লাহ্ মুশরিকদের পরাজিত করে দিলেন। ওদের ৭০ জন নিহত এবং ৭০ জন বন্দী হল। এরপর বন্দীদের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বকর (রা), উমার (রা) এবং আলী (রা) এর পরামর্শ চাইলেন। আবু বকর (রা) বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! ওরা তো আমাদের চাচাত ভাই, গোত্র এবং ভাই পর্যায়ে আত্মীয়। আমি মনে করি ওদের থেকে ফিদয়া ও মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া যায়। মুক্তিপণের অর্থ দিয়ে আমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে সমরশক্তি বৃদ্ধি করতে পারব। আর আশা করি মহান আল্লাহ্ ওদেরকে হিদায়াত করবেন। তারা আমাদের সহায়ক শক্তি হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে উমার! আপনার অভিমত কি? আমি বললাম, আবূ বকর (রা) যে অভিমত পেশ করেছেন আমি তেমনটি বলব না। বরং আমি বলব যে, আমার অমুক আত্মীয়কে আমার হাতে দিয়ে দিন আমি তার ঘাড় ভেঙ্গে দিই, আকীলকে আলীর হাতে সোপর্দ করে দিন তিনি তার ঘাড়টাকে ভেঙ্গে দিবেন, হামযা এর (রা) অমুক ভাইকে তাঁর হাতে সঁপে দিন তিনি তার ঘাড় মটকে দিবেন, এতে মহান আল্লাহ্ দেখতে পাবেন যে আমাদের অন্তরে মুশরিকদের প্রতি কোন ভালবাসা নেই। ওরা মূলতঃ কাফিরদের শীর্ষস্থানীয় নেতা ও পরামর্শক। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বকর (রা) এর পরামর্শ গ্রহণ করলেন, আমারটি নয়। তিনি মুক্তিপণ নিয়ে ওদেরকে ছেড়ে দিলেন। হযরত উমার (রা) বলেন পরদিন ভোরে আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে সাক্ষাত করি। তিনি বসা ছিলেন। সেখানে আবূ বকর (রা) উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা দুজনে কাঁদছিলেন। আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আপনারা দুজন কেন কাঁদছেন তা আমাকে জানান। কান্নার বিষয় হলে আমিও কাঁদব। আর যদি কান্নার বিষয় না হয় তাহলেও আপনাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশে আমি কাঁদার চেষ্টা করব, তিনি বললেন তোমার আত্মীয়দের প্রতি মুক্তিপণ গ্রহণের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আমাকে খোদায়ী আযাবের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, যে আযাব ওই নিকটবর্তী বৃক্ষটির চেয়েও নিকট এসে গিয়েছে। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ্ নাযিল করলেন–

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

www.waytojannah.com

Contents

অর্থ : নবীর পক্ষে সমীচীন নয় বন্দীদেরকে নিজের নিকট রাখা যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করে থাক, অথচ আল্লাহ্ চান আখিরাত। আর মহান আল্লাহ্ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। যদি একটি বিষয় না হত যা পূর্ব হতেই আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ সেজন্যে বড় আযাব এসে যেত। (সূরা আনফাল ঃ ৬৭-৬৮)। যা গ্রহণ করেছ অর্থ যে মুক্তিপণ গ্রহণ করেছ। এরপর গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। পরবর্তী বছরে উহুদের যুদ্ধে তারা বদর যুদ্ধে মুক্তিপণ নেয়ার দুঃখজনক পরিণতি ভোগ করেছেন। তাঁদের ৭০ জন সেদিন শহীদ হয়েছিলেন এবং সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সা) কে একা রেখে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর দাঁত মুবারক ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং শিরস্ত্রাণ মাথার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। তাঁর মুখ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল। মহান আল্লাহ্ নাযিল করলেন–

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-

অর্থ : কী ব্যাপার! যখন তোমাদের উপর একটি মুসিবত এসে পৌছল তখন তোমরা বললে এটি কোথায় থেকে এল? অথচ তোমরা তো দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে। বলুন, এটি তোমাদের নিজেদের নিকট থেকে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৫)। অর্থাৎ মুক্তিপণ নেয়ার কারণেই এমনটি হয়েছে।

(٢٢٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ النَّاسَ يَوْمَ بَدْرٍ فَتَكَلَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِيَّانَا تُرِيْدُ فَقَالَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيْضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ فَعَلْنَا فَشَأْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَنَدَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهٗ فَانْطَلَقَ حَتّٰى نَزَلَ بَدْرًا وَجَاءَتْ رَوَايَا قُرَيْشٍ وَفِيْهِمْ غُلَامٌ لِبَنِيْ الْحَجَّاجِ أَسْوَدُ فَأَخَذُوْهُ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوْهُ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهٖ فَقَالَ أَمَّا أَبُوْ سُفْيَانَ فَلَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ وَلٰكِنْ هٰذِهٖ قُرَيْشٌ وَأَبُوْ جَهْلٍ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ قَدْ جَاءَتْ فَيَضْرِبُوْنَهٗ فَإِذَا ضَرَبُوْهُ قَالَ نَعَمْ هٰذَا أَبُوْ سُفْيَانَ فَإِذَا تَرَكُوْهُ فَسَأَلُوْهُ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ فَقَالَ مَا لِيْ بِأَبِيْ سُفْيَانَ مِنْ عِلْمٍ وَلٰكِنْ هٰذِهٖ قُرَيْشٌ قَدْ جَاءَتْ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فَانْصَرَفَ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَتَضْرِبُوْنَهٗ إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَدَعُوْنَهٗ إِذَا كَذَبَكُمْ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهٖ فَوَضَعَهَا فَقَالَ هٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا وَهٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى فَالْتَقَوْا فَهَزَمَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَوَاللهِ مَا أَمَاطَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ مَوْضِعِ كَفِّيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَقَدْ جَيَّفُوْا فَقَالَ يَا أَبَا جَهْلٍ يَا عُتْبَةُ يَا شَيْبَةُ يَا أُمَيَّةُ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّيْ قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِيْ رَبِّيْ حَقًّا فَقَالَ لَهٗ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ تَدْعُوْهُمْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَقَدْ جَيَّفُوْا

www.waytojannah.com

فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُوْلُ مِنْهُمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ جَوَابًا فَأَمَرَ بِهِمْ فَجُرُّوْا بِأَرْجُلِهِمْ فَأُلْقُوْا فِيْ قَلِيْبِ بَدْرٍ-

২২৩. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বদর দিবসে সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) কথা বলতে চাইলেন। তিনি আপাততঃ তাঁকে থামিয়ে দিলেন। হযরত উমার (রা) কথা বলতে চাইলেন। তিনি আপাততঃ তাঁকেও থামিয়ে দিলেন। তখন আনসারগণ বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আপনি কি আমাদের অভিমত জানতে চাচ্ছেন? এ প্রেক্ষিতে আনসারী সাহাবী মিকদাদ (রা) বললেন (এক বর্ণনায় সা'দ ইব্ন উবাদাহ্ বললেন) ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! সেই মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম করে বলছি, আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে অশ্ব ছুটাতে বলেন আমরা নিশ্চয়ই তা করব। আপনি যদি আমাদেরকে বারক-আল গামাদ পর্যন্ত অশ্ব দৌড়াতে বলেন আমরা তা করব, তবে সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদেরকে সমর অভিযানে বের হয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি এগিয়ে গিয়ে বদর প্রান্তরে তাঁবু ফেললেন। সেখানে কুরায়শদের পানি বহনকারী উটপাল এল। এদের মধ্যে হাজ্জাজ গোত্রের একজন কালো বাচ্চা ছেলে ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ধরে এনে আবূ সুফিয়ান ও তার সাথীদের অবস্থান জানতে চাইলেন। সে বলল, আবূ সুফিয়ান কোথায় আছেন তা আমার জানা নেই তবে কুরায়শ-নেতা আবূ জাহ্ল এবং উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ প্রায় এসে গিয়েছে। সাহাবীগণ সত্য উদঘাটনের জন্যে তাকে প্রহার করলেন এবং আবূ সুফিয়ানের উপস্থিতি জানতে চাইলেন। প্রহারের সময় সে বলতে থাকে যে, হাঁ আবূ সুফিয়ান এই যে, প্রায় এসে গিয়েছেন–প্রহার বন্ধ করলে বলে যে, আবূ সুফিয়ানের অবস্থান সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। তবে এইযে কুরায়শী সৈন্যবাহিনী প্রায় এসে পৌঁছেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) নামায আদায় করছিলেন। নামায শেষে তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, সে যখন সত্য কথা বলছে তখন তোমরা তাকে প্রহার করছ আর যখন মিথ্যা কথা বলছে তখন তাকে ছেড়ে দিচ্ছ। রাসূলুল্লাহ (সা) হাত উঠিয়ে এবং তারপর নীচের দিকে নামিয়ে ইশারা করে বললেন এটি অমুকের আগামীকাল মরে পড়ে থাকার স্থান। এটি অমুকের মরে পড়ে থাকার স্থান ইনশাআল্লাহ্। একপর্যায়ে মুসলিম এবং মুশরিক উভয় দল সম্মুখ সমরে লিপ্ত হল। অবশেষে মহান আল্লাহ্ কুরায়শদেরকে পরাজিত করে ছাড়লেন। আল্লাহ্র কসম, রাসূলুল্লাহ (সা) যার যেখানে মরে পড়ে থাকার কথা হাত দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তা হতে সামান্য দূরেও তারা পড়ে থাকেনি। হুবহু নির্দেশিত স্থানেই তাদের লাশ পড়ে রয়েছিল। যুদ্ধের তিনদিন পর রাসূলুল্লাহ (সা) ওদের নিকট গমন করলেন। ইতিমধ্যে ওদের লাশে পচন ধরে দুর্গন্ধময় হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন, হে আবূ জাহ্ল, হে উতবাহ্, হে শায়বাহ, হে উমাইয়া তোমরা তোমাদের প্রভূর দেয়া প্রতিশ্রুতি কি সত্যি পেয়েছ? আমি তো আমাকে দেয়া আমার প্রভূর প্রতিশ্রুতি সত্য পেয়েছি। হযরত উমার (রা) বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আপনি ওদের মৃত্যুর তিনদিন পর ওদেরকে ডাকছেন ওরা তো পঁচে-গলে দুর্গন্ধময় হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন আমি ওদেরকে যা বলছি তা ওদের চেয়ে তুমি বেশি শুনতে পাচ্ছ না। তবে ওরা জবাব দিতে পারছে না। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) এর নির্দেশে ওদেরকে পায়ে টেনে বদর গর্তে ফেলে দেয়া হয়েছিল।

www.waytojannah.com

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِهْتِمَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرُقْعَةِ بَدْرٍ وَاسْتِغَاثَتِهِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنُزُوْلِهِ مَعْمَعَةَ الْقِتَالِ بِنَفْسِهِ وَشُجَاعَتُهُ وَاتِّقَاءُ الْمُحَارِبِيْنَ بِهِ وَتَأْيِيْدُ اللهِ لَهُ بِالْمَلَائِكَةِ

পরিচ্ছেদ : বদর যুদ্ধকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুরুত্বের সাথে গ্রহণ, মহান আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর ফরিয়াদ সশরীরে তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ, তাঁর বীরত্ব তাঁকে পেয়ে যোদ্ধাদের সাহস বৃদ্ধি এবং মহান আল্লাহ্‌র পথে ফিরিশতা দ্বারা তাঁকে সাহায্য করা

(٢٢٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ فِيْ قُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرٍ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اَللّٰهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَخَذَ أَبُوْ بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ يَثِبُ فِي الدِّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ).

২২৪. হযরত ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণিত, বদর দিবসে একটি তাঁবুতে অবস্থান করে রাসূলুল্লাহ (সা) এই বলে মহান আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ জানাচ্ছিলেন যে, হে আল্লাহ্ আমি আপনার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার পূরণের নিবেদন পেশ করছি। হে আল্লাহ্ আপনি যদি চান যে, আজ থেকে পরবর্তী সময়ে কখনো আর ইবাদত না হোক, তবে আর আপনার ইবাদত বন্দেগী হবে না। এ সময়ে আবূ বকর (রা) তাঁর হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্যে যথেষ্ট হয়েছে। আপনি আপনার প্রভূর নিকট পরম আহাজারি করেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধপোশাকে সজ্জিত অবস্থায় উত্তেজিত ও আবেদায়িত হয়ে বলছিলেন سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। (সূরা কামার : ৪৫)

(٢٢٥) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا كَانَ فِيْنَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرُ الْمِقْدَادِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِيْنَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّيْ وَيَبْكِيْ حَتَّى أَصْبَحَ.

২২৫. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন বদর দিবসে হযরত মিকদাদ ব্যতীত আমাদের মধ্যে অন্য কোন অশ্বারোহী ছিল না। আমরা দেখলাম যে, ওই রাতে আমাদের সকলেই নিদ্রামগ্ন ছিলেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন সজাগ। তিনি একটি বৃক্ষের নীচে নামায আদায় করছিলেন আর কাঁদছিলেন। ভোর পর্যন্ত তিনি তা করেছেন।

(٢٢٦) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ لَمَّا حَضَرَ الْبَأْسُ يَوْمَ بَدْرٍ اِتَّقَيْنَا بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ مَا كَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ مِنْهُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) لَقَدْ قَالَ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوْذُ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا.

২২৬. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, বদর দিবসে যখন যুদ্ধ শুরু হল আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমরা দেখেছি যে, তিনি ছিলেন শত্রুর প্রতি কঠোরভাবাপন্ন। শারীরিকভাবেও তিনি মুশরিকদের সর্বাধিক নিকটে অবস্থান করছিলেন। অর্থাৎ সকল মুসলিম মুজাহিদ কাফিরদের যত বেশি কাছাকাছি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের সকলের চেয়ে তাদের বেশি কাছাকাছি ছিলেন। হযরত আলী (রা) থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বলেছেন, বদর

www.waytojannah.com

দিবসে আমি আমাদেরকে দেখেছি যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর আশ্রয়ে অবস্থান করছি। আর তিনি আমাদের সবার চেয়ে শত্রুপক্ষের বেশি কাছাকাছি রয়েছেন। আর সেদিন তিনি শত্রুর প্রতি সর্বাধিক কঠোর ভাবাপন্ন ছিলেন।

(٢٢٧) عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قِيْلَ لِعَلِيٍّ وَلِأَبِي بَكْرٍ يَوْمَ بَدْرٍ مَعَ أَحَدِكُمَا جِبْرِيْلُ وَمَعَ الْآخَرِ مِيْكَائِيْلُ وَإِسْرَافِيْلُ مَلَكٌ عَظِيْمٌ يَشْهَدُ الْقِتَالَ أَوْ قَالَ يَشْهَدُ الصَّفَّ.

২২৭. আবূ সালিহ হানাফী (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, বদর দিবসে হযরত আলী (রা) কে এবং হযরত আবু বকর (রা) কে বলা হয়েছিল যে, আপনাদের একজনের সাথে রয়েছেন জিব্‌রাঈল (আ) আর অন্যজনের সাথে রয়েছেন মীকাঈল (আ)। সম্মানিত ফিরিশতা ইসরাফীল (আ)ও যুদ্ধে উপস্থিত রয়েছেন। অন্য বর্ণনায় ইসরাফীল ফিরিশতা সারিতে উপস্থিত রয়েছেন।

(٢٢٨) عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمَازِنِيِّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا قَالَ إِنِّي لَأَتْبَعُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ لِأَضْرِبَهُ إِذْ وَقَعَ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ سَيْفِي فَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ غَيْرِي.

২২৮. আবূ দাঊদ মাযিনী থেকে বর্ণিত। তিনি বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন সেদিন তরবারির আঘাত করার জন্যে আমি জনৈক মুশরিক সৈনিককে তাড়া করছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার তরবারি তার দেহ স্পর্শ করার পূর্বেই তার মাথা মাটিতে পড়ে গিয়েছে। তাতে আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে অন্য কেউ তাকে হত্যা করেছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَقْتَلِ اللَّعِيْنِ أَبِيْ جَهْلٍ فِرْعَوْنُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَفَرَحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ

পরিচ্ছেদ : এই উম্মতের ফিরআওন অভিশপ্ত আবূ জাহেলের নিহত হওয়া এবং তাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনন্দিত হওয়া

(٢٢٩) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَوَاقِفٌ يَوْمَ بَدْرٍ فِي الصَّفِّ نَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيْثَةٍ أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِيْ أَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ وَمَا حَاجَتُكَ يَا ابْنَ أَخِيْ قَالَ بَلَغَنِيْ أَنَّهُ سَبَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُهُ لَمْ يُفَارِقْ سَوَادِيْ سَوَادَهُ حَتّٰى يَمُوْتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا قَالَ فَغَمَزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ لِيْ مِثْلَهَا قَالَ فَتَعَجَّبْتُ لِذٰلِكَ قَالَ فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلٰى أَبِيْ جَهْلٍ يَجُوْلُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ لَهُمَا أَلَا تَرَيَانِ هٰذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِيْ تَسْأَلَانِ عَنْهُ فَابْتَدَرَاهُ فَاسْتَقْبَلَهُمَا فَضَرَبَاهُ حَتّٰى قَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَفَا إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ أَيُّكُمَا قَتَلَهُ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا قَالَا لَا فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلَاكُمَا قَتَلَهُ وَقَضٰى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ وَهُمَا مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ وَمُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ.

www.waytojannah.com

২২৯. হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর দিবসে আমি সারিতে দণ্ডায়মান ছিলাম। হঠাৎ ডানে-বামে তাকিয়ে দেখি আমি দুজন তরুণ আনসারী বালকের মাঝে রয়েছি। আমি কামনা করেছিলাম যে, তাদের মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী যে জন সেরকম দুজনের মাঝে আমি থাকি। ইতিমধ্যে ওদের একজন আমাকে টোকা দিয়ে বলল, চাচা! আপনি কি আবূ জাহেলকে চিনেন? আমি বললাম, হাঁ চিনি। ভাতিজা! ওকে তোমার কী প্রয়োজন? সে বলল, আমি শুনেছি যে, সে রাসূলুল্লাহ (সা) কে গালি দিয়েছে, যে মহান সত্ত্বার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, আমি যদি তাকে দেখতে পাই তাহলে আমাদের দুজনের মধ্যে যার মৃত্যু আগে হবার তা না হওয়া পর্যন্ত আমি তাকে ছাড়ব না। বর্ণনাকারী বলেন, ইতিমধ্যে দ্বিতীয় তরুণ আমাকে টোকা দিয়ে অনুরূপ কথা বলল। এদের অবস্থা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। অবিলম্বে আমি দেখতে পেলাম যে, আবূ জাহেল মুশরিক দলের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। আমি বললাম তোমরা কি ওই লোকটিকে দেখতে পাচ্ছ? সে-ই তোমাদের উদ্দীষ্ট ব্যক্তি। একথা শুনে অবিলম্বে তারা এগিয়ে গেল এবং তার মুখোমুখি হয়ে তাকে মরণাঘাত করল। তারা দুজনে তাকে হত্যা করল। এরপর তারা দুজন রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট গিয়ে তাঁকে এই সংবাদ জানাল। তিনি বললেন, তোমাদের দুজনের কে তাকে হত্যা করেছে? তাদের প্রত্যেকেই বলল যে, আমি হত্যা করেছি। তিনি বললেন, তোমরা কি তোমাদের তরবারি মুছে ফেলেছ? তারা বলল, না, মুছিনি। তিনি উভয়ের তরবারি পরীক্ষা করলেন। দুটোতেই রক্ত দেখে তিনি বললেন তোমাদের দুজনেই তাকে হত্যা করেছ। এরপর তিনি আবূ জাহ্লের নিকট পাওয়া যুদ্ধ সরঞ্জামাদি মুআয ইব্ন আমর ইব্ন জামূহ-কে দিয়ে দিলেন। এরা দুজন হল মুআয ইব্ন আমর ইব্ন জামূহ এবং মুআয ইব্ন আফরা।

(٢٣٠) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُوْ جَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَجَدَ ابْنَيْ عَفْرَاءَ قَدْ ضَرَبَاهُ حَتّٰى بَرَدَ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهٖ فَقَالَ أَنْتَ أَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوْهُ أَوْ قَتَلَهُ قَوْمُهُ.

২৩০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বদর দিবসে বলেছিলেন কে আছ যে, আবূ জাহ্লের পরিণতি দেখে আসবে? তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) এগিয়ে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, আফরা-এর দু'পুত্র তাকে আঘাতে আঘাতে ঠাণ্ডা ও নিস্তেজ করে ফেলেছে। এক বর্ণনায় এসেছে যে, সে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। তিনি তার দাঁড়ি চেপে ধরলেন এবং বললেন তুমি-ই আবূ জাহ্ল! সে বলল, তোমরা যাকে হত্যা করেছ কিংবা নিজের সম্প্রদায় যাকে হত্যা করেছে তার চেয়ে সম্মানী মানুষ কেউ আছে কি?

(٢٣١) عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ (يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) اِنْتَهَيْتُ إِلٰى أَبِيْ جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ وَهُوَ صَرِيْعٌ وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفٍ لَهُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَخْزَاكَ يَا عَدُوَّ اللهِ فَقَالَ هَلْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ بِسَيْفٍ لِيْ غَيْرِ طَائِلٍ فَأَصَبْتُ يَدَهُ فَنَدَرَ سَيْفُهُ فَأَخَذْتُهُ فَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتّٰى قَتَلْتُهُ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ حَتّٰى أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا أُقِلُّ مِنَ الْأَرْضِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اٰللهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَرَدَّدَهَا ثَلَاثًا قَالَ قُلْتُ اٰللهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ قَالَ فَخَرَجَ يَمْشِيْ مَعِيْ حَتّٰى قَامَ عَلَيْهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَخْزَاكَ يَا عَدُوَّ اللهِ هٰذَا كَانَ فِرْعَوْنَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ قَالَ وَزَادَ فِيْهِ أَبِيْ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَنَفَّلَنِيْ سَيْفَهُ.

www.waytojannah.com

২৩১. আবু ইসহাক বর্ণনা করেছেন আবূ উবায়দাহ থেকে। তিনি বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেছিলেন, বদর দিবসে আমি আবু জাহ্লের নিকট গমন করি। সে তখন মাটিতে পড়া ছিল। তার পায়ে ছিল চরম জখম। তরবারি উঁচিয়ে সে লোকজনকে সরাচ্ছিল। আমি বললাম, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র, হে আল্লাহ্র দুশমন! যিনি তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। সে বলল, আমি তো সেই ব্যক্তি যাকে তার নিজের সম্প্রদায় হত্যা করেছে। ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, আমি আমার একটি ছোট্ট তরবারি দিয়ে তার হাতে আঘাত করতে থাকি। তার তরবারিটি হাত থেকে খসে পড়ে। আমি সেটি তুলে নিই। এরপর সেই তরবারি দিয়ে আমি তাকে আঘাত করি এবং তাকে হত্যা করি। এরপর আমি সেখান থেকে বের হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আসি। আমার পা যেন মাটি স্পর্শ করেনি। আমি তাঁকে সংবাদটি জানাই। তিনি বললেন সেই আল্লাহ্র কসম করে বলছ কি যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই? আমি বললাম, হাঁ সেই আল্লাহ্র কসম করে বলছি যিনি ব্যতিত কোন ইলাহ্ নেই। এরপর তিনি আমার সাথে পায়ে হেঁটে আবু জাহ্লের নিকট এলেন এবং বললেন সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র। হে আল্লাহ্র শত্রু যিনি তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন, এই ব্যক্তি ছিল এই উম্মতের ফিরআউন। ইমাম আহমদ (র)-এর পুত্র বলেছেন যে, আমার বাবা ইমাম আহমদ (র) এটুকু সংযুক্ত করেছেন, আবূ ইসহাক সূত্রে আবূ উবায়দাহ্ থেকে তিনি বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ জাহ্লের তরবারিটি আমাকে দিয়ে দিলেন।

وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ اللهَ قَدْ قَتَلَ أَبَا جَهْلٍ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ دِيْنَهُ وَقَالَ مَرَّةً يَعْنِيْ أُمَيَّةَ صَدَقَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ دِيْنَهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

তাঁর থেকে অন্য এক বর্ণনা এসেছে আবু উবায়দাহ সূত্রে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে তিনি বলেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এসে বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মহান আল্লাহ্ আবূ জাহ্লকে হত্যা করেছেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ دِيْنَهُ সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র যিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর দীনকে শক্তিশালী করেছেন। অপর বর্ণনায় তিনি বলেছেন صَدَقَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ دِيْنَهُ তাঁর বান্দাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি সত্য করেছেন এবং তাঁর দীনকে শক্তিশালী করেছেন। অপর বর্ণনায় তিনি বলেছেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র যিনি তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই শত্রুদলকে পরাজিত করেছেন।

بَابُ إِخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَصَارِعِ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ قَبْلَ مَوْتِهِمْ وَرَمْيِ جُثَّتِهِمْ فِيْ بَئْرٍ ثُمَّ نِدَائُهُ إِيَّاهُمْ بِالتَّقْرِيْعِ وَالتَّوْبِيْخِ

পরিচ্ছেদ : কুরায়শ নেতাদের মৃত্যুর পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক তাদের মৃত্যুস্থল জানিয়ে দেয়া, তাদের মরদেহ কূপে ফেলে দেয়া এবং ধমক ও তিরস্কারের সাথে তাদের সাথে কথা বলা

(٢٣٢) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَهْلِ بَدْرٍ قَالَ إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرِيْنَا مَصَارِعَهُمْ بِالْأَمْسِ يَقُوْلُ هٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ وَهٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ

www.waytojannah.com

فَجَعَلُوْا يُصْرَعُوْنَ عَلَيْهَا قَالَ قُلْتُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَئُوْا تِيْكَ كَانُوْا يُصْرَعُوْنَ عَلَيْهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَطُرِحُوْا فِىْ بِئْرٍ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ يَا فُلَانُ يَا فُلَانُ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللهُ حَقًّا فَإِنِّىْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِىْ اللهُ حَقًّا قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتُكَلِّمُ قَوْمًا قَدْ جَيَّفُوْا قَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُوْلُ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ أَنْ يُجِيْبُوْا۔

২৩২. হযরত উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বদর যুদ্ধে অংশ নেয়া যোদ্ধাদের বিষয়ে আলাপ করছিলেন। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্ববর্তী দিবসে আমাদেরকে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের মৃত্যুস্থল দেখাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, আগামীকাল এখানে অমুকের মৃত্যু হবে ইনশাআল্লাহ্ এবং ওখানে অমুকের মৃত্যু হবে ইনশাআল্লাহ্। পরের দিন যুদ্ধকালে দেখা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর নির্দেশিত স্থানে ওরা মরে পড়ে থাকছে। আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম করে বলছি ওরা তো আপনার দেখনো স্থান থেকে একটুও এদিক ওদিক যায়নি। তারা বরং ঠিক ঠিক ওই স্থানগুলোতেই পড়ে থাকছে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) এর নির্দেশে ওদের মরদেহগুলোকে কূপে ফেলে দেয়া হয়। এরপর তিনি ওদের মরদেহগুলোর নিকট গেলেন এবং বললেন ওহে অমুক! ওহে অমুক! মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা কি তোমরা সত্য পেয়েছ? আমি তো নিশ্চয়ই আমাকে দেয়া আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য পেয়েছি। উমার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! মরে লাশ হয়ে যাওয়া লোকগুলোর সাথে আপনি কথা বলছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন আমি যা বলছি তা ওদের চেয়ে তোমরা বেশি শুনছ না,তবে ওরা জবাব দিতে পারছে না।

(٢٣٣) عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعَ الْمُسْلِمُوْنَ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُنَادِىْ عَلَى قَلِيْبِ بَدْرٍ يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ يَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ يَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّىْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِىْ رَبِّىْ حَقًّا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ تُنَادِىْ قَوْمًا قَدْ جَيَّفُوْا قَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُوْلُ مِنْهُمْ وَلٰكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ أَنْ يُجِيْبُوْا۔

২৩৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, মুসলমানগণ শুনতে পেল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বদর কূপের তীরে দাঁড়িয়ে ডেকে ডেকে বলেছেন, ওহে আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম, ওহে উতবা ইব্ন রাবিআহ, ওহে শায়বা ইব্ন রাবিআহ্, ওহে উমাইয়া ইব্ন খলফ তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা কি তোমরা সত্য পেয়েছ? মুসলমানগণ বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো এমন কতক লোকের সাথে কথা বলছেন যারা মরে লাশ হয়ে আছে। তিনি বললেন, আমি যা বলছি তা ওদের চেয়ে তোমরা বেশি শুনছ না, তবে ওরা জবাব দিতে পারছে না।

(٢٣٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَلِيْبِ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ يَا فُلَانُ يَا فُلَانُ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا أَمَا وَاللهِ إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَسْمَعُوْنَ كَلَامِىْ قَالَ يَحْيٰى فَقَالَتْ عَائِشَةُ غَفَرَ اللهُ لِأَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنَّهُ وَهِلَ إِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَ الْآنَ أَنَّ الَّذِىْ كُنْتُ أَقُوْلُ لَهُمْ حَقًّا وَإِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ (إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ)۔

২৩৪. ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা) কূপের তীরে দাঁড়ালেন এবং বললেন ওহে অমুক, ওহে অমুক তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা

www.waytojannah.com

কি তোমরা সত্য পেয়েছ? তিনি বললেন আল্লাহ্‌র কসম ওরা এখন আমার কথা শুনতে পাচ্ছে। বর্ণনাকারী ইয়াহ্‌য়া বলেন যে, এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন যে, মহান আল্লাহ্ আবূ আবদুর রহমানকে ক্ষমা করুন, তিনি কিছুটা ত্রুটি করেছেন। মূলতঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বলেছিলেন যে, আল্লাহ্‌র কসম ওরা এখন জানতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা বলতাম তা-ই সঠিক। কারণ মহান আল্লাহ্ বলেছেন– إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না এবং যারা কবরে রয়েছে তাদেরকেও নয়। (সূরা-নামল ঃ ৮০, সূরা ফাতির ঃ ২২)।

(٢٣٥) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَحَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِبِضْعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ فَأُلْقُوْا فِيْ طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيْثٍ مُخْبِثٍ قَالَ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلٰى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ قَالَ فَلَمَّا ظَهَرَ عَلٰى أَهْلِ بَدْرٍ أَقَامَ ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتّٰى إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّتْ بِرَحْلِهَا ثُمَّ مَشٰى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ قَالُوْا فَمَا نَرَاهُ يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ قَالَ حَتّٰى قَامَ عَلٰى شَفَةِ الطَّوِيِّ قَالَ فَجَعَلَ يُنَادِيْهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ عُمَرُ يَا نَبِيَّ اللهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ فِيْهَا قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُوْلُ مِنْهُمْ قَالَ قَتَادَةُ أَحْيَاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَتّٰى سَمِعُوْا قَوْلَهُ تَوْبِيْخًا وَتَصْغِيْرًا وَنَقِيْمَةً.

২৩৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিশ এর অধিক কুরাইশ নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশ মুতাবিক ওদেরকে বদর প্রান্তরের একটি আবর্জনাপূর্ণ নোংরা কূপে নিক্ষেপ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হতেন তখন সেখানে তিন রাত অবস্থান করতেন। যখন বদর যুদ্ধে জয়ী হলেন তখন সেখানে তিন রাত অবস্থান করলেন। তৃতীয় দিনে তাঁর নির্দেশে তাঁর বাহন প্রস্তুত করা হয়। তিনি পদব্রজে যাত্রা শুরু করেন। সাহাবীগণ তাঁর অনুসরণে যাত্রা শুরু করে। সাহাবীগণ বললেন যে, আমরা মনে করেছিলাম তিনি শৌচকার্যে যাচ্ছেন। তিনি এসে বদরস্থিত কূপের তীরে দাঁড়ালেন এবং নেতাদের নাম ও তাদের বাবার নাম উল্লেখ করে ওহে অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের পুত্র অমুক বলে বলে ডাকতে শুরু করেন এবং বলতে থাকেন যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করা কি তোমাদের জন্যে সুখকর হত না? তোমাদের প্রভূ তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছেন তা কি তোমরা সত্য পেয়েছে? হযরত উমার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আপনি কি প্রাণহীন দেহের সাথে কথা বলছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, মুহাম্মাদের প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর কসম করে বলছি আমি যা বলছি তা ওদের চেয়ে তোমরা বেশী শুনছ না। কাতাদাহ বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্যে মহান আল্লাহ্ ওদেরকে জীবিত করে দিয়েছিলেন, তারা তাঁর কথা শুনেছে। এটি ছিল তাদের প্রতি তিরস্কার অপমান ও প্রতিশোধমূলক।

(٢٣٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأُولٰئِكَ الرَّهْطِ فَأُلْقُوْا فِي الطَّوِيِّ عُتْبَةُ وَأَبُوْ جَهْلٍ وَأَصْحَابُهُ وَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ جَزَاكُمُ اللهُ شَرًّا مِنْ قَوْمِ نَبِيٍّ مَا كَانَ أَسْوَأَ الطَّرْدِ وَأَشَدَّ التَّكْذِيْبِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ تُكَلِّمُ قَوْمًا قَدْ جَيَّفُوْا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَفْهَمَ لِقَوْلِيْ مِنْهُمْ أَوْ لَهُمْ أَفْهَمُ لِقَوْلِيْ مِنْكُمْ.

www.waytojannah.com

Contents

২৩৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা) কূপে নিক্ষিপ্ত কুরাইশ নেতা উতবা, আবূ জাহ্‌ল ও তাদের সঙ্গীদের নিকট যখন গেলেন তখন সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন, মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে খুবই মন্দ প্রতিফল দিয়েছেন। তোমরা তো এমন এক নবীর সম্প্রদায় যারা নবীকে ভীষণভাবে প্রত্যাখ্যান ও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সাহাবা-ই-কিরাম বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আপনি তো এমন কতক লোকের সাথে কথা বলছেন যারা মরে লাশ হয়ে আছে। তিনি বললেন, তোমরা আমার কথা ওদের চেয়ে বেশি উপলব্ধি করছ না।

عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَتْلٰى أَنْ يُطْرَحُوْا فِي الْقَلِيْبِ فَطُرِحُوْا فِيْهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ فَإِنَّهُ انْتَفَخَ فِي دِرْعِهِ فَمَلَأَهَا فَذَهَبُوْا لِيُحَرِّكُوْهُ فَتَزَايَلَ فَأَقَرُّوْهُ وَأَلْقَوْا عَلَيْهِ مَا غَيَّبَهُ مِنَ التُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ فَلَمَّا أَلْقَاهُمْ فِي الْقَلِيْبِ وَقَفَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْقَلِيْبِ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّيْ قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِيْ رَبِّيْ حَقًّا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتُكَلِّمُ قَوْمًا مَوْتٰى فَقَالَ لَهُمْ لَقَدْ عَلِمُوْا أَنَّ مَا وَعَدْتُهُمْ حَقٌّ قَالَتْ عَائِشَةُ وَالنَّاسُ يَقُوْلُوْنَ لَقَدْ سَمِعُوْا مَا قُلْتَ لَهُمْ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ عَلِمُوْا۔

উরওয়া (রা) হতে বর্ণিত যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্দেশ দিয়েছিলেন, বদর যুদ্ধে নিহত কাফিরদের মরদেহ কূপের মধ্যে ফেলে দেয়ার জন্যে। ওদেরকে কূপে ফেলে দেয়া হয়েছিল। তবে উমাইয়া ইব্‌ন খালফের লাশ কূপে নেয়া যায়নি। তার লৌহবর্মের মধ্যে লাশ পঁচে ফুলে উঠেছিল। টেনে নিয়ে যাবার সময় দেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। ফলে মৃত্যুস্থলেই পাথর ও মাটি দিয়ে তার লাশ ঢেকে দেয়া হয়েছিল। ওদেরকে কূপে নিক্ষেপ করার পর রাসূলুল্লাহ (সা) ওদের নিকট এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন ওহে কূপ-অধিবাসীগণ! তোমাদের প্রভূ তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কি তোমরা সত্য পেয়েছ? আমি তো আমাকে দেয়া আমার প্রভূর প্রতিশ্রুতি সত্য পেয়েছি। সাহাবিগণ বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি কি মরে লাশ হওয়া লোকদের সাথে কথা বলছেন? উত্তরে তিনি বললেন, ওরা নিশ্চয়ই জেনেছে যে, আমি ওদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা সত্য। হযরত আয়েশা (রা) বলেন যে, লোকজন বলাবলি করছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন "আমি ওদেরকে যা বলছি তা ওরা শুনেছে" মূলত তিনি বলেছেন, "আমি ওদেরকে যা বলেছি তা তারা জেনেছে"।

بَابُ إِخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْرَعِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ فِيْ وَقْعَةِ بَدْرٍ وَتَبْلِيْغِهِ ذٰلِكَ قَبْلَ حُصُوْلِهِ وَلِذٰلِكَ قِصَّةٌ

পরিচ্ছেদ : বদর যুদ্ধে উমাইয়ার নিহত হওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পূর্ব ঘোষণা এবং তা ঘটবার পূর্বে উমাইয়া কর্তৃক তা প্রচার করা

(٢٣٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ انْطَلَقَ سَعْدٌ مُعْتَمِرًا فَنَزَلَ عَلٰى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَرَّ بِالْمَدِيْنَةِ نَزَلَ عَلٰى سَعْدٍ فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ انْتَظِرْ حَتّٰى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ انْطَلَقْتَ فَطُفْتَ فَبَيْنَمَا سَعْدٌ يَطُوْفُ إِذْ أَتَاهُ أَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ مَنْ هٰذَا يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ اٰمِنًا قَالَ سَعْدٌ أَنَا سَعْدٌ انْطَلَقْتَ فَطُفْتَ فَبَيْنَمَا سَعْدٌ يَطُوْفُ إِذْ أَتَاهُ أَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ مَنْ هٰذَا يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ اٰمِنًا وَقَدْ اٰوَيْتُمْ مُحَمَّدًا فَتَلَاحَيَا فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ لَا تَرْفَعَنَّ صَوْتَكَ عَلٰى أَبِي

www.waytojannah.com

الْحَكَمِ فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِيْ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ وَاللهِ إِنْ مَنَعْتَنِيْ أَنْ أَطُوْفَ بِالْبَيْتِ لَأَقْطَعَنَّ عَلَيْكَ مَتْجَرَكَ إِلَى الشَّامِ فَجَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُوْلُ لَا تَرْفَعَنَّ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ وَجَعَلَ يُمْسِكُهُ فَغَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ دَعْنَا مِنْكَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ قَالَ إِيَّايَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَاللهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ فَلَمَّا خَرَجُوْا رَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتِ مَا قَالَ لِي الْيَثْرِبِيُّ فَأَخْبَرَهَا بِهِ فَلَمَّا جَاءَ الصَّرِيْخُ وَخَرَجُوْا إِلَى بَدْرٍ قَالَتِ امْرَأَتُهُ أَمَا تَذْكُرُ مَا قَالَ أَخُوْكَ الْيَثْرِبِيُّ فَأَرَادَ أَنْ لَا يَخْرُجَ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ جَهْلٍ إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِيْ فَسِرْ مَعَنَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَسَارَ مَعَهُمْ فَقَتَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

২৩৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) উমরা আদায়ের জন্যে মক্কা শরীফ গমন করেছিলেন। এ সময়ে তিনি সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়ার বাড়ীতে ওঠেন। উমাইয়া সিরিয়া যাবার পথে মদীনায় সা'দের বাড়ীতে যাত্রা বিরতি করত। এ যাত্রায় সা'দ (রা) উমাইয়ার বাড়ীতে উঠার পর উমাইয়া তাঁকে বলল হে সা'দ আপনি একটু অপেক্ষা করুন। দুপুর হলে পরে স্থানীয় জনগণ কা'বা গৃহ থেকে সরে যাবে তখন আমি আপনাকে নিয়ে সেখানে যাব এবং তাওয়াফ করব। সময়মত হযরত সা'দ তাওয়াফ করছিলেন। তখন আবূ জাহ্ল সেখানে এসে বলল, এই লোক কে, যে নিরাপদে কা'বাগৃহের তাওয়াফ করছে? হযরত সা'দ (রা) বললেন, আমি সা'দ। আবূ জাহ্ল বলল, তুমি এখানে নিরাপদে তাওয়াফ করে যাচ্ছ অথচ তোমরা মুহাম্মাদকে আশ্রয় দিয়েছ! উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হল। উমাইয়া বলল, ওহে সা'দ! আবূ হাকামের সাথে চড়া স্বরে কথা বলো না, তিনি কিন্তু এই জনপদের নেতা। হযরত সা'দ বললেন আমাকে তাওয়াফে বাধা দিলে আমি তোমার সিরিয়া যাবার পথ বন্ধ করে দেব। উমাইয়া বলেই যাচ্ছিল যে, আবূ হাকামের সাথে চড়া স্বরে কথা বলবে না তিনি এ অঞ্চলের নেতা এবং তাকে থামানোর চেষ্টা করছিল। এক পর্যায়ে সা'দ রেগে গেলেন এবং বললেন তুমি আমার নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নিতে পার আমি মুহাম্মদ (সা) কে শুনেছি যে, তিনি বলছিলেন তিনি তোমাকে হত্যা করবেন। উমাইয়া বলল, আমাকেই হত্যা করবে? সা'দ বললেন, হাঁ, তোমাকে। উমাইয়া বলল মুহাম্মদ (সা) তো কখনো মিথ্যা বলে না। কা'বা প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে উমাইয়া তার স্ত্রীর নিকট গিয়ে বলল ইয়াছরিবী ভাই সা'দ কি বলেছে, তা কি শুনেছ? এই বলে সে হযরত সা'দের মন্তব্য তাকে শোনাল। বদর যুদ্ধ উপলক্ষে কুরায়শ নেতৃবন্দের পক্ষ থেকে যখন যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান এল এবং সকলে যুদ্ধে উদ্দেশ্যে বের হল তখন উমাইয়ার স্ত্রী তাকে বলল তোমার ইয়াছরিবী ভাই তোমাকে কি বলেছে তা কি তোমার স্মরণ নেই? একপর্যায়ে উমাইয়া যুদ্ধে না যাবার ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু আবূ জাহ্ল তাকে বলল, আপনি এ সকলের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আপনি বরং আমাদের সাথে বের হয়ে এক-দুইদিন অগ্রসর হোন্ শেষ পর্যন্ত উম াইয়া তাদের সাথে বের হল এবং বদর প্রান্তরে মহান আল্লাহ্ তাকে হত্যা করলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَارِيْخِ غَزْوَةِ بَدْرٍ وَعَدَدِ رِجَالِهَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَأُمُوْرٍ مُتَفَرِّقَةٍ تَتَعَلَّقُ بِهَا

পরিচ্ছেদ : বদর যুদ্ধের তারিখ, মুহাজির ও আনসার যোদ্ধাদের সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়

(٢٣٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَهْلَ بَدْرٍ كَانُوْا ثَلَاثَ مِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا وَكَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ سِتَّةً وَسَبْعِيْنَ وَكَانَ هَزِيْمَةُ أَهْلِ بَدْرٍ لِسَبْعِ عَشْرَةَ مَضَيْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

www.waytojannah.com

২৩৮. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩১৩। মুহাজির ৭৬ এবং অবশিষ্টগণ আনসার। রামাদান মাসের ১৭ তারিখ জুমুআবার মুশরিকদের পরাজয় ঘটে।

(٢٣٩) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ بَدْرٍ عَلَيْكَ الْعِيْرَ لَيْسَ دُوْنَهَا شَيْءٌ قَالَ فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُوَ أَسِيْرٌ فِي وَثَاقِهِ لَا يَصْلُحُ قَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ اللهَ قَدْ وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ.

২৩৯. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বদর যুদ্ধ শেষ করার পর তাঁকে বলা হয়েছিল যে, এবার আবূ সুফয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা আক্রমণ করুন। ওদেরকে রক্ষা করার এখন কেউ নেই। তখন বন্দী অবস্থায় হযরত আব্বাস (রা) ডেকে বললেন, না– আপনার জন্য তেমনটি করা সমীচীন হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কেন সমীচিন হবে না? হযরত আব্বাস (রা) বললেন এজন্য যে, মহান আল্লাহ্ আপনাকে দু' কাফেলার একটিতে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং একটিতে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করে দিয়েছেন।

(٢٤٠) عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ أَوْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِيْ أُسَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ لَمَّا الْتَقَيْنَا نَحْنُ وَالْقَوْمُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ لَنَا إِذَا كَثَبُوْكُمْ يَعْنِيْ غَشُوْكُمْ فَارْمُوْهُمْ بِالنَّبْلِ وَأُرَاهُ قَالَ وَاسْتَبْقُوْا نَبْلَكُمْ.

২৪০. আব্বাস ইব্‌ন সাহ্‌ল থেকে অথবা হামযা ইব্‌ন আবূ উসায়দ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, বদর দিবসে আমরা এবং শত্রুপক্ষ যখন মুখোমুখি দাঁড়ালাম তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে বললেন, যখন ওরা তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তখন তোমরা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে। আমার মনে হয় তিনি এটাও বলেছিলেন যে, তোমরা তোমাদের বর্শা ও তীরগুলো যথাসম্ভব কম ব্যয় করবে।

(٢٤١) عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ صَفَفْنَا يَوْمَ بَدْرٍ فَنَدَرَتْ مِنَّا نَادِرَةٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَبَدَرَتْ مِنَّا نَادِرَةٌ أَمَامَ الصَّفِّ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَعِيْ مَعِيْ.

২৪১. আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমরা বদর দিবসে সারিবদ্ধ হলাম, হঠাৎ একব্যক্তি আমাদের সারি ছেড়ে সম্মুখে এগিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) ওদের দিকে তাকালেন এবং বললেন এগিয়ে নয় বরং আমার সাথে থাক, আমার সাথে থাক।

(٢٤٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ غَشِيَنَا النُّعَاسُ وَنَحْنُ فِيْ مَصَافِّنَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ وَكُنْتُ فِيْمَنْ غَشِيَهُ النُّعَاسُ يَوْمَئِذٍ فَجَعَلَ سَيْفِيْ يَسْقُطُ مِنْ يَدِيْ وَآخُذُهُ وَيَسْقُطُ وَآخُذُهُ.

২৪২. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত আবূ তালহা (রা) বলেছেন, বদর দিবসে আমরা আমাদের সারিতে থাকা অবস্থায় তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। যারা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিল আমি ছিলাম তাদের একজন। তখন আমার হাত থেকে তরবারি পড়ে যাচ্ছিল আর আমি উঠাচ্ছিলাম আবার পড়ে যাচ্ছিল আর আমি উঠাচ্ছিলাম।

www.waytojannah.com

(٢٤٣) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اسْتَصْغَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابْنَ عُمَرَ فَرُدِدْنَا يَوْمَ بَدْرٍ.

২৪৩. বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর দিবসে আমি আর ইব্ন উমার (রা) দুজনে যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলে ফিরিয়ে দেন।

(٢٤٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ حِيْنَ الْتَقَى الْقَوْمُ اللّٰهُمَّ أَقْطَعَنَا الرَّحِمَ وَأَتَانَا بِمَا لَا يُعْرَفُ فَأَحْنِهِ الْغَدَاةَ فَكَانَ الْمُسْتَفْتِحَ.

২৪৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন ছা'লাবাহ ইব্ন সাঈর (রা) থেকে বর্ণিত যে, বদর দিবসে দু'পক্ষ মুখোমুখি হবার পর আবূ জাহ্ল বলেছিল হে আল্লাহ্! সে তো আমাদের সাথে আত্মীয়তা ছিন্ন করেছে এবং আমাদের নিকট এমন একটি বিষয় নিয়ে এসেছে যা আমরা চিনি না। সুতরাং প্রত্যুষে আপনি তাকে পরাজিত করে দিবেন। এভাবে সে আল্লাহ্র নিকট বিজয় প্রার্থনা করেছিল।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ زَوَاجِ عَلِيٍّ بِفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

পরিচ্ছেদ : হযরত আলী (রা)-এর সাথে হযরত ফাতিমা যাহরা (রা)-এর বিবাহ

(٢٤٥) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أَخْطُبَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ مَا لِيْ مِنْ شَيْءٍ فَكَيْفَ ثُمَّ ذَكَرْتُ صِلَتَهُ وَعَائِدَتَهُ فَخَطَبْتُهَا إِلَيْهِ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ الَّتِيْ أَعْطَيْتُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ هِيَ عِنْدِيْ قَالَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ.

২৪৫. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) কে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়ার মনস্থ করেছিলাম। পরে মনে মনে বললাম, আমার তো কোন সহায়-সম্পদ নেই কিভাবে প্রস্তাব দিব? শেষ পর্যন্ত চিন্তা করলাম যে, তাঁর সাথে তো আমার আত্মীয়তা ও সুসম্পর্ক আছে। এ প্রেক্ষিতে আমি বিয়ের প্রস্তাব দিই। তিনি আমাকে বললেন, তোমার নিকট কি কোন সহায় সম্পদ আছে? আমি বললাম, না, নেই। তিনি বললেন ওইদিন আমি তোমাকে যে খুরতুমী যুদ্ধ বর্মটি দিয়েছিলাম সেটি কোথায়? আমি বললাম, সেটি আমার নিকট আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন সেটিই তুমি (মোহর রূপে) ফাতিমাকে দিয়ে দিবে।

(٢٤٦) عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا زَوَّجَهُ فَاطِمَةَ بَعَثَ مَعَهُ بِخَمِيْلَةٍ وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ (وَفِيْ لَفْظٍ لِيْفُ الْإِذْخِرِ) وَرَحَيَيْنِ وَسِقَاءٍ وَجَرَّتَيْنِ فَقَالَ عَلِيٌّ لِفَاطِمَةَ ذَاتَ يَوْمٍ وَاللهِ لَقَدْ سَنَوْتُ حَتَّى لَقَدِ اشْتَكَيْتُ صَدْرِيْ قَالَ وَقَدْ جَاءَ اللهُ أَبَاكِ بِسَبْيٍ فَاذْهَبِيْ فَاسْتَخْدِمِيْهِ فَقَالَتْ وَأَنَا وَاللهِ قَدْ طَحَنْتُ حَتَّى مَجَلَتْ يَدَايَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكِ أَيْ بُنَيَّةُ قَالَتْ جِئْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَيْكَ وَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ وَرَجَعَتْ فَقَالَ مَا فَعَلَتِ قَالَتْ اِسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ فَأَتَيْنَاهُ جَمِيْعًا فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاللهِ لَقَدْ سَنَوْتُ حَتَّى اشْتَكَيْتُ صَدْرِيْ وَقَالَتْ فَاطِمَةُ قَدْ طَحَنْتُ حَتَّى مَجَلَتْ

www.waytojannah.com

يَدَايَ وَقَدْ جَاءَكَ اللهُ بِسَبْيٍ وَسَعَةٍ فَأَخْدِمْنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَا أُعْطِيْكُمَا وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ تَطْوَى بُطُوْنُهُمْ لَا أَجِدُ مَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَلٰكِنِّيْ أَبِيْعُهُمْ وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمْ أَثْمَانَهُمْ فَرَجَعَا فَأَتَاهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ دَخَلَا فِيْ قَطِيْفَتِهِمَا إِذَا غَطَّتْ رُءُوْسَهُمَا تَكَشَّفَتْ أَقْدَامُهُمَا وَإِذَا غَطَّيَا أَقْدَامَهُمَا تَكَشَّفَتْ رُءُوْسُهُمَا فَثَارَا فَقَالَ مَكَانَكُمَا ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمَا بِخَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَانِيْ قَالَا بَلٰى فَقَالَ كَلِمَاتٌ تَكَشَّفَتْ رُءُوْسُهُمَا فَثَارَا فَقَالَ مَكَانَكُمَا ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمَا بِخَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَانِيْ قَالَا بَلٰى فَقَالَ كَلِمَاتٌ عَلَّمَنِيْهِنَّ جِبْرِيْلُ فَقَالَ تُسَبِّحَانِ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَتَحْمَدَانِ عَشْرًا وَتُكَبِّرَانِ عَشْرًا وَإِذَا أَوَيْتُمَا إِلٰى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ قَالَ فَوَ اللهِ مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكَوَّاءِ وَلَا لَيْلَةَ صِفِّيْنَ فَقَالَ قَاتَلَكُمُ اللهُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ نَعَمْ وَلَا لَيْلَةَ صِفِّيْنَ-

২৪৬. আতা ইব্ন সাইব তাঁর পিতা থেকে, তিনি হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাঁর নিকট ফাতিমা (রা) কে বিয়ে দেন তখন একটি চাঁদর, একটি বালিশ যার খোল ছিল চামড়ার আর ভেতরে ছিল খেজুরের আঁশ, দুটো যাঁতা, একটি মশক এবং দুটো কলসী সাথে দিয়েছিলেন। একদিন হযরত আলী (রা) এসে ফাতিমা (রা) কে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম পানি বহন করে করে আমার বুকে ব্যথা হয়ে গেল, ইতিমধ্যে আল্লাহ্ তোমার পিতাকে কতগুলো ক্রীতদাস দিয়েছেন, তুমি তোমার পিতার নিকট গিয়ে সেবক-সেবিকা চেয়ে নাও। হযরত ফাতিমা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম আমিও তো আটা পিষতে পিষতে আমার হাতে ফোঁসকা পড়ার উপক্রম হয়েছে। হযরত ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, বৎস, কোন প্রয়োজনে এসেছ কি? ফাতিমা (রা) বললেন, এসেছি সালাম জানাতে এবং কুশলাদি জানতে। মূলকথা উত্থাপনে তিনি লজ্জাবোধ করলেন এবং ফিরে গেলেন। হযরত আলী (রা) কি হল তা জানতে চাইলেন। ফাতিমা (রা) বললেন মূলকথা উত্থাপনে আমি লজ্জাবোধ করেছি। সেবকের আবেদন আমি করিনি। এরপর আলী (রা) ও ফাতিমা (রা) দুজনই রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট গমন করলেন। আলী (রা) বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! পানি তুলে তুলে আমার বুকে ব্যথা সৃষ্টি হয়েছে। ফাতিমা (রা) বললেন, আটা পিষতে পিষতে আমার হাত খসখসে হয়ে গিয়েছে। হাতে ফোঁসকা সৃষ্টি হয়ে গেছে। মহান আল্লাহ্ তো আপনাকে কতক বন্দী দাসী ও অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন। আপনি তা থেকে আমাদেরকে একটি সেবিকা ও দাসী প্রদান করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না, আমি তোমাকে সেবিকা দিতে পারব না। আমি বরং সুফফা-ওয়ালাদেরকে ডেকে আনব, ওরা ক্ষুদায় পেটে পাতর বেঁধে আছে ওদের খাবারের ব্যবস্থা করতে পারছি না। আমি এসব বন্দী দাস-দাসী বিক্রি করে ওদের খাবারের ব্যবস্থা করব। হযরত আলী (রা) ও ফাতিমা (রা) ফিরে এলেন। রাতে তাঁরা এমন একটি চাঁদর গায়ে শুয়ে পড়লেন যা দিয়ে মাথা ঢাকলে পায়ের অংশ খোলা থাকে আর পা ঢাকলে মাথার অংশ খোলা থাকে। এসময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁরা তাড়াতাড়ি শোয়া থেকে উঠে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, ওঠার দরকার নেই। যেমন আছ তেমন থাক। এরপর তিনি বললেন তোমরা আমার নিকট যা চেয়েছিলে তার চাইতে উত্তম কিছু সম্পর্কে কি আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব? তাঁরা বললেন, হাঁ–অবশ্যই তা জানাবেন। তিনি বললেন, সেগুলো হল কতক কালিমাহ ও বাক্য যেগুলো হযরত জিবরাঈল (আ) আমাকে শিখিয়ে গিয়েছেন। এরপর তিনি বললেন তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর ১০ বার সুবহানাল্লাহ্ পাঠ করবে, ১০ বার আলহামদুলিল্লাহ্ পাঠ

www.waytojannah.com

Contents

করবে এবং ১০ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে আর যখন বিছানায় শয়ন করতে যাবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ্ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে। হযরত আলী (রা) বললেন– রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে এটি শিখিয়ে দেয়ার পর থেকে আমি কোন দিন সেগুলো পাঠ না করে ছাড়িনি। ইব্ন কাওয়া বললেন, আপনি কি সিফ্ফীনের যুদ্ধের রাতেও তা পাঠ না করে ছাড়েননি? তিনি বললেন, ওহে ইরাকবাসী! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র ধ্বংস আসুক সিফফীনের যুদ্ধের রাতেও আমি সেগুলো পাঠ না করে ছাড়িনি।

(٢٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا أُخْرَى فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِأَبِيعَهُ وَمَعِي صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ لِأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ وَمِنَ السَّنَامِ قَالَ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِي فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ فَانْطَلَقَ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ فَقَالَ هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ.

২৪৭. আবদুর রায্যাক–হুসায়ন ইব্ন আলী, হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছিলেন যে, বদর যুদ্ধের প্রাপ্ত সম্পদ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে যৌথভাবে আমি একটি উট পেয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) সেটির সাথে আরো একটি উট আমাকে দিয়েছিলেন। একদিন জনেক আনসারীর বাড়ীর দরজায় সেগুলোকে বেঁধে রাখি। আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমি কিছু সঞ্চয়কৃত সম্পদ সংগ্রহ করে উটের পিঠে করে নিয়ে সেগুলো বিক্রি করব। আমার নিকট বনু কায়নুকা গোত্রের কতক অশোধিত স্বর্ণ ছিল। আমি সেগুলো বিক্রি করতে চেয়েছিলাম যাতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে ফাতিমা (রা) এর সাথে আমার বিয়ের ওলিমা বা বৌভাতের আয়োজন করতে পারি। এদিকে হযরত হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ওই আনসারীর গৃহে মদ পান করছিলেন। একপর্যায়ে তিনি তরবারি নিয়ে উট দুটোর উপর হামলা করলেন। তিনি সেগুলোর চোট কেটে ফেললেন এবং কোমর ফাঁক করে কলিজা দুটো বের করে আনলেন। বর্ণনাকারী বলেন আমি ইব্ন শিহাবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, চোটও কি কেটে ফেলেছিল? তিনি বললেন, হাঁ তা কেটে নিয়ে গিয়েছিল। হযরত আলী (রা) বলেন আমি এই দৃশ্য দেখলাম। তাতে আমি আতংকিত হয়ে পড়লাম। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে উপস্থিত হলাম। সেখানে হযরত যায়েদ ইব্ন হারিছা ছিলেন। আমি আদ্যোপান্ত ঘটনা তাঁকে জানালাম। তিনি ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তাঁর সাথে যায়েদ ইব্ন হারিছা ছিলেন। তিনি এসে হামযার নিকট গেলেন এবং তাঁর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। হামযা বড় বড় চোখে রাসূলুল্লাহ (সা) কে বারবার দেখছিল এবং বলছিল, "তুমি আমার পিতার দাস ছাড়া অন্য কিছু কি? অবস্থা বেগতিক দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) সেখান থেকে পেছনের দিকে সরে এলেন এবং ওদেরকে ছেড়ে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। এটি ছিল মদপান হারাম হবার পূর্বের ঘটনা।

www.waytojannah.com

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ

পরিচ্ছেদ : কা'ব ইব্ন আশরাফ-এর হত্যাকাণ্ড

() عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَشٰى مَعَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ ثُمَّ وَجَّهَهُمْ وَقَالَ انْطَلِقُوْا عَلٰى اسْمِ اللهِ وَقَالَ اللّٰهُمَّ أَعِنْهُمْ يَعْنِى النَّفَرَ الَّذِيْنَ وَجَّهَهُمْ إِلٰى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ.

২৪৮. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কা'ব হত্যায় প্রেরিত সেনাদলের সথে বাকী আল গারকাদ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে এলেন। এরপর ওদেরকে অভিযানে প্রেরণ করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র নামে তোমরা এগিয়ে যাও। তাদের জন্যে দুআ করে তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি ওদেরকে সাহায্য করুন। অর্থাৎ কা'ব ইব্ন আশরাফ হত্যায় প্রেরিত সেনাদলকে সাহায্য করুন।

www.waytojannah.com

اَبْوَابُ مَا جَاءَ فِيْ غَزْوَةِ اُحُدٍ

উহুদ যুদ্ধ বিষয়ক পরিচ্ছেদসমূহ

بَابُ مَا رَاٰهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَقْعَةِ اُحُدٍ

পরিচ্ছেদ : উহুদ যুদ্ধের পূর্বক্ষণে দেখা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্বপ্ন

(٢٤٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَنَفَّلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهٗ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ الَّذِيْ رَاٰى فِيْهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ رَاَيْتُ فِيْ سَيْفِيْ ذِي الْفَقَارِ فَلًّا فَأَوَّلْتُهٗ فَلًّا يَكُوْنُ فِيْكُمْ وَرَاَيْتُ أَنِّيْ مُرْدِفٌ كَبْشًا فَأَوَّلْتُهٗ كَبْشَ الْكَتِيْبَةِ وَرَاَيْتُ أَنِّيْ فِيْ دِرْعٍ حَصِيْنَةٍ فَأَوَّلْتُهَا الْمَدِيْنَةَ وَرَاَيْتُ بَقَرًا تُذْبَحُ فَبَقَرٌ وَاللهِ خَيْرٌ فَبَقَرٌ وَاللهِ خَيْرٌ فَكَانَ الَّذِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৪৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বদর যুদ্ধের দিবসে যুলফিকার তরবারিটির মালিকানা প্রাপ্ত হন। সেটিকে কেন্দ্র করেই তিনি উহুদ দিবসের স্বপ্নটি দেখেন। তিনি বললেন, আমি স্বপ্নের মধ্যে আমার যুলফিকার তরবারিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাঙ্গন চিহ্ন দেখতে পেলাম। অতঃপর আমি তার ব্যাখ্যা করলাম যে, এটি দ্বারা তোমাদের পরাজয় বুঝানো হয়েছে। আমি দেখলাম যে, আমি একটি মেষকে পেছন দিক থেকে তাড়া করছি। আমি ব্যাখ্যা করলাম যে, সেটি শত্রুপক্ষের মেষ। আমি দেখলাম যে, আমি মজবুত ও সুদৃঢ় বর্ম পরিধান করে আছি। আমি ব্যাখ্যা করলাম যে, সুরক্ষিত বর্ম হল মদীনা নগরী। আমি দেখলাম যে, একটি গাভী জবাই করা হচ্ছে। আল্লাহ্‌র কসম গাভী তো ভাল–আল্লাহ্‌র কসম গাভী তো ভাল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) যা যা বলেছেন তা তা ঘটেছে।

(٢٥٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَاَيْتُ كَأَنِّيْ فِيْ دِرْعٍ حَصِيْنَةٍ وَرَاَيْتُ بَقَرًا مُنْحَرَةً فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْحَصِيْنَةَ اَلْمَدِيْنَةُ وَأَنَّ الْبَقَرَ نَفَرٌ وَاللهِ خَيْرٌ قَالَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهٖ لَوْ أَنَّا أَقَمْنَا بِالْمَدِيْنَةِ فَإِنْ دَخَلُوْا عَلَيْنَا فِيْهَا قَاتَلْنَاهُمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاللهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَيْفَ يُدْخَلُ عَلَيْنَا فِيْهَا فِي الْإِسْلَامِ قَالَ عَفَّانُ فِيْ حَدِيْثِهٖ فَقَالَ شَأْنُكُمْ إِذًا قَالَ فَلَبِسَ لَأْمَتَهٗ قَالَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ رَدَدْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْيَهٗ فَجَاءُوْا فَقَالُوْا يَا نَبِيَّ اللهِ شَأْنُكَ إِذًا فَقَالَ إِنَّهٗ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهٗ أَنْ يَضَعَهَا حَتّٰى يُقَاتِلَ.

২৫০. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি যেন একটি সুরক্ষিত বর্মের মধ্যে আছি এবং দেখলাম একটি জবাই করা গাভী। অতঃপর আমি তার ব্যাখ্যা করলাম যে, সুরক্ষিত বর্ম হল মদীনা নগরী আর গাভী হল আল্লাহ্‌র কসম কল্যাণ ও ভাল। এরপর তিনি সাহাবীদেরকে বললেন আমরা যদি মদীনা নগরীতে অবস্থান করি তাহলে ওরা আমাদের নগরীতে প্রবেশ করলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে পারব। সাহাবীগণ বললেন ইয়া

www.waytojannah.com

Contents

রাসূলুল্লাহ (সা)! আল্লাহ্‌র কসম ওই শত্রুপক্ষ জাহেলী যুগে আমাদের এই মদীনা নগরীতে প্রবেশ করতে পারেনি। তাহলে ইসলামী যুগে তারা কেমন করে আমাদের নগরীতে প্রবেশ করবে? বর্ণনাকারী আফ্‌ফান তাঁর বর্ণনায় বলেছেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "তোমরা যা চাচ্ছ তা-ই হবে। এরপর তিনি যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হলেন। আনসারীগণ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছি হায়! তারা তাঁর নিকট এসে বলল হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি যা চাচ্ছেন তা-ই করুন। তিনি বলেন যুদ্ধাস্ত্র পরিধান করার পর যুদ্ধ না করে তা খুলে ফেলা কোন নবীর জন্যে সমীচীন নয়।

(٢٥١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّيْ مُرْدِفٌ كَبْشًا وَكَأَنَّ ظُبَةَ سَيْفِيْ انْكَسَرَتْ فَأَوَّلْتُ أَنِّيْ أَقْتُلُ صَاحِبَ الْكَتِيْبَةِ وَإِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ يُقْتَلُ.

২৫১. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি যেন একটি মেষকে তাড়া করছি এবং আমার তরবারির ধারালো অংশ যেন ভেঙ্গে গিয়েছে। আমি তার ব্যাখ্যা করেছি যে, আমি শত্রুপক্ষের পতাকাবাহীকে হত্যা করব আর আমার পরিবারের কোন একজন নিহত হবে।

بَابُ خَبَرِ مَوْقِعَةِ أُحُدٍ وَتَنْظِيْمِ الصُّفُوْفِ وَلِلْقِيَادَةِ وَوُجُوْبِ طَاعَةِ الْإِمَامِ وَسُوْءِ مُخَالَفَتِهٖ

পরিচ্ছেদ : উহুদ যুদ্ধের ঘটনা, সৈন্যদের সারিবদ্ধতা, নেতৃত্ব, নেতার আনুগত্য এবং তার বিরোধিতার কুফল

(٢٥٢) عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوْا خَمْسِيْنَ رَجُلًا عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ وَوَضَعَهُمْ مَوْضِعًا وَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمُوْنَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوْا حَتّٰى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَأَيْتُمُوْنَا ظَهَرْنَا عَلَى الْعَدُوِّ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوْا حَتّٰى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ قَالَ فَهَزَمُوْهُمْ قَالَ فَأَنَا وَاللهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ عَلَى الْجَبَلِ وَقَدْ بَدَتْ أَسْوُقُهُنَّ وَخَلَاخِلُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْغَنِيْمَةَ أَيْ قَوْمِ الْغَنِيْمَةَ ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْظُرُوْنَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَسِيْتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا إِنَّا وَاللهِ لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيْبَنَّ مِنَ الْغَنِيْمَةِ فَلَمَّا أَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوْهُهُمْ فَأَقْبَلُوْا مُنْهَزِمِيْنَ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدْعُوْهُمُ الرَّسُوْلُ فِيْ أُخْرَاهُمْ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فَأَصَابُوْا مِنَّا سَبْعِيْنَ رَجُلًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهٗ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِيْنَ وَمِائَةً سَبْعِيْنَ أَسِيْرًا وَسَبْعِيْنَ قَتِيْلًا فَقَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ثَلَاثًا فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِيْبُوْهُ ثُمَّ قَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِيْ قُحَافَةَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِيْ قُحَافَةَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلٰى أَصْحَابِهٖ فَقَالَ أَمَّا هٰؤُلَاءِ فَقَدْ قُتِلُوْا وَقَدْ كُفِيْتُمُوْهُمْ فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهٗ أَنْ قَالَ كَذَبْتَ وَاللهِ يَا عَدُوَّ اللهِ إِنَّ الَّذِيْنَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوْءُكَ فَقَالَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ

www.waytojannah.com

إِنَّكُمْ سَتَجِدُوْنَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ اٰمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِيْ ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ اعْلُ هُبَلُ اُعْلُ هُبَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُجِيْبُوْنَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا نَقُوْلُ قَالَ قُوْلُوْا اَللهُ أَعْلٰى وَأَجَلُّ قَالَ إِنَّ الْعُزّٰى لَنَا وَلَا عُزّٰى لَكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُجِيْبُوْنَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا نَقُوْلُ قَالَ قُوْلُوْا اللهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ.

২৫২. আবূ ইসহাক থেকে বর্ণিত, বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উহুদ দিবসে গিরিপথের গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুবায়র (রা) কে। গোলন্দাজ সেনাদের সংখ্যা ছিল ৫০ জন। রাসূলুল্লাহ (সা) ওদেরকে যথোপযুক্ত স্থানে নিয়োজিত করে দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা যদি দেখতে পাও যে, আমরা পরাজিত হয়েছি, কাকপক্ষী আমাদের গোশত খাচ্ছে তবুও পুনঃনির্দেশ না পাঠানো পর্যন্ত তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করবে না। অন্যদিকে তোমরা যদি দেখতে পাও যে, আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে ওদের পদতলে পিষ্ট করে দিচ্ছি তবুও পুনঃ নির্দেশ না পাঠানো পর্যন্ত তোমরা তোমাদের এই স্থান ত্যাগ করবে না। যুদ্ধ হবার পর মুসলমানগণ শত্রুপক্ষকে পরাজিত করে দিল। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্র কসম আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে, শত্রুপক্ষের মহিলাগণ কাপড় গুটিয়ে জীবন বাঁচানোর জন্যে দৌড়ে পাহাড়ের ওপর উঠছিল। তাদের পায়ের গোছা ও নুপুরগুলো প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছিল। এসময়ে হযরত আবদুল্লাহ্-এর অধীন গোলন্দাজ সেনাগণ বলল, ওহে লোকজন চল নেমে যাই গনীমত সংগ্রহ করি। তোমাদের সাথিগণ তো জয়ী হয়েছে তাহলে আর কিসের অপেক্ষা? হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুবায়র বললেন, সৈনিকগণ! তোমরা কি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নির্দেশ ভুলে গিয়েছ? তারা বলল, আল্লাহ্র কসম আমরা শত্রুপক্ষের পরাজিত লোকদের নিকট যাব এবং গনীমতের মাল সংগ্রহ করব। ওরা যখন নেমে এল তখন যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়া হল তারা পরাজয় বরণ করল। এটাই কুরআনের ঘোষণা যে, "রাসূলুল্লাহ (সা) ওদেরকে পেছন থেকে ডাকছিলেন।" তখন মাত্র ১২ জন পুরুষ ছাড়া অন্য কেউ রাসূলুল্লাহ (সা) এর পাশে ছিল না। এসময়ে ওরা আমাদের ৭০ জন লোককে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবিগণ (রা) বদর দিবসে ৭০ জন কাফিরকে হত্যা এবং ৭০ জন কাফিরকে বন্দী করেছিলেন।

উহুদ দিবসের এ পর্যায়ে এসে আবূ সুফিয়ান ডেকে ডেকে বলছিল, তোমাদের মধ্যে কি মুহাম্মাদ আছে? তোমাদের মধ্যে কি মুহাম্মাদ আছে? তোমাদের মধ্যে কি মুহাম্মাদ আছে? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর দিতে নিষেধ করলেন। এরপর আবূ সুফিয়ান বলল তোমাদের মধ্যে আবূ কুহাফার পুত্র (আবূ বকর ছিদ্দিক) আছে? তোমাদের মধ্যে কি আবূ কুহাফার পুত্র আছে? তোমাদের মধ্যে কি খাত্তাবের পুত্র (উমার রা.) আছে? তোমাদের মধ্যে কি খাত্তাবের পুত্র আছে? এরপর সে তার নিজ সৈনিকদেরকে লক্ষ্য করে বলল, ওদের সকলেই নিহত হয়েছে। তোমরা ওদেরকে শেষ করে দিয়েছ। এবার হযরত উমার (রা) নিজেকে সংযত রাখতে পারেননি। তিনি বলে উঠলেন আল্লাহ্র কসম ওহে আল্লাহ্র দুশমন! তোমার ঘোষণা মিথ্যা। তুমি যাদের কথা উল্লেখ করেছ তাদের সকলেই জীবিত আছেন, তোমার জন্যে অবশিষ্ট রয়েছে যা তোমাকে দুঃখ দিবে। আবূ সুফিয়ান বলল, আজকের দিন বদর দিনের প্রতিশোধ। যুদ্ধে একবার একপক্ষ আরেকবার অন্যপক্ষ জয়ী হয়। তোমাদের লোকদের মধ্যে তোমরা অঙ্গহানি করা–নাক, কান কাটা লাশ পাবে আমরা এরূপ করার নির্দেশ দেইনি এবং তাতে আমরা অখুশীও নই। এরপর সে ছন্দে ছন্দে বলে যাচ্ছিল, হুবল প্রতিমার জয় হোক–হোবল প্রতিমার জয় হোক। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা কি তার জবাব দিবে না? সাহাবীগণ বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! কি বলে জবাব দিব? তিনি

www.waytojannah.com

বললেন, তোমরা বল, আল্লাহ্ সর্বোচ্চ, আল্লাহ্ সুমহান। আবূ সুফিয়ান বলল, আমাদের উয্যা প্রতিমা আছে তোমাদের উয্যা প্রতিমা নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন তোমরা কি জবাব দিবে না? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) কি বলে জবাব দিব? তিনি বললেন তোমরা বল, আল্লাহ্ আমাদের প্রভূ, তোমাদের প্রভূ নেই।

(٢٥٣) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ مَا نَصَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَوْطِنٍ كَمَا نَصَرَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ فَأَنْكَرْنَا ذٰلِكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَيْنِيْ وَبَيْنَ مَنْ انْكَرَ ذٰلِكَ كِتَابُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ فِيْ يَوْمِ أُحُدٍ (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهٗ إِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِإِذْنِهٖ) يَقُوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسُّ الْقَتْلُ (حَتّٰى إِذَا فَشِلْتُمْ إِلٰى قَوْلِهٖ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ) وَإِنَّمَا عَنٰى بِهٰذَا الرُّمَاةَ وَذٰلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهُمْ فِيْ مَوْضِعٍ ثُمَّ قَالَ اُحْمُوْا ظُهُوْرَنَا فَإِنْ رَأَيْتُمُوْنَا نُقْتَلُ فَلَا تَنْصُرُوْنَا وَإِنْ رَأَيْتُمُوْنَا قَدْ غَنِمْنَا فَلَا تُشْرِكُوْنَا فَلَمَّا غَنِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَاحُوْا عَسْكَرَ الْمُشْرِكِيْنَ أَكَبَّ الرُّمَاةُ جَمِيْعًا فَدَخَلُوْا فِي الْعَسْكَرِ يَنْهَبُوْنَ وَقَدِ الْتَقَتْ صُفُوْفُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمْ كَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ وَالْتَبَسُوْا فَلَمَّا أَخَلَّ الرُّمَاةُ تِلْكَ الْخَلَّةَ الَّتِيْ كَانُوْا فِيْهَا دَخَلَتِ الْخَيْلُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَوْضِعِ عَلٰى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَالْتَبَسُوْا وَقُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ نَاسٌ كَثِيْرٌ وَقَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهٖ أَوَّلُ النَّهَارِ حَتّٰى قُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ لِوَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ سَبْعَةٌ أَوْ تِسْعَةٌ وَجَالَ الْمُسْلِمُوْنَ جَوْلَةً نَحْوَ الْجَبَلِ وَلَمْ يَبْلُغُوْا حَيْثُ يَقُوْلُ النَّاسُ الْغَارَ إِنَّمَا كَانُوْا تَحْتَ الْمِهْرَاسِ وَصَاحَ الشَّيْطَانُ قُتِلَ مُحَمَّدٌ فَلَمْ يُشَكَّ فِيْهِ أَنَّهُ حَقٌّ فَمَا زِلْنَا كَذٰلِكَ مَا نَشُكُّ أَنَّهُ قَدْ قُتِلَ حَتّٰى طَلَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ السَّعْدَيْنِ نَعْرِفُهُ بِتَكَفُّئِهٖ إِذَا مَشٰى قَالَ فَفَرِحْنَا حَتّٰى كَأَنَّهُ لَمْ يُصِبْنَا مَا أَصَابَنَا قَالَ فَرَقِيَ نَحْوَنَا وَهُوَ يَقُوْلُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلٰى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ رَسُوْلِهٖ قَالَ وَيَقُوْلُ مَرَّةً أُخْرٰى اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَعْلُوْنَا حَتّٰى انْتَهٰى إِلَيْنَا فَمَكَثَ سَاعَةً فَإِذَا أَبُوْ سُفْيَانَ يَصِيْحُ فِيْ أَسْفَلِ الْجَبَلِ اُعْلُ هُبَلُ مَرَّتَيْنِ يَعْنِيْ اِلٰهَتَهٗ أَيْنَ ابْنُ أَبِيْ كَبْشَةَ أَيْنَ ابْنُ أَبِيْ قُحَافَةَ أَيْنَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا أُجِيْبُهٗ قَالَ بَلٰى فَلَمَّا قَالَ اُعْلُ هُبَلُ قَالَ عُمَرُ اللهُ أَعْلٰى وَأَجَلُّ قَالَ فَقَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهٗ قَدِ انْعَمَتْ عَيْنُهَا فَعَادِ عَنْهَا أَوْ فَعَالِ عَنْهَا فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ أَبِيْ كَبْشَةَ أَيْنَ ابْنُ أَبِيْ قُحَافَةَ أَيْنَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ هٰذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهٰذَا أَبُوْ بَكْرٍ وَهَا أَنَا ذَا عُمَرُ قَالَ فَقَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ الْأَيَّامُ دُوَلٌ وَإِنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لَا سَوَاءَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَزْعُمُوْنَ ذٰلِكَ لَقَدْ خِبْنَا إِذَنْ وَخَسِرْنَا ثُمَّ قَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ أَمَا إِنَّكُمْ سَوْفَ تَجِدُوْنَ فِيْ قَتْلَاكُمْ مُثْلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكَ عَنْ رَأْيِ سَرَاتِنَا قَالَ ثُمَّ أَدْرَكَتْهُ حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهٗ قَدْ كَانَ ذَاكَ وَلَمْ نَكْرَهْهُ.

২৫৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উতবা বর্ণনা করেছেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে যে, তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে উহুদ দিবসে যত বড় ধরনের সাহায্য করেছেন অন্য কোন স্থানে

www.waytojannah.com

তেমন করেননি। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এর এ বক্তব্য অগ্রাহ্য করলাম। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন আমার মাঝে এবং বক্তব্য অগ্রাহ্যকারীর মাঝে মহান আল্লাহ্‌র কিতাব-ই ফায়সালাকারী। উহুদ দিবস সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেছেন وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِإِذْنِهِ আল্লাহ্ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন যখন তোমরা তাঁর অনুমতিক্রমে তাদেরকে হত্যা করছিলে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, حَسٌّ শব্দের অর্থ হত্যা করা

حَتّٰى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّوْنَ مِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ-

যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালবাস তা দেখাবার পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কতক ইহকাল চাচ্ছিলে এবং কতক পরকাল চাচ্ছিলে। অতঃপর তিনি পরীক্ষা করার জন্যে তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল (সূরা আল ইমরান ঃ ১৫২)। এখানে মুমিনগণ দ্বারা উক্ত গোলন্দাজ সেনাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিষয়টি এরূপ যে, রাসূলুল্লাহ (সা) গোলন্দাজ বাহিনীকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন তোমরা আমাদের পেছনের দিকটা পাহারা দিবে। তোমরা যদি দেখতে পাও যে, আমরা নিহত হচ্ছি তবুও তোমরা ওই জায়গা ছেড়ে আমাদের সাহায্যে নেমে আসবে না। আর যদি দেখতে পাও যে আমরা যুদ্ধে জয়ী হয়ে গনীমত ও যুদ্ধসম্পদ সংগ্রহ করছি তবুও তোমরা সম্পদ সংগ্রহে আমাদের সাথে যোগ দিবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন যুদ্ধে জয়ী হয়ে গনীমত সংগ্রহ করতে লাগলেন এবং মুসলিম যোদ্ধাগণ মুশরিক সেনাদেরকে যেখানে পাওয়া যায় সেখানে হত্যা করার মিশন শুরু করল, তখন গোলন্দাজ বাহিনীর লোকজন দ্রুত যুদ্ধ ময়দানে নেমে এসে যুদ্ধসম্পদ সংগ্রহে লিপ্ত হল। ইতিমধ্যে সাহাবীগণ সারি ভেঙ্গে পরস্পর এলোমেলো অবস্থায় পড়ে গেলেন। নিজেরা নিজেদের মধ্যে গোলমেলে পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেললেন। গোলন্দাজ দল যখন পাহাড়ী পথ উন্মুক্ত রেখে চলে এল, তখন শত্রুপক্ষের অশ্ববাহিনী সেপথে প্রবেশ করে সাহাবীগণের ওপর আক্রমণ চালাল। অতঃপর এলোমেলো অবস্থায় একে অন্যের ওপর হামলা শুরু করল। এতে বহু মুসলমান শহীদ হয়ে গেলেন। দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ ছিল রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাথীগণের নিয়ন্ত্রণে। এ সময়ে মুশরিকদের পতাকাবাহী সেনাদলের সাত থেকে নয় জন সৈন্য নিহত হয়। কিন্তু শেষপর্যায়ে মুশরিকদের অতর্কিত হামলায় মুসলমানগণ দিশেহারা হয়ে ওঠে এবং পাহাড়ী পথ বন্ধ করার জন্যে চিৎকার করে সেদিকে দৌড়াতে থাকে। কিন্তু তারা সেখানে পৌঁছতে পারেনি। তারা তখন পাহাড়ের পাদদেশে ছিল। ইতিমধ্যে ইবলিস শয়তান চিৎকার দিয়ে ঘোষণা করল যে, মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় কেউ এই ঘোষণার সত্যতায় সন্দেহ করেনি। আমরা এই বিশৃংখল অবস্থায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) নিহত হয়েছেন তাতে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেখা গেল দুই সা'দের মাঝখানে। তাঁর ঝুঁকে হাঁটার ভঙ্গি দেখে আমরা তাঁকে চিনতে পারি। তাঁকে দেখে আমরা এত আনন্দিত হই যে, দুঃখ আমাদের ওপর যা আঘাত ও আক্রমণ এসেছে তাতে যেন আমাদের কিছুই হয়নি। এরপর তিনি আমাদের দিকে উঠে আসছিলেন আর বলছিলেন اِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلٰى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ رَسُوْلِهِ সেই সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ্‌র কঠোর গযব ও অসন্তোষ নেমে আসুক যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের মুখমণ্ডল রক্তরঞ্জিত করেছে। সাথে সাথে বলছিলেন যে, اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَعْلُوْنَا

www.waytojannah.com

হে আল্লাহ্! ওরা তো আমাদের উপর জয়ী হতে পারবে না। একপর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট এসে পৌঁছলেন। তিনি কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর শুনতে পেলেন যে, আবূ সুফিয়ান পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বলছে হুবল প্রতিমার জয় হোক, হুবল প্রতিমার জয় হোক, আবূ কাবাশার পুত্র (মুহাম্মাদ সা.) কোথায়? আবু কুহাফার পুত্র (আবূ বকর রা.) কোথায়? খাত্তাবের পুত্র (উমার রা.) কোথায়? উমার (রা) বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আমি কি তার জবাব দেব? তিনি বললেন, হাঁ জবাব দাও। এরপর যখন আবূ সুফিয়ান বলল, হুবলের জয় হোক তখন হযরত উমার (রা) বললেন আল্লাহ্ সর্বোচ্চ ও সুমহান। আবূ সুফয়ান বলল, ওহে খাত্তাব পুত্র! এখন হুবলের নয়ন জুড়িয়েছে তার এখন খুবই স্বস্তি। সুতরাং তাকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করো না। আবূ সুফিয়ান বলল, আবু কাবাশার পুত্র, আবূ কুহাফার পুত্র এবং খাত্তাবের পুত্র কোথায়? উমার (রা) বললেন, এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা), এই যে আবূ বকর (রা) এবং এই যে, আমি উমার। আবূ সুফিয়ান বলল, আজকের দিন বদর দিনের প্রতিশোধ। দিন পরিবর্তনশীল এবং যুদ্ধ হল বালতির ন্যায়। উমার (রা) বললেন, না–সমান সমান নয়, আমাদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছেন তাঁরা জান্নাতে থাকবেন আর তোমাদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছে তারা জাহান্নামে থাকবে। আবূ সুফিয়ান বলল, তোমরা কি তা-ই মনে কর? তাহলে তো আমরা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত বটে। এরপর আবূ সুফিয়ান বলল, অবিলম্বে তোমাদের নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে কারো কারো অঙ্গ কর্তিত ও নাক কান কাটা পাবে, এটি আমাদের নেতৃবৃন্দের নির্দেশে হয়নি। এরপর জাহেলী যুগের অহংবোধ তার মধ্যে জেগে উঠল এবং বলল, এমনটি তো ঘটেছে তবে আমরা তাতে অখুশিও হইনি।

(٢٥٤) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَوْمَ أُحُدٍ خَلْفَ الْمُسْلِمِيْنَ يُجْهِزْنَ عَلَى جَرْحَى الْمُشْرِكِيْنَ فَلَوْ حَلَفْتُ يَوْمَئِذٍ رَجَوْتُ أَنْ أَبَرَّ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يُرِيْدُ الدُّنْيَا حَتّٰى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (مِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ) فَلَمَّا خَالَفَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَوْا مَا أُمِرُوْا بِهٖ أُفْرِدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِسْعَةٍ سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ عَاشِرُهُمْ فَلَمَّا رَهِقُوْهُ قَالَ رَحِمَ اللهُ رَجُلًا رَدَّهُمْ عَنَّا قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ سَاعَةً حَتّٰى قُتِلَ فَلَمَّا رَهِقُوْهُ أَيْضًا قَالَ يَرْحَمُ اللهُ رَجُلًا رَدَّهُمْ عَنَّا فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ ذَا حَتّٰى قُتِلَ السَّبْعَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبَيْهِ مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا فَجَاءَ أَبُوْ سُفْيَانَ فَقَالَ أُعْلُ هُبَلْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْلُوْا اللهُ أَعْلٰى وَأَجَلُّ فَقَالُوْا اللهُ أَعْلٰى وَأَجَلُّ فَقَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ لَنَا عُزّٰى وَلَا عُزّٰى لَكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْلُوْا اللهُ مَوْلَانَا وَالْكَافِرُوْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ثُمَّ قَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ يَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرُّ حَنْظَلَةُ بِحَنْظَلَةَ وَفُلَانٌ بِفُلَانٍ وَفُلَانٌ بِفُلَانٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَوَاءَ أَمَّا قَتْلَانَا فَأَحْيَاءٌ يُرْزَقُوْنَ وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ يُعَذَّبُوْنَ قَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ قَدْ كَانَتْ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةٌ وَإِنْ كَانَتْ لَعَنْ غَيْرِ مَلَإٍ مِنَّا مَا أَمَرْتُ وَلَا نَهَيْتُ وَلَا أَحْبَبْتُ وَلَا كَرِهْتُ وَلَا سَاءَنِيْ وَلَا سَرَّنِيْ قَالَ فَنَظَرُوْا فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ بُقِرَ بَطْنُهٗ وَأَخَذَتْ هِنْدُ كَبِدَهٗ فَلَاكَتْهَا فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَأْكُلَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَكَلْتِ مِنْهُ شَيْئًا قَالُوْا لَا قَالَ مَا كَانَ اللهُ لِيُدْخِلَ شَيْئًا مِنْ حَمْزَةَ النَّارَ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

www.waytojannah.com

وَسَلَّمَ حَمْزَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَجِيْءَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَوُضِعَ إِلَى جَنْبِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَرُفِعَ الْأَنْصَارِيُّ وَتُرِكَ حَمْزَةُ ثُمَّ جِيْءَ بِآخَرَ فَوَضَعَهُ إِلَى جَنْبِ حَمْزَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ وَتُرِكَ حَمْزَةُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ سَبْعِيْنَ صَلَاةً۔

২৫৪. ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, উহুদ দিবসে মুসলিম মহিলাগণ মুসলিম যোদ্ধাদের পেছনে অবস্থান করছিল। তারা আহত মুসলিম সৈন্যদের সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করছিল। সেদিন আমি যদি কসম করে বলতাম আমাদের কেউই দুনিয়ার লোভে লোভী নই তাহলে আমার আশা যে, আমি কসমে সঠিকই থাকতাম। কিন্তু এক পর্যায়ে মহান আল্লাহ্ নাযিল করলেন

مِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ۔

তোমাদের কতক ইহকাল প্রত্যাশী ছিল এবং কতক পরকাল প্রত্যাশী। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে তাদের থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫২)। অতঃপর সাহাবিগণ যখন পরস্পর মতভেদ করলেন এবং নির্দেশ অমান্য করলেন, তখন তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেন আর রাসূলুল্লাহ (সা) একাকী থেকে গেলেন নয়জন সাহাবীর মধ্যে। তাঁদের মধ্যে সাতজন আনসারী এবং দুইজন কুরায়শী সাহাবী আর দশম হলেন রাসূলুল্লাহ (সা)। একপর্যায়ে কাফিরগণ যখন তাঁকে ঘিরে ফেলল তখন তিনি বলতে লাগলেন মহান আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে দয়া করুন যে ওদেরকে আমাদের থেকে সরিয়ে দিবে। তিনি এটি বলে যাচ্ছিলেন, আর তাঁর সাথিগণ যুদ্ধ করতে করতে নয়জনের মধ্যে একে একে সাতজন শহীদ হয়ে গেলেন। অবশিষ্ট দুজনকে তিনি বললেন হায়! আমাদের সাথিগণ আমাদের প্রতি ইনসাফ করেনি। এ পর্যায়ে আবূ সুফিয়ান এল এবং বলল, হুবল প্রতিমার জয় হোক। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা বল, আল্লাহ্ সর্বোচ্চ, সর্বোর্ধ্ব ও সুমহান। তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ সর্বোচ্চ, সর্বোর্ধ্ব সুমহান। আবূ সুফিয়ান বলল, আমাদের উয্যা প্রতিমা আছে তোমাদের উয্যা প্রতিমা নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা বল আমাদের প্রভূ ও সাহায্যকারী আল্লাহ্ তোমার কোন প্রভূ নেই। আবূ সুফয়ান বলল, আজকের দিন বদর দিনের প্রতিশোধ, একদিন আমাদের পক্ষে একদিন আমাদের বিপক্ষে, একদিন মহিলাদের একদিন শকুনদের, এই হানযালার মৃত্যু ওই হানযালার প্রতিশোধ, অমুকের মৃত্যু অমুকের মৃত্যুর প্রতিশোধ। অমুক অমুকের প্রতিশোধ, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন উভয় পক্ষ সমান নয়। আমাদের নিহত ব্যক্তিগণ জীবিত, রিযক ভোগ করছে। আর তোমাদের নিহত ব্যক্তিগণ আগুনে শাস্তি ভোগ করছে। আবূ সুফয়ান বলল, লোকজনের মধ্যে কতক নাক-কান কাটা রয়েছে, সেটি আমাদের নেতৃবর্গের পরামর্শে হয়নি। আমি নিজে তা করার নির্দেশ দেইনি আবার নিষেধও করিনি। আমি তা পছন্দও করিনি অপছন্দও করিনি। সেটি আমাকে আনন্দিতও করেনি–অখুশিও করেনি। সাহাবা-ই-কিরাম সম্মুখে তাকালেন। তাঁরা দেখতে পেলেন যে, হযরত হামযার (রা) পেট চিরে ফাঁক করে ফেলা হয়েছে। হিনদা তাঁর কলিজা নিয়ে দাঁতে চিবুচ্ছে। কিন্তু সে তা গিলতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন হিনদা কি কলিজা খেতে পেরেছে? সাহাবাগণ (রা) বললেন, না খেতে পারেনি। তিনি বললেন মহান আল্লাহ্ হযরত হামযার (রা) দেহের সামান্য অংশও আগুনে দিতে চান না। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হামযার (রা) লাশ তাঁর সম্মুখে রেখে জানাযা আদায় করলেন। এরপর অন্য এক শহীদের লাশ হামযার (রা) পাশে রেখে জানাযা আদায় করলেন। এরপর হামযার (রা) লাশ রেখে অন্য লাশটি সরিয়ে তদস্থলে অন্য এক শহীদের লাশ রেখে জানাযা আদায় করলেন। এভাবে হযরত হামযার (রা) লাশ যথাস্থানে রেখে একে একে অন্যান্য লাশ তাঁর পাশে এনে জানাযা আদায় করলেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৭০ বার হযরত হামযা (রা) এর জানাযা আদায় করেছেন।

www.waytojannah.com

بَابُ مَا اَصَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنْ كَسْرِ رُبَاعِيَّتِهِ وَشَجِّ وَجْهِهِ وَوِقَايَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِالْمَلَائِكَةِ وَشِدَّةِ غَضَبِهِ عَلَى مَنْ فَعَلَ بِهِ ذٰلِكَ.

পরিচ্ছেদ : উহুদ দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখের দাঁত শহীদ হওয়া, মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হওয়া, মহান আল্লাহ্ কর্তৃক ফেরেশতা দ্বারা তাঁকে রক্ষা করা এবং যারা তাঁকে আহত করেছে তাদের প্রতি মহান আল্লাহ্র কঠোর গযব ও অসন্তোষ নাযিল হওয়া

(٢٥٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَشُجَّ فِي جَبْهَتِهِ حَتّٰى سَالَ الدَّمُ عَلٰى وَجْهِهِ فَقَالَ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوْا هٰذَا بِنَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلٰى رَبِّهِمْ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ)

وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ وَرُمِيَ رَمْيَةً عَلٰى كَتِفَيْهِ فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيْلُ عَلٰى وَجْهِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ كَيْفَ تُفْلِحُ أُمَّةٌ فَعَلُوْا هٰذَا بِنَبِيِّهِمْ – الحَدِيْثَ.

২৫৫ – আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, উহুদ দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা) এর একটি রুবাঈ দাঁত (সম্মুখের বড় দু' দাঁতের পার্শ্বস্থ দাঁত) ভেঙ্গে গিয়েছিল। এবং তাঁর কপাল রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। কপাল থেকে মুখমণ্ডলে রক্ত বেয়ে পড়ছিল। তিনি তখন বলেছিলেন সেই সম্প্রদায় কীভাবে সফল হবে যারা তাদের নবীর সাথে এ জঘন্য আচরণ করে যখন নবী তাদেরকে প্রতিপালকের প্রতি আসার আহ্বান জানান? এ পর্যায়ে নাযিল হল–

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ.

তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন কিংবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই, কারণ তারা জালিম (সূরা আল ইমরান ঃ ১২৮)। হযরত আনাসের অন্য এক বর্ণনায় অতিরিক্ত এটুকু এসেছে যে, তাঁর ঘাড়ে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল তাতে তাঁর মুখমণ্ডলে রক্ত বেয়ে পড়েছিল। আর তিনি তখন বলছিলেন, যে সম্প্রদায় তাদের নবীর এ অবস্থা করে তারা কীভাবে সফল হবে?

(٢٥٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى قَوْمٍ فَعَلُوْا بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حِيْنَئِذٍ يُشِيْرُ إِلٰى رُبَاعِيَّتِهِ وَقَالَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلٰى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُوْلُ اللهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

২৫৬. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দাঁতের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, আল্লাহ্র কঠোর গযব ও অসন্তোষ পতিত হোক সেই সম্প্রদায়ের প্রতি যারা আল্লাহ্র রাসূলের এ অবস্থা করে এবং আল্লাহ্র কঠোর গযব ও অসন্তোষ পতিত হোক সে ব্যক্তির উপর যাকে আল্লাহ্র পথে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে হত্যা করেছেন।

(٢٥٧) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ عَنْ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ يَسَارِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ.

www.waytojannah.com

Contents

২৫৭. সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উহুদের দিবসে আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর ডানে এবং বামে দুজন লোক দেখেছি। তাঁরা ছিলেন সাদা পোশাক পরিহিত। তাঁরা দুজনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ থেকে প্রবল যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের দুজনকে আমি এর পূর্বেও দেখিনি পরেও দেখিনি।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أُمُوْرٍ شَتّٰى تَتَعَلَّقُ بِالْقِتَالِ وَالْمُقَاتِلِيْنَ وَشُهَدَاءِ أُحُدٍ

পরিচ্ছেদ : উহুদ যুদ্ধ, যোদ্ধাগণ এবং তাতে শহীদ হওয়া ব্যক্তিগণ প্রসঙ্গে

(٢٥٨) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ مَنْ يَأْخُذُ هٰذَا السَّيْفَ فَأَخَذَهُ قَوْمٌ فَجَعَلُوْا يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ أَبُوْ دُجَانَةَ سِمَاكٌ أَنَا اٰخُذُهُ بِحَقِّهِ فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ هَامَ الْمُشْرِكِيْنَ.

২৫৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উহুদ দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি তরবারি হাতে নিয়ে বললেন এটি কে নিবে? কয়েকজন সাহাবী তাঁর হাত থেকে সেটি নিয়ে দেখতে লাগল। এবার তিনি বললেন যথাযথ দায়িত্ব সহকারে এই তরবারি কে নিবে? এবার লোকজন সেটি গ্রহণে পিছপা হতে লাগল। আবূ দাজানাহ্ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি সেটি দায়িত্ব সহকারে গ্রহণ করব। অতঃপর তিনি সেটি দিয়ে বহু মুশরিকের মাথার খুলি উড়িয়ে দিলেন।

(٢٥٩) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ يَوْمَ أُحُدٍ.

২৫৯. সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উহুদ দিবসে দুটো যুদ্ধ পোশাক পরিধান করে বের হয়েছিলেন।

(٢٦٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابُ أُحُدٍ أَمَا وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّيْ غُوْدِرْتُ مَعَ أَصْحَابِ نُحْصِ الْجَبَلِ يَعْنِيْ سَفْحَ الْجَبَلِ.

২৬০. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে শুনেছি উহুদ যুদ্ধের শহীদদের আলোচনা এলে তিনি বলতেন হায়! আমি যদি আমার ওই সাহাবীদের সাথে শহীদ হয়ে পাহাড়ের তলদেশে থেকে যেতাম তাহলে ভালো হতো।

(٢٦١) وَعَنْهُ اَيْضًا أَنَّ قَتْلٰى أُحُدٍ حُمِلُوْا مِنْ مَكَانِهِمْ فَنَادٰى مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ رُدُّوا الْقَتْلٰى إِلٰى مَضَاجِعِهَا.

২৬১. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, উহুদ যুদ্ধ শেষে শহীদগণকে নিজ নিজ স্থান থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রেরিত ঘোষক ঘোষণা দিয়ে বলেছিল, তাদেরকে তাদের নিজ নিজ স্থানে ফেরত নিয়ে রেখে দাও।

(٢٦٢) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ اسْتُشْهِدَ أَبِيْ بِأُحُدٍ فَأَرْسَلَنِيْ أَخَوَاتِيْ إِلَيْهِ بِنَاضِحٍ لَهُنَّ فَقُلْنَ اِذْهَبْ فَاحْتَمِلْ أَبَاكَ عَلٰى هٰذَا الْجَمَلِ فَادْفِنْهُ فِيْ مَقْبَرَةِ بَنِيْ سَلَمَةَ قَالَ فَجِئْتُهُ وَأَعْوَانٌ لِيْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ بِأُحُدٍ فَدَعَانِيْ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يُدْفَنُ إِلَّا مَعَ إِخْوَتِهِ فَدُفِنَ مَعَ أَصْحَابِهِ بِأُحُدٍ.

www.waytojannah.com

২৬২. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার পিতা উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। আমার বোনগণ তাদের একটি উটসহ আমাকে পাঠাল এবং বলল তুমি যাও এবং বাবাকে এনে বানূ সালামাহ কবরস্থানে দাফন করে দাও। তিনি বলেন যে, আমি কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে বাবার লাশ আনার জন্য সেখানে পৌঁছলাম। আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) অবহিত হলেন। তিনি তখন উহুদ ময়দানে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, তোমার পিতা তাঁর সাথী শহীদগণের সাথে সমাহিত হবেন। অতঃপর তাঁর সাথী শহীদগণের সাথে তাঁকে দাফন করা হয়।

(٢٦٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِالشُّهَدَاءِ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيْدُ وَالْجُلُوْدُ وَقَالَ اِدْفَنُوْهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ.

২৬৩. ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উহুদ দিবসে শহীদগণের দেহ থেকে লোহা এবং চামড়া জাতীয় দ্রব্য সামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্র খুলে নেয়ার আদেশ দিলেন এবং বললেন ওদেরকে ওদের জামা কাপড় ও রক্তসহ দাফন করে দাও।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَقْتَلِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ قَتَلَهُ وَسَبَبُ ذٰلِكَ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের শাহাদাত বরণ, তাঁর হত্যাকারী এবং হত্যার কারণ

(٢٦٤) حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى أَبُوْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو الضَّمْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ قَالَ لِيْ عُبَيْدُ اللهِ هَلْ لَكَ فِيْ وَحْشِيٍّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ قُلْتُ نَعَمْ وَكَانَ وَحْشِيٌّ يَسْكُنُ حِمْصَ قَالَ فَسَأَلْنَا عَنْهُ فَقِيْلَ لَنَا هُوَ ذَاكَ فِيْ ظِلِّ قَصْرِهٖ كَأَنَّهُ حَمِيْتٌ قَالَ فَجِئْنَا حَتّٰى وَقَفْنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْنَا السَّلَامَ قَالَ وَعُبَيْدُ اللهِ مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَتِهٖ مَا يَرٰى وَحْشِيٌّ إِلَّا عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ يَا وَحْشِيُّ أَتَعْرِفُنِيْ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَا وَاللهِ إِلَّا أَنِّيْ أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ الْخِيَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ قِتَالٍ ابْنَةُ أَبِي الْعِيْصِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا بِمَكَّةَ فَاسْتَرْضَعْنَهُ فَحَمَلْتُ ذٰلِكَ الْغُلَامَ مَعَ أُمِّهٖ فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ فَلَكَأَنِّيْ نَظَرْتُ إِلٰى قَدَمَيْكَ قَالَ فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللهِ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا تُخْبِرُنَا بِقَتْلِ حَمْزَةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيٍّ بِبَدْرٍ فَقَالَ لِيْ مَوْلَايَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّيْ فَأَنْتَ حُرٌّ فَلَمَّا خَرَجَ النَّاسُ يَوْمَ عَيْنَيْنِ قَالَ وَعَيْنَيْنُ جُبَيْلٌ تَحْتَ أُحُدٍ وَبَيْنَهُ وَادٍ خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالِ فَلَمَّا أَنِ اصْطَفُّوْا لِلْقِتَالِ قَالَ خَرَجَ سِبَاعٌ مِنْ مُبَارِزٌ قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ يَا سِبَاعُ يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ يَا ابْنَ مُقَطِّعَةِ الْبُظُوْرِ أَتُحَادُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ وَأَكْمُنُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ حَتّٰى إِذَا مَرَّ عَلَيَّ فَلَمَّا أَنْ دَنَا مِنِّيْ رَمَيْتُهُ فَأَضَعُهَا فِيْ ثُنَّتِهٖ حَتّٰى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ قَالَ فَكَانَ ذٰلِكَ الْعَهْدُ بِهٖ قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ قَالَ فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتّٰى فَشَا فِيْهَا الْإِسْلَامُ. قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى

www.waytojannah.com

الطَّائِفِ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ لَا يَهِيجُ الرُّسُلَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ أَنْتَ وَحْشِيٌّ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَا بَلَغَكَ يَا رَسُولَ اللهِ إِذْ قَالَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ عَنِّي وَجْهَكَ قَالَ فَرَجَعْتُ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ قَالَ قُلْتُ لَأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلِمَةَ لَعَلِّي أَقْتُلُهُ فَأُكَافِئَ بِهِ حَمْزَةَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ مَا كَانَ قَالَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي ثَلْمَةِ جِدَارٍ كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ ثَائِرٌ رَأْسُهُ قَالَ فَأَرْمِيهِ بِحَرْبَتِي فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ قَالَ وَدَبَّ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى هَامَتِهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ فَقَالَتْ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ وَاأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ.

২৬৪. হুজাইন ইব্ন মুছান্না আবূ উমার (রহ.) – জাফর ইব্ন আমর দামারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একদা উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আদী ইব্ন খিয়ারের সাথে সিরিয়াতে গিয়েছিলাম। আমরা যখন হিম্স জনপদে পৌঁছলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, আমরা যদি ওয়াহ্শীর নিকট গিয়ে হযরত হামযা (রা) এর শাহাদাত বরণের ঘটনা জানতে চাই তাতে তোমার সম্মতি থাকবে কিনা? আমি বললাম হাঁ, তাতে আমি সম্মত আছি। সে সময়ে ওয়াহ্শী হিমস জনপদে বসবাস করতেন। আমরা তাঁর অবস্থান সম্পর্কে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদরেকে বলা হল যে, তিনি তাঁর বাসগৃহের ছায়ায় বসে আছেন। তাঁর শরীর ভারী মোটকার মত হয়ে গেছে। আমরা তাঁর নিকট গিয়ে সালাম দিলাম। তিনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন। উবায়দুল্লাহ্ তখন পাগড়ি দিয়ে তাঁর মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে রেখেছিলেন। ওয়াহশী তাঁর চোখ দুটো আর পা দুটো ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি বললেন হে ওয়াহ্শী! আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? ওয়াহ্শী তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, না, চিনতে পারছি না তবে আল্লাহ্র কসম, আমার জানা আছে যে, আদী ইব্ন খিয়ার উম্মু কিতাল নামে আবূ ঈসের এক কন্যাকে বিয়ে করেছিল। মক্কায় তার এক পুত্রসন্তান জন্ম নিয়েছিল। আমি তার দুধপানের ব্যবস্থা করলাম। এবং তার আপন মা সহ তাকে তার দুধমার নিকট নিয়ে গিয়েছিলাম এবং তাকে তার দুধমার হাতে তুলে দিয়েছিলাম। এখন তোমার পা দুটো দেখে সেই পা দুটোর কথা মনে পড়ছে। এবার উবায়দুল্লাহ্ তাঁর মুখ খুললেন এবং বললেন আপনি কি আমাদেরকে হযরত হামযা (রা) এর হত্যার ঘটনা সম্পর্কে বলবেন? তিনি বললেন হাঁ, বলব। হামযা (রা) বদর যুদ্ধে তুআয়মাহ ইব্ন আদীকে হত্যা করেছিলেন। সে প্রেক্ষিতে আমার মুনিব জুবায়র ইব্ন মুতইম আমাকে বলেছিল যে, আমার চাচার প্রতিবেশী হিসেবে তুমি যদি হামযাকে হত্যা করতে পার, তাহলে তুমি মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যাবে। আয়নায়ন যুদ্ধের দিন–'আয়নায়ন' হল উহুদের পাদদেশে একটি পাহাড়। উহুদ আর আয়নায়নের মাঝে একটি পাহাড়ী মাঠ আছে। অর্থাৎ উহুদ দিবসে যখন লোকজন যুদ্ধের জন্যে যাত্রা করল তখন আমিও তাদের সাথে যাত্রা করলাম। যোদ্ধাগণ যখন সারিবদ্ধ হল, সিবাগ বেরিয়ে এসে মুসলিম যোদ্ধাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলল, আমার বিরুদ্ধে লড়াই করার কেউ আছ কি? হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব বের হয়ে বললেন হায়, তুমি উম্মু আনসারের পুত্র সিবাগ? ওহে মহিলাদের খাতনাকর্মীর পুত্র! তুই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিস? এই বলে তিনি তার উপর হামলা করলেন। মুহূর্তে সে ধরাশায়ী ও ধ্বংস হয়ে গেল। হযরত হামযা (রা) এর উপর আক্রমণ করার জন্যে আমি একটি পাথরের নিচে

www.waytojannah.com

লুকিয়ে থাকি। তিনি আমার পাশ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আমার কাছাকাছি আসামাত্র আমি তাঁকে বর্শা দিয়ে আঘাত করি। তাঁর নাভিতে বর্শা ঢুকিয়ে দিই। তাঁর নিতম্বদ্বয়ের মাঝ দিয়ে সেটি বেরিয়ে যায়। এটি ছিল তাঁর শেষ অবস্থা। এতে তিনি মারা যান। মক্কার লোকজন যখন মক্কায় ফিরে আসে আমিও তাদের সাথে মক্কায় ফিরে আসি এবং সেখানে বসবাস করতে থাকি। একপর্যায়ে মক্কায় ইসলামের প্রসার ঘটে। তখন আমি মক্কা ছেড়ে তাইফ চলে যাই। একসময় সেখান থেকে একদল প্রতিনিধি পাঠানো হয় রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে। তাকে জানানো হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন প্রতিনিধির সাথে অসৌজন্য আচরণ করেননি। ওয়াহ্শী বলেন ওইদলের সাথে আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে উপস্থিত হই। আমাকে দেখে তিনি বললেন তুমি না ওয়াহ্শী? আমি বললাম হাঁ–তাই। তিনি বললেন তুমি না হামযা (রা) কে হত্যা করেছ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি যেমনটি শুনেছেন ঘটনা তাই। তিনি বললেন, তুমি তোমার চেহারা আমার দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না? সে বলল, এরপর আমি তাইফ ফিরে আসি। রাসূলুল্লাহ (সা) এর যখন ওফাত হল এবং ভণ্ডনবী মিথ্যাবাদী মুসায়লামার আবির্ভাব ঘটল। তখন আমি বললাম, আমি মুসায়লামার বিরুদ্ধে অভিযানে অংশ নিব যাতে আমি তাকে হত্যা করে হামযা (রা)-এর হত্যা দায়মুক্তি নিতে পারি। সে বলে, অতঃপর আমি মুসায়লামা বিরোধী অভিযানে প্রেরিত লোকজনের সাথে পথে বের হলাম। ওরা যা করার তা করল। হঠাৎ আমি দেখলাম প্রাচীরে এক গর্তে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর চুল এলোমেলো। সে যেন ধূসর বর্ণের উট। উয়াহ্শী বলেন, আমি আমার বর্শা দ্বারা তার উপর আক্রমণ চালালাম। তার দু'স্তনের মাঝে বর্শাঘাত করলাম, তার দু' কাঁধের মাঝখান দিয়ে সেটি বেরিয়ে গেল। জনৈক আনসারী তার দিকে দৌড়ে গেল এবং তার মাথার তালুতে তরবারি আঘাত করল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল বলেন যে, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) কে বলতে শুনেছেন যে, মুসায়লামার এক ক্রীতদাসী বাড়ীর ছাদে উঠে বলেছিল হায়! হায়রে দুঃখ! একজন কালো ক্রীতদাস আমীরুল মুমেনীন তথা রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা করল।

حَوَادِثُ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ

৪র্থ হিজরীর ঘটনাবলী

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سَرِيَّةِ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ وَاسْتِشْهَادِهِ مَعَ خُبَيْبٍ

পরিচ্ছেদ : আসিম ইব্ন ছাবিতের নেতৃত্বে প্রেরিত অভিযান এবং খুবায়েব (রা)-এর সাথে তাঁর শাহাদাতবরণ

(٢٦٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ رَهْطٍ عَيْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَحِ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى إِذَا كَانُوْا بِالْهَدَّةِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوْا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ لِحْيَانَ فَنَفَرُوْا لَهُمْ بِقَرِيْبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ فَاقْتَصُّوْا اٰثَارَهُمْ حَتّٰى وَجَدُوْا مَأْكَلَهُمُ التَّمْرَ فِيْ مَنْزِلٍ نَزَلُوْهُ قَالُوْا نَوٰى تَمْرٍ يَثْرِبَ فَاتَّبَعُوْا اٰثَارَهُمْ فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَئُوْا إِلٰى فَدْفَدٍ فَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوْا لَهُمْ اِنْزِلُوْا وَأَعْطُوْنَا بِأَيْدِيْكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيْثَاقُ أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيْرُ الْقَوْمِ أَمَّا أَنَا فَاللهِ لَا أَنْزِلُ فِيْ ذِمَّةِ كَافِرٍ اَللّٰهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ صَلَّى

www.waytojannah.com

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوْا عَاصِمًا فِيْ سَبْعَةٍ وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيْثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الْأَنْصَارِيُّ وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ اٰخَرُ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوْا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوْهُمْ بِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هٰذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللهِ لَا أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِيْ بِهٰؤُلَاءِ لَأُسْوَةً يُرِيْدُ الْقَتْلَ فَجَرَّرُوْهُ وَعَالَجُوْهُ فَأَبٰى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَقَتَلُوْهُ فَانْطَلَقُوْا بِخُبَيْبٍ وَزَيْدِ بْنِ الدَّثِنَةِ حَتّٰى بَاعُوْهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَابْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ خُبَيْبًا وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيْرًا حَتّٰى أَجْمَعُوْا قَتْلَهُ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوْسٰى يَسْتَحِدُّ بِهَا لِلْقَتْلِ فَأَعَارَتْهُ إِيَّاهَا فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا قَالَتْ وَأَنَا غَافِلَةٌ حَتّٰى أَتَاهُ فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلٰى فَخِذِهِ وَالْمُوْسٰى بِيَدِهِ قَالَتْ فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ قَالَ أَتَحْسِبِيْنَ أَنِّيْ أَقْتُلُهُ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذٰلِكَ فَقَالَتْ وَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيْرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ قَالَتْ وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ فِيْ يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوْثَقٌ فِي الْحَدِيْدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ وَكَانَتْ تَقُوْلُ إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ خُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوْا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوْهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَعُوْنِيْ أَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَتَرَكُوْهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاللهِ لَوْلَا أَنْ تَحْسِبُوْا أَنَّ مَا بِيْ جَزَعًا مِنَ الْقَتْلِ لَزِدْتُ اَللّٰهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا.

২৬৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) গোয়েন্দা হিসেবে দশজনের একটি দল পাঠিয়ে ছিলেন। আসিম ইব্ন ছাবিত ইব্ন আবূ আকলাজকে দলনেতা মনোনীত করেছিলেন। তারা যাত্রা করে উসফান ও মক্কার মাঝামাঝি হাদ্দাহ্ নামক স্থানে হুযায়ল গোত্রের উপগোত্র বানূ লিহ্য়ানকে তাদের আগমন সম্পর্কে জানানো হয়। অতঃপর প্রায় একশত জনের একটি গোলন্দাজ বাহিনী তাঁদেরকে আক্রমণ করার জন্যে বের হয়। তারা সাহাবীদলের সন্ধানে পদচিহ্ন অনুসরণ করে। একপর্যায়ে যাত্রাবিরতি কালে তাদের খেজুর খাওয়ার আলামত দেখতে পায়। তারা বলে যে, এ হল ইয়াছরিবের খেজুর বিচি। ওই সূত্র ধরে তারা পুনরায় পদচিহ্ন অনুসরণ করে অগ্রসর হয়। শত্রুসৈন্যের আগমন সংবাদ পেয়ে হযরত আসিম ও তাঁর সাথিগণ একটি উঁচু পাহাড়ে আশ্রয় নেন। ওরা তাঁদেরকে চারিদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। তারা তাঁদেরকে নেমে এসে আত্মসমর্পণ করতে ও তাদের কাছে যা কিছু আছে তা দিয়ে দিতে বলে এবং সেক্ষেত্রে তাদেরকে হত্যা করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। দলনেতা আসিম বললেন আল্লাহ্র কসম আমি কোন কাফিরের তত্ত্বাবধানে যাব না– হে আল্লাহ্! আমাদের অবস্থা সম্পর্কে আপনার নবীকে অবহিত করুন। একপর্যায়ে শত্রুপক্ষ তাঁদের প্রতি তীর নিক্ষেপ শুরু করে। তাতে হযরত আসিম (রা) সহ সাতজন শহীদ হন। ওদের প্রতিশ্রুতির আলোকে অবশিষ্ট তিনজন তাদের হাতে ধরা দেন। হযরত খুবায়ব (রা) হযরত যায়দ ইব্ন দাছিনাহ (রা) এবং অন্য একজন সাহাবী (রা)। তাঁদের আয়ত্বে এনে শত্রুপক্ষ তাদের ধনুকের রশি খুলে হাত বেঁধে ফেলে। এ পর্যায়ে তিনজনের তৃতীয় জন বললেন এ তো প্রথম গাদ্দারী ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। আল্লাহ্র কসম আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না। যাঁরা শহীদ হয়েছে তাঁদের মধ্যে আমার অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে। ওরা তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে টানাহেঁচড়া করেছিল। তিনি যাচ্ছিলেন না। ফলে তারা তাঁকে সেখানে হত্যা করে। তারা হযরত খুবায়ব (রা) ও হযরত যায়দ ইব্ন দাছিনাহ্ (রা) কে তাদের সাথে নিয়ে যায় এবং মক্কায় তাঁদেরকে বিক্রি করে দেয়। এটি বদর যুদ্ধের পরের ঘটনা। হারিছ ইব্ন আমির ইব্ন নাওফিল ইব্ন আবদ মানাফের পুত্ররা হযরত খুবায়ব (রা) কে

www.waytojannah.com

Contents

ক্রয় করে। হযরত খুবায়ব (রা) তাদের পিতা আমিরকে বদর যুদ্ধে হত্যা করেছিল। তিনি ওদের হাতে বন্দী ছিলেন। একপর্যায়ে তারা তাঁকে হত্যা করতে একমত হয়। তিনি ওদের এক মেয়ে থেকে একটি ক্ষুর ধার চেয়ে নেন। সে ক্ষৌরকর্মের জন্যে তাঁকে একটি ক্ষুর ধারে প্রদান করে। ইতিমধ্যে ওদের একটি ছোট্টা বাচ্চা হযরত খুবায়বের (রা) হাতের নাগালের মধ্যে চলে যায়, তারা এসে দেখে বাচ্চাটি হযরত খুবায়বের (রা) কোলের ওপর বসা এবং তাঁর হাতে রয়েছে ক্ষুরটি। মেয়েটি বাচ্চার পরিণতি চিন্তা করে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। হযরত খুবায়ব (রা) তা বুঝতে পেরে বললেন, তুমি কি ভয় পাচ্ছ যে, আমি বাচ্চাটিকে হত্যা করব? আমি কিন্তু তা করব না। মেয়েটি বলল, খুবায়বের চেয়ে ভালো কোন বন্দী আমি কখনো দেখিনি। সে আরো বল যে, আমি দেখলাম যে, তাঁর হাতে আঙ্গুরের ছড়া, অথচ তিনি ছিলেন লোহার শেকলে বন্দী আর মক্কায় তখন ফলের মৌসুম ছিল না। সে বলত যে, এটি নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ রিযিক ও জীবিকা যা মহান আল্লাহ্ খুবায়বের জন্যে ব্যবস্থা করেছেন। তারা যখন তাঁকে নিয়ে হারাম শরীফের এলাকা ছেড়ে এল হত্যার জন্যে। তিনি তাদেরকে বললেন, আমাকে দু'রাকআত নামায আদায়ের সুযোগ দাও। তারা তা দিল। তিনি দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। এরপর বললেন, তুমি যদি একথা মনে না করতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে আছি, তাহলে আমি আরো দীর্ঘসময় নামাযে থাকতাম। এরপর তিনি বললেন হে আল্লাহ্! আপনি ওদেরকে জনে জনে গুণে নিন এবং জনে জনে হত্যা করুন, ওদের কাউকেই অবশিষ্ট রাখবেন না–এরপর তিনি নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করলেন,

فَلَسْتُ أُبَالِيْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا ... عَلٰى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِيْ

وَذٰلِكَ فِيْ ذَاتِ الْإِلٰهِ وَإِنْ يَشَأْ ... يُبَارِكْ عَلٰى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

অর্থ, আমি মুসলমান হিসেবে নিহত হচ্ছি তাই আমার কোন পরোয়া নেই, যে কোন অবস্থায় আল্লাহ্‌র জন্যে আমার এই মৃত্যুতে লুটিয়ে পড়া।

এটি তো মহান আল্লাহ্‌র সত্তার জন্যে, তিনি চাইলে আমার কর্তিত দেহের অঙ্গে অঙ্গে বরকত দিতে পারেন।

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو سِرْوَعَةَ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلَاةَ وَاسْتَجَابَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيْبَ فَأَخْبَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيْبُوْا خَبَرَهُمْ وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلٰى عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ حِيْنَ حُدِّثُوْا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَبَعَثَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى عَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلٰى أَنْ يَقْطَعُوْا مِنْهُ شَيْئًا.

এরপর আবূ শির ওয়াআহ্ ইব্‌ন আমির তাঁর উদ্দেশে দণ্ডায়মান হয় এবং তাঁকে হত্যা করে। ঠাণ্ডা মাথায় যাদেরকে হত্যা করা হয় তাদের জন্যে হযরত খুবায়ব (রা) নিয়ম করে গিয়েছেন যে, তারা নিহত হবার পূর্বে নামায আদায় করবে। আসিম ইব্‌ন ছাবিতের নিহত হবার দিনের দু'আ আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেছিলেন এবং তাঁর নিহত হবার কথা রাসূলুল্লাহ (সা) কে এবং তাঁর সাহাবীদেরকে জানালেন। ওই দিকে হযরত আসিমের নিহত হবার সংবাদ শুনে কুরায়শগণ কতক লোক পাঠাল হযরত আসিমের নিহত হবার সংবাদ নিশ্চিত হবার পক্ষে তাঁর দেহের কোন অংশ নিয়ে যাবার জন্যে। তিনি বদর দিবসে একজন শীর্ষস্থানীয় কুরায়শ নেতাকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু কাফিরদের হাত থেকে তাঁর মৃতদেহ রক্ষা করার

www.waytojannah.com

জন্যে মহান আল্লাহ্ মেঘমালার মত একদল বোলতা মতান্তরে মৌমাছি প্রেরণ করেছিলেন। এগুলো এসে তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। ফলে তারা তাঁর দেহ স্পর্শ করতে পারেনি এবং দেহের কোন অংশ কেটে নিতে সক্ষম হয়নি।

بَابُ سَرِيَّةِ بِئْرِ مَعُوْنَةَ وَهِيَ الَّتِيْ قُتِلَ فِيْهَا الْقُرَّاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

পরিচ্ছেদ : মাউনা-কূপ কেন্দ্রিক অভিযান। এতে কতক বিশিষ্ট কুরআন পাঠকারী শহীদ হয়েছিলেন

(٢٦٦) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ حَرَامًا خَالَهُ أَخَا أُمِّ سُلَيْمٍ فِيْ سَبْعِيْنَ رَجُلًا فَقُتِلُوْا يَوْمَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ وَكَانَ رَئِيْسُ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَئِذٍ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ وَكَانَ هُوَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اخْتَرْ مِنِّيْ ثَلَاثَ خِصَالٍ يَكُوْنُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَيَكُوْنُ لِيْ أَهْلُ الْوَبَرِ أَوْ أَكُوْنُ خَلِيْفَةً مِنْ بَعْدِكَ أَوْ أَغْزُوْكَ بِغَطَفَانَ أَلْفِ أَشْقَرَ وَأَلْفِ شَقْرَاءَ قَالَ فَطُعِنَ فِيْ بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِيْ فُلَانٍ فَقَالَ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَعِيْرِ فِيْ بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِيْ فُلَانٍ ائْتُوْنِيْ بِفَرَسِيْ فَأُتِيَ بِهِ فَرَكِبَهُ فَمَاتَ وَهُوَ عَلَى ظَهْرِهِ فَانْطَلَقَ حَرَامٌ أَخُوْ أُمِّ سُلَيْمٍ وَرَجُلَانِ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ أُمَيَّةَ وَرَجُلٌ أَعْرَجُ فَقَالَ لَهُمْ كُوْنُوْا قَرِيْبًا مِنِّيْ حَتَّى آتِيَهُمْ فَإِنْ آمَنُوْنِيْ وَإِلَّا كُنْتُمْ قَرِيْبًا فَإِنْ قَتَلُوْنِيْ أَعْلَمْتُمْ أَصْحَابَكُمْ قَالَ فَأَتَاهُمْ حَرَامٌ فَقَالَ أَتُؤْمِنُوْنِيْ أُبَلِّغْكُمْ رِسَالَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ قَالُوْا نَعَمْ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ وَأَوْمَئُوْا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ حَتَّى أَنْفَذَهُ بِالرُّمْحِ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ ثُمَّ قَتَلُوْهُمْ كُلَّهُمْ غَيْرَ الْأَعْرَجِ كَانَ فِيْ رَأْسِ جَبَلٍ قَالَ أَنَسٌ فَأُنْزِلَ عَلَيْنَا وَكَانَ مِمَّا يُقْرَأُ فَنُسِخَ أَنْ بَلِّغُوْا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا قَالَ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِيْ لِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ الَّذِيْنَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

২৬৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আনাস (রা) এর মামা উম্মি সুলায়মের ভাই হারাম (রা) কে ৭০ জনের প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত করে অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। মাউনা কূপ কেন্দ্রিক ঘটনায় তাঁরা নিহত হয়েছিলেন। সে সময়ে ওই সকল কাফিরদের নেতা ছিল আমির ইব্ন তুফায়ল। সে রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে এসে বলল, আপনি আমার তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণ করুন। গ্রামীণ অঞ্চল আপনার শাসনাধীন থাকবে আর শহরাঞ্চল আমার শাসনাধীন থাকবে অথবা আপনার অবর্তমানে আমি আপনার খলীফা হব অথবা গাতফান গোত্রের হাজার হাজার লাল ঘোড়া নিয়ে আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ব। বর্ণনাকারী বলেন, এই তুফায়ল-ই একসময় একটি গোত্রের জনৈকা মহিলার গৃহে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়। তখন সে বলেছিল হায়রে অমুক গোত্রের মহিলার গৃহে আমি তো উটের কুঁজের মত বড় ফোঁড়ায় আক্রান্ত হলাম। আমার ঘোড়া নিয়ে আস আমি এখান থেকে চলে যাব। তার ঘোড়া আনা হল। সে তাতে আরোহণ করল। ঘোড়ার পিঠেই তার মৃত্যু হল।

মাউনা কূপের অভিযানে উম্মু সুলায়মের ভাই হারাম এবং অন্য দু'জন লোক শত্রুপক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন। অন্য দুজনের একজন উমাইয়া গোত্রের এবং দ্বিতীয়জন ছিলেন খোঁড়া। হারাম তাঁর সাথী দুজনকে বললেন, তোমরা দুজন আমার কাছাকাছি থেকো। আমি ওদের নিকট যাব। ওরা আমাকে নিরাপত্তা দিলে তাতো ভালো। অন্যথায় তোমরা আমার কাছাকাছি থেকে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে। ওরা

www.waytojannah.com

আমাকে হত্যা করলে তোমরা ফিরে এসে আমাদের অবশিষ্ট সাথীদেরকে তা জানাবে। হারাম (রা) শত্রুপক্ষের নিকট এলেন। তিনি বললেন, তোমরা কি আমাকে নিরাপত্তা দিবে যে, আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (সা) এর বার্তা পৌঁছাব? ওরা বলল, হাঁ, তা দিব। তিনি তাদের মাঝে বসে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বার্তা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। ইতিমধ্যে তারা তাদের জনৈক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত দিল। সে হারামের (রা) পেছন দিক থেকে তাঁর উপর বর্শার আঘাত করে। তাঁর দেহ এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। তিনি মৃত্যু নিশ্চিত জেনে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন আল্লাহু আকবার–কা'বাগৃহের মালিকের কসম, আমি সফলকাম হয়েছি। এরপর তারা অভিযানে প্রেরিত সকল সাহাবীকে হত্যা করে। অবশ্য খোঁড়া সাহাবীটি পাহাড়ের চুড়ায় আরোহণ করে তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়। হযরত আনাস (রা) বলেন সে প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রতি এ আয়াত নাযিল হয়েছিল–

أَنْ بَلِّغُوْا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا.

আমাদের সম্প্রদায়কে জানিয়ে দিন যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করেছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তিনি আমাদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন।

এই আয়াতটি তখন পাঠ করা হতো। পরবর্তীতে এটির পাঠ রহিত হয়ে যায়। এ ঘটনার পর রি'ল, যাকওয়ান, বানূ লিহ্য়ান এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্য উসাইয়া গোত্রসমূহের জন্যে ৪০ দিন ফজরের নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) বদ দু'আ করেছেন।

(٢٦٧) عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَكَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ أَهْلِهِ فَقَالَ اشْهَدُوْا يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ قَالَ ثَابِتٌ فَكَأَنِّيْ كَرِهْتُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ لَوْ سَمَّيْتَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ وَمَا بَأْسُ ذٰلِكَ أَنْ أَقُوْلَ لَكُمْ قُرَّاءٌ أَفَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ إِخْوَانِكُمُ الَّذِيْنَ كُنَّا نُسَمِّيْهِمْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرَّاءَ فَذَكَرَ أَنَّهُمْ كَانُوْا سَبْعِيْنَ فَكَانُوْا إِذَا جَنَّهُمُ اللَّيْلُ انْطَلَقُوْا إِلٰى مُعَلِّمٍ لَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ فَيَدْرُسُوْنَ فِيْهِ الْقُرْاٰنَ حَتّٰى يُصْبِحُوْا فَإِذَا أَصْبَحُوْا فَمَنْ كَانَتْ لَهُ قُوَّةٌ اِسْتَعْذَبَ مِنَ الْمَاءِ وَأَصَابَ مِنَ الْحَطَبِ وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سَعَةٌ اِجْتَمَعُوْا فَاشْتَرَوُا الشَّاةَ فَأَصْلَحُوْهَا فَيُصْبِحُ ذٰلِكَ مُعَلِّقًا بِحُجَرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُصِيْبَ خُبَيْبٌ بَعَثَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَوْا عَلٰى حَيٍّ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ وَفِيْهِمْ خَالِيْ حَرَامٌ فَقَالَ حَرَامٌ لِأَمِيْرِهِمْ دَعْنِيْ فَلْأُخْبِرْ هٰؤُلَاءِ أَنَّا لَسْنَا إِيَّاهُمْ نُرِيْدُ حَتّٰى يُخَلُّوْا وَجْهَنَا وَقَالَ عَفَّانُ فَيُخَلُّوْنَ وَجْهَنَا فَقَالَ لَهُمْ حَرَامٌ إِنَّا لَسْنَا إِيَّاكُمْ نُرِيْدُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ بِالرُّمْحِ فَأَنْفَذَهُ مِنْهُ فَلَمَّا وَجَدَ الرُّمْحَ فِيْ جَوْفِهِ قَالَ اَللهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ فَانْطَوَوْا عَلَيْهِمْ فَمَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَقَالَ أَنَسٌ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلٰى شَيْءٍ قَطُّ وَجْدَهُ عَلَيْهِمْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا صَلَّى الْغَدَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ إِذَا أَبُوْ طَلْحَةَ يَقُوْلُ لِيْ هَلْ لَكَ فِيْ قَاتِلِ حَرَامٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا لَهُ فَعَلَ اللهُ بِهِ وَفَعَلَ قَالَ مَهْلًا فَإِنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ وَقَالَ عَفَّانُ رَفَعَ يَدَهُ يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ رَفَعَ يَدَيْهِ.

২৬৭. ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমরা আনাস ইব্ন মালিকের (রা) নিকট ছিলাম। তিনি তাঁর পরিবারের মধ্যে একটি লিখনী বিতরণ করছিলেন। এরপর তিনি বললেন, হে কিরআত বিশেষজ্ঞগণ তোমরা সাক্ষী থাক। ছাবিত বললেন আমি যেন এমনটি অপছন্দ করলাম। আমি বললাম, হে

www.waytojannah.com

আবু হামযাহ! আপনি যদি ওই ক্বারীগণের নাম উল্লেখ করতেন তবে খুবই ভালো হতো। তিনি বললেন, তাতে তো কোন অসুবিধা নেই। আমি আপনাদের সে সকল ভাইদের সম্পর্কে কেন বলব না যাঁদেরকে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর যুগে "ক্বারী-দল" নামে ডাকতাম। তিনি বললেন, তাঁরা ছিলেন ৭০ জন। রাত অন্ধকার হলে তাঁরা মদীনার একজন শিক্ষকের নিকট যেতেন এবং ভোর পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করতেন। ভোর হবার পর যার দেহে শক্তি থাকত সে পানি তুলত এবং কাঠ সংগ্রহ করে তা বিক্রি করত আর যার আর্থিক সংগতি ছিল সে বকরী কিনে তা বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করত এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর পবিত্র হুজরাতে হাদিয়া পাঠাত। হযরত খুবায়ব (রা) যখন শহীদ হয়ে গেলেন তখন এদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) পাঠালেন। তাঁরা সুলায়ম গোত্রের একটি উপগোত্রে এলেন। আমার মামা হারাম (রা) এই দলের মধ্যে ছিলেন। হারাম (রা) তঁদের দলপতিকে বললেন, আপনি আমাকে সুযোগ দিন আমি ওই গোত্রের লোকদেরকে জানিয়ে আসি যে, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসিনি, তাহলে তারা আমাদের যাবার পথ ছেড়ে দিবে। হারাম (রা) ওদেরকে বললেন, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আসিনি। সুতরাং তোমরা আমাদের পথ ছেড়ে দাও। ওদের এক লোক এসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়ায় এবং বর্শার আঘাতে তাঁর দেহ এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। আপন পেটে বর্শার আঘাত অনুভব করে তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার–কা'বার মালিকের কসম আমি সফলকাম হয়েছি। এরপর কাফিরগণ মুসলিম প্রতিনিধিদলের ওপর আক্রমণ করে সকলকে হত্যা করে। তাঁদের কেউই রেহাই পায়নি। হযরত আনাস (রা) বলেন, এই সকল সাহাবীর হত্যাকাণ্ডে রাসূলুল্লাহ (সা) যত বেদনাহত ও দুঃখ পেয়েছিলেন অন্য কোন ঘটনায় তেমনটি হতে আমি দেখিনি। আমি তাঁকে দেখেছি যে, এই ঘটনায় ফজরের নামাযের মধ্যে তিনি দু'হাত তুলে ওই ঘাতক কাফিরদের জন্যে বদ দু'আ করেছেন। পরবর্তীতে একদিন আবূ তালহা (রা) আমাকে বললেন তোমরা হারাম (রা)-এর হত্যাকারী ব্যক্তি কোনটি আমি কি তা তোমাকে চিনিয়ে দিব? আমি বললাম, কী দরকার আল্লাহ্ তাকে যা করার করবেন। আবূ তালহা (রা) বললেন, তেমনটি বলো না, সে তো ইসলাম গ্রহণ করেছে। জনৈক বর্ণনাকারী আফ্ফান বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দু'হাত তুলে ঘাতক কাফিরদের জন্যে বদ দু'আ করেছেন। আবূ নদরের বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দু'হাত তুলতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ غَزْوَةِ بَنِي النَّضِيْرِ وَإِجْلَائِهِمْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ

পরিচ্ছেদ : বানূ নাদীর গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান এবং তাদেরকে মদীনা থেকে বিতাড়ন

(٢٦٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَهُوْدَ بَنِي النَّضِيْرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي النَّضِيْرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ (وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ) بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوْا بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّنَهُمْ وَأَسْلَمُوْا وَأَجْلَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُوْدَ الْمَدِيْنَةِ كُلَّهُمْ بَنِيْ قَيْنُقَاعَ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ وَيَهُوْدَ بَنِيْ حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُوْدِيٍّ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ.

২৬৮. ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। ইয়াহূদী গোত্রে বানূ নাদীর ও বানূ কুরায়যা রাসূলুল্লাহ (সা) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বানূ নাদীর গোত্রকে মদীনা থেকে নির্বাসিত করেছিলেন এবং কুরায়যা গোত্রকে মদীনায় রেখে দিলেন। তিনি এদের প্রতি অনুকম্পা দেখিয়েছিলেন।

www.waytojannah.com

শেষ পর্যন্ত কুরায়যা গোত্রও যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ফলে তিনি তাদের বয়স্ক পুরুষদেরকে হত্যা করলেন এবং তাদের মহিলা, শিশু ও ধনসম্পদ মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। তবে ওদের স্বল্পসংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে সাক্ষাত করল, তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দিলেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করল। রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াহূদী গোত্র বানূ কায়নুকা তথা আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালামের গোত্র, বানূ হারিছা এবং মদীনাতে বসবাসকারী সকল ইয়াহূদীকে মদীনা থেকে নির্বাসিত ও বহিষ্কার করেছিলেন।

(٢٦٩) وَعَنْهُ اَيْضًا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِىَ الْبُوَيْرَةُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِّيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ)-

২৬৯. ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বানূ নাযীর গোত্রের বুওয়াইরাহ খেজুর বাগানটি জ্বালিয়ে দেন এবং খেজুর বাগানের গাছগুলো কেটে ফেলেছিলেন। সে প্রেক্ষাপটে মহান আল্লাহ্ নাযিল করেন–

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِّيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ-

"তোমরা যে খেজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ এবং যেগুলো কাণ্ডের উপর রেখে দিয়েছ তা তো আল্লাহ্রই অনুমতিক্রমে। তা এজন্যে যে, মহান আল্লাহ্ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।" (সূরা হাশর : ৫)।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ زِوَاجِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا-

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (সা) ও উম্মু সালামা (রা)-এর বিয়ে

(٢٧٠) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَتَانِىْ أَبُوْ سَلَمَةَ يَوْمًا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا فَسُرِرْتُ بِهِ قَالَ لَا يُصِيْبُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مُصِيْبَةٌ فَيَسْتَرْجِعَ عِنْدَ مُصِيْبَتِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ أْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا فُعِلَ ذٰلِكَ بِهِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَحَفِظْتُ ذٰلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا تُوُفِّىَ أَبُوْ سَلَمَةَ اسْتَرْجَعْتُ وَقُلْتُ اللّٰهُمَّ أْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْنِىْ خَيْرًا مِنْهُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلٰى نَفْسِىْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ لِىْ خَيْرٌ مِنْ أَبِىْ سَلَمَةَ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِىْ اسْتَأْذَنَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَدْبُغُ إِهَابًا لِىْ فَغَسَلْتُ يَدَىَّ مِنَ الْقَرَظِ وَأَذِنْتُ لَهُ فَوَضَعْتُ لَهُ وِسَادَةَ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ فَقَعَدَ عَلَيْهَا فَخَطَبَنِىْ إِلٰى نَفْسِىْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ مَقَالَتِهِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا بِىْ أَنْ لَا تَكُوْنَ بِكَ الرَّغْبَةُ فِىَّ وَلٰكِنِّىْ امْرَأَةٌ فِىَّ غَيْرَةٌ شَدِيْدَةٌ فَأَخَافُ أَنْ تَرٰى مِنِّىْ شَيْئًا يُعَذِّبُنِى اللهُ بِهِ وَأَنَا امْرَأَةٌ قَدْ دَخَلْتُ فِى السِّنِّ وَأَنَا ذَاتُ عِيَالٍ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ الْغَيْرَةِ فَسَوْفَ يُذْهِبُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْكِ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ السِّنِّ فَقَدْ أَصَابَنِىْ مِثْلُ الَّذِىْ أَصَابَكِ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ الْعِيَالِ فَإِنَّمَا عِيَالُكِ عِيَالِىْ قَالَتْ فَقَدْ سَلَّمْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَدْ أَبْدَلَنِى اللهُ بِأَبِىْ سَلَمَةَ خَيْرًا مِنْهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

www.waytojannah.com

২৭০. উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদিন আমার স্বামী আবূ সালামা রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবার থেকে এসে আমাকে বলল, রাসূলুল্লাহ (সা) এর মুখে একটি কথা শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি। তিনি বলেছেন যে, কোন মুসলমান বিপদে পড়ে যদি ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন পাঠ করে, তারপর বলে হে আল্লাহ্! আমার এই বিপদে আপনি আমাকে আশ্রয় দিন এবং তদপেক্ষা উত্তম বিনিময় আমাকে দান করুন। তাহলে তাকে তেমন বিনিময় দেয়া হবে। উম্মু সালামা (রা) বলেন, আবূ সালামার এই কথা আমি স্মরণে রেখেছিলাম। আমার স্বামী আবূ সালামা (রা) এর মৃত্যুবরণের পর আমি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করেছি এবং দু'আ করে বলেছি, হে আল্লাহ্ আমার বিপদে আপনি আমাকে আশ্রয় দিন এবং এর চাইতে উত্তম বিনিময় আমাকে দান করুন। এরপর আমি আপন মনে বললাম, আবূ সালামার চাইতে উত্তম পুরুষ আমার জন্যে আর কোথায় পাব? আমার ইদ্দত শেষ হবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) আমার সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। আমি তখন একটি কাঁচা চামড়া দাবাগত বা পরিশোধন করছিলাম। ইত্যবসরে আমি আমার দুহাত ধুয়ে নিলাম এবং তাঁকে ভেতরে আসতে বললাম। খেজুরের আঁশ ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ আমি তাঁর বসার জন্যে দিলাম। তিনি তাতে বসলেন। এরপর তিনি আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। তাঁর কথা শেষ হবার পর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আপনার প্রতি আমার আগ্রহ না থাকার কথা নয় তবে কথা হল যে, আমি একজন আত্ম-অভিমানী ও ক্ষ্যাপা প্রকৃতির মহিলা–আমি আশংকা করছি যে, যদি আমি আপনার সাথে এমন কোন অসৌজন্যমূলক আচরণ করে ফেলি যার দ্বারা মহান আল্লাহ্ আমাকে শাস্তি দিবেন। তাছাড়া আমার তো বেশ বয়স হয়েছে। আর আমার নিজের সন্তান-সন্ততিও রয়েছে। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি যে আত্ম অভিমান ও ক্ষ্যাপা হওয়ার কথা বললে অবিলম্বে মহান আল্লাহ্ তোমার এই অবস্থা দূর করে দিবেন। বেশি বয়স হবার ক্ষেত্রে আমারও তো একই অবস্থা। আর তোমার সন্তান সন্ততি ওরা আমার সন্তান সন্ততি ও পোষ্যরূপে গণ্য হবে। উম্মু সালামা (রা) বলেন, এই প্রেক্ষিতে আমি নিজেকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্যে সমর্পণ করলাম এবং তিনি আমাকে বিয়ে করলেন। উম্মু সালামা (রা) বলেন বস্তুতঃ মহান আল্লাহ্ আবূ সালামার বিনিময়ে আমাকে তদপেক্ষা উত্তম রাসূলুল্লাহ (সা) কে দান করলেন।

(٢٧١) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَتْ قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيْبَةٌ فَلْيَقُلْ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِيْ فَأْجُرْنِيْ فِيْهَا وَأَبْدِلْنِيْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا فَلَمَّا احْتُضِرَ أَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ اللّٰهُمَّ اخْلُفْنِيْ فِيْ أَهْلِيْ بِخَيْرٍ فَلَمَّا قُبِضَ قُلْتُ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اللّٰهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِيْ فَأْجُرْنِيْ فِيْهَا قَالَتْ وَأَرَدْتُ أَنْ أَقُوْلَ وَأَبْدِلْنِيْ خَيْرًا مِنْهَا فَقُلْتُ وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِيْ سَلَمَةَ فَمَا زِلْتُ حَتّٰى قُلْتُهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَهَا أَبُوْ بَكْرٍ فَرَدَدْتُهُ ثُمَّ خَطَبَهَا عُمَرُ فَرَدَدْتُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَرْحَبًا بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِرَسُوْلِهِ أَخْبِرْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّيْ امْرَأَةٌ غَيْرَى وَأَنِّيْ مُصْبِيَةٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِيْ شَاهِدًا فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا قَوْلُكِ إِنِّيْ مُصْبِيَةٌ فَإِنَّ اللهَ سَيَكْفِيْكِ صِبْيَانَكِ وَأَمَّا قَوْلُكِ إِنِّيْ غَيْرَى فَسَأَدْعُو اللهَ أَنْ يُذْهِبَ غَيْرَتَكِ وَأَمَّا الْأَوْلِيَاءُ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ إِلَّا سَيَرْضَانِيْ قُلْتُ يَا عُمَرُ قُمْ فَزَوِّجْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنِّيْ لَا أَنْقُصُكِ شَيْئًا مِمَّا أَعْطَيْتُ أُخْتَكِ فُلَانَةَ رَحَيَيْنِ وَجَرَّتَيْنِ

www.waytojannah.com

Contents

وَوِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهَا فَإِذَا جَاءَ أَخَذَتْ زَيْنَبَ فَوَضَعَتْهَا فِي حِجْرِهَا لِتُرْضِعَهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيِيًّا كَرِيمًا يَسْتَحْيِي فَيَرْجِعُ فَفَعَلَ ذٰلِكَ مِرَارًا فَفَطِنَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِمَا تَصْنَعُ فَأَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ وَجَاءَ عَمَّارٌ وَكَانَ أَخَاهَا لِأُمِّهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَانْتَشَطَهَا مِنْ حِجْرِهَا وَقَالَ دَعِي هٰذِهِ الْمَقْبُوْحَةَ الْمَشْقُوْحَةَ الَّتِي أُذِيَتْ بِهَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ فَجَعَلَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ وَيَقُوْلُ أَيْنَ زَنَابُ مَا فَعَلَتْ زَنَابُ قَالَتْ جَاءَ عَمَّارٌ فَذَهَبَ بِهَا قَالَ فَبَنٰى بِأَهْلِهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ سَبَّعْتُ لِلنِّسَاءِ.

২৭১. উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন আবূ সালামা (রা) এসে বলল, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কারো উপর কোন বিপদ এলে তোমরা "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন" পাঠ করবে। আর বলবে হে আল্লাহ্! আমি আমার বিপদের প্রতিদান আপনার নিকটই প্রত্যাশা করি, আপনি আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুন এবং আমার যা ক্ষতি হল তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান আমাদের দান করুন। আবূ সালামা (রা) তাঁর মুমূর্ষ অবস্থায় বলেছিলেন হে আল্লাহ্! আমার পরিবার-পরিজনের জন্যে আপনি আমার চেয়ে উত্তম প্রতিদানের ব্যবস্থা করবেন। আবূ সালামা (রা) যখন মৃত্যুবরণ করলেন তখন আমি বললাম, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন"–হে আল্লাহ্ আমার এই বিপদের প্রতিদান আমি আপনার নিকট প্রত্যাশা করছি, আপনি আমাকে আশ্রয় দিন। এরপর আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, আমাকে তদপেক্ষা উত্তম প্রতিদান দিন কিন্তু তখনই আমি মনে মনে বললাম যে, আবূ সালামার চাইতে উত্তম স্বামী আমি কোথায় পাব? এভাবে মনের সাথে বুঝাপড়া করতে করতে শেষ পর্যন্ত আমি বললাম যে, আমাকে তদপেক্ষা উত্তম প্রতিদান দিন। উম্মু সালামার ইদ্দত শেষ হবার পর হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। এরপর হযরত উমার (রা) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি তাও ফিরিয়ে দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। তখন তিনি বলেন, সুস্বাগতম রাসূলুল্লাহ (সা. কে এবং তাঁর দূতকে। ওহে বার্তাবাহক! আপনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে জানাবেন যে, আমি একজন আত্ম অভিমানী মহিলা। আমার ছেলেমেয়ে আছে এবং আমার অবিভাবকদের কেউ উপস্থিত নেই। তাঁর অনুযোগের জবাব সহ রাসূলুল্লাহ (সা) বার্তাবাহক পাঠালেন এবং বললেন যে, ছেলেমেয়ে থাকার এভাবে সমাধান হবে যে, মহান আল্লাহ্ তার একটি বিহিত ব্যবস্থা করবেন। তোমার আত্মঅভিমানী হবার ব্যাপারে কথা হল তোমার অভিমান দূর হবার জন্যে আমি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করব। অভিভাবকগণ অনুপস্থিত থাকলেও তারা যখনই আপনার নিজের প্রস্তাবের কথা শুনবেন তারা অবিলম্বে সম্মতি জ্ঞাপনে খুশী হবেন। এ সময়ে উম্মু সালামা (রা) বললেন ওহে উমার! তুমি ওঠো, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে বিয়ে দিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমার অমুক বোনকে আমি যা সাজসরঞ্জাম ও আসবাবপত্র দিয়েছি তোমাকে তার চেয়ে কম দিব না। তা হল দুটো যাঁতা, দুটো কলসী এবং ভেতরে খেজুরের আঁশবিশিষ্ট একটি চামড়ার বালিশ। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মু সালামার নিকট এলে তিনি দুগ্ধপোষ্য শিশু যায়নাবকে কাছে টেনে দুধ পান করাতে শুরু করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সদাচারী ও বন্ধুবৎসল ছিলেন, এমতাবস্থায় বাচ্চাকে সরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করতেন বিধায় ফিরে যেতেন। একাধিকবার এমন ঘটনা ঘটবার পর আম্মার ইব্ন ইয়াসির উম্মু সালামার এই কৌশল বুঝে ফেলেন। ইনি ছিলেন তাঁর বৈপিত্রিয় ভাই। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মু সালামার গৃহে এলেন। তখন আম্মার এসে যায়নাবকে তাঁর কোল থেকে টেনে নিয়ে গেলেন

www.waytojannah.com

এবং বললেন এই দুর্ভাগাকে তুমি ছাড়, এর দ্বারা তুমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে কষ্ট দিচ্ছ। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরে ঢুকে যায়নাবকে না দেখতে পেয়ে বললেন যায়নাব কোথায়? উম্মু সালামা (রা) বলেন আম্মার এসে ওকে নিয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে এ সময়ে তাঁর বাসর হল। তিনি বললেন তুমি চাইলে আমি এখন তোমার নিকট একাধারে সাতদিন রাত কাটাব এবং পরবর্তীতে প্রত্যেক স্ত্রীর নিকট সাত রাত করে থাকব।

(٢٧٢) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ قَالَ فَتَزَوَّجَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَاهَا فَوَجَدَهَا تُرْضِعُ فَانْصَرَفَ ثُمَّ أَتَاهَا فَوَجَدَهَا تُرْضِعُ فَانْصَرَفَ قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ فَأَتَاهَا فَقَالَ حُلْتِ بَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ حَاجَتِهِ هَلُمَّ الصَّبِيَّةَ قَالَ فَأَخَذَهَا فَاسْتَرْضَعَ لَهَا فَأَتَاهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ زُنَابُ يَعْنِيْ زَيْنَبَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخَذَهَا عَمَّارٌ فَدَخَلَ بِهَا وَقَالَ إِنَّ بِكِ عَلٰى أَهْلِكِ كَرَامَةً قَالَ فَأَقَامَ عِنْدَهَا إِلَى الْعَشِيِّ ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِسَائِرِ نِسَائِيْ وَإِنْ شِئْتِ قَسَمْتُ لَكِ قَالَتْ لَا بَلْ اِقْسِمْ لِيْ۔

২৭২. উম্মু সালামা (রা) এর অন্য এক বর্ণনায় এটুকু অতিরিক্ত এসেছে যে, একপর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বিয়ে করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নিকট এসে দেখতে পেলেন যে, তিনি বাচ্চাকে দুধ পান করাচ্ছেন। এটি দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) ফিরে গেলেন। তিনি পুনরায় এলেন তখনও দেখলেন যে, তিনি বাচ্চাকে দুধ পান করাচ্ছেন। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) ফিরে গেলেন। আম্মার ইব্ন ইয়াসির এ ঘটনা অবগত হলেন এবং তিনি এসে বললেন এই বাচ্চাটি রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইচ্ছা পূরণে বাধা হয়েছে। ওকে আমার নিকট দিয়ে দাও। অতঃপর তিনি অন্যত্র বাচ্চাটির দুধ পানের ব্যবস্থা করলেন। পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সা) এলেন। বাচ্চাটিকে না দেখে তিনি বললেন যায়নাব কোথায়? উম্মু সালামা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আম্মার ইব্ন ইয়াসির তাকে নিয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাথে বাসর সম্পন্ন করলেন। এরপর তিনি বললেন তোমার পরিবারে নিকট তোমার একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নিকট সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিলেন। এরপর বললেন তুমি চাইলে আমি তোমার নিকট একাধারে সাত রাত থাকব। সেক্ষেত্রে অন্যদের জন্যেও একাধারে সাত রাত করে অবস্থান করব। আর তুমি চাইলে সাধারণ নিয়মে বণ্টন করব। উম্মু সালামা (রা) বললেন আপনি বরং আমার জন্যে সাধারণ নিয়মে রাত বণ্টন করুন।

(٢٧٣) عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا ابْنَةُ أَبِيْ أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ فَكَذَّبُوْهَا وَيَقُوْلُوْنَ مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ حَتّٰى أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُمْ إِلَى الْحَجِّ فَقَالُوْا مَا تَكْتُبِيْنَ إِلٰى أَهْلِكِ فَكَتَبَتْ مَعَهُمْ فَرَجَعُوْا إِلَى الْمَدِيْنَةِ يُصَدِّقُوْنَهَا فَازْدَادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً قَالَتْ فَلَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنِيْ فَقُلْتُ مَا مِثْلِيْ نُكِحَ أَمَّا أَنَا فَلَا وَلَدَ فِيَّ وَأَنَا غَيُوْرٌ وَذَاتُ عِيَالٍ فَقَالَ أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَتَزَوَّجَهَا فَجَعَلَ يَأْتِيْهَا فَيَقُوْلُ أَيْنَ زُنَابُ حَتّٰى جَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ يَوْمًا فَاخْتَلَجَهَا وَقَالَ هٰذِهِ تَمْنَعُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تُرْضِعُهَا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

www.waytojannah.com

وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ زُنَابُ فَقَالَتْ قُرَيْبَةُ ابْنَةِ أَبِيْ أُمَيَّةَ وَوَافَقَهَا عِنْدَهَا أَخَذَهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيْ اٰتِيْكُمُ اللَّيْلَةَ قَالَتْ فَقُمْتُ فَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيْرٍ كَانَتْ فِيْ جَرٍّ وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا فَعَصَدْتُهُ لَهُ قَالَتْ فَبَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَصْبَحَ فَقَالَ حِيْنَ أَصْبَحَ إِنَّ لَكِ عَلٰى أَهْلِكِ كَرَامَةً فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أُسَبِّعْ لِنِسَائِيْ.

২৭৩. আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর সহধর্মিনী উম্মু সালামা (রা) তাঁকে বলেছেন যে, তিনি মদীনা শরীফে আসার পর তাদেরকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি আবূ উমাইয়া ইব্ন মুগীরার কন্যা, তারা তাঁর কথা প্রত্যাখ্যান করল এবং বলল, এ তো ভীষণ আশ্চর্যের কথা। একপর্যায়ে তাদের কতক লোক হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ যাবার প্রস্তুতি নেয়। তারা উম্মু সালামা (রা) কে বলল, তোমার পরিবারের প্রতি তোমার কোন চিঠিপত্র দেয়ার ইচ্ছা আছে কি? আমি একটি চিঠি লিখে তাদের মারফত পাঠালাম। তারা মক্কায় গিয়ে আমার বক্তব্য ও দাবীর সত্যতার প্রমাণ পেয়ে মদীনায় ফিরে এল। ফলে তাঁর সম্মান আরো বেড়ে গেল। উম্মু সালামা (রা) বলেন, তাঁর কন্যা যায়নাবের জন্মের পর রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। আমি বললাম, আমার মত মহিলার তো সাধারণত বিয়ে হয় না। কারণ প্রথমতঃ বার্ধক্যের কাছাকাছি বয়স হবার ফলে সন্তান জন্মানোর সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয়তঃ আমার দায়িত্বে আমার পোষ্য সন্তান-সন্ততি রয়েছে এবং আমি একজন আত্মঅভিমানী মহিলা। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি তো বয়সে তোমার চেয়ে বড়। আর অভিমান ও আত্মগৌরবের বিষয়টি মহান আল্লাহ্ দূর করে দিবেন। পোষ্য সন্তান-সন্ততির দায় মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ন্যস্ত হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বিয়ে করলেন। এরপর তিনি উম্মু সালামার ঘরে আসতেন এবং ব্যক্তিপর্যায়ের আলোচনা সূত্রে বলতেন যায়নাব কোথায়? ইতিমধ্যে আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) এসে যায়নাবকে নিয়ে যান এবং বলেন এই মেয়েটি রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্যে বাধার সৃষ্টি করে। তা এজন্যে যে, উম্মু সালামা (রা) মেয়েটিকে দুধ পান করাতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) এলেন এবং বললেন, যায়নাব কোথায়? কুরায়বা ইব্ন আবী উমাইয়া ঘটনাক্রমে সেখানে ছিল, সে উত্তরে বলল, আম্মার ইব্ন ইয়াসির তাকে নিয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি আজ রাতে তোমাদের নিকট আসব। তিনি রাতে এলেন। উম্মু সালামা (রা) কলসী থেকে যব বের করলেন এবং চর্বি দিয়ে আটা মেখে খাবার তৈরি করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে রাত কাটালেন। ভোরে তিনি উম্মু সালামাকে বললেন, তোমার পরিবারে তোমার একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। তুমি চাইলে আমি তোমার নিকট একাধারে সাত রাত অবস্থান করব। তোমার নিকট একাধারে সাত রাত অবস্থান করলে পরবর্তীতে অবশিষ্ট প্রত্যেক স্ত্রীর নিকট একাধারে সাত রাত করে অবস্থান করব।

www.waytojannah.com

أَبْوَابُ حَوَادِثِ السَّنَةِ الْخَامِسَةِ

৫ম হিজরী সনের ঘটনাবলী

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ أَوِ الْمُرَيْسِيْعِ

পরিচ্ছেদ : বানূ মুসতালিক / মুরায়সী-এর যুদ্ধ

(٢٧٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةٍ قَالَ يَرَوْنَ أَنَّهَا غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ فَسَمِعَ ذٰلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَقِيْلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوْهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ قَالَ جَابِرٌ وَكَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ أَقَلَّ مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِيْنَ كَثُرُوْا فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ فَقَالَ فَعَلُوْهَا وَاللهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَسَمِعَ ذٰلِكَ عُمَرُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ دَعْنِيْ أَضْرِبُ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُمَرُ دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ.

২৭৪. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথী রূপে এক যুদ্ধে ছিলাম। মানুষের অভিমত যে, এটি বানূ মুসতালিক যুদ্ধ। এ সময়ে একজন মুহাজির সাহাবী একজন আনসারী সাহাবীকে চড় মেরে বসেন। তখন আনসারী সাহাবী "ওহে আনসারগণ এদিকে আসুন" বলে চিৎকার দিলেন। নবী করিম (সা) এ ডাকাডাকি ও হৈ চৈ শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, হায়! জাহেলী যুগের হাঁক-ডাক কেন? তাঁকে জানানো হল যে, জনৈক মুহাজির ব্যক্তি একজন আনসারী ব্যক্তিকে চড় মেরেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন এসব অপ্রীতিকর ঘটনা ত্যাগ কর, এগুলো ঘৃণ্য কাজ। হযরত জাবির (রা) বলেন মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আসেন তখন আনসারদের চেয়ে মুহাজিরদের সংখ্যা কম ছিল। পরবর্তীতে মুহাজিরগণ সংখ্যায় বেশি হয়ে যান। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় মুনাফিকের নিকট এই বচসার সংবাদ পৌঁছে যায়। সে বলে মুহাজিরগণ কি তেমন করেছে? শোন– আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সর্বাধিক সম্মানী ব্যক্তি মদীনা থেকে সর্বনিম্ন ব্যক্তিকে বের করে দিবে। হযরত উমার (রা) এটা শুনেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে সুযোগ দিন। আমি এই মুনাফিকের ঘাড় মটকিয়ে দিই। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে উমার! ওর কথা বাদ দাও, যাতে মানুষ বলতে না পারে যে, মুহাম্মাদ (সা) তার সাথীদেরকে হত্যা করে।

(٢٧٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَمِّيْ فِيْ غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُوْلَ يَقُوْلُ لِأَصْحَابِهِ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَذَكَرْتُ

www.waytojannah.com

ذٰلِكَ لِعَمِّيْ فَذَكَرَهُ عَمِّيْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُوْلَ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوْا مَا قَالُوْا فَكَذَّبَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابَنِيْ هَمٌّ لَمْ يُصِيْبُنِيْ مِثْلُهُ قَطُّ وَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ عَمِّيْ مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ قَالَ حَتّٰى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ) قَالَ فَبَعَثَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ صَدَّقَكَ.

২৭৫. যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার চাচার সাথে এক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। আমি সেখানে শুনতে পেলাম যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূল তার সাথীদেরকে বলছিল রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট যারা থাকে তাদের জন্যে তোমরা কোন অর্থকড়ি ব্যয় করবে না। আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সর্বাধিক সম্মানী ব্যক্তি সর্বাধিক লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে মদীনা থেকে বের করে দিবে। আমি আমার চাচাকে বিষয়টি অবহিত করি। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে তা অবগত করান। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁকে ঘটনা খুলে বললাম। এরপর তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়কে এবং তার সাথীদেরকে ডাকলেন এবং ঘটনার সত্যতা জিজ্ঞেস করলেন। তারা শপথ করে বলল যে, তারা এমনটি বলেনি। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলেন। এতে আমি এত বেশি দুঃখ পেলাম যা অন্য কোন সময় পাইনি। লজ্জায় ও দুঃখে আমি ঘরেই বসে থাকলাম। আমার চাচা বললেন, তুমি এমন একটি কাজ করেছ যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলেন এবং তোমার প্রতি ক্ষুব্ধ হলেন। অবশেষে ঘটনার সত্যতায় মহান আল্লাহ্ নাযিল করলেন– إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ যখন মুনাফিকগণ আপনার নিকট আসে তারা বলে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ জানেন যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যাবাদী (সূরা মুনাফিকূন ঃ ১)। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে লোক মারফত ডেকে আনলেন এবং এই আয়াত পাঠ করলেন। তারপর বললেন, মহান আল্লাহ্ তোমাকে সত্যবাদী প্রমাণ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي زِوَاجِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِيْ هٰذِهِ الْغَزْوَةِ.

পরিচ্ছেদ : বানূ মুসতালিক যুদ্ধ অভিযানে রাসূলুল্লাহ (সা) জুওয়াইরিয়াহ বিন্ত হারিছ (রা)-কে বিয়ে করেন

(٢٧٦) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ لَمَّا قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ أَوْ لِابْنِ عَمٍّ لَهُ وَكَاتَبَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً حُلْوَةً مُلَاحَةً لَا يَرَاهَا أَحَدٌ إِلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ فَأَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعِيْنُهُ فِيْ كِتَابَتِهَا قَالَتْ فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهَا عَلَى بَابِ حُجْرَتِيْ فَكَرِهْتُهَا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَرَى مِنْهَا مَا رَأَيْتُ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ سَيِّدِ قَوْمِهِ وَقَدْ أَصَابَنِيْ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ فَوَقَعْتُ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ أَوْ لِابْنِ عَمٍّ لَهُ

www.waytojannah.com

فَكَاتَبْتُهُ عَلَى نَفْسِي فَجِئْتُكَ أَسْتَعِينُكَ عَلَى كِتَابَتِي قَالَ فَهَلْ لَكِ فِي خَيْرٍ مِنْ ذٰلِكَ قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَقْضِي كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَتْ وَخَرَجَ الْخَبَرُ إِلَى النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ فَقَالَ النَّاسُ أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ قَالَتْ فَلَقَدْ أَعْتَقَ بِتَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا۔

২৭৬. উরওয়া ইব্ন যুবায়র বর্ণনা করেছেন আয়েশা (রা) থেকে, তিনি বলেছেন, বানূ মুসতালিক যুদ্ধে অর্জিত শত্রু সম্পদ বণ্টনকালে জুওয়াইরিয়া বিনত হারিছ গিয়ে পড়ে ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাসের ভাগে। কিংবা ছাবিতের চাচাত ভাইয়ের ভাগে। এরপর জুওয়াইরিয়া তার মালিকের সাথে মুক্তিপণ পরিশোধের শর্তে মুক্তি চুক্তি সম্পাদন করে। বস্তুতঃ জুওয়াইরিয়া ছিল রূপবতী ও আকর্ষণীয় চেহারাবিশিষ্ট মহিলা। তাকে দেখলে যে কোন পুরুষের হৃদয়ে স্পন্দন সৃষ্টি হত। একপর্যায়ে মুক্তিপণ পরিশোধে সহায়তা পাওয়ার জন্যে সে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আসে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, ওকে ঘরের দরজায় দেখে আমি তার উপস্থিতি অপছন্দ করি এবং তাকে দেখলে আমার প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা) এর আকর্ষণ হ্রাস পেতে পারে এই আশংকা উপলব্ধি করি। সে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আমি গোত্রপতি হারিছ ইব্ন আবূ দিরারের কন্যা জুওয়াইরিয়াহ। আমার করুণ পরিণতির বিষয় আপনার অজ্ঞাত নয়। বণ্টনে আমি ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস মতান্তরে তার চাচাত ভাইয়ের ভাগে দাসীরূপে পড়েছি। আমি নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে তার সাথে মুক্তিচুক্তি সম্পাদন করেছি। এখন মুক্তিপণ পরিশোধে সাহায্য কামনায় আপনার নিকট এসেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন এর চেয়ে কল্যাণকর ব্যবস্থায় তুমি কি রাজি হবে? সে বলল, কী সেই বিকল্প কল্যাণময় ব্যবস্থা? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন আমি যদি তোমার মুক্তিপণ পরিশোধ করে দিই এবং তোমাকে বিয়ে করি। সে বলল, হাঁ–ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি তাতে রাজি আছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তবে আমি তা করলাম। এ সংবাদ শুনে সাহাবা-ই-কিরাম (রা) বললেন সাম্প্রতিতক বন্দী ও বণ্টিত সবাই তো রাসূলুল্লাহ (সা) এর শ্বশুর পক্ষের আত্মীয় হয়ে গেল। অতঃপর তাঁরা সকলকে বন্দী দশা ও দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জুওয়াইরিয়াহ কে বিয়ে করার ফলশ্রুতিতে বানূ মুসতালিক গোত্রের একশতটি পরিবার দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে। নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি জুওয়াইরিয়ার যে বরকত ও অবদান অন্য কোন নারীর তেমন বরকত ও অবদান আছে বলে আমার জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مِحْنَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِحَدِيثِ الْإِفْكِ فِي هٰذِهِ الْغَزْوَةِ۔

পরিচ্ছেদ : বানূ মুসতালিক যুদ্ধ অভিযানে অপবাদ আরোপের কারণে হযরত আয়েশা (রা)-এর মনোকষ্ট

(٢٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَطِيبًا وَمَا عَلِمْتُ بِهِ فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ

www.waytojannah.com

بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي نَاسٍ أَبَنُوا أَهْلِي وَايْمُ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي سُوءًا قَطُّ وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَلَا دَخَلَ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ وَلَا غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِي فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ تَرَى يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ تَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ رَهْطِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَالَ كَذَبْتَ أَمَا وَاللهِ لَوْ كَانُوا مِنَ الْأَوْسِ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ تَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ حَتَّى كَادُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ فِي الْمَسْجِدِ شَرٌّ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي وَمَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ فَعَثَرَتْ فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ عَلَامَ تَسُبِّينَ ابْنَكِ فَسَكَتَتْ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةَ فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ عَلَامَ تَسُبِّينَ ابْنَكِ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَانْتَهَرْتُهَا فَقُلْتُ عَلَامَ تَسُبِّينَ ابْنَكِ فَقَالَتْ وَاللهِ مَا أَسُبُّهُ إِلَّا فِيكِ فَقُلْتُ فِي أَيِّ شَأْنِي فَذَكَرَتْ لِي الْحَدِيثَ فَقُلْتُ وَقَدْ كَانَ هٰذَا قَالَتْ نَعَمْ وَاللهِ فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي لَكَأَنَّ الَّذِي خَرَجْتُ لَهُ لَمْ أَخْرُجْ لَهُ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَوَعَكْتُ فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلْنِي إِلَى بَيْتِ أَبِي فَأَرْسَلَ مَعِيَ الْغُلَامَ فَدَخَلْتُ الدَّارَ فَإِذَا أَنَا بِأُمِّ رُومَانَ فَقَالَتْ مَا جَاءَ بِكِ يَا بُنَيَّةُ فَأَخْبَرْتُهَا فَقَالَتْ خَفِّضِي عَلَيْكِ الشَّأْنَ فَإِنَّهُ وَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ تَكُونُ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا حَسَدْنَهَا وَقُلْنَ فِيهَا قُلْتُ وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَعْبَرْتُ فَبَكَيْتُ فَسَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتِي وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّي مَا شَأْنُهَا قَالَتْ بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ أَمْرِهَا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ أَقَسَمْتُ عَلَيْكِ يَا بُنَيَّةُ إِلَّا رَجَعْتِ إِلَى بَيْتِكِ فَرَجَعْتُ وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي فَلَمْ يَزَالَا عِنْدِي حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَدِ اكْتَنَفَنِي أَبَوَايَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَتَشَهَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوءًا أَوْ ظَلَمْتِ تُوبِي إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَقَدْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَهِيَ جَالِسَةٌ بِالْبَابِ فَقُلْتُ أَلَا تَسْتَحْيِي مِنْ هٰذِهِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا فَقُلْتُ لِأَبِي أَجِبْهُ فَقَالَ أَقُولُ مَاذَا فَقُلْتُ لِأُمِّي أَجِيبِيهِ فَقَالَتْ أَقُولُ مَاذَا فَلَمَّا لَمْ يُجِيبَاهُ تَشَهَّدْتُ فَحَمِدْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قُلْتُ أَمَّا بَعْدُ فَوَاللهِ لَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي لَمْ أَفْعَلْ وَاللهُ جَلَّ جَلَالُهُ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ مَا ذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُمْ لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأُشْرِبَتْهُ قُلُوبُكُمْ وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ لَتَقُولُنَّ قَدْ بَاءَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا فَإِنِّي وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ وَمَا أَحْفَظُ اسْمَهُ (صَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) فَأُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَتَئِذٍ فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنِّي لَأَسْتَبِينُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَهُوَ

www.waytojannah.com

يَقُولُ أَبْشِرِىْ يَا عَائِشَةُ فَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَرَاءَتَكِ فَكُنْتُ أَشَدَّ مَا كُنْتُ غَضَبًا فَقَالَ لِىْ أَبَوَاىَ قُوْمِىْ إِلَيْهِ قُلْتُ وَاللهِ لَا أَقُوْمُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُهُ وَلَا أَحْمَدُكُمَا لَقَدْ سَمِعْتُمُوْهُ فَمَا أَنْكَرْتُمُوْهُ وَلَا غَيَّرْتُمُوْهُ وَلٰكِنْ أَحْمَدُ اللهَ الَّذِىْ أَنْزَلَ بَرَاءَتِىْ وَلَقَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِىْ فَسَأَلَ الْجَارِيَةَ عَنِّىْ فَقَالَتْ لَا وَاللهِ مَا أَعْلَمُ عَلَيْهَا عَيْبًا إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَنَامُ حَتّٰى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيْرَتَهَا أَوْ عَجِيْنَتَهَا شَكَّ هِشَامٌ فَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَقَالَ اُصْدُقِىْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى أَسْقَطُوْا لَهَا بِهِ قَالَ عُرْوَةُ فَعِيْبَ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ قَالَهُ فَقَالَتْ لَا وَاللهِ مَا أَعْلَمُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلٰى تِبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ وَبَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَاللهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أُنْثٰى قَطُّ فَقُتِلَ شَهِيْدًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَمَّا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَعَصَمَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِدِيْنِهَا فَلَمْ تَقُلْ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا أُخْتُهَا حَمْنَةُ فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِيْنَ تَكَلَّمُوْا فِيْهِ الْمُنَافِقُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ كَانَ يَسْتَوْشِيْهِ وَيَجْمَعُهُ وَهُوَ الَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ وَمِسْطَحٌ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ فَحَلَفَ أَبُوْ بَكْرٍ أَنْ لَا يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ) يَعْنِىْ أَبَا بَكْرٍ (أَنْ يُؤْتُوْا أُوْلِى الْقُرْبٰى وَالْمَسَاكِيْنَ) يَعْنِىْ مِسْطَحًا (أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ بَلٰى وَاللهِ إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَعَادَ أَبُوْ بَكْرٍ لِمِسْطَحٍ بِمَا كَانَ يَصْنَعُ بِهِ.

২৭৭. হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন যে, আমাকে কেন্দ্র করে যে আলোচনা-সমালোচনা চলছিল যা সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। তখন আমার বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি ভাষণ দিলেন। শুরুতে মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও যথোপযুক্ত গুণগানের পর তিনি বললেন, কারা কারা কার সাথে সম্পৃক্ত করে আমার পরিবার নিয়ে কুৎসা রটনা করছে তা তোমরা আমাকে ইঙ্গিতে জানাও। আল্লাহ্‌র কসম আমি তো আমার পরিবার সম্পর্কে কখনো মন্দ কিছু দেখিনি–জানিনি। আর যাকে সম্পৃক্ত করে কুৎসা রটনা করা হচ্ছে তার সম্পর্কেও আমি মন্দ কিছু জানিনি। আমার অনুপস্থিতিতে সে কখনও আমার গৃহে প্রবেশ করেনি। আমি সফরে গেলে সেও আমার সাথে সফরে গিয়েছে। এ পর্যায়ে সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা) দাঁড়িয়ে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আপনি অনুমতি দিন আমরা কুৎসা রটনাকারীদের ঘাড় আলাদা করে দিই। এ কথা শুনে হাসসান ইব্‌ন সাবিত (রা) এর মাতুল গোত্রের জনৈক খাযরাজী লোক দাঁড়িয়ে বলল আপনি ঠিক বলেননি–দোষী ব্যক্তি আওস গোত্রের হলে আপনি তাদের ঘাড় আলাদা করতে পছন্দ করতেন না। এ বিষয়ে মসজিদের মধ্যে আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাবার উপক্রম হয়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তখনও আমি এসবের কিছুই জানতাম না। সেদিন সন্ধ্যায় আমি শৌচ-কার্যের জন্যে বাহিরে বেই হই। আমার সাথে ছিলেন মিসতাহ এর মাতা। হঠাৎ আমার পায়ে কাপড় পেঁচিয়ে যায়। তখন মিসতাহের মাতা বলল মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি বললাম, আপনার পুত্রকে আপনি গালমন্দ করছেন কেন? তিনি কিছু বললেন না। দ্বিতীয় বার আমার পায়ে কাপড় পেঁচিয়ে যায়। মিসতাহের মাতা বলল, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি বললাম, আপনি আপনার পুত্রকে গালমন্দ করছেন কেন? তৃতীয়বার আমার পায়ে কাপড় পেঁচিয়ে যায়। তিনি বললেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক। এবার আমি

www.waytojannah.com

তাঁকে ধমক দিয়ে বললাম, আপনি আপনার পুত্রকে কেন গালমন্দ করছেন? এবার তিনি বললেন, আপনার খাতিরে আমি তাকে গালমন্দ করছি। আমি বললাম, আমার কোন বিষয়ে? এবার তিনি আমাকে পুরো ঘটনা বললেন। আশ্চর্য হয়ে আমি বললাম এমনতর রটনা রটেছে? তিনি বললেন হাঁ, আল্লাহ্‌র কসম তা-ই রটেছে। আমি শৌচকার্য না করেই ঘরে ফিরে এলাম। আমার তখন মনে হয়েছিল যে, আমার কোন শৌচকার্যের বেগ-ই হয়নি। আমি জ্বরে আক্রান্ত হলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) কে আমি বললাম– আমাকে বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিন। একটি বাচ্চাকে সাথে দিয়ে তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। পিত্রালয়ে পৌঁছে আমার মাতা উম্মু রুমানের মুখোমুখি হই। তিনি আমাকে বললেন, আদুরে কন্যা তুমি কি কারণে এসেছ? আমি তাঁকে ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, মা! বিষয়টি নিয়ে অস্থির হয়ো না, এই জগতে যে সুন্দরী স্ত্রী স্বামীর প্রিয়তমা তার যদি সতীন থাকে তাহলে তারা ওই স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেই এবং তার ফলে এ জাতীয় অপবাদ ও গুজব রটে। আমি বললাম, আমার বাবা কি এসব জানেন? মা বললেন, হাঁ তিনিও শুনেছেন। আমি বললাম রাসূলুল্লাহ (সা) এসব জেনেছেন? তিনি বললেন হাঁ রাসূলুল্লাহ (সা)ও তা জেনেছেন। এবার আমি অশ্রু ছেড়ে কাঁদতে শুরু করি। আমার বাবা আমার কান্নার শব্দ শুনলেন। তিনি গৃহের উপরে কুরআন শরীফ পাঠ করছিলেন। তিনি নেমে এলেন। আমার মায়ের নিকট ঘটনা কি জানতে চাইলেন। মা বললেন তার সম্পর্কে যে গুজব রটেছে তা শুনেছে এবং সেজন্যে কাঁদছে। বাবা আমাকে নিজ গৃহে ফিরে যাবার তাকিদ দিলেন। আমি আমার গৃহে ফিরে গেলাম। আমার পিতামাতা দুজনে আমার নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁরা আমার সাথে থাকলেন। আসরের নামাযের পর রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট এলেন। আমার পিতা-মাতা তখন আমার ডানে এবং বামে বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও যথোপযুক্ত গুণগান করার পর বললেন হে আয়েশা! তুমি যদি সত্যিই কোন অপ্রীতিকর কর্ম করে থাক তাহলে আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা কর। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করে থাকেন। এ সময়ে একজন আনসারী মহিলা এসে দরজায় বসে ছিল। আমি বললাম এই মহিলার সম্মুখে এসব আলোচনা করতে আপনার লজ্জা হচ্ছে না? আমি আমার বাবাকে বললাম আপনি তাঁর কথার উত্তর দিন। বাবা বললেন, আমি কি উত্তর দিব? আমি আমার মাকে বললাম আপনি উত্তর দিন। মা বললেন, আমি কি উত্তর দিব? তাঁরা যখন উত্তর দিলেন না তখন আমি মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও যথোপযুক্ত গুণগান করার পর বললাম, আমি এখন যদি বলি যে, আমি ওইসব কিছুতে জড়িত হইনি আর আল্লাহ্ও সাক্ষ্য দিবেন যে, আমি আমার কথায় সত্যবাদী তাতে আপনাদের নিকট আমার কোন লাভ হবে না। কারণ আপনারা এ বিষয়ে অনেক কথাবার্তা বলেছেন এবং এটি আপনাদের অন্তরে স্থান করে নিয়েছে। আর আমি যদি বলি আমি ওই কর্মে জড়িত হয়েছি অথচ মহান আল্লাহ্ জানেন যে, আমি তাতে জড়িত হইনি তাহলে আপনারা বলবেন যে, সে এখন তার দোষ স্বীকার করেছে। এখন আমার আর আপনাদের মধ্যকার উদাহরণ হল হযরত ইউসুফ (আ) এর পিতার উদাহরণ যে, তিনি বলেছিলেন এখন আমার জন্যে ধৈর্য ধারণই উত্তম, তোমরা যা বলছ একমাত্র আল্লাহ্ই সে বিষয়ে আমার আশ্রয়স্থল। এ সময়ে অস্থিরতায় আমি ইউসুফ (আ) এর পিতার নাম ভুলে যাই। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি ওহী নাযিল হতে শুরু করে। একপর্যায়ে ওহী নাযিল শেষ হয়। আমি তাঁর চেহারায় আনন্দের চিহ্ন দেখতে পাই। তিনি মুখমণ্ডল মুছতেছিলেন আর বলতেছিলেন, হে আয়েশা! তুমি সুসংবাদ শোন মহান আল্লাহ্ তোমার সতীত্ব ও নির্দোষ হবার পক্ষে আয়াত নাযিল করেছেন। আমি তখন আরো

www.waytojannah.com

কঠিনভাবে রাগান্বিত হই। আমার বাবা-মা আমাকে বললেন, ওঠো এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় দাঁড়াব না ও তাঁর প্রশংসা করব না। আপনাদের দুজনেরও প্রশংসা করব না। আপনারা এমন একটি জঘন্য অপবাদের কথা শুনেও তা প্রত্যাখ্যান ও প্রতিরোধ করেননি। আমি মহান আল্লাহ্‌রই প্রশংসা করব, যিনি আমার সতীত্বের পক্ষে আয়াত নাযিল করেছেন। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) একবার আমার কক্ষে এসেছিলেন এবং আমার সেবিকাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। সে বলেছিল হায় আল্লাহ্! আমি তো তাঁর কোন দোষ দেখি না তবে মাঝে মাঝে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন আর বকরী এসে তাঁর রুটির মণ্ডগুলো খেয়ে যায়। সেবিকার কথা শুনে কেউ একজন তাকে ধমক দেয় এবং গালমন্দ করে বলে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যা চাচ্ছেন তার সপক্ষে তুমি কথা বল। উরওয়া বলল ঃ এরূপ মন্তব্যকারী দোষী। তারপর সেবিকা বলে, আমি তার সম্পর্কে ঠিক সেই ধারণা পোষণ করি এবং জানি স্বর্ণকার যেমন লাল স্বর্ণপিণ্ড সম্পর্কে জানে। যাকে জড়িত করে এই গুজব রটনা করা হয়েছিল সে এই গুজব শোনার পর বলেছিল সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্‌র কসম আমি কখনো কোন মহিলার পর্দা ও আবরণ উন্মোচন করিনি। পরবর্তীতে এই ব্যক্তি যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করে।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যায়নাব বিন্‌ত জাহাশকে মহান আল্লাহ্ রক্ষা করেছেন এ বিষয়ে তিনি সবসময় ভাল কথাই বলেছেন। কিন্তু তাঁর বোন হামনাহ্ সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের দলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় মুনাফিক এ বিষয়ে নির্লজ্জ কথাবার্তা বলেছে। সে এই গুজব ছড়ানোতে বড় ভূমিকা পালন করেছে। মিসতাহ এবং হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিতও এ গুজব প্রচারে কাজ করেছেন। মিসতাহ (রা) হযরত আবূবকর (রা) এর দানে ধন্য ছিলেন। এ ঘটনার পর হযরত আবূ বকর (রা) কসম করে বললেন যে, তিনি আর মিসতাহের প্রতি কোন দয়া-দান করবেননা। তখন মহান আল্লাহ্ নাযিল করলেন– وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ অর্থৎ, তোমাদের মধ্যে যারা প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের অধিশ্বরী (অর্থাৎ আবূ বকর (রা) তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে তারা আত্মীয় স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে (অর্থাৎ মিসতাহকে) এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না। أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ অর্থাৎ, তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু (সূরা নূর ঃ ২২) তখন হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, হাঁ আল্লাহ্‌র কসম আমরা অবশ্যই চাই যে, মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে ক্ষমা করুন।এরপর হযরত আবূ বকর (রা) মিসতাহকে যে সাহায্য করতেন তা পুনরায় চালু করলেন।

(٢٧٨) عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أُمِّ رُومَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ قَاعِدَةً فَدَخَلَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ فَعَلَ اللهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ تَعْنِي ابْنَهَا قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا وَمَا ذَاكِ قَالَتِ ابْنِي كَانَ فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا وَمَا الْحَدِيثُ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَسَمِعَ بِذَاكِ أَبُو بَكْرٍ قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ أَسَمِعَ بِذَاكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ نَعَمْ فَوَقَعَتْ أَوْ سَقَطَتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا فَأَفَاقَتْ بِحُمَّى بِنَافِضٍ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهَا الثِّيَابَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِهٰذِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ

www.waytojannah.com

أَخَذَتْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ قَالَ فَلَعَلَّهُ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي تُحُدِّثَ بِهِ قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ فَرَفَعَتْ عَائِشَةُ رَأْسَهَا وَقَالَتْ إِنْ قُلْتُ لَمْ تَعْذِرُونِي وَإِنْ حَلَفْتُ لَمْ تُصَدِّقُونِي وَمَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ يَعْقُوبَ وَبَنِيهِ حِينَ قَالَ (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) فَلَمَّا نَزَلَ عُذْرُهَا أَتَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهَا بِذَلِكَ فَقَالَتْ بِحَمْدِ اللهِ لَا بِحَمْدِكَ أَوْ قَالَتْ وَلَا بِحَمْدِ أَحَدٍ۔

২৭৮. হযরত আয়েশার (রা) মাতা উম্মু রূমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আর আয়েশা বসা অবস্থায় ছিলাম। এ সময়ে জনৈকা মহিলা আনসারী সেখানে এল। সে বলল, মহান আল্লাহ্ অমুককে ধ্বংস করুন। সে তার পুত্রের জন্যে বদ দুআ করছিল। আমি বললাম কী হয়েছে? ব্যাপার কী? সে বলল সংশ্লিষ্ট গুজব রটনায় আমর পুত্রও জড়িত রয়েছে। আমি তাকে বললাম কী গুজব? সে বলল, এই–এই। তখন আয়েশা (রা) বলল, আবূ বকর (রা) কি তা শুনেছেন? সে বলল হাঁ, তিনিও শুনেছেন। আয়েশা (রা) বলল, রাসূলুল্লাহ (সা) শুনেছেন? সে বলল, হাঁ তিনিও তা শুনেছেন। এটা শুনে আয়েশা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল। পরে কাঁপুনি জ্বর গায়ে সে সংজ্ঞা ফিরে পেল। আমি তার গায়ে কাপড় ছড়িয়ে দিলাম। এসময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে প্রবেশ করলেন এবং এ অবস্থা দেখে বললেন ঘটনা কী, আর কী হয়েছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তার কাঁপুনিসহ জ্বর এসেছে। তিনি বললেন, সম্ভবত চলমান গুজবের কারণে তা হয়েছে। উম্মু রূমান বললেন, হাঁ তেমনটাই হবে। এবার হযরত আয়েশা (রা) মাথা উঠিয়ে বললেন, আমি যদি আমার সতীত্বের কথা বলি তবে আপনারা তা গ্রহণ করবেন না, আমি যদি কসম করি তা আপনারা সত্য বলে মেনে নিবেন না। এখন আমার আর আপনাদের অবস্থা হল ইয়াকূব (আ) ও তাঁর পুত্রদের অবস্থার মত যখন ইয়াকূব (আ) বলেছিলেন فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ অর্থাৎ, এখন আমার জন্যে ধৈর্য ধারণই উত্তম–তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার আশ্রয়স্থল (সূরা ইউসুফ ঃ ১৮)। যখন হযরত আয়েশা (রা) এর নির্দোষ হবার পক্ষে আয়াত নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নিকট এলেন এবং তাঁকে ওই আয়াত সম্পর্কে জানালেন। হযরত আয়েশা (রা) বললেন এখন আল্লাহ্র প্রশংসা করব আপনার প্রশংসা নয় বর্ণনান্তরে অন্য কারো প্রশংসা নয়।

عَنْ أُمِّ رُومَانَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ دَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (فَذَكَرَتْ نَحْوَ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ وَفِيهِ قَالَتْ وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ عُذْرَهَا فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ فَدَخَلَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ عُذْرَكِ قَالَتْ بِحَمْدِ اللهِ لَا بِحَمْدِكَ قَالَتْ قَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ تَقُولِينَ هٰذَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ فَكَانَ فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ رَجُلٌ كَانَ يَعُولُهُ أَبُو بَكْرٍ فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ لَا يَصِلَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ–إِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَلَى فَوَصَلَهُ۔

www.waytojannah.com

উম্মু রুমান থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেছেন যে, আমি আয়েশার নিকট ছিলাম। তখন সেখানে জনৈকা আনসারী মহিলা (রা) প্রবেশ করল (এরপর পূর্ববর্তী বর্ণনার মত বর্ণনা করলেন) এরপর তিনি বললেন, একপর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন। এরপর আয়েশা (রা) এর নির্দোষ বিষয়ে আয়াত নাযিল হল। এবার রাসূলুল্লাহ (সা) আয়েশা (রা) এর নিকট ফিরে এলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা)। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে আয়েশা (রা) এর মহান আল্লাহ্ তোমার নির্দোষ হবার বিষয়ে আয়াত নাযিল করেছেন। আয়েশা (রা) বললেন, মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করব আপনার প্রশংসা নয়। আবূ বকর (রা) বললেন, আয়েশা! তুমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে একথা বলছ? তিনি বললেন হাঁ, তাই। বর্ণনাকারী বলেন আয়েশার গুজব ছড়ানোর পেছনে আবূ বকর (রা) এর কৃপাধন্য এক লোক ছিল। আবূ বকর (রা) শপথ করলেন যে, ওই লোককে তিনি আর সহযোগিতা ও দান-দক্ষিণা করবেন না। এ প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করলেন وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ তোমাদের মধ্যে যারা প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা নূর : ২২১)। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, হাঁ–হাঁ আমরা চাই যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে ক্ষমা করুন। অতঃপর তিনি ওই ব্যক্তিকে দান-দক্ষিণা করতে শুরু করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ اَوِ الْاَحْزَابِ وَغَزْوَةِ بَنِيْ قُرَيْظَةَ

পরিচ্ছেদ : খন্দক বা আহযাবের যুদ্ধ এবং বনূ কুরায়যার যুদ্ধ

وَاهْتِمَامِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الْغَزْوَةِ وَحَفْرِ خَنْدَقٍ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ وَاشْتِرَاكِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِيْ حَفْرِهِ وَظُهُوْرِ بَعْضِ مُعْجِزَاتِهِ۔

এই যুদ্ধকে রাসূলুল্লাহ (সা) খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এই যুদ্ধে মদীনার চতুস্পার্শ্বে পরিকা খনন করা হয়, পরিখা খননে আনসার ও মুহাজিরদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) সশরীরে অংশ নেন। এতেতাঁর কতক মু'জিযা ও অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ঘটে।

(٢٧٩) عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ وَهُوَ يَمْزَحُ مَعَهُ قَدْ فَرَرْتُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ أَصْحَابُهُ قَالَ الْبَرَاءُ إِنِّيْ لَأَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَرَّ يَوْمَئِذٍ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُفِرَ الْخَنْدَقُ وَهُوَ يَنْقُلُ مَعَ النَّاسِ التُّرَابَ وَهُوَ يَتَمَثَّلُ كَلِمَةَ ابْنِ رَوَاحَةَ:

২৭৯. আর ইসহাক থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি কৌতুক করে বারা ইব্ন আযিব (রা) কে বলেছিল আপনারা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাহাবী ও সহচর হয়েও একসময় তাঁকে রেখে পালিয়ে গিয়েছিলেন। বারা বললেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বলছি, সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা) কিন্তু পলায়ন করেননি। পরিখা খননের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেখেছি যে, অন্যান্য লোকের সাথে তিনি নিজেও মাটি সরাচ্ছেন (এক বর্ণনায় আছে যে, মাটির ধুলোবালিতে তাঁর পেটের চামড়া ঢাকা পড়ে গিয়েছিল) তখন তিনি ইব্ন রাওয়াহা (রা) এর কবিতা আবৃত্তি করে বলছিলেন–

www.waytojannah.com

Contents

اَللّٰهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

إِنَّ الْأُلٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ... وَإِنْ أَرَادُوْا فِتْنَةً أَبَيْنَا

হে আল্লাহ্ আপনি না থাকলে আমরা হিদায়াত পেতাম না–আমরা তাহলে সাদকাও দিতাম না নামাযও পড়তাম না।

আপনি আমাদের প্রতি শান্তি নাযিল করুন এবং আমরা শত্রুপক্ষের মুখোমুখি হলে আমাদেরকে অটল ও অবিচল রাখবেন।

শত্রুপক্ষীয় নেতৃবর্গ আমাদের বিরোধিতা করছে। ওরা কোন ফিতনা ও বিশৃংখলা করতে চাইলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। তিনি শেষ শব্দের শেষ বর্ণটি দীর্ঘস্বরে পড়তেন।

(٢٨٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَدَاةٍ قَرَّةٍ أَوْ بَارِدَةٍ فَإِذَا الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ فَقَالَ:

২৮০. আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন এক শীতের সকালে রাসূলুল্লাহ (সা) হুজরা শরীফ থেকে বের হয়ে দেখলেন মুহাজির ও আনসার সাহাবিগণ পরিখা খনন করছে। তখন তিনি আবৃত্তি শুরু করলেন–

اَللّٰهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْاٰخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ.

হে আল্লাহ্ প্রকৃত ও যথার্থ কল্যাণ হল আখিরাতের কল্যাণ–আপনি আনসার ও মুহাজিরগণকে ক্ষমা করুন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবৃত্তি শুনে সাহাবিগণ আবৃত্তি করলেন–

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا ... عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدًا

আমরা সে সব লোক যারা মুহাম্মদ (সা) এর হাতে বায়আত করেছি–অঙ্গীকার করেছি জিহাদে অবিচল থাকার যতদিন জীবিত থাকি।

قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرُوْنَ يَحْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ فِيْ غَدَاةٍ بَارِدَةٍ قَالَ أَنَسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ خَدَمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ إِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الْاٰخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ قَالَ فَأَجَابُوْهُ بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ وَزَادَ فِيْهِ وَلَا نَفِرُّ وَلَا نَفِرُّ وَلَا نَفِرُّ.

আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে। তিনি বলেছেন যে, এক শীতের সকালে রাসূলুল্লাহ (সা) বাহিরে বের হলেন এবং দেখতে পেলেন যে, মুহাজিরগণ পরিখা খনন করছেন। আনাস (রা) বলেন, এসময়ে তাদের কোন খাদেম ও সেবাকর্মী ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "হে আল্লাহ্ বস্তুত প্রকৃত কল্যাণ হল আখিরাতের কল্যাণ–আপনি আনসার ও মুজাহিরগণকে ক্ষমা করে দিন।

www.waytojannah.com

পূর্বোক্ত ভাষায় তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর আবৃত্তির জবাব দিলেন। তবে সেখানে এটুকু অতিরিক্ত আছে যে, পলায়ন নয়, পলায়ন নয়, পলায়ন নয়।

(٢٨١) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَنْدَقِ وَهُمْ يَحْفِرُوْنَ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَافِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ

২৮১. সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে পরিখা খনন এলাকায় ছিলাম। সাহাবিগণ মাটি খনন করছিলেন আর আমরা ঘাড়ে করে মাটিগুলো অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছিলাম। সে সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ হে আল্লাহ্! পরকালীন জীবন ছাড়া প্রকৃত জীবন নেই। আপনি মুহাজির ও আনসারগণকে ক্ষমা করে দিন।

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا نَسِيْتُ قَوْلَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يُعَاطِيْهِمُ اللَّبَنَ وَقَدْ اغْبَرَّ شَعْرُ صَدْرِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ: اللّٰهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْاٰخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ قَالَ فَرَأَى عَمَّارًا فَقَالَ وَيْحَهُ ابْنُ سُمَيَّةَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيْرِيْنَ فَقَالَ عَنْ أُمِّهِ قُلْتُ نَعَمْ أَمَا إِنَّهَا كَانَتْ تُخَالِطُهَا تَلِجُ عَلَيْهَا.

ইব্ন আওন (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি হাসান থেকে তিনি তদীয় মাতা থেকে এবং তিনি উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন খন্দক পরিখা খনন দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বক্তব্য আমি ভুলিনি। তিনি খননকারীদেরকে ইট সরানোতে সহযোগিতা করছিলেন, মাটিতে তাঁর বুকের পশম বালিময় হয়ে পড়েছিল। তিনি বলছিলেন اَللّٰهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْاٰخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ হে আল্লাহ্ আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া প্রকৃত কল্যাণ নেই। আপনি আনাসার ও মুহাজিরগণকে ক্ষমা করে দিন। একপর্যায়ে তিনি আম্মার (রা) কে দেখে বলে উঠলেন হায়, সুমাইয়ার পুত্র! এক সত্যদ্রোহীদল তাকে খুন করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এটি মুহাম্মদ ইব্ন সীরীনের নিকট উত্থাপন করেছিলাম। তিনি বললেন, হাসান কি এটি তার মাতা থেকে বর্ণনা করেছে? আমি বললাম হাঁ, তাই। হাসানের মাতা হযরত উম্মে সালামা (রা) এর ক্রীতদাসী ও সেবিকা ছিল।

(٢٨٢) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ قَالَ وَعَرَضَ لَنَا صَخْرَةٌ فِيْ مَكَانٍ مِنَ الْخَنْدَقِ لَا تَأْخُذُ فِيْهَا الْمَعَاوِلُ قَالَ فَشَكَوْهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَوْفٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَضَعَ ثَوْبَهُ ثُمَّ هَبَطَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ فَقَالَ بِسْمِ اللهِ فَضَرَبَ ضَرْبَةً فَكَسَرَ ثُلُثَ الْحَجَرِ وَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الشَّامِ وَاللهِ إِنِّيْ لَأُبْصِرُ قُصُوْرَهَا الْحُمْرَ مِنْ مَكَانِيْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَضَرَبَ أُخْرٰى فَكَسَرَ ثُلُثَ الْحَجَرِ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ

www.waytojannah.com

فَارِسَ وَاللهِ إِنِّيْ لَأُبْصِرُ الْمَدَائِنَ وَأُبْصِرُ قَصْرَهَا الْأَبْيَضَ مِنْ مَكَانِيْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرٰى فَقَلَعَ بَقِيَّةَ الْحَجَرِ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الْيَمَنِ وَاللهِ إِنِّيْ لَأُبْصِرُ أَبْوَابَ صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانِيْ هٰذَا.

২৮২. বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমদেরকে পরিখা খননের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরিখার এক জায়গায় আমরা একটি বড় পাথরের মুখোমুখি হই। শাবল সেখানে কোন কাজ করছিল না। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা) কে জানানো হল। তিনি ঘটনাস্থলে এলেন এবং অতিরিক্ত কাপড় খুলে পরিখার মধ্যে নেমে পড়লেন। শাবল হাতে নিয়ে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তিনি পাথরে আঘাত করলেন। সেটির ১/৩ অংশ ভেঙ্গে গেল। তিনি আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন এবং বললেন আল্লাহ্‌র কসম আমাকে সিরিয়ার চাবিগুলো দেয়া হয়েছে। এখান থেকে আমি সেখানকার লাল প্রাসাদগুলো দেখতে পাচ্ছি। তিনি বিসমিল্লাহ্ বলে ২য় আঘাত করলেন। এবার ১/৩ অংশ ভেঙ্গে গেল। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার পারস্যের চাবিগুলো আমাকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম আমি এখান থেকে মাদায়েন ও তার শুভ্র প্রাসাদগুলো দেখতে পাচ্ছি। এরপর তিনি বিসমিল্লাহ্ বলে পুনঃ আঘাত করলেন। তাতে পাথরের অবশিষ্টাংশ উঠে এল। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার ইয়ামেনের চাবিগুলো আমাকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম এখান থেকে আমি সানাআ'এর প্রবেশ পথগুলো দেখতে পাচ্ছি।

بَابُ فِيْمَا ابْدَاهُ الْمُجَاهِدُوْنَ مِنَ الشَّجَاعَةِ وَالْاِسْتِبْسَالُ فِي الْقِتَالِ.

পরিচ্ছেদ : আহযাবের যুদ্ধে মুজাহিদগণের বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন : একপর্যায়ে তাঁদের নামায ছুটে যায় এবং এই যুদ্ধে শত্রুসেনাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বদ দু'আ

(٢٨٣) عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ وَرَجُلٌ يَتَتَرَّسُ جَعَلَ يَقُوْلُ بِالتُّرْسِ هٰكَذَا فَوَضَعَهُ فَوْقَ أَنْفِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ هٰكَذَا يُسَفِّلُهُ بَعْدُ قَالَ فَأَهْوَيْتُ إِلٰى كِنَانَتِيْ فَأَخْرَجْتُ مِنْهَا سَهْمًا مُدَمَّمًا فَوَضَعْتُهُ فِيْ كَبِدِ الْقَوْسِ فَلَمَّا قَالَ هٰكَذَا يُسَفِّلُ التُّرْسَ رَمَيْتُ فَمَا نَسِيْتُ وَقْعَ الْقِدْحِ عَلٰى كَذَا وَكَذَا مِنَ التُّرْسِ قَالَ وَسَقَطَ فَقَالَ بِرِجْلِهِ فَضَحِكَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسِبُهُ قَالَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِفِعْلِ الرَّجُلِ.

২৮৩. আমির ইব্ন সা'দ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, পরিখার যুদ্ধে এক ব্যক্তি ঢাল ব্যবহার করছিল। কখনো সে সেটিকে নাকের উপরে রাখছিল আবার কখনো নীচে নামাচ্ছিল। এমতাবস্থায় আমি আমার ঝুড়ি থেকে একটি রক্তমাখা তীর বের করি এবং সেটিকে ধনুকের মধ্যে স্থাপন করি। একবার সে ঢালটি নীচে নামানোর সাথে সাথে আমি তাকে লক্ষ্য করে আমার তীর নিক্ষেপ করি। আমার তীরের বাঁট তার ঢালের একটা স্থানে গিয়ে পড়েছিল যা আমি এখনো ভুলিনি। তীরটি মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। সে ওই তীরকে পায়ে মাড়াচ্ছিল। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে রাসূলুল্লাহ (সা) হেসে উঠেছিল। বর্ণনাকারী বলেন যে, মুল বর্ণনাকারী সম্ভবতঃ এটাও বলেছিলেন যে, হাসির সময় রাসূলুল্লাহ (সা) এর দাঁত মুবারক দেখা গিয়েছিল। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা) হেসেছিলেন কেন? তিনি বললেন ঢাল ব্যবহারকারী ব্যক্তিটির কর্মকাণ্ড দেখে তিনি হেসেছিলেন।

www.waytojannah.com

(٢٨٤) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ الْيَوْمَ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَا۔

২৮৪. আবূ ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সুলায়মান ইব্ন সুরাদকে শুনেছি। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেছেন আজ আমরা শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এরপর ওরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না–যুদ্ধ করতে পারবে না।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطٰى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَارًا۔

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন শত্রুপক্ষ আমাদেরকে মধ্যম নামায–আসরের নামায থেকে উদাসীন করে রেখেছিল, মহান আল্লাহ্ তাদের বাসস্থান ও কবরগুলো আগুনে ভরপুর করে দিন।

(٢٨٥) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَوَاتِ حَتّٰى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هَوِيًّا (وَفِيْ رِوَايَةٍ حَتّٰى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ) وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ مَا نَزَلَ (وَفِيْ رِوَايَةٍ وَذٰلِكَ قِيْلَ أَنْ يَنْزِلَ صَلَاةُ الْخَوْفِ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) فَلَمَّا كُفِيْنَا الْقِتَالَ وَذٰلِكَ قَوْلُهُ (وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا) أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيْهَا فِيْ وَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيْهَا فِيْ وَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيْهَا فِيْ وَقْتِهَا۔

২৮৫. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খন্দক যুদ্ধের দিন আমরা নামায আদায়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলাম। এভাবে মাগরিবের সময়ও অতিবাহিত হয়ে যায়। (এক বর্ণনায় এসেছে যে, এভাবে রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়) এটি ছিল যুদ্ধকালীন নামাযের বিধান নাযিল হবার পূর্বের ঘটনা। (অপর বর্ণনায় এসেছে যে, এটি ছিল হাঁটা কিংবা আরোহী অবস্থায় ভয়কালীন নামাযের বিধান নাযিল হবার পূর্বের ঘটনা)। অবশেষে আমরা যখন যুদ্ধের ঝামেলা থেকে মুক্ত হলাম

وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا۔

আয়াতে সেই মুক্তির উল্লেখ রয়েছে) তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত বিলাল (রা) কে ইকামতের নির্দেশ দিলেন। তিনি যোহর নামাযের ইকামত দিলেন এবং যথাসময়ে আদায় করার সময় যেভাবে নামায আদায় করেন সেভাবে যোহরের নামায আদায় করলেন।

(٢٨٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتٰى مَسْجِدَ يَعْنِي الْأَحْزَابِ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَقَامَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ قَالَ ثُمَّ جَاءَ وَدَعَا عَلَيْهِمْ وَصَلّٰى۔

২৮৬. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) খন্দকের যুদ্ধের দিন মসজিদের নিকট এসে চাদর খুলে দাঁড়িয়েছিলেন এবং দুহাত তুলে শত্রুদের জন্যে বদ দু'আ করেছিলেন, নামায আদায় করেননি। এরপর তিনি এলেন–তাদের জন্যে বদ দু'আ করলেন এবং নামায আদায় করলেন।

www.waytojannah.com

(٢٨٧) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ۔

২৮৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খন্দকের দিনে শত্রুদলের জন্যে বদ দু'আ করে বলেছিলেন

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْأَحْزَابِ اَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ۔

হে আল্লাহ্! কিতাব অবতীর্ণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, শত্রুদলকে পরাজয় দানকারী ওদেরকে পরাজিত করে দিন এবং তাদের পা নড়বড়ে করে দিন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِجَابَةِ اللهِ تَعَالٰى دُعَاءَ نَبِيِّهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَشْلِ الْأَحْزَابِ وَتَفَرُّقِهِمْ وَانْدِحَارِهِمْ وَرُجُوْعِهِمْ بِالْخَيْبَةِ وَالنَّدَامَةِ۔

পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর নবী (সা)-এর দু'আ কবুল করা এবং শত্রুদলের সাহসহারা হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং ব্যর্থ ও লজ্জিত হয়ে ফিরে যাওয়া

(٢٨٨) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ قَالَ فَتًى مِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ رَأَيْتُمْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحِبْتُمُوْهُ قَالَ نَعَمْ يَا ابْنَ أَخِيْ قَالَ فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ قَالَ وَاللهِ لَقَدْ كُنَّا نَجْهَدُ قَالَ وَاللهِ لَوْ أَدْرَكْنَاهُ مَا تَرَكْنَاهُ يَمْشِيْ عَلَى الْأَرْضِ وَلَجَعَلْنَاهُ عَلٰى أَعْنَاقِنَا قَالَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ يَا ابْنَ أَخِيْ وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَنْدَقِ وَصَلّٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ هَوِيًّا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَنْ رَجُلٌ يَقُوْمُ فَيَنْظُرَ لَنَا مَا فَعَلَ الْقَوْمُ يَشْرُطُ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَرْجِعُ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ فَمَا قَامَ رَجُلٌ ثُمَّ صَلّٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَنْ رَجُلٌ يَقُوْمُ فَيَنْظُرَ لَنَا مَا فَعَلَ الْقَوْمُ ثُمَّ يَرْجِعُ يَشْرِطُ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجْعَةَ أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَكُوْنَ رَفِيْقِيْ فِي الْجَنَّةِ فَمَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَشِدَّةِ الْجُوْعِ وَشِدَّةِ الْبَرْدِ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ أَحَدٌ دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُنْ لِيْ بُدٌّ مِنَ الْقِيَامِ حِيْنَ دَعَانِيْ فَقَالَ يَا حُذَيْفَةُ فَاذْهَبْ فَادْخُلْ فِي الْقَوْمِ فَانْظُرْ مَا يَفْعَلُوْنَ وَلَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتّٰى تَأْتِيَنَا قَالَ فَذَهَبْتُ فَدَخَلْتُ فِي الْقَوْمِ وَالرِّيْحُ وَجُنُوْدُ اللهِ تَفْعَلُ مَا تَفْعَلُ لَا تَقِرُّ لَهُمْ قِدْرًا وَلَا نَارًا وَلَا بِنَاءً فَقَامَ أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لِيَنْظُرْ امْرُؤٌ مَنْ جَلِيْسُهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ فَأَخَذْتُ بِيَدِ الرَّجُلِ الَّذِيْ إِلٰى جَنْبِيْ فَقُلْتُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ثُمَّ قَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّكُمْ وَاللهِ مَا أَصْبَحْتُمْ بِدَارِ مُقَامٍ لَقَدْ هَلَكَ الْكُرَاعُ وَأَخْلَفَتْنَا بَنُوْ قُرَيْظَةَ وَبَلَغَنَا عَنْهُمُ الَّذِيْ نَكْرَهُ وَلَقِيْنَا مِنْ هٰذِهِ الرِّيْحِ مَا تَرَوْنَ وَاللهِ مَا تَطْمَئِنُّ لَنَا قِدْرٌ وَلَا تَقُوْمُ لَنَا نَارٌ وَلَا يَسْتَمْسِكُ لَنَا بِنَاءٌ فَارْتَحِلُوْا فَإِنِّيْ مُرْتَحِلٌ ثُمَّ قَامَ إِلٰى جَمَلِهِ وَهُوَ

www.waytojannah.com

مَعْقُوْلٌ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ ضَرَبَهُ فَوَثَبَ عَلَى ثَلَاثٍ فَمَا أَطْلَقَ عِقَالَهُ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ وَلَوْلَا عَهْدُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحْدِثُ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِيْ ثُمَّ شِئْتُ لَقَتَلْتُهُ بِسَهْمٍ قَالَ حُذَيْفَةُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فِيْ مِرْطٍ لِبَعْضِ نِسَائِهِ مُرَحَّلٍ فَلَمَّا رَأَانِيْ أَدْخَلَنِيْ إِلَى رَحْلِهِ وَطَرَحَ عَلَيَّ طَرَفَ الْمِرْطِ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ وَإِنَّهُ لَفِيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ وَسَمِعَتْ غَطَفَانُ بِمَا فَعَلَتْ قُرَيْشٌ فَانْشَمَرُوْا إِلَى بِلَادِهِمْ.

২৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের মধ্যে জনৈক কূফা অধিবাসী যুবক হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) কে বলেছিল, হে আবদুল্লাহ্! আপনারা কি রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেখেছেন আর তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন? তিনি বলেছেন, হে ভাতিজা! তা-ই আমরা তাঁকে দেখেছি এবং তাঁর সাহচর্য পেয়েছি। যুবক বলল, আপনারা কিভাবে জীবন নির্বাহ করতেন? তিনি বললেন, তখন আমরা অতি দুঃখ কষ্টে জীবনযাপন করতাম। যুবক বলল, আমরা যদি তাঁকে পেতাম তাহলে তাঁকে পায়ে হেঁটে যেতে দিতাম না বরং আমাদের কাঁধে চড়িয়ে নিয়ে যেতাম! হুযায়ফা (রা) বললেন, ভাতিজা! খন্দকের যুদ্ধের দিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে অবস্থান দেখেছি, তিনি রাতের বেলা দীর্ঘক্ষণ নামায আদায় করেছেন। এরপর তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছ যে, উঠে গিয়ে শত্রুপক্ষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ফিরে এসে আমাদেরকে তা জানাবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন যে, সে ফিরে এলে তার বিনিময়ে মহান আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। কিন্তু কেউই উঠল না। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) দীর্ঘক্ষণ নামায আদায় করলেন এবং আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন কে আছ যে, উঠে গিয়ে শত্রপক্ষের অবস্থা দেখে ফিরে এসে তা আমাদেরকে জানাবে বিনিময়ে সে নিশ্চিত জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। প্রচণ্ড ভয়, ক্ষুধা ও ঠান্ডার কারণে এবারও কেউ দাঁড়ায়নি। কেউই যখন দাঁড়াল না তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ডাকলেন। এবার আমার বসে থাকার কোন উপায় ছিল না। তিনি বললেন, হে হুযায়ফা। তুমি যাও, শত্রুদের অবস্থা দেখে আস যে, ওরা কী করছে। আমার নিকট আসার পূর্বে তুমি কোন কথা বলবে না। হুযায়ফা বলেন, আমি ওদের নিকট গেলাম এবং ওদের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। এ সময়ে ঝঞ্ঝা বায়ু এবং আল্লাহ্র ফিরিশতা সৈনিকেরা ওদেরকে যা করার তা করছিল। প্রচণ্ড বায়ুতে তাদের আগুন ও পাতিলগুলো স্থির থাকছিল না। তাঁবু ও বাসস্থানগুলো নড়াচড়া করছিল। এ সময়ে আবূ সুফয়ান ইব্ন হারব দাঁড়িয়ে বলল, ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তার পাশে বসা ব্যক্তির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। হুযায়ফা (রা) বলেন, আবু সুফয়ানের কথা শোনার সাথে সাথে আমি আমার পাশের লোকটির হাত চেপে ধরি এবং বলি– আপনি কে? সে বলল আমি অমুকের পুত্র অমুক। এরপর আবূ সুফয়ান বলল, ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়! আল্লাহ্ কসম, তোমরা অবস্থানযোগ্য জায়গায় নও। ঘোড়াগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বানূ কুরায়যা গোত্র আমাদের সাথে ওয়াদাভঙ্গ করেছে। ওদের পক্ষ থেকে আমরা অপ্রীতিকর আচরণ পেয়েছি। ঝড় ঝঞ্ঝা আমাদের কী অবস্থা করে দিয়েছে তাতো দেখতেই পাচ্ছো। আল্লাহ্র কসম, চুলার উপর আমাদের পাতিল স্থির থাকছে না, আগুন জ্বলছে না, তাঁবু ও বাসস্থান ঠিক থাকছে না। সুতরাং সকলে নিজ দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু কর, আমি যাত্রা শুরু করছি। সে তার উটে আরোহণ করে ঠিকঠাক ভাবে বসে কশাঘাত করল। উটটি তিন পায়ে লাফিয়ে উঠল। রশি খোলার পর সেটি সোজা দাঁড়িয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট না আসা পর্যন্ত কোন কথা বলা নিষেধ থাকার কারণে আমি কিছুই

www.waytojannah.com

বলিনি। নতুবা আমি তার হত্যার ইচ্ছা করলে অবশ্যই তাকে তীর নিক্ষেপে হত্যা করতে পারতাম। তিনি বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আসি। তিনি তখন তাঁর কোন এক স্ত্রীর কারুকাজ করা ওড়না পরে নামায আদায় করছিলেন। আমাকে দেখে তিনি আমাকে তাঁবুর ভেতরে নিয়ে গেলেন এবং ওড়নার এক অংশ আমার উপর ছড়িয়ে দিলেন। এরপর তিনি রুকু সিজদা করে নামায আদায় করলেন। তাঁর সালাম ফেরানোর পর আমি শত্রুপক্ষের অবস্থান তাঁকে জানাই। ওদিকে শত্রু সহযোগী গাতফান গোত্র কুরায়শদের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা অবগত হয় এবং তারা নিজ শহরের দিকে পালিয়ে যায়।

بَابُ مَا جَاءَ مُشْتَرِكًا فِيْ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ وَبَنِيْ قُرَيْظَةَ وَجَرْحِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : খন্দক ও বানূ কুরায়যার যুদ্ধ এবং সা'দ ইব্ন মুআয (রা)-এর আহত হওয়া

(٢٨٩) حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ قَالَتْ خَرَجْتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَقْفُوْ اٰثَارَ النَّاسِ قَالَتْ فَسَمِعْتُ وَئِيْدَ الْأَرْضِ وَرَائِيْ يَعْنِيْ حِسَّ الْأَرْضِ قَالَتْ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَمَعَهُ ابْنُ أَخِيْهِ الْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ يَحْمِلُ مِجَنَّهُ قَالَتْ فَجَلَسْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَمَرَّ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ مِنْ حَدِيْدٍ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا أَطْرَافُهُ فَأَنَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أَطْرَافِ سَعْدٍ قَالَتْ وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ قَالَتْ فَمَرَّ وَهُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُوْلُ:

لَيْتَ قَلِيْلًا يُدْرِكُ الْهَيْجَا لِءُ جَمَلٌ ... مَا أَحْسَنَ الْمَوْتُ إِذَا حَانَ الْأَجَلُ

২৮৯. ইয়াযীদ মুহাম্মদ ইব্ন আমর তাঁর পিতা ও দাদা থেকে আলকামাহ্ ইব্ন ওয়াক্কাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন হযরত আয়েশা (রা) আমাকে অবগত করিয়ে বলেছেন মানুষের পদচিহ্ন অনুসরণ করে আমি খন্দক যুদ্ধের দিনে পথে বের হলাম। হঠাৎ আমার পেছনে পায়ে চলার শব্দ পেলাম। আমি তাকিয়ে দেখলাম হযরত সা'দ ইব্ন মুআয (রা) আসছেন। তাঁর সাথে তাঁর ভাতিজা হারিছ ইব্ন আওস ঢাল নিয়ে যাচ্ছেন। আমি মাটিতে বসে পড়লাম। সা'দ (রা) আমাকে অতিক্রম করে গেলেন। তাঁর পরিধানে একটি যুদ্ধবর্ম ছিল। তাঁর হাত-পা বর্মের বাহিরে ছিল। তাঁর এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আঘাত লাগার আশংকা করছিলাম আমি। হযরত সা'দ (রা) একজন দীর্ঘকায় ও বৃহৎদেহী লোক ছিলেন। তিনি এই কবিতা পাঠ করতে করতে এগুচ্ছিলেন–

لَيْتَ قَلِيْلًا يُدْرِكُ الْهَيْجَاءُ جَمَلٌ ... مَا أَحْسَنَ الْمَوْتُ إِذَا حَانَ الْأَجَلُ

উট যদি যুদ্ধে উত্তেজনাকে কমই পেত অর্থাৎ যুদ্ধে উত্তেজনা যদি কম হতো তাহলে ভালো হতো। আর মৃত্যুর সময় এসে গেলে মৃত্যু তো অতি উত্তম।

قَالَتْ فَقُمْتُ فَاقْتَحَمْتُ حَدِيْقَةً فَإِذَا فِيْهَا نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِذَا فِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَفِيْهِمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ تَسْبِغَةٌ لَهُ يَعْنِيْ مِغْفَرًا فَقَالَ عُمَرُ مَا جَاءَ بِكِ لَعَمْرِيْ وَاللهِ إِنَّكِ لَجَرِيْئَةٌ وَمَا يُؤْمِنُكِ أَنْ يَكُوْنَ بَلَاءٌ أَوْ يَكُوْنَ تَحَوُّزٌ قَالَتْ فَمَا زَالَ يَلُوْمُنِيْ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ أَنَّ الْأَرْضَ انْشَقَّتْ لِيْ سَاعَتَئِذٍ فَدَخَلْتُ فِيْهَا قَالَتْ فَرَفَعَ الرَّجُلُ التَّسْبِغَةَ عَنْ وَجْهِهٖ فَإِذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ فَقَالَ يَا عُمَرُ وَيْحَكَ إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ مُنْذُ الْيَوْمَ وَأَيْنَ

www.waytojannah.com

التَّحَوُّزُ أَوِ الْفِرَارُ إِلَّا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَتْ وَيَرْمِي سَعْدًا رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ بِسَهْمٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْعَرَقَةِ فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ فَقَطَعَهُ فَدَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ سَعْدٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُمِتْنِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ قُرَيْظَةَ قَالَتْ وَكَانُوا حُلَفَاءَهُ وَمَوَالِيَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ فَرَقَأَ كَلْمُهُ وَبَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الرِّيحَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَكَفَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا فَلَحِقَ أَبُو سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ بِتِهَامَةَ وَلَحِقَ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ وَمَنْ مَعَهُ بِنَجْدٍ وَرَجَعَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ فَتَحَصَّنُوا فِي صَيَاصِيهِمْ وَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَضَعَ السِّلَاحَ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَضُرِبَتْ عَلَى سَعْدٍ فِي الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّ عَلَى ثَنَايَاهُ لَنَقْعُ الْغُبَارِ فَقَالَ أَقَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللهِ مَا وَضَعَتِ الْمَلَائِكَةُ بَعْدُ السِّلَاحَ اخْرُجْ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَقَاتِلْهُمْ قَالَتْ فَلَبِسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأْمَتَهُ وَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالرَّحِيلِ أَنْ يَخْرُجُوا فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى بَنِي غَنْمٍ وَهُمْ جِيرَانُ الْمَسْجِدِ حَوْلَهُ فَقَالَ مَنْ مَرَّ بِكُمْ فَقَالُوا مَرَّ بِنَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ تُشْبِهُ لِحْيَتُهُ وَسُنَّةُ وَجْهِهِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَتْ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاصَرَهُمْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا اشْتَدَّ حَصْرُهُمْ وَاشْتَدَّ الْبَلَاءُ قِيلَ لَهُمْ انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَشَارُوا أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ الذَّبْحُ قَالُوا نَنْزِلُ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَنَزَلُوا وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأُتِيَ بِهِ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ قَدْ حُمِلَ عَلَيْهِ وَحَفَّ بِهِ قَوْمُهُ فَقَالُوا يَا أَبَا عَمْرٍو حُلَفَاؤُكَ وَمَوَالِيكَ وَأَهْلُ النِّكَايَةِ وَمَنْ قَدْ عَلِمْتَ قَالَتْ لَا يُرْجِعُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ دُورِهِمُ الْتَفَتَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ قَدْ آنَى لِي أَنْ لَا أُبَالِيَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمَّا طَلَعَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ فَقَالَ عُمَرُ سَيِّدُنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَنْزِلُوهُ فَأَنْزَلُوهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْكُمُ فِيهِمْ قَالَ سَعْدٌ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ وَقَالَ يَزِيدُ بِبَغْدَادَ وَيُقْسَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحُكْمِ رَسُولِهِ قَالَتْ ثُمَّ دَعَا سَعْدٌ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْئًا فَأَبْقِنِي لَهَا وَإِنْ كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ قَالَتْ فَانْفَجَرَ كَلْمُهُ وَكَانَ قَدْ بَرِئَ حَتَّى مَا يُرَى مِنْهُ إِلَّا مِثْلُ الْخُرْصِ وَرَجَعَ إِلَى قُبَّتِهِ الَّتِي ضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَتْ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ

www.waytojannah.com

بُكَاءَ عُمَرَ مِنْ بُكَاءِ أَبِيْ بَكْرٍ وَأَنَا فِيْ حُجْرَتِيْ وَكَانُوْا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) قَالَ عَلْقَمَةُ قُلْتُ أَيْ أُمَّهْ فَكَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَتْ كَانَتْ عَيْنُهُ لَا تَدْمَعُ عَلَى أَحَدٍ وَلٰكِنَّهُ كَانَ إِذَا وُجِدَ فَإِنَّمَا هُوَ اٰخِذٌ بِلِحْيَتِهِ۔

হযরত আয়েশা (রা) বলেন হযরত সা'দ চলে যাবার পর আমি দাঁড়ালাম এবং একটি বাগানে প্রবেশ করলাম। সেখানে কতক মুসলিম লোককে দেখতে পেলাম। তাঁদের মধ্যে হযরত উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) এবং শিরস্ত্রাণ ও মুখ-বর্ম পরিহিত এক লোক ছিলেন। আমাকে দেখে হযরত উমার (রা) বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার জীবনের কসম আপনি এখানে কেন এসেছেন? আপনি মহাদুঃসাহস দেখিয়েছেন! আপনি যুদ্ধাহত হবেন না কিংবা বন্দী হবেন না এমন নির্ভরতা আপনাকে কে দিল? হযরত উমার (রা) আমাকে বকাবকি করতে লাগলেন তাতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে কামনা করছিলাম যে, তখনই মাটি দু ফাঁক হয়ে যাক আমি তার ভিতরে ঢুকে পড়ি। এসময়ে মুখ-বর্ম পরিহিত লোকটি তার মুখ-বর্ম খুলল। আমি দেখলাম যে, তিনি তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা)। তিনি বললেন, ওহে উমার! আপনি তো বাড়াবাড়ি করে চলছেন। আল্লাহ্র প্রতি ধাবিত হওয়া ছাড়া আত্মরক্ষা কিংবা পলায়নের কী পথ আছে? এ সময়ে ইব্নুল আরানাহ নামের জনৈক কুরায়শী মুশরিক লোক হযরত সা'দকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে এবং সে বলে এই তীর গ্রহণ কর আমি ইব্নুল আরানাহ্। তীর এসে হযরত সা'দের বাহুর রগে বিদ্ধ হয় এবং রগ কেটে যায়। মহান আল্লাহ্র নিকট দুআ করে হযরত সা'দ (রা) বললেন হে আল্লাহ্! বানূ কুরায়যা সম্পর্কে আমার চক্ষু না জুড়ানো পর্যন্ত আমার মৃত্যু দিবেন না। তিনি জাহেলী যুগে বানূ কুরায়যা গোত্রের মিত্র ও বন্ধু ছিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেল। মহান আল্লাহ্ মুশরিকদের প্রতি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করলেন। তাতে তারা যুদ্ধ ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেল। মহান আল্লাহ্ মুমিনদেরকে যুদ্ধ থেকে রক্ষা করলেন। মহান আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও অপ্রতিরোধ্য। এ পর্যায়ে আবূ সুফয়ান ও তার সাথীগণ তিহামা-তে উয়ায়না ইব্ন বদর ও তার সাথীসঙ্গীগণ নাজ্দ অঞ্চলে গিয়ে একত্রিত হল আর বানূ কুরায়যা গোত্র তাদের দূর্গে ফিরে এল এবং নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার করল। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় ফিরে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র খুলে রাখলেন। হযরত সা'দের জন্যে মসজিদে একটি তাঁবু তৈরির নির্দেশ দিলেন। তাঁবু তৈরি করা হল। এসময়ে হযরত জিবরাঈল (সা) এলেন। তাঁর সম্মুখ-দাঁতে বালির চিহ্ন লেগেছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বললেন, আপনি কি অস্ত্র খুলে ফেলেছেন? আল্লাহ্র কসম ফিরিশতাগণ এখনও অস্ত্র খুলে রাখেনি। আপনি বানূ কুরায়যা বিরুদ্ধে অভিযানে বের হন এবং ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) শিরস্ত্রাণ পরিধান করলেন এবং লোকজনকে অভিযানে বের হবার নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বের হয়ে মসজিদের প্রতিবেশী বানূ গানাম গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে বললেন তোমাদের এ পথ দিয়ে কে গমন করেছে? তারা বলল, আমাদের এ পথে দাহয়া কালবী (রা) গমন করেছেন। বস্তুত হযরত দাহ্য়া কালবী (রা) এর দাঁড়ি, দাঁত ও মুখমণ্ডল হযরত জিব্রাঈলের মত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বানূ কুরায়যা গোত্রের নিকট এলেন এবং ২৫ দিন তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখলেন। অবরোধের দুর্দশায় অতিষ্ঠ হবার পর তাদেরকে বলা হল যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর ফায়সালা মেনে নিতে সম্মত হও। তারা আবূ লুবাবাহ ইব্ন আবদুল মুনযিরের পরামর্শ চাইল। তিনি ইঙ্গিতে তাদেরকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর ফায়সালা হবে তোমাদেরকে জবাই করে দেয়া। তারা বলল, আমরা সা'দ ইব্ন মু'আযের ফায়সালা মেনে নিব। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ঠিক আছে তোমরা সা'দ ইব্ন মুআয (রা) এর ফায়সালা মেনে নেয়ার শর্তে বেরিয়ে আস। তারা দূর্গ ছেড়ে

www.waytojannah.com

বেরিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ (সা) সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) কে আনার জন্যে লোক পাঠালেন। খেজুর বৃক্ষের আঁশে তৈরি গদি বসানো একটি গাধার পিঠে উঠিয়ে তাঁকে নিয়ে আসা হল। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তারা বলল, এরা আপনার মিত্র ও বন্ধু গোত্র এদের অবস্থা আপনার জানা আছে। কিন্তু তিনি তাদের দিকে তাকালেন না এবং কোন উত্তর দিলেন না। তাদের মহল্লার কাছাকাছি আসার পর তিনি তাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন এখন কথা বলার সময় হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির বিপরীতে আমি কোন সমালোচকের সমালোচনার পরোয়া করি না। বর্ণনাকারী আবূ সাঈদ (রা) বলেছেন যে, হযরত সা'দ রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকটবর্তী হবার পর তিনি অন্যদেরকে বললেন, তোমাদের সাইয়েদের জন্যে দাঁড়াও এবং তাঁকে নামিয়ে আন। হযরত উমার (রা) বললেন আমাদের সাইয়েদ তো আল্লাহ্ তাআলা। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন আচ্ছা তাঁকে নামিয়ে আন–নামিয়ে আন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত সা'দ ইব্ন মুআয (রা) কে বললেন ওদের ব্যাপারে ফায়সালা দিন। তিনি বললেন আমি এই মর্মে ফায়সালা দিচ্ছি যে, ওদের যুদ্ধক্ষম ব্যক্তিদেরকে হত্যা করা হবে, শিশুদেরকে নিরাপত্তা হেফাজতে নেয়া হবে এবং ওদের ধনসম্পদ বণ্টন করে নেয়া হবে। বর্ণনাকারী ইয়াযীদ যখন বাগদাদে হাদীছটি বর্ণনা করছিলেন তখন তিনি تُقْسَمُ শব্দের স্থলে يُقْسَمُ শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। হযরত সা'দের (রা) ফায়সালা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আপনি আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রাসূলের ফায়সালা মুতাবিকই ফায়সালা করেছেন। এরপর হযরত সা'দ (রা) দু'আ করে বললেন ইয়া আল্লাহ্! আপনি যদি কুরায়শদের বিরুদ্ধে আপনার নবীর আরো কোন যুদ্ধ হওয়া অবশিষ্ট রাখেন তাহলে সেই যুদ্ধের জন্যে আপনি আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন। আর যদি তাঁর আর কুরায়শদের মাঝে যুদ্ধ শেষ হবার ফায়সালা করে থাকেন তাহলে আমাকে আপনার নিকট উঠিয়ে নিন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত সা'দের ক্ষতস্থান সামান্য বাদে বাকীরা শুকিয়ে নিরাময় হয়ে গিয়েছিল। এই দু'আর পর সেই ঘা হতে রক্তক্ষরণ শুরু হল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নির্দেশে প্রস্তুতকৃত তাঁর তাঁবুতে ফিরে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ বকর (রা) এবং উমার (রা) তাঁর নিকট গেলেন। তাঁরা হযরত সা'দের অবস্থা দেখে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সা) এর প্রাণ আমি আমার কক্ষে অবস্থান করে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম কোন্‌টি আবূ বকর (রা) কান্নার শব্দ আর কোন্‌টি উমার (রা)-এর কান্নার শব্দ। মূলতঃ তাঁরা আল্লাহ্‌র ঘোষণা অনুযায়ী পরস্পর দয়ার্দ্র ও ভালবাসার মানুষ ছিলেন। আলকামাহ বলেন আমি তখন বললাম হে আম্মাজান! রাসূলুল্লাহ (সা) এমতাবস্থায় কি করতেন? আয়েশা (রা) বললেন তাঁর চক্ষু কারো জন্যে অশ্রুসজল হত না বরং কোন দুঃখ-ব্যথা পেলে তিনি তাঁর দাঁড়িতে হাত রাখতেন।

(٢٩٠) عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ رُمِيَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَطَعُوْا أَكْحَلَهُ فَحَسَمَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّارِ فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَحَسَمَهُ فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَحَسَمَهُ أُخْرٰى فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَنَزَفَهُ فَلَمَّا رَأٰى ذٰلِكَ قَالَ اللّٰهُمَّ لَا تُخْرِجْ نَفْسِيْ حَتّٰى تُقِرَّ عَيْنِيْ مِنْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً حَتّٰى نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِ سَعْدٍ فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ فَحَكَمَ أَنْ تُقْتَلَ رِجَالُهُمْ وَتُسْتَحْيَا نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيُّهُمْ لِيَسْتَعِيْنَ بِهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ حُكْمَ اللهِ فِيْهِمْ وَكَانُوْا أَرْبَعَ مِائَةٍ فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ قَتْلِهِمْ انْفَتَقَ عِرْقُهُ فَمَاتَ.

www.waytojannah.com

Contents

২৯০. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন খন্দকের যুদ্ধের দিন সা'দ ইব্ন মুআয আহত হয়েছিলেন। তাতে তাঁর হাতের শীর্ষ রগ কেটে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) আগুন ব্যবহার করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করেছিলেন। একপর্যায়ে তাঁর হাত ফুলে ওঠে। রাসূলুল্লাহ (সা) পুনরায় অনুরূপ চিকিৎসা করেন। হাত আবার ফুলে ওঠে। তিনি আবার একই ধারায় চিকিৎসা করেন। আবার হাত ফুলে ওঠে এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এ অবস্থা দেখে মু'আয (রা) বললেন হে আল্লাহ্! বানূ কুরায়যা গোত্রের শেষ পরিণতি দেখে আমার নয়ন জুড়ানোর পূর্বে আমার মৃত্যু দিবেন না। অবিলম্বে তাঁর রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল। আর এক ফোঁটা রক্তও ঝরেনি। বানূ কুরায়যা গোত্র হযরত সা'দ (রা) এর ফায়সালা মানতে রাজী হল। রাসূলুল্লাহ (সা) সা'দ (রা) কে আনার ব্যবস্থা করলেন। তিনি এলেন এবং ফায়সালা দিলেন যে, ওদের বয়স্ক পুরুষদেরকে হত্যা করা হবে এবং নারী ও শিশুদেরকে জীবিত রাখা হবে যাতে মুসলমানগণ ওদের সেবা নিতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আপনি আল্লাহ্র এবং তাঁর রাসূলের ফায়সালা মুতাবিক ফায়সালা দিয়েছেন। ওরা ছিল ৪০০ জন। ওদের হত্যা করার পর মুআয (রা) এর ক্ষতস্থান থেকে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয় এবং তিনি ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

(٢٩١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي الْأُطُمِ الَّذِي فِيْهِ نِسَاءُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُطُمِ حَسَّانَ فَكَانَ يَرْفَعُنِي وَأَرْفَعُهُ فَإِذَا رَفَعَنِي عَرَفْتُ أَبِي حِيْنَ يَمُرُّ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ وَكَانَ يُقَاتِلُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ مَنْ يَأْتِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَيُقَاتِلَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ حِيْنَ رَجَعَ يَا أَبَتِ تَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَعْرِفُكَ حِيْنَ تَمُرُّ ذَاهِبًا إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ أَمَا وَاللهِ إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَجْمَعُ لِي أَبَوَيْهِ جَمِيْعًا يُفْرِيْنِي بِهِمَا يَقُوْلُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي.

২৯১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খন্দক যুদ্ধের দিন আমি এবং উমার ইব্ন আবূ সালামা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সহধর্মিনীদের তাঁবুতে ছিলাম। হাস্সান (রা) ওই তাঁবু তৈরি করেছিলেন। বাহিরের অবস্থা দেখার জন্যে উমার আমাকে উপরে উঠাতো আর আমি তাকে উপরে উঠাতাম। সে যখন আমাকে উপরে উঠাতো তখন আমি দেখতে পেতাম এবং বুঝতে পারতাম যে, ওই আমার পিতা–তিনি বানূ কুরায়যা গোত্রের দিকে যাচ্ছেন। আমার পিতা ওই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে অংশ নিয়েছিলেন। একপর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন কে আছে যে, বানূ কুরায়যা গোত্রের নিকট যাবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? আমার বাবা যখন ফিরে এলেন তখন আমি তাঁকে বললাম, বাবা! আল্লাহ্র কসম আপনি যখন বানূ কুরায়যা গোত্রের দিকে যাচ্ছিলেন তখন আমি আপনাকে নিশ্চিতভাবে চিনতে পেরেছিলাম। বাবা বললেন, প্রিয় পুত্র! রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পিতামাতা দুজনের কুরবানীর কথা উল্লেখ করে আমাকে বলেছিলেন আমার পিতা-মাতা তোমার জন্যে কুরবানী হোক।

(٢٩٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ اشْتَدَّ الْأَمْرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يَأْتِيْنَا بِخَبَرِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَانْطَلَقَ الزُّبَيْرُ فَجَاءَ بِخَبَرِهِمْ ثُمَّ اشْتَدَّ الْأَمْرُ أَيْضًا فَذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ الزُّبَيْرُ حَوَارِيٌّ.

www.waytojannah.com

২৯২. জাবির ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খন্দক যুদ্ধের দিন একপর্যায়ে পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে উঠেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, এমন কেউ কি আছে যে আমাদেরকে বানূ কুরায়যা গোত্রের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবে? অতঃপর হযরত যুবায়র (রা) বানূ কুরায়যা গোত্রের নিকট গেলেন এবং ফিরে এসে তাদের অবস্থা জানালেন। পরিস্থিতি পুনরায় জটিল হয়ে উঠেছিল। এভাবে তিনবার জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল। তিনবারই রাসূলুল্লাহ (সা) ওই আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং তিনবারই হযরত যুবায়র (রা) গিয়ে তাদের অবস্থা জেনে এসে রাসূলুল্লাহ (সা)কে তা অবহিত করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَ الزُّبَيْرُ حَوَارِيٌّ "প্রত্যেক নবীর এক একজন একান্ত সহচর থাকে। আমার একান্ত সহচর হল যুবায়র।"

بَابُ مَا جَاءَ خَاصًّا بِغَزْوَةِ بَنِيْ قُرَيْظَةَ۔

পরিচ্ছেদ : বানূ কুরায়যার যুদ্ধ

(٢٩٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا رَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى رَأْسِهِ الْغُبَارُ قَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ فَوَاللهِ مَا وَضَعْتُهَا أُخْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ قَالَ هَاهُنَا فَأَشَارَ إِلَى بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ قَالَ هِشَامٌ فَأَخْبَرَنِيْ أَبِيْ أَنَّهُمْ نَزَلُوْا عَلَى حُكْمِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ الْحُكْمَ فِيْهِمْ إِلَى سَعْدٍ قَالَ فَإِنِّيْ أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَتُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ قَالَ هِشَامٌ قَالَ أَبِيْ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

২৯৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন খন্দকের যুদ্ধ শেষে ঘরে ফিরে এলেন এবং অস্ত্রশস্ত্র খুলে গোসল করলেন। তখন জিব্‌রাঈল (আ) উপস্থিত হলেন তাঁর মাথায় তখনও ধুলোবালি লেগে রয়েছিল। তিনি বললেন আপনি কি অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলেছেন? আল্লাহ্‌র কসম আমি এখনও খুলিনি, চলুন ওদের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হোন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন কোথায়–কার বিরুদ্ধে? জিব্‌রাঈল (আ) বানূ কুরায়যার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ওদের বিরুদ্ধে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) ওদের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হলেন। হিশাম বলেছেন, আমার পিতা আমাকে জানিয়েছেন যে, ওরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর ফায়সালা মেনে নিতে রাজী হয়েছিল। পরে তিনি তাদেরকে সা'দ (রা) এর ফায়সালা মেনে নেয়ার দিকে নিয়ে যান। সা'দ বললেন, আমি ফায়সালা দিচ্ছি যে, ওদের যুদ্ধক্ষম লোকদেরকে হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হবে এবং ধনসম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে। হিশাম বলেন আমার পিতা বলেছেন যে, আমাকে জানানো হয়েছে যে, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, আপনি ওদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রাসূলের ফায়সালার অনুরূপ ফায়সালা করেছেন।

(٢٩٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى غُبَارِ مَوْكِبِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَاطِعًا فِيْ سِكَّةِ بَنِيْ غَنْمٍ حِيْنَ سَارَ إِلَى بَنِيْ قُرَيْظَةَ۔

www.waytojannah.com

২৯৪. আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন বানূ কুরায়যা গোত্রের দিকে যাত্রা করার সময় বানূ গানাম গোত্রের গলিপথে জিব্‌রাঈল (আ) এর বাহনের যে পদধূলি উড়ছিল তা যেন আমি দেখতে পাচ্ছি।

(٢٩٥) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ لَمْ يُقْتَلْ مِنْ نِسَائِهِمْ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَتْ وَاللهِ إِنَّهَا لَعِنْدِيْ تَحَدَّثُ مَعِيْ تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ رِجَالَهُمْ بِالسُّوقِ إِذْ هَتَفَ هَاتِفٌ بِاسْمِهَا أَيْنَ فُلَانَةُ قَالَتْ أَنَا وَاللهِ قَالَتْ قُلْتُ وَيْلَكِ وَمَا لَكِ قَالَتْ أُقْتَلُ قَالَتْ قُلْتُ وَلِمَ قَالَتْ حَدَثٌ أَحْدَثْتُهُ قَالَتْ فَانْطُلِقَ بِهَا فَضُرِبَتْ عُنُقُهَا وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ وَاللهِ مَا أَنْسَى عَجَبِيْ مِنْ طِيْبِ نَفْسِهَا وَكَثْرَةِ ضَحِكِهَا وَقَدْ عَرَفَتْ أَنَّهَا تُقْتَلُ.

২৯৫. উম্মুল মুমেনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বানূ কুরায়যা গোত্রের মহিলাদের মধ্যে শুধু একজন মহিলাকে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি বলেন আল্লাহ্‌র কসম ওই মহিলা আমার নিকট ছিল। আমার সাথে কথা বলছিল এবং দিব্যি হাসাহাসি করছিল। ওদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) বাজার এলাকায় ওদের পুরুষদের হত্যা করছিলেন। হঠাৎ এক ঘোষক মহিলাটির নাম ধরে চীৎকার দিয়ে বলল অমুক কোথায়? সে বলল আল্লাহ্‌র কসম, আমি এই যে, এখানে। আয়েশা (রা) বলেন আমি বললাম হায়! তোমার ব্যাপারে আবার কী ঘটল? সে বলল আমাকে হত্যা করা হবে। আয়েশা বলেন আমি বললাম, কেন? সে বলল, বড় এক ঘটনার জন্যে যা আমি ঘটিয়েছি। অতঃপর তাকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হল। হযরত আয়েশা (রা) বলতেন মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মহিলাটির স্বাচ্ছন্দ্য কথাবার্তা ও হাসাহাসিতে আমার বিস্ময় ও আশ্চর্য হবার কথাটা আমি ভুলব না।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ زِوَاجِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَنُزُوْلِ آيَةِ الْحِجَابِ

পরিচ্ছেদ : যায়নাব বিন্‌ত জাহাশের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিয়ে এবং পর্দার আয়াত নাযিল হওয়া

(٢٩٦) حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ اذْهَبْ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَاهَا قَالَ وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجِيْنَهَا فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِيْ صَدْرِيْ حَتَّى مَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا قَالَ هَاشِمٌ حِيْنَ عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهَا فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِيْ وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبَيَّ فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَبْشِرِيْ أَرْسَلَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكِ قَالَتْ مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُؤَامِرَ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ يَعْنِي الْقُرْآنَ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَنَا عَلَيْهَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ قَالَ هَاشِمٌ فِيْ حَدِيْثِهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا حِيْنَ أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُطْعِمْنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ فَخَرَجَ النَّاسُ

www.waytojannah.com

Contents

وَبَقِيَ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعْتُهُ فَجَعَلَ يَتَتَبَّعُ حُجَرَ نِسَائِهِ فَجَعَلَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَقُلْنَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ قَالَ فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أُخْبِرَ قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ مَعَهُ فَأَلْقَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ قَالَ وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِمَا وُعِظُوا بِهِ قَالَ هَاشِمٌ فِي حَدِيثِهِ (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ).

২৯৬. হিশাম, সুলায়মান ইব্ন মুগীরা ও ছাবিত হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, যখন যায়নাব (রা) এর ইদ্দত পালন শেষ হল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) যায়দকে বললেন তুমি যয়নাবের নিকট যাও এবং তাকে আমার বিয়ের প্রস্তাব দাও। যায়দ সেখানে গেলেন। যায়নাব তখন আটার মণ্ড তৈরি করছিলেন। যায়দ বলেন তাকে দেখে আমার মনে ভয় সৃষ্টি হল আমি তার দিকে তাকাতে পারছিলাম না কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন সে তাঁর স্ত্রী হবে। আমি তার উল্টো দিকে মুখ করে উল্টো হেঁটে তার দিকে যাচ্ছিলাম। আমি বললাম যায়নাব! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন। সে বলল আমার প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার সাথে পরামর্শ না করে আমি কিছু বলব না। অতঃপর সে তার জায়নামাযে দাঁড়াল। ইত্যবসরে কুরআনের আয়াত নাযিল হল। রাসূলুল্লাহ (সা) সরাসরি এসে উপস্থিত হলেন এবং অনুমতি ছাড়াই যায়নাবের নিকট চলে গেলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন আমি দেখেছি যে, এ উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে রুটি ও গোশত খাইয়েছেন। হাশিমের বর্ণনায় এ কথাটুকু আছে যে, যায়দ বলেছেন যখন আমি বুঝলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে প্রস্তাব দিয়েছেন। হাশিম তার বর্ণনায় এও উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেছেন আমি দেখেছি যে, যায়নাব ও রাসূলুল্লাহ (সা) এর বাসরের পর তিনি আমাদেরকে রুটি ও গোশত খাইয়েছেন। খাওয়া-দাওয়া শেষে লোকজন চলে গিয়েছিল। কিন্তু কয়েকজন তখনও রাসূলুল্লাহ (সা) এর হুজরায় বসে গল্পগুজব করছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) হুজরা থেকে বের হয়ে তাঁর অন্যান্য সহধর্মিনীদের কক্ষের দিকে গেলেন। আমি তাঁর পেছনে ছিলাম। তিনি সহধর্মিনীদেরকে সালাম দিচ্ছিলেন আর তাঁরা বলছিলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার নতুন স্ত্রীকে কেমন পেলেন? আনাস (রা) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে জানালাম নাকি তিনি অন্যসূত্রে জানলেন যে, অবশিষ্ট লোকজন চলে গিয়েছে তা আমি এখন ঠিক বলতে পারছি না। যা হোক ওদের চলে যাবার বিষয়টি অবগত হবার পর তিনি তাঁর কক্ষের দিকে গেলেন এবং ভেতরে প্রবেশ করলেন। আমি তাঁর সাথে ভেতরে প্রবেশ করতে গেলাম কিন্তু তিনি আমার মাঝে ও তাঁর মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন এবং পর্দার আয়াত নাযিল হল এবং আয়াতের মাধ্যমে লোকজনকে যা নসীহত করার করা হল। হাশিম তাঁর বর্ণনায় আয়াতটি উল্লেখ করেছেন যে,

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي لنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ.

www.waytojannah.com

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্যে অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্যে নবী-গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ করবে এবং ভোজন শেষে চলে যাবে। তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না, কারণ তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয়, তিনি তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না। (সূরা আহযাব ঃ ৫৩)।

(٢٩٧) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ مَا أَوْلَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ فَمَا أَوْلَمَ قَالَ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتّٰى تَرَكُوْهُ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ فَأَوْلَمَ بِشَاةٍ أَوْ ذَبَحَ شَاةً.

২৯৭. আবদুল আযীয ইব্ন সুহায়ব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা) কে শুনেছি তিনি বলছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সহধর্মিনী যায়নাবের ওয়ালীমাতে যে আয়োজন করেছেন অন্য কোন স্ত্রীর ওয়ালীমায় তার চেয়ে উত্তম ও অধিক আয়োজন করেননি। তখন ছাবিত বুনানী বললেন যয়নাব (রা) এর ওয়ালীমায় কী আয়োজন করেছিলেন? আনাস (রা) বললেন তিনি পর্যাপ্ত রুটি ও গোশত ভোজনের আয়োজন করেছিলেন। তা এত ছিল যে, সকলে তৃপ্তি সহকারে খাওয়া শেষে কিছুটা অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল। অন্য এক সনদে ছাবিত বর্ণনা করেছেন আনাস (রা) থেকে, তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ (সা) যায়নাব বিনত জাহাশের ওয়ালীমায় যে ভোজনের আয়োজন করেছিলেন তাঁর অন্য কোন সহধর্মিনীর ক্ষেত্রে তেমনটি করতে আমি দেখিনি। এ আয়োজনে তিনি বকরীর গোশতের আয়োজন করেছিলেন কিংবা বকরী জবাই করেছিলেন।

(٢٩٨) عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَوْلَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ فَأَشْبَعَ الْمُسْلِمِيْنَ خُبْزًا وَلَحْمًا ثُمَّ خَرَجَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ فَيَأْتِيْ حُجَرَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُوْ لَهُنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُوْنَ لَهُ ثُمَّ رَجَعَ وَأَنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهٰى إِلَى الْبَابِ إِذَا رَجُلَانِ قَدْ جَرٰى بَيْنَهُمَا الْحَدِيْثُ فِيْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَلَمَّا أَبْصَرَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَعَ وَثَبَا فَزِعَيْنِ فَخَرَجَا فَلَا أَدْرِيْ أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَوْ مَنْ أَخْبَرَهُ فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৯৮. হুমায়দ সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যায়নাব (রা) এর বিয়ে উপলক্ষে ওয়ালীমার আয়োজন করেছিলেন। তাতে তিনি মুসলমানগণকে তৃপ্তি সহকারে রুটি ও গোশত খাইয়েছেন। এরপর তিনি বিয়ের পর যা করেন সে নিয়মানুযায়ী সেখান থেকে বের হয়ে তাঁর অন্যান্য সহধর্মিনী মুমিন জননীদের নিকট গেলেন এবং তাঁদেরকে সালাম জানালেন তাঁদের জন্যে দু'আ করলেন। তাঁরা তাঁকে সালাম জানালেন এবং দু'আ করলেন। এরপর তিনি নিজ হুজরাতে ফিরে এলেন। দরজায় এসে দেখতে পেলেন যে, গৃহের একপাশে দুজন লোক তখনও গল্পগুজবে মশগুল হয়ে আছে।

www.waytojannah.com

রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে দেখে সেখান থেকে ফিরে গেলেন। তারা যখন দেখল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফিরে গিয়েছেন তখন তারা অস্থির হয়ে অবিলম্বে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। আমার ঠিক জানা নেই যে, ওদের চলে যাবার বিষয়টি আমি তাঁকে জানিয়েছি নাকি অন্য কেউ জানিয়েছে। ওদের চলে যাবার বিষয় অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ গৃহে ফিরে এলেন।

(٢٩٩) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُوْلُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْكَحَنِيْ مِنَ السَّمَاءِ.

২৯৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যায়নাব বিনত জাহাশ (রা) এই বলে রাসূলুল্লাহ (সা) এর অন্য স্ত্রীদের উপর গর্ব প্রকাশ করত যে, মহান আল্লাহ্ আমাকে আকাশ থেকে বিয়ে দিয়েছেন।

اَبْوَابُ حَوَادِثَ سَنَةَ سِتٍّ مِنَ الْهِجْرَةِ

৬ষ্ঠ হিজরীর ঘটনাবলী

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سَرِيَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ قِبَلَ نَجْدٍ وَأَسْرِ ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ وَإِسْلَامِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

পরিচ্ছেদ : নাজদ অভিমুখে মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামাহ্-এর সেনা অভিযান, ছুমামা ইব্ন আছালের বন্দী হওয়া এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণ

(٣٠٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِيْ حَنِيْفَةَ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِيْ يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى إِذَا كَانَ الْغَدُ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِيْ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقُوْا بِثُمَامَةَ فَانْطَلَقُوْا بِهِ إِلَى نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ يَا مُحَمَّدُ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ

www.waytojannah.com

الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ وَوَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبَأْتَ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

৩০০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নাজদ অভিমুখে একটি অশ্ববাহিনী প্রেরণ করলেন। তারা ছুমামা ইব্ন আছাল নামে বানূ হানীফা গোত্রের এক লোককে ধরে নিয়ে এল। সে ছিল ইয়ামামা বাসীদের নেতা। মসজিদের একটি খুঁটির সাথে তাঁকে বেঁধে রাখা হল। রাসূলুল্লাহ (সা) তার নিকট এলেন এবং বললেন, হে ছুমামাহ! তোমার মনোভাব কী? সে বলল হে মুহাম্মাদ আমার মনোভাবতো ভালই। আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন তবে এমন লোককে হত্যা করবেন যার খুনের প্রতিশোধ নেয়া হবে আর যদি আপনি কৃপা করেন তবে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে কৃপা করবেন। আর আপনি যদি ধনসম্পদ চান তাহলে আপনি চেয়ে নিন, যা চাইবেন তা পাবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে রেখে চলে গেলেন। পরের দিন তিনি এসে বললেন হে ছুমামাহ্! তোমার মনোভাব কী? সে বলল, আমি আপনাকে আগে যা বলেছি তা। আপনি যদি কৃপা করেন তবে একজন কৃতজ্ঞের প্রতি কৃপা করবেন। আর যদি হত্যা করেন তবে এমন লোককে হত্যা করবেন যার খুনের প্রতিশোধ অনিবার্য। আর আপনি যদি ধনসম্পদ চান তাহলে বলুন যা চাইবেন তা পাবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে রেখে চলে গেলেন। পরদিন রাসূলুল্লাহ (সা) এসে বললেন হে ছুমামাহ! তোমার মনোভাব কী? সে বলল, আগে যা বলেছি তা-ই। আপনি যদি কৃপা করেন তবে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি কৃপা করবেন। যদি হত্যা করেন তাহলে এমন লোককে হত্যা করবেন যার খুনের প্রতিশোধ অনিবার্য। আর আপনি যদি ধনসম্পদ চান তাহলে বলুন– যা চাইবেন তা পাবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ছুমামাকে নিয়ে যাও। তাঁরা তাকে মসজিদের পাশে একটি খেজুর বাগানে নিয়ে গেলেন। ছুমামাহ সেখানে গোসল করে নিলেন। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে বললেন,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল। হে মুহাম্মাদ (সা)! আল্লাহ্র কসম এই ধরাপৃষ্ঠে আমার নিকট আপনার চেহারার চেয়ে অধিক ঘৃণ্য কোন চেহারা ছিল না আর এখন আপনার চেহারা আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় চেহারা। আল্লাহ্র কসম আমার নিকট আপনার ধর্মের চেয়ে অধিক ঘৃণ্য কোন ধর্ম ছিল না আর এখন আমার নিকট আপনার ধর্ম সর্বাধিক প্রিয় ধর্ম। আল্লাহ্র কসম আমার নিকট আপনার শহরের চেয়ে অধিক ঘৃণ্য কোন শহর ছিল না আর এখন আপনার শহর হয়েছে আমার সর্বাধিক প্রিয় শহর। আপনার অশ্ববাহিনী আমাকে ধরে এনেছে। আমি মূলতঃ তখন উমরাহ করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম এখন আপনি বলুন কী করা যায়? অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সুসংবাদ দিলেন এবং উমরাহ সম্পাদনের নির্দেশ দিলেন। তিনি যখন মক্কায় উপস্থিত হলেন তখন কে একজন বলল তুমি তো ধর্মান্তরিত হয়েছ।

www.waytojannah.com

উত্তরে তিনি বললেন, না–তা নয় বরং আমি রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্‌র কসম যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ (সা) অনুমতি দিবেন ততক্ষণ ইয়ামামা থেকে একটি গমের বিচিও তোমাদের নিকট আসবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ غَزْوَةِ بَنِيْ لِحْيَانَ الَّتِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِعُسْفَانَ.

পরিচ্ছেদ : উসফান অঞ্চলে অনুষ্ঠিত বানূ লিহ্‌য়ানের যুদ্ধ। এখানে রাসূলল্লাহ (সা) ভয়কালীন নামায আদায় করেছেন

(٣٠١) عَنْ أَبِيْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشْرِكُوْنَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَصَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَقَالُوْا قَدْ كَانُوْا عَلٰى حَالٍ لَوْ أَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ ثُمَّ قَالُوْا تَأْتِيْ عَلَيْهِمُ الْاٰنَ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ قَالَ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهٰذِهِ الْاٰيَاتِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ) قَالَ فَحَضَرَتْ فَأَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذُوْا السِّلَاحَ -اَلْحَدِيْثُ.

৩০১. আবূ আইয়াশ যুরাকী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে উসফান অঞ্চলে ছিলাম। এ সময়ে মুশরিকগণ আমাদের মুখোমুখি হল। ওদের নেতৃত্বে ছিল খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ। ওরা আমাদের আর কিবলার মধ্যখানে ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) নিয়ম-মাফিক যোহরের নামায আদায় করলেন। তারা বলল, হায় এতো এমন এক সুযোগ ছিল যে, আমরা ওদের উপর আক্রমণ করতে পারতাম। এরপর তারা বলল, অবিলম্বে তাদের আরেকটি নামাযের সময় আসবে যে নামায তাদের নিকট নিজেদের জীবন ও ছেলেমেয়েদের চেয়েও প্রিয়। আমরা সে সুযোগ কাজে লাগাব। ইতিমধ্যে হযরত জিব্‌রাঈল এসে পৌঁছলেন এ আয়াতগুলো নিয়ে। তিনি এসেছিলেন যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে। আয়াতগুলো এই–

وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَّاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضٰى أَنْ تَضَعُوْا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا.

যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন ও তাদের সাথে নামায আদায় করবেন তখন তাদের একদল আপনার সাথে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাদের সিজদা করা হলে তারা যেন আপনার পেছনে অবস্থান করে, আর অপর একদল যারা নামাযে শরীক হয়নি তারা আপনার সাথে যেন নামাযে

www.waytojannah.com

Contents

শরীক হয় এবং যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফিরগণ কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও যাতে তারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্যে কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নেই–কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ্ কাফিরদের জন্যে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে; যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যথাযথভাবে নামায আদায় করবে– নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা মুমিনদের জন্যে অবশ্যকর্তব্য। (সূরা নিসা : ১০২, ১০৩)। এরপর আসরের নামাযের সময় হল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাথীদেরকে আয়াত মুতাবিক নির্দেশ দিলেন। তাঁরা সশস্ত্র অবস্থায় নামাযে শরীক হলেন।

(٠) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بَيْنَ ضَجْنَانٍ وَعُسْفَانَ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ إِنَّ لِهٰؤُلَاءِ صَلَاةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَأَبْكَارِهِمْ وَهِيَ الْعَصْرُ فَأَجْمِعُوْا أَمْرَكُمْ فَمِيْلُوْا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَإِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ شَطْرَيْنِ فَيُصَلِّيَ بِبَعْضِهِمْ وَتَقُوْمُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرٰى وَرَاءَهُمْ وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ثُمَّ تَأْتِي الْأُخْرٰى فَيُصَلُّوْنَ مَعَهُ وَيَأْخُذُ هٰؤُلَاءِ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ لِتَكُوْنَ لَهُمْ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ.

৩০২. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দাজনান ও উসফানের মধ্যবর্তী স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। মুশরিকগণ বলল, ওদের একটি নামায আছে যা তাদের নিকট তাদের প্রাণ ও সন্তান-সন্ততির চেয়ে অধিক প্রিয়। সেটি হল আসরের নামায। তোমরা পূর্ণ প্রস্তুত থাকবে এবং ওই সুযোগে তাদের উপর এক প্রচণ্ড আক্রমণ চালাবে। ইতিমধ্যে জিব্রাঈল (আ) এলেন রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট। তাঁর সাহাবীদেরকে দু' দলে বিভক্ত করতে বললেন। একদলকে সাথে নিয়ে তিনি নামায আদায় করবেন অপরদল তাদের পেছনে পাহারারত থাকবে। তারা সশস্ত্র ও সতর্ক থাকবে। এরপর দ্বিতীয় দল আসবে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে নামায আদায় করবে। এরাও সশস্ত্র ও সতর্ক থাকবে। এতে সাহাবীদের হবে জামাতে এক রাকআত করে আর রাসূলুল্লাহ (সা) এর হবে দু রাক'আত।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَفِيْهَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ

পরিচ্ছেদ : যাতুর রিকা যুদ্ধ–এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) ভয়কালীন নামায আদায় করেছেন

(٣٠٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَأُصِيْبَتْ اِمْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَافِلًا وَجَاءَ زَوْجُهَا وَكَانَ غَائِبًا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ حَتّٰى يُهْرِيْقَ دَمًا فِيْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ

www.waytojannah.com

يَتْبَعُ أَثَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا فَقَالَ مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا لَيْلَتَنَا هٰذِهِ فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَا نَحْنُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَكُوْنُوْا بِفَمِ الشِّعْبِ قَالَ وَكَانُوْا نَزَلُوْا إِلٰى شِعْبٍ مِنَ الْوَادِيْ فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلٰى فَمِ الشِّعْبِ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلْمُهَاجِرِيِّ أَيُّ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَكْفِيَكَهُ أَوَّلَهُ أَوْ اٰخِرَهُ قَالَ اكْفِنِيْ أَوَّلَهُ فَاضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ فَنَامَ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّيْ وَأَتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأٰى شَخْصَ الرَّجُلِ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيْئَةُ الْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيْهِ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ اٰخَرَ فَوَضَعَهُ فِيْهِ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا ثُمَّ عَادَ لَهُ بِثَالِثٍ فَوَضَعَهُ فِيْهِ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ أَهَبَّ صَاحِبَهُ فَقَالَ اجْلِسْ فَقَدْ أُوتِيْتَ فَوَثَبَ فَلَمَّا رَاٰهُمَا الرَّجُلُ عَرَفَ أَنْ قَدْ نَذَرُوْا بِهِ فَهَرَبَ فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاءِ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ أَلَا أَهْبَبْتَنِيْ قَالَ كُنْتُ فِيْ سُوْرَةٍ أَقْرَؤُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا حَتّٰى أُنْفِذَهَا فَلَمَّا تَابَعَ الرَّمْيَ رَكَعْتُ فَأُرِيْتُكَ وَايْمُ اللهِ لَوْلَا أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْرًا أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِهِ لَقَطَعَ نَفْسِيْ قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أُنْفِذَهَا۔

৩০৩. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে যাতুর রিকা' যুদ্ধে বের হলাম। জনৈকা মুশরিক মহিলা আমাদের হাতে ধরা পড়ল। তার স্বামী তখন অন্যত্র অবস্থান করছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ফিরে আসছিলেন তখন তার স্বামী কসম করে বলেছিল যে, মুহাম্মাদের (সা) সাহাবীগণের মধ্যে কারো রক্ত প্রবাহিত না করে খুন না করে সে থামবে না। সে রাসূলুল্লাহ (সা) এর পদচিহ্ন ধরে সামনে এগুচ্ছিল। এক জায়গায় এসে রাসূলুল্লাহ (সা) যাত্রাবিরতি করলেন। তিনি ঘোষণা দিয়ে বললেন আমাদেরকে পাহারা দেয়ার কে আছ? একজন আনসারী এবং একজন মুহাজির তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আমরা আছি। তিনি বললেন তোমরা গিরি গুহার প্রবেশ মুখে অবস্থান করবে। অভিযাত্রী দল এক পার্বত্য উপত্যকায় গিরিগুহায় অবস্থান করছিল। প্রহরী দুজন গুহার প্রবেশ মুখে যাবার পর আনসারী ব্যক্তিটি মুহাজির ব্যক্তিকে বলল, আমি আপনাকে রাতের কোন অংশে বিশ্রাম নিতে দিব প্রথম অংশে নাকি শেষ অংশে? তিনি বললেন আপনি রাতের প্রথম অংশে আমাকে অব্যাহতি দিন। ফলে রাতের প্রথম অংশে মুহাজির ব্যক্তিটি ঘুমিয়ে পড়লেন। আনসারী ব্যক্তি নামাযে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে একজন আগন্তুক সেখানে উপস্থিত হয়। মানুষের কায়া দেখে সে ধরে নিল যে, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট গোত্রের প্রহরী ও নিরাপত্তাকর্মী। সে আনসারী প্রহরীকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে। তীর তাঁর শরীরে বিদ্ধ হয়। তিনি সেটি খুলে রেখে নামাযে স্থির থাকেন। এরপর সে তৃতীয় তীর নিক্ষেপ করে। তীর তার শরীরে বিদ্ধ হয়। তিনি সেটি খুলে রুকূ সিজদা চালিয়ে যান। এরপর তিনি তাঁর সাথী মুহাজির সাহাবীর জাগ্রত করেন এবং বলেন আপনি উঠে বসুন আমি আক্রান্ত হয়েছি। শত্রু ব্যক্তি যখন দুজনকে দেখতে পেল তখন সে বুঝল যে, তার ব্যাপারে সবাইকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর সে পালিয়ে যায়। আনসারী প্রহরীর অবস্থা দেখে মুহাজির সাহাবী অস্থির হয়ে পড়লেন এবং বললেন, আপনি আমাকে আরো আগে জাগ্রত করেননি কেন? তিনি বললেন নামাযে আমি একটি সূরা পাঠ করছিলাম, সেটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেটি বন্ধ করা পছন্দ করিনি। সে

www.waytojannah.com

যখন একটার পর একটা তীর নিক্ষেপ শুরু করল তখন আমি আপনাকে জাগিয়ে তুললাম। আল্লাহ্‌র কসম রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে প্রবেশ পথ পাহারার যে দায়িত্ব দিয়েছেন তাতে ত্রুটি হবার আশংকা না থাকলে ওই পঠন বন্ধ করা কিংবা শেষ করার পূর্বে আমার মৃত্যু হয়ে যেত।

(٣٠٤) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَاتَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَارِبَ خَصَفَةَ بِنَخْلٍ فَرَأَوْا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ غِرَّةً فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ حَتّٰى قَامَ عَلٰى رَأْسِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفِ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ قَالَ اللهُ فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهٖ فَأَخَذَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ قَالَ كُنْ كَخَيْرِ اٰخِذٍ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ قَالَ لَا وَلٰكِنِّيْ أُعَاهِدُكَ أَنْ لَا أُقَاتِلَكَ وَلَا أَكُوْنَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُوْنَكَ فَخَلّٰى سَبِيْلَهُ قَالَ فَذَهَبَ إِلٰى أَصْحَابِهٖ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ فَلَمَّا كَانَ الظُّهْرُ أَوِ الْعَصْرُ صَلّٰى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَكَانَ النَّاسُ طَائِفَتَيْنِ طَائِفَةً بِإِزَاءِ عَدُوِّهِمْ وَطَائِفَةً صَلَّوْا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى بِالطَّائِفَةِ الَّذِيْنَ كَانُوا مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَكَانُوْا مَكَانَ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِإِزَاءِ عَدُوِّهِمْ وَجَاءَ أُولٰئِكَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَ لِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ وَلِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ۔

৩০৪. জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নাখল অঞ্চলে খাসফা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হলেন। হঠাৎ তারা মুসলমানদের অসতর্কতার একটা সময় দেখতে পেল। এ সুযোগে গাওরাছ ইব্‌ন হারিছ নামে ওদের এক লোক তরবারি হাতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর মাথার পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, তোমাকে আমার হাত থেকে এখন রক্ষা করবে কে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন– আল্লাহ্ রক্ষা করবেন। এতে তার হাত থেকে তরবারিটি মাটিতে পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) সেটি হাতে তুলে নিলেন এবং বললেন তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে কে? সে বলল, আপনি উত্তম তরবরিবাহী হোন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন তুমি কি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই? সে বলল, না, তা সাক্ষ্য দিব না তবে আমি আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি জীবনে কখনো আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না এবং যে সম্প্রদায় আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে তাদের দলে থাকব না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ছেড়ে দিলেন। সে তার নিজের সম্প্রদায়ের লোকজনের কাছে গিয়ে বলল, আমি এখন সর্বোত্তম মানুষটির নিকট থেকে এসেছি। এ অভিযানে রাসূলুল্লাহ (সা) যোহর এবং আসরের সময় ভয়কালীন নামায আদায় করেছেন। মুসলিম সৈন্যগণ দুভাগে বিভক্ত হলেন। একদল শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়ালেন অপর দল রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে নামাযে দাঁড়ালেন। যাঁরা তাঁর সাথে ছিল তাদেরকে নিয়ে তিনি দু'রাকআত আদায় করলেন। এরপর তারা শত্রুর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল এবং অপর দল এসে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে নামাযে শরীক হল। তিনি তাদেরকে নিয়ে দু' রাকআত আদায় করলেন। ফলে সৈন্যদের প্রত্যেক দলের হল দু'রাকআত করে আর রাসূলুল্লাহ (সা) এর হল চার রাকআত।

www.waytojannah.com

Contents

عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّتِيْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوْا لِأَنْفُسِهِمْ الحديث۔

সালিহ ইব্ন খাওয়াত ইব্ন জুবায়র থেকে বর্ণিত। যাতুর রিকা অভিযানে যারা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে ভয়কালীন নামায আদায় করেছেন তিনি তাঁদের একজন। তিনি বলেছেন যে, সৈনিকদের একদল রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে নামাযে দাঁড়িয়েছিল আর অপর দল দাঁড়িয়েছিল শত্রুর মুখোমুখি। যাঁরা তাঁর সাথে ছিল তাদেরকে নিয়ে তিনি এক রাকআত আদায় করেছিলেন। এরপর তিনি দাঁড়িয়েছিলেন আর সৈনিকগণ নিজেরা নিজেদের নামায পূর্ণ করেছিলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ وَصَدِّ قُرَيْشٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ عَنْ دُخُوْلِ مَكَّةَ وَإِجْرَاءِ الصُّلْحِ۔

পরিচ্ছেদ : হুদায়বিয়ার উমরাহ, রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবীদের মক্কা প্রবেশে কুরায়শদের বাধাদান ও সন্ধিচুক্তি সম্পাদন

(٣٠٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيْثَ صَاحِبِهِ قَالَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانَ الْحُدَيْبِيَةِ فِيْ بِضْعٍ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَبَعَثَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ يُخْبِرُهُ عَنْ قُرَيْشٍ وَسَارَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِغَدِيْرِ الْأَشْطَاطِ قَرِيْبٌ مِنْ عُسْفَانَ أَتَاهُ عَيْنُهُ الْخُزَاعِيُّ فَقَالَ إِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ قَدْ جَمَعُوْا لَكَ الْأَحَابِيْشَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَقَالَ قَدْ جَمَعُوْا لَكَ الْأَحَابِيْشَ وَجَمَعُوْا لَكَ جُمُوْعًا وَهُمْ مُقَاتِلُوْكَ وَصَادُّوْكَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشِيْرُوْا عَلَيَّ أَتَرَوْنَ أَنْ نَمِيْلَ إِلَى ذَرَارِيِّ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ أَعَانُوْهُمْ فَنُصِيْبَهُمْ فَإِنْ قَعَدُوْا قَعَدُوْا مَوْتُوْرِيْنَ مَحْرُوْبِيْنَ وَإِنْ نَجَوْا وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ مَحْزُوْنِيْنَ وَإِنْ يَحْنُوْنَ تَكُنْ عُنُقًا قَطَعَهَا اللهُ أَوْ تَرَوْنَ أَنْ نَؤُمَّ الْبَيْتَ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّمَا جِئْنَا مُعْتَمِرِيْنَ وَلَمْ نَجِئْ نُقَاتِلُ أَحَدًا وَلٰكِنْ مَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَاتَلْنَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُوْحُوْا إِذًا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ كَانَ أَكْثَرَ مَشُوْرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِيْ حَدِيْثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ فَرَاحُوْا حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ بِالْغَمِيْمِ فِيْ خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيْعَةً فَخُذُوْا ذَاتَ الْيَمِيْنِ فَوَاللهِ مَا

www.waytojannah.com

شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُوَ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ بَرَكَتْ بِهَا رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلْ حَلْ فَأَلَحَّتْ فَقَالُوا خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ بِهِ قَالَ فَعَدَلَ عَنْهَا حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ إِنَّمَا يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا فَلَمْ يَلْبَثْهُ النَّاسُ أَنْ نَزَحُوهُ فَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ قَالَ فَوَاللهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ قَالَ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ وَقَالَ إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ مَعَهُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهَكَتْهُمُ الْحَرْبُ فَأَضَرَّتْ بِهِمْ فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ فَإِنْ أَظْهَرُ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي أَوْ لَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ قَالَ يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ حَتَّى تَنْفَرِدَ قَالَ فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْنَاهُمْ مُدَّةً قَالَ بُدَيْلٌ سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا فَقَالَ إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا فَإِنْ شِئْتُمْ نَعْرِضْهُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ لَا حَاجَةَ لَنَا فِي أَنْ تُحَدِّثَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ ذُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ فَقَالَ أَيْ قَوْمِ أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَوَلَسْتُ بِالْوَلَدِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَهَلْ تَتَّهِمُونِي قَالُوا لَا قَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظٍ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَيَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِي وَمَنْ أَطَاعَنِي قَالُوا بَلَى فَقَالَ إِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِيهِ فَقَالُوا ائْتِهِ فَأَتَاهُ قَالَ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ أَيْ مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ قَوْمَكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَصْلَهُ قَبْلَكَ وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَى وُجُوهًا وَأَرَى أَوْبَاشًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ امْصُصْ بَظْرَ اللَّاتِ نَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوا أَبُو بَكْرٍ قَالَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا يَدٌ

www.waytojannah.com

كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَأَجَبْتُكَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ وَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَصْلِ السَّيْفِ وَقَالَ أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ أَيْ غُدَرُ أَوَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنِهِ قَالَ فَوَاللهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ قَوْمِ وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ وَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ إِنْ يَتَنَخَّمُ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ دَعُونِي آتِيهِ فَقَالُوا ائْتِهِ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا فُلَانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ فَبُعِثَتْ لَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ الْقَوْمُ يُلَبُّونَ فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَا يَنْبَغِي لِهٰؤُلَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ فَلَمْ أَرَ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ فَقَالَ دَعُونِي آتِهِ فَقَالُوا ائْتِهِ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا مِكْرَزٌ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ مَعْمَرٌ وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُلَ مِنْ أَمْرِكُمْ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا فَدَعَا الْكَاتِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ سُهَيْلٌ أَمَّا الرَّحْمٰنُ فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ مَا هُوَ وَلٰكِنِ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ وَاللهِ مَا نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ ثُمَّ قَالَ هٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ

www.waytojannah.com

رَسُوْلُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ وَلٰكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ إِنِّيْ لَرَسُوْلُ اللهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُوْنِيْ اُكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَذٰلِكَ لِقَوْلِهِ لَا يَسْأَلُوْنِيْ خُطَّةً يُعَظِّمُوْنَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ تُخَلُّوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوْفَ بِهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً وَلٰكِنْ لَكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيْكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ سُبْحَانَ اللهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا فَبَيْنَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذْ جَاءَ أَبُوْ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ وَقَالَ يَحْيٰى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ يَرْصُفُ فِيْ قُيُوْدِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتّٰى رَمٰى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ سُهَيْلٌ هٰذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيْكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ قَالَ فَوَاللهِ إِذًا لَا نُصَالِحُكَ عَلٰى شَيْءٍ أَبَدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجِزْهُ لِيْ قَالَ مَا أَنَا بِمُجِيْزِهُ لَكَ قَالَ بَلٰى فَافْعَلْ قَالَ مَا أَنَا بِفَاعِلٍ قَالَ مِكْرَزٌ بَلٰى قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ فَقَالَ أَبُوْ جَنْدَلٍ أَيْ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيْتُ وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي اللهِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَلَسْتَ نَبِيَّ اللهِ قَالَ بَلٰى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلٰى قَالَ قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِيْ دِيْنِنَا إِذًا قَالَ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ وَلَسْتُ أَعْصِيْهِ وَهُوَ نَاصِرِيْ قُلْتُ أَوَلَسْتَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوْفُ بِهِ قَالَ بَلٰى قَالَ أَفَأَخْبَرْتُكَ أَنَّكَ تَأْتِيْهِ الْعَامَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ اٰتِيْهِ وَمُتَطَوِّفٌ بِهِ قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَيْسَ هٰذَا نَبِيُّ اللهِ حَقًّا قَالَ بَلٰى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلٰى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِيْ دِيْنِنَا إِذًا قَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ وَلَنْ يَعْصِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ تَطَوَّفْ بِغَرْزِهِ حَتّٰى تَمُوْتَ فَوَاللهِ إِنَّهُ لَعَلَى الْحَقِّ قُلْتُ أَوَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوْفُ بِهِ قَالَ بَلٰى قَالَ أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّهُ يَأْتِيْهِ الْعَامَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ اٰتِيْهِ وَمُتَطَوِّفٌ بِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِذٰلِكَ أَعْمَالًا قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ قُوْمُوْا فَانْحَرُوْا ثُمَّ احْلِقُوْا قَالَ فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتّٰى قَالَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ قَامَ فَدَخَلَ عَلٰى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتُحِبُّ ذٰلِكَ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتّٰى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَقَامَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتّٰى فَعَلَ ذٰلِكَ نَحَرَ هَدْيَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَلَمَّا رَأَوْا ذٰلِكَ قَامُوْا فَنَحَرُوْا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتّٰى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا ثُمَّ جَاءَهُ

www.waytojannah.com

نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ) حَتّٰى بَلَغَ (بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) قَالَ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِيْ سُفْيَانَ وَالْأُخْرٰى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَجَاءَهُ أَبُوْ بَصِيْرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَقَالَ يَحْيٰى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ فَقَدِمَ عَلَيْهِ أَبُوْ بَصِيْرِ بْنُ أُسَيْدٍ الثَّقَفِيُّ مُسْلِمًا مُهَاجِرًا فَاسْتَأْجَرَ الْأَخْنَسَ بْنَ شَرِيْقٍ رَجُلًا كَافِرًا مِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَمَوْلًى مَعَهُ وَكَتَبَ مَعَهُمَا إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ الْوَفَاءَ فَأَرْسَلُوْا فِيْ طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا الْعَهْدَ الَّذِيْ جَعَلْتَ لَنَا فِيْهِ فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتّٰى بَلَغَا بِهِ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوْا يَأْكُلُوْنَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ فَقَالَ أَبُوْ بَصِيْرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللهِ إِنِّيْ لَأَرٰى سَيْفَكَ يَا فُلَانُ هٰذَا جَيِّدًا فَاسْتَلَّهُ الْاٰخَرُ فَقَالَ أَجَلْ وَاللهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ أَبُوْ بَصِيْرٍ أَرِنِيْ أَنْظُرْ إِلَيْهِ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ بِهِ حَتّٰى بَرَدَ وَفَرَّ الْاٰخَرُ حَتّٰى أَتَى الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُوْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأٰى هٰذَا ذُعْرًا فَلَمَّا انْتَهٰى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُتِلَ وَاللهِ صَاحِبِيْ وَإِنِّيْ لَمَقْتُوْلٌ فَجَاءَ أَبُوْ بَصِيْرٍ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ وَاللهِ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِيْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِيَ اللهُ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتّٰى أَتٰى سِيْفَ الْبَحْرِ قَالَ وَيَنْفَلِتُ أَبُوْ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِيْ بَصِيْرٍ فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِيْ بَصِيْرٍ حَتّٰى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ قَالَ فَوَاللهِ مَا يَسْمَعُوْنَ بِعِيْرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوْا لَهَا فَقَتَلُوْهُمْ وَأَخَذُوْا أَمْوَالَهُمْ فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنَاشِدُهُ اللهَ وَالرَّحِمَ لَمَّا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ اٰمِنٌ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ) حَتّٰى بَلَغَ (الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ) وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوْا أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ وَلَمْ يُقِرُّوْا بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَحَالُوْا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ.

وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ يُرِيْدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ لَا يُرِيْدُ قِتَالًا وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ سَبْعِيْنَ بَدَنَةً وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ فَكَانَتْ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةٍ قَالَ وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيَهُ بِشْرُ بْنُ سُفْيَانَ الْكَعْبِيُّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ سَمِعَتْ بِمَسِيْرِكَ فَخَرَجَتْ مَعَهَا

www.waytojannah.com

Contents

الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ قَدْ لَبِسُوا جُلُودَ النُّمُورِ يُعَاهِدُونَ اللهَ أَنْ لَا تَدْخُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنْوَةً أَبَدًا وَهٰذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي خَيْلِهِمْ قَدِمُوا إِلَى كُرَاعِ الْغَمِيمِ فَذَكَرَ نَحْوَ مَا فِي الطَّرِيقِ الْأُولَى إِلَى أَنْ جَاءَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَتَكَلَّمَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ الصُّلْحِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ قَالَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنِّي جِئْتُ كِسْرٰى فِي مُلْكِهِ وَجِئْتُ قَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيَّ فِي مُلْكِهِمَا وَاللهِ مَا رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ مِثْلَ مُحَمَّدٍ فِي أَصْحَابِهِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ قَوْمًا لَا يُسْلِمُونَهُ لِشَيْءٍ أَبَدًا فَرُوا رَأْيَكُمْ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذٰلِكَ بَعَثَ خِرَاشَ بْنَ أُمَيَّةَ الْخُزَاعِيَّ إِلَى مَكَّةَ وَحَمَلَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الثَّعْلَبُ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ عَقَرَتْ بِهِ قُرَيْشٌ وَأَرَادُوا قَتْلَ خِرَاشٍ فَمَنَعَهُمُ الْأَحَابِيشُ حَتّٰى أَتٰى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا عُمَرَ لِيَبْعَثَهُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَخَافُ قُرَيْشًا عَلَى نَفْسِي وَلَيْسَ بِهَا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ أَحَدٌ يَمْنَعُنِي وَقَدْ عَرَفَتْ قُرَيْشٌ عَدَاوَتِي إِيَّاهَا وَغِلْظَتِي عَلَيْهَا وَلٰكِنْ أَدُلُّكَ عَلَى رَجُلٍ هُوَ أَعَزُّ مِنِّي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَهُ إِلَى قُرَيْشٍ يُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ لِحَرْبٍ وَأَنَّهُ جَاءَ زَائِرًا لِهٰذَا الْبَيْتِ مُعَظِّمًا لِحُرْمَتِهِ فَخَرَجَ عُثْمَانُ حَتّٰى أَتٰى مَكَّةَ وَلَقِيَهُ أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَحَمَلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَرَدِفَ خَلْفَهُ وَأَجَارَهُ حَتّٰى بَلَّغَ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ عُثْمَانُ حَتّٰى أَتٰى أَبَا سُفْيَانَ وَعُظَمَاءَ قُرَيْشٍ فَبَلَّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ فَقَالُوا لِعُثْمَانَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَطُفْ بِهِ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ حَتّٰى يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاحْتَبَسَتْهُ قُرَيْشٌ عِنْدَهَا فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ أَنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ قُرَيْشًا بَعَثُوا سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو أَحَدَ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ فَقَالُوا ائْتِ مُحَمَّدًا فَصَالِحْهُ وَلَا يَكُونُ فِي صُلْحِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ عَنَّا عَامَهُ هٰذَا فَوَاللهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّهُ دَخَلَهَا عَلَيْنَا عَنْوَةً أَبَدًا فَأَتَاهُ سُهَيْلٌ (فَذَكَرَ مَا دَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنِ اتَّفَقَا عَلَى الصُّلْحِ كَمَا فِي الطَّرِيقِ الْأُولٰى) قَالَ وَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو لَا أَعْرِفُ هٰذَا وَلٰكِنِ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ هٰذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو لَوْ شَهِدْتُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ أُقَاتِلْكَ وَلٰكِنِ اكْتُبْ هٰذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ عَلَى أَنَّهُ مَنْ أَتٰى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ أَتٰى قُرَيْشًا مِمَّنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ

www.waytojannah.com

يَرُدُّوْهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوْفَةً وَإِنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ وَكَانَ فِي شَرْطِهِمْ حِيْنَ كَتَبُوْا الْكِتَابَ أَنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِيْ عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهٖ دَخَلَ فِيْهِ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيْهِ فَتَوَاثَبَتْ خُزَاعَةُ فَقَالُوْا نَحْنُ مَعَ عَقْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِهٖ وَتَوَاثَبَتْ بَنُوْ بَكْرٍ فَقَالُوْا نَحْنُ فِيْ عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ وَأَنَّكَ تَرْجِعُ عَنَّا عَامَنَا هٰذَا فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْنَا مَكَّةَ وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ خَرَجْنَا عَنْكَ فَتَدْخُلُهَا بِأَصْحَابِكَ وَأَقَمْتَ فِيْهِمْ ثَلَاثًا مَعَكَ سِلَاحُ الرَّاكِبِ لَا تَدْخُلُهَا بِغَيْرِ السُّيُوْفِ فِي الْقُرُبِ فَبَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ إِذْ جَاءَهُ أَبُوْ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو فِي الْحَدِيْدِ قَدِ انْفَلَتَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجُوْا وَهُمْ لَا يَشُكُّوْنَ فِي الْفَتْحِ لِرُؤْيَا رَاٰهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَوْا مَا رَأَوْا مِنَ الصُّلْحِ وَالرُّجُوْعِ وَمَا تَحَمَّلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى نَفْسِهٖ دَخَلَ النَّاسَ مِنْ ذٰلِكَ أَمْرٌ عَظِيْمٌ حَتّٰى كَادُوْا أَنْ يَهْلَكُوْا فَلَمَّا رَأٰى سُهَيْلٌ أَبَا جَنْدَلٍ قَامَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدْ لُجَّتِ الْقَضِيَّةُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكَ هٰذَا قَالَ صَدَقْتَ فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِتَلْبِيْبِهٖ قَالَ وَصَرَخَ أَبُوْ جَنْدَلٍ بِأَعْلٰى صَوْتِهٖ يَا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ أَتُرَدُّوْنَنِيْ إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ فَيَفْتِنُوْنِيْ فِيْ دِيْنِيْ قَالَ فَزَادَ النَّاسَ شَرًّا إِلٰى مَا بِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا جَنْدَلٍ اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا إِنَّا قَدْ عَقَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ صُلْحًا فَأَعْطَيْنَاهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ وَأَعْطَوْنَا عَلَيْهِ عَهْدًا وَإِنَّا لَنْ نَغْدِرَ بِهِمْ قَالَ فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَعَ أَبِيْ جَنْدَلٍ فَجَعَلَ يَمْشِيْ إِلٰى جَنْبِهٖ وَهُوَ يَقُوْلُ اصْبِرْ أَبَا جَنْدَلٍ فَإِنَّمَا هُمُ الْمُشْرِكُوْنَ وَإِنَّمَا دَمُ أَحَدِهِمْ دَمُ كَلْبٍ قَالَ وَيُدْنِيْ قَائِمَ السَّيْفِ مِنْهُ قَالَ يَقُوْلُ رَجَوْتُ أَنْ يَأْخُذَ السَّيْفَ فَيَضْرِبَ بِهٖ أَبَاهُ قَالَ فَضَنَّ الرَّجُلُ بِأَبِيْهِ وَنَفَذَتِ الْقَضِيَّةُ فَلَمَّا فَرَغَا مِنَ الْكِتَابِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُضْطَرِبٌ فِي الْحِلِّ قَالَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْحَرُوْا وَاحْلِقُوْا قَالَ فَمَا قَامَ أَحَدٌ قَالَ ثُمَّ عَادَ بِمِثْلِهَا فَمَا قَامَ رَجُلٌ حَتّٰى عَادَ بِمِثْلِهَا فَمَا قَامَ رَجُلٌ فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلٰى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ دَخَلَهُمْ مَا قَدْ رَأَيْتَ فَلَا تُكَلِّمَنَّ مِنْهُمْ إِنْسَانًا وَاعْمِدْ إِلٰى هَدْيِكَ حَيْثُ كَانَ فَانْحَرْهُ وَاحْلِقْ فَلَوْ قَدْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَعَلَ النَّاسُ ذٰلِكَ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكَلِّمُ أَحَدًا حَتّٰى أَتٰى هَدْيَهُ فَنَحَرَهُ ثُمَّ جَلَسَ فَحَلَقَ فَقَامَ النَّاسُ يَنْحَرُوْنَ وَيَحْلِقُوْنَ قَالَ حَتّٰى إِذَا كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فِيْ وَسَطِ الطَّرِيْقِ فَنَزَلَتْ سُوْرَةُ الْفَتْحِ.

www.waytojannah.com

৩০৫. আবদুর রাযযাক – মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ এবং মারওয়ান ইব্ন হাকাম থেকে বর্ণিত। তাঁরা একে অন্যের হাদীস সত্যায়ন করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, হাজারের অধিক সাহাবী নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে মদীনা থেকে বের হলেন। যুল হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে। রাসূলুল্লাহ (সা) কুরবানীর পশুর গলায় মালা ঝুলালেন, সেটির চামড়ায় আঁচড় বসালেন, উমরার ইহরাম করলেন এবং কুরায়শদের অবস্থা জানানোর জন্যে খুযাআ গোত্রের একজন গোয়েন্দা ব্যক্তিকে আগে যাবার জন্যে পাঠালেন। তিনি নিজে স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি উসফানের নিকটবর্তী গাদীর আল আশতাত পৌঁছার পর তাঁর খুযাআ গোত্রীয় গোয়েন্দা তাঁর নিকট এসে বলল আমি দেখে এসেছি যে, কা'ব ইব্ন লুওয়াই ও আমির ইব্ন লুওয়াই আপনার বিরুদ্ধে বহু গোত্রকে একত্রিত করে একটি বিরাট যোদ্ধা বাহিনী গড়ে তুলেছে। ওরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং কা'বাগৃহে যেতে বাধা দিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। তোমরা কি এই অভিমত দিবে যে, আমরা কুরায়শী মুশরিকদের সহযোগী যোদ্ধাদের পরিবার-পরিজনের উপর আক্রমণ করব এবং তাদেরকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসব? এ সংবাদ পেয়েও তারা যদি মক্কায় অবস্থান করতে থাকে তাহলে তারা এমতাবস্থায় থাকবে যে, তারা পরিবার পরিজনহীন এবং সম্পদ বঞ্চিত। ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদের বর্ণনার ভাষ্য হল তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও পেরেশান হয়ে থাকবে। আর যদি তারা কুরায়শদেরকে ছেড়ে পরিবারের দিকে আসে তাহলে আমরা তাদেরকে হত্যা করব এবং এভাবে মহান আল্লাহ্ শত্রুপক্ষের একটি প্রধান অংশকে নিশ্চিহ্ন করবেন। কিংবা তোমরা কি এই পরামর্শ দিবে যে, শত বাধা সত্ত্বেও আমরা এখান থেকে বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে অগ্রসর হব এবং যারা আমাদেরকে বাধা দিবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! প্রকৃত বিষয় মহান আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের (সা) জানা তবে কথা হল আমরা তো বের হয়েছি উমরাহ্ এর উদ্দেশ্যে। কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত প্রস্তুতি আমরা নিইনি। তবে আমাদের মাঝে এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের মাঝে যদি কেউ অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ঠিক আছে তাহলে এগিয়ে চল। যুহরী বলেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলতেন আপন সাথীদের সাথে পরামর্শ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) এর চেয়ে অধিক পরামর্শকারী অন্য কাউকে আমি দেখিনি।

মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ এবং মারওয়ান ইব্ন হাকামের বর্ণনায় যুহরী বলেছেন যে, অতঃপর তাঁরা সম্মুখে অগ্রসর হলেন।কিছুদূর যাবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) কে জানানো হল যে, কুরায়শদের অগ্রসেনাদল হিসেবে একটি অশ্ববাহিনী নিয়ে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ আল গামীম নামক স্থানে অবস্থান করছে। সুতরাং আপনারা ডান দিকের রাস্তায় অগ্রসর হোন। আল্লাহ্র কসম এ সময়ে খালিদ মুসলিম যাত্রীদল সম্পর্কে অবগত হয়নি। মুসলিম অভিযাত্রীদের শেষ অংশ তার নজরে পড়ে। অবিলম্বে সে কুরায়শদের নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) অগ্রসর হচ্ছিলেন। ছানিয়্যাহ্ নামক স্থানে পৌঁছে তার উষ্ট্রী বসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা) ধমক দিয়ে বললেন ওঠো ওঠো। সেটি আরো শক্ত হয়ে বসে থাকে। লোকজন বলল, কাসওয়া উষ্ট্রী ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কাসওয়া ক্লান্ত হয়নি–এটি তার স্বভাবের মধ্যে নেই তবে যে মহান সত্তা হস্তীবাহিনীকে থামিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি কাসওয়াকে থামিয়ে দিয়েছেন। এরপর তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম আল্লাহ্র মর্যাদা দেয়া নিদর্শনাবলীর সম্মান ও ইজ্জত রক্ষার পক্ষে ওরা আমার নিকট যা চাইবে আমি ওদেরকে তা-ই দেব। এরপর তিনি উষ্ট্রীকে ধমক দিলেন। সেটি লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ (সা) আর হৈ চৈ

www.waytojannah.com

করলেন না। অবশেষে হুদায়বিয়ার শেষ প্রান্তে অল্প পানির এক কূপের নিকট এসে অবতরণ করলেন। লোকজন পানি তুলতে শুরু করলে একপর্যায়ে সব পানি শেষ হয়ে যায়। অভিযাত্রীগণ রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এসে তৃষ্ণার অভিযোগ করে পানি চাইল। ঝুড়ি থেকে একটি বর্শা বের করে তিনি সেটিকে কূপের মধ্যে পুঁতে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। বর্ণনাকারী বললেন আল্লাহ্‌র কসম সেখান থেকে পূর্ণবেগে পানি বের হতে শুরু করে। সকলে তৃষ্ণা নিবারণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করে কূপ ছেড়ে আসে। এমতাবস্থায় সেখানে কতক সহচর সহ বুদায়ল খুযাঈ উপস্থিত হয়। তিহামাহ্ অঞ্চলে তারা রাসূলুল্লাহ (সা) এর হিতাকাংখী ছিল। সে বলল আমি কা'ব ইব্‌ন লুওয়াই এবং আমির ইব্‌ন লুওয়াইকে দেখে এসেছি তারা এক নব প্রসূতি ও বাছুর বিশিষ্ট উষ্ট্রী পাল নিয়ে হুদায়বিয়ার চলমান জলাধারে অবস্থান করছে। ওরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আপনাকে বায়তুল্লাহ্ শরীফে পৌঁছতে বাধা দিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন আমরা তো কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসিনি–আমরা এসেছি উমরা পালনের জন্যে। যুদ্ধ স্পৃহা কুরায়শদেরকে মত্ত করে তুলেছে এবং তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা চাইলে আমি তাদের সুযোগ দিব এবং তারা আমাদের ও জনসাধারণের মাঝে বিনা বাধায় যোগাযোগের পথ করে দিবে তাতে আমি যদি জয়ী হই তো ভালো। আর তারা চাইলে অন্যান্যের অনুসরণে তারা এই মতবাদ গ্রহণ করতে পারে। তা না হলেও তারা যুদ্ধ মুক্ত থাকতে পারবে। আরা তারা যদি এই সবগুলো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাব যতক্ষণ না আমাদের দেহ থেকে ঘাড় পৃথক হয় কিংবা মহান আল্লাহ্ তাঁর বিধান কার্যকর করেন।

ইয়াহ্‌য়া বর্ণনা করেছেন ইব্‌ন মুবারক থেকে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যতক্ষণ না ঘাড় আলাদা হয়। ওরা চাইলে আমরা তাদেরকে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে পারি। বুদায়ল বলল, আপনার যা বক্তব্য আমি তা ওদেরকে পৌঁছিয়ে দিব। সে যাত্রা করল। কুরায়শদের নিকট গিয়ে পৌঁছল। সে বলল, আমি ওই বিশেষ ব্যক্তির নিকট থেকে তোমাদের নিকট এসেছি। আমি তাঁর কিছু কথা শুনেছি। তোমরা চাইলে আমি তা তোমাদের নিকট পেশ করব। মূর্খ লোকেরা বলল তার কোন কথা আমাদেরকে শোনানোর দরকার নেই। আর বুদ্ধিমান যারা তারা বলল তুমি যা শুনেছ তা আমাদেরকে জানাও। সে বলল আমি এই এই শুনেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) যা যা বলেছিলেন সে তা তাদের নিকট পেশ করল। এরপর উরওয়া ইব্‌ন মাসঊদ ছাকাফী দাঁড়িয়ে বলল ওহে সম্প্রদায়। আপনারা কি পিতৃতুল্য নন? তারা বলল, হাঁ তাই। সে বলল আমি কি সন্তানতুল্য নই? তারা বলল, হাঁ, তাই। সে বলল, আপনারা কি আমাকে কখনো কোন দোষে অভিযুক্ত ও দোষারোপ করেছেন? তারা বলল, না– করিনি। সে বলল, আপনারা তো জানেন যে, আমি উকায-বাসীদেরকে আপনাদের সাহায্যে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছি। তারা সাড়া দিতে অস্বীকার করায় আমি আমার পরিবার ও অনুগতদের নিয়ে আপনাদের সাহায্যে চলে এসেছি। তারা বলল, হাঁ তা ঠিক। সে বলল, এই ব্যক্তি (মুহাম্মাদ (সা)) আপনাদের নিকট একটি ভালো প্রস্তাব পাঠিয়েছে। আপনারা তা গ্রহণ করুন এবং আমাকে তার নিকট প্রেরণ করুন আমি তাঁর সাথে কথা বলি। তারা বলল, তুমি গিয়ে তার সাথে কথা বল। সে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট গেল এবং তাঁর সাথে আলোচনা করল। তিনি তাকে তাই বললেন বুদায়লকে যা বলেছিলেন। উরওয়া বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি আপনার বংশের লোকদেরকে ধ্বংস করেন তাহলে আপনি কি শুনেছেন যে, আপনার পূর্বে কোন আরব ব্যক্তি তার পিতৃবংশ ধ্বংস করেছে? আর যদি কুরায়শগণ জয়ী হয় এবং আপনাদেরকে নির্যাতন করতে শুরু করে তাহলে আমি তো আপনার আশেপাশে এমন কতক চেহারার লোক দেখতে পাচ্ছি যারা আপনাকে রেখে

www.waytojannah.com

পালিয়ে যাবে। একথা শুনে হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, ওহে দুর্মুখ তুই লাত দেবীর গোপনাঙ্গ চুষতে থাক, আমরা বুঝি, তাকে ছেড়ে পালিয়ে যাব? সে বলল, এই লোক কে? লোকজন বলল, তিনি হলেন আবূ বকর। সে বলল, আমার প্রাণ যার হাতে তাঁর কসম করে বলছি, আমার প্রতি আপনার কতক অপরিশোধিত অবদান রয়েছে তা নাহলে আমি আপনার কথার জবাব দিতাম। সে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে আলাপ করছিল। আর যখনই কথা বলছিল, তখনই তাঁর দাঁড়ি ধরতে উদ্যত হচ্ছিল। মুগীরা ইব্ন শু'বাহ (রা) তরবারি হাতে শিরস্ত্রাণ পরিধান করে রাসূলুল্লাহ (সা) এর মাথার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। উরওয়া যখনই রাসূলুল্লাহ (সা) এর দাঁড়ির দিকে হাত বাড়াচ্ছিল তখন তরবারির বাঁট দিয়ে তিনি তার হাতে আঘাত করছিলেন এবং বলছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) এর দাড়ি মুবারক থেকে হাত দূরে রাখ। সে বলল, এই লোক কে? লোকজন বললেন ইনি মুগীরা ইব্ন শু'বাহ (রা)। সে বলল, ওহে গাদ্দার-বিশ্বাসঘাতক। আমি কি তোর বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষতিপূরণে সহায়তা করিনি? মুগীরা (রা) জাহেলী যুগে একটি সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করেছিলেন। ওদের ওখানে অবস্থান করেছিলেন এবং একপর্যায়ে ওদেরকে খুন করে ওদের ধন-সম্পদ নিয়ে এসেছিলেন। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন তোমার ইসলাম গ্রহণ আমি মেনে নিব কিন্তু তোমার ছিনতাইকৃত মালামালের কোন দায়দায়িত্ব আমার নেই। এরপর উরওয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাহাবীগণের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করল। সে দেখতে পেল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) থুথু ফেললেই তা কারো হাতে গিয়ে পড়লে সে ওই থুথু তার চামড়ায় মুখে মালিশ করছে, তিনি তাদেরকে কোন নির্দেশ দিলে তাঁরা অবিলম্বে তা পালন করছে, তাঁর উযূ শেষে অবশিষ্ট পানি নিতে তাঁরা কাড়াকাড়ি করছেন, তাঁর সাথে কথা বলছেন মৃদু ও নিম্নস্বরে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন বশতঃ তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছেন না।

এসব দেখে উরওয়া তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল এবং তাদেরকে বলল, ওহে আমার সম্প্রদায়! আমি বহু রাজা-বাদশাহের দরবারে গিয়েছি, এমনকি রোমান ও পারস্য সম্রাটের দরবারেও গিয়েছি। নাজ্জাসীর নিকটও গিয়েছি। কিন্তু মুহাম্মাদ (সা)-এর সাথীগণ তাঁকে যে সম্মান করে কোন রাজা বাদশাহকে তার সাথীরা তেমন সম্মান করতে আমি কখনো দেখিনি। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি থুথু ফেললে তা তাঁর কোন সাথীর হাতে পড়লে সে তার চোখে-মুখে ও শরীরে তা মালিশ করে, তাঁর নির্দেশ তারা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করে, তাঁর উযূর অবশিষ্ট পানি পেতে তারা কাড়াকাড়ি করে, তাঁর সাথ কথা বলতে গেলে নিম্ন ও মৃদুস্বরে কথা বলে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিতে চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকায় না। শোন, তিনি তোমাদের নিকট একটি সুন্দর প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তোমরা সেটি গ্রহণ কর। বানূ কিনানার এক লোক বলল, তোমরা আমাকে পাঠাও আমি তাঁর নিকট গিয়ে কথা বলে আসি। তারা বলল, ঠিক আছে যাও। সে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছাকাছি পৌঁছার পর তিনি সাহাবীগণকে বললেন, এতো অমুক লোক, তারা কুরবানীর পশুকে সম্মান করে, তোমরা তোমাদের কুরবানীর পশুগুলো তার সম্মুখে হাজির কর। তাঁরা তাই করলেন এবং তালবিয়া পাঠ করে তাকে স্বাগত জানালেন। এসব দেখে সে বলল, সুবহানাল্লাহ্ এদেরকে বায়তুল্লাহ্ শরীফে যেতে বাধা দেয়া তো সমীচিন নয়। এসব দেখে সে কুরায়শদের নিকট ফিরে যায় এবং তাদেরকে বলে আমি দেখে এসেছি যে, কুরবানীর পশুগুলোকে মালা পরানো হয়েছে এবং চামড়া চিরে রক্ত চিহ্নিত করা হয়েছে, ওদেরকে বায়তুল্লাহ্ শরীফ আসতে বাধা দেয়া আমি সমীচিন মনে করি না। এবার মিকরায ইব্ন হাফস উঠে বলল, আমাকে অনুমতি দাও আমি তাঁর নিকট যাব। তারা বলল, ঠিক আছে যাও। সে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছাকাছি পৌঁছল, তখন তিনি সাহাবীদেরকে (রা)

www.waytojannah.com

বললেন এই হল মিকরায–সে একজন মন্দ লোক, পাপাচারী। সে এসে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে আলাপ শুরু করল। এর মধ্যে সুহায়ল ইব্ন আমর উপস্থিত হল। মা'মার বলেন, ইকরিমা সূত্রে আইয়ূব আমাকে জানিয়েছেন যে, সুহায়ল উপস্থিত হবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলে উঠলেন এবার তোমার কাজ সহজ হবে। যুহরী বলেন যে, সুহায়ল ইব্ন আমর উপস্থিত হয়ে বলল, আসুন আমরা উভয় পক্ষ একটি সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করি। রাসূলুল্লাহ (সা) একজন লেখক (হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওজহাহুকে) ডাকলেন এবং বললেন তুমি লিখ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"। সুহায়ল বলল রাহমান-কে তা আমি জানি না বরং আপনি পূর্বে যেভাবে লিখতেন সেভাবে লিখুন "বিসমিকা আল্লাহুম্মা" (হে আল্লাহ্ আপনার নামে শুরু করছি)। মুসলমানগণ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম আমরা "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" ছাড়া অন্য কিছু লিখব না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন; "বিসমিকা আল্লাহুম্মা"-ই লিখ। এরপর লিখ "এটি সেই চুক্তি যা আল্লাহ্‌র রাসূল সম্পাদন করেছেন।" সুহায়ল বলল আল্লাহ্‌র কসম, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহ্‌র রাসূল রূপে মেনে নিতাম তাহলে আপনাকে বায়তুল্লাহ্ শরীফ যেতে বাধা দিতাম না এবং আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধও করতাম না বরং লিখুন এটি সেই চুক্তি যা মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ সম্পাদন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম তোমরা অস্বীকার করলেও নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্‌র রাসূল–তবে এটা লিখ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ যা সম্পাদন করেছেন। যুহরী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এসব এজন্যে মেনে নিলেন যে, ইতিপূর্বে তিনি বলেছিলেন আল্লাহ্‌র মর্যাদাশীল নিদর্শনাবলীর মর্যাদা রক্ষায় তারা আমার কাছে যা চাইবে আমি তাদেরকে তা-ই দিব। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) লিখতে বললেন– তোমরা আমাদেরকে বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করার জন্য পথ ছেড়ে দিবে। সুহায়ল বলল, আরবগণ যেন বলতে না পারে যে আমরা মুহাম্মাদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করেছি–সুতরাং এ বছর হবে না বরং পরবর্তী বৎসর সেই সুযোগ দেযা হবে। লিখক তা-ই লিখল। সুহায়ল বলল, আমাদের কোন লোক যদি আপনার নিকট যায়– সে আপনার ধর্মানুসারী হলেও তাকে অবশ্যই আমাদের নিকট ফেরত দিবেন। মুসলমানগণ বললেন সুবহানাল্লাহ্! ইসলাম গ্রহণ করে এলে কীভাবে মুশরিকদের নিকট ফেরত পাঠানো হবে! এ সময়েই হাতে পায়ে শিকল পরা অবস্থায় সুহায়লের পুত্র আবূ জানদাল সেখানে উপস্থিত হন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মক্কার নিম্নাঞ্চল থেকে তিনি এসেছিলেন। তিনি নিজেকে মূসলমানদের সম্মুখে সমর্পণ করলেন। সুহায়ল বলল, হে মুহাম্মাদ (সা)! এটি আমাদের চুক্তির প্রথম বাস্তবায়ন, আপনি তাকে আমার হাতে সমর্পণ করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন আমাদের চুক্তি সম্পাদন তো এখনও শেষ হয়নি। সে বলল তা-নাহলে আমরা আপনার সাথে কোন চুক্তি সম্পাদন করব না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন তাহলে চুক্তি কার্যকর ঘোষণা কর। সে বলল, না– চুক্তি কার্যকর ঘোষণা করব না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন তা কর। সে বলল– না তা করব না। সেখানে পূর্ব থেকে উপস্থিত মিকরায বলল, হাঁ আমরা এই চুক্তি কার্যকর ও বলবৎ ঘোষণা করলাম। তখন আবূ জানদাল চীৎকার করে বলল, ওহে মুসলমানগণ! আমি তো মুসলমান হয়ে আপনাদের নিকট এসেছিলাম–আপনারা কি আমাকে মুশরিকদের হাতে ফেরত পাঠাচ্ছেন? আপনারা দেখছেন না আমি কীভাবে নির্যাতিত হয়েছি? আবূ জানদাল আল্লাহ্‌র পথে এসে মুশরিকদের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন। হযরত উমার (রা) বলেন এ সময়ে আমি রাসূলুল্লাহ (সা) নিকট গিয়ে বললাম, আপনি কি আল্লাহ্‌র নবী নন? তিনি বললেন, হাঁ অবশ্যই আমি আল্লাহ্‌র নবী। আমি বললাম– আমরা সত্যানুসারী আর আমাদের শত্রুগণ কি অসত্যের অনুসারী নয়? তিনি বললেন– হাঁ, অবশ্যই। আমি বললাম তাহলে আমরা আমাদের দ্বীনে এই ত্রুটি ও

www.waytojannah.com

পরাজয়মুখিতা কেন প্রবেশ করাচ্ছি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। আমি তাঁর অবাধ্য হচ্ছি না। তিনি আমার সাহায্যকারী। আমি বললাম, আপনি তো আমাদেরকে জানাতেন যে, আমরা শীঘ্রই বায়তুল্লাহ্ শরীফে যাব এবং সেখানে তাওয়াফ করব। তিনি বললেন, হাঁ তা জানাতাম তবে আমি কি বলেছি যে, চলতি বছরেই তা হবে? আমি বললাম, না তা অবশ্য বলেননি। তিনি বললেন নিশ্চয়ই তুমি আগামী বৎসর বায়তুল্লাহ্ শরীফে আসবে এবং তার তাওয়াফ করবে। হযরত উমার (রা) বলেন এরপর আমি হযরত আবূ বকর (রা) নিকট উপস্থিত হই। আমি তাঁকে বলি, হে আবূ বকর (রা)! উনি কি সত্য নবী নন? আবূ বকর (রা) বললেন, হাঁ অবশ্যই তিনি সত্য নবী। আমি বললাম, আমরা সত্যের উপর আমাদের শত্রুগণ কি মিথ্যার উপর নয়? তিনি বললেন হাঁ তাই। আমি বললাম, তাহলে আমরা আমাদের দীনে এই ত্রুটি ও পরাজয়মুখিতা কেন প্রবেশ করাচ্ছি? তিনি বললেন ওহে সুপুরুষ শুনুন, নিশ্চয়ই উনি আল্লাহ্‌র রাসূল, তিনি তাঁর মহান প্রতিপালকের অবাধ্য হচ্ছেন না, মহান প্রতিপালক তাঁর সাহায্যকারী। সুতরাং আপনি আমৃত্যু তাঁর রশি দৃঢ়ভাবে ধরে থাকুন। তাঁর অনুসরণে অবিচল থাকুন, নিশ্চয়ই তিনি সত্যবিবরণ প্রদান করেন। আমি বললাম, তিনি কি আমাদেরকে বলেননি যে, আমি শীঘ্রই বায়তুল্লাহ্ শরীফে যাব এবং তাওয়াফ করব? তিনি বললেন– হাঁ তা বলেছেন, তবে তিনি কি এটা বলেছেন যে, তিনি এ বৎসর যাবেন? আমি বললাম–না–অবশ্য তা বলেননি। তিনি বললেন, আপনি নিশ্চয়ই বায়তুল্লাহ্ শরীফ যাবেন এবং তার তাওয়াফ করবেন। যুহরী বলেন হযরত উমার (রা) বলেছেন যে, আমি ইতিপূর্বে যে সওয়াল জওয়াব করেছি তার কাফফারা স্বরূপ আমি অনেক আমল-ইবাদত করেছি।

বর্ণনাকারী বলেন চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া শেষ হবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীগণকে বললেন সকলে যাও কুরবানীর পশু জবাই দাও এবং মাথা ন্যাড়া করে নাও। একে একে তিনবার নির্দেশ দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁদের একজনও উঠেননি। তাঁদের কেউ যখন উঠল না তখন তিনি উম্মু সালামার (রা) তাঁবুতে প্রবেশ করে সাহাবীদের অবস্থা তাঁকে জানালেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনি নিজে কি তেমনটি করতে চান? তাহলে কাউকে আর কিছু না বলে আপনি একাকী গিয়ে আপনার উট জবাই করুন এবং আপনার ক্ষুরকারকে ডেকে আপনার নিজের মাথা ন্যাড়া করে নিন। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখান থেকে উঠে গিয়ে কাউকে কিছু না বলে নিজের কুরবানীর পশু জবাই দিলেন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা ন্যাড়া করে নিলেন। এটি দেখে সাহাবিগণ নিজেদের কুরবানীর পশু জবাই দিলেন এবং হুড়মুড় করে একে অন্যের মাথা ন্যাড়া করতে শুরু করলেন। তাঁরা এত তাড়াহুড়া করছিলেন যে মনে হচ্ছিল একে অন্যকে কেটে ফেলবেন।

এরপর ঈমান গ্রহণকারিনী নারীগণ মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এল। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ নাযিল করলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ وَاٰتُوْهُمْ مَا أَنْفَقُوْا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ إِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوْا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوْا مَا أَنْفَقُوْا ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ۔

www.waytojannah.com

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমাদের নিকট মুমিন নারীগণ হিজরত করে এলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করবে, আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না। মুমিন নারীগণ কাফিরদের জন্যে বৈধ নয় এবং কাফিরগণ মুমিন নারীদের জন্যে বৈধ নয়। কাফিরেরা যা ব্যয় করেছে তোমরা তা ফিরিয়ে দিবে। অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোন দোষ হবে না যদি তোমরা তাদেরকে মহর দাও। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না (সূরা-মুমতাহানা ঃ ১০)। বর্ণনাকারী বলেন এ আয়াত নাযিল হবার পর হযরত উমার (রা) তাঁর দুজন মুশরিক স্ত্রীকে তালাক দেন। অতঃপর তাদের একজনকে মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফয়ান এবং অপর জনকে সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া বিয়ে করে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনাতে ফিরে আসেন।

তাঁর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর আবূ বাসীর নামে এক কুরায়শী লোক ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় চলে আসে। মুবারক সূত্রে ইয়াহ্য়ার ভাষ্য হল আবূ বাসীর ইব্ন উসায়দ ছাকাফী ইসলাম গ্রহণ করে হিজরত করে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট উপস্থিত হয়। ওদিকে তাকে ফেরত নেয়ার জন্যে কুরায়শগণ ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আখনাস ইব্ন শারীক বানূ আমির ইব্ন লুওয়াই গোত্রের এক কাফির ব্যক্তি ও তার ক্রীতদাসকে ভাড়া করে চুক্তি বাস্তবায়নের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি সহকারে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট প্রেরণ করেন। তারা আবূ বাসীরকে নিয়ে যাবার জন্যে দুজন লোক প্রেরণ করে। মুসলমানগণ তাঁকে ওই দুজনের সাথে পাঠিয়ে দেয়। তাঁকে নিয়ে তারা মক্কায় রওয়ানা করে। তাঁকে নিয়ে যুল হুলায়ফা পৌঁছে তারা যাত্রাবিরতি এবং সাথে থাকা খেজুর খেতে শুরু করে। ওদের একজনকে আবূ বাসীর বলেন বাহ্ তোমার তরবারিটি খুবই চমমৎকার। ওদের দ্বিতীয় জন সেটি হাতে নিয়ে বলল, হাঁ, আল্লাহ্র কসম এটি খুবই ভালো তরবারি, আমি এটিকে বারবার পরীক্ষা করেছি। আবূ বাসীর বললেন, আমাকে দাও আমি একটু দেখি। তিনি তরবারিটি তাঁর হাতে নিয়ে নেন এবং তরবারির মালিককে সেটি দ্বারা আঘাত করে প্রাণহীন নিথর করে দেন। অন্যজন প্রাণভয়ে মদীনায় পালিয়ে আসে। সে দ্রুত মদীনায় পৌঁছে দৌড়ে দৌড়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন এ তো কোন ভীতিজনক অবস্থা দেখে এসেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট উপস্থিত হয়ে সে বলল, আল্লাহ্র কসম আমার সাথী নিহত হয়েছে আমারও নিহত হওয়া নিশ্চিত। আবূ বাসীর রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! মহান আল্লাহ্ আপনাকে দায়মুক্ত করেছেন–আপনি আমাকে ফেরত পাঠিয়েছেন আর মহান আল্লাহ্ আমাকেও ওদের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ধুত্তুরী তার সহযোগী যদি অন্য একজন থাকত তাহলে তো সে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিত। রাসূলুল্লাহ (সা) এর কথা শুনে আবূ বাসীর ধারণা করল যে, তাকে আবার কুরায়শদের নিকট পাঠানো হবে। সে সেখান থেকে বেরিয়ে সীফুল বাহর নামক স্থানে অবস্থান করতে লাগল। অপরদিকে আবূ জানদাল পালিয়ে এসে আবূ বাসীরের সাথে মিলিত হল। তখন থেকে মক্কা হতে পালিয়ে আসা মুসলিমগণ মদীনায় না এসে আবূ বাসীরের সথে মিলিত হতে লাগল। একপর্যায়ে সেখানে মুসলমানদের একটি দল গঠিত হল। কুরায়শী ব্যবসায়ী দল সিরিয়া যাবার সংবাদ পেলে তারা তাদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে হত্যা করত এবং ধনসম্পদ ছিনিয়ে নিত। শেষ পর্যন্ত কুরায়শগণ আল্লাহ্র দোহাই এবং আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) কে অনুরোধ করে তিনি যেন আবূ বাসীর ও তার সাথীদেরকে কুরায়শদের ওপর আক্রমণ ও সম্পদ ছিনতাই থেকে নিবৃত্ত করেন। তারা এও বলে যে, যারা ঈমান গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট যাবে

www.waytojannah.com

তাদেরকে ফেরত দেয়ার বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করা হল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ বাসীর ও তার সাথীদেরকে নিবৃত্ত করার নির্দেশ দিয়ে লোক পাঠালেন। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ্ নাযিল করলেন,

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ـ هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا أَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ أَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللهُ فِىْ رَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ـ إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ـ

অর্থাৎ, তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবৃত্ত করেছেন ওদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবার পর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা দেখেন। ওরাই তো কুফরী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে এবং বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্যে আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে। তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হতো যদি না থাকত এমন কতক মুমিন নর ও নারী যাদেরকে তোমরা জান না–তোমরা তাদেরকে পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে, ফলে ওদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এজন্যে যে, তিনি যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করবেন। যদি ওরা পৃথক হতো আমি তাদের কাফিরদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম। যখন কাফিরেরা তাদের অন্তরে পোষণ করত গোত্রীয় অহমিকা–জাহেলী যুগের অহমিকা– (সূরা ফাতহ ঃ ২৪-২৬)।

তাদের অহমিকা ছিল এই যে, তারা মহানবী (সা) কে নবীরূপে স্বীকার করেনি, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখার প্রস্তাব মেনে নেয়নি এবং মুসলমানদের মাঝে ও বায়তুল্লাহ্ শরীফের মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অন্য এক সনদে এসেছে ইয়াযীদ–মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ এবং মারওয়ান ইব্ন হাকাম থেকে বর্ণিত তাঁরা দুজনে বলেছেন যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির বৎসর রাসূলুল্লাহ (সা) বায়তুল্লাহ্ শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহের ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তিনি সাথে করে ৭০টি কুরবানীর উট নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সাথে যাত্রীদের সংখ্যা ছিল ৭০০। প্রতি সাতজনের জন্যে একটি উট ছিল। তিনি যখন উসফান পৌঁছলেন তখন বিশর ইব্ন সুফয়ান কা'বী এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। সে বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! কুরায়শগণ আপনার মক্কা যাত্রার সংবাদ জেনেছে। তারা সাথে করে নব প্রসূতি দুধেল উট নিয়ে অভিযানে বের হয়েছে। বাঘের চামড়া পরিধান করেছে তারা; আল্লাহ্র নিকট তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, আপনি যেন কখনো মাথা উঁচু করে মক্কায় প্রবেশ করতে না পারেন। তাদের অশ্ববাহিনীর নেতৃত্বে আছে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ। তারা কুরা আল গামীম পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। এর পরের বর্ণনা পূর্ববর্তী বর্ণনার অনুরূপ। তার পরের বর্ণনা হল– একপর্যায়ে উরওয়া ইব্ন মাসউদ এসে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে সাক্ষাত করে এবং সন্ধি সম্পর্কে তাঁর সাথে আলোচনা করে। তারপর সে কুরায়শদের নিকট ফিরে যায়। সেখানে গিয়ে সে বলে হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আমি ইতিপূর্বে পারস্য সম্রাট কিসরা, রোমান সম্রাট কায়সার এবং আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট গিয়েছি কিন্তু আপন সাথী ও সহচরদের নিকট মুহাম্মাদের যে

www.waytojannah.com

সম্মানজনক অবস্থান তা আমি অন্য কোন সম্রাটের ক্ষেত্রে কখনো দেখিনি। তাঁর সাথীদেরকে আমি দেখেছি যে, তারা কখনো তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে না। সুতরাং তোমরা তোমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।

বর্ণনাকারী বলেন, ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) খিরাশ ইব্ন উমাইয়া খুযাঈকে বার্তাবাহক হিসেবে মক্কায় প্রেরণ করেছিলেন। ছা'লাব নামে একটি উটে করে তিনি তাকে পাঠিয়েছিলেন। খিরাশ মক্কায় প্রবেশ করার পর তাকে ঘিরে ধরে এবং হত্যা করতে উদ্যত হয়। অন্য গোত্রের লোকজন তাদেরকে বিরত রাখে। সে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট ফিরে আসে। এরপর তিনি মক্কায় প্রেরণের জন্যে হযরত উমার (রা) কে ডাকলেন। উমার (রা) বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি কুরায়শদের পক্ষ থেকে আমার প্রাণহানির আশংকা করছি। ওখানে বানী হাদী গোত্রের কেউ নেই যে, আমাকে রক্ষা করবে। কুরায়শী মুশরিকদের প্রতি আমার শত্রুতা ও কঠোরতার কথা তারা জেনে ফেলেছে। তবে আমার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ একজনের নাম আমি প্রস্তাব করছি। তিনি হলেন হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উছমান (রা) কে ডেকে পাঠালেন। বিশেষ বার্তা সহকারে তিনি তাঁকে মক্কা পাঠালেন বার্তা এই ছিল যে, তিনি যুদ্ধের জন্যে আসেননি। তিনি এসেছেন কা'বাগৃহের যিয়ারতের জন্যে। হযরত উছমান (রা) যাত্রা করে মক্কায় পৌঁছলেন। আবান ইব্ন সাইদ ইব্ন আসের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। আবান তার নিজের বাহন থেকে নেমে গিয়ে হযরত উছমান (রা) কে বাহনের উপর উঠায়। হযরত উছমান (রা) কে সামনে বসিয়ে সে তাঁর পেছনে বসে। সে তাঁকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রদান করে। হযরত উছমান (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর বার্তা পৌঁছিয়ে দেন। এই সূত্রে হযরত উছমান (রা) আবূ সুফয়ান ও অন্যান্য কুরায়শ নেতৃবৃন্দের নিকট গমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর বার্তা তাদের নিকট পৌঁছান। তারা হযরত উছমান (রা) কে বলল, আপনি চাইলে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করে নিতে পারেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাওয়াফ না করা পর্যন্ত তিনি তাওয়াফ করবেন না। কুরায়শগণ তাঁকে সেখানে আটক করে রাখে। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) ও অপেক্ষমান মুসলমানদের নিকট খবর রটে যায় যে, হযরত উছমান (রা) কে হত্যা করা হয়েছে।

বর্ণনাকারী যুহরী বলেছেন যে, বানূ আমির ইব্ন লুওয়াই গোত্রের সুহায়ল ইব্ন আমরকে কুরায়শগণ দূতরূপে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট পাঠায় এই বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন করার জন্যে যে, এই বৎসর তারা মদীনায় ফিরে যাবে যাতে আরবগণ একথা বলতে না পারে যে, তারা শক্তি প্রয়োগে মক্কায় প্রবেশ করেছে। সুহায়ল এসে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট উপস্থিত হয়। উভয় পক্ষ চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিবকে (রা) ডেকে বললেন লিখে যাও– "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"। সুহায়ল বলল, আমি তো রাহমান-কে চিনি না বরং লিখুন বিসমিকা আল্লাহুম্মা – হে আল্লাহ্! আপনার নামে শুরু করছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন লিখে যাও– হে আল্লাহ্! আপনার নামে শুরু করছি–এটি সেই চুক্তি যা সম্পাদন করেছেন আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা) এবং সুহায়ল ইব্ন আমর। তখন সুহায়ল ইব্ন আমর বলল আমি যদি সাক্ষ্য দিতাম যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল তাহলে তো আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম না বরং আপনি এটা লিখুন এটি সেই চুক্তি যা সম্পাদন করেছেন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ এবং সুহায়ল ইব্ন আমর যে, দশ বছর উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। এ সময়ে জনগণ নিরাপদে থাকবে এবং একে অন্যের উপর হামলে পড়া থেকে বিরত থাকবে। তবে মক্কার কোন লোক তার অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে মুহাম্মদ (সা) এ নিকট এলে তিনি তাকে মক্কাবাসীদের নিকট ফেরত পাঠাবেন আর রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথীদের কেউ কুরায়শীদের নিকট চলে গেলে তারা তাকে ফেরত

www.waytojannah.com

পাঠাবে না। এই চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে স্বচ্ছ মনোভাব নিয়ে। কোন পক্ষই এই চুক্তি লঙ্ঘন করবে না–বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না। চুক্তির একটি শর্ত এই ছিল যে, আরবের গোত্রগুলোর মধ্যে যারা মুহাম্মাদের (সা) সাথে মৈত্রী চুক্তি করতে চাইবে তারা তা পারবে এবং যারা কুরায়শদের সাথে মৈত্রী চুক্তি করতে চাইত তা পারবে। এ প্রেক্ষিতে খুযাআহ গোত্র তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হল আর বানূ বকর কুরায়শদের সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করল। চুক্তি সূত্রে সুহায়ল রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলল, আপনি এ বৎসর এখান থেকে মদীনায় ফিরে যাবেন, মক্কায় প্রবেশ করবেন না। পরবর্তী বৎসর আমরা আপনার জন্যে বায়তুল্লাহ্ শরীফ ছেড়ে দিব আপনার সাথীদেরকে নিয়ে আপনি সেখানে প্রবেশ করবেন এবং তিনদিন অবস্থান করবেন, আপনার সাথে সাধারণ সওয়ারীর অস্ত্রশস্ত্র থাকবে, তরবারি থাকবে কোষবদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ (সা) চুক্তি সম্পাদন করছিলেন এই সময়ে সুহায়লের পুত্র আবু জানদাল হাতে-পায়ে শিকল পরা অবস্থায় সেখানে এসে পড়ে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর দেখা স্বপ্নসূত্রে সাহাবিগণ বিজয়ে সন্দেহাতীত বিশ্বাস নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর চুক্তি সম্পাদন, মদীনায় প্রত্যাবর্তন ও অন্যান্য অপ্রীতিকর শর্ত মেনে নেয়ার অবস্থা দেখে তাঁরা ভীষণ ভাবনার মধ্যে পড়ে গেলেন। তাঁরা ধ্বংস হবার কাছাকাছি চলে গেলেন। সুহায়ল যখন আপন পুত্র আবু জানদালকে দেখতে পেল তখন তাকে ধরে চড় থাপ্পড় লাগিয়ে দিল এবং বলল হে মুহাম্মাদ সে আসার আগেই তো আমার আর আপনার মাঝে চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হাঁ, তাই। সুহায়ল উঠে আবূ জানদালের জামা জাপটে ধরল। আবু জানদাল তার স্বরে চীৎকার করে বলতে লাগল ওহে মুসলিমগণ! আমাকে কি আপনারা মুশরিকদের নিকট ফেরত পাঠাচ্ছেন? ওরা আমার দ্বীনকে কেন্দ্র করে আমাকে নির্যাতন নিপীড়ন করবে। এতে উপস্থিত মুসলমানদের মানসিক অস্থিরতা আরো বেড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আবূ জানদাল! ধৈর্য ধর এবং আল্লাহ্র নিকট পুরস্কারের প্রত্যাশা রাখ মহান আল্লাহ্ অবশ্যই তোমার জন্যে এবং তোমার সাথে থাকা দুর্বলদের জন্যে মুক্তি ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে দিবেন। আমরা তো ওদের সাথে একটি চুক্তিতে উপনীত হয়েছি। আমরা এ বিষয়ে ওদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমরা তো ভঙ্গ করতে পারব না। এসময় হযরত উমার (রা) দ্রুত আবূ জানদালের পাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং তাঁর সাথে হাঁটতে থাকেন। তিনি বলছিলেন হে আবূ জানদাল! ধৈর্য ধারণ কর, ওরা মুশরিক–ওদের রক্ত কুকুরের রক্তের মত। হযরত উমার (রা) এ সময়ে তাঁর তরবারির বাঁট আবূ জানদালের হাতে কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছিলেন আর বলছিলেন আমি আশা করছি সে আমার তরবারিটি হাতে তুলে নিবে এবং তা দিয়ে তার বাবাকে আঘাত করবে। কিন্তু ওই পুত্র তার পিতাকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকে এবং চুক্তিটি কার্যকর হয়।

এরপর বর্ণনাকারী রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক সাহাবীগণকে কুরবানীর পশু জবাইয়ের নির্দেশ, প্রথমে তাঁদের নিষ্ক্রিয়তা, রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিজের পশু জবাই ও মাথা মুণ্ডন তারপর তাঁদের নিজ নিজ পশু জবাই ও ও মাথা মুণ্ডন সম্পর্কিত বিবরণ বর্ণনা করেন। তাঁরা যখন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করছিলেন তখন সূরা আলফাত্হ নাযিল হয়।

(٣٠٦) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوْا يَا مُحَمَّدُ إِنَّا جِيْرَانُكَ وَحُلَفَاؤُكَ وَإِنَّ نَاسًا مِنْ عَبِيْدِنَا قَدِ اَتَوْكَ لَيْسَ بِهِمْ رَغْبَةٌ فِي الدِّيْنِ وَلَا رَغْبَةٌ فِي الْفِقْهِ إِنَّمَا فَرُّوْا مِنْ

www.waytojannah.com

ضِيَاعِنَا وَأَمْوَالِنَا فَارُدُدْهُمْ إِلَيْنَا فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا تَقُوْلُ قَالَ صَدَقُوا إِنَّهُمْ جِيْرَانُكَ قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا تَقُوْلُ قَالَ صَدَقُوا إِنَّهُمْ لَجِيْرَانُكَ وَحُلَفَاؤُكَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩০৬. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কুরায়শ বংশীয় কতক লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল হে মুহাম্মাদ! আমরা আপনার প্রতিবেশী ও মিত্র গোত্র–আমাদের কতক ক্রীতদাস আমার নিকট থেকে পালিয়ে আপনার এখানে চলে এসেছে মূলত ধর্মে তাদের কোন অনুরাগ এবং সত্য উপলব্ধিতে তাদের কোন আগ্রহ নেই–ওরা আমাদের ধনসম্পদ ও পশুপাল ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছে। আপনি ওদেরকে আমাদের নিকট ফেরত দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে বললেন, আপনি কী বলেন? তিনি বললেন ওরা তো আপনার প্রতিবেশী ওরা ঠিকই বলেছে। এ উত্তরে অসন্তুষ্ট হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর মুখমণ্ডল পরিবর্তিত হয়ে গেল। হযরত উমার (রা)-কে বললেন, আপনি কী বলেন? হযরত উমার (রা) বললেন, ওরা তো ঠিকই বলেছে, ওরা আপনার প্রতিবেশী ও মিত্র গোত্রীয় লোক। এ উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখাবয়বে চরম বিরক্তির চিহ্ন দেখা দেয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نَصِّ كِتَابِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ وَشُرُوْطِهِ

পরিচ্ছেদ : হুদায়বিয়ার সন্ধির বিবরণ ও শর্তসমূহ

(٣٠٧) عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوْهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتّٰى قَاضَاهُمْ عَلٰى أَنْ يُقِيْمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوْا هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ قَالُوْا لَا نُقِرُّ بِهٰذَا لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا وَلٰكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَنَا رَسُوْلُ اللهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ لِعَلِيٍّ امْحُ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ وَاللهِ لَا أَمْحُوْكَ أَبَدًا فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ أَنْ يَكْتُبَ فَكَتَبَ مَكَانَ رَسُوْلِ اللهِ هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ لَا يُدْخِلَ مَكَّةَ السِّلَاحَ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَلَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا أَحَدٌ إِلَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ وَلَا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَنْ يُقِيْمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوْا قُلْ لِصَاحِبِكَ فَلْيَخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ عَنِ الْبَرَاءِ أَيْضًا قَالَ وَادَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى ثَلَاثٍ مَنْ أَتَاهُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرُدُّوْهُ وَمَنْ أَتٰى إِلَيْنَا مِنْهُمْ رَدَدْنَاهُ إِلَيْهِمْ وَعَلٰى أَنْ يَجِيءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَأَصْحَابُهُ فَيَدْخُلُوْنَ مَكَّةَ مُعْتَمِرِيْنَ فَلَا يُقِيْمُوْنَ إِلَّا ثَلَاثًا وَلَا يُدْخِلُوْنَ إِلَّا جُلُبَ السِّلَاحِ السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ.

www.waytojannah.com

৩০৭. আবূ ইসহাক বর্ণনা করেছেন বারা ইব্ন আযিব থেকে। তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ (সা) যীকা'দাহ মাসে উমরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। মক্কার অধিবাসীগণ তাঁকে মক্কা প্রবেশের সুযোগ দানে অস্বীকৃতি জানাল। শেষ পর্যন্ত তিনি তাদের সাথে এই মর্মে সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করলেন যে, পরবর্তী বৎসর তিনি মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং তিনদিন অবস্থান করবেন। চুক্তিপত্র লিখার সময় তারা লিখলেন এই চুক্তি সম্পাদন করছে আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ (সা)। তারা বলল আমরা তো এটা মানি না। আমরা যদি মানতাম যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল তাহলে তো আপনাকে বাঁধা-ই দিতাম না। বরং আপনি আবদুল্লাহ্ এর পুত্র মুহাম্মাদ। তিনি বললেন আমি আল্লাহ্র রাসূল এবং আমি আবদুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মাদ। হযরত আলী (রা) বললেন, আমি কখনও আপনার পরিচয় মুছতে পারব না। রাসূলুল্লাহ (সা) চুক্তিপত্র নিজের হাতে নিলেন, তিনি ভালো লিখতে পারতেন না। (অপর বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা) কে বললেন ওই শব্দ মুছে দাও। আলী (রা) বললেন আমি তা মুছব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে তা মুছে ফেললেন। এরপর হযরত আলী (রা) "রাসূলুল্লাহ্" শব্দের স্থলে লিখলেন এটি সেই চুক্তি যা সম্পাদন করছেন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ যে, তিনি মক্কায় প্রবেশ করবেন শুধুমাত্র তরবারি নিয়ে এবং সেটি থাকবে কোষবদ্ধ। শুধুমাত্র যে তাঁর অনুসরণ করতে চায় তাকে ছাড়া অন্য কেউ তাঁর সাথে বাহিরে যাবে না আর তাঁর সাথীদের কেউ যদি মক্কায় থেকে যেতে চায় তাকে তিনি বাঁধা দিতে পারবেন না।

শর্তানুসারে পরবর্তী বৎসর রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হবার পর তারা হযরত আলী (রা) কে এসে বলল, আপনার নেতাকে বেরিয়ে যেতে বলুন–সময় তো শেষ হয়ে গিয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বেরিয়ে এলেন।

আবূ ইসহাক সূত্রে হযরত বারা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হুদাইবিয়া দিবসে তিনটি শর্ত মেনে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) মুশরিকদেরকে ছেড়ে এসেছিলেন। যারা রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আসবে তিনি তাদেরকে ফেরত পাঠাবেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট থেকে কেউ তাদের নিকট চলে গেলে তারা তাকে ফেরত দিবে না এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাথিগণ পরবর্তী বৎসর উমরার জন্যে মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং সেখানে তিনদিন অবস্থান করবেন। এ সময়ে তরবারি–তীর ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র কোষবদ্ধ থাকবে।

(٣٠٨) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ اُكْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ سُهَيْلٌ أَمَّا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ فَلَا نَدْرِي مَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَلٰكِنْ اُكْتُبْ مَا نَعْرِفُ بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ فَقَالَ اُكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ قَالَ لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَاتَّبَعْنَاكَ وَلٰكِنِ اُكْتُبْ اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَكْتُبُ هٰذَا قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ.

৩০৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরায়শগণ রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। তাদের মধ্যে সুহায়ল ইব্ন আমর ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা) কে বলেছিলেন লিখ– বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। তখন সুহায়ল বলে উঠল, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখবেন? আমরা বিসমিল্লাহির

www.waytojannah.com

রাহমানির রাহীম বলে কিছু বুঝি না–আপনি বরং এটা লিখুন "বিসমিকাল্লাহুম্মা"–হে আল্লাহ্! আপনার নামে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা)-কে বললেন, লিখ এটি সম্পাদিত হচ্ছে আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ-এর পক্ষে। তখন সুহায়ল বলল, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহ্র রাসূলরূপে জানতাম তাহলে তো অবশ্যই আপনার অনুসরণ করতাম। আপনি বরং আপনার নাম এবং আপনার বাবার নাম লিখুন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা) কে বললেন লিখ "আবদুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে"। তারা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এই শর্ত মানিয়ে নিয়েছিল যে, তাদের মধ্য থেকে কেউ মুসলমানদের নিকট গেলে তারা তাকে ফেরত দিবে আর মুসলমানদের মধ্য থেকে কেউ তাদের নিকট গেলে তারা তাকে ফেরত দিবে না। হযরত আলী (রা) বলেছিলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি কি তা লিখব? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন হাঁ লিখ যে, আমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি তাদের নিকট চলে যায় এবং আল্লাহ্ তাকে তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত করেন তারা তাকে আমাদের নিকট ফেরত দিবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ

পরিচ্ছেদ : বায়'আত-ই রিদওয়ান

(٣٠٩) عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُوَ رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ (وَفِي رِوَايَةٍ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) فَبَايَعُوْهُ عَلَى أَنْ لَا يَفِرُّوْا وَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَلْفٌ وَأَرْبَعُ مِائَةٍ.

৩০৯. মা'কাল ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত হুদায়বিয়া দিবসে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে ছিলেন। নিজহাতে তিনি একটি বৃক্ষ শাখা রাসূলুল্লাহ (সা) এর মাথা থেকে উপরে উঠিয়ে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মানুষকে বায়আত করাচ্ছিলেন। (অপর বর্ণনায় এসেছে যে, يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ মহান আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপরে)। তারা তাঁর হাতে অঙ্গীকার করল যে, তারা পালিয়ে যাবে না। তারা সংখ্যায় ছিল ১৪০০ জন।

(٣١٠) عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ.

৩১০. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। হুদায়বিয়া দিবসে আমরা ছিলাম ১৪০০ জন। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাতে বায়'আত করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) সামুরা বৃক্ষের নিচে ছিলেন। হযরত উমার রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাত ধরে রেখেছিলেন। আমরা বায়আত করেছিলাম যে, আমরা পলায়ন করব না। মৃত্যুবরণে আমরা বায়আত করিনি।

(٣١١) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ الْعَبَّاسُ آخِذًا بِيَدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاثِقُنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذْتُ وَأَعْطَيْتُ قَالَ فَسَأَلْتُ جَابِرًا يَوْمَئِذٍ كَيْفَ بَايَعْتُمْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ قُلْتُ لَهُ أَفَرَأَيْتَ يَوْمَ الشَّجَرَةِ قَالَ كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى بَايَعْنَاهُ قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ كُنَّا أَرْبَعَ

www.waytojannah.com

عَشْرَةَ مِائَةً فَبَايَعْنَاهُ كُلُّنَا إِلَّا الْجَدَّ بْنَ قَيْسٍ اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيْرٍ وَنَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِيْنَ مِنَ الْبُدْنِ لِكُلِّ سَبْعَةٍ جَزُوْرٌ-

৩১১. আবূ যুবায়র সূত্রে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাত ধরে রেখেছিলেন আর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের অঙ্গীকার নিচ্ছিলেন। বায়আত শেষে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন আমি অঙ্গীকার নিয়েছি এবং আল্লাহ্‌র প্রেরিত সুসংবাদ তোমাদেরকে দিয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি সেদিন জাবির (রা) কে বলেছিলাম যে, আপনারা কিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাতে বায়আত করেছিলেন! মৃত্যুবরণের বিষয়ে বায়'আত করেছিলেন কিনা? তিনি বললেন– না। আমরা বরং বায়'আত করেছি যে, আমরা পলায়ন করব না। আমি বললাম আপনি কি ওই বৃক্ষটি দেখেছেন? তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর হাত ধরে রেখেছিলেন আর আমরা তাঁর হাতে বায়আত করেছি। আমি বললাম আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন আমরা ছিলাম ১৪ শত জন। আমরা সকলেই তাঁর নিকট বায়আত করেছি তবে জাদ্দ ইব্‌ন কায়স বায়আত করেনি। সে একটি উটের পেটের নীচে লুকিয়েছিল। আমরা সেদিন সাতজনে একটি করে মোট ৭০টি উট কুরবানী করেছি।

(٣١٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ هَلْ بَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَالَ لَا وَلٰكِنْ صَلّٰى بِهَا وَلَمْ يُبَايِعْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ إِلَّا الشَّجَرَةَ الَّتِيْ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى بِئْرِ الْحُدَيْبِيَةِ-

৩১২. হাজ্জাজ–আবূ জুরায়জ হযরত জাবির (রা) কে বলতে শুনেছেন। জাবির (রা) কে তখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কি যুল হুলাফাতে বায়আত করিয়েছিলেন? তিনি বললেন, না– তিনি সেখানে বায়আত করাননি। তিনি সেখানে নামায আদায় করেছেন। হুদায়বিয়ার বৃক্ষ যেখানে সেখানে ব্যতীত অন্য কোথাও তিনি বায়আত করাননি। তিনি হযরত জাবির (রা) কে এটা বলতেও শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হুদায়বিয়ার কূপ-এর তীরে দুআ করেছিলেন।

(٣١٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَكَانَ أَحَدَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ نَزَلَتْ فِيْهِمْ هٰذِهِ الْآيَةُ (وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ) الخ الْآيَةِ قَالَ إِنِّيْ لَآخِذٌ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ أُظِلُّ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُبَايِعُوْنَهُ فَقَالُوْا نُبَايِعُكَ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا وَلٰكِنْ لَا تَفِرُّوْا-

৩১৩ – আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। যাদেরকে উপলক্ষ করে وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ অর্থাৎ, ওদেরকেও কোন অপরাধ নেই যারা আপনার নিকট বাহনের জন্যে এলে আপনি বলেছিলেন "তোমাদের জন্যে কোন বাহন আমি পাচ্ছি না" ওরা অর্থব্যয়ে অসামর্থজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরে গেল, সূরা তাওবা ঃ ৯২) আয়াত নাযিল হয়েছে তিনি তাদের একজন। তিনি বলেছেন আমি তখন একটি বৃক্ষ শাখা ধরে রেখেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) ওই শাখার ছায়ায় ছিলেন। লোকজন তাঁর হাতে বায়আত করছিল। তারা বলছিল আমরা কি মৃত্যুতে রাজী বলে বায়আত করব? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না, তা নয় বরং এ বিষয়ে বায়আত কর যে, তোমরা পলায়ন করবে না।

www.waytojannah.com

(٣١٤) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِي الْحُدَيْبِيَةِ ثُمَّ قَعَدْتُ مُتَنَحِّيًا فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ أَلَا تُبَايِعُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَيْضًا قُلْتُ عَلَامَ بَايَعْتُمْ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.

৩১৪. সালামা ইব্নুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন হুদায়বিয়াতে আমি অন্যান্যদের সাথী হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাতে বায়আত করেছিলাম। এরপর আমি এক কোণে বসা অবস্থায় ছিলাম। লোকজন রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবার ছেড়ে চলে যাবার পর তিনি আমাকে বললেন, ওহে ইব্ন আকওয়া! তুমি কি শপথ নিবে না? তিনি বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ইতোমধ্যে বায়আত করে নিয়েছি। এরপর বর্ণনাকারী বললেন, আপনি কি বিষয়ে বায়আত করেছেন? আমি বললাম মৃত্যু বিষয়ে বায়আত করেছি।

وَمِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى الْمَوْتِ.

অন্য সনদে আবূ উবায়দ ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আমি সালামা ইব্ন আকওয়াকে বলেছিলাম হুদায়বিয়া দিবসে আপনারা কী বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাতে বায়আত করেছিলেন? তিনি বললেন যে, আমরা মৃত্যু বিষয়ে বায়আত করেছিলাম।

(٣١٥) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ أَبِي مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ فَقَالَ انْطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ حَاجِّينَ فَعُمِّيَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا (يَعْنِي الشَّجَرَةَ) فَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَتْ لَكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ (وَمِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ) عَنْ طَارِقٍ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الشَّجَرَةُ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ الْعَامَ مَعَهُمْ فَنَسُوهَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ.

৩১৫. সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যারা বৃক্ষ-তলে রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাতে বায়আত-ই-রিদওয়ান করেছিলেন আমার বাবা তাঁদের মধ্যে ছিলেন। বায়আতের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন পরবর্তী বৎসর আমরা হজ্জের নিয়্যতে যাত্রা করেছিলাম। পথিমধ্যে ওই বৃক্ষের স্থানটি আমাদেরকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর তোমাদের নিকট যদি একবার চিহ্নিত হয় তবে সে বিষয়ে তোমরা অধিকতর অবগত হবে। অন্য সনদে এসেছে তারিক ইব্ন আবদুর রহমান বলেছেন যে, সাইদ ইব্ন মুসায়্যাবের নিকট হুদায়বিয়া দিবসের বিশেষ বৃক্ষটি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন যে, আমার বাবা আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি ওই বৎসর বায়আত গ্রহণকারীদের সাথে ছিলেন। পরবর্তী বৎসর তাঁরা ওই বৃক্ষের অবস্থান ভুলে গিয়েছিলেন।

(٣١٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ.

৩১৬. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন– হুদায়বিয়া দিবসে আমরা এক হাজার চারশত জন ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বলেছিলেন আজ তোমরা জগতের শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মানুষ রূপে অবস্থান করছ।

www.waytojannah.com

(٣١٧) وَعَنْهُ أَيْضًا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔

৩১৭. তাঁর থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন এই বৃক্ষতলে যারা বায়'আত করেছে তাদের কেউই জাহান্নামে যাবে না।

(٣١٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ بَعَثَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ فَضَرَبَ بِهَا يَدَهُ عَلَى يَدِهٖ وَقَالَ هٰذِهٖ لِعُثْمَانَ۔

৩১৮. ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উছমান (রা) কে প্রেরণ করেছিলেন মক্কাতে। তিনি হুদায়বিয়া ত্যাগ করার পর বায়আত-ই-রিদওয়ান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর এক হাত অপর হাতের ওপর রেখে বায়আত করে বলেছিলেন এটি উছমানের পক্ষে বায়আত।

(٣١٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ أَنَّ شُرَحْبِيْلَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتّٰى نَزَلْنَا السُّقْيَا فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مَنْ يَسْقِيْنَا فِيْ أَسْقِيَتِنَا قَالَ جَابِرٌ فَخَرَجْتُ فِيْ فِتْيَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتّٰى أَتَيْنَا الْمَاءَ الَّذِيْ بِالْأُثَايَةِ وَبَيْنَهُمَا قَرِيْبٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِيْنَ مِيْلًا فَسَقَيْنَا فِيْ أَسْقِيَتِنَا حَتّٰى إِذَا كَانَ بَعْدَ عَتَمَةٍ إِذَا رَجُلٌ يُنَازِعُهُ بَعِيْرُهُ إِلَى الْحَوْضِ فَقَالَ أَوْرِدْ فَإِذَا هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْرَدَ ثُمَّ أَخَذْتُ بِزِمَامِ نَاقَتِهٖ فَأَنَخْتُهَا فَقَامَ فَصَلَّى الْعَتَمَةَ وَجَابِرٌ فِيْمَا ذَكَرَ إِلٰى جَنْبِهٖ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَجْدَةً۔

৩১৯. ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ থেকে বর্ণিত যে, শুরাহবীল ইব্ন সা'দ তাঁকে জানিয়েছিল যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে হুদায়বিয়া থেকে ফেরার পথে সুকয়া নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করেছিলাম। তখন মুআয ইব্ন জাবাল (রা) বলেছিলেন আমাদের পানির পাত্রে পানি ভরে দিবে কে? জাবির বলেন আমি কতক আনসারী সাহাবীকে নিয়ে পথে বের হলাম। আমরা 'ইসায়াহ্' নামক স্থানের পানি মহলে এসে পৌঁছি। ইসায়াহ থেকে সুকয়ার দূরত্ব প্রায় ২৩ মাইল। আমরা আমাদের পাত্রগুলোতে পানি ভরে নিলাম। রাত কিছুটা গভীর হবার পর আমি একজন লোক দেখতে পেলাম যে, তাঁর উট কূপে নামার জন্যে তাঁর সাথে টানাটানি করছে। তিনি বললেন আমি পানির ঘাটে নামব। অতঃপর আমি দেখলাম যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)। তিনি নামলেন। আমি তাঁর উটের লাগাম টেনে সেটিকে বসালাম। রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়িয়ে ইশার নামায আদায় করলাম। হযরত জাবির (রা) তাঁর পাশে ছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) ১৩ রাকআত নামায আদায় করলেন।

www.waytojannah.com

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَدِيْثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَهُوَ يَتَضَمَّنُ تَلْخِيْصَ الْبَابَيْنِ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ۔

পরিচ্ছেদ : সালামাহ ইব্‌ন আকওয়া'হ-এর হাদীস
তাতে পূর্ববর্তী দুই অধ্যায়ের সারাংশ রয়েছে

(٣٢٠) عَنْ إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُدَيْبِيَةَ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَعَلَيْهَا خَمْسُوْنَ شَاةً لَا تُرْوِيْهَا فَقَعَدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبَاهَا فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَسَقَ فَجَاشَتْ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِالْبَيْعَةِ فِيْ أَصْلِ الشَّجَرَةِ فَبَايَعَهُ أَوَّلُ النَّاسِ وَبَايَعَ وَبَايَعَ حَتّٰى إِذَا كَانَ فِيْ وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ يَا سَلَمَةُ بَايِعْنِيْ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ فِيْ أَوَّلِ النَّاسِ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَأَيْضًا فَبَايِعْ وَرَانِيْ أَعْزَلَ فَأَعْطَانِيْ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ حَتّٰى إِذَا كَانَ فِيْ اٰخِرِ النَّاسِ قَالَ أَلَا تُبَايِعُنِيْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بَايَعْتُ أَوَّلَ النَّاسِ وَأَوْسَطَهُمْ وَاٰخِرَهُمْ قَالَ وَأَيْضًا فَبَايِعْ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ دَرَقَتُكَ أَوْ حَجَفَتُكَ الَّتِيْ أَعْطَيْتُكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَقِيَنِيْ عَمِّيْ عَامِرٌ أَعْزَلَا فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّكَ كَالَّذِيْ قَالَ اللّٰهُمَّ أَبْغِنِيْ حَبِيْبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ وَضَحِكَ ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ رَاسَلُوْنَا الصُّلْحَ حَتّٰى مَشٰى بَعْضُنَا إِلٰى بَعْضٍ قَالَ وَكُنْتُ تَبِيْعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَحُسُّ فَرَسَهُ وَأَسْقِيْهِ وَأَكُلُّ مِنْ طَعَامِهِ وَتَرَكْتُ أَهْلِيْ وَمَالِيْ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ أَتَيْتُ الشَّجَرَةَ فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا وَاضْطَجَعْتُ فِيْ ظِلِّهَا فَأَتَانِيْ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَجَعَلُوْا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ يَقَعُوْنَ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَوَّلْتُ عَنْهُمْ إِلٰى شَجَرَةٍ أُخْرٰى وَعَلَّقُوْا سِلَاحَهُمْ وَاضْطَجَعُوْا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذْ نَادٰى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِيْ يَا لَ الْمُهَاجِرِيْنَ قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِيْ فَشَدَدْتُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا ثُمَّ قُلْتُ وَالَّذِيْ أَكْرَمَ مُحَمَّدًا لَا يَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِيْ يَعْنِيْ فِيْهِ عَيْنَاهُ فَجِئْتُ أَسُوْقُهُمْ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ عَمِّيْ عَامِرٌ بِابْنِ مِكْرَزٍ يَقُوْدُ بِهِ فَرَسَهُ يَقُوْدُ سَبْعِيْنَ حَتّٰى وَقَفْنَاهُمْ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ دَعُوْهُمْ يَكُوْنُ لَهُمْ بُدُوُّ الْفُجُوْرِ وَعَفَا عَنْهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُنْزِلَتْ (وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ) ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا يُقَالُ لَهُ لَحْيُ جَمَلٍ فَاسْتَغْفَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ

www.waytojannah.com

رَقِ الْجَبَلَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَهْرِهِ مَعَ غُلَامِهِ رَبَاحٍ وَأَنَا مَعَهُ وَخَرَجْتُ بِفَرَسِ طَلْحَةَ أُنَدِّيهِ عَلَى ظَهْرِهِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُيَيْنَةَ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ وَقَتَلَ رَاعِيَهُ.

৩২০. ইয়াস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমার পিতা বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে হুদায়বিয়াতে পৌঁছি। আমরা ছিলাম ১৪০০ জন। সেখানে ৫০টি বকরী থাকত। স্থানীয় কূপের পানি তাদের পিপাসা নিবারণের জন্যে যথেষ্ট ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) কূপের তীরে বসলেন। তিনি দুআ করলেন কিংবা কূপে থুথু ফেললেন। সাথে সাথে কূপের পানি উথলে উঠল। আমরা সকলে পানি পান করলাম এবং পশুপালকে পানি করালাম। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বৃক্ষতলে বায়'আত করার আহ্বান জানান। প্রথম সারির লোকজন বায়আত করল। তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যরা বায়আত করে যাচ্ছিল। মধ্যম ভাগের লোকজনের সময় হবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন হে সালামাহ্! তুমি আমার হাতে বায়আত কর। তিনি বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি প্রথম দিকের লোকদের সাথে বায়আত করে নিয়েছি। তিনি বললেন আবার বায়আত কর। তিনি আমাকে নিরস্ত্র দেখতে পেলেন এবং আমাকে একটি ঢাল দিলেন। এরপর তিনি বায়আত করাচ্ছিলেন। তিনি যখন শেষ দিকের লোকদেরকে বায়আত করাচ্ছিলেন তখন আমাকে বললেন, তুমি কি আমার নিকট বায়আত করবে না? আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি প্রথম দিকের লোকদের সাথে এবং মধ্যম দিকের লোকদের সাথে বায়আত করেছি। তিনি বললেন আবার বায়আত কর। আমি আবার তাঁর হাতে বায়আত করলাম। তিনি বললেন আমি তোমাকে যে ঢালটি দিয়েছি সেটি কোথায়? আমি বললাম, আমার চাচা 'আমিরকে নিরস্ত্র দেখে আমি সেটি তাঁকে দিয়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন তুমি তো সেই ব্যক্তির মত যে বলে হে আল্লাহ্! আমাকে এমন একটি বন্ধু এনে দিন যে আমার নিকট আমার নিজের চেয়ে অধিক প্রিয় অতঃপর তিনি হেসে ফেললেন। এরপর মুশরিকগণ আমাদের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করল। অতঃপর আমরা একে অন্যের পাশাপাশি থেকে হাঁটতে শুরু করি। আমি তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) এর খাদেম ছিলাম। আমি তাঁর ঘোড়াকে খাবার দিই, পানি পান করাই এবং তালহার খাবার থেকে আমি খাই, আমার পরিবার-পরিজনকে বাড়ীতে রেখে আমি আল্লাহ্র পথে এসে পড়েছিলাম। আমরা এবং মক্কাবাসিগণ যখন চুক্তি সম্পাদন করলাম তখন আমরা সবাই মিলে মিশে যাত্রা করি এবং নির্দিষ্ট বৃক্ষতলে এসে পৌঁছি। গাছে কাঁটা-কুঁটা পরিষ্কার করে আমি সেখানে শুয়ে পড়ি। ইতিমধ্যে চারজন মুশরিক মক্কাবাসী আমার নিকট আসে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর বিষয়ে আমার সাথে তর্কে লিপ্ত হয়। আমি ওদেরকে ছেড়ে অন্য বৃক্ষের নিকট চলে যাই। তারা তাদের তরবারি গাছে ঝুলিয়ে রেখে শুয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় উপত্যকার নিম্নাঞ্চল থেকে এক ঘোষক ঘোষণা দিয়ে বলে ওহে মুহাজিরগণ! ইব্ন যুনায়ম নিহত হয়েছে। অবিলম্বে আমি আমার তরবারি কোষমুক্ত করে চার মুশরিকের উপর হামলা করি। ওদের তরবারিগুলো নিয়ে আঁটি বেঁধে ফেলি। আমি বলি যে, মুহাম্মাদ (সা) কে যিনি সম্মানিত করেছেন তাঁর কসম করে বলছি, তোমাদের কেউ যদি মাথা ওঠাও তবে আমি তার মাথা ধড় থেকে আলাদা করে দিব। আমি ওদের চারজনকে হাঁকিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট নিয়ে আসি। ওদিকে আমার চাচা আমির অশ্বে আরোহণ করে সত্তর জন মুশরিকের সাথে

www.waytojannah.com

দলবদ্ধ হয়ে ইব্ন মুকরিযাকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট উপস্থিত হন। আমরা তাঁর সম্মুখে দাঁড়াই। তিনি মুশরিকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওদেরকে ছেড়ে দাও যাতে এটি তাদের প্রথম অপকর্ম হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) ওদেরকে ক্ষমা করে দিলেন।তখন এই আয়াত নাযিল হল ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا۔

তিনি মক্কা উপত্যকায় ওদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত ওদের থেকে নিবারিত করেছেন (সূরা ফাত্হ ঃ ২৪)।

এরপর আমরা মদীনার দিকে ফিরতি যাত্রা করলাম। 'লুহা জামাল' নামক স্থানে এসে আমরা যাত্রাবিরতি করলাম। সে রাতে যারা পাহাড়ে উঠে রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবীগণের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করেছিল রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের জন্যে দু'আ করেছিলেন। আমি সে রাতে দুবার কিংবা তিনবার পাহাড়ে উঠেছিলাম। এরপর আমরা মদীনায় এসে পৌঁছি।

মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ক্রীতদাস রাবাহকে তাঁর বাহন সহকারে অন্যত্র প্রেরণ করেন। আমি রাবাহের সাথে ছিলাম। আমি তালহা (রা) এর ঘোড়া নিয়ে বের হই। যখন ভোর হল তখন আবদুর রহমান ইব্ন উয়ায়নাহ এসে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বাহনের উপর আক্রমণ চালায় এবং সেগুলো লুট করে নিয়ে যায়। সে রাসূলুল্লাহ (সা) এর পশুপালক রাবাহকে খুন করে।

www.waytojannah.com

أَبْوَابُ حَوَادِثِ السَّنَةِ السَّابِعَةِ

৭ম হিজরীর ঘটনাবলী

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ غَزْوَةِ ذِيْ قَرَدٍ وَتُسَمّٰى غَزْوَةَ الْغَابَةِ أَيْضًا

পরিচ্ছেদ : যূ কারাদ যুদ্ধ – এটিকে গাবাহ্ যুদ্ধও বলা হয়

(٣٢١) حَدَّثَنِيْ مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْغَابَةِ حَتّٰى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِيْ غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قُلْتُ وَيْحَكَ مَا لَكَ قَالَ أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ وفَزَارَةُ قَالَ فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعَتْ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَا صَبَاحَاهُ يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتّٰى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوْهَا قَالَ فَجَعَلْتُ أَرْمِيْهِمْ وَأَقُوْلُ:

৩২১. মক্কী ইব্ন ইব্রাহীম ও ইয়াযিদ ইবন আবু ওবায়দ সালামাহ ইব্ন আকওয়া সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, আমি গাবাহ্ যাবার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হয়েছিলাম। গাবা-এর একটি উঁচু স্থানে পৌঁছার পর আবদুর রহমান ইব্ন আওফের এক ক্রীতদাসের সাথে আমার দেখা হয়। আমি তাকে বললাম–খবর কী? সে বলল, রাসূলুল্লাহ (সা) এর দুধেল উষ্ট্রগুলো ছিনতাই হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম কে ছিনতাই করেছে? সে বলল গাতফান ও ফাযারাহ গোত্রের লোক। একথা শুনে আমি প্রচণ্ড শব্দে তিনটি চীৎকার দিই। মহাবিপদ বুঝাতে আমি "ইয়া সাবাহাহ্ ইয়া সাবাহাহ্" বলে চীৎকার দিই। মদীনার দু'পর্বতের মাঝে সর্বত্র আমার চীৎকার ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আমি দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ওদের কাছাকাছি পৌঁছে যাই। ওরা উটপাল নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করছিলাম আর এই কবিতা আবৃত্তি করছিলাম–

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ ... وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

قَالَ فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوْا فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسُوْقُهَا فَلَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ وَإِنِّيْ أَعْجَلْتُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوْا فَأَذْهَبُ فِيْ أَثَرِهِمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَبُوْنَ فِيْ قَوْمِهِمْ.

আমি আকওয়া-এর পুত্র– আজ হলো যুদ্ধের দিন।

www.waytojannah.com

একপর্যায়ে আমি ওদের নিকট থেকে উটপাল উদ্ধার করে ফেলি। তখনও তারা পানি পান করেনি। সেগুলো নিয়ে ফিরে আসছিলাম। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওই লোকগুলো পিপাসার্ত। ওদের পানি করার আগেই আমি উটগুলো আমার করায়ত্তে নিয়ে আসি। সুতরাং ওদেরকে পাকড়াও করতে এখনই অগ্রসর হোন। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন ওহে আকওয়ার পুত্র! তুমি তো উটপালের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছ। সুতরাং ধীরস্থিরভাবে কাজ কর। শত্রুপক্ষ এখন তাদের গোত্রে লোকদের পানপাত্র করে পানি পান করাচ্ছে।

(٣٢٢) عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْنَا أَنَا وَرَبَاحٌ غُلَامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجْتُ بِفَرَسِ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أُبْدِيَهُ مَعَ الْإِبِلِ فَلَمَّا كَانَ بِغَلَسٍ غَارَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُيَيْنَةَ عَلَى إِبِلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَلَ رَاعِيَهَا وَخَرَجَ يَطْرُدُهَا هُوَ وَأُنَاسٌ مَعَهُ فِي خَيْلٍ فَقُلْتُ يَا رَبَاحُ اقْعُدْ عَلَى هٰذَا الْفَرَسِ فَأَلْحِقْهُ بِطَلْحَةَ وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ أُغِيرَ عَلَى سَرْحِهِ قَالَ وَقُمْتُ عَلَى تَلٍّ فَجَعَلْتُ وَجْهِي مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ نَادَيْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ اتَّبَعْتُ الْقَوْمَ مَعِي سَيْفِي وَنَبْلِي فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ وَذٰلِكَ حِينَ يَكْثُرُ الشَّجَرُ فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ جَلَسْتُ لَهُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَمَيْتُ فَلَا يُقْبِلُ عَلَيَّ فَارِسٌ إِلَّا عَقَرْتُ بِهِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَنَا أَقُولُ:

فَأَلْحَقُ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ فَأَرْمِيهِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَيَقَعُ سَهْمِي فِي الرَّجُلِ حَتَّى انْتَظَمْتُ كَتِفَهُ فَقُلْتُ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَإِذَا كُنْتُ فِي الشَّجَرِ أَحْرَقْتُهُمْ بِالنَّبْلِ فَإِذَا تَضَايَقَتِ الثَّنَايَا عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَرَدَيْتُهُمْ بِالْحِجَارَةِ فَمَا زَالَ ذَاكَ شَأْنِي وَشَأْنَهُمْ أَتْبَعُهُمْ فَأَرْتَجِزُ حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي فَاسْتَنْقَذْتُهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ لَمْ أَزَلْ أَرْمِيهِمْ حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ رُمْحًا وَأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً يَسْتَخِفُّونَ مِنْهَا وَلَا يُلْقُونَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ حِجَارَةً وَجَمَعْتُ عَلَى طَرِيقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا امْتَدَّ الضُّحَى أَتَاهُمْ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ مَدَدًا لَهُمْ وَهُمْ فِي ثَنِيَّةٍ ضَيِّقَةٍ ثُمَّ عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَأَنَا فَوْقَهُمْ فَقَالَ عُيَيْنَةُ مَا هٰذَا الَّذِي أَرَى قَالُوا لَقِينَا مِنْ هٰذَا الْبَرْحَ مَا فَارَقَنَا بِسَحَرٍ حَتَّى الْآنَ وَأَخَذَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا وَجَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ قَالَ عُيَيْنَةُ لَوْلَا أَنَّ هٰذَا يَرَى أَنَّ وَرَاءَهُ طَلَبًا لَقَدْ تَرَكَكُمْ لِيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ فَقَامَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فَصَعِدُوا فِي الْجَبَلِ فَلَمَّا أَسْمَعْتُهُمُ الصَّوْتَ قُلْتُ أَتَعْرِفُونِي قَالُوا وَمَنْ أَنْتَ قُلْتُ أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطْلُبُنِي مِنْكُمْ رَجُلٌ فَيُدْرِكُنِي وَلَا أَطْلُبُهُ فَيَفُوتُنِي قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِنْ أَظُنُّ قَالَ فَمَا بَرِحْتُ مَقْعَدِي ذٰلِكَ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى فَوَارِسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ وَإِذَا أَوَّلُهُمُ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ وَعَلَى أَثَرِهِ

www.waytojannah.com

أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أَثَرِ أَبِي قَتَادَةَ الْمِقْدَادُ الْكِنْدِيُّ فَوَلَّى الْمُشْرِكُونَ مُدْبِرِينَ وَأَنْزِلُ مِنَ الْجَبَلِ فَأَعْرِضُ لِلْأَخْرَمِ فَأَخُذُ عِنَانَ فَرَسِهِ فَقُلْتُ يَا أَخْرَمُ إِئْذَنِ الْقَوْمَ يَعْنِي احْذَرْهُمْ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَقْطَعُوكَ فَاتَّئِدْ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ قَالَ يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ قَالَ فَخَلَّيْتُ عِنَانَ فَرَسِهِ فَيَلْحَقُ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُيَيْنَةَ وَيَعْطِفُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ الْأَخْرَمُ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَتَلَهُ فَتَحَوَّلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَلَى فَرَسِ الْأَخْرَمِ فَيَلْحَقُ أَبُو قَتَادَةَ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ بِأَبِي قَتَادَةَ وَقَتَلَهُ أَبُو قَتَادَةَ وَتَحَوَّلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى فَرَسِ الْأَخْرَمِ ثُمَّ إِنِّي خَرَجْتُ أَعْدُو فِي أَثَرِ الْقَوْمِ حَتَّى مَا أَرَى مِنْ غُبَارِ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا وَيُعْرِضُونَ قِبَلَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ ذُو قَرَدٍ فَأَرَادُوا أَنْ يَشْرَبُوا مِنْهُ فَأَبْصَرُونِي أَعْدُو وَرَاءَهُمْ فَعَطَفُوا عَنْهُ وَاشْتَدُّوا فِي الثَّنِيَّةِ ثَنِيَّةِ ذِي نَثْرٍ وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَلْحَقُ رَجُلًا فَأَرْمِيهِ فَقُلْتُ خُذْهَا

وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ قَالَ فَقَالَ يَا ثُكْلَ أُمِّ أَكْوَعُ بُكْرَةٍ قُلْتُ نَعَمْ أَيْ عَدُوَّ نَفْسِهِ وَكَانَ الَّذِي رَمَيْتُهُ بُكْرَةً فَأَثْبَتُّهُ سَهْمًا آخَرَ فَعَلِقَ بِهِ سَهْمَانِ وَيَخْلُفُونَ فَرَسَيْنِ فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ ذُو قَرَدٍ فَإِذَا بِنَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمْسِمِائَةٍ وَإِذَا بِلَالٌ قَدْ نَحَرَ جَزُورًا مِمَّا خَلَّفْتُ فَهُوَ يَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ خَلِّنِي فَأَنْتَخِبَ مِنْ أَصْحَابِكَ مِائَةً فَأَخُذَ عَلَى الْكُفَّارِ بِالْعَشْوَةِ فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ قَالَ أَكُنْتَ فَاعِلًا ذٰلِكَ يَا سَلَمَةُ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمْ يُقْرَوْنَ الْآنَ بِأَرْضِ غَطَفَانَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ فَقَالَ مَرُّوا عَلَى فُلَانٍ الْغَطَفَانِيِّ فَنَحَرَ لَهُمْ جَزُورًا قَالَ فَلَمَّا أَخَذُوا يَكْشِطُونَ جِلْدَهَا رَأَوْا غَبَرَةً فَتَرَكُوهَا وَخَرَجُوا هِرَابًا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ وَخَيْرُ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ الرَّاجِلِ وَالْفَارِسِ جَمِيعًا ثُمَّ أَرْدَفَنِي وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا قَرِيبًا مِنْ ضَحْوَةٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَا يُسْبَقُ جَعَلَ يُنَادِي هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ أَلَا رَجُلٌ يُسَابِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَعَادَ ذٰلِكَ مِرَارًا وَأَنَا وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْدِفِي قُلْتُ لَهُ أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا قَالَ لَا إِلَّا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي خَلِّنِي فَلَأُسَابِقُ الرَّجُلَ قَالَ إِنْ شِئْتَ قُلْتُ أَذْهَبُ إِلَيْكَ فَطَفَرَ عَنْ

www.waytojannah.com

رَاحِلَتِهِ وَثَنَيْتُ رِجْلَيَّ فَطَفَرْتُ عَنِ النَّاقَةِ ثُمَّ إِنِّي رَبَطْتُ عَلَيْهَا شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ يَعْنِي اسْتَبْقَيْتُ نَفَسِي ثُمَّ إِنِّي عَدَوْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ فَأَصُكَّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِيَدَيَّ قُلْتُ سَبَقْتُكَ وَاللهِ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ فَضَحِكَ وَقَالَ إِنْ أَظُنُّ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ.

৩২২. ইয়াস ইব্ন সালামাহ ইব্ন আকওয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, হুদায়বিয়ার সময় আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে মদীনায় আগমন করি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এর ক্রীতদাস রাবাহের সাথে ছিল রাসূলুল্লাহ (সা) এর বাহন উটপাল ও বোঝা। আর আমি বের হয়েছিলাম তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্-এর একটি ঘোড়া নিয়ে। আমার উদ্দেশ্য ছিল উটপালের সাথে ঘোড়াটিকে ঘাস-পানি খাওয়াব। শেষ রাতের অন্ধকার যখন ঘনীভূত হল তখন আবদুর রহমান ইব্ন উয়ায়নাহ এসে রাসূলুল্লাহ (সা) এর উটপালের উপর হামলা করতঃ রাখালকে হত্যা করে এবং উটপাল ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তার সাথে একদল অশ্বারোহী লোকও ছিল। আমি বললাম ওহে রাবাহ, তুমি এই অশ্বে আরোহণ করে এটিকে তালহার নিকট পৌঁছিয়ে দাও এবং রাসূলুল্লাহ (সা) কে জানিয়ে দাও যে, তাঁর বাহনগুলোর উপর শত্রুপক্ষ আক্রমণ করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি একটি পাহাড়ে উঠে গেলাম এবং মদীনার দিকে মুখ করে প্রচণ্ড শব্দে তিনবার চীৎকার দিয়ে বললাম 'ইয়া সাবাহাহ্"! (অর্থাৎ বিপদ বিপদ বিপদ)। এরপর আমি আমার তরবারি ও বর্শা নিয়ে লুটেরা দলের পেছনে ছুটলাম। আমি তাদেরকে তীর নিক্ষেপে আহত করছিলাম। ঘন গাছ-গাছালির ঝোপ পেলে আমি তীর নিক্ষেপ করতাম আর তাদের কোন অশ্বারোহী আমার দিকে এগিয়ে এলে আমি গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকতাম এবং সুযোগ বুঝে পুনরায় তীর নিক্ষেপ করতাম। যে অশ্বারোহীই আমার দিকে এসেছে আমি তাকে তীর নিক্ষেপে আহত করেছি। আমি তখন তীর নিক্ষেপ করছিলাম আর বলছিলাম–

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ ... وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

আমি আকওয়ার পুত্র–আজকের দিন নিকৃষ্ট লোকদের ধ্বংসের দিন।" আমি ওদের এক লোকের দেখা পাই। সে তার বাহনের উপর ছিল। আমি তাকে তীর নিক্ষেপ করি। আমার তীর তার পায়ে বিদ্ধ হয়। আমি তার ঘাড় ধরে ফেলি এবং বলি, "এটি লও, আমি আকওয়ার পুত্র, আজকের দিন নিকৃষ্ট লোকদের জন্যে ধ্বংসের দিন)। আমি যখন গাছের আড়ালে থাকতাম তখন তীর মেরে ওদের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিতাম। আর পাহাড়ী পথে তীর নিক্ষেপ সম্ভব না হলে আমি পাহাড়ের উপরে উঠে তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করতাম। এভাবেই আমি আর তারা সংঘাতে লিপ্ত ছিলাম। একপর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর পুরো উটপাল কে আমি আমার পেছনে এনে ওদের কবল থেকে মুক্ত করে নিই। এরপরও আমি ওদের প্রতি তীর এবং পাথর নিক্ষেপ করতে থাকি। তারা নিজেদের বোঝা হালকা করার জন্যে ৩০টি বর্শা এবং ৩০টি চাঁদর ফেলে রেখে এগিয়ে যায়। তারা যা যা ফেলে যাচ্ছিল আমি সেগুলো পাথরে ঢেকে দিচ্ছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর আগমনের পথে সেগুলোকে একত্রিত করে রাখছিলাম।

সূর্যতাপ কিছুটা প্রখর হবার পর ওদের সাহায্যে উয়ায়না ইব্ন বদর উপস্থিত হয়। তখন তারা একটি ছোট্ট পাহাড়ে অবস্থান করছিল। আমি পাহাড়ের উপরে উঠে যাই। উয়ায়না বলল আমি এটা কী দেখছি? তারা বলল আমরা ওর পক্ষ থেকে ভীষণ আক্রমণের শিকার হচ্ছি। শেষ রাত থেকে এখন পর্যন্ত সে

www.waytojannah.com

আমাদেরকে ছাড়ছে না। আমাদের হাতে যা ছিল তার সবই সে কেড়ে নিয়ে তার পেছনে রেখে দিয়েছে। উয়ায়না বলল ওর পেছনে সাহায্যকারী দল থাকার ব্যবস্থা না থাকলে নিশ্চয়ই সে তোমাদেরকে ছেড়ে চলে যেত। এখন তোমাদের কয়েকজন তার উপর হামলা করার জন্যে এগিয়ে যাও। তাদের মধ্য থেকে চারজন এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ে উঠল। আমার কণ্ঠস্বর তাদের কানে পৌঁছার মত জায়গায় তারা উঠার পর আমি বললাম, তোমরা কি আমাকে চেন? তারা বলল, তুমি কে? আমি বললাম, আমি আকওয়ার পুত্র। সেই সত্বার কসম যিনি মুহাম্মাদ (সা) কে সম্মানিত করেছেন তোমাদের কেউ আমাকে খুঁজলে সে আমাকে খুঁজে পাবে না আর আমি তোমাদের কাউকে খুঁজে বের করতে গেলে সে লুকিয়ে থাকতে পারবে না। ওদের একজন বলল, হাঁ, আমার ধারণাও তাই। অতঃপর আমি আমার স্থানে রয়ে গেলাম। একপর্যায়ে আমি দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) অশ্বারোহী সৈন্যগণ বৃক্ষবনে প্রবেশ করছে। তাদের প্রথমে ছিলেন আখরাম আসাদী (রা) আর তাঁর পেছনে আবূ কাতাদাহ্ (রা)। আর কাতাদাহ্-এর পেছনে মিকদাদ কিন্দী (রা)। তাঁদেরকে দেখে মুশরিকগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাতে লাগল। আমি পাহাড় থেকে অবতরণ করলাম। আখরাম আসাদী (রা) এর ঘোড়ার লাগাম ধরে আমি বললাম, হে আখরাম! শত্রুদের ব্যাপারে সাবধান থাকবেন, ওরা যে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে না সে বিষয়ে আমি শংকামুক্ত নই। আপনি অপেক্ষা করুন, রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ সকলে উপস্থিত হবেন। আখরাম (রা) বললেন, হে সালামাহ্! আল্লাহ্ এবং শেষ দিবসে যদি তোমার বিশ্বাস থাকে আর তুমি যদি বিশ্বাস কর যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য তাহলে আমার মাঝে আমার শহীদ হবার মাঝে তুমি অন্তরায় হয়ো না। এরপর আমি তাঁর ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিলাম। তিনি আবদুর রহমান ইব্ন উয়ায়নার মুখোমুখি হলেন। সে তাঁর উপর আক্রমণ করল। উভয়ের মধ্যে তরবারির আক্রমণ প্রতি আক্রমণ হল। আখরাম আহত করলেন আবদুর রহমানকে। আবদুর রহমান প্রত্যাঘাত করল আখরামকে এবং তাঁকে শহীদ করল। সে আখরাম (রা) এর ঘোড়ায় চড়ে বসল। আবূ কাতাদা (রা) তাকে প্রতিরোধ করলেন। উভয়ের মধ্যে তরবারির আঘাত বিনিময় হল। সে আবূ কাতাদা (রা) কে আহত করল, আবূ কাতাদা (রা) তাকে হত্যা করলেন। তিনি আখরামের ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। আমি শত্রু সেনাদলের পেছনে প্রাণপণে দৌড়াতে লাগলাম। আমি এতদূরে চলে এলাম যে, মূলমানদের পদধূলিও দেখতে পাচ্ছিলাম না। শেষ পর্যন্ত সূর্যাস্তের পূর্বে তারা কারাদ নামের পানির কূপবিশিষ্ট গিরিপথে এসে অবতরণ করল। তাঁরা পানি পান করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমন সময় তারা আমাকে দেখতে পায় যে আমি তাদেরকে তাড়া করছি। তারা ওই স্থান ছেড়ে দ্রুত ওই কূপবিশিষ্ট পাহাড়ে উঠতে থাকে। ইতিমধ্যে সূর্য অস্তমিত হয়। আমি ওদের একজনকে ধরে ফেলি। তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করে আমি বলি خُذْ هَا أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ ... وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ। নে, এটি দর, আমি আকওয়ার পুত্র, আজকের দিন নিকৃষ্ট লোকদের ধ্বংসের দিন।"

সে বলল, আকওয়ার মা ধ্বংস হোক তুমিই কি ভোর থেকে আমাদেরকে তাড়া করছ? আমি বললাম হাঁ, ওহে নিজে নিজের শত্রু। বস্তুতঃ আমি ভোরেও তাকে তীর নিক্ষেপ করেছিলাম। এবার আরেকটি তীর আমি তার দিকে নিক্ষেপ করলাম। দুটো তীর তার শরীরে ঝুলছিল। ওরা পালিয়ে যাবার সময় দুটো ঘোড়া ফেলে যায়। আমি সে দুটোকে চালিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এসে পৌঁছি। শত্রুপক্ষকে যে পানির কূপ থেকে আমি তাড়িয়েছিলাম সেই যূকারাদ স্থানে তিনি অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে পাঁচশত

www.waytojannah.com

সৈন্য ছিল। আমি যে উটগুলোকে পেছনে রেখে গিয়েছিলাম হযরত বিলাল (রা) সেগুলো থেকে কতক উট জবাই করে কলিজা ও কুঁজ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য ভাজি করছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌঁছি এবং তাঁকে বলি যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাকে অনুমতি দিন, আমি সাহাবীগণের মধ্য থেকে একশত জনকে বাছাই করে নিই এবং সন্ধ্যাবেলা শত্রুদলের উপর আক্রমণ করে তাদের সকলকে হত্যা করি যাতে তাদের মধ্যে সংবাদ পৌঁছানোর মতও কেউ না থাকে। তিনি বললেন, হে সালমাহ্! তুমি কি তেমনটি করতে চাও? আমি বললাম, হাঁ, যে মহান সত্তা আপনাকে সম্মানিত করেছেন তাঁর কসম করে বলছি আমি তেমনটি করতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সা) মুখ খুলে হাসলেন যে, আমি আগুনের আলোতে তাঁর পাশের দাঁত দেখতে পেলাম। তারপর তিনি বললেন, এখন তারা গাতফান মহল্লায় আপ্যায়ন করছে। একটু পরে গাতফানী এক পুরুষ উপস্থিত হয়ে বলে যে, ওই শত্রুদল অমুক গাতফানীর নিকট গিয়েছিল। সে তাদের ভোজনের জন্যে উট জবাই করেছিল। তারা যখন উটের চামড়া খুলছিল তখন তারা উড়ন্ত পদধূলি দেখতে পায়। ফলে তারা সেগুলো ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

ভোরবেলা রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আজকে আমাদের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী হল আবূ কাতাদাহ আর শ্রেষ্ঠ পদাতিক সৈন্য হল সালামাহ্। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে অশ্বারোহী এবং পদাতিক উভয় প্রকারের যোদ্ধার বণ্টন-অংশ প্রদান করলেন। এরপর তাঁর বাহনের পেছনে যাত্রী হিসেবে তিনি আমাকে তাঁর 'আদবা' উষ্ট্রীর পেছনে তুলে নিলেন। আমরা সকলে তখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলাম। মদীনার কাছাকাছি এসে পৌঁছার পর জনৈক আনসারী যে কোনোদিন দৌড় প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়নি চীৎকার করে বলছিল আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার মত কেউ আছে কি? এমন কেউ কি আছে যে, মদীনায় আগে পৌঁছবার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে? সে একাধিকবার এই ঘোষণা দিল। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর বাহনের পেছনে যাত্রীরূপে ছিলাম। আমি বললাম, ওহে তুমি কি সম্মানী মানুষকে সম্মান দেখাতে আর ভদ্র মানুষকে ভয় করতে অভ্যস্ত নও? সে বলল, না– রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যতীত অন্য কাউকে সম্মান দেখানো কিংবা ভয় করতে আমি অভ্যস্ত নই। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্যে উৎসর্গ হোক, আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি ওই লোকের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হব। তিনি বললেন, মন চাইলে যাও। আমি ওকে বললাম, আমি তোমার সাথে প্রতিযোগিতায় যাচ্ছি। সে তার সওয়ারী থেকে লাফিয়ে পড়ল। আমি আমার দু' পা একত্রিত করে উষ্ট্রী থেকে নেমে পড়লাম। তারপর এক/দুই টিলা ধীরে ধীরে অগ্রসর হলাম শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে। তারপর আমি প্রচন্ড গতিতে দৌড় দিলাম। তারপর তার নিকট গিয়ে তার ঘাড়ের মাঝখানে গুঁতো দিয়ে বললাম আল্লাহ্র কসম আমি তোমার আগে চলে গেলাম। আমার অবস্থা দেখে সে হেসে উঠল এবং বলল, আমি তাই ভেবেছিলাম।এভাবে আমরা সকলে মদীনা শরীফ এসে পৌঁছি।

www.waytojannah.com

أَبْوَابُ مَا جَاءَ فِيْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

খায়বারের যুদ্ধ প্রসঙ্গ

بَابُ كَيْفَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَأَنَّهَا أَخَذَتْ عُنْوَةً وَزَوَاجُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ سَيِّدِ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ.

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খায়বার অঞ্চলে প্রবেশ, শক্তি প্রয়োগে খায়বার বিজয় এবং বানূ নাদীর ও বানূ কুরায়যা গোত্রের নেতা হুয়্যাই ইব্ন আখতারের কন্যা সাফিয়্যাহ্ এর সাথে তাঁর বিবাহ

(٣٢٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُوْ طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيْفُ أَبِيْ طَلْحَةَ فَأَجْرٰى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتَيَّ لَتَمَسُّ فَخِذَىْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّيْ لَأَرٰى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلٰى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوْا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيْسُ قَالَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجُمِعَ السَّبْيُ قَالَ فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطِنِيْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ قَالَ اِذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً قَالَ فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُوْهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا ثُمَّ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتّٰى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيْقِ جَهَّزَتْهَا أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَصْبَحَ النَّبِيُّ عَرُوْسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالْأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالسَّمْنِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيْقَ قَالَ فَحَاسُوْا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيْمَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩২৩. ইসমাঈল ও আবদুল আযীয থেকে বর্ণিত, হযরত আনাস (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার যুদ্ধে গমন করলেন। আমরা খায়বারের কাছাকাছি পৌঁছে শেষ রাতের অন্ধকারের মধ্যে ফজরের নামায আদায় করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোড়ায় চড়লেন। আবূ তালহা (রা) ওই ঘোড়ায় চড়লেন। আমি আবূ তালহার (রা) পেছন যাত্রী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে নিয়ে খায়বারের

www.waytojannah.com

গলিপথে ঢুকলেন। আমার হাঁটুদ্বয় রাসূলুল্লাহ (সা) এর উরুদ্বয় স্পর্শ করছিল। তাঁর উরু থেকে কাপড় সরে গিয়েছিল। আমি তাঁর উরুর শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছিলাম। আমরা যখন ওই জনপদে প্রবেশ করি তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন 'আল্লাহু আকবার'–খায়বার তো ধ্বংস হয়েছে–আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের এলাকাতে প্রবেশ করি তখন সতর্ককৃত লোকদের ভোরবেলাটা মন্দ রূপ ধারণ করে।" তিনি একে একে তিনবার এ কথাটি বললেন। এ সময়টাতে লোকজন তাদের নিয়মিত কাজে বের হয়ে গিয়েছিল, আমাদেরকে দেখে তারা আতংকিত হয়ে বলল, এই যে, মুহাম্মদ (সা) এসেছে অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তারা বলেছে "মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর সেনাদল এসেছে।" বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা শক্তি প্রয়োগে খায়বার জয় করি। রাসূলুল্লাহ (সা) সকল বন্দীকে একত্রিত করলেন। এ সময়ে দিহ্য়া কালবী সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বন্দীদের মধ্য থেকে আমাকে একটি দাসী দিন"। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি একটি দাসী নিয়ে যাও। তিনি সাফিয়্যাহ বিন্ত হুয়্যাইকে নিয়ে গেলেন। এ সময়ে এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি বানূ কুরায়যা ও বানূ নাদীর গোত্রের নেত্রী সাফিয়্যাকে দিহ্য়ার হাতে দিয়ে দিলেন। আল্লাহ্র কসম সে তো আপনি ব্যতীত অন্য কারো জন্যে মানানসই হবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) সাফিয়্যাহ্ সহ দিহয়া (রা) কে হাজির হতে বললেন। তিনি সাফিয়্যাহ্কে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখার পর রাসূলুল্লাহ (সা) দিহয়া (রা) কে বললেন, তুমি অন্য একটি দাসী নিয়ে যাও। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) সাফিয়্যাকে দাসত্বমুক্ত করে নিজে বিয়ে করেন। ছাবিত ইনানী হযরত আনাসকে লক্ষ্য করে বললেন ওহে আবূ হামযা! রাসূলুল্লাহ (সা) এই বিয়েতে কত টাকা দেনমোহর ধার্য করেছিলেন? আনাস (রা) বললেন, সাফিয়্যার দাসত্ব মুক্তিকে তিনি দেনমোহর রূপে ধার্য করেছিলেন। তিনি তাকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করেন। পথে এসে রাতের বেলা উম্মু সুলায়ম সাফিয়্যাকে বাসর ঘরের জন্যে সাজিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট পাঠান। নব বিবাহিত রূপে রাসূলুল্লাহ (সা) এর ভোর হল। ওলীমা আয়োজনে তিনি একটি কাপড় বিছিয়ে বললেন, যার নিকট যা খাদ্যদ্রব্য আছে তা এখানে এনে রাখ। কেউ পনির আনল, কেউ খেজুর আনল, কেউ ঘি আনল। কেউ ছাতু আনল। তারপর সবগুলো মিশিয়ে মিঠাই তৈরী করা হল এবং এটি ছিল এই বিয়েতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বৌভাত।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَقْتَلِ مَرْحَبِ الْيَهُوْدِيِّ بَطَلُ يَهُوْدٍ وَمَنْ قَتَلَهُ وَفِيْهِ مُعْجِزَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْقَبَةٌ عَظِيْمَةٌ لِلْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ.

পরিচ্ছেদ : ইয়াহূদী নেতা মারহাবের হত্যাকাণ্ড ও তার হত্যাকারী। এতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর মু'জিযা রয়েছে। এতে হযরত আলী ইব্ন আবূ তালেবেরও গৌরবজনক কীর্তি রয়েছে

(٣٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ قَالَ بَارَزَ عَمِّيْ يَوْمَ خَيْبَرَ مَرْحَبًا الْيَهُوْدِيَّ فَقَالَ مَرْحَبٌ:

৩২৪. আবূ নজর, ইকরিমা ও ইয়াস ইব্ন সালামাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমার পিতা (সালামাহ ইবন আকওয়া) আমাকে জানিয়েছেন যে, খায়বার দিবসে আমার চাচা আমির মারহাব ইয়াহূদীর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়েছিলেন। মারহাব তখন বলল,

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّيْ مَرْحَبُ ... شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوْبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

www.waytojannah.com

খায়বার ভূমি জানে যে, আমি মারহাব। আমি অস্ত্র-সজ্জিত অভিজ্ঞ বীর যোদ্ধা। যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন তার শিখাময় অগ্নিরূপ লাভ করে।

প্রত্যুত্তরে আমার চাচা আমির বলেছিলেন–

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرُ ... شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ

খায়বার ভূমি চিনে যে, আমি আমির। আমি অস্ত্রসজ্জিত যোদ্ধা আগ্রাসী নেতা।

فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي تُرْسِ عَامِرٍ وَذَهَبَ يَسْفُلُ لَهُ فَرَجَعَ السَّيْفُ عَلَى سَاقِهِ فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ فَلَقِيتُ نَاسًا مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَتَلَ نَفْسَهُ قَالَ سَلَمَةُ فَجِئْتُ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْكِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَالَ مَنْ قَالَ ذَاكَ قُلْتُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَاكَ بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ إِنَّهُ حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ جَعَلَ يَرْجُزُ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُوقُ الرِّكَابَ وَهُوَ يَقُولُ:

অতঃপর তাদের দুজনের মধ্যে তরবারি বিনিময় শুরু হয়। মারহাবের তরবারির আঘাত পতিত হয় আমিরের ঢালের উপর। তিনি নীচ দিয়ে মারহাবকে আঘাতের চেষ্টা করেন। দুর্ঘটনাবশতঃ তাঁর তরবারি তাঁরই পায়ের নালাতে আঘাত করে, তাতে তাঁর পায়ের রগ কেটে যায়। এতে তিনি মারা যান। সালামাহ ইব্ন আকওয়া বলল, কয়েকজন সাহাবীর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তাঁরা বললেন আমিরের আমল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সে আত্মহত্যা করেছে। সালামাহ্ বলেন, এসময়ে আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আসি। আমি তখন কাঁদছিলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমিরের আমলগুলো তো নষ্ট হয়ে গেল। তিনি বললেন, এ কথা কে বলেছে? আমি বললাম, আপনার কয়েকজন সাহাবী তা বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যারা এটা বলেছে তারা অসত্য বলেছে। আমির বরং দ্বিগুণ ছাওয়াব পাবে।

সালামা বলেন, আমির যখন খায়বার অভিযানে বের হন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাহাবীগণকে নিয়ে যুদ্ধগীতি আবৃত্তি করেছিলেন। যুদ্ধগীত গেয়ে গেয়ে তিনি বাহনগুলো পরিচালনা করছিলেন। কাফেলাতে রাসূলুল্লাহ (সা)ও ছিলেন। আমির বলছিলেন–

تَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

আল্লাহ্‌র কসম তিনি না থাকলে আমরা সৎপথ পেতাম না–সাদকাও করতাম না, নামাযও আদায় করতাম না।

إِنَّ الَّذِينَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ... إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

যারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে তারা যখন কোন ফিতনা ও বিশৃংখলায় আমাদেরকে জড়াতে চায় আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।

وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا ... فَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

আপনার দয়া ও অনুগ্রহ থেকে আমরা কখনো বিমুখ হই না। আমরা যখন পরস্পর মুখোমুখি হব তখন আপনি আমাদের পা-গুলো অটল ও অবিচল রাখুন।

www.waytojannah.com

وَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا

আপনি আমাদের প্রতি শান্তি নাযিল করুন।

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هٰذَا قَالَ عَامِرٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ قَالَ وَمَا اسْتَغْفَرَ لِإِنْسَانٍ قَطُّ يَخُصُّهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ فَقَدِمَ فَاسْتُشْهِدَ قَالَ سَلَمَةُ ثُمَّ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَنِيْ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أَوْ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ فَجِئْتُ بِهِ أَقُوْدُهُ أَرْمَدَ فَبَصَقَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنِهِ ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَخَرَجَ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ فَقَالَ:

আমিরের যুদ্ধ-সঙ্গীত শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এই লোক কে? উত্তরে সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমির। তিনি বললেন মহান প্রভূ তোমাকে ক্ষমা করুন। বর্ণনাকারী বলেন, ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) যার জন্যেই ব্যক্তিগত ও খাসভাবে ক্ষমা কামনা করেছেন সে শাহাদাত বরণ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর ক্ষমা প্রার্থনা বিষয়টি শুনে হযরত উমার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমিরকে দিয়ে যদি আমাদেরকে আরো উপকৃত করতেন! বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমির যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে গেলেন এবং শহীদ হলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে আলী (রা) এর নিকট পাঠালেন এবং বললেন আজ আমি পতাকা দিব এমন এক ব্যক্তিকে যে আল্লাহ্কে এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসে আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসে। আমি হযরত আলী (রা) কে নিয়ে আসছিলাম। তিনি চক্ষুরোগে ভুগছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা) এর চোখে নিজের থুথু দিয়ে দেন। হযরত আলী (রা) পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। এরপর তাঁর হাতে পতাকা দিয়ে দেন। এরপর মারহাব তার উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে বের হয় এবং বলে–

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّيْ مَرْحَبُ ... شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوْبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

তদুত্তরে হযরত আলী (রা) বললেন–

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِيْ أُمِّيْ حَيْدَرَةْ ... كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْظَرَةْ

أُوفِيْهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَةْ

فَفَلَقَ رَأْسَ مَرْحَبٍ بِالسَّيْفِ وَكَانَ الْفَتْحُ عَلٰى يَدَيْهِ

আমার মা আমাকে হায়দার নাম রেখেছেন। আমি হলাম গহীন বনের সিংহের ন্যায় ভীতিকর। শত্রুপক্ষের আক্রমণের শতভাগ প্রতিআক্রমণ আমি পরিচালনা করি। তিনি অতঃপর তরবারির আঘাতে মারহাবের মাথা দ্বিখণ্ডিত করে দেন। এবং তাঁর হাতে খায়বার বিজিত হয়।

(৩২৫) عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِصْنِ أَهْلِ خَيْبَرَ أَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللِّوَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَنَهَضَ مَعَهُ مَنْ نَهَضَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَقُوْا أَهْلَ خَيْبَرَ فَقَالَ

www.waytojannah.com

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُعْطِيَنَّ اللِّوَاءَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ دَعَا عَلِيًّا وَهُوَ أَرْمَدُ فَتَفَلَ فِيْ عَيْنِهِ وَأَعْطَاهُ اللِّوَاءَ وَنَهَضَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَقِيَ أَهْلَ خَيْبَرَ وَإِذَا مَرْحَبٌ يَرْتَجِزُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَهُوَ يَقُوْلُ:

৩২৫. বুরায়দা আসলামী (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারবাসীদের দূর্গের নিকট গেলেন তখন তিনি যুদ্ধ-পতাকাটি হযরত উমারের (রা) হাতে দিলেন। কতক সাহাবী তাঁর সাথে অগ্রসর হন। তাঁরা খায়বারের ইয়াহূদীদের মুখোমুখি হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে আমি পতাকা দিব যে আল্লাহ্‌কে এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসে আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ও তাকে ভালবাসে। পরের দিন তিনি হযরত আলী (রা) কে ডেকে আনলেন। তখন তিনি চক্ষুরোগে ভুগছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আলীর (রা) চোখে থুথু দিয়ে দেন এবং তাঁর নিকট পতাকা হস্তান্তর করেন। হযরত আলী (রা) এর সাথে কতক সাহাবী অগ্রসর হন। তাঁরা খায়বারবাসীদের মুখোমুখি হন। তাঁরা দেখতে পান যে, মারহাব ইয়াহূদী তাদের সামনে আবৃত্তি করছিল

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّيْ مَرْحَبُ ... شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

খায়বার ভূমি জানে যে, আমি মারহাব। আমি একজন অস্ত্রসজ্জিত অভিজ্ঞ সেনাপতি।

أَطْعَنُ أَحْيَانًا وَحِيْنًا أَضْرِبُ ... إِذَا اللُّيُوْثُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

কখনো আমি তরবারিতে আঘাত করি আবার কখনো করি প্রহার। সিংহ যখন এগিয়ে আসে তখন রক্তচক্ষু ধারণ করে।

قَالَ فَاخْتَلَفَ هُوَ وَعَلِيٌّ ضَرْبَتَيْنِ فَضَرَبَهُ عَلَى هَامَتِهِ حَتَّى عَضَّ السَّيْفُ مِنْهَا بِأَضْرَاسِهِ وَسَمِعَ أَهْلُ الْعَسْكَرِ صَوْتَ ضَرْبَتِهِ قَالَ وَمَا تَتَامَّ آخِرُ النَّاسِ مَعَ عَلِيٍّ حَتَّى فُتِحَ لَهُ وَلَهُمْ.

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর উভয়ের মধ্যে তরবারির আঘাত বিনিময় শুরু হয়। হযরত আলী (রা) তার শিরস্ত্রাণে আঘাত করেন। তার শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে যায়। সৈন্যদল তাঁর আঘাতের শব্দ শুনতে পায়। শেষ পর্যন্ত হযরত আলীর (রা) নেতৃত্বে খায়বার বিজিত হয়।

(٣٢٦) عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ حِيْنَ بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَايَتِهِ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْحِصْنِ خَرَجَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ فَقَاتَلَهُمْ فَضَرَبَهُ رَجُلٌ مِنْ يَهُوْدَ فَطَرَحَ تُرْسَهُ مِنْ يَدِهِ فَتَنَاوَلَ عَلِيٌّ بَابًا كَانَ عِنْدَ الْحِصْنِ فَتَرَّسَ بِهِ نَفْسَهُ فَلَمْ يَزَلْ فِيْ يَدِهِ وَهُوَ يُقَاتِلُ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ حِيْنَ فَرَغَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِيْ فِيْ نَفَرٍ مَعِيْ سَبْعَةٌ أَنَا ثَامِنُهُمْ نَجْهَدُ عَلَى أَنْ نَقْلِبَ ذٰلِكَ الْبَابَ فَمَا نَقْلِبُهُ.

৩২৬. রাসূলুল্লাহ (সা) এর ভৃত্য আবূ রাফি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হযরত আলীর (রা) হাতে পতাকা দিয়ে তাঁকে সেনাপতি করে খায়বারে পাঠালেন তখন আমরা আলী (রা) এর সাথে বের হলাম। তিনি দূর্গের কাছাকাছি পৌঁছার পর ইয়াহূদিগণ তাঁর মুকাবিলা করার জন্য দূর্গ

www.waytojannah.com

থেকে বের হয়ে এল। তিনি ওদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হলেন। জনৈক ইয়াহূদী তাঁর উপর আক্রমণ করল। তাঁর হাত থেকে ঢালটি পড়ে গেল। দূর্গের পাশে থাকা একটি কপাট নিয়ে তিনি ঢালরূপে ব্যবহার করলেন। তিনি লড়াই করছিলেন আর ওই কপাট তাঁর ঢালরূপে ব্যবহৃত হচ্ছিল। এক পর্যায়ে তাঁর হাতে মহান আল্লাহ্ খায়বারের বিজয় দিলেন। যুদ্ধশেষে তিনি কপাটটি হাত থেকে রেখে দিলেন। পরবর্তীতে আমি এবং অন্য সাতজন মিলে কপাটটি সরানোর জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আমরা তা সেখান থেকে সরাতে পারিনি।

(٣٢٧) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا قَتَلْتُ مَرْحَبًا جِئْتُ بِرَأْسِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩২৭. আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন আমি মারহাবকে হত্যা করার পর তার কর্তিত মাথা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট উপস্থিত হই।

(٣٢٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ خَرَجَ مَرْحَبٌ الْيَهُودِيُّ مِنْ حِصْنِهِمْ قَدْ جَمَعَ سِلَاحَهُ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ:

৩২৮. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, মারহাব ইয়াহূদী তাদের দূর্গ থেকে সশস্ত্র অবস্থায় বের হয়ে আসে এবং এই কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে–

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ ... شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

খায়বার অঞ্চল জানে যে, আমি মারহাব। আমি একজন অস্ত্রসজ্জিত অভিজ্ঞ সেনাপতি।

أَطْعَنُ أَحْيَانًا وَحِينًا أَضْرِبُ ... إِذَا اللُّيُوثُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

আমি কখনো তরবারি দিয়ে আঘাত করি আবার কখনো প্রহার করি। সিংহপাল যখন এগিয়ে আসে তখন তাদের চক্ষু আগুনে লাল হয়ে থাকে।

وَهُوَ يَقُولُ مَنْ مُبَارِزٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِهٰذَا فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنَا وَاللهِ الْمَوْتُورُ الثَّائِرُ قَتَلُوا أَخِي بِالْأَمْسِ قَالَ فَقُمْ إِلَيْهِ اَللّٰهُمَّ أَعِنْهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا دَنَا أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ دَخَلَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ عُمْرِيَّةٌ مِنْ شَجَرِ الْعُشَرِ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَلُوذُ بِهَا مِنْ صَاحِبِهِ كُلَّمَا لَاذَ بِهَا مِنْهُ اقْتَطَعَ بِسَيْفِهِ مَا دُونَهُ حَتّٰى بَرَزَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ وَصَارَتْ بَيْنَهُمَا كَالرَّجُلِ الْقَائِمِ مَا فِيهَا فَنَنٌ ثُمَّ حَمَلَ مَرْحَبٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ فَضَرَبَهُ فَاتَّقَاهَا بِالدَّرَقَةِ فَوَقَعَ سَيْفُهُ فِيهَا فَعَضَّتْ بِهِ فَأَمْسَكَتْهُ وَضَرَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَتّٰى قَتَلَهُ.

সে তখন এও বলছিল যে, আমাকে মুকাবিলা করার কেউ আছে কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন একে প্রতিরোধ করার কে আছ? মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামাহ্ বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আমি আছি। আল্লাহ্র কসম, সে গতকাল আমার ভাইকে হত্যা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি তার মুকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়। হে আল্লাহ্ ওর বিরুদ্ধে মুহাম্মদকে সাহায্য করুন। তারা দুজনে কাছাকাছি হবার পর একটি বড় গাছ তাদের মাঝখানে এসে পড়ে। তারা একে অন্যের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বৃক্ষের

www.waytojannah.com

Contents

আড়ালে আশ্রয় নিতে থাকে। একজন এর আশ্রয়স্থল থেকে অন্যজন ডালগুলো কেটে ফেলতে থাকে। একপর্যায়ে গাছটি ডালপালাবিহীন কাণ্ডে পরিণত হয় এবং তারা একে অন্যের মুখোমুখি হয়। মারহাব আক্রমণ চালায় মুহাম্মদের উপর। মুহাম্মদ ঢালের সাহায্যে তা প্রতিরোধ করে। মারহাবের তরবারি মুহাম্মদের ঢালে আটকে যায়। মুহাম্মদ তা টেনে নিয়ে আসেন এবং তরবারিহীন মারহাবের ওপর আক্রমণ চালান। তিনি তাকে হত্যা করেন।

() عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِيْ قَصْرَ خَيْبَرَ فَأُلْقِيَ إِلَيْنَا رَجُلٌ جِرَابًا فِيْهِ شَحْمٌ فَذَهَبْتُ أَخُذُهُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَيْتُ.

৩২৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফফাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা খায়বারের দুর্গ অবরোধ করে রাখি। জনৈক ব্যক্তি আমাদের প্রতি একটি চর্বির মশক নিক্ষেপ করে। আমি সেটি নিতে গিয়েছিলাম। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেখতে পাই এবং লজ্জিত হই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ذَهَابِ الْحَجَّاجِ بْنِ عِلَاطٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ لِيَأْتِيَ بِمَالِهِ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ وَاحْتِيَالِهِ فِيْ ذٰلِكَ عَلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ

পরিচ্ছেদ : খায়বার বিজয়ের পর হাজ্জাজ ইব্ন ইলাতের মক্কা গমন তার মালামাল আনয়নের জন্যে এবং এক্ষেত্রে কাফিরদের বিরুদ্ধে তার কূটকৌশল

(٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا افْتَتَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِيْ بِمَكَّةَ مَالًا وَإِنَّ لِيْ بِهَا أَهْلًا وَإِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ آتِيَهُمْ فَأَنَا فِيْ حِلٍّ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْكَ أَوْ قُلْتُ شَيْئًا فَأَذِنَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُوْلَ مَا شَاءَ فَأَتَى امْرَأَتَهُ حِيْنَ قَدِمَ فَقَالَ اجْمَعِيْ لِيْ مَا كَانَ عِنْدَكِ فَإِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ غَنَائِمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَإِنَّهُمْ قَدِ اسْتُبِيْحُوْا وَأُصِيْبَتْ أَمْوَالُهُمْ قَالَ فَفَشَا ذٰلِكَ فِيْ مَكَّةَ وَانْقَمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ وَأَظْهَرَ الْمُشْرِكُوْنَ فَرَحًا وَسُرُوْرًا قَالَ وَبَلَغَ الْخَبَرُ الْعَبَّاسَ فَعَقِرَ وَجَعَلَ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَقُوْمَ قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنِيْ عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ فَأَخَذَ ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ قُثَمُ فَاسْتَلْقَى فَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ حَيَّ قُثَمُ حَيَّ قُثَمُ شَبِيْهَ ذِي الْأَنْفِ الْأَشَمِّ بَنِيْ ذِي النَّعَمْ يَزْغَمُ مَنْ زَغَمْ قَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ ثُمَّ أَرْسَلَ غُلَامًا إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ عِلَاطٍ وَيْلَكَ مَا جِئْتَ بِهِ وَمَاذَا تَقُوْلُ فَمَا وَعَدَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا جِئْتَ بِهِ قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ لِغُلَامِهِ اقْرَأْ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ فَلْيَخْلُ لِيْ فِيْ بَعْضِ بُيُوْتِهِ لِآتِيَهُ فَإِنَّ الْخَبَرَ عَلَى مَا يَسُرُّهُ فَجَاءَ غُلَامُهُ فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الدَّارِ قَالَ أَبْشِرْ يَا أَبَا الْفَضْلِ قَالَ فَوَثَبَ الْعَبَّاسُ فَرَحًا حَتَّى قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ الْحَجَّاجُ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْحَجَّاجُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ وَغَنِمَ

www.waytojannah.com

أَمْوَالَهُمْ وَجَرَتْ سِهَامُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ أَمْوَالِهِمْ وَاصْطَفٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَاتَّخَذَهَا لِنَفْسِهِ وَخَيَّرَهَا أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُوْنَ زَوْجَتَهُ أَوْ تَلْحَقَ بِأَهْلِهَا فَاخْتَارَتْ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُوْنَ زَوْجَتَهُ وَلٰكِنِّيْ جِئْتُ لِمَالٍ كَانَ لِيْ هَاهُنَا أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَهُ فَأَذْهَبَ بِهِ فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لِيْ أَنْ أَقُوْلَ مَا شِئْتُ فَأَخْفِ عَنِّيْ ثَلَاثًا ثُمَّ اذْكُرْ مَا بَدَا لَكَ قَالَ فَجَمَعَتْ امْرَأَتُهُ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ حُلِيٍّ وَمَتَاعٍ فَجَمَعَتْهُ فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَتَى الْعَبَّاسُ امْرَأَةَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ مَا فَعَلَ زَوْجُكِ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَقَالَتْ لَا يُخْزِيْكَ اللهُ يَا أَبَا الْفَضْلِ لَقَدْ شَقَّ عَلَيْنَا الَّذِيْ بَلَغَكَ قَالَ أَجَلْ لَا يَخْزِنِّي اللهُ وَلَمْ يَكُنْ بِحَمْدِ اللهِ إِلَّا مَا أَحْبَبْنَا فَتَحَ اللهُ خَيْبَرَ عَلٰى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَرَتْ فِيْهَا سِهَامُ اللهِ وَاصْطَفٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ لِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ فِيْ زَوْجِكِ فَالْحَقِيْ بِهِ قَالَتْ أَظُنُّكَ وَاللهِ صَادِقًا قَالَ فَإِنِّيْ صَادِقٌ الْأَمْرُ عَلٰى مَا أَخْبَرْتُكِ فَذَهَبَ حَتّٰى أَتٰى مَجَالِسَ قُرَيْشٍ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ إِذَا مَرَّ بِهِمْ لَا يُصِيْبُكَ إِلَّا خَيْرٌ يَا أَبَا الْفَضْلِ قَالَ لَهُمْ لَمْ يُصِبْنِيْ إِلَّا خَيْرٌ بِحَمْدِ اللهِ قَدْ أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ أَنَّ خَيْبَرَ قَدْ فَتَحَهَا اللهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ وَجَرَتْ فِيْهَا سِهَامُ اللهِ وَاصْطَفٰى صَفِيَّةَ لِنَفْسِهِ وَقَدْ سَأَلَنِيْ أَنْ أُخْفِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا وَإِنَّمَا جَاءَ لِيَأْخُذَ مَالَهُ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ شَيْءٍ هَاهُنَا ثُمَّ يَذْهَبَ قَالَ فَرَدَّ اللهُ الْكَابَةَ الَّتِيْ كَانَتْ بِالْمُسْلِمِيْنَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُوْنَ وَمَنْ كَانَ دَخَلَ بَيْتَهُ مُكْتَئِبًا حَتّٰى أَتَوُا الْعَبَّاسَ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَسُرَّ الْمُسْلِمُوْنَ وَرَدَّ اللهُ يَعْنِيْ مَا كَانَ مِنْ كَابَةٍ أَوْ غَيْظٍ أَوْ حُزْنٍ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ۔

৩৩০. আবদুর রাযযাক–আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর খায়বার বিজয়ের পর হাজ্জাজ ইব্ন ইলাত বলেছিল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! মক্কায় আমার পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ রয়েছে। আমি সেগুলো মদীনাতে নিয়ে আসতে চাই। এই সূত্রে আমি যদি আপনার সম্পর্কে কোন অপ্রীতিকর মন্তব্য করে ফেলি তাতে আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে এ বিষয়ে অনুমতি দিলেন। সে মক্কায় তার স্ত্রীর নিকট এল এবং বলল তোমার নিকট অর্থকড়ি যা আছে তার সবটা আমাকে দিয়ে দাও আমি মুহাম্মদ ও তার সাথীদের থেকে অর্জিত গনীমতের মালামাল ক্রয় করব। ওদেরকে তো হত্যা অবস্থা তৈরি হয়েছে। তার এ বক্তব্য মক্কায় প্রচারিত হয়ে গেল। তাতে মুসলমানগণ দিশেহারা–চিন্তিত হল। আর মুশরিকগণ আনন্দে মেতে উঠল। এ সংবাদ হযরত আব্বাস (রা) এর নিকট পৌঁছে। তিনি যেন হাত-পা কাটা ব্যক্তি হয়ে গেলেন। তিনি দাঁড়াতে পারছিলেন না। মা'মার বলেছেন যে, উছমান জাযারী মিকসাম সূত্রে আমাকে জানিয়েছেন যে, এক পর্যায়ে আব্বাস (রা) তাঁর কুসাম নামের পুত্রটিকে টেনে এনে নিজে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে তাকে তাঁর বুকের উপর রাখলেন এবং বলতে লাগলেন, কুছাম এগিয়ে আস! তুমি তো নে'আমতপ্রাপ্ত নবীর সদৃশ, আল্লাহ্ যাকে লাঞ্ছিত করতে চান তাঁকে দ্বারা লাঞ্ছিত করেন। ছাবিত হাজ্জাজ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আনাস বলেন এরপর আব্বাস (রা) তাঁর এক ক্রীতদাসকে হাজ্জাজ ইব্ন ইলাতের নিকট প্রেরণ করে বললেন ওহে দুঃখ! তুমি কী

www.waytojannah.com

সংবাদ নিয়ে এসেছ? আর তুমি কী বলছ? মহান আল্লাহ্ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তো তোমার সংবাদের চেয়ে উত্তম। হাজ্জাজ ইব্ন ইলাত তাঁর ক্রীতদাসকে বললেন আবুল ফজলকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে তিনি যেন আমার জন্যে একটি নির্জন কক্ষ প্রস্তুত রাখেন। আমি সেখানে আসব এবং তাঁর সাথে কথা বলব। বস্তুত সংবাদ সুখকর। ভৃত্য ফিরে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বলল আবুল ফজল! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। হযরত আব্বাস আনন্দে লাফিয়ে বের হলেন এবং ভৃত্যের কপালে চুমু খেলেন। হাজ্জাজের বার্তা সে তাঁকে পৌছাল। তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন। সময়মত হাজ্জাজ এল এবং জানাল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার জয় করে নিয়েছেন। ওদের ধনসম্পদ গনীমতের মাল রূপে দখলে নিয়েছেন। আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী ওই মালামাল বণ্টিন হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) সাফিয়্যাকে নিজের জন্যে মনোনীত করে তাকে মুক্তাবস্থায় তাঁর স্ত্রী হওয়া কিংবা স্বীয় গোত্রে ফিরে যাওয়ার ইখতিয়ার দিয়েছেন। সাফিয়্যা মুক্তাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) এর স্ত্রী হতে সম্মতি দেয়। কিন্তু আমি এখানে এসেছি এখানে আমার জমাকৃত মালামাল নিয়ে যেতে। আমি যা চাই তা বলার অনুমতি চেয়েছিলাম রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট। তিনি আমাকে সে অনুমতি দিয়েছেন। আপনি তিনদিন আমার এই তথ্য গোপন রাখবেন এবং তারপর এ বিষয়ে আপনি যা ইচ্ছা প্রকাশ করবেন। ইতিমধ্যে তার স্ত্রী সোনাদানা-সহায় সম্পদ যা ছিল সবগুলো একত্রিত করে তার হাতে তুলে দেয়। হাজ্জাজ এগুলো নিয়ে দ্রুত চলে যায়।

তিনদিন পর হযরত আব্বাস (রা) হাজ্জাজের স্ত্রীর নিকট গমন করেন। তার স্বামীর অবস্থা জানতে চান। সে জানায় যে, সে তো ওই দিন চলে গিয়েছে। সে এও বলল, ওহে আবুল ফযল! আল্লাহ্ আপনাকে লাঞ্ছিত না করুন, আপনি যা শুনেছেন তা আমাদের নিকটও কষ্টকর মনে হয়েছে। তিনি বললেন হাঁ– তাই মহান আল্লাহ্ আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আল্লাহ্র শোকর যে, আমরা যা কামনা করেছি তা-ই হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে খায়বারের বিজয় দান করেছেন এবং সেখানকার ধনসম্পদে মহান আল্লাহ্র বণ্টন রীতি কার্যকর হয়েছে। সাফিয়্যা বিনত হুয়্যাইকে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের জন্যে গ্রহণ করেছেন। এখন যদি তোমার স্বামীর সাথে মিলিত হওয়া প্রয়োজন মনে কর তবে তার সাথে গিয়ে মিলিত হও। সে বলল, আল্লাহ্র কসম আমি তো আপনাকে সত্যবাদী মনে করছি। তিনি বললেন আমি অবশ্যই সত্যবাদী। আমি তোমাকে যা বলেছি ঘটনা তা-ই।

এরপর হযরত আব্বাস (রা) কুরায়শদের অন্য কয়েকটি মজলিসে গেলেন। তাঁকে দেখে তারা বলেছিল আবুল ফযল! আপনার কল্যাণ হোক। উত্তরে তিনি বলেছিলেন আল্লাহ্র শোকর আমার কল্যাণই হয়েছে। হাজ্জাজ ইব্ন ইলাত আমাকে জানিয়েছে যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে খায়বারের জয় দিয়েছেন। ওদের ধন সম্পদে আল্লাহ্র বণ্টনরীতি কার্যকর হয়েছে। যুদ্ধবন্দী সাফিয়্যাকে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের জন্যে গ্রহণ করেছেন। হাজ্জাজ আমাকে অনুরোধ করেছিল বিষয়টি তিনদিন গোপন রাখার জন্যে। সে এখানে এসেছিল তার মালামাল নিয়ে যাবার জন্যে। বস্তুত সে তা নিয়ে চলে গিয়েছে। এ সংবাদে মুসলমানদের মধ্যে যে দুঃখ ছিল তা কাফিরদের উপর গিয়ে পড়ল। আর মুসলমানগণ যারা স্বেচ্ছায় গৃহবন্দী হয়েছিল তারা আনন্দ উল্লাসে বেরিয়ে এসে হযরত আব্বাস (রা) এর নিকট উপস্থিত হল। তিনি তাদেরকে ঘটনা অবহিত করলেন। তারা পুলকিত ও আনন্দিত হল। কাফিরগণ চরম দুঃখ ও পেরেশানীতে পতিত হল।

www.waytojannah.com

Contents

بَابُ خَبَرِ الشَّاةِ الْمَسْمُوْمَةِ الَّتِيْ اَهْدَاهَا الْيَهُوْدُ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْكُلَ مِنْهَا وَظُهُوْرِ مُعْجِزَةٍ لَهُ.

পরিচ্ছেদ : ইয়াহূদী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিষমিশ্রিত বকরীর গোশত খেতে দেয়া এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মু'জিযা প্রকাশ

(٣٣١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيْهَا سُمٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْمَعُوْا لِيْ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنَ الْيَهُوْدِ فَجَمَعُوْا لَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيْ سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ قَالُوْا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبُوْكُمْ قَالُوْا أَبُوْنَا فُلَانٌ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ كَذَبْتُمْ أَبُوْكُمْ فُلَانٌ قَالُوْا صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ قَالَ لَهُمْ هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ قَالُوْا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِيْ أَبِيْنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْلُ النَّارِ قَالُوْا نَكُوْنُ فِيْهَا يَسِيْرًا ثُمَّ تَخْلُفُوْنَنَا فِيْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيْهَا أَبَدًا ثُمَّ قَالَ لَهُمْ هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوْا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ هَلْ جَعَلْتُمْ فِيْ هٰذِهِ الشَّاةِ سُمًّا قَالُوْا نَعَمْ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ قَالُوْا أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا أَنْ نَسْتَرِيْحَ مِنْكَ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ تَضُرَّكَ.

৩৩১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খায়বার জয় করার পর রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট একটি বিষমিশ্রিত বকরী উপহার হিসেবে পাঠানো হল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এখানে যত ইয়াহূদী আছে তাদের সবাইকে একত্রিত কর। সবাইকে একত্রিত করা হল। তিনি তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে একটা বিষয় জিজ্ঞেস করব। তোমরা সত্য উত্তর দিবে তো? তারা বলল, হে আবুল কাসেম আমরা তা দিব"। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে বললেন, তোমাদের পিতা কে? তারা বলল, আমাদের পিতা অমুক। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা মিথ্যা বলেছ, তোমাদের পিতা অমুক। তারা বলল, হাঁ আপনি সত্য বলেছেন এবং পুণ্যবান হয়েছেন। তিনি বললেন আমি তোমাদেরকে অপর একটি বিষয় জিজ্ঞেস করব তোমরা সত্য উত্তর দিবে তো? তারা বলল, হাঁ তা বল, আমরা মিথ্যা বললে তো আপনি বুঝে ফেলবেন যেমনটি বুঝেছেন আমাদের পিতা সম্পর্কিত উত্তরে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, দোযখের অধিবাসী কারা? তারা বলল, আমরা অল্পকিছুদিন সেখানে থাকব তারপর আমাদের স্থলে আপনারা থাকবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি তোমাদেরকে অন্য একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করব তোমরা সত্য উত্তর দিবে তো? তারা বলল, হে আবুল কাসেম! আমরা সত্য উত্তরই দিব। তিনি বললেন, তোমরা কি এই বকরীর মধ্যে বিষ দিয়েছ? তারা বলল, হাঁ দিয়েছি। তিনি বললেন, কিসে তোমাদেরকে এ কাজে প্ররোচিত করেছে? তারা বলল আমরা চেয়েছিলাম যে, আপনি মিথ্যাবাদী হলে এটি খেয়ে আপনি মারা যাবেন আমরা নিস্তার পাব আর আপনি সত্যই যদি নবী হন তবে এই বিষ আপনার কোন ক্ষতি করবে না।

www.waytojannah.com

(٣٣٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَسْمُومَةً فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ قَالَتْ أَحْبَبْتُ أَوْ أَرَدْتُ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا فَإِنَّ اللهَ سَيُطْلِعُكَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَبِيًّا أُرِيحُ النَّاسَ مِنْكَ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا احْتَجَمَ قَالَ فَسَافَرَ مَرَّةً فَلَمَّا أَحْرَمَ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَاحْتَجَمَ.

৩৩২. ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈকা ইয়াহূদী মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা) কে একটি বিষমিশ্রিত বকরী হাদিয়া দিয়েছিল। একপর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ডেকে আনলেন এবং বললেন তুমি যা করেছ কিসে তোমাকে এ অপকর্মে প্ররোচিত করেছে? সে বলল, আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, আপনি সত্যি সত্যি নবী হলে মহান আল্লাহ্ আপনাকে এ বিষয়ে অবহিত করবেন আর যদি নবী না হন তাহলে এতে আপনার মৃত্যু ঘটিয়ে মানুষকে আপনার হাত থেকে মুক্তি দিব। বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন এই বিষের ব্যথা অনুভব করতেন তখন সিঙ্গা লাগাতেন। একবার তিনি সফরে বের হলেন এবং বিষের ব্যথা অনুভব করলেন। তখন তিনি সিঙ্গা লাগালেন।

بَابُ إِجْلَاءِ مَنْ بَقِيَ مِنَ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ وَإِبْقَائِهِمْ بِخَيْبَرَ بَعْدَ فَتْحِهَا مُؤَقَّتًا لِلْمَصْلَحَةِ

পরিচ্ছেদ : মদীনার অবশিষ্ট ইয়াহূদীদেরকে বহিষ্কার এবং খায়বার বিজয়ের পর বিশেষ কল্যাণের প্রত্যাশায় তাদেরকে সেখানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বসবাস করতে দেয়া

(٣٣٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ أُرِيدُ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ ذَاكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৩৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন আমরা মসজিদে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এসে বললেন, তোমরা ইয়াহূদীদের উদ্দেশ্যে বের হও। আমরা তাঁর সাথে যাত্রা করলাম। আমরা ওদের বিদ্যাপীঠে এলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে দাঁড়িয়ে ওদেরকে ডেকে বললেন, ইয়াহূদীগণ! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে নিরাপদ জীবন পাবে। তারা বলল, হে আবুল কাসেম! আপনি তো বাণী পৌঁছিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন আমি সেটাই বুঝাচ্ছি। তিনি তৃতীয়বারও তা বললেন। তারপর বললেন তোমরা জেনে নাও যে, জগত আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রাসূলের। আমি চাচ্ছি তোমাদেরকে এই অঞ্চল থেকে বহিষ্কার করতে। সুতরাং এখানে যার যা মালামাল আছে তা যেন সে বিক্রি করে দেয় নতুবা জেনে নাও যে, জগৎ মহান আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রাসূল (সা)-এর।

www.waytojannah.com

(٣٣٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلٰى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِيْنَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا فَسَأَلَتِ الْيَهُوْدُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوْا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلٰى ذٰلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوْا بِهَا حَتّٰى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلٰى تَيْمَاءَ وَأَرِيْحَاءَ.

৩৩৪. ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) ইয়াহূদীদেরকে আরব অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন খায়বার জয় করেন তখন ইয়াহূদীদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করার ইচ্ছা করেছিলেন। বস্তুত বিজিত অঞ্চল আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূলের এবং মুসলমানদের মালিকানাধীন হয়ে যায়। এই সূত্রে তিনি তাদেরকে বহিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আবেদন করেছিল যে, তিনি যেন তাদেরকে এই শর্তে সেখানে থাকতে দেন যে, তারা খায়বারের জমিজমা চাষাবাদ করবে এবং উৎপাদিত ফলমূলের অর্ধেক তারা ভোগ করবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমরা যতদিন চাই ততদিন তোমাদেরকে এই শর্তে সেখানে থাকতে দিব। অতঃপর তারা সেখানে থাকল। অবশেষে উমার (রা) তাদেরকে সেখান থেকে তাইমা ও আরিহা অঞ্চলে বিতাড়িত করলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَقْسِيْمِ أَمْوَالِ خَيْبَرَ وَأَرْضِهَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

পরিচ্ছেদ : খায়বারের ভূমি ও সম্পদ ইয়াহূদী ও মুসলমানদের মাঝে বণ্টন

(٣٣٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ أَفَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْبَرَ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانُوْا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ أَنْتُمْ أَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَذَبْتُمْ عَلَى اللهِ وَلَيْسَ يَحْمِلُنِيْ بُغْضِيْ إِيَّاكُمْ عَلٰى أَنْ أَحِيْفَ عَلَيْكُمْ قَدْ خَرَصْتُ عِشْرِيْنَ أَلْفَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ فَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلِيَ فَقَالُوْا بِهٰذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ قَدْ أَخَذْنَا فَاخْرُجُوْا عَنَّا.

৩৩৫. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ্ খায়বার অঞ্চল তাঁর রাসূলকে বিনাযুদ্ধে অর্পণ করেন। ওরা যেভাবে ছিল রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে সেখানে সেভাবে থাকতে দিলেন এবং ওই অঞ্চল তাঁর মাঝে ও ওদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। একসময় তিনি সেখানকার উৎপাদিত ফল অনুমানে মাপার জন্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহাহকে পাঠালেন। তিনি সেগুলো অনুমানে মেপে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ইয়াহূদীগণ! তোমরা আমার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত লোক, তোমরা আল্লাহ্‌র নবীগণকে হত্যা করেছ, আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যাচার করেছ। অবশ্য তোমাদের প্রতি আমার ঘৃণা তোমাদের প্রতি অন্যায় আচরণে আমাকে প্রভাবিত করেনি। আমি এখানে ২০,০০০ (বিশ হাজার) ওয়াসক ফল অনুমান করেছি। তোমরা চাইলে যে কোন অর্ধাংশ বেছে নিতে পার

www.waytojannah.com

নতুনা আমি বেছে নিব। ওরা বলল, এই ন্যায়নিষ্ঠার উপর আসমান জমিন স্থির রয়েছে আমরা আমাদের অংশ নিয়ে নিলাম, আপনারা আপনাদের অংশ নিয়ে নিন।

(٣٣٦) عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَهُمْ يَذْكُرُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ وَصَارَتْ خَيْبَرُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ ضُعِفَ عَنْ عَمَلِهَا فَدَفَعُوْهَا إِلَى الْيَهُوْدِ يَقُوْمُوْنَ عَلَيْهَا وَيُنْفِقُوْنَ عَلَيْهَا عَلَى أَنَّ لَهُمْ نِصْفَ مَا خَرَجَ مِنْهَا فَقَسَمَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِيْنَ سَهْمًا جَمَعَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ سَهْمٍ فَجَعَلَ نِصْفَ ذٰلِكَ كُلِّهِ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَكَانَ فِي ذٰلِكَ النِّصْفِ سِهَامُ الْمُسْلِمِيْنَ وَسَهْمُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا وَجَعَلَ النِّصْفَ الْآخَرَ لِمَنْ يَنْزِلُ بِهِ مِنَ الْوُفُوْدِ وَالْأُمُوْرِ وَنَوَائِبِ النَّاسِ.

৩৩৬. বুশায়র ইব্ন ইয়াসার থেকে বর্ণিত। তাঁর পরিচিত কতক সাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন খায়বার জয় করলেন এবং খায়বারের ভূমি রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হল তখন ওই জমিজমা চাষাবাদে মুসলমানগণ দুর্বল বিবেচিত হল, তাই তিনি ওই জমিজমা ইয়াহূদীদেরকে দিয়ে দিলেন এই শর্তে যে, তারা সেগুলো চাষাবাদ ও দেখাশোনা করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তারা ভোগ করবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রাপ্য অর্ধাংশকে তিনি ৩৬ অংশে ভাগ করেছিলেন। তার প্রতি অংশে ১০০ অংশ। এই সবটির অর্ধেক তিনি মুসলমানদের জন্যে বরাদ্দ করেছিলেন। এই অর্ধেকাংশের মধ্যে মুসলমানদের অংশগুলো এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর অংশ অন্তর্ভুক্ত। বাকী অর্ধেকাংশ তিনি বহিরাগত প্রতিনিধিবর্গ এবং জননিরাপত্তার জন্যে নির্ধারণ করেছিলেন।

(٣٣٧) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ بَعَثَنِيْ أَهْلُ الْمَسْجِدِ إِلَى ابْنِ أَبِيْ أَوْفَى أَسْأَلُهُ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ طَعَامِ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ وَقُلْتُ هَلْ خَمَّسَهُ قَالَ لَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ وَكَانَ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْهُ حَاجَتَهُ.

৩৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুজালিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদ কেন্দ্রিক লোকেরা আমাকে পাঠিয়েছিল ইব্ন আবী আওফার নিকট এ কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারে উৎপাদিত ফসলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। আমি তাঁর নিকট গমন করি এবং তাঁকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এক্ষেত্রে খুমুস বা $^{১}/_{৫}$ অংশ নীতি কার্যকর করেছিলেন কিনা? তিনি বললেন না। এক্ষেত্রে খুমুস বা $^{১}/_{৫}$ নীতি কার্যকর করা হয়নি। বরং এক্ষেত্রে তারও কম অংশ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের কারো কোন প্রয়োজন হলে সেখান থেকে সে নিতে পারত।

بَابُ تَقْسِيْمِ غَنِيْمَةِ خَيْبَرَ وَلِأَنَّهَا كَانَتْ لِأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ خَاصَّةً

পরিচ্ছেদ : খায়বারের লব্ধ সম্পদ বণ্টন এবং তা ছিল মূলত হুদায়বিয়া অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের জন্যে

(٣٣٨) عَنْ مُجَمِّعِ ابْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ أَحَدَ الْقُرَّاءِ الَّذِيْنَ قَرَءُوا الْقُرْآنَ قَالَ شَهِدْنَا الْحُدَيْبِيَةَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا عَنْهَا إِذَا النَّاسُ يُنْفِرُوْنَ الْأَبَاعِرَ فَقَالَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَا لِلنَّاسِ قَالُوْا أُوْحِيَ إِلَى رَسُوْلِ

www.waytojannah.com

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْنَا مَعَ النَّاسِ نُوْجِفُ حَتّٰى وَجَدْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ عِنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيْمِ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ رَسُوْلَ اللهِ وَفَتْحٌ هُوَ قَالَ أَيْ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ إِنَّهٗ لَفَتْحٌ فَقُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلٰى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ لَمْ يُدْخِلْ مَعَهُمْ فِيْهَا أَحَدًا إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ فَقَسَمَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ فِيْهِمْ ثَلَاثُ مِائَةِ فَارِسٍ فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا۔

৩৩৮. মুজাম্মা' ইব্ন জারিয়া আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি প্রসিদ্ধ কারী ও কুরআন পাঠকারী ছিলেন। তিনি বলেছেন, আমরা হুদায়বিয়াতে উপস্থিত ছিলাম। সেখান থেকে ফেরার পথে দেখতে পেলাম যে, লোকজন দ্রুত উট চালাচ্ছে। তখন একে অন্যকে বলল যে, ঘটনা কী? অন্যরা বলল, রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছে। আমরা অন্যদের সাথে দ্রুত এগিয়ে গেলাম। কুরা-আল গামীমে গিয়ে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে মিলিত হলাম। তিনি তখন তাঁর বাহনের উপর ছিলেন। লোকজন তাঁর নিকট সমবেত হল। তিনি তাঁদের সম্মুখে পাঠ করলেন إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا নিশ্চয়ই আমি আপনাকে দিয়েছি মহা বিজয় (সূরা ফাতহ ঃ ১)।

জনৈক সাহাবী বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এটি কি বিজয়? তিনি বললেন "হাঁ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম এটি অবশ্যই বিজয়। অতঃপর খায়বারে প্রাপ্ত গনীমত বা মালামাল হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বণ্টন করা হল। হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীগণ ব্যতীত অন্য কেউ ওই বণ্টনের অংশ পায়নি। রাসূলুল্লাহ (সা) সেগুলোকে ১৮ অংশে বিভক্ত করেছিলেন। সৈনিকের সংখ্যা ছিল ১৫০০ জন। তার মধ্যে ৩০০ জন ছিল অশ্বারোহী। তিনি অশ্বারোহীকে ২ অংশ এবং পদাতিককে এক অংশ করে দিয়েছেন।

(٣٣٩) عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِيْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ مَا شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَغْنَمًا قَطُّ إِلَّا قَسَمَ لِيْ إِلَّا خَيْبَرَ فَإِنَّهَا كَانَتْ لِأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ خَاصَّةً وَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَأَبُوْ مُوْسٰى جَاءَا بَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَخَيْبَرَ۔

৩৩৯. আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে যত গনীমত প্রাপ্ত যুদ্ধে গিয়েছি, সকল ক্ষেত্রে আমি গনীমতের অংশ পেয়েছি, একমাত্র খায়বার অভিযান ব্যতীত। কারণ খায়বারের গনীমত বণ্টিত হয়েছে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে। আবূ হুরায়রা (রা) ও আবূ মূসা (রা) হুদায়বিয়া ও খায়বার অভিযানের মধ্যবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আগমন করেছিলেন।

www.waytojannah.com

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قُدُوْمِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فِيْ رَهْطٍ مِّنْ قَوْمِهٖ وَقُدُوْمِ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمَنْ مَّعَهٗ مِنْ مُهَاجِرِي الْحَبَشَةِ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারে অবস্থানকালে কতক গোত্রীয় লোক নিয়ে আবূ হুরায়রা (রা)-এর তথায় আগমন এবং হাবশায় হিজরতকারী মুহাজিরগণকে নিয়ে আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ

(٣٤٠) عَنْ خُثَيْمٍ يَعْنِي ابْنَ عِرَاكٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فِيْ رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهٖ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ وَقَدِ اسْتَخْلَفَ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى بِكٓهٰيٰعٓصٓ وَفِي الثَّانِيَةِ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ قَالَ فَقُلْتُ لِنَفْسِيْ وَيْلٌ لِّفُلَانٍ إِذَا اكْتَالَ بِالْوَافِيْ وَإِذَا كَالَ كَالَ بِالنَّاقِصِ قَالَ فَلَمَّا صَلّٰى زَوَّدَنَا شَيْئًا حَتّٰى أَتَيْنَا خَيْبَرَ وَقَدِ افْتَتَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَالَ فَكَلَّمَ الْمُسْلِمِيْنَ فَأَشْرَكُوْنَا فِيْ سِهَامِهِمْ.

৩৪০. খুছায়ম ইব্ন ইরাক তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারে অবস্থানকালে স্বগোত্রীয় কতক লোক নিয়ে আবূ হুরায়রা (রা) মদীনায় গমন করেন। তখন সিবা' ইব্ন আরফাতাহ মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা) এর খলীফা ছিল। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি তখন সিবা'-এর নিকট যাই। তিনি তখন ফজরের নামাযের প্রথম রাকআত সূরা كٓهٰيٰعٓصٓ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ পাঠ করছিলেন। তিনি বলেন, আমি তখন মনে মনে বললাম দুর্ভোগ সে ব্যক্তির জন্যে যে নেয়ার সময় পুরোপুরি মেপে নেয় আর দেয়ার সময় কম মেপে দেয়। নামায শেষে তিনি আমাদেরকে কিছু মালপত্র দিলেন। আমরা খায়বার গিয়ে পৌঁছলাম। আমাদেরকে দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদের সাথে আলাপ করলেন তারা নিজেদের অংশ থেকে আমাদেরকে কিছু কিছু দান করেছেন।

(٣٤١) عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ نَاسٍ مِنْ قَوْمِيْ بَعْدَمَا فَتَحَ خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ فَأَسْهَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرِنَا.

৩৪১. আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খায়বার জয়ের তিনদিন পর আমার সম্প্রদায়ের কতক লোককে সাথে নিয়ে আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট উপস্থিত হই। তিনি আমাদেরকে অংশ দিয়েছেন। আমরা ব্যতীত হুদায়বিয়ার বিজয় অভিযানে অংশগ্রহণ না করা অন্য কাউকে তিনি এখান থেকে অংশ দেননি।

(٣٤٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ فَلَمَّا رَأٰى أُحُدًا قَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهٗ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ.

৩৪২. আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার বিজয় শেষে মদীনায় ফিরছিলেন। যখন তিনি উহুদ পাহাড় দেখলেন তখন বললেন, এই যে পাহাড় সেটি আমাদেরকে

www.waytojannah.com

ভালবাসে এবং আমরা সেটিকে ভালবাসি। যখন তিনি মদীনায় পৌঁছলেন তখন বললেন اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ হে আল্লাহ! ইব্‌রাহীম যেমন মক্কাকে হারাম শরীফ ঘোষণা করেছে আমি তেমন মদীনার দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে হারাম শরীফ ঘোষণা করছি।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سَرِيَّةِ أَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى بَنِيْ فَزَارَةَ۔

পরিচ্ছেদ : বানূ ফাযারাহ্ গোত্রের প্রতি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর অভিযান

() عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ وَأَمَّرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا قَالَ غَزَوْنَا فَزَارَةَ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَاءِ أَمَرَنَا أَبُوْ بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا قَالَ فَلَمَّا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ أَمَرَنَا أَبُوْ بَكْرٍ فَشَنَنَّا الْغَارَةَ فَقَتَلْنَا عَلَى الْمَاءِ مَنْ قَتَلْنَا قَالَ سَلَمَةُ ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيْهِ الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ نَحْوَ الْجَبَلِ وَأَنَا أَعْدُوْ فِيْ آثَارِهِمْ فَخَشِيْتُ أَنْ يَسْبِقُوْنِيْ إِلَى الْجَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ قَالَ فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوْقُهُمْ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ عَلَى الْمَاءِ وَفِيْهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ قَالَ فَنَفَّلَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ ابْنَتَهَا قَالَ فَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ ثُمَّ بِتُّ فَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا قَالَ فَلَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوْقِ فَقَالَ لِيْ يَا سَلَمَةُ هَبْ لِيْ الْمَرْأَةَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاللهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِيْ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَنِيْ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوْقِ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ هَبْ لِيْ الْمَرْأَةَ لِلّٰهِ أَبُوْكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاللهِ أَعْجَبَتْنِيْ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا وَهِيَ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَبَعَثَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَفِيْ أَيْدِيْهِمْ أُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَفَدَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ۔

৩৪৩. ইয়াস ইব্‌ন সালামাহ ইব্‌ন আকওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমরা আবূ বকর ইব্‌ন আবূ কুহাফা (রা)-এর নেতৃত্ব অভিযানে বের হলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে আমাদের সেনাপতি বানিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেন যে, আমরা ফাযারাহ গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হয়েছিলাম। আমরা যখন একটি জলাধারের কাছাকাছি পৌঁছি, তখন হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশে সেখানে আমরা রাত্রিকালীন বিশ্রাম গ্রহণ করি। আমরা যখন ফজরের নামায আদায় করলাম তখন তিনি আমাদের আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন। জলাধারের আশেপাশে আমরা যাদেরকে পেয়েছি তাদেরকে হত্যা করেছি। সালামাহ বলেন, এরপর আমি দেখতে পেলাম যে, নারী ও শিশুসহ বহু লোক পাহাড়ের দিকে দৌড়াচ্ছে। আমি দ্রুত তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। ওরা আমার আগে পাহাড়ে লুকিয়ে যায় কিনা সে আশংকা আমার ছিল। আমি

www.waytojannah.com

ওদেরকে লক্ষ্য করে একটি তীর নিক্ষেপ করলাম। সেটি ওদের মাঝে আর পাহাড়ের মাঝে গিয়ে পড়ল। এরপর আমি ওদেরকে তাড়িয়ে জলাধারের পাশে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এর নিকট নিয়ে এলাম। ওদের মধ্যে চামড়ায় ঢাকা এক অনিন্দ্যসুন্দর মহিলা ছিল। তার সাথে ছিল এক কন্যা সন্তান। হযরত আবূ বকর (রা) ওই মেয়েটিকে আমার ভাগে দিয়ে দিলেন। আমি মদীনায় এসে পৌঁছলাম কিন্তু তার পর্দা উঠাইনি। আমি রাত কাটিয়েছি তবুও পর্দা উঠাইনি। অতঃপর বাজারে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে আমার দেখা হয়। তিনি বললেন হে সালামাহ। ওই মহিলাটি আমাকে দান করে দাও। তুমি তো অভিজাত বংশের লোক। আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আল্লাহ্র কসম ওকে আমার পছন্দ হয়েছিল কিন্তু আমি তার পর্দা উঠাইনি, এটি আপনারই। আপনাকে দিয়ে দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) ওই মহিলাকে মক্কায় পাঠিয়ে দেন। তখন মক্কাবাসীদের হাতে কতক মুসলমান বন্দী অবস্থায় ছিল। ওই মহিলার বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) ওদেরকে মুক্ত করে আনেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سَرِيَّةِ غَالِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِبَنِي الْمَلُوْحِ بِالْكَدِيْدِ

পরিচ্ছেদ : কাদীদে অবস্থানকারী বানূ মাল্লূহ গোত্রের উদ্দেশ্যে গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর অভিযান

(٣٤٤) عَنْ جُنْدُبِ بْنِ مَكِيْثٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَالِبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْكَلْبِيَّ كَلْبَ لَيْثٍ إِلَى بَنِيْ مُلَوِّحٍ بِالْكَدِيْدِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُغِيْرَ عَلَيْهِمْ فَخَرَجَ فَكُنْتُ فِيْ سَرِيَّتِهِ فَمَضَيْنَا حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِقُدَيْدٍ لَقِيْنَا بِهِ الْحَارِثَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ ابْنُ الْبَرْصَاءِ اللَّيْثِيُّ فَأَخَذْنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا جِئْتُ لِأُسْلِمَ فَقَالَ غَالِبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا جِئْتَ مُسْلِمًا فَلَنْ يَضُرَّكَ رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَإِنْ كُنْتَ عَلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ اسْتَوْثَقْنَا مِنْكَ قَالَ فَأَوْثَقَهُ رِبَاطًا ثُمَّ خَلَّفَ عَلَيْهِ رَجُلًا أَسْوَدَ كَانَ مَعَنَا فَقَالَ امْكُثْ مَعَهُ حَتّٰى نَمُرَّ عَلَيْكَ فَإِنْ نَازَعَكَ فَاحْتَزَّ رَأْسَهُ قَالَ ثُمَّ مَضَيْنَا حَتّٰى أَتَيْنَا بَطْنَ الْكَدِيْدِ فَنَزَلْنَا عُشَيْشِيَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَبَعَثَنِيْ أَصْحَابِيْ فِيْ رَئِيَّةٍ فَعَمَدْتُ إِلَى تَلٍّ يُطْلِعُنِيْ عَلَى الْحَاضِرِ فَانْبَطَحْتُ عَلَيْهِ وَذٰلِكَ الْمَغْرِبَ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَنَظَرَ فَرَانِيْ مُنْبَطِحًا عَلَى التَّلِّ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ وَاللهِ إِنِّيْ لَأَرٰى عَلٰى هٰذَا التَّلِّ سَوَادًا مَا رَأَيْتُهُ أَوَّلَ النَّهَارِ فَانْظُرِيْ لَا تَكُوْنُ الْكِلَابُ اجْتَرَّتْ بَعْضَ أَوْعِيَتِكِ قَالَ فَنَظَرَتْ فَقَالَتْ لَا وَاللهِ مَا أَفْقِدُ شَيْئًا قَالَ فَنَاوِلِيْنِيْ قَوْسِيْ وَسَهْمَيْنِ مِنْ كِنَانَتِيْ قَالَ فَنَاوَلَتْهُ فَرَمَانِيْ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيْ جَنْبِيْ قَالَ فَنَزَعْتُهُ فَوَضَعْتُهُ وَلَمْ أَتَحَرَّكْ ثُمَّ رَمَانِيْ بِآخَرَ فَوَضَعَهُ فِيْ رَأْسِ مَنْكِبِيْ فَنَزَعْتُهُ فَوَضَعْتُهُ وَلَمْ أَتَحَرَّكْ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ وَاللهِ لَقَدْ خَالَطَهُ سَهْمَايَ وَلَوْ كَانَ زَائِلَةً لَتَحَرَّكَ فَإِذَا أَصْبَحْتِ فَابْتَغِيْ سَهْمَيَّ فَخُذِيْهِمَا لَا تَمْضُغُهُمَا عَلَيَّ الْكِلَابُ قَالَ وَأَمْهَلْنَاهُمْ حَتّٰى رَاحَتْ رَائِحَتُهُمْ حَتّٰى إِذَا احْتَلَبُوْا وَعَطَنُوْا أَوْ سَكَنُوْا وَذَهَبَتْ عَتَمَةٌ مِنَ اللَّيْلِ شَنَنَّا عَلَيْهِمُ الْغَارَةَ فَقَتَلْنَا مَنْ قَتَلْنَا مِنْهُمْ وَاسْتَقْنَا النَّعَمَ فَتَوَجَّهْنَا قَافِلِيْنَ وَخَرَجَ صَرِيْخُ الْقَوْمِ إِلَى قَوْمِهِمْ مُغَوِّثًا وَخَرَجْنَا سِرَاعًا حَتّٰى نَمُرَّ بِالْحَارِثِ ابْنِ الْبَرْصَاءِ

www.waytojannah.com

وَصَاحِبِهِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ مَعَنَا وَأَتَانَا صَرِيخُ النَّاسِ فَجَاءَنَا مَا لَا قِبَلَ لَنَا بِهِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ إِلَّا بَطْنُ الْوَادِي أَقْبَلَ سَيْلٌ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ شَاءَ مَا رَأَيْنَا قَبْلَ ذٰلِكَ مَطَرًا وَلَا خَالًا فَجَاءَ بِمَا لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ فَلَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ وُقُوفًا يَنْظُرُونَ إِلَيْنَا مَا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَنَحْنُ نَجُوزُهَا سِرَاعًا حَتَّى أَسْنَدْنَاهَا فِي الْمَشْلَلِ ثُمَّ حَدَرْنَاهَا عَنَّا فَأَعْجَزْنَا الْقَوْمَ بِمَا فِي أَيْدِينَا.

৩৪৪. জুনদুব ইব্ন মাকীছ জুহানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) লায়ছ গোত্রের গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ্ কালবী কে কাদীদে অবস্থানকারী বানূ মাললুহ গোত্রের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি ওদের উপর অতর্কিত হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। গালিব বের হল। আমি ওই কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। যেতে যেতে কুদায়দ পর্যন্ত পৌঁছার পর হারিস ইব্ন মালিকের সাক্ষাত পাই। সে হল আল বারসা লায়ছী এর পুত্র। আমরা তাকে পাকড়াও করি। সে বলল, আমি তো ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে এসেছি। গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ্ বললেন, ইসলাম গ্রহণের জন্যে এলেও একদিন একরাতের বন্দীদশা তোমার কোন ক্ষতি করবে না। আর যদি অন্য উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে আমরা তোমাকে প্রকৃত বন্দীরূপেই গ্রহণ করলাম। বস্তুত তাকে বেঁধে ফেলা হল। আমাদের সাথে থাকা একজন কৃষ্ণাঙ্গকে তার পাহারায় নিয়োজিত করা হল। তাকে বলা হল যে, আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি তার পাহারায় থাকবে। সে যদি ব্যতিক্রম কিছু করতে চায় তবে তার মাথা কেটে ফেলবে। আমরা এগিয়ে গেলাম। কাদীদ প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছালাম। আসরের সময়ের পর সূর্যাস্তলগ্নে আমরা সেখানে অবতরণ করি। আমার সাথীগণ আমাকে একটি উঁচু টিলাতে পাঠায়। আমি টিলার মাথায় গিয়ে উঠি যাতে স্থানীয় লোকদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে পারি। আমি সেখানে শুয়ে পড়ি। তখন মাগরিবের সময়। ইতিমধ্যে স্থানীয়দের এক ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয়। সে আমাকে টিলার উপর শুয়ে থাকতে দেখে। সে তার স্ত্রীকে বলল, আমি টিলার উপরে একটি দেহ দেখতে পাচ্ছি যা দিনের শুরুতে দেখিনি, তুমি তোমার পণ্যসামগ্রী পরীক্ষা করে দেখ না জানি কুকুর তার কিছু নিয়ে গিয়েছে। স্ত্রী তার পণ্যসামগ্রী পরীক্ষা করে বলল আমি তো কিছুই হারাইনি। আমার সব কিছু ঠিকঠাক আছে। সে বলল তাহলে আমার ধনুকটি এবং দুটো তীর দাও। স্ত্রী তা দিল। সে আমাকে লক্ষ্য করে একটি তীর নিক্ষেপ করল, সেটি আমার পাঁজরে গিয়ে পড়ল। আমি সেটি খুলে রেখে দিলাম কিন্তু একটুও নড়াচড়া করিনি। সে দ্বিতীয় তীরটি ছুঁড়ল। সেটি আমার কাঁধের শেষ ভাগে বিঁধল। আমি সেটি খুলে রাখলাম। একটুও নড়াচড়া করিনি। সে তার স্ত্রীকে বলল, আমার দুটো তীর তাকে আঘাত করেছে, এটি যদি কোন প্রাণী হতো তাহলে অবশ্যই নড়াচড়া করত। ভোরে গিয়ে তুমি তীর দুটো খুঁজে আনবে। একটি কুকুরের জন্যে যেন আমার দুটো তীর নষ্ট না হয়। আমরা রাতটা তাদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম। তারা বিশ্রাম গ্রহণ করেছিল। দুধ দোহন করেছিল। পশুপালকে গোয়ালে রেখেছিল এবং নিজেরা শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মধ্যরাতের কিছুটা অতিবাহিত হবার পর আমরা তাদের উপর আক্রমণ করি। ওদের যাদেরকে সম্ভব আমরা হত্যা করি এবং তাদের পশুপাল করায়ত্ত করে ফিরতি যাত্রা শুরু করি। ইতিমধ্যে ওদের ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা আত্মরক্ষার জন্যে চেঁচামেচি ও আহাজারি শুরু করে। আমরা দ্রুত ফিরে আসি এবং বন্দী হারিছ ইব্ন বারসা ও পাহারাদারের নিকট উপস্থিত হই। ওকে সাথে নিয়ে আমরা আবার যাত্রা শুরু করি। ইতিমধ্যে ওদের উদ্ধারকারী ও সাহায্যপ্রার্থী দল আমাদের কাছাকাছি এসে পৌঁছে যে, আমাদের আর বাঁচার উপায় ছিল

www.waytojannah.com

না। আমাদের মাঝে আর তাদের মাঝে মাত্র একটি পার্বত্যভূমির ব্যবধান ছিল। তৎক্ষণাৎ একটি প্লাবন নেমে এল। এটি আমাদের ও তাদের মাঝে প্রাচীর হয়ে উঠল। এটি মহান আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছায় পাঠিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে আমরা সেখানে কোন মেঘও দেখিনি বৃষ্টিও দেখিনি। এত স্রোতস্বিনী প্লাবন যে, কারো সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। আমরা দেখতে পেলাম, ওরা ঠিক দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কেউই এগিয়ে আসতে পারছিল না। আমরা দ্রুত গনীমতের গুছিয়ে যাত্রা করলাম এবং সে স্থান ছেড়ে এলাম। ওরা আমাদের হাতে থাকা ধনসম্পদ নিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ذِكْرِ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَزِوَاجِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

পরিচ্ছেদ : কাযা উমরা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) মায়মূনা বিনত হারিছকে বিয়ে করা

(٣٤٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرُوا الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلَا يَحْمِلَ السِّلَاحَ عَلَيْهِمْ قَالَ سُرَيْجٌ وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا إِلَّا سُيُوْفًا وَلَا يُقِيْمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوْا فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ ثَلَاثًا أَمَرُوْهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ.

৩৪৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উমরার উদ্দেশ্যে বের হলেন। মক্কার কাফিরেরা তাঁর মাঝে ও বায়তুল্লাহ্ শরীফের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াল। ফলে তিনি হুদায়বিয়া প্রান্তরে পশু কুরবানী করলেন এবং মাথা মুণ্ডণ করলেন। ওদের সাথে তাঁর চুক্তি হল যে, পরবর্তী বৎসর তিনি উমরা করার জন্যে আসবেন এবং সাথে তরবারি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র বহন করবেন না। তারা যে ক'দিন অনুমতি দিবে শুধু সেই ক'দিন মক্কায় অবস্থান করবেন। সে সূত্রে পরবর্তী বৎসর তিনি উমরা করলেন। তিনি চুক্তি মুতাবিক মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিন দিন অবস্থানের পর তারা তাঁকে বেরিয়ে যেতে বলল। তিনি বেরিয়ে গেলেন।

(٣٤٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اعْتَمَرَ فَطَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا يُصِيْبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ.

৩৪৬. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী আওফা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উমরা করেছিলেন তখন আমরা তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি তাওয়াফ করেছেন আমরাও তাওয়াফ করেছি। তিনি নামায আদায় করেছেন আমরাও তাঁর সাথে নামায আদায় করেছি। তিনি সাফা মারওয়াতে সাঈ করেছেন। মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে অপ্রীতিকর কিছু যেন না ঘটতে পারে সেজন্যে আমরা তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলাম। অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে শুনেছি তিনি সম্মিলিত শত্রুদলের বিরুদ্ধে দুআ করে বলেছেন,

زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَدْعُوْ عَلَى الْأَحْزَابِ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْأَحْزَابِ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ.

www.waytojannah.com

হে আল্লাহ্ (আপনি) কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, শত্রুদলকে পরাজিতকারী! হে আল্লাহ্ আপনি ওদেরকে পরাজিত করে দিন এবং তাদের পা'গুলোকে নড়বড়ে করে দিন।

(٣٤٧) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ فِيْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوْا قُلْ لِصَاحِبِكَ فَلْيَخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৪৭. বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কাযা উমরা আদায়ের জন্যে যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন কুরায়শ নেতারা আলী (রা) এর নিকট এসে বলল, আপনার নেতাকে চলে যেতে বলুন, কারণ নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

(٣٤٨) عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ فِيْ عُمْرَتِهِ بَلَغَ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قُرَيْشًا تَقُوْلُ مَا يَتَبَاعَثُوْنَ مِنَ الْعَجَفِ فَقَالَ أَصْحَابُهُ لَوِ انْتَحَرْنَا مِنْ ظَهْرِنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَحَسَوْنَا مِنْ مَرَقِهِ أَصْبَحْنَا غَدًا حِيْنَ نَدْخُلُ عَلَى الْقَوْمِ وَبِنَا جَمَامَةٌ قَالَ لَا تَفْعَلُوْا وَلٰكِنِ اجْمَعُوْا لِيْ مِنْ أَزْوَادِكُمْ فَجَمَعُوْا لَهُ وَبَسَطُوا الْأَنْطَاعَ فَأَكَلُوْا حَتّٰى تَوَلَّوْا وَحَثَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيْ جِرَابِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَعَدَتْ قُرَيْشٌ نَحْوَ الْحِجْرِ فَاضْطَبَعَ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا يَرَى الْقَوْمُ فِيْكُمْ غَمِيْزَةً فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ دَخَلَ حَتّٰى إِذَا تَغَيَّبَ بِالرُّكْنِ الْيَمَانِيْ مَشٰى إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فَقَالَتْ قُرَيْشٌ مَا يَرْضَوْنَ بِالْمَشْيِ أَنَّهُمْ لَيَنْقُزُوْنَ نَقْزَ الظِّبَاءِ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ فَكَانَتْ سُنَّةً قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذٰلِكَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

৩৪৮. আবূ তোফায়ল বর্ণনা করেছেন, ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কাযা উমরাকালে মাররায যাহরানে অবতরণ করলেন, তখন সাহাবীদের কানে একথা এল যে, কুরায়শগণ বলছে দুর্বলতার কারণে মুসলমানগণ জোরে হাঁটতে পারছে না। সাহাবীগণ বলল, আমরা যদি আমাদের কতক বাহন যবাই করে তার গোশত ও ঝোল খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে আগামীকাল ফুরফুরে মেজাজে ওদের সমাবেশে গমন করি তাহলে ভালো হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন– না, তা করবে না। বরং তোমাদের যার নিকট যে খাদ্যসামগ্রী রয়েছে তার সব একত্রিত কর। সকল খাদ্যদ্রব্য একত্রিত করা হল। দস্তরখান বিছিয়ে সকলে তৃপ্তি সহকারে খাওয়া দাওয়া করলেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ থলিতে খাদ্য সঞ্চিত করে রাখলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) অগ্রসর হলেন। তিনি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলেন। কুরায়শগণ হাতিমের পাশে বসে রইল। তিনি চাঁদরে ইদতিবা করলেন অর্থাৎ বাম কাঁধের উপর এবং ডান বগলের নীচে চাঁদর স্থাপন করে ডান বাহু খোলা রাখলেন। এরপর বললেন, শত্রুপক্ষ যেন তোমাদের কারো মধ্যে কোন দুর্বলতা দেখতে না পায়। তিনি রুকন-ই ইয়ামানী স্পর্শ করলেন, তারপর মাতাফে প্রবেশ করলেন। এরপর রুকন-ই-আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হলেন। কুরায়শগণ তখন বলল, ওরা তো সাধারণভাবে হাঁটতে পছন্দ করছে না বরং হরিণের মত লাফাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তিনবার এভাবে

www.waytojannah.com

হাঁটলেন। ফলে এটি সুন্নতরূপে নির্ধারিত হল। আবূ তোফায়ল বলেন ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে এও জানিয়েছেন যে, বিদায় হজ্জেও রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করেছেন।

(٣٤٩) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمّٰى يَثْرِبَ قَالَ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمّٰى قَالَ فَأَطْلَعَ اللهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى ذٰلِكَ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوْا وَقَعَدَ الْمُشْرِكُوْنَ نَاحِيَةَ الْحِجْرِ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِمْ فَرَمَلُوْا وَمَشَوْا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ قَالَ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ تَزْعُمُوْنَ أَنَّ الْحُمّٰى وَهَنَتْهُمْ هٰؤُلَاءِ أَقْوٰى مِنْ كَذَا وَكَذَا ذَكَرُوْا قَوْلَهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا إِبْقَاءٌ عَلَيْهِمْ وَقَدْ سَمِعْتُ حَمَّادًا يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ سَمِعْتُ حَمَّادًا يَذْكُرُهُ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ لَا شَكَّ فِيْهِ عَنْهُ.

৩৪৯ – সাঈদ ইব্ন জুবায়র বর্ণনা করেছেন ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে। তিনি বলেছেন যে, কাযা উমরা সম্পাদনের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ মক্কায় আগমন করলেন। এমতাবস্থায় যে, ইয়াছরিবের জ্বর তাঁদেরকে দুর্বল করে ফেলেছিল। তখন মুশরিকগণ নিজেরা বলাবলি করেছিল যে, তোমাদের নিকট এমন কতক লোক আসছে জ্বর যাদেরকে দুর্বল করে ফেলেছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীকে ওদের মন্তব্য সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি সাহাবীদেরকে রমল বা বীরত্ব প্রদর্শনের সাথে তাওয়াফ করার নির্দেশ দিলেন। মুশরিকগণ হাতিমের পাশে বসা ছিল্ তারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। মুসলমানগণ রমল করছিল এবং দুই স্তম্ভের মাঝখানে স্বাভাবিক গতিতে হাঁটছিল। মুশরিকগণ তখন বলেছিল যে, এদের ব্যাপারে তোমরা মন্তব্য করেছিলে যে, জ্বর তাদেরকে দুর্বল করে ফেলেছে তারা বরং অমুক অমুকের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন হাজীদের প্রতি সহানুভূতিশীলতার কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) সকল চক্করে রমল করার নির্দেশ দেননি।

بَابُ زِوَاجِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ بِمَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَرِثِ خَالَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

পরিচ্ছেদ : ইবন আব্বাসের খালা মায়মূনা বিনতি হারিস (রা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিবাহ

(٣٥٠) عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالٌ بَعْدَمَا رَجَعْنَا مِنْ مَكَّةَ.

৩৫০. মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বিয়ে করেছেন এমতাবস্থায় যে, আমরা ইহরাম মুক্ত ছিলাম মক্কা থেকে ফেরার পর।

(٣٥١) عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ (مَوْلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ فِيْ بَعْثٍ مَرَّةً فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَأْتِنِيْ بِمَيْمُوْنَةَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّيْ فِي الْبَعْثِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَسْتَ تُحِبُّ مَا أُحِبُّ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِيْ بِهَا فَذَهَبْتُ فَجِئْتُهُ بِهَا.

www.waytojannah.com

৩৫১. রাসূলুল্লাহ (সা) এর ভৃত্য আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন একসময় আমি এক অভিযানে অংশগ্রহণের তালিকাভুক্ত ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি যাও এবং মায়মূনাকে আমার নিকট নিয়ে আস। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি তো অভিযানে যাবার তালিকায় আছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন আমি যা ভালবাসি তুমি কি তা ভালবাস না? তা তো অবশ্যই ভালবাসি। তিনি বললেন, তাহলে যাও মায়মূনাকে নিয়ে আস। আমি গেলাম এবং মায়মূনাকে নিয়ে এলাম।

(٣٥٢) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ حَلَالًا وَبَنٰى بِهَا حَلَالًا وَكُنْتُ الرَّسُوْلَ بَيْنَهُمَا.

৩৫২. আবূ রাফি (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইহরামমুক্ত অবস্থায় মায়মুনাকে বিয়ে করেছেন এবং ইহরামমুক্ত অবস্থায় তাঁর সাথে বাসর রাত কাটিয়েছেন, আমি তাঁদের দুজনের মধ্যে প্রতিনিধি ছিলাম।

ইফা—২০১৯-২০২০—প্র/০৩২.০২.১০৩—(উ)—৫২৫০

www.waytojannah.com